সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম খণ্ড।

যোগাচার্য্য

শ্রীমৎ যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারি-কর্ত্তৃক বিবৃত।

জনৈক সুপণ্ডিত কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

কলিকাতা

খিদিরপুর ১২১ নং সরকুলার গার্ডেন রিচ্ রোড হইতে

রায় শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র হাজরা বাহাদুর কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৮ই আশ্বিন, সন ১৩২৩ সাল।

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম কাণ্ড।

অথ মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ
সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং
মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু
ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরিঃ ওঁ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহের অবিষয়ীভূত সূক্ষ্মপদার্থ সকল ও ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত পদার্থ সকল সমস্তই ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এবং নিখিল জগৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইলেও তিনি সর্ব্বাবস্থাতেই পরিপূর্ণ।

মদীয় নিখিল অঙ্গ, বাক্, প্রাণ, নেত্র, কর্ণ, বল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহাতে বৃদ্ধি ও পুষ্টি প্রাপ্ত হউক। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম মৎসকাশে প্রতিভাত হউন। আমি যেন ব্রহ্মকে অপ্রতিপাদন ও অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আমি যেন প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যক্ত না হই। তৎকর্ত্তৃক আমার এবং মৎকর্ত্তৃক তাঁহার প্রত্যাখ্যান যেন

কখনই না হয়। আত্মময় তাহাতে এবং তন্ময় আত্মাতে নিবদ্ধ থাকায় আমাতে উপনিষৎ-কথিত ধর্ম্ম সকল প্রতিভাত হউক।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

পরমসুখপ্রদ আনন্দময় ব্রহ্মই সদ্গুরুস্বরূপ। কৈবল্যই তাঁহার ধাম এবং জ্ঞানই তাঁহার মূর্ত্তি। তিনি শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বাতীত, আকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপক অথচ সর্ব্বদা অলিপ্ত, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের তিনিই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য, তিনি অখণ্ড অদ্বয়, ভূত-ভবিষ্যৎ শূন্য চিরবর্ত্তমান, অজ্ঞান মল-বিবর্জ্জিত, অচল অর্থাৎ স্বরূপ হইতে অচ্যুত, সুতরাং সর্ব্বদাই নিষ্ক্রিয় সাক্ষিভূত, ভাব অভাব—আবির্ভাব তিরোভাব প্রভৃতি সর্ব্বভাবের অতীত এবং সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয় বিরহিত।

হে এবম্ভূত গুরুব্রহ্ম! আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। আপনারই ইচ্ছায়, আপনারই বাক্স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগুরুর আদেশে আপনারই উদ্ভাবিত ভাব এই "সাধনবিজ্ঞান" গ্রন্থে বেদ উপনিষৎ ও তন্ত্রের অবিসংবাদে অভিব্যক্ত করিলাম। আপনি প্রসন্ন হউন, আপনার প্রসাদে ও আশীর্ব্বাদে আপনার উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বহৃদয়ে প্রতিভাত হউক।

উদ্দেশ্য।

আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আহ্বানে ও আকর্ষণে আমি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক সমাধিস্থ মহাপুরুষের সমীপে উপস্থিত হই। সে আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষের কথা। তিন মাস তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার দেহমার্জ্জন ও স্থানপরিষ্কারাদি করিতে করিতে, একদিন তিনি আদেশ করিলেন,—বাবা, স্নান করিয়া আইস।

আদেশমাত্র আমি শশব্যস্তে সন্নিহিত পর্ব্বতগাত্রস্থ প্রস্রবণে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার দেহ পূর্ব্ববৎ নিশ্চল, নেত্রদ্বয়ও নিমীলিত! সপ্তাহকাল সেইভাবেই অতিবাহিত করিয়া, সপ্তাহান্তে পুনর্ব্বার নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক কহিলেন,—স্নান করিয়াছ?

মহাপুরুষের অলৌকিক ভাব দেখিয়া আমিও একরূপ হতজ্ঞান! নির্ব্বাক্ ভাবে মূঢ়ের ন্যায় মাত্র মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলাম,—হাঁ।

অতঃপর তিনি একটি শারীরিক ক্রিয়া প্রথমতঃ স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া, পরে আমাকে অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে আমি চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। তৎপরে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া ঐ ক্রিয়াটি দুই চারিবার অনুষ্ঠান করিতেই আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলাম। তৎকৃপায় পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিলাম বটে, কিন্তু সে কত মিনিট কত ঘণ্টা বা কতদিন পরে তৎকালে তথায় তাহা নির্ণয় করিবার কোনই উপায় ছিল না।

কিছুদিন পরে তিনি আমাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগে একান্ত অনিচ্ছা বশতঃ আমি কাতর প্রাণে সানুনয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, মহাপুরুষ সস্নেহে কহিলেন,—বৎস, গুরু-আদেশ অবহেলা করিতে নাই, যাও, তোমার মাতৃকৃপায় তোমার প্রতি সর্ব্বদা আমাদের লক্ষ্য থাকিবে, প্রয়োজনানুসারে সাক্ষাৎকারও ঘটিবে।

সেই হইতে সংসারপথে চলিতে চলিতে বহুবার তাঁহার অযাচিত

অলৌকিক করুণায় কৃতার্থ হইয়াছি। কতিপয় বর্ষ অতীত হইল, কাশীধামে অবস্থিতিকালে আমাকে তিনি তাঁহার দীক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতিগুলির সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে আলোচনা করিতে এবং সংশয়-শূন্য সাগ্রহচিত্ত ব্যক্তিকে ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে আদেশ করেন। তদবধি তাঁহারই আদেশানুসারে আমি উপাসনা পদ্ধতির আলোচনা করিয়া আসিতেছি। অনেকে তাহার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞানও লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই "সচিত্র সাধন বিজ্ঞান" গ্রন্থের প্রচার কার্য্যও সেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুর ইচ্ছাক্রমে ও আদেশ-বলেই আবদ্ধ, ইহার সৌকর্য্য সৌষ্ঠব ও সুসমাপ্তি বিষয়েও মাত্র তাঁহারই কৃপা ভরসা।

দীক্ষা শিক্ষা ও উপাসনা সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই প্রচলিত। পুরাণা-দিতে প্রমাণ পাওয়া যায়, দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব নাগ কিন্নর নর প্রভৃতি যাবতীয় চেতনগণের মধ্যেই উপাসনা প্রথা- শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্বোধন-চেষ্টা চিরদিনই সমান চলিয়া আসিতেছে। কেবল দেবাদি মানবান্ত চিন্তাশীল চেতনগণের মধ্যে নহে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি জীবগণ,— যাহাদিগকে আমরা আধুনিক জ্ঞানে বিবেকবুদ্ধি-বিরহিত বলিয়া বিবেচনা করি, তাহাদিগের মধ্যেও, অর্থাৎ জগতের জঙ্গম জাতিমাত্রেই, এবং এমন কি আমরা যাহাদিগকে অচেতন বলিয়া ব্যাখ্যা করি সেই সকল তরুগুল্ম পর্ব্বত প্রস্তরাদি স্থাবর জড়-জাতি মধ্যেও যে প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে উপাসনা-পদ্ধতি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত, ইহাও পুরাণাদিতে সপ্রমাণ। অচেতনে চৈতন্যের আভাস যে কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণই নূতন আবিষ্কার করিতেছেন তাহা নহে, ভারতের ঋষিগণ সে চৈতন্যের পূর্ণাভাস বহুকাল পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রচার করিয়াও গিয়াছেন।

দেবগণ ও ঋষিগণ গোকুলে তথা বৃন্দাবনধামে গোপ গোবৎস ও তরুগুল্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখানুভব করিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুবিরল নহে।

সীতান্বেষণার্থ সাগরলঙ্ঘন-সময়ে মহাবীর হনুমান্ সহসা গিরি-শৃঙ্গোপরি একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে মানব নহেন, জলমগ্ন মৈনাক-পর্ব্বতই মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আবার সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে স্বয়ং সমুদ্রও রত্নমাল্যাম্বর-ধারী দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাশরথির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; এ সকল কথা ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

বহু পুরাণে উক্তরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়, এবং ঐ সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মা বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাদি রূপে চৈতন্য চেতনাচেতন উভয়েতেই যে নিত্য বিরাজমান, একথা ভারতের ঋষিগণ বহুদিন পূর্ব্বেই জানিতেন ও মানিতেন। ঐ অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সম্যক্ স্ফুরণ ও ঐ শুদ্ধচৈতন্যে নিষ্ঠা বা নিঃশেষরূপে অবস্থিতির নিমিত্তই উপাসনার প্রয়োজন। এ উপাসনায় ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই আকাঙ্ক্ষা এবং সকলেরই সমান অধিকার।

ইদানীং মানবমণ্ডলীমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, বেদ ও তন্ত্রই সে সকলের মূল। ঐ মূল হইতেই কাণ্ড প্রকাণ্ড—শাখা প্রশাখাদি সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ সমগ্র লোকসমাজে এরূপ সুবিস্তৃত হইয়াছে যে মাত্র শাখাপল্লবাদি দর্শনে এক্ষণে মূল নির্দ্ধারণ একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়।

চৈতন্যে আস্থা, জড়ত্বে অনাস্থা,—উত্থানে প্রত্যাশা, পতনে আশঙ্কা ইত্যাদি হেতু জীব স্বভাবতঃই উপাসনায় অভিলাষী। এ অভিলাষ—এ পিপাসা জীবাত্মায় নিত্য বর্ত্তমান। যেরূপ জলমগ্ন মীন রহিয়া রহিয়া মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জড়-বেষ্টিত চৈতন্য—দেহাবদ্ধ আত্মা—বিষয়মগ্ন জীব রহিয়া রহিয়া ঊর্দ্ধ-দিকে চাহিয়া উপাসনার নিমিত্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে। পতন-ত্রাসে ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তি যেমন শাখা ছাড়িয়া শাখান্তর ধারণ করে, সেইরূপ অস্থিরমতি উপাসক কখন কখন এক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মান্তরে, এক সম্প্রদায় ছাড়িয়া অপর সম্প্রদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বেদ-উপনিষৎ-তন্ত্রাদিবিহিত উপাসনাপদ্ধতি যতই আবর্জ্জনাময় হইয়া আসিতেছে, বাহ্যজ্ঞানের কুহকজাল যতই প্রসারিত হইতেছে, সংযমাভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জীবের অন্তঃশক্তির অবসাদ হেতু চিত্ত যতই চঞ্চল হইতেছে, সংশয়ের ততই বৃদ্ধি, নিষ্ঠার ততই অভাব, সুতরাং উপরিউক্তরূপ নানাপথানুসরণ-প্রবৃত্তি ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সৎশিক্ষাভাবে বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনাবিধির আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকৌশলগুলির অনভিজ্ঞতাই ইহার সর্ব্বপ্রধান হেতু। কুহকে অসংমোহ, সংযমরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শক্তিরক্ষা, সংশয়নাশ, নিষ্ঠা, সকলই ঐ সকল মৌলিক ক্রিয়াকৌশলের আয়ত্ত। স্রোতোহীন পয়স্বিনী যেমন ক্রমশঃ শৈবাল-সার হইয়া আইসে, ক্রিয়াহীন বেদতন্ত্রও সম্প্রতি সেইরূপ মন্ত্র বা ভাষামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই ভাষামাত্র লইয়া ভাসিয়া বেড়াইলেই বেদাভ্যাস বা বেদপ্রচার হয় না; বস্তুতঃ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকৌশলাদির অভ্যাসই প্রকৃত বেদানুষ্ঠান ও তন্ত্রালোচনা।

ঐ সকল ক্রিয়াকৌশলের যথাসম্ভব আলোচনা করা এবং সঙ্কেত-প্রদান ও চিত্রপট প্রদর্শনাদি দ্বারা ঐ সকল বিষয় আগ্রহান্বিত ব্যক্তির পক্ষে সহজ পরিগ্রহযোগ্য করিতে চেষ্টা করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং তাহাই আমার গুরু-আদেশ।

সাধারণ সমীপে সবিনয় নিবেদন,—এই গ্রন্থের প্রচারকার্য্যে বা ইহার ভাষারচনায় যেরূপ বিত্ত বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, আমার সে সকল কিছুই নাই; সে সকল বিষয়ের ভার অন্য হস্তে ন্যস্ত। আমার বিদ্যা নাই, খ্যাতি নাই, ধন নাই; আছে মাত্র প্রত্যক্ষানুভূতি ও গুরু-আদেশ। উহাই আমার সার সম্বল, আর সম্বল সাধারণের সহানুভূতি।

ইতি বিনীত-ব্রহ্মচারিণঃ।

সূচনা।

—*❀*—

দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অসীম করুণায় লালিত পালিত ও পরিচালিত হইয়া নিরন্তর অনন্তের পথে অগ্রসর, বিষয়বিক্ষিপ্ত চিত্তে তাঁহার ধারণা অসম্ভব। এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চজগৎ যে অচিন্ত্য অব্যক্ত কারণে সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপের নিত্য স্বপ্রকাশাবস্থায় আলোড়িত হইয়া গতিশীল হইয়াছে, তাহারও অবধারণ অসাধ্য। যখন বিচার করিয়া দেখি যে, এই যে পৃথিব্যাদি গ্রহোপগ্রহগণ গ্রহরাজ দিবাকরকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাদের এক একটি কতই প্রকাণ্ড ও কতরূপ বিচিত্র চেতনাচেতন দৃশ্যাদৃশ্যের আবাসস্থল, তখন আমাদের আত্মসত্তায় একেবারেই অবজ্ঞা উপস্থিত হয়, দর্প অভিমান যেন লজ্জাবনত মুখে অন্তর হইতে কোথায় পলাইয়া যায়। আবার যখন চিন্তা করি যে, এইরূপ গ্রহোপগ্রহসংবেষ্টিত দিবাকর-সমষ্টি পুনশ্চ এক মহাসূর্য্যের পারিষদরূপে আমাদের অবিজ্ঞেয় গতিতে ব্যোমাশ্রয়ে আপন আপন অবধারিত পথে সতত সঞ্চরণ করিতেছে, আবার হয়ত সেইরূপ মহাসূর্য্যসমষ্টি-পরিবেষ্টিত কোন এক অতিমহান্ সূর্য্য সমশ্রেণিক শত শত সহচর সঙ্গে না জানি কোন্ সুবিরাট্ সৌরসম্রাটের সভাশোভন করিতেছে, যখন চিন্তা করি যে, ঐ সকল গ্রহ উপগ্রহ গ্রহরাজ প্রভৃতির প্রত্যেকটিই অসংখ্য-প্রকার স্থূল সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য চেতনাচেতন স্থাবর জঙ্গমে সতত সমাকীর্ণ, তখন তুমি আমি এই ধরাশ্রয়ী মানব—এই ধূলিকণাশ্রিত কীটাণু যেন সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট্ সৃষ্টি-মহোৎসবের মহা-সমারোহে,—তুমি আমি তুচ্ছ মানব যেন কোথায় হারাইয়া যাই, সমুদ্রে সর্ষপবৎ কোথায় নিরুদ্দেশে ভাসিয়া যাই, কোন্ অতল-তলে অদৃশ্যে ডুবিয়া যাই!

কিন্তু, পক্ষান্তরে যখন ভাবিয়া দেখি যে, এই বিরাট্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডো পরি,—এই অনাদি-অনন্তব্যাপী সুবিশাল শবোপরি, বরাভয়দায়িনী চৈতন্যরূপিণী বিশ্বজননী এই বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে স্বীয় সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়াত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, শবে শিবত্ববিধায়ক স্বীয় অসীম মহিমা প্রকাশিত করিয়া, নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন, যখন ভাবিয়া দেখি, তুমি আমি এই নগণ্য কীটাণু যেদিন মর্ত্ত্যধামের অতিথিরূপে মাতৃগর্ভে আশ্রয় পাইয়াছি, তৎপূর্ব্ব হইতেই সেই সর্ব্বেশ্বরী বিশ্ববিধাত্রী অতিথিসৎকারোচিত আয়োজনে শশব্যস্ত, সেই নগণ্য তোমাকে আমাকে যেন কতই অগ্রগণ্য জ্ঞানে অহোরাত্র অবিরাম কতই করুণায় কতই স্নেহে আপ্যায়িত ও বর্দ্ধিত করিতে আগ্রহান্বিতা, তখন বুঝিতে পারি, জগদীশ্বরী যথার্থই জগতের মা, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারি, মা আমার সর্ব্বস্ব, আমি মায়ের যথার্থই অঞ্চলের ধন। কি আশ্চর্য্য! কোথায় ছিলাম নিরাশ্রয় বারিভূত তুমি আমি, গর্ভাশ্রয়ে আসিব উদ্দেশে অগ্রেই ক্ষীরভাণ্ডার নির্ম্মাণ! অগ্রেই তোমার আমার নিমিত্ত মাতৃবক্ষে অমৃতসঞ্চার! তবে আর কোন্ প্রাণে কেমন করিয়া বলিব, মা তোমার আমার বিষয়ে একেবারেই উদাসীন অচেতনা? কেমন করিয়া বলিব, তুমি আমি সেই বিরাট বিশ্বপ্রসবিত্রীর চক্ষে একেবারেই নগণ্য? কেমন করিয়াই বা বলিব, মাকে তুমি আমি চিনি না, জানি না, জানিতে পারি না? কেমন করিয়া বলিব, তিনি তোমার আমার জ্ঞানের একেবারেই অগোচর, ধারণার অতীত?

মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকিয়া দেখিতে পাইতেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এক দিব্যমূর্ত্তি পুরুষপ্রবর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি মনুষ্যমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন,—এই কি সেই চক্রধর? এই হেতুই তাঁহার নাম হইল পরীক্ষিৎ।

আমরা সকলেও সেইরূপ কি গর্ব্ভাবাসকালে কি সামর্থ্য-বিহীন শৈশবে সেই সুদর্শনধারী কর্ত্তৃক সতত সংরক্ষিত হইয়া বয়োবৃদ্ধির—

মোহবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলই ভুলিয়া যাই, আর তাঁহার সন্ধান পাই না। যাঁহার সত্তায় আমার সত্তা, আমার প্রতিনিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে যাঁহার করুণা প্রবাহিত, তাঁহাকে বহুবার পরীক্ষায় প্রতিপন্ন করিতে যাই, কোন মতেই সমর্থ হই না। বেদে অবেদ্য, দর্শনে অদৃশ্য, গণিতে অগণ্য, বিজ্ঞানে অবিজ্ঞেয়,—সে আমার কোথায় আর খুঁজিয়া পাই না।

আমার প্রতিঅবস্থার, প্রতিকার্য্যের, প্রতি হস্তপাদবিক্ষেপের, প্রতিপুরুষকার-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে অপৌরুষেয় অব্যাহত মহাশক্তি সতত সঞ্চরণ করিতেছে, আমি নিষ্ক্রিয় থাকিলেও যাহার অবিরাম ক্রিয়াফল অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, পুরুষকার-পরায়ণ আমি আত্ম-দ্রোহী হইয়া শতবার স্বয়ং স্বীয়পদে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেও যে অনিবার্য্য অপৌরুষেয় শক্তি সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া আমার ঐহিক পারত্রিক গতি অব্যাহত রাখিতেছে, সে শক্তির সন্ধান আমি কোথাও পাই না, পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতাও আমার নাই! সে শক্তি কোথা হইতে কে সঞ্চারিত করিতেছে, আমার এমন অন্তরঙ্গ,—আত্মার আত্মীয় কোথায় কে আছে, হায় হায়, আমি খুঁজিয়া পাই না, বা খুঁজিতে চাই না! অথচ আমি প্রতিক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, সে আমার অঙ্গে অঙ্গ—নয়নে নয়ন দিয়া বসিয়া আছে, আমি নিদ্রিত থাকিলেও সে অনিদ্র, আমি প্রতীক্ষা না করিলেও সে অবিরাম অবেক্ষমাণ! হায় হায়, এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয় জন আমার চির-অপরিচিত! অহো পরিতাপ!—পরিচয় রাখিলাম এবার চৌর-দস্যুর সহিত! যাহারা আমার সর্ব্বস্ব মোষণ করিয়া পথের ভিখারী সাজাইতে সমুদ্যত, যাহারা আমার ইহ পরত্র দুঃখ প্রদানে সতত সচেষ্ট, বন্ধুত্ব পাতাইলাম কেবল সেই ইন্দ্রিয়গণের সহিত! পরিচয় হইল এবার মাত্র নশ্বর বিষয়সমূহের সহিত! সংসারে আসিয়া ইন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণে বিষয়-মহোৎসবে মত্ত হইয়া আপনাকে আপ্যায়িত মনে করিলাম, কিন্তু প্রতিক্ষণে দেখিতেছি, শঠের নিমন্ত্রণে মাত্র বিষ-ভোজনই সার হইল! বিষয়-জ্ঞানে গম্ভীর হইয়া মনে করিলাম, বাল্যচাপল্য পরিত্যাগে প্রকৃতই স্থির-প্রজ্ঞ হইয়াছি, কিন্তু হা হতাশা! এ যে

দেখিতেছি নরকের সুগভীর তলে গাঢ় নিমগ্ন হইতেছি মাত্র! সমাধি হইতেছে সত্য, কিন্তু বীভৎস মলরাশি মধ্যে! অহো কি দুর্গতি!

এ দুর্গতি পরিহারের নিমিত্ত অনেকের মনে অনেক সময়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় সত্য, কিন্তু নানাবিধ প্রয়াস পাইয়া তাঁহারা যখন অভীষ্টসিদ্ধির নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ কিছুই দেখিতে পান না, বিষয়-বিষ-জ্বালার যখন কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম বুঝিতে পারেন না, তখন হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার সেই বিষকূপকেই একমাত্র আশ্রয়-স্থান স্থির করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হন। কেহ কেহ হয় ত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গৃহাশ্রম দারাপত্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আর শান্তিলাভের উপায় নাই। পরিণত-বয়স্ক বিষয়-জর্জ্জরিত ব্যক্তিগণ হয় ত হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহেন,—এবার যাহা হইবার হইয়াছে! এ বয়সে আর কোনই ভরসা নাই!

প্রত্যক্ষানুভূতির অভাবই উক্তরূপ হতাশার একমাত্র হেতু। অনেকে অনেক সময়ে বিষয়-তাপে তাপিত হইয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত বড়ই ভরসা করিয়া কোন না কোন ধর্ম্মপথাশ্রয় করেন, কিন্তু কিয়দ্দিন উৎসাহের সহিত তৎপথে অগ্রসর হইয়া যখন আশানুরূপ কোন ফললাভ করেন না, চিরকাঙ্ক্ষিত শান্তির বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন না, তখন তাঁহারা বড়ই হতাশ প্রাণে পুনরায় বিষয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎফলে তাঁহাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও বিষয়ের আনুগত্যই মাত্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ঈশ্বরোপাসনায় শান্তিলাভ সুনিশ্চিত, যোগসাধনে জরামৃত্যু-দায়ে অব্যাহতি-লাভ হয়, মানুষ সাধন-বলে ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্রচারী ও সর্ব্বাপৎশূন্য হইয়া থাকে, ইত্যাদিরূপ শাস্ত্রোপদেশ বা সাধুবাক্যে, হতাশ হইয়া, সাধক ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়েন, এবং শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যগুলিকে মাত্র অবসর বা অবসাদ-সময়ের রসায়নস্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি

মনে মনে বেশ বুঝিয়া রাখেন যে, ঐ কথাগুলি মাত্র শ্রুতি-মধুর আশুমনস্তোষক, মানবজীবনে ঐ সকল কথার সার্থকতা উপলব্ধি করা একরূপ অসাধ্য।

এ দোষ শাস্ত্র সাধু বা সাধক কাহারই নহে। শাস্ত্রোপদেশও অসত্য নহে, সাধুবাক্যও অনর্থক নহে, বা সাধকের হতাশা-জনিত অবিশ্বাসও অযৌক্তিক নহে।

যাবৎ স্বল্পমাত্রও তত্ত্বপ্রকাশ না হয়, তাবৎ অভ্রান্ত সত্যেও অবিশ্বাস দূর হয় না। পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিলেও যদি অভীপ্সিত তত্ত্বের বিন্দুমাত্রও আভাস প্রাপ্ত হওয়া না যায়, সাধকের ধৈর্য্যচ্যুতি সাধারণতঃই সম্ভবপর। অসাধারণ অধ্যবসায়ে সর্ব্বপ্রকার সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী সত্য, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অসীম আগ্রহফলে পথভ্রান্তেরও ভ্রান্তিনাশ ও লক্ষ্য-লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ অধ্যবসায় আগ্রহ কয় জনে সম্ভবে? সংসারে ধ্রুব প্রহ্লাদ বা আরুণি উদ্দালক একলব্য কি যুগে যুগেই শতাযুত সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে?

অতএব, সাধারণতঃ সাধকগণ যদি স্বল্পায়াসেই সত্যের আভাস,—অধ্যাত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যার বিভূতি কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্বাস অচল হয় এবং আগ্রহ ও অধ্যবসায় শতগুণ বৃদ্ধি পায়, তৎফলে সিদ্ধিলাভও সুসাধ্য হইয়া উঠে।

এই সত্যের আভাস—তত্ত্বের অভিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার বিভূতি-প্রকাশই ইংরাজি ভাষায় (Revelation) রেভেলেশন নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই, যে ধর্ম্মে—যে সাধনে এই সত্যপ্রকাশ বা রেভেলেশন নাই, সে ধর্ম্ম—সে সাধন নিষ্ফল। সম্প্রতি নানা সম্প্রদায়ের সাধক এই সত্যের স্বপ্রকাশ-অবস্থাটিকে মাত্র মৌখিক ব্যাখ্যার বিষয় স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা মাত্র সাধন-পদ্ধতিবিশেষে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আপনাকে একটি আনুমানিক বা কাল্পনিক সত্যাভাসের অধিকারী বলিয়া

নির্দ্ধারিত করেন, কিন্তু যথার্থ সত্যাভাস ও এবম্ভূত আনুমানিক সত্যাভাস খদ্যোত-পূর্ণেন্দুবৎ বিভিন্ন বলিলেও পর্য্যাপ্ত উক্তি হয় না।

যেরূপ সাধন-পথ অবলম্বন করিলে সহজেই প্রকৃত সত্যাভাস প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সাধন-পথই সাধারণের পক্ষে সুপ্রশস্ত। সকল পথেরই যে গন্তব্যস্থান এক, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে; কিন্তু কোন পথে বহু আয়াসে বহু বিলম্বে এমন কি বহু জন্মেও দুর্গম্য, কোন পথে বা স্বল্পায়াসে স্বল্পকালেই সুগম হইয়া আইসে।

যাহা হউক, এই গ্রন্থে বিচারবিতর্কাদির অবতারণা করিয়া বিষয়-বিশেষের প্রতিপাদন করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, শ্রীগুরুর কৃপালব্ধ এবং ভূয়ঃপরীক্ষিত অভ্রান্ত সত্যের আলোচনাই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎপ্রমাণচ্ছলে ক্বচিৎ উপনিষৎ পুরাণতন্ত্র বা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি হইতে দুই চারিটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করা হইবে। আমাদের বর্ণিত বিষয়ের প্রমাণ পুস্তকে নহে, সাধকের অন্তরাত্মাতেই প্রত্যক্ষ প্রকাশিত হইবে।

———

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীভগবানের স্বরূপ।

বাস্তব অবয়ব নাই, অথচ রূপ আছে, এরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ কি পৃথিবীতে সম্ভবে?

বুঝিয়া দেখিলে অসম্ভব নহে। চরাচর-রচনার প্রধান উপকরণ যে পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম, বিচার করিয়া বুঝিলে, এই পঞ্চভূতের পর পর প্রত্যেকটি পূর্ব্বটি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। ক্ষিতি অর্থাৎ মৃত্তিকা অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম, তদপেক্ষা তেজঃ আরও সূক্ষ্ম; মরুৎ একবারেই সূক্ষ্ম, দৃশ্য নহে স্পৃশ্য মাত্র। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যোম, পদার্থ বলিলেও হয় অপদার্থ বলিলেও হয়। এইরূপ, এ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের পরিচয়ের মধ্যেই এরূপ অনেক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, অথচ যাহার অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতা আমরা অহরহঃ উপলব্ধি করিতেছি।

ছায়া—দর্পণের প্রতিবিম্ব পদার্থটি কতই সূক্ষ্ম! বাস্তব অবয়ব কিছুই নাই, অথচ রূপটি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর। আবার, কাল পদার্থটি কি চমৎকার! চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, পঞ্চেন্দ্রিয়েরই অগোচর; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চগুণের কোন গুণাক্রান্তই নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া কালের অস্তিত্ব কেহ কি অস্বীকার করিতে পারেন?

সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম শ্রীভগবান্। কেহ তাঁহাকে সাকার,

কেহ তাঁহাকে নিরাকার কহিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার রূপ-সম্ভাবনা হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধক যখন অনুভাবক জীব ও অনুভূত ব্রহ্ম-ভাব এই দুইয়ের অদ্বয় অবস্থায় আটকাইয়া থাকেন, সে অবস্থাতেও শ্রুতিতে ব্যক্ত,—"অবরুদ্ধ-রূপোঽহম্ = আমি অবরুদ্ধ-রূপ"। অতএব সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীভগবান্ রূপবান্।

তবে যে বহুশাস্ত্রে এবং বহুলোকে তাঁহাকে অরূপ অর্থাৎ রূপ-বর্জ্জিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সে রূপের অর্থ চক্ষুগোচর মূর্ত্তিমাত্র। সে স্থলে অরূপ শব্দে চক্ষুর্গোচরমূর্ত্তিহীন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে অবস্থাতেও রূপ প্রকাশ হইতে পারে, তাহাকে সাধুগণ অরূপের রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

যে রূপ চক্ষুর্গোচর নহে সে অরূপের রূপ অনুভূত হয় কিসে? অন্তশ্চক্ষুতে—দিব্যদৃষ্টিতে। দিব্যদৃষ্টি কথাটি উচ্চ অঙ্গের, অর্থটিও, যাহার অনুভব না হইয়াছে, তাহার নিকট সুবোধ্য নহে। তবে অন্তশ্চক্ষু বা মনশ্চক্ষু এ কথাদুইটি চেষ্টা করিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

মনুষ্যের দেহেও যেমন নাক কাণ চোখ মুখ আছে, সেইরূপ মনেতেও নাক কাণ চোখ মুখ আছে। মনের নাক কাণ চোখ মুখের সহিত দেহের নাক কাণ চোখ মুখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধ না থাকিলে মাত্র দেহের নাক কাণ চোখ মুখ নির্জীব ও অকর্ম্মণ্য; কিন্তু মনের নাক কাণ চোখ মুখ, দৈহিক নাক কাণ ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ অনেকাংশে বাদ দিয়া, কতকটা স্বতন্ত্রভাবেও কার্য্য করিতে পারে।

আমরা স্বপ্নাবস্থায় যখন নানাবিধ রূপ দর্শন করি, তখন আমাদের দৈহিক চক্ষু সম্পূর্ণ নিমীলিত থাকে। এই ব্যাপার হইতে মনশ্চক্ষুর অস্তিত্ব অনেকাংশে বোধগম্য হয়। পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের মূর্ত্তি স্মৃতি-পথারূঢ় করাতেও কতকটা মানসদৃষ্টির কার্য্যকারিতা দেখা যায়।

মানসদৃষ্টি অপেক্ষা দিব্যদৃষ্টির প্রভাব আরও অধিক। এইরূপ

মানসদৃষ্টি অথবা দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীভগবানের রূপ—সেই অরূপের রূপ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া, তিনি যে সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকালেই দৈহিক চক্ষুর অগোচর, মানবীয় বহিশ্চক্ষুর গোচর হইতে সেই সর্ব্ব-শক্তিমানের যে আদৌ শক্তি নাই, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাজ্ঞানীরও অজ্ঞেয়, মহাদার্শনিকেরও অদৃশ্য, আবার কখন কখন নিরক্ষর মহামূর্খেরও দৃশ্য, স্পৃশ্য, পিতা মাতা পতি পত্নী পুত্রকন্যা সখা বয়স্য। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যৎ পাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যগম্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্॥"

যাঁহার পদরজঃ ধৃতাত্মা যোগিগণও বহুজন্মকৃত কঠোর সাধনে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, এবম্ভূত শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাঁহাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া বিরাজ করিয়াছেন, সেই ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্যের কথা ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বর্ণন করা যাইতে পারে?

এই শ্লোকমর্ম্মে শুকদেব শ্রীভগবান্‌কে শুদ্ধাত্মা যোগিগণেরও অনধিগম্য এবং গোপগোপী প্রভৃতি মমতাবদ্ধ মানব-মানবীগণেরও দৃশ্য স্পৃশ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ফলতঃ, তিনি যে যুগপৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম, এবং স্থূলাৎ স্থূলতর—স্থূলতম, এ কথা সর্ব্বশাস্ত্রমুখে সুব্যক্ত। রূপ তাঁহার অসংখ্য, কালীকৃষ্ণ শিবরাম প্রভৃতি যেরূপে যিনি তাঁহাকে দেখিতে চান, তাঁহার কৃপা হইলে, তিনি সেইরূপেই তাঁহাকে দেখা দেন, এ কথাও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপ্রকাশিত, সাধারণতঃ সকলেই কহিয়াও থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ নিজ আদিম রূপ কি? দর্শকের নিকট তিনি যথাভিবাঞ্ছিত রূপে দর্শনীয় সত্য, কিন্তু দর্শকাভাবে তাঁহার নিত্যস্বরূপ কিরূপ?

এ প্রশ্নের আপাততঃ উত্তর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতানুসারে তথা সাধকের অভিজ্ঞতানুসারে এইরূপ,—

"ওঁ" এই প্রণবমূর্ত্তির ঊর্দ্ধতম অংশকে আমরা সাধারণ কথায় চন্দ্রবিন্দু বলিয়া থাকি। দেহীর অন্তর্দেহেও এইরূপ প্রণবমূর্ত্তি নিত্য বর্ত্তমান। ঐ প্রণবমূর্ত্তির ঊর্দ্ধতম অংশেও চন্দ্রবিন্দু আছে। সেই বিন্দুস্থানই ব্রহ্মস্থান বা ব্রহ্মতালু, ঐ বিন্দুর নাম ব্রহ্মবিন্দু।

সাধকের চিত্ত ঐ স্থানে যখন স্থিতি লাভ করে, তখন সাধারণতঃ তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকেন, সে সময়ে দৃশ্যদর্শক বোধ্যবোধক সবই এক হইয়া যায়; সুতরাং দেখে কে এবং দেখা যায় বা কি, তাহার নির্দ্ধারণ হয় না। এরূপ অবস্থায় অধিক ক্ষণ বা পুনঃ পুনঃ থাকিলে কখন কখন সাধক দেহ পরিত্যাগ করেন।

এই চন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রমধ্যে বিন্দু সাধন-প্রকরণে অন্যত্রও দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

ঐ বিন্দুমধ্যে একটি গুহা আছে; সেই গুহা সম্বন্ধেই মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠির-মুখে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন,—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"—"ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত"। এই গুহামধ্যেই অখণ্ড মণ্ডলাকার একটি রূপ বা মূর্ত্তি, উহার একাংশ জগৎ=গতিশীল চর, অপরাংশ শূন্যময় স্থিতিমাত্র=অচর। ইহারই উদ্দেশে ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে,—"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং (ব্যাপ্তং নহে) যেন চরাচরমিত্যাদি।" আবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিভূতি-পরিচয়ের অন্তে শেষশ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"অথবা বহুনৈতেন কিমুক্তেন ধনঞ্জয়।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

অহং (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্বসংসার) একাংশেন (আমার এক অংশের দ্বারা) বিষ্টভ্য (আক্রমণ করিয়া, ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অবস্থান করিয়াছি)।

অরূপের স্বরূপ যদি ব্যাখ্যা করা সম্ভবে, তবে এই একাংশে বিশ্ব-

রূপধারী সগুণ সাকার ব্রহ্ম, অপরাংশে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম,—ব্রহ্মতালু-দেশীয় ব্রহ্মবিন্দু-নামক বিন্দুস্থিত গুহানিহিত এই ব্রহ্ম-সমন্বয়াত্মক পরব্রহ্ম-রূপই তাঁহার স্বরূপ বা আদিরূপ। কিন্তু,—

কালী কৃষ্ণাদি রূপ কি তবে স্বরূপ নহে? হাঁ নিশ্চিতই স্বরূপ। এক ভাবে বুঝিলে ঐ ঐ রূপ পূর্ব্বোক্ত পরব্রহ্মরূপেরও পরবর্ত্তী। কারণ সাধকগণ স্বস্ব আন্তরিক অনুরাগানুসারে কখন কখন পূর্ব্বোক্ত অখণ্ডমণ্ডলাকার রূপ দর্শনের পরেও তন্ময়ভাবেই কালীকৃষ্ণাদিরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। এই অর্থে কালীকৃষ্ণাদি রূপকেও আদিরূপ বা স্বরূপ বলিতে বাধা নাই। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড মূর্ত্তি হইতেই কালীকৃষ্ণাদি মূর্ত্তির বিকাশ, এই অর্থে ঐ অখণ্ড রূপকেই আদিরূপ বা স্বরূপ স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব সাধক দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণরূপকেই সর্ব্বোপরি পরিগণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার সে গণনা ভ্রান্তিমূলক নহে। কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে বাসুদেব বা পরমাত্মা পর্য্যন্ত মায়িক বিশ্বের অন্তর্বর্ত্তী। মায়ার পরপারেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ধাম অর্থাৎ প্রণবের শীর্ষদেশীয় চন্দ্রাকৃতি মায়া,—তদূর্দ্ধস্থিত বিন্দু। এই বিন্দুমধ্যেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অদ্বয় অর্থাৎ একান্তর্গত উভয় ভাব নির্দ্দেশ করেন, এবং ইহাকেই তাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন।

সেইরূপ শাক্তগণও সেই স্থানে শক্তিমূর্ত্তি দেখিয়া সেইরূপকেই স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

সকলের দর্শনই সার্থক, সকলের ব্যাখ্যাই সত্য, মিথ্যাবাদী কেহই নহেন।

তবে কি সে স্থানে একটা বুজরুকি অর্থাৎ মায়ার কুহক বিদ্যমান? কখনই নহে, সে ধামে মায়ার কুহক সকলই নিরস্ত, শুদ্ধ সত্য স্বয়ং বিরাজমান। সেই সত্যের জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত—মিথ্যা হইয়াও প্রকাশমান মহাসত্য! তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥”

অস্য (এই জগতের) জন্মাদি (সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়) যতঃ (যাঁহা হইতে) অন্বয়াৎ (সংযোগ হেতু) ইতরতশ্চ (এবং বিয়োগ হেতু) (*i. e.* by way of Analysis and Synthesis), অর্থেষু (বিষয়েতে) **অভিজ্ঞঃ** (জ্ঞানবান্ intelligent, conscious) স্বরাট্ (স্বয়ং বিরাজিত self-existent), তেনে (বিস্তার করিয়াছিলেন) ব্রহ্ম (বেদ) হৃদা (হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে) যঃ (যিনি) আদিকবয়ে (ব্রহ্মার মধ্যে, ব্রহ্মার অন্তরে), মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হন) যৎ (যাঁহার বিষয়ে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণ), তেজোবারিমৃদাং (অগ্নির বা সূর্য্যের তেজ, জল ও মৃত্তিকা ; অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ, জল ও কাচ, ইহাদিগের) যথা (যেরূপ) বিনিময়ঃ (পরস্পর পরিবর্ত্তনসম্বন্ধ অর্থাৎ একটিতে অপরটি বলিয়া ভ্রম) যত্র (যাহাতে, যাহার আভাসে) ত্রিসর্গঃ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, সত্ত্বরজঃতমঃ, ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল, বাতপিত্তকফ, চেতন-অচেতনউদ্ভিদ্, ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি, ইত্যাদি, Eternal Trinity) অমৃষা (মিথ্যা হইয়াও মিথ্যা নহে), ধাম্না (মহিমায়, পদমাহাত্ম্যে) স্বেন (স্বীয়) সদা (সর্ব্বকালে) নিরস্তকুহকং (নিরস্ত হইয়াছে কুহক যাঁহাতে এবম্ভূত) সত্যং (সত্য বস্তুকে) পরং (পরম) ধীমহি (ধ্যান করি)।

যাঁহার পরিহার-বিহার-সমাহারে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সংঘটিত হইতেছে, যিনি তদ্‌বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানবান্, যিনি আপনা হইতেই চিরবিরাজমান, যিনি ব্রহ্মার অন্তরে ব্রহ্মবিদ্যার সঞ্চার করিয়াছেন, যাঁহার তত্ত্বনির্ণয়ে বা স্বরূপবর্ণনে মহাজ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হন, মরীচিকায় যেমন বারিভ্রম হয়, কাচে যেমন জল রৌদ্র বা অগ্নি-শিখাদির ভ্রম হয়, সেইরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি জগদ্‌ব্যাপার সমস্তই বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও যাঁহার আভাসমাত্রে দেদীপ্যমান সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান, স্বীয় সত্তা-মাহাত্ম্যে যাঁহাতে মায়িক কুহক সমস্তই নিরস্ত, সেই পরাৎপর সত্যস্বরূপকে ধ্যান করি।

উক্ত শ্লোকে স্বয়ং ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, মহাজ্ঞানিগণও ভগবানের স্বরূপনিরূপণে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে ইহাও তাঁহার স্বরূপেরই লক্ষণবর্ণনা। এইরূপ খ্রীষ্টিয়ানগণের ধর্ম্মগ্রন্থে একস্থানে লিখিত আছে, ঈশ্বর নিজ পরিচয়চ্ছলে কহিতেছেন,—I am = আমি হই,—কি? না,—"I am *that I am*," সত্তাই আমার প্রকৃষ্ট স্বরূপ। ওঁ তৎ সৎ, সৎ-ভাব অর্থাৎ সত্যই তাঁহার স্বরূপ।

এই সত্যের আভাসমাত্রে অর্থাৎ জ্যোতিমাত্রে উল্লিখিত ত্রিসর্গের প্রকাশ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিন্দুই পরব্রহ্মের ধাম; ইহার চতুষ্পার্শে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত। এই পার্শ্ববর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় রূপই ব্রহ্ম। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥"
"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধেয় চিন্ (চিহ্ন)॥"
"প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥"
"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥"

এই কিরণ বা ব্রহ্মজ্যোতির ব্যাখ্যা সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। এই আদিম জ্যোতির বর্ণনা মহাকবি মিলটন্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই সুসংলগ্ন।—

"Hail Holy Light!—Offspring of Heaven first-born!
Or of the Eternal co-eternal beam,
May I express thee unblamed? Since God is light,
And never but in unapproached light
Dwelt from eternity; dwelt then in thee,
Bright effluence of Bright Essence increate!
Or hearst thou rather,—Pure ethereal stream,
Whose fountain who shall tell? &c. &c."

ওঃ, কথাগুলি যথার্থই যেন জীবন্ত ঋষিবাক্য! বাগ্‌দেবীর কি অসাধারণ অনুগ্রহ! কবিত্বের কি মহীয়সী শক্তি! কি সৃষ্টিতত্ত্বে কি অধ্যাত্মতত্ত্বে উভয়ত্রই বর্ণনাটি সমান সংলগ্ন।

হে সুপবিত্র জ্যোতিঃ, তোমার সংবর্দ্ধনা করিতেছি। পরমধাম হইতে তুমিই সর্ব্বপ্রথমে প্রসূত। অথবা, তোমাকে সেই নিত্য-সত্যের সমকালীন নিত্যজ্যোতিশ্ছটা বলিয়া যদি ব্যাখ্যা করি, তাহাতে কি আমার অপরাধ হইবে? ঈশ্বরও ত জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং অনাদিকাল হইতেই অনুপগম্য জ্যোতির্ম্ময়গুলেই বিরাজিত; অতএব হে অকৃত্রিম-স্বতঃসিদ্ধ সমুজ্জ্বল শুদ্ধ সত্ত্বের সমোজ্জ্বল জ্যোতির্নিঃস্রাব! (অবশ্য বলিব,) তোমার অভ্যন্তরেই তাঁহার অবস্থিতি! ইত্যাদি।

মহাকবি মিল্‌টনও বিমুগ্ধ হইয়াই কহিয়াছেন,—Whose fountain who shall tell?—হে দিব্য জ্যোতিঃপ্রবাহ, তোমার মূল প্রস্রবণ কোথায় কিরূপ, কে বলিবে?

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবান্ যে অরূপ বা সর্ব্বরূপ ইহা সাধারণতঃ সকলেই কহিয়া থাকেন, কথাও সত্য বই মিথ্যা নহে। তবে, কিরূপেই বা অরূপ, এবং কিরূপেই বা সর্ব্বরূপ, তদ্বিষয়ের অতোঽধিক বিচার বিতর্ক বিফল।

সূক্ষ্মতম নির্গুণ নিরাকার হইতে স্থূলতম সগুণ সাকার পর্য্যন্ত সকলের অখণ্ড সমষ্টিকে, তথা উহার প্রত্যেক খণ্ডকেও তাঁহার পূর্ণস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কেবল ব্যাখ্যা কেন? শ্রীগুরুকৃপায় উহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও হইতে পারে।

সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়ত্রই তাঁহার সমান সম্পূর্ণতা সম্ভবপর হইয়া থাকে। আমরা মঙ্গলাচরণেই বলিয়াছি, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (১—১=১), এই অসম্ভব তাঁহাতে নিত্য সম্ভবপর। কারণ যদি, ক=১, এবং ক=০; তাহা হইলে, ১,০, বা ক—১,০ বা ক=০, ১ বা ক; ১—১=১।

এস্থলে অস্তিত্বের সমষ্টি=১, নাস্তিত্বের সমষ্টি=০, এবং শ্রীভগবান্=ক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে,—

নাস্তিত্বও যে তাঁহারই অঙ্গীভূত এ কথার অন্য বিচার বিতর্ক উত্থাপন না করিয়া কেবল একটি শাস্ত্রীয় ইঙ্গিত মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল,—শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তোত্রে,—

"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্প্যতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশ-ভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ।"

ব্রহ্মা আত্মকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন,—হে ভগবন্, মাতৃগর্ভস্থ শিশু যদি পাদোৎক্ষেপণ করে, তবে তাহাতে মাতা, তাঁহার উদরে সন্তান পদাঘাত করিল মনে করিয়া, অপরাধ গ্রহণ করেন কি? (আমি প্রজাপতি হইলেও আপনার নিকট স্বীয় গর্ভস্থ শিশুর সদৃশ), যেহেতু অস্তি বা নাস্তি এই উভয়বিধ উপাধির কোনও উপাধিযুক্ত কোনও কিছু আপনার মধ্যে অবিদ্যমান আছে কি? অর্থাৎ অস্তিত্বনাস্তিত্ব সকলই আপনাতে আছে।

এখন ভাবিয়া দেখুন, কি অভাবনীয় অদ্ভুত ভাব! কথায় বলা যায় বটে, বুঝিতে বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অসাধারণ ভাবের অবধারণ হয় কখন?—যখন শ্রীগুরু-কৃপায় সৌভাগ্যবান্ সাধক ব্রহ্মবিন্দু মধ্যে গুহানিহিত তত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন, যখন তিনি নাস্তিত্ব-অস্তিত্বের সমন্বয়াত্মক একাংশে সৃষ্টি-স্থিতি ও অপরাংশে প্রলয়াত্মক অখণ্ড হরিহর-মূর্ত্তি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান, যাহার বিষয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ইঙ্গিতে উদ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

যাঁহারা শ্রীভগবানের আদিরূপ—আসলরূপ বা স্বরূপ নির্ণয়ার্থ সমুৎসুক, অথচ কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা প্রভৃতি রূপে শ্রদ্ধাবান্ বা পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে, উল্লিখিত রূপই শ্রীভগবানের স্বরূপ। উহা শাস্ত্র বা যুক্তির বিরুদ্ধ নহে, বিশেষতঃ উহা সাধকগণের সাধন-লব্ধ অভিজ্ঞানেরও অনুরূপ। কিন্তু,—

যাঁহারা চর্ম্মচক্ষু বা দিব্যচক্ষু এ উভয়ের কোন চক্ষুরই পরিতৃপ্তি-প্রয়াসী না হইয়া মাত্র কথায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে, স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত বাল্যপাঠ্য "বোধোদয়" নামক গ্রন্থে লিখিত সংজ্ঞাসূত্রটি বাস্তবিকই প্রমাণ-সিদ্ধ,—"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।"

'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে আমরা এই রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাই।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা"—এই হইতে আরম্ভ করিয়া "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ" এই শ্লোক পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই উক্ত রূপেরই বর্ণনা!

উক্ত শ্লোকসমূহের দ্বারা দেবগণ দেবীর স্তুতিগান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দেবী কে?

চণ্ডীতেই লিখিত আছে এই দেবী বিষ্ণু-মায়া, যথা,—

"ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥"

এই মায়ার স্থান ব্রহ্মবিন্দুর নিম্নে। মায়িক ব্যাপারের আদিম বা ঊর্দ্ধতম সীমা ঐ পর্য্যন্ত। তন্নিম্নে সৃষ্টিপ্রকরণ। "ওঁ" এই প্রণব-মূর্ত্তির শীর্ষদেশীয় বিন্দুর নিম্নস্থিত চন্দ্ররেখাটিকে আমরা মায়ার সীমান্ত-রেখা স্বরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারি। উপরি উক্ত চণ্ডীশ্লোকসমূহে, ঐ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যে শক্তি ভূতগ্রামে নানারূপে বিহার করিতেছেন, দেবগণ সেই মায়াশক্তিরই স্তব করিয়াছেন, বিশ্বব্যাপারের মূল ঐ স্থানেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শেষ শ্লোকে ঐ মায়াদেবীকেই চিতিরূপিণী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সমস্ত বর্ণনার শেষে এই চিতিরূপের বর্ণনা। দেবগণকৃত এই চণ্ডীস্তবে ইহার পর আর রূপবর্ণনা নাই। দেবগণের বর্ণনায় চৈতন্যরূপই তাঁহার আদিরূপ বা স্বরূপ। এজন্য, 'বোধোদয়ের' কথা আমরা যে মাত্র উপহাসচ্ছলেই বলিয়াছি, ইহা কেহ যেন মনে না করেন।

কিন্তু, চৈতন্যরূপই যে 'তাঁহার' আদিরূপ বা স্বরূপ,—সে স্বরূপ কাহার?—মায়ার। ইনিই শাক্তের আদ্যাশক্তি মহামায়া। এই পর্য্যন্তই সৃষ্টির আদি সীমা, সুতরাং এই পর্য্যন্তই বিচার্য্য। ইহার ঊর্দ্ধে যাহা, তাহা বিচারের বা বচনের বিষয়ীভূত নহে, সুতরাং দেবগণ এই অবধি স্তব করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন"।

তবে যে আমরা ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মবিন্দুর বিষয় বর্ণন করিয়াছি, এবং প্রমাণচ্ছলে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়াছি, সে সকল বর্ণনা-মাত্র, অর্থাৎ অনুভূতির আভাস প্রদান মাত্র, বর্ণনীয় বিষয়ে বিচার বিতর্ক যুক্তি প্রমাণ তেমন কিছুই চলে না, এবং তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় বচনের অতীত।

প্রাকৃত বুদ্ধিতে, 'শ্রীভগবানের স্বরূপ-নিরূপণ অর্থাৎ তাঁহার আসল রূপটির নির্দ্ধারণ' এবং 'তাঁহার আসল নামটি খুঁজিয়া বাহির করা'—এই দুইটি কথারই সমান সার্থকতা। তবে প্রকৃতির পারে তাঁহার আসল রূপ, আসল নাম সকলই যে সম্ভব পর, সৌভাগ্যবান্ সাধকের নিকট সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, মহামতি সর্ উইলিয়ম্ জোন্সের জননী যেমন যত্তদ্বিষয়েই পুত্রকে কহিতেন,—"Read and you will know=অধ্যয়ন কর সকলই অবগত হইবে।" সেইরূপ আগ্রহান্বিত অকপট জিজ্ঞাসু মহাজন-গণ-সমীপেও আমাদের সবিনয় নিবেদন,—অতঃপর ক্রমশঃ বর্ণিত বিষয়গুলি ধীর অদাম্ভিক ভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন, চিত্রপটগুলি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করুন, সঙ্কেত ক্রিয়াকৌশলগুলির অনুশীলন করুন, ক্রমশঃ আপনা হইতেই অপ্রাকৃত রাজ্যের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, বৃথা তর্কাদি উত্থাপনে আর প্রবৃত্তি থাকিবে না; ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"কিং তদ্ ব্রহ্ম ?" ব্রহ্ম কি ?

শ্রীভগবান্ এক কথায় উত্তর করিলেন,—"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" = অক্ষরই পরম ব্রহ্ম।

এক্ষণে প্রশ্ন, অক্ষর কি ? উত্তর,—যাঁহার বা যাঁহা হইতে ক্ষরণ নাই, ক্ষরণ-শূন্য। ক্ষরণ শব্দের সাধারণ অর্থ গলিয়া বা ঝরিয়া পড়া। ইহা হইতেই সৃষ্টি বা সর্গ (সৃজ্ + ক্তি = সৃষ্টি ; সৃজ্ + ঘঞ্ = সর্গ)। বিসর্গ বিশিষ্টরূপ সর্গ, অর্থাৎ ত্যাগ, পরিহার।

"ব্রহ্মাববোধকো বিন্দুঃ"

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে বিন্দুর কথা বলা হইয়াছে, উপনিষৎ বলিতেছেন, সেই বিন্দু ব্রহ্মের অববোধক। ঐ বিন্দু হইতেই ব্রহ্মের বোধ-উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আভাস পাওয়া যায়। এই আভাস, 'নাদ' অর্থাৎ পূর্ব্ব্যাধ্যায়-বর্ণিত চন্দ্ররেখার বা মায়ার নিম্নবর্ত্তী স্তরে নামিলেই, বিন্দু হইতে তাহার সম্পূর্ণ ত্যাগ, পরিহার বা বিসর্গ ঘটিল। এই বিসর্গেই পূর্ব্বাধ্যায়-কথিত ত্রিসর্গের প্রকাশ। পরিহারেই সৃষ্টি, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। বিন্দুবিসর্গের ইহাই রহস্য।

বিন্দু মধ্যে যে পরব্রহ্ম, তাঁহার ক্ষরণ নাই, তিনিই অক্ষর। ততক্ষণ তিনি 'পরমং ব্রহ্ম' ক্লীবলিঙ্গ, অর্থাৎ জননাদি ক্রিয়াহীন। এই খানেই বৈষ্ণবগণের—

'অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।'

বিন্দু-বহির্দ্দেশে যে জ্যোতিঃ তাহা "কৃষ্ণের অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।" "উপনিষৎ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।" মিল্‌টন্ কহেন

তারে, "Offspring of Heaven first-born" = "পরাৎপরের প্রথম সন্তান", এবং "Bright effluence of Bright Essence increate" = সমুজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বের সমোজ্জ্বল জ্যোতির্নিস্রাব।

সহসা বোধ হয়, মিল্‌টন্ ইহাকেই অক্ষরের প্রথম ক্ষরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে; ভাষায় ও ভাবে অনৈক্য হেতু দোষ ঘটিল বলিয়া আশঙ্কাক্রমে তিনি তৎপরেই বলিতেছেন,—"Or, of the Eternal co-eternal beam, may I express thee unblamed?" = তোমাকে নিত্য সত্যের সমস্থায়ী নিত্য জ্যোতিঃ বলিলেও কি দোষ ঘটিবে?

অদ্বয়রূপ "পরমং ব্রহ্ম" এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম উভয়ই ক্লীবলিঙ্গ, উভয়ই সমস্থায়ী নিত্য বস্তু। এজন্য "ব্রহ্ম কি?" এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ একেবারে পরব্রহ্মেরই খবর দিতেছেন, যথা,—"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"। অর্জ্জুনও, ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের মধ্যে কোন প্রভেদবোধ না করিয়া, সাধারণ ভাবেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"কিং তদ্ ব্রহ্ম?"

উপনিষৎ কহিতেছেন,—

"তদেতৎ সত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্‌বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥"

তৎ (তাহা) এতৎ (ইহা) সত্যং (সত্য)। যেরূপ সুদীপ্ত বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর সত্যস্বরূপ হইতে বিবিধ সত্যরূপ ভাবের সমুৎপত্তি হয়, এবং ঐ সমস্ত ভাব সেই সত্যস্বরূপেই লয়প্রাপ্ত হয়।

তাহা অর্থাৎ সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর এবং ইহা অর্থাৎ এই সকল সত্যরূপ ভাব, সকলই সত্য। অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সৎ অর্থাৎ নিত্য যাহা কিছু, অসৎ অর্থাৎ অনিত্য যাহা কিছু, এবং 'তৎপরং যৎ', সৎ ও অসৎ এই দুইএর পর যাহা, অর্থাৎ সেই অক্ষর পরমব্রহ্ম, সকলই একই বস্তু। তথাহি,—

"ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ" (গীতা ১১ অঃ, ৩৭ শ্লোঃ)

উপনিষৎ এবং গীতা উভয়েরই অভিপ্রায় একইরূপ। অর্থাৎ সৎ যাহা এবং অসৎ যাহা, মূলে উভয়ই সত্য, উভয়ই বিস্ফুলিঙ্গবৎ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। সৎ অসৎ এই দুই শব্দ অস্তি-নাস্তি-সূচক; সুতরাং পূর্ব্বাধ্যায়-ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মাস্তোত্রোক্ত শ্লোকের অর্থও গীতা ও উপনিষদের অনুগত। অসৎ যাহা তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য। পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সত্যধ্যানেও তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ব্রহ্মসম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের শাঙ্কর ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে,—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

অস্তি, ভাতি, প্রিয়,—অর্থাৎ অস্তিত্ব, জ্যোতিঃ ও প্রীতি,—এই তিনটি শব্দের যাহা অর্থ তাহাই ব্রহ্মরূপ, এবং অপর দুইটি অর্থাৎ রূপ (মূর্ত্তি) ও নাম (উপাধি), এই দুটি জগতের রূপ। ব্রহ্ম (অস্তিত্ব অর্থাৎ) সত্য-স্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। এই অস্তিত্ব বা সত্যস্বরূপই আদিরূপ বা স্বরূপ, তৎপরের রূপ জ্যোতিঃ। আমরা পূর্ব্বে যাহা বর্ণন করিয়াছি শাঙ্কর ভাষ্যেও তাহাই বর্ণিত। তৎপরে আনন্দরূপ। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিন্দু জ্যোতিঃ ইত্যাদি যাহা কিছু, তাহার অনুভূতি অনেক স্থানেই হইতে পারে। আনন্দরূপের অনুভূতি-স্থান হৃদয়।

সত্য, জ্যোতিঃ, আনন্দ, এই তিনই ব্রহ্মরূপ, অবশিষ্ট দুইটি অর্থাৎ উপাধি ও মূর্ত্তি জগতের রূপ। যে স্থানে উপাধি ও মূর্ত্তির আরম্ভ সেই স্থানেই জগৎ-সৃষ্টি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ঈশ্বরের নয় প্রকার রূপের কথা লিখিত আছে। যথা—

"যোগিনো যং বদন্ত্যেবং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যরূপং ভক্তা বদন্তি যম্॥

বেদা বদন্তি সত্যং যং নিত্যমাদ্যং বিচক্ষণাঃ।
যং বদন্তি সুরাঃ সর্ব্বে পরং স্বেচ্ছাময়ং প্রভুম্॥
সিদ্ধেন্দ্রা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বরূপং বদন্তি যম্।
যমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো বদেৎ॥
স্বয়ং ধাতা চ প্রবদেৎ কারণানাঞ্চ কারণম্।
শেষো বদেদনন্তং যং নবধারূপমীশ্বরম্॥

যোগিগণ 'সনাতন-জ্যোতিঃ-রূপ' বলিয়া থাকেন, ভক্তগণ জ্যোতির্মধ্যবর্ত্তী 'নিত্যরূপ' বলিয়া থাকেন, বেদে 'সত্যস্বরূপ,' জ্ঞানিগণ 'নিত্য-আদ্য,' দেবগণ 'স্বেচ্ছাময় প্রভু', সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ ও মুণিগণ 'সর্ব্বরূপ', যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর 'অনির্ব্বচনীয়রূপ,' বিধাতা 'সর্ব্বকারণের কারণরূপ,' এবং বাসুকি 'অনন্তরূপ,' বলিয়া থাকেন।

'জ্যাতির্মধ্যবর্ত্তী নিত্যরূপ' এবং 'জ্যোতিঃ-রূপ', ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত এই দুইটি রূপই আমাদের পূর্ব্বব্যাখ্যাত শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং ব্রহ্মরূপ। সাধন প্রকরণেও ঐ প্রকারই অনুভূতি জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্র ও সাধন একই বস্তুর নির্দ্দেশক। শাস্ত্র-জ্ঞানাভাবে সাধনার কথায় আমাদের কখন কখন যেমন অবিশ্বাস জন্মে, আবার সাধনজ্ঞানাভাবেও তেমনই কখন কখন শাস্ত্রে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র ও সাধনা উভয়ই সত্য।

অতএব, জানিতে হইবে, মায়া বা নাদের ঊর্দ্ধস্থিত সৎ অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তন্নিম্নে অসৎ বা মায়িক সৃষ্টি যাহা কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম। সকলের উপরে অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম; তাঁহাতে সৎ অসৎ, অস্তি নাস্তি, জগদাকার ও শূন্যাকার, সমস্তই বীজে বৃক্ষবৎ অন্তর্নিহিত আছে। ক্ষরভাবে মায়ার নিম্নবর্ত্তী স্তরে আসিয়া সৃষ্টিপ্রকরণে তাহার অন্বয় বা ক্রমবিকাশ (Analysis or Evolution) হইয়াছে। সমাহারক্রমে (By way of Synthesis) সমস্তই আবার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-সার হইয়া যায়। ঐ জ্যোতিরও মূল (Fountain) সেই বিন্দুমধ্যবর্ত্তী অক্ষর পরমব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্।

এই যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের কথা বলা হইল, এই জ্যোতির্ব্রহ্ম সাধক স্বল্লায়াসেই অনুভব করিতে পারেন। নাদের ঊর্দ্ধে বিন্দু-বহির্ভাগেই এই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি ; ইহা আমরা একাধিক বার বলিয়াছি। সাধন-পরিপাকে এই জ্যোতির্ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে বিন্দুমধ্যস্থিত পূর্ব্ববর্ণিত অস্তি-নাস্তি—সৎঅসৎ—সগুণ নিগুর্ণ এই উভয় ভাবান্বিত অখণ্ড এক, বা এক অন্তর্গত উভয়, অর্থাৎ দ্বয়াদ্বয়ের সংমিলনমূর্ত্তি (বাস্তবিক মূর্ত্তি নহে) পরব্রহ্মের অনুভূতি হয়। পরে গুরুকৃপায় ঐ অমূর্ত্ত্যমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ ঘনাকার ধারণ করিয়া কালীকৃষ্ণ শিবরাম ইত্যাদিরূপ ভক্তের অভিবাঞ্ছিত যে কোন ঘনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

অনুরাগী সাধক সৌভাগ্যবলে কখন কখন উপরিউক্ত ব্রহ্মরূপ বা জ্যোতিঃ সর্ব্বত্রেই দেখিতে পান। অবশ্য সেরূপ সৌভাগ্য এ সংসারে বড়ই সুদুর্ল্লভ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জ্যোতিঃ দর্শনের কথা শ্রীদাম-স্বরূপ শ্রীমদ্ অভিরাম স্বামীকে কহিয়াছিলেন,—"আমি যে দিকে ফিরাই আখি, তপ্তহেম রাই-রূপ দেখি!"

মুশলমান ইতিহাসে 'বশর হাফী' নামক এক মহাভক্তের বিষয় বর্ণিত আছে যে, তিনি পথে চলিবার সময়ে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিবা-মাত্রই এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। এই কারণে ভক্তচূড়ামণি 'বশর' জন্মের মত পাদুকাব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাকে লোকে 'হাফী' অর্থাৎ পাদুকা-বিহীন 'বশর' বলিত।

সাধন ও সিদ্ধিলাভ সকলই ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ। বহুকালব্যাপী সাধনেও যে সকল অনুভূতি সুদুর্লভ, ভগবৎ-কৃপায় কখন কখন সৌভাগ্যবান্ ভক্ত স্বল্প সাধনেই বা পূর্ব্বজন্মকৃত সাধনফলে ইহজন্মে বিনা সাধনেই সে সকল অনুভূতি সহসাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

খৃষ্টিয়ান্ ইতিহাসে একটি মহাজনের বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি দুই প্রহর রাত্রিতে সহসা বাইবেল্ গ্রন্থের উপর পূর্ণচন্দ্রাকৃতি জ্যোতিঃ

ও তন্মধ্যে ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মুসা প্রভৃতি সাধুভক্ত গিরিগুল্মে এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন।

কখন কখন ভক্ত-সাধকের নিকট বোধ হয়, যেন এই ব্রহ্মরূপে ভুবন ভরিয়া গেল, দিগ্ বিদিক্ প্লাবিত হইয়া গেল! শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত মহাজন গৌররূপের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—"ঢর ঢর কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায় রে!"

শাক্ত ভক্তমহাজন স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্যামা মায়ের রূপজ্যোতিঃ বর্ণনায় গাইয়াছেন,—"মায়ের কাল কি উজ্জ্বল তনু, শশী কি নির্ম্মল ভানু, কি দিয়ে করিব মায়ের রূপতুলনা!" ভক্ত রামপ্রসাদ গাইয়াছেন,—"রূপসাগরে পড়ে মায়ের, কত রবি শশী খেল্‌ছে সাঁতার!"

সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্ব ভক্তমুখে এই জ্যোতির বিলক্ষণ ব্যখ্যা! বেদান্ত-দর্শনে যে "জ্যেতিশ্চরণাভিধানাৎ" "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" ইত্যাদি সূত্র আছে, ঐ সকল সূত্রোক্ত জ্যোতিঃ শব্দে এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা জ্যোতি-ব্র্হ্মেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

একই অচিন্ত্য চিদ্‌ঘন বস্তু ব্রহ্মোপাসকের নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, বৈষ্ণবের কৃষ্ণ, শাক্তের শক্তি, শৈবের শিব, ইত্যাদি নামে ব্যাখ্যাত। পূর্ব্ববর্ণিত বিন্দুই এই চিদ্‌ঘন মূর্ত্তির স্থান। কেহ যদি বলিতে চান্ যে, যাহাকে আমরা বিন্দুবিস্ফুরিত জ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম বলিতেছি, ঐ জ্যোতিই ক্রমশঃ ঘনাকারে ব্রাহ্মের ঘনজ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্ম, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের কৃষ্ণ ইত্যাদিপ্রকার রূপ ধারণ করেন, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই।

বিন্দুস্থিত সগুণ-নিগুর্ণাত্মক যে অখণ্ড মূর্ত্তি, উহার সগুণের অতি-ক্রমে, নিগুর্ণাংশেই বৌদ্ধের নির্ব্বাণধাম। যিনি যে ভাবেই ভাবনা করুন, এই সকলের মধ্যে নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্টত্বের বিচার বিতর্ক নিতান্তই ভ্রমমূলক। যাঁহার সাধনা ও অনুরাগ যে ভাবে, তাঁহার সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্থানে সেই ভাবই প্রতিপন্ন ও প্রত্যাক্ষানুভূত হইবে।

এই সকল বিষয় মাত্র কথায় বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে, সে

কথার অন্ত নাই, এবং প্রতি কথাতেই সংশয় ও তর্ক আসিতে পারে, এবং সে তর্কে তত্ত্বনির্দ্দেশের বিঘ্নোৎপত্তি ভিন্ন সদুপায়-সম্ভাবনা নাই।

তত্ত্বজ্ঞানে যাঁহাদের যথার্থ পিপাসা তাঁহাদিগকে, কথায় মাত্র এই সকল বিষয়ের সন্ধান লইয়া, প্রত্যক্ষানুভূতির নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হইবে। মুখে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পদার্থসমূহের নাম উচ্চারণ করিলে যেমন রসনার পরিতৃপ্তি বা উদরের পূর্ত্তি হয় না, সেইরূপ শত-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা জানিলে শুনিলে বা পড়িলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বড় যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, —"পাঁজীতে বিশ আড়া জল লেখা থাকে, নিংড়াইলে এক ফোঁটাও পড়ে না।"

কেবল কথায় বুঝাইতে বা বুঝিতে গেলে, কথায় কথায় দিন কাটিয়া যায়, কথারও শেষ হয় না, তর্কেরও মীমাংসা হয় না, এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ সংশয়-জালেরই বিস্তার হইতে থাকে। যাহাতে তর্ক আসিতে পারে না, এরূপ কথা কখন কেহ কহিতে পারিয়াছেন কি না, অথবা কেহ কোথাও শুনিতে পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

এই সকল সুদুর্বোধ্য ব্যাপারের মূল রহস্যই বেদ। ঐ রহস্য ভেদ করিতে হইলে,—যথার্থ বেদজ্ঞ হইতে হইলে, অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কেবল বাগ্‌যুদ্ধে বা অধ্যয়নে তাহা সাধ্য নহে, তাহার সাধনা স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি আবশ্যক।

ছন্দঃ অর্থাৎ পাদবদ্ধ মন্ত্রাবলি (যাহাকে আমরা সাধারণতঃ বেদ বলি) প্রকৃত বেদ নহে, উহা বেদের পল্লব মাত্র ;—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা)

ঊর্দ্ধে মূল এবং অধোদিকে শাখা, এইরূপ একটি অক্ষয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ছন্দঃগুলি তাহার পত্রাবলী। যিনি এই অশ্বত্থের তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি যথার্থ বেদজ্ঞ।

আমরা এতাবৎ যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া এই ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের কথা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন কি? পরব্রহ্ম মূল হইতে সমগ্র সৃষ্টি-বিকাশই এই শাশ্বত অশ্বত্থ।

কিন্তু কথায় বুঝিলে বা বুঝাইলে কি হইবে? বহির্জগতের সামান্য একটা জীবের বা জড়পদার্থের রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতি, প্রত্যক্ষ পরিচয় বতীত মাত্র মুখের কথায়, যখন ঠিক বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না, তখন অন্তর্জগতের গূঢ় তত্ত্ব কিরূপে মাত্র কথায় বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যাইবে? ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ষট্‌চক্র সহস্রার নাদ বিন্দু প্রভৃতির নাম ও দৈহিক অবস্থিতির বিবরণ শ্রবণে বা পাঠে সাধনার সাহায্য হয় সত্য, কিন্তু অনুষ্ঠান ব্যতীত সে সাধনা সফল হয় না।

দেহের মধ্যে এই সকল অদৈহিক অধ্যাত্মব্যাপারের কথা শুনিয়া কোন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সদম্ভে জিজ্ঞাসা করেন,—কই, শবচ্ছেদকালে ত ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ষট্‌চক্র কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না! তবে উহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, সে বিষয়ের আপাততঃ প্রমাণ শাস্ত্র অথবা গুরুবাক্য, পরে প্রমাণ প্রত্যক্ষানুভূতি।

'প্রত্যক্ষানুভূতি' কথাটিও ঠিক সংলগ্ন নহে; কারণ অক্ষি অর্থাৎ চক্ষুর সম্বন্ধ সে অনুভূতিতে আদৌ নাই। অথচ প্রত্যক্ষানুভূতি অপেক্ষাও সে অনুভূতি অধিকতর সুস্পষ্ট। স্পষ্ট বুঝাইবার নিমিত্তই ভাষাভাবে 'প্রত্যক্ষানুভূতি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যাঁহাদের কেবল কথায় তর্ক বিতর্ক বাধাইয়া তত্ত্ব নির্দ্দেশের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের পক্ষে এ বিষয়ের তত্ত্বনির্দ্দেশ একরূপ অসম্ভব, কিন্তু যাঁহারা যথার্থই আত্মজ্ঞানের পিপাসু, ভগবত্তত্ত্বের জিজ্ঞাসু, জড়াবদ্ধ হইয়া দীন ভাবে জড়োপাসনা বা বিষয়সেবা করিতে যাঁহারা নিতান্তই অনিচ্ছুক, তাঁহারা কার্য্যতঃ তত্ত্ব-নির্দ্দেশার্থ অনুষ্ঠান করুন, স্বপ্রকাশ বস্তু কখনই অপ্রকাশ থাকিবে না।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক বিচার উপস্থিত করিয়া বেদান্তের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদির

ন্যায় একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের ততদূর শক্তি বা আস্পর্দ্ধাও কখনই সম্ভবে না। আনুষ্ঠানিক সাধক সাধনফলে যেরূপ অনুভূতি লাভ করিবেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহারই পূর্ব্বাভাসমাত্র কিয়দংশে প্রকাশিত হইল। ঐ আভাসে সাধক স্বল্পানুষ্ঠানেই ঐ সকলের সহজ অনুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ সকল আভাস যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত মাত্র মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রের দুই একটি ইঙ্গিতবাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নতুবা কেবল শাস্ত্রের অকাট্য প্রমাণদ্বারা আমাদের বর্ণনীয় বিষয় অবিতর্ক্য ভাবে প্রতিপন্ন করাই যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। কারণ, তার্কিকতার কৌশলে নানা শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া ও নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের খণ্ডন যে সহজেই করা যাইতে পারে, তাহা আমরাও স্বীকার করি। সেরূপ স্থলে তাহার প্রতিখণ্ডনার্থ ব্যাখ্যা, প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক ইত্যাদির উল্লেখ করিতে গেলে, নিজ বক্তব্য বাদ দিয়া পরের গণ্ডগোল থামাইতেই দিন কাটিয়া যায়। এইজন্য আমরা তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিবার প্রবৃত্তি পরিহার করিয়া মাত্র অনুষ্ঠানের সহায়তাচ্ছলেই যাহা যতদূর বর্ণনীয় তাহাই বর্ণন করিতেছি ও করিব।

ব্রহ্মাববোধক বিন্দু মধ্যে যে পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থে উহাই সাধারণতঃ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাত। ঐ সকল শাস্ত্রকার ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ এ উভয়ের কোন প্রভেদ নির্দ্দেশ করেন নাই; করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আমরা পাঠক মহাশয়গণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুভূতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ও ধাম স্পষ্ট বুঝাইবার নিমিত্তই ঐ সকলের পরস্পর পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে বর্ণন করিলাম।

সংস্কৃত ব্যাকরণে, 'বৃন্হ' ধাতু + মনক = ব্রহ্মন্। 'বৃন্হ' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। ঐ ব্রহ্মন্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। উহারই প্রথমার এক বচনে 'ব্রহ্ম'।

এই ব্রহ্ম যে জ্যোতির্মাত্র এবং ইনি যে জননাদি ক্রিয়াহীন, তাহা

ব্যাকরণানুসারেও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এই 'ব্রহ্মন্' শব্দই আবার ঐরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারেই পুংলিঙ্গও হইয়া থাকে। তখন উহার প্রথমার একবচনে পদ হয় 'ব্রহ্মা', তখন ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিন্দুমধ্যস্থ শ্রীভগবানের বহিরাভাসই ব্রহ্ম, এই আভাস-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাভাসই প্রণবশীর্ষস্থ নাদরেখা ভেদ করিয়া আসিয়া অর্থাৎ মায়ার নিম্নস্তরে আসিয়া সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত। এই হেতুই প্রথমতঃ 'ব্রহ্ম' ক্লীবলিঙ্গ নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নিরাকার নির্ব্বিকার; তন্নিম্নে 'ব্রহ্মা' পুংলিঙ্গ সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রলয়াধীন, সাকার, সবিকার। কিন্তু সকলই সেই সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের বা পরব্রহ্মের আভাস, অতএব সত্য। সমাহারে অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও ব্রহ্মা পরব্রহ্মেই লীন হন; অতএব বস্তুতঃ অসত্য নহেন।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্ম-বিন্দু ও ব্রহ্মচ্ছটা বা জ্যোতির সহিত সাধারণের আরাধ্য দেব-দেবী-মূর্ত্তির অনেকে অনেক উপমা মিলাইয়া ঐ ঐ বিষয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা বলিয়া আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রই যে সত্য, দেবদেবী যে অসত্য, একথা স্বীকার্য্য নহে। অন্তর্জগৎ সত্য, বহির্জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা, আমরা এ মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইতে পারি না। বহির্জগৎ মায়ার সৃষ্টি, কিন্তু মায়াও মিথ্যা নহে। শাক্ত ভক্তমহাজন মায়ার মূলেও আদ্যাশক্তি মহামায়াকেই দর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকার ঋষিগণও যে, মায়ার সৃষ্টি বলিয়া জগৎকে উড়াইয়া দিয়াছেন তাহা নহে; তবে যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা শাস্ত্র-বচনের নিজ মত-সমর্থক ব্যাখ্যা অনায়াসেই করিয়া লইতে পারেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি করিবার প্রয়োজন নাই।

চিত্রময় বা মৃন্ময়াদি দেবদেবী-মূর্ত্তির সুশোভনার্থে যে ছটা দেওয়া হয়, উহাকেও পূর্ব্ব-বর্ণিত ব্রহ্মবিন্দু ও ব্রহ্মচ্ছটারই অনুকৃতি বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের সাধকগণ বিশ্বাস করেন যে, একটি অগ্নিশিখার মধ্যেও সবিশেষ

লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের উপাস্য পরম দেবতার দর্শনলাভ হয়; ঐ অগ্নিশিখা তাঁহারই অঙ্গ-প্রভা মাত্র। এই সকল সাধক কেবল যে এইরূপ বিশ্বাস করেন তাহা নহে, কেহ কেহ কখন কখন যে ঐরূপ উপায়ে কোন কোন বিস্ময়কর কার্য্যও করিতে সমর্থ, সে কথাও মিথ্যা নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সাধক সাধন-পরিপাকে আমাদের বর্ণিত ব্রহ্মজ্যোতিঃ ও ব্রহ্মবিন্দু অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এ ব্রহ্মাণ্ডের যত্র তত্রই, প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। বস্তুতঃ এ জগতের যৎতৎ পদার্থেই (তৎ + ত্ব) তত্ত্ব অর্থাৎ তৎস্বরূপ ব্রহ্ম বর্ত্তমান। চক্ষু ফুটিলেই তিনি চাক্ষুষ হইয়া থাকেন। তখন সর্ব্বজগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তবে, সাধারণ লোকে প্রচলিত কথায় বলিয়া থাকে, "যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে ভাণ্ডে" অর্থাৎ বহির্জগদ্‌ব্যাপার সমস্তই অন্তর্জগতে বর্ত্তমান। কথাটি যথার্থই। এই জন্য বহির্বস্তু-বিশেষে ব্রহ্মধ্যান না করিয়া প্রথমে আত্মমধ্যেই তাঁহার ধ্যান করিলে, পরে ধ্যান পরিপক্ক হইলে, জাগতিক চেতন-অচেতনমাত্রেই ব্রহ্মচৈতন্যের স্ফুরণ হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ভাব অথবা আত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হইতে থাকে। এইরূপ ভাবই ভাগবতে তন্ময়তা এবং এইরূপ জ্ঞানই গীতায় সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে,—

"যং প্রব্রজন্তমনপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহ-কাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥"

শ্রীশুকদেব প্রব্রজ্যায় যাত্রা করিয়াছেন, পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপয়ান 'হা পুত্র!' বলিয়া কাতরভাবে আহ্বান করিতেছেন। বনবৃক্ষগণ সেই আহ্বানের উত্তর দিতেছে; কেননা, সর্ব্বভূতাত্মভূত হওয়ায় শুকদেব বৃক্ষসকলে তন্ময়, সুতরাং বৃক্ষসকলও তাঁহাতে তন্ময়। এবম্ভূত তন্ময়তাপ্রাপ্ত শ্রীশুকদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াম্‌,—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥"

যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বভূতে এক অবিভিন্ন ভাব দেখা যায়, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

ইহাই সুপরিপক্ক ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য লক্ষণ। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ব্যতীত কেবল বাহ্য অভ্যাসে এইরূপ সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয় না, হওয়া অসম্ভব।

যে 'বৃন্‌হ্‌' ধাতুর উত্তর মন ক, মনিন্‌ বা মন্‌ প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ধাতুর এক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া! জ্যোতিই মায়ার অভ্যন্তরে আসিয়া ক্রমশঃ জগদ্‌রূপ ধারণ করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্ম ক্রমশঃ ব্রহ্মা হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দুই অর্থই হইতে পারে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌" ।

(শ্রুতি)।

হে সৌম্য, ইহা (এই জগৎ) অগ্রে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে সৎ-মাত্র, একমাত্র ও অদ্বিতীয় ছিল।

এই সৎমাত্র, একমাত্র এবং অদ্বিতীয় বস্তুই ব্রহ্ম; (ভাষাভাবে 'বস্তু' বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মোদ্দেশে 'বস্তু' শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।) অর্থাৎ ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ। এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' পদটির বড়ই সার্থকতা।

'একমেব' না বলিয়া 'একম্‌' বলিলেই চলিতে পারিত, অথবা 'অদ্বিতীয়ম্‌' যখন বলা হইল তখন আর 'একম্‌' বলিবারই বা কি প্রয়োজন? কিন্তু বিচার করিয়া বুঝিলে, প্রত্যেক পদটিরই স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে। কারণ, বস্তুটি 'এক' হইলেও তাহার অন্তর্গত অংশ-গুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ অনেক (অন্‌+এক) হইতে পারে। যেমন 'মানুষ' বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহার সহিত তাহার দেহ বা অবয়বের

ভিন্নতা অবশ্যই আছে, কিন্তু ব্রহ্মের অবয়ব না থাকায় এরূপ অবয়ব-অবয়বীর ভিন্নতা তাঁহাতে নাই। 'হস্তী' বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার 'হস্ত' অর্থাৎ শুণ্ড তাহা নহে। এইরূপ স্বগত প্রভেদ ব্রহ্মে নাই। তিনি 'এক' অর্থাৎ তিনিও যাহা তাঁহার স্বরূপও তাহাই, অংশ যদি সম্ভবে, তবে তাহাও তাহাই। 'একম্' শব্দের ইহাই অর্থ।

কিন্তু যেরূপ এক তিনি, সেইরূপ আর একটি হইতে পারে কি? এই কথার উত্তরেই 'এব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তিনি 'একমেব' অর্থাৎ একই, সেরূপ আর একটি নাই, থাকিতেও পারে না। একটি মানুষ বা একটি হস্তী যেরূপ, সেইরূপ আর একটি মানুষ বা হস্তীও হইতে পারে। জগতে ত এইরূপই সচরাচর দেখা যায় যে, একজাতীয় একটি বস্তুর ন্যায় সেই জাতীয় আরও অনেক বস্তু থাকে, ব্রহ্মসম্বন্ধেও কি সেইরূপ?—না, ব্রহ্ম 'একমেব'. তিনি একই, তাঁহার ন্যায় আর একটি নাই। 'এব' শব্দের এস্থলে ইহাই বিশিষ্ট অর্থ। তিনি অন্তরে বাহিরে, অংশে পূর্ণে একই বস্তু, এই অর্থে 'একম্', এবং তিনি সজাতীয় দ্বিতীয় রহিত, এই অর্থে 'একমেব'। 'এক্' শব্দ যেমন স্বগতভেদ-নিষেধক, 'এব' শব্দ যোগে সেইরূপ স্বজাতীয় ভেদ নিষিদ্ধ।

কিন্তু 'একমেব' পদেই যদি তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নিবারিত হইল, তবে আর 'অদ্বিতীয়ম্' পদটি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে। তিনি আগাগোড়া ভিতরে বাহিরে একই বস্তু এবং তাঁহার স্বজাতীয় আর একটি বস্তুও নাই, সত্য, কিন্তু বিজাতীয় অপর এক বা বহু বস্তুও ত থাকিতে পারে। তাহারই নিষেধসূচক পদ 'অদ্বিতীয়ম্', তাঁহা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোথাও কিছু নাই। তিনি অন্তরে বাহিরে অগ্রে পশ্চাতে, খণ্ডে অখণ্ডে, ব্যষ্টি সমষ্টিতে এক, তাঁহার সরূপ বা সজাতি কেহ নাই, তাঁহা হইতে ভিন্নরূপ বা ভিন্ন-জাতীয়ও কোথাও কিছু নাই; সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। এই হইল তাঁহার স্বভাব; তাঁহার স্বরূপ হইল কি?—না, তিনি সৎ, অর্থাৎ অস্তিত্বই তাঁহার স্বরূপ (I am *that I am*)। তাই শ্রুতিতে প্রকাশ,—

"সদেব * * একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদৈস্তু গুণভেদেন সম্মতম্।
তদ্‌ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিবম্॥
মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ॥"

একই ব্রহ্ম দ্বিবিধ,—সগুণ ও নির্গুণ; এবং এই উভয়বিধ ব্রহ্মই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। মায়াশ্রিত ব্রহ্ম সগুণ এবং মায়াতীতই নির্গুণ। স্বেচ্ছাময় ভগবান ইচ্ছাশক্তিদ্বারা বিভিন্ন ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন।

এই ব্রহ্মের লক্ষণ 'আত্মবোধ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যত্তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

যে লাভের পর আর লাভ নাই, যে সুখের পর আর সুখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। যাহা দেখিলে, আর কিছুই দেখিতে বাকি থাকে না, যাহা হইলে, পুনর্ব্বার আর কিছুই হইতে হয় না (অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না), যাহা জানিলে, আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। তিরোভাগে (আড়া আড়ি দিকে), ঊর্দ্ধভাগে ও অধোভাগে, সর্ব্বদিকেই যিনি পূর্ণ, যিনি সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, অনন্ত, নিত্য ও এক, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

উক্ত গ্রন্থে পুনশ্চ—

“ব্রহ্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণোঽন্যৎ ন বিদ্যতে।
ব্রহ্মান্যৎ ভাতি চেন্মিথ্যা যথা মরু-মরীচিকা॥”

ব্রহ্মই এই সর্ব্বজগৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যরূপ যাহা প্রকাশ পায়, সে সকলই মরু প্রদেশের মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা।

তথা হি উত্তর মীমাংসায়াম্,—

“মৃগতৃষ্ণায়ামুদকং শুক্তৌ রজতং ভুজঙ্গমো রজ্জ্বাম্।
তৈমিরিক-চন্দ্রযুগবৎ ভ্রান্তং জগদ্রূপম্॥”

যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রম এবং কুঝটিকান্ধকারে এক চন্দ্রে চন্দ্রদ্বয়ের ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপে জগদ্রূপ-ভ্রম হইয়া থাকে।

আমাদেরও বক্তব্য তাহাই। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, ঈশানাগ্নিনৈঋদ্বায়ু এবং অধঃ ঊর্দ্ধ, সর্ব্বদিকেই পূর্ণব্রহ্মের রূপ সুপ্রকাশ!

আমরা সর্ব্বদিকেই দেখি জগৎ-রূপ; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিতেন,—“আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, তপ্তহেম রাইরূপ দেখি, মগ্ন থাকি রাধারূপেতে।”

দ্বৈতের সীমাতিক্রমে কেমন ক্রমশঃ অদ্বৈতে অগ্রসর! যতক্ষণ রূপদর্শন ততক্ষণ দ্বৈত, যাই ‘মগ্ন’ অমনি অদ্বৈত! এই অদ্বৈতভাবের উলট্‌পালটে আত্মময় ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময় আত্মাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া অষ্টাবক্র কহিয়াছেন,—

“ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিরিতস্ততঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্নমে ক্ষতিঃ॥”

আমাতে অর্থাৎ আত্মা-রূপ মহাসমুদ্রে ইতস্ততঃ বিশ্বরূপ তরঙ্গ উদিতই হউক আর অস্তমিতই হউক, আমার (আত্মার) তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে যখন দিগ্‌বিদিক্ প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তন্মধ্যে নিজ সত্তাও বিলুপ্ত হইয়া এক মাত্র ব্রহ্ম আমি বা আত্মা খাড়া

থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া মাত্র শাস্ত্রপ্রমাণে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড, দেবদেবী ইত্যাদি আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া, সে কেবল 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'।

ব্রহ্মদর্শন করিতে হইলে, কেবল শাস্ত্র-অধ্যয়ন বা বিচারবিতর্ক তাহার উপায় নহে, তবে সহায় সত্য। কিন্তু সে সাহায্য ব্যতীতও তাহা একেবারে অসাধ্য নহে। ধ্যানযোগে ব্রহ্ম-বিন্দুতে গেলেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের দর্শনলাভ হইবে। পলকে ঝলক্‌মাত্র দর্শন সাধুসঙ্গাদি প্রভাবে কখন কখন সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু সে স্বপ্নদর্শন-বৎ। তবে, ঐরূপ দর্শন পুনঃ পুনঃ করিতে করিতেই স্থায়ী হইয়া যায়। ক্রমে ব্রহ্মরাজ্যে বাস হয়। তখনই 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' হয়।

মনুমেণ্টের চূড়ায় উঠিলে যেমন সমস্ত কলিকাতাসহর দেখা যায়, তেমনই ব্রহ্মবিন্দুতে স্থিতিলাভ হইলে বিশ্বসংসার নখদর্পণে দেখা যায়, ব্রহ্মালোকে সকলই উদ্‌ভাসিত হইতে থাকে। আঁধার হইতে আলোকে গমন প্রকৃতপক্ষে তখনই হইয়া থাকে।

বিন্দুই ব্রহ্মরাজ্য, উহার অভ্যন্তরভাগে পরব্রহ্ম, বহির্ভাগে জ্যোতি-র্ব্রহ্ম। এই বিন্দুর প্রসিদ্ধ স্থান ওঁকাররূপ অন্তর্দেহের শীর্ষদেশে। সাধনসামর্থ্যে সর্ব্বত্রই উহার প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে পারে।

বিন্দুধ্যান সাধকের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। এরূপ ধ্যানে বায়ু বা শ্বাসের প্রতি বলাৎকার বা তদ্‌বিষয়ে কোনরূপ ইচ্ছাকৃত চেষ্টা আদৌ অপ্রয়োজনীয়, বরং বিঘ্নোৎপাদক। 'বায়োরগ্রে বসেন্মনঃ' = বায়ুর অগ্রে মন বাস করে; সুতরাং বায়ু মনের অনুগামী। পশ্চাৎ হইতে বায়ুকে চালাইয়া অগ্রবর্ত্তী মনকে চালিত না করিয়া, মনকে চালিত করিলে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বায়ু আপনিই মনের অনুগামী হইবে। অতএব প্রণবরূপ অন্তর্দেহের ব্রহ্মবিন্দুতে প্রগাঢ় মনোনিবেশ করিতে যত্নবান্ হওয়া ব্রহ্মসাধানের বড় সহজ উপায়। মনঃস্থির ও বায়ু স্থির এক সঙ্গেই হইয়া আসিবে। এরূপ ধ্যান শুইয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া, চলিতে ফিরিতে হাসিতে খেলিতে হইতে পারে। তবে, এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া করিলে আরও ভাল; সর্ব্বদা সর্ব্বত্র করাও বড়ই

ভাল। এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মবিন্দু ধ্যান করিতে করিতে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

গরুড়পুরাণে ২৪০ অধ্যায়ে সূত বলিতেছেন,—

"বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তব্রহ্মজ্ঞানং বদাম্যহম্ ;—
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়ন্।
সূর্য্যে হৃদ্ব্যোম্নি বহ্নৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধাস্থিতম্ ॥
যথা সর্পিঃ শরীরস্থং গবাং ন কুরুতে বলম্।
নির্গতং কর্ম্মসংযুক্তং দত্তং তাসাং মহাবলম্।
তথা বিষ্ণুঃ শরীরস্থো ন করোতি হিতং নৃণাম্।
বিনারাধনয়া দেবঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ ॥"

সূত কহিতেছেন,—বেদান্তসাংখ্যাদি-সম্মত ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিতেছি ;—সূর্য্যমণ্ডলে, স্বীয় হৃদয়াকাশে ও বহ্নিতে অবস্থিত জ্যোতির্ব্রহ্ম—যিনি বিষ্ণুস্বরূপ,—তিনিই আমি অর্থাৎ আত্মা, এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। স্বীয় শরীরস্থ ঘৃত যেমন গাভীগণের সবিশেষ বলবৃদ্ধি করে না, কিন্তু দোহন-মন্থনাদিক্রিয়াজাত ঘৃত গাভীগণকে ভক্ষণ করাইলে তাহাদের যথেষ্ট বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবদেহস্থিত তথা সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণু আরাধনা ব্যতীত জীবকে সম্যক্ মঙ্গল প্রদান করেন না ; মাত্র আরাধনাতেই তিনি সম্যক্ হিতপ্রদ হইয়া থাকেন।

এস্থলে সূত সূর্য্যমণ্ডলে, হৃদয়াকাশে ও বহ্নিতে ব্রহ্মজ্যোতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই জ্যোতিব্রহ্ম যে অন্য কোথাও নাই, একথা বলেন নাই। কারণ তিনি সেই ব্রহ্মকে 'সর্ব্বগঃ' অর্থাৎ—কেবল জীবের নহে—চেতনাচেতন সকল পদার্থেরই অন্তর্গত বলিয়াছেন। তবে, ইঙ্গিতে বুঝা যাইতেছে, সূত যেন সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ ব্রহ্মকে বিশেষতঃ সূর্য্যমণ্ডল হৃদয় ও বহ্নি এই তিনের মধ্যেই ধ্যান করিতে উপদেশ করিতেছেন।

বাস্তবিকই, উক্ত তিন প্রকারের সাধনই প্রচলিত আছে। এক

সম্প্রদায়ের সাধক আছেন, তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ইষ্টধ্যান করেন; আর এক সম্প্রদায়ের সাধক বহ্নিশিখার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ধ্যান করেন। এই দুই প্রকারের বাহ্য সাধনা যে নিষ্ফল তাহা আমরা কখনই বলিতে পারি না, তবে এরূপ সাধনা কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অনেক সময়ে বিঘ্নোৎপাদক হইয়া থাকে। এরূপ সাধনায় অনেকে প্রায়ই প্রথমতঃ অন্ধ হইয়া পড়েন। সে অবস্থাতেও দুরূহ কষ্ট সহ্য করিয়া যে সাধক অধ্যবসায়ে স্থির থাকিতে পারেন, তাঁহার অভীষ্টসাধন অবশ্যই হয়। কিন্তু পদে পদে স্বল্পমাত্র ব্যভিচারেও এরূপ সাধকের প্রবল বিঘ্নভয়। সুতরাং আধুনিক গৃহাশ্রমীর পক্ষে এবংবিধ কৃচ্ছ্রসাধন নিষিদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে।

ধ্যানের অপর স্থান হৃদয়। এই স্থানই প্রশস্ত; ইহার বিবরণ পরে প্রকাশ্য। আমরা প্রথমতঃ ব্রহ্মতালুপ্রদেশই ব্রহ্মবিন্দুর প্রসিদ্ধ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি, সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ বিন্দু যে অন্য কোথাও ধ্যান করা যাইতে পারে না, বা সে ধ্যানে অন্য কোথাও যে উহার প্রস্ফুরণ হইতে পারে না, একথা বলি নাই। সর্ব্বত্রই "ব্রহ্মাববোধকো বিন্দুঃ"—বিন্দু ব্রহ্মেরই প্রকাশক।

যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মচিন্তক তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। মাত্র ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিলে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য হয় না। সংযম ব্রহ্মচারীর সহজ লক্ষণ। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত মাত্র বহিরভ্যাসজাত সংযম বিশ্বাসযোগ্য নহে। সংযম ব্রহ্মচর্য্যের বিধায়ক নহে, ব্রহ্মচর্য্যই সংযমের বিধায়ক। তবে সংযমাভ্যাস ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সহায়ক বটে; এজন্য উহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু কঠোরতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। ব্রহ্মধ্যান নাই, ব্রহ্মজ্ঞান নাই, অথচ ইন্দ্রিয়দমন, মিতভোজন ইত্যাদি অনুষ্ঠান, সে কেবল কাল্পনিক ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্ররক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা মাত্র। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মধ্যানী ও ব্রহ্মজ্ঞানী অমিতাচারী হইলেও ব্রহ্মচারী। ফলতঃ সেরূপ ব্রহ্মচর্য্যে অমিতাচার স্বভাবতঃই নিরস্ত হইয়া যায়, ক্বচিৎ থাকিলেও তাহা দোষাবহ নহে। উদরাময়ীর

বিষম অনর্থকর ঘৃতমাংসাদি কুপথ্য যেমন স্বাস্থ্যবান্ বলীয়ান্ ব্যক্তির পক্ষে সুপথ্য বলিয়াই পরিগণ্য, সেইরূপ বিষয়াসক্ত শক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে যাহা অমিতাচার, তাহা কখন কখন ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন শক্তিমান্ ব্যক্তির পক্ষে সদাচার বলিয়াই পরিগণ্য হয়। এই অভিপ্রায়েই শুকদেব বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম-ব্যতিকরং যত্তু ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

যাহা সাধারণতঃ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তেজঃসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী (ধনবান্ নহে, শক্তিমান্) ব্যক্তিগণ যদি সহসা সেরূপ কোন আচরণ করেন, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে দোষাবহ নহে। অগ্নিতে যেমন সমল নির্ম্মল সর্ব্বপদার্থই ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহাদিগের সদাচার কদাচার উভয়েরই পরিণাম তুল্যরূপ হয়।

সে যাহাই হউক, সাধনার সম্যক্ পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত সদাচাররক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবে, কঠোরাচরণ নিষ্প্রয়োজন। সাধনার প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়সংযমন, আহারসংযমন ইত্যাদি অতীব উপকারক, সুতরাং একান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঐ সকলই ব্রত-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যবিমুখ হইয়া মাত্র ব্রতলক্ষণ ধারণে উদ্দেশ্যসাধন হওয়া সুকঠিন। সুতরাং সাধনেচ্ছুর পক্ষে ব্রহ্মধ্যানই প্রধান কর্ত্তব্য, দেশ-কাল পাত্রানুসারে সংযমব্রত যথাসাধ্য পালনীয়।

অনুরাগীর ধ্যান শীঘ্রই গাঢ় হইয়া আইসে, সঙ্গে সঙ্গে সংযমেও শীঘ্রই অধিকার আসিয়া পড়ে।

পূজাভাবে নৈবেদ্যাদির আয়োজন যেমন বৃথা, ধ্যানাভাবে সংযমও সেইরূপ। বিশেষতঃ, প্রধান ইন্দ্রিয় মন; ধ্যানে মনঃসংযম না হইলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়সংযম একরূপ অসম্ভব; কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও উহা বলাৎকার মাত্র, উহার মূল্য অতি অল্পই।

সন্তানগণের উপযুক্ত প্রতিপালন শিক্ষাবিধান সমাপ্ত করিয়া,

সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, পরে তীর্থবাস করিব, এরূপ কল্পনায় কাশীবাস সংঘটন হওয়া যেমন সুকঠিন, অগ্রে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সংযমশীল হইয়া পরে ব্রহ্মচিন্তা করিব, এরূপ সংকল্পে ব্রহ্মোপাসনাও সেইরূপ। এ সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের উপদেশটি বড়ই সমীচীন ,—

"First ye seek the Lord, and then all things shall be added unto you".

সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের অনুসন্ধান কর, পরে আর আর সমস্তই আপনা হইতেই আসিয়া মিলিবে।

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তস্মিন্ লব্ধে সর্ব্বলাভো বৃথা সর্ব্বং যদান্যথা ॥

তিনি (জগদীশ্বর) তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট, তাঁহাকে প্রীত করিতে পারিলে জগৎকে প্রীত করা হয়, এবং তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে সর্ব্বলাভ হয়। যখন ইহার অন্যথা হয় তখন, অর্থাৎ ভগবান্ তুষ্ট ও প্রীত না হইলে বা তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে, জীবের সকলই বিফল

—

তৃতীয় অধ্যায়।

মায়া

ইদানীং আমরা অনেকে অনেকানেক তত্ত্বের কিঞ্চিৎ রহস্য ভেদ করিয়া, তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইতেছি, এবং আগ্রহ সহকারে ঐ সকলে গাঢ় অভিনির্বিষ্ট হইতেছি। কিন্তু যাহাতে জন্ম কর্ম্ম সকলই সার্থক হইবে, ত্রিকোটি কুল উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে, স্বভূমি স্বদেহ সকলই ধন্য হইবে, ধরিত্রীর পাপাশান্তির প্রশমন হইবে, সে বিষয়ে যদি আমাদের উপেক্ষা হয়, অসারবিজ্ঞানে বিজ্ঞ হইয়া, বাচিক দর্শনে বহুদর্শী হইয়া আমরা অভিমান-মত্ততায় যদি আমাদের জগৎপূজ্য ঋষিগণের অনন্যজ্ঞাত বিজ্ঞানে ও অনন্যদৃষ্ট দর্শনে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করি, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি আমাদিগকে মূর্খ না বলিয়া থাকিতে পারিবেন ?

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ কাল আমাদের বঙ্গসমাজে অনেকের মতিগতি অধ্যাত্মবিষয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনও আমরা জড়বিজ্ঞানের অভিমান ছাড়িতে পারি নাই, এখনও আমাদের চিত্তভূমি উপযুক্তরূপ পরিপাটি হয় নাই, আমাদের দৈন্যদশা এখনও আমরা সম্যক্ অবধারণ করিতে পারি নাই।

একটা হুজুগের বাজে কথা কহিয়া আমরা কাজের লোক সাজিতে চাই, আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা-নিরত পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণকেই আমাদের দুর্দ্দশার আমন্ত্রক মনে করিয়া, আমরা আপনাদিগকে সুচতুর কর্ম্মঠ বলিয়া সভ্যজগতে বরণীয় করিতে চাই, জড়বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া কেবল বৈজ্ঞানিক কৌশলে আমাদের ভাগ্যটা বিদ্যুদ্‌-বল-চালিত চক্রের ন্যায় মুহূর্ত্তে ঘুরাইয়া ফেলিব মনে করি, অধ্যাত্ম-চিন্তার নাম শুনিলেই শিক্ষিত শুকপক্ষীর ন্যায় চিরাভ্যস্ত বুলি বলিয়া উঠি,—"অধ্যাত্মচিন্তা করিতে গিয়াই ভারতের অধঃপাত ঘটিয়াছে, আর ওপ্রসঙ্গে কাজ

নাই। এখন কিসে দেশে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়, কিসে দেশের লোক শিক্ষিত হইয়া বিদেশীয় উন্নতির অনুকরণ করিতে পারে, স্বদেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের কিসে উন্নতি হয়, তাহারই উপায়বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এখন আর আগেকার মত ধ্যান ধরিয়া চোখ্ বুজিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চোখ্ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! ইত্যাদি।”

কাঠ খড়ি হাতাবেড়ী যোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ি উনান জ্বালিয়া হাঁড়ী চড়াইলে কি হইবে? গৃহে যে তণ্ডুল নাস্তি! হাল্ ঠিক্ না করিয়া পাল্ খাটাইলে বা জোরে দাঁড় টানিলে নৌকার দশা কি হয়, কে না বুঝে?

সকলেই বলিতেছি,—কেবল কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর; গীতায় বলে—কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, “কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ”=অকর্ম্ম হইতে কর্ম্মই ভাল। কিন্তু, কাহাকে কর্ম্ম, কাহাকে অকর্ম্ম বলে, তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি কি? গীতাতেই যে বলে,—“গহনা কর্ম্মণো গতিঃ”,—একথাটির মর্ম্ম সম্যক্ অবধারিত করিয়াছি কি? শাস্ত্রে কথায় কথায় যে উপমা দেওয়া আছে,—“প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ”, আমাদের কর্ম্মোৎসাহ সেরূপ নহে ত? যাহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে, সে পথিক যদি শতগুণ উৎসাহ-পরিশ্রমে পথভ্রমণ করে, শতগুণে তাহার বিপদ্ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নহে কি?

বৃক্ষের মূলে জলসেচন হেতু অদৃশ্য ভূগর্ভস্থ মূলগুলিতে রসসঞ্চার হওয়ায় কাণ্ডপ্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখা পল্লব পুষ্পফল যদি উজ্জীবিত সতেজ সহাস্য হওয়া সম্ভবপর হয়, অন্তর্জগতের উন্নতিবিধানে বহির্জগদ্-ব্যাপারের সৌষ্ঠব সুশৃঙ্খলা হওয়া অসম্ভব কিসে? এস্থলে অন্তর্জগতের অর্থ মানসিক প্রবৃত্তিগুলি বলিয়াই হয়ত অনেকে পরিগ্রহ করিবেন। কিন্তু তাহারও মূলে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব। বিশেষতঃ শারীরতত্ত্বের সহিত উক্ত তত্ত্বের ত আপাততঃই অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শারীরিক অস্বাস্থ্য একালে আমাদের যেমন সর্ব্বশান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে, এবং শত চেষ্টাতেও যখন এই সর্ব্বজনীন অস্বাস্থ্যের নিরাকরণোপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে না, তখন তদর্থেও আমাদের

এই ঋষিপ্রদর্শিত সনাতন অধ্যাত্ম-পথের অনুসরণ করা কি শ্রেয়ঃ নহে ?

আমরা জড়োপাসনায় আসক্ত অচৈতন্য ! সুতরাং জড় লইয়া জড়াজড়ি করিতেই বড় ভাল বাসি। সেই জড়াজড়িকেই আমরা শ্রেয়োলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করি। সে জড়াজড়িতে আমাদের এতই মমতা বাঁধিয়াছে যে, সেই জড়াশ্রয় ছাড়িবার কথা মনে করিলেও যেন আপনাদিগকে একেবারে নিরাশ্রয় ভাবিয়া 'হা হতাশা !' জ্ঞান করি।

আত্মার আত্মীয়তা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিষয়ের দাস হইয়াছি, প্রকৃত পরাধীন আর কাহাকে কহে ? খদ্যোতের ক্ষণদীপ্তি দেখিয়া আমরা হাতের প্রদীপ নিবাইয়া দিলাম ! মূর্খত্বের পূর্ণ মাত্রা আর কোথায় ?

আমরা সংসারে আসিয়া জড়ে বিজড়িত হইয়া চৈতন্যে অচৈতন্য রহিয়াছি। চৈতন্য ও তৎসহ-বিরাজমান নিত্যানন্দ, এ উভয়কে ভুলিয়া আমরা বিষয়ের অনিত্যসুখে নৃত্য করিতেছি ! প্রতিপদেই সে সুখের ভঙ্গ হইতেছে, তথাপি পুনঃ পুনঃ তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত ! স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি, আমাদের এ সুখের উপকরণ যাহা তাহা স্থায়ী নহে, তথাপি আমরা ঐ সকল অনিত্য পদার্থ হইতে নিত্য সুখ লাভ করিব বলিয়া একান্ত লালায়িত ! বিচার করিয়া বুঝিতেছি, শত শত দৃষ্টান্তে দেখিতেছি,—দারাপত্য গৃহ ঐশ্বর্য্য স্বাস্থ্য যৌবন এমন কি দেহ পর্য্যন্ত কাহারও চিরস্থায়ী নহে, আমাদেরও চিরস্থায়ী হইবে না, তথাপি তাহাদের সঙ্গসুখেই চিরকাল সুখী থাকিব বলিয়া চেষ্টা !

ঠিক যেন দিগ্‌ভ্রম ! স্পষ্ট দেখিতেছি ওই দিকে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, অতএব ওই দিকই পূর্ব্বদিক্, কিন্তু মন তাহা কিছুতেই মানিতেছে না ! মনের দৃঢ় প্রত্যয়, উহাই পশ্চিম দিক্ ! মরুভূমিতে মরীচিকায় বারিভ্রম হওয়ায় পিপাসার্ত্ত পথিক যেমন ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অনিত্যে নিত্যভ্রমে জীবগণও সেইরূপ সংসারে ছুটাছুটি করিতে করিতে সহসা একে একে কালগ্রাসে পতিত হয়। এ কি বিষম ভ্রম !

এই ভ্রমের নামই মায়া। ইহার প্রধান লক্ষণ কি ? অসত্যে সত্য-

জ্ঞান। এই মায়াতেই জগৎ প্রতিপন্ন ও প্রকাশিত। এই মায়ার স্থান কোথায় ?—ব্রহ্মবিন্দুর নিম্নে যে নাদ অর্থাৎ চন্দ্রাকৃতি রেখা উহাই ব্রহ্মের মায়াবরণ। উহার উত্তর (উৎ+তর) অর্থাৎ ঊর্দ্ধতর পারে আর্য্যাবর্ত্ত (ঋ ধাতু অর্থে গমন করা, আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মযাত্রিগণের স্থান) ও ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ জোতির্ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের ধাম। নাদ বা মায়া-সীমার উত্তরে (উৎ+তৃ+অপ্), অর্থাৎ ঐ সীমা উত্তরণ করিয়া পরপারে গেলেই, সকল ভ্রমের দায়ে অব্যাহতি।

এই নাদ বা মায়াসীমার দক্ষিণে বা নিম্ন পারেই দাক্ষিণাত্য (দক্ষ বা প্রজাপতির রাজ্য ; দক্ষ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া) অর্থাৎ সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশের (Evolution) রাজ্য। সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ্ধাতু বৃদ্ধি ও সংহার উভয় অর্থবাচক। দাক্ষিণাত্যের বা মায়ারাজ্যের নিয়ম--উৎপত্তি ও বিনাশ, জন্ম ও মৃত্যু। এই জন্য দক্ষিণেই যমপুরী নির্দ্দিষ্ট।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরম বস্তুর আভাসে ত্রিসর্গ মিথ্যা হইয়াও (মরীচিকায় জলভ্রমবৎ) সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান, অর্থাৎ ব্রহ্মা-ভাসেই জগৎপ্রকাশ। এই আভাসেই মায়ার উৎপত্তি, সুতরাং মায়াও ব্রহ্মের শক্তি বা অংশ। কিন্তু ব্রহ্মধামে মায়ার কুহক সমস্তই নিরস্ত। ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং" সেই সত্যধামের মাহাত্ম্যে তথায় মায়ার কুহক নাই, থাকিতে পারে না ; কেন ?—না, স্ফুলিঙ্গ যদি জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় প্রবিষ্ট হয়, তবে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রকাশ থাকে না। প্রকৃত পক্ষে স্ফুলিঙ্গটির যে একেবারেই অস্তিত্ব লোপ হয় তাহা নহে, কেবল তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র প্রকাশ বা স্বতন্ত্র কার্য্যকারিতা থাকে না। ব্যাসদেবও তাহাই বলিয়াছেন,—ধাম-মাহাত্ম্যে তথায় মায়ার 'কুহক' নিরস্ত।

ভাল, সত্যবস্তুর অংশ শক্তি বা আভাসে মিথ্যাভ্রমের উৎপত্তি কিরূপে হইবে ? ব্রহ্মের আভাসে মায়ার কুহক কেমন করিয়া আসিবে ? অগ্নিশিখায় যখন দাহিকাশক্তি ও আলোকপ্রকাশ আছে, তখন তদ্‌বহির্গত স্ফুলিঙ্গে কি শীতলতা ও আলোকাভাব হইতে

পারে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না, সত্য; কিন্তু, পার্থিব ব্যাপারের সহিত অপার্থিব ব্যাপারের তুলনা সর্ব্বাংশে সর্ব্বসময়ে সমান সংলগ্ন হয় না। তবে যদি দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে আমরা নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

পূর্ণিমার রাত্রিতে কোন ব্যক্তি একটি অন্ধকারময় বাঁশ-বনের ভিতর গিয়া দেখিল,—একটি বক্রাকার বাঁশের ডগার উপরে একখানি ধোয়া কাপড় পরিয়া একটা ভয়ানক ভূত বসিয়া আছে! তাহার বিকটাকৃতি মুখগহ্বরে সাদা সাদা দাঁতপাটী পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইল। ভূত দেখিয়া সে ভয়ে আকুল! এমন সময়ে বাতাসে বাঁশের ডগাটি সহসা সরিয়া যাওয়ায় সে দেখিল, পূর্ণচন্দ্রের বিমল রশ্মি আসিয়া তাহার নিজের গায়ে লাগিল। পরক্ষণেই আবার বাতাস বহিয়া গেলে বাঁশের ডগাটি যেমন পূর্ব্বস্থানে আসিল, অমনি আবার সেই ভূত-সৃষ্টি ও ভূত-দৃষ্টি! এইরূপ বার কয়েক দেখিয়া সে ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ভূত মিথ্যা, চন্দ্রকিরণ ও বাঁশ-ডগাই সত্য; বাঁশ-ডগার আড়ালে পড়িয়াই ভূতমূর্ত্তির আবির্ভাব!

সত্যাভাসে অসত্যের সত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ বা ব্রহ্মাভাসে জগদ্-ভ্রান্তিও ঠিক সেইরূপ। মায়ার অন্তরালেই এই কুহকের ক্রীড়া। 'ওঁ' এই প্রণব-মূর্ত্তিতে, ব্রহ্মবিন্দু এবং ওকার এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী নাদ বা চন্দ্রাকৃতি রেখাই সেই মায়ান্তরাল, এবং এই মায়ান্তরালেই জগদ্-বিকাশ। উপরি উক্ত ভূত যেমন চন্দ্রকিরণ বই কিছুই নহে, জগৎও তেমনই ব্রহ্মাভাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

বিন্দুমধ্যে শ্রীভগবানের যেমন অখণ্ড মূর্ত্তি তেমনই উহার ক্রমবিকাশ (Evolution)-মূর্ত্তি; প্রণবেও তাঁহারই পূর্ণ বিকাশ। এই প্রণবরূপী বিকশিত ব্রহ্মমূর্ত্তিতে নাদ, বিন্দু, ওকার সকলই যেমন ব্রহ্মাংশ, সেইরূপ অবিকসিত পরব্রহ্ম, জ্যোতির্ব্রহ্ম, মায়া-ব্রহ্ম ও জগদ্‌ব্রহ্ম, এ সকলই আবার সেই সুবিকসিত পূর্ণব্রহ্মেরই অংশভূত।

এই পূর্ণব্রহ্মের বিকাশমূর্ত্তির (ইদং=এই, বা অদঃ=ওই,

ইত্যাদি) যে কোন অংশেই আবার তাঁহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। "পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ", অতএব এক অংশে পূর্ণ থাকিলে অপরাংশেও পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব নহে; যেহেতু ব্রহ্ম সম্বন্ধে "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

'ওঁ' এই প্রণবরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম, জ্যোতির্ব্রহ্ম, মায়াব্রহ্ম ও জগদ্‌ব্রহ্ম,—এই সর্ব্বব্রহ্মময় প্রণবই বিশ্বের স্বরূপ, এবং আমাদিগের দেহাভ্যন্তরেও ইহাই সারতত্ব। ইহার সর্ব্ব-সমষ্টিতে যেমন পূর্ণ ব্রহ্মের বিকাশ, তেমনই প্রত্যেক অংশেও পূর্ণ ব্রহ্মের অর্থাৎ নাদ বিন্দু ইত্যাদির বিকাশ হইতে পারে। সেইরূপ এই প্রণবাত্মক দেহের বা প্রণবাত্মক বিশ্বের সর্ব্বাংশেই আবার প্রণব নাদ বিন্দু ইত্যাদির অনুভূতি হইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট এক স্থান ধরিয়াই সাধনা কর্ত্তব্য, পরে বিশিষ্ট সাধন-পরিপাকে আপনা হইতেই সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

ভাল, আমরা যে ব্রহ্মচতুষ্টয়ের নামোল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে পরব্রহ্মের ও জ্যোতির্ব্রহ্মের যথাসম্ভব পরিচয় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু মায়া ও জগৎ এ দুইটি ব্রহ্মপদবাচ্য কিরূপে হইতে পারে?

যুক্তি আছে। সত্য বটে জগৎ অসৎ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অসৎ কি? জগতের স্বরূপটি কি অসৎ? না,—নাম পরিচয় ও লক্ষণাদিই অসৎ? রজ্জুতে যে সর্প বোধ হইয়াছে, সেই সর্প-'পরিচয়টি' মিথ্যা; কিন্তু ঐ মিথ্যা পরিচয়ে যে বস্তুটি পরিচিত হইয়াছে, সে বস্তুটি যে বাস্তবিক কিছু নহে, একথা কি বলা যাইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে পরিচয় মিথ্যা হইলেও, বস্তুটি সত্য, তাহার নাম রজ্জু।

সেইরূপ এই জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই বিকাশ, আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় না পাইয়াই তাহাকে জগৎ বোধ করিতেছি। অতএব 'জগদ্-ব্রহ্ম' কথাটি অযৌক্তিক নহে।

এইরূপ আবার 'মায়াব্রহ্ম' কথাটিও যুক্তিসঙ্গত। মায়া ভ্রম হইলেও তাহার ক্রিয়া আছে, সুতরাং অস্তিত্ব আছে। নাস্তিত্বও যখন ব্রহ্মের অন্তর্গত তখন অস্তিত্বভাগী বস্তুকে তাঁহার বহির্ভূত বলিব

কেমন করিয়া ? এবং তাঁহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুতে যদি তাঁহার পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর, তবে 'মায়াব্রহ্ম' বলিলেই বা দোষ কিসে ?

বিশেষতঃ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবগণ যে দেবীকে 'মায়েতি শব্দিতা' অর্থাৎ 'মায়া এই নামে অভিহিতা' বলিয়াছেন, সেই দেবীকেই আবার 'চিতিরূপেণ সংস্থিতা' বলিয়াছেন। অর্থাৎ মায়া যাঁহার নাম, বস্তুতঃ তিনিই চৈতন্যরূপিণী।

প্রকৃত পক্ষে, এ সকল বিতর্ক মাত্র কথার মারপেঁচেই ঘটিয়া থাকে। মনে করুন, পূর্ণিমার রাত্রিতে অল্প মেঘ হওয়ায় সুস্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছে না ; সে অবস্থায় অল্প অল্প 'জ্যোৎস্না' হইয়াছে বলিব, না,—অল্প অল্প 'অন্ধকার' হইয়াছে বলিব ?

আমরা অধিক বিচার বিতর্কের অবতারণা না করিয়া এই মাত্র বলি, ঐরূপ ঘটনাস্থলে অল্প অল্প 'জ্যোৎস্না' ও অল্প অল্প 'অন্ধকার' যেমন আদৌ একই বস্তু বা অবস্থাকে নির্দ্দেশ করিতেছে, সেইরূপ শুদ্ধ চৈতন্য ও মায়া,—বিদ্যা ও অবিদ্যা আদৌ একই বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্ম।

কেহ কেহ বলেন, মায়া ব্রহ্মশক্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। কিন্তু সে কথার বিচারও কথার কারিগরি মাত্র। আমরা সে বিচারে নিরস্ত থাকিলাম। সকলই ব্রহ্মময়, সকলের স্বরূপেই ব্রহ্মের স্বরূপ, সকলেরই তত্ত্ব (তৎ + ত্ব) এক ভিন্ন দুই নহে, ইহাই আমাদের বক্তব্য ; শাস্ত্রকারগণেরও তাহাই অভিপ্রায়। শাস্ত্রোক্তির নানা অর্থ করিয়াই মাত্র আমরা আমাদের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রশ্রয় প্রদান করি।

শাক্ত ভক্তগণ মায়ার মূল-শক্তিকেই মহামায়া জগজ্জননী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মাভাসই নাদনিম্নে অর্থাৎ মায়াস্তরে বা মায়ার উদরে আসিয়া যখন জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, তখন মায়াকে যে জগদ্ধাত্রী বা জগজ্জননী বলিব, তাহাতে আর আপত্তি কিসে ? আর যখন তিনি চৈতন্যরূপিণী বা ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া রূপে পরিচিতা হন, তখন ত কথাই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় 'মা' শব্দ নিষেধ বা নাস্তিত্বসূচক এবং 'য়' অস্তিত্ব-বাচক। যাহা বাস্তবিক নহে, তাহাতে বস্তুত্ব আরোপ করার নামই মায়া। কিন্তু, বোধ করি পাঠক মহাশয়গণ স্পষ্টই বুঝিতে পারেন, এ সকল ব্যুৎপত্তি-গত ব্যাখ্যা মাত্র পাণ্ডিত্যপরিচয়। যাঁহার যেরূপ পাণ্ডিত্য, তিনি যে কোন শব্দেরই সেইরূপ স্বেচ্ছামত ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞানীর নিকট আবার সে সমস্ত ব্যুৎপত্তি বা ব্যাখ্যাই পরাজিত।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে 'আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকের আঠার রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐ শ্লোকের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা হইতে পৃথক্ আর চৌষট্টি প্রকার ব্যাখা করিলেন!

কেবল পাণ্ডিত্যে নির্ভর করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিফল।

সংস্কৃত অভিধানে 'মা' ধাতুর অর্থ পরিমাণ স্থির করা। মা+য+আ=মায়া); তদনুসারে, অপরিমিত অর্থাৎ অনায়ত্ত জগদ্রূপ ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মস্বরূপ জগৎকে যদ্দ্বারা আমরা পরিমিত অর্থাৎ জ্ঞানায়ত্ত করি, তাহাকেই মায়া বলে (The medium through which we estimate the world)। এইরূপ আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। ব্যাখ্যা ব্যুৎপত্তি যিনি যত পারেন তত করুন, কিন্তু, পাঠক মহাশয়গণ যেন এই সঙ্কেতটি স্মরণ রাখেন যে, প্রণবের শীর্ষস্থিত বিন্দুই পরব্রহ্মের ধাম, উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জ্যোতিঃই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ঐ বিন্দুর নিম্নবর্ত্তী নাদ বা অর্দ্ধবৃত্তই মায়ার স্থান। সাধনফলে এই নাদ ও বিন্দু শরীরাভ্যন্তরে ও বহির্জগতে সর্ব্বত্র অনুভূত হইতে পারে। ভ্রমদৃষ্ট ভূত যেমন, স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেই, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া বাঁশের ডগা বা চন্দ্রের আলোকরূপে পরিণত হয়, তেমনই মায়াকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেই সে নিজের অস্তিত্ব হারায়। তখন মায়াদৃষ্ট জগৎকেও দিব্য-

দৃষ্টিতে দেখিলে উহা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ব্রহ্মরূপে রূপ মিশাইয়া দেয়।

প্রবল বন্যায় ডাঙ্গাডহর এক হইয়া তুফান ছুটিতে থাকিলে, মাছগুলা যেমন আনন্দে অধীর হইয়া কখন তরঙ্গমধ্যে ছুটাছুটি করে, কখন তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া জলছাড়া দেড় হাত দুই হাত শূন্যে উঠে, সেইরূপ মায়ার কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়া দিব্যজ্ঞানের পূর্ণিমা আগমনে যখন বিশ্বসংসার ব্রহ্মবন্যায় একাকার হইয়া যায়, তখন কৃতার্থ সাধক আনন্দে কখন বা সেই অগাধ ব্রহ্মবারিধি মধ্যে মগ্ন হইয়া যান, কখন বা তাহা হইতে চট্‌কাইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। এইরূপে তিনি তখন আনন্দে দ্বৈতঅদ্বৈত উভয় ভাবের অভিনয় করিতে থাকেন। যুগাবতারগণ অনেকে এই লীলাভিনয়ের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কখন বা বিভোর হইয়া বলিতেন,—"মুই সেই, মুই সেই" (সোঽহম্), আবার কখন বা গলদশ্রুলোচনে কাতরে কহিতেন,—

"ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্যানুভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর প্রভো॥"

প্রভো হে!—

"যে জন তোমার ভৃত্য, তাহার ভৃত্যের ভৃত্য,
তার অনুভৃত্য-ভৃত্য, তার ভৃত্যজ্ঞানে,
ভুলিও না এ দাসেরে, রেখো যেন মনে।" (শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য।)

মায়া-স্তর পার হইয়া ব্রহ্মরাজ্যবাসী হইতে পারিলে দ্বৈতাদ্বৈতে আর বড় ভেদাভেদ থাকে না। যতক্ষণ মায়ারাজ্যে বাস ততক্ষণই বন্ধন, ব্রহ্মরাজ্যে বন্ধন নাই। মায়া-মুক্ত পুরুষ যাহা কিছু চিন্তা করেন, যাহা কিছু বলেন এবং যে কোন কার্য্য করেন সকলই অমায়িক। মায়াবদ্ধ জীবের কার্য্যের নাম কর্ম্ম, উহা বন্ধনেরই হেতু; মায়ামুক্ত যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর কার্য্যের নাম লীলা, উহা বন্ধনের হেতু হইতে পারে না।

শিবু রায় যাত্রার দলে একবার ভীম সাজিয়া কীচকবধ করে, একবার অভিমন্যু সাজিয়া সপ্তরথীর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, একবার পাকাদাড়ি পাকাচুল পরিয়া ধৃতরাষ্ট্র সাজিয়া শতপুত্রশোকে কাঁদিয়া আকুল, আবার হয় ত সেই শিবুই শকুনি সাজিয়া পাশক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া হাসিয়া ব্যাকুল! কিন্তু সে নিজমনে ঠিক জানে যে, তার হাসি কান্না মরাবাঁচা সকলই মিথ্যা, সে ভীম অভিমন্যু ধৃতরাষ্ট্র বা শকুনি কেহই নহে; ঐ সব সাজ আসোরে মাত্র; বস্তুতঃ বাড়ী তাহার মৃত্যুঞ্জয়পুরে, নাম তাহার শিবরাম রায়, সে যাত্রার দলে অভিনয়কারী।

মায়ামুক্ত মহাপুরুষের হাসি কান্না জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ঠিক শিবু রায়ের মত। তিনি অন্তরে জানেন যে, যখন যে সাজে যে কাজে নিযুক্ত থাকুন না কেন, সে সাজ সে কাজ সকলই মিথ্যা, বস্তুতঃ তিনি শিবস্বরূপ, আলয় তাঁহাব অমৃতধাম মৃত্যুঞ্জয়পুরে।

এক স্থানে একব্যক্তি নেশায় চুর হইয়া আসোরে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনিয়া বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত দেখিয়া নেশাখোর রাগিয়া আগুন! ক্রোধে অধীর হইয়া লম্ফ ঝম্প তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে গিয়া সে দুঃশাসনের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার পরিধানের সাজ পোষাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পুলিশ-প্রহরী আসিয়া নেশাখোরকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। কিন্তু কই, দ্রৌপদীদেবীর উৎপীড়ক বস্ত্রহারক পাপত্মা দুঃশাসনকে ত বাঁধিল না!

এইজন্যই আমরা বলিয়াছি, মায়াবদ্ধ জীবের কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু জীবন্মুক্ত বা স্বতঃসিদ্ধ মহাপুরুষগণের কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, উহা লীলামাত্র। মায়ার নেশাতেই আমরা সংসারে ঢলিয়া পড়ি, তৎফলে কাল-পুলিশ আসিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া লয়। এই মায়ার যথাসম্ভব পরিচয় আমরা ক্রমশঃ আরও দিতেছি,—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,—

"মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা ॥"

'মা' শব্দ মোহবাচক এবং 'যা' শব্দ প্রাপণার্থক। অতএব, যিনি জীবগণকে মোহপ্রাপ্ত করেন তিনিই মায়া।

দেবীপুরাণে বর্ণিত আছে,—

"বিচিত্রকার্য্যকারণা অচিন্তিতফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥"

স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের ন্যায় বিচিত্র কার্য্য করেন, বিচিত্র কারণে উৎপন্ন হন এবং অচিন্তিত ফলপ্রদান করেন; এই হেতুই মায়া নামে বিখ্যাত।

"বিসদৃশপ্রতীতিসাধনং মায়া।" (নাগোজীভট্টঃ)

স্বরূপ উপলব্ধির পরিবর্ত্তে বিভিন্ন রূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দেয় যাহাতে তাহাই মায়া।

কেহ কেহ অঘটন ঘটাইতে পটুতা হেতু মায়াকে 'অঘটনঘটন-পটীয়সী' এই বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া থাকেন, কেহ বা মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মের যে শক্তিতে জগতের বিকাশ উহাই মায়া। ঐ শক্তি আদিতে ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত। এজন্য মায়াকে কেহ কেহ ব্রহ্মরূপা কহিয়াছেন। যথা কল্কিপুরাণে 'মায়া-স্তোত্রে,—

"নানারূপৈর্দ্দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যৈস্তামাধারং 'ব্রহ্মরূপাং' নমামি ॥"

ব্রহ্মের অঙ্গ বা অংশও যখন ব্রহ্ম, তখন মায়াকে ব্রহ্মরূপা বলিলেও অন্যায়োক্তি হয় না। কিন্তু আমরা যখন প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি, তখন এই ব্রহ্মশক্তিরূপা বা ব্রহ্মরূপা মায়াকে স্বতন্ত্র বুঝাইবার নিমিত্ত পৃথগ্‌ভাবেই বর্ণনা করিব।

শ্রীমদ্‌ভাগবতানুসারে, ভগবান্ সৃষ্টিকালে প্রথমতঃ এই নিজশক্তি মায়াকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মায়া কিরূপ?—না, 'দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা কার্য্যকারণরূপা চ'। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ জ্ঞান-

রূপা এবং কার্য্যকারণরূপা। দ্রষ্টা আমি বা আত্মা (subject) এবং দৃশ্য এই জগৎ (object) এই দুয়ের যে পার্থক্য জ্ঞান, অর্থাৎ আত্মময় জগতে অনাত্মজ্ঞান এবং জগন্ময় আত্মাতে জগদ্‌ভিন্ন জ্ঞান, ইহাই মায়া। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই কার্য্যকারণরূপে (cause and effect) পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা, মূলে কার্য্য ও কারণ, জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই এক।

ভাগবতে এই মায়ার, আবরণ ও বিক্ষেপ নামে, দুইটী শক্তির উল্লেখ আছে। মায়ার এই আবরণশক্তিই আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ প্রস্ফুরিত হইতে দেয় না। বিক্ষেপশক্তি সেই আবৃত আত্মায় পঞ্চভূতাত্মক জগৎ সমুদ্‌ভূত করিয়া দেয়। যেমন রজ্জুতে অজ্ঞানতা, সেইরূপ আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে অজ্ঞানতা, ইহাই আবরণ শক্তির প্রভাব; এবং যেমন সর্পে সজ্ঞানতা, সেইরূপ জগতে সজ্ঞানতা, ইহাই বিক্ষেপশক্তির প্রভাব। এই উভয় শক্তিমতী মায়ার প্রভাবেই রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে বা আত্মায় জগদ্‌ভ্রমের উৎপত্তি। 'বেদান্তসার-সুবোধিনী'তে মায়ার সম্বন্ধে তাহাই লিখিত। যথা,—

"রজ্জ্বজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ সর্পাদিকমুদ্ভাবয়তি। এবং অজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি তথা বিক্ষেপশক্ত্যা আকাশাদি প্রপঞ্চমুদ্‌ভাবয়তি।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই ভ্রমরূপা মায়াকেই 'বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা' বলা হইয়াছে। বরাহপুরাণে বসুন্ধরাকৃত প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু কহিতেছেন,—

"জীব প্রবিশ্য গর্ব্ভেতু সুখদুঃখানি বিন্দতি।
জাতশ্চ বিস্মরেৎ সর্ব্বমেষা মায়া মমোত্তমা ॥"
"প্রজাপতিং শতং রুদ্রং সৃজামি চ হরামি চ।
তেঽপি মায়াং ন জানন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ ॥"

জীব জননীগর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। ভূমিষ্ঠ হইয়া সে সকলই ভুলিয়া যায়। ইহা আমারই (বিষ্ণুর) মায়া। আমি শত শত প্রজাপতি ও রুদ্রের সৃষ্টি করি এবং সংহার করি। আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাঁহারাও এই মায়াকে চিনিতে পারেন না।

শেষ শ্লোকটি পাঠ করিয়া পাঠক সহসা হতাশ্বাস হইতে পারেন। প্রজাপতি রুদ্রাদিও যে মায়াকে চিনিতে পারেন না, আমরা সামান্য জীব সেই মায়া অতিক্রমণ করিয়া কি রূপে ব্রহ্মরাজ্যে গমন করিব! কিন্তু হতাশ হইবার হেতু নাই। মনুষ্যজন্ম বড়ই দুর্লভ, মনুষ্য যোগসাধন দ্বারা যে পদ লাভ করিতে পারে, দেবগণও সেই পদ লাভার্থ ভগবৎ-সমীপে কাতরে করুণাপ্রার্থী। যথা আষ্টাবক্রে,—

"যৎ পদং প্রেপ্‌সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি॥"

ইন্দ্রাদি দেবগণ দীনভাবে যে পদ প্রার্থনা করেন, কি আশ্চর্য্য! যোগী ব্যক্তি সেই পদে অহর্নিশ বিরাজমান থাকিয়াও হর্ষপ্রাপ্ত হন না।

না হইবারই কথা। কারণ, যোগী ব্রহ্মানন্দে বিরাজমান বটে, কিন্তু তিনি হর্ষামর্ষের অতীত। আনন্দ ও হর্ষ এক নহে। আনন্দ নিত্যবস্তু, হর্ষ উৎপত্তি-বিলয়বিশিষ্ট।

গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়ার অতিক্রমণ করা বড়ই দুঃসাধ্য। যাঁহারা মাত্র আমাকেই লাভ করেন, তাঁহারা মায়া পার হইতে পারেন। সহজ উপায়! এই উপায়েই মায়াপার সুসাধ্য। এই মায়া দৈবী, সুতরাং দেবলোকে গেলেও অব্যাহতি নাই; আবার ইহা গুণময়ী, সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিনটি গুণ বা রজ্জুদ্বারা জীবনের বন্ধন ঘটায়; সুতরাং মায়া দুরত্যয়া, মায়ার অতীত হওয়া বড়ই কঠিন। একমাত্র উপায় ভগবদাশ্রয় লাভ। এই জন্যই গীতার চরম অধ্যায়ে পরম উপদেশ,—

"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি লও আমার আশ্রয়।

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও। সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবান বলিতেছেন সকল ধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় কর (আত্মজ্ঞান স্বরূপ তদ্বাচক প্রণব আশ্রয় কর)। আমাকে আশ্রয় করিলেই (ব্রহ্মবাচক প্রণবের আশ্রয় লইলেই) এই দুস্তর মায়াপাশ অনায়াসেই কাটাইতে পারিবে।

ভক্ত প্রবর তুলসী দাসের সাধন সম্পত্তির অমূল্য রত্নরাজী দোঁহা-বলীতে উক্তি আছে ঃ—

যো যাকো শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছ্লী চলে, ব'হ যায় গজরাজ॥

যে যাহার শরণ লয়, সে তাহার লজ্জা নিবারণ করে। যেরূপ জলের আশ্রিত ও শরণাগত মৎস্য সকল উজান জলে অর্থাৎ স্রোতের বিপরীত দিকে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু প্রবল বলশালী হস্তী নিজ বলে নদী পার হইতে যাইয়া নদীর স্রোতে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যায় ; তদ্রূপ যে সাধক শ্রীভগবানের একান্ত শরণাপন্ন, সেই মহাত্মাই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সুদুস্তরা মায়াময় সংসার সমুদ্রে, ঐ মীনের ন্যায় উজান স্রোতে অর্থাৎ সুষুম্নামার্গে, শ্বাস প্রশ্বাসের বিপরীত ক্রমে প্রণব অবলম্বনে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটিয়া চলিয়া যান।

ব্রহ্মের এই মায়া আবরণ যেরূপে ভেদ করিতে হয়, তাহা মুণ্ড-কোপনিষদে উপদেশ আছে।

প্রণবো ধনুশরোহ্যাত্মাব্রহ্মতল্লক্ষ্য মুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

প্রণবই ধনু। লক্ষ্যবেধ করিতে হইলে যেরূপ ধনু শর প্রভৃতির আবশ্যক, সেইরূপ ব্রহ্মের এই মায়া আবরণ ভেদ করিতে হইলেও ধনু শরাদির আবশ্যক। তাহাই উপনিষদ দেখাইতেছেন, আত্মা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণই ঐ শর। ঐ শরকে প্রণব ধনু অর্থাৎ জীবের অন্তর্দেহস্থ ওঙ্কারাকার প্রণব ধনুতে যোজনা করিয়া

ব্রহ্মাববোধক বিন্দুলক্ষ্যে প্রমাদ বা সংশয় শূন্যচিত্তে পরিত্যাগ করিলেই, অর্থাৎ প্রণব বা ওঙ্কারাকারে প্রাণ পরিচালিত হইলেই নাদ রূপী মায়া ভেদ হয়। সাধক অপ্রমত্ত চিত্তে এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন। অর্থাৎ কোনরূপ প্রমত্ততা বা অহংকার না আইসে। এই ভাবে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাববোধক বিন্দুতে চিত্ত সমাহিত করিবেন। তাহা হইলেই ধনুঃ নিস্থত বাণ যেমন লক্ষ্য ভেদ করিয়া তাহার সহিত—একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধক ও মায়া আবরণ ভেদে ব্রহ্মজ্যোতির সহিত একতা লাভ করেন। এই উপাসনা বা সাধনা সম্বন্ধে ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ বলিয়াছেন।

স্বরেণ সন্ধয়েদ্ যোগম স্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে॥

শ্রীগুরু উপদেশে প্রণব আশ্রয় করত, তদ্দ্বারাই চিত্তনিরোধ আরম্ভ করিবে। ইহাই প্রথমাধিকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং ঐ সাধনের সহিত শব্দাতীত পরব্রহ্মের (বিন্দুর) চিন্তা করিবে। এই চিন্তার ফলেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

মহাভারতে অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধে এই মায়াচক্র ভেদের কৌশল দেখান আছে। দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় আহুত মহাপরাক্রান্ত বীর রাজন্যবর্গ যখন একে একে সকলেই লক্ষ্যবেধে অসমর্থ হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত অর্জ্জুন শ্রীগুরু ও পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়বর্গের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনুতে জ্যা যোজনা করতঃ শর যোজনায় হেটমুণ্ডে প্রতিবিম্বাধারে ঊর্দ্ধগত দুর্ব্বেধ্য লক্ষ্যটী স্থির করিয়া লইলেন। পরে নিজ অন্তঃকরণ দ্বারা সেই ভক্ত বৎসল শ্রীহরির একান্ত শরণাপন্ন হইয়াই শরত্যাগ করিলে, অন্তর্যামী শ্রীভগবান ভক্তের মর্য্যাদা ও লজ্জা রক্ষা করিলেন। অর্জ্জুনের সংকল্প পুত শর মায়াচক্রের রন্ধ্র ভেদে ঊর্দ্ধগত লক্ষ্যে বিদ্ধ হইল।

সাধক! তুমিও যদি মায়াচক্রভেদে ব্রহ্মলক্ষ্যে চিত্ত সমাহিত করিতে চাও; তবে তোমার গাণ্ডীব ধনু মেরুদণ্ডে গুরুদত্ত মন্ত্র

গায়ত্রী রূপ জ্যা যোজনা কর, এবং নিম্নবর্ত্তী প্রতিবিম্বাধার মূলাধার পদ্মে উর্দ্ধগত দুর্ব্বেধ্য প্রাণরূপ-মীন লক্ষ্যটী স্থির করিয়া লও। পরে নিজ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের দ্বারা সেই ভক্ত বৎসল শ্রীহরির একান্ত শরণাপন্ন হইয়াই, ঐ আত্মশরত্যাগ কর। দেখিবে. উজান স্রোতে প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে ঐ শর তোমার সুষম্না পথে চক্রভেদে উর্দ্ধগত হইবে। তোমার সংকল্প পূত শরই মায়াচক্রের রন্ধ্রভেদে উর্দ্ধগ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে একত্বা লাভ করিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন।

স্বদেহমরণিংকৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢবং॥ "শ্বেতাশ্বতর"
জ্ঞান নির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥ "কৈবল্য"

স্বদেহকে অরণি এবং প্রণব ওঙ্কারকে উত্তরারণি করত ধ্যান ও জ্ঞানরূপ মন্থন (রজ্জু দ্বারা সংবেষ্টিত মন্থন দণ্ড যেমন মধ্যস্থানে থাকিয়া দুগ্ধ মন্থন করে তদ্রূপ শ্বাস প্রশ্বাস রজ্জু দ্বারা ইড়া পিঙ্গলায় সংবেষ্টিত মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি সুষম্নায় প্রণবের পরিচালনা রূপ মন্থন।) অভ্যাস করিলেই প্রকাশমান আত্মাকে নিগূঢ়ভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়; এবং তিনিই আত্মার বন্ধন রূপী মায়া বা অজ্ঞান রজ্জু নির্ম্মিত গ্রন্থি ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সংক্ষেপে মায়াপাশ ছেদন বা ব্রহ্মের মায়া আবরণ ভেদে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় দেখান হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে সাধন প্রণালী দেখাইবার সময়ে আমরা এই সকল তত্ত্বের সুবোধ্য ও সহজ সাধ্য সাধন কৌশল আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাণ।

আমরা জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই প্রাণের কথা শুনিয়া আসিতেছি। সভ্য অসভ্য, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব নর-নারীই, প্রাণের কথা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণও যে প্রাণের তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য বহুল গবেষণা করিতেছেন, সেই প্রাণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সর্ব্বজন মান্য উপনিষদের কথায় দিয়া, পরে তাহার স্বরূপ তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। সামবেদীয় কৌষীতকি উপনিষদে উক্ত আছে :

"স এব প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা"

সেই প্রাণই চৈতন্যময় পুরুষ। এই প্রাণই জীবাত্মা অর্থাৎ অহংকারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমষ্টি জীবনী শক্তির সঞ্চালক।

প্রাণকে সাধারণে বায়ু ও অনেকে জীবনীশক্তি এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Soul বলিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন, এই জগৎ সংসারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ, অহংকার মন পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) সহ ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু জীবদেহে আছে তৎ সমস্তই প্রাণ হইতেই সঞ্জাত হইয়া, স্ব স্ব নিয়মে পরিচালন হইতেছে। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।" শৌনক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিপ্পলাদ, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা এই প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে এই-রূপ বলিয়াছেন।

তস্মৈ স হোবাচ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং, প্রাণোহেষ আত্মনো-মহিমাবভূব। 'ব্রহ্মোপনিষৎ।"

যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেববৃন্দ অধিষ্ঠিত, যাহার প্রভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত ও এই মহিমা যাহার তাহাই প্রাণ-স্বরূপ আত্মা। সেই প্রাণাত্মার মহিমা বিবৃত হইতেছে।

প্রাণোঽহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

প্রাণই ভগবান এবং প্রাণই বিষ্ণু ও পিতামহ ব্রহ্মা। সুষম্নার অন্তর্গত ব্রহ্ম সূত্র প্রণবাকারে প্রাণেই জীব ও জগৎ বিধৃত আছে। সমস্ত জগৎ প্রাণময়।

বেদান্ত সূত্রে প্রাণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে :

ন বায়ু ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥৯॥

৪র্থ পাদ

পৃথক উপদেশ নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ প্রাণ শব্দে বায়ু কিম্বা তাহার স্পন্দন রূপ ক্রিয়া, এ উভয়ের কিছুই বোধিত হয় না।

প্রাণগতেশ্চ।

প্রাণের গতি নিবন্ধনই অন্যান্য ভূতের গতি জ্ঞাতব্য।

অতএব প্রাণঃ।

চাক্রায়ণ ঋষি প্রস্তোতাকে বলিয়াছিলেন, যে দেবতা সাম ভক্তি বিশেষ রূপ প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিষয়ে আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। তাহাতে প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দেবতা কে? চাক্রায়ণ কহিলেন, "সে দেবতা প্রাণ।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ঐ প্রাণ শব্দ দ্বারা মুখান্তর্গত বায়ুকে বুঝাইবে, কিম্বা সর্ব্বেশ্বর কে বুঝিতে হইবে? প্রাণ হইতেই অগ্নি প্রভৃতি ভূত সমূহের উদ্ভব হয়; প্রাণেই সেই সমস্ত ভূতের লয় হয়, এবং বায়ুতেই প্রাণ শব্দের রূঢ়ত্ব। সুতরাং প্রাণ শব্দ দ্বারা বায়ু বুঝাইলে দোষ কি? এই সন্দেহ নিরসনার্থ কথিত হইতেছে: এখানে প্রাণ শব্দে বায়ু

বুঝাইবে না। সর্ব্বেশ্বরকে বুঝিতে হইবে। কেন না, একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন আর কেহই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রাণের হেতু হইতে পারে ইহা নিতান্তই অসম্ভব।

তাহাতে ইহাই প্রমাণিত যে অহংকারাদি পঞ্চভূত সহ জীবাত্মা ও জগৎ প্রাণের গৌণ প্রকাশ মাত্র। ইহারা মুখ্য প্রাণ নহে। প্রাণকে অবলম্বন করিয়া, প্রাণের আশ্রয়েই জীবাত্মা ও জগতের অস্তিত্ব। ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লেখ আছে ;

"ন বৈ বাচো ন চক্ষুষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে,
প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে, প্রাণোহ্যেবৈতানি সর্ব্বানি ভবতি ॥

বাক্যই বল, চক্ষুই বল, আর মনই বল, কোন ইন্দ্রিয়ই প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয় গ্রহণে সমর্থ নহে। কারণ প্রাণ হইতেই ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই সকল পদার্থই রহিয়াছে।

সাধক ! এখন একবার এই প্রাণের তত্ত্বটী ভাবিয়া দেখ। যাহার অস্তিত্বে তোমার আমার অস্তিত্ব। সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সহ জীবাত্মা যাহার আশ্রয়ে আশ্রিত। আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তি যাহার অবলম্বনে পরিচালিত। যাহাকে লইয়া তোমার আমার সংসার ধর্ম্ম। যে তোমার দেহ রাজ্যের সর্ব্বাধিকারী মহারাজা। এই অনাদি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহার সত্তায় উদ্ভাষিত। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, সূত্রে গ্রথিত মনির ন্যায় যাহাতেঁ ওতঃপ্রোতে বিজড়িত রহিয়াছে। যাহাকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাণায়াম যজ্ঞের উপদেশ, সেই প্রাণের স্বরূপ কি ? এবং আকৃতি প্রকৃতিই বা কিরূপ তাহা মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে ;

বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম, ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথঃ।
তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥

পুরুষের বাক্যই ঋক্ (মন্ত্র) স্বরূপ, প্রাণই সাম স্বরূপ, এবং ওম্

এই অক্ষরই উদ্গীথ স্বরূপ। এই বাক্ ও প্রাণ বা ঋক্ ও সামে মিথুনীভূত অক্ষরই উদ্গীথাখ্য প্রণব।

ঐ উপনিষদে অন্যত্র উল্লেখ আছে। দাল্ভ্যতনয় বক নামক ঋষি, প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য বিশেষ রূপ উপাসনা করিয়া বিদিত হইয়াছিলেন যে প্রণবই প্রাণ।

এই প্রণবাখ্য প্রাণই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত। কেহ ইহাকে সূত্রাত্মা, কেহ বা হিরন্ময় কোষে অধিষ্ঠান হেতু হিরণ্য-গর্ভ, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উত্থাপিত বা চৈতন্য সম্পন্ন করেন বলিয়া উক্থ বা ঋক্, সর্ব্বভূতের সহিত যুক্ত আছেন বলিয়া যজু, পরস্পরের সংযোগ ও সাম্যকরণহেতু সাম; এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রস সঞ্চার করেন বলিয়া বেদে প্রাণকেই আঙ্গিরস বলিয়াছেন। প্র, প্রকৃষ্টার্থে, অন্ অর্থাৎ গতি আছে যাহার, প্রাণ বলিতে তাহাকেই বুঝায়।

মোট কথা হইতেছে পূর্ব্বাপূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রহ্মজ্যোতির একটী চিজ্জ্যোতি-কণা, যাহা ভগবদিচ্ছা বা অব্যক্ত কারণে নাদ বা মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে, পুরুষ প্রকৃত্যাত্মকে, মহতত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ আখ্যায় অহংতত্ত্ব ও সূক্ষ্মভূত সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহের ন্যায় ধাবিত হইয়া, স্থূলভূত সকল ধারণে প্রকাশ করিতেছেন, স্থূল শরীরে প্রাণ বলিতে তাহাকেই বুঝাইতেছে। জীবনীশক্তি বা শ্বাস প্রশ্বাস ঐ প্রাণেরি গৌণ প্রকাশ মাত্র।

সাধারণতঃ প্রাণ বলিলে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যাণ এই পঞ্চবায়ুকে বুঝায়। প্রাণ কিন্তু এই পঞ্চবায়ু নহে। সমগ্র ইন্দ্রিয়াদি সহ ইহারাও প্রাণের গৌণ প্রকাশ মাত্র। মুখ্য প্রাণের সহিত ইহাদের বাচ্য বাচক আধার আধেয় সম্বন্ধ মাত্র। চৈতন্যময় প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের স্থান হৃদয়ে। "হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি।" "হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।" আকৃতি তাহার প্রণব। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎও জীবদেহ ধারণ ও প্রকাশ তাহার প্রকৃতি।

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রাণতত্ত্ব লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। অসুরদিগকে অভিভূত

করিবার জন্য দেবতারা ক্রমান্বয়ে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত গৌণ প্রাণ শক্তির উপাসনা করিয়া দেখিলেন কেহই দেবতাদিগকে অসুরের প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অসুরেরা সকল অবস্থাতেই দেবতাদিগকে পাপবিদ্ধ করিল। তাহাতে তাহারা অনন্যশরণে যখন মুখ্য প্রাণের উপাসনা করিলেন, তখন তাহারা আখন অর্থাৎ পাষাণের ন্যায় অনভিভাব্য হইলেন। ধূলি পিণ্ডাদি যেমন পাষাণে লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণোপাসক প্রাণবিৎ ব্যক্তির প্রতি যাহারা আক্রমণ করে তাহারা নিজেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত আছে; ইন্দ্রিয়াদি সহ পঞ্চ প্রাণ বিবদমান হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে প্রধান কে? তদুত্তরে প্রজাপতি বলিয়াছিলেন। "যস্মিন্‌রউৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে সবোবসিষ্ঠ ইতি।" যে উৎক্রান্ত হইলে, চলিয়া গেলে এই শরীর অস্পৃশ্য হয়, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। তাহাতে স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য রক্ষার জন্য বাগাদি দেবতা ক্রমশঃ সকলেই চলিয়া গেলেন, কিন্তু মূখ্য প্রাণ স্থির থাকায় যে যে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা চলিয়া গেলেন, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি মাত্র কমিয়া গেল, জীবনীশক্তির হ্রাস হইল না। কিন্তু যখন মূখ্য প্রাণ হৃদয় ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন দেহ অস্পৃশ্য (মৃত) হইল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি ইচ্ছা সত্ত্বেও আর থাকিতে সমর্থ হইলেন না। ইহা দেখিয়া সকলেই প্রাণের প্রাধান্য স্বীকার করতঃ তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সাধক পাঠক! এইবার তুমি তোমার প্রাণের তত্ত্বটী বুঝিয়া লও। তোমার অহংতত্ত্ব (আমিত্ব) হইতে আরাম্ভ করিয়া বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি সহ স্থূল শরীরের অতীত যে চৈতন্যময় শক্তি তোমার হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছে তাহাই তোমার প্রাণ। এই প্রাণ শক্তি নাদ বা মায়ার আশ্রয়ে পুরুষ প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব ও হিরণ্যগর্ভাত্মক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বব্যাপক লিঙ্গদেহে, দিব্য চিজ্জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকারে তোমার হৃদয়ে (অনাহত পদ্মে) অবস্থিত। ইনিই

তোমার অন্তরাত্মা। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।" কাঠকোপনিষৎ। সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানহেতু বেদ ইহাকে অনন্ত শির অনন্ত চক্ষুযুক্ত অনন্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অনন্ত পুরুষ বা প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ নিজ প্রতিভায় সর্ব্ব-লোক প্রকাশিত করিয়া তোমারি এক বিতস্তিতে দশাঙ্গুল প্রমাণ হৃদয় প্রদেশে (অনাহত পদ্মে) প্রতিষ্ঠিত আছেন। তদুক্ত বেদমন্ত্র :—

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ্।
স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্যা হত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

তোমারি হৃদপদ্মবিহারী প্রাণাত্মার প্রকাশে পঞ্চপ্রাণ সহ জীবাত্মা প্রকাশিত ও তদাকর্ষণে আকৃষ্ট ও বিধৃত থাকিয়া মূলাধারাদি ষটচক্রে তারকা শোভিত চন্দ্রের ন্যায় পরিচালিত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান একথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবনোবাচ,—

স এষ জীবো বিবর প্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্যরূপং
মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্দ।

শ্রীভগবান বলিতেছেন, চক্র সকলের (ষট্চক্রের) মধ্যে যাহার প্রকাশ, সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদ সম্পন্ন হইয়া প্রাণ আখ্যায় চক্ররূপ গুহায় (অনাহত পদ্মস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে) প্রবেশ করতঃ সূক্ষ্ম মনোময় রূপ লাভ করিয়া মাত্রা (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত), স্বর (উদাত্তাদি), ও বর্ণ (অকারাদি), প্রকারে অতি স্থূল হন।

এ পর্যান্ত আমরা মুখ্য প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে তাহার একটা আনুমাণিক ধারণা হওয়া সম্ভব। সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট উপলব্ধি সাধনসাধ্য। দ্বিতীয় কাণ্ডে প্রাণায়াম তত্ত্বের আলোচনায় সে সাধন কৌশলের বিশদরূপে আলোচনা

আছে। সাধনায় তত্ত্বজ্ঞান অন্তরে সঞ্চারিত না হইলে; পঠিত ভাষার অনুমান জ্ঞানে, কখনই তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। তাই বলি অন্তর্জগতের এই তত্ত্ববিজ্ঞান যদি উপলব্ধি করিতে চাও, তবে শাস্ত্র বা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও। সাধনা দ্বারা অন্তর্জগতে প্রবেশ কর, ক্রমশঃ সকলি তোমার গোচরীভূত হইবে। প্রাণের সহিত পরিচিত হইলে, তখন তুমিই আবার কত অপরিচিত লোককে পথের পরিচয় দিতে পারিবে।

আগম বা শ্রীগুরু শস্ত্রোপদেশে অনুমান জ্ঞান দৃঢ় হইলেই, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরু শস্ত্রোপদেশে মুখ্য প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম; তোমার ক্ষেত্রে ইহা হয়তঃ অনুমান জ্ঞান, এই অনুমান জ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য নিম্নে আমরা মুখ্য প্রাণের অবস্থিতি ও কার্য্যপ্রণালী কিছু আলোচনা করিয়া, গৌণ প্রাণের সহিত তাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজনীয়তা দেখাইতেছি।

সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি উপহিত চৈতন্যকেই মুখ্য প্রাণ বলা হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীর শব্দের অর্থ সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত লিঙ্গদেহ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন এবং বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে শক্তি সম্মিলিত যে দেহ তাহাকে সূক্ষ্মদেহ কহে। এই দেহই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফল লোকান্তরে বহন করিয়া লইয়া যায়। এই সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা অধিকৃত যে চৈতন্য তাহাকে দীপ কলিকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বলা হইয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ॥ ১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈতৎ॥ ১৩

"কাঠকোপনিষৎ"

প্রকৃত ব্রহ্ম বস্তু প্রাণের স্বরূপ বলিতেছেন। ইঁহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র কেননা, হৃদয়-পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ; পুরুষও এই হৃদয়-পুণ্ডরীকের ছিদ্র-মধ্যগত অন্তঃকরণ-উপাধিযুক্ত, তাই তাঁহাকেও অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত বলিয়া নিরূপণ করা হয়। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।" এই অন্তরাত্মা পুরুষের দ্বারাই নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ আছে। ইনি এই দেহের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠান করেন, ইনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালের ঈশ্বর। যে ব্যক্তি এই ঈশ্বর আত্মাকে বিদিত হন, তিনি এই আত্মাকে রক্ষার্থ প্রয়াস করেন না। এই পুরুষই প্রকৃত ব্রহ্ম বস্তু। এই পুরুষ নির্ধূম জ্যোতিঃ-পদার্থের তুল্য। যোগিবৃন্দ নিজ হৃদয়দেশে এই ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইনি অধুনা যেমন প্রাণিদেহে বর্ত্তমান আছেন ভবিষ্যৎ কালেও তদ্রূপ থাকিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন;

"সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ,

আমি সমুদয় প্রাণিগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট আছি। আবার অন্যত্র বলিতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর, মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূত সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

প্রতি জীবের হৃদয়-প্রদেশ, অনাহত পদ্ম মধ্যস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে কল্পতরুমূলে রত্নবেদী উপরি চিজ্জ্যোতির্ম্ময় দীপ কলিকাকারে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ স্বরূপ অন্তরাত্মার অবস্থিতি। ইনিই উপনিষদ-উক্ত ব্রহ্মবস্তু মুখ্যপ্রাণ। পরম পুরুষের চিৎশক্তি সম্ভূত চিজ্জ্যোতি,প্রকৃতি (নাদরূপিণী মায়া) ক্ষেত্রে সংস্থাপিত বা প্রতিভাত হইয়াই জীব ও জগৎরূপে প্রতিপন্ন হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে;

"পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।
* * * *
দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌপরঃপুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং * * * * ॥

জ্ঞান শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মা বিষ্ণু সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ বীর্য্য বপন করেন। জীবের গত জন্মকৃত কর্ম্ম সংস্কার রূপ অদৃষ্ট বলে প্রকৃতির গুণক্ষোভ বশতঃই পরম পুরুষ আপনার চিৎশক্তিরূপ তেজ ঐ প্রকৃতিক্ষেত্রে সংস্থাপন করেন। তাহাতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ।" আমারি সনাতন অংশে সম্ভূত জীব। জীবের এই সনাতন অংশ শ্রীভগবানের চেতনময়ী উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতি।

"অপরেযমিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বৃদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহোযয়েদং ধার্য্যতে,জগৎ ॥৫॥ গীতা ৭ম অঃ

হে মহাবাহো, অপরা হইতে উৎকৃষ্ট অন্য একটী জীবস্বরূপ পরানাম্নী চেতনময়ী আমার প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জীব ও জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

পরম পুরুষের চিৎশক্তি সম্ভূত চিজ্জ্যোতিকণা প্রাণ তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি পরাপ্রকৃতি ক্ষেত্র অবলম্বনে জীবভূত অর্থাৎ জীব হৃদয়ে অবস্থিত। আর ক্রিয়াশক্তি অবলম্বনে মায়া আশ্রিত হইয়াই এই জীব ও জগৎ রূপে প্রতিপন্ন হয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃপিতা ॥৫॥ ১৪ অঃ

হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে স্থাবর জঙ্গমাত্মস্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদব্রহ্ম (মায়া) তাহাদের যোনি (মাতৃ-স্থানীয়া) এবং আমি তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।

এই ভগবদ্বীজ মুখ্য প্রাণ, পরা প্রকৃতিক্ষেত্র অবলম্বনে জীব হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপকলিকাকারে অবস্থিত। তার তাহারি জ্যোতি বা শক্তি সুষম্নার অভ্যন্তরে অর্থাৎ জীবের অন্তর্দ্দেহে প্রণবাকারে পরিব্যাপ্ত। তাই ভাগবতে উল্লেখ আছে ;

স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥

অর্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে,

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ। "মুণ্ডকোপনিষৎ।"

রথ নাভিস্থ অর সমূহ যেরূপ মিলিত হইয়া আবার তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ যে হৃদয়ে নাড়ী সকল প্রবেশ করিয়াছে, সেই হৃদয়াভ্যন্তরে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত আত্মা প্রণবাকারে বহুধা সম্পন্ন হইয়া শোভমান রহিয়াছেন। সেই প্রণবকে আশ্রয় করতঃ যথা-কথিত রূপে সেই আত্মাকে চিন্তা কর। ভবসমুদ্রের পরপার প্রাপ্তি বিষয়ে তোমরা নির্ব্বিঘ্ন হও। তোমরা অবিদ্যাবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম স্বরূপ বিদিত হও।

সাধক ! শ্রীগুরু উপদেশে সমাহিতচিত্তে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই, প্রাণের এই ওঙ্কার স্বরূপতরঙ্গগতি ও জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্থিরত্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুষম্নামার্গে চক্রভেদে হৃদয়দেশে যাইয়া ঐ প্রণবাকারে পরিণত হয়। এই সাধন কৌশল, যোগতত্ত্বের আধ্যাত্মিক সাধন রহস্য আমরা যথা-স্থানে বিবৃত করিব। এইক্ষণে প্রাণের গৌণ বৃত্তিগুলির পরিচয় দিতেছি। মনযোগ সহকারে ধারণাসমূহকে সুদৃঢ় না করিলে, সাধন-

ক্ষেত্রে সিদ্ধি বা স্বরূপ উপলব্ধি সুদূর-পরাহত হয়। এবং ক্ষেত্রের অনভিজ্ঞতায় সাধন সামর্থ্যের অভাব হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে যে প্রাণ অপানাদি পঞ্চ প্রাণের কথা বলা হইয়াছে ঐ পাঁচটী বায়ু, মুখ্য প্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়াপ্রকাশের দ্বার। যেরূপ মনের বৃত্তি বা ক্রিয়াপ্রকাশের দ্বার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহারা মন নহে। তদ্রূপ মুখ্য প্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়াপ্রকাশের দ্বার পঞ্চ বা দশ অথবা ঊনপঞ্চাশ বায়ু, ইহারা প্রাণ নহে। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তদর্শন ভাষ্যে বলিয়াছেন; "যথা মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয় এবং প্রাণস্যাপি," যেরূপ মনের পাঁচটী বৃত্তি, সেইরূপ প্রাণেরও পাঁচটী বৃত্তি জানিবে। এই পঞ্চ বৃত্ত্যাত্মক মুখ্য প্রাণ, দেহরাজ্যের রাজা। সূত্র যেমন মণির মধ্যে থাকিয়া মণি সকলকে গ্রথিত করিয়া রাখে, প্রাণও সেইরূপ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের অণুপরমাণু হইতে স্থূলাৎ স্থূলতর পর্য্যন্ত সর্ব্বপদার্থের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই এই প্রাণের নাম সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। বাস্তবিক এই প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা রূপে সর্ব্বব্যাপক না হইলে ব্রহ্মাদি দেবতা সহ মনুষ্য হইতে ইতরেতর পশুপক্ষী কীট, পতঙ্গ বৃক্ষলতা তৃণ প্রভৃতি, কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিত না।

পাঠকের বোধ হয় এই প্রশ্ন আসিতে পারে, প্রাণ যদি সর্ব্বব্যাপক হয় তবে, হৃদয়প্রদেশে তাহার উপলব্ধি, সাধনা বা অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন কেন ?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব। সাধনায় হৃদয় প্রদেশেই তাহার উপলব্ধি হয়। যেরূপ তেজঃপ্রবাহ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্য কান্তমণি (অয়স পাথর) দ্বারা তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিলেই উপলব্ধি করা যায়। ঘৃত যেমন দুগ্ধের মধ্যে সর্ব্বত্রব্যাপক থাকিলেও মন্থন দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রাণ ও সেইরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান বা ব্যাপক থাকিলেও প্রাণায়ামাদি সাধনা অর্থাৎ স্বদেহে প্রণবের ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারাই হৃদয় প্রদেশ অনাহত পদ্মেই তাঁহার উপলব্ধি হয়।

এইরূপ উত্তরে পুনশ্চ এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে প্রাণ যদি অঙ্গুষ্ঠ

প্রমিত দীপকলিকাকারে হৃদয়প্রদেশেই অবস্থিত থাকেন, তবে তাঁহার আকৃতির প্রণবাকারে শরীরমধ্যে ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ?

তদুত্তর এই যে, দীপশলাকা যেমতি আধারে অবস্থিত থাকিয়া, তাহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় ধর্ম্মশীল জ্যোতিঃপ্রবাহে সান্নিধ্য বস্তুর রূপে রূপান্তরিত বা আকৃতি প্রাপ্ত হয়। একই বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন একই প্রবাহে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক Positive ও Negative ধর্ম্মে যন্ত্রাধার বিশেষে, কোথায়ও বিঘুর্ণীত, কোথায়ও সরল পরিচালিত হইয়া জ্যোতিরূপে পরিণত হয় ; তদ্রূপ একই দীপকলিকাকার মুখ্য প্রাণ, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মশীল প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক ধর্ম্মে প্রণবাকারে দেহরূপ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাধারবিশেষে, কোথাও, বিঘুর্ণীত কোথায়ও সরল পরিচালিত হইয়া, সান্নিধ্য ইন্দ্রিয় ও প্রাণাপানাদির রূপে রূপান্তরিত হইয়াই আখ্যাত হইতেছেন। পাঠক ! এই সমস্ত অন্তর্জ্জগতের আত্মপ্রত্যয়াদি কথায় বা ভাষায় বলিয়া উপলব্ধি করান যায় না। তবে একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, গুরু-শাস্ত্র বিশ্বাসে সাধনার পথে চলিলে, এ সমস্ত উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ অবশ্যম্ভাবী সত্য।

প্রণবের, প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক ধর্ম্মে দেহরূপ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাধারে যে গৌণ প্রকাশ, তাহাই প্রাণ অপানাদি সহ চতুর্বিংশতিতত্ত্বসমষ্টি জীবাত্মা। প্রাণস্বরূপ প্রণবের আশ্রয়ে জীবাত্মার প্রবর্ত্তক ধর্ম্মে সংসার আর নিবর্ত্তক ধর্ম্মে সাধনা।

প্রণবময় প্রাণাত্মার প্রবর্ত্তক ধর্ম্মে মায়ার আশ্রয়ে পুরুষ প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ ও অহংতত্ত্বের অবলম্বনে যে প্রাণাদি সপ্তদশ অবয়ব সমন্বিত দেহ তাহাকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ বলে। ইহা প্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়াপ্রকাশক গৌণ অবস্থা। স্থূল জড়দেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া মনের প্রকাশস্থান ললাট-অভ্যন্তর, বুদ্ধির প্রকাশস্থান হৃদয়-অভ্যন্তরস্থ অন্তঃকরণ। আর প্রাণবায়ুর স্থান নাসাগ্র হইতে বক্ষ-পর্য্যন্ত, অপান বায়ুর স্থান নিম্নোদর হইতে গুহ্য-পর্য্যন্ত, সমান বায়ুর স্থান নাভিপ্রদেশ, উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠ প্রভৃতি

সমস্ত সংযোগ স্থল, আর ব্যান-বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়াই অবস্থান করিতেছে। এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মুখ্য প্রাণের শক্তিতে কার্য্যশীল হইলেই তাহাকে প্রাণময় কোষ বলা হয়। এই প্রাণময় কোষ জড়, অতএব অনিত্য। মুখ্য প্রাণের আশ্রয়েই ইহারা চেতনবৎ কার্য্য করে।

এই পঞ্চ প্রাণবায়ু স্থূল জড়দেহের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কার্য্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াই জীবাত্মার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। ইহারা প্রাণের আধার, মুখ্য প্রাণ ইহাদের আধেয়।

মন যেমতি দুইটী চক্ষুর সাহায্যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক, হৃদ্‌পদ্মবিহারী মুখ্য প্রাণও তদ্রূপ ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটী প্রবাহ অবলম্বনে প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ুর পরিচালক। সমুদ্র যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া নদনদীপথে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রস বা উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চার করেন, তদ্রূপ প্রাণ সমুদ্রও ইড়া ও পিঙ্গলা-রূপ চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়াই পঞ্চ প্রাণবায়ু জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি নদনদীপথে, এই শরীরের সর্ব্বত্র রস বা প্রাণশক্তির সঞ্চার করিতেছেন। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" জলের মধ্যে আমি রসরূপে অবস্থান করি। শ্রুতিতে আছে ; "রসো বৈ প্রাণঃ" রসই প্রাণের স্বরূপ।

প্রাণের তত্ত্ববিজ্ঞান আলোচনায় আমরা যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে মোটামুটী প্রাণের স্বরূপ পাঠকের ধারণা হইতে পারে। তবে সাধকের সাধনার জন্য, তাহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এবং বিশিষ্ট কার্য্যপ্রণালী সম্যক্ অবগত হওয়া প্রয়োজন। মুখ্য প্রাণের অধিষ্ঠানক্ষেত্র যে হৃদ্‌পদ্ম (অনাহত পদ্ম) তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ; এইক্ষণে তাহার বিশিষ্ট কার্য্য প্রণালীটী দেখাইয়া এ প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব।

আমাদের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশ হইতে যে সর্ব্বপ্রধান অস্থিখণ্ড বংশ-দণ্ডের ন্যায় নিম্নে নামিয়াছে ; উহাকে মেরুদণ্ড বলে। কতকগুলি অস্থিখণ্ড পরপর একত্রিত হইয়া ঐ মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার দুই পার্শ্বে দুই খণ্ড অস্থির অভ্যন্তরে যে স্থান আছে; ঐ পথে বরাবর একটী মজ্জা বা স্নায়ু সমষ্টি মস্তক হইতে নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। জীর্ণ অশ্বত্থ পত্রের সর্ব্বত্রব্যাপ্ত জালবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলি যেমন ওতঃপ্রোতে বিজড়িত হইয়া এক একটী শির অবলম্বনে মধ্য শিষ বা দণ্ডের সহিত সংযুক্ত আছে, তদ্রূপ শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত জালবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়বীয় শিরা বা নাড়ী-জালের কেন্দ্র ঐ মেরুমজ্জার মধ্যে অবস্থিত আছে। আর মজ্জাপূর্ণ ঐ দুই খণ্ড অস্থির মধ্যদেশে একটী শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীটী ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ ব্রহ্মাববোধক বিন্দুর উভয় পার্শ্ব হইতে বক্রাকারে মস্তকের উভয় পার্শ্ব দিয়া মায়াস্থান নাদের নিম্নেই একত্র হইয়াছে। তথা হইতে বরাবর সরল ভাবে মেরুদণ্ডের মধ্যদেশ দিয়া নিম্নে নামিয়াছে। এই শূন্যনালীর নাম সুষম্না। আর উহার উভয় পার্শ্বস্থ মজ্জা বা স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ইড়া ও পিঙ্গলা। চিজ্জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ, এই সুষম্না পথে আসিয়া জীবহৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত দীপকলিকাকারে অবস্থান করেন। যেমতি চন্দ্র সূর্য্য ও সমুদ্রের পরস্পরের সান্নিধ্য বা সংযোগ বশতঃ সমুদ্রই উদ্বেলিত হইয়া প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়; তদ্রূপ ইড়া পিঙ্গলা ও ঐ চিজ্জ্যোতির্ম্ময় মুখ্য প্রাণ, পূর্ব্ব কল্প বা কর্ম্মাদৃষ্টে সংযোগ বশতই প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া পঞ্চপ্রাণ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিপথে প্রবাহিত হইতেছেন। জীবাত্মা বা জীবনীশক্তি (Vital force) প্রাণময় কোষ (মূলাধার পদ্মে) অবস্থিত থাকিয়া, ইড়া ও পিঙ্গলা অবলম্বনে মুখ্য প্রাণের সহিত আকৃষ্ট আছেন। সূর্য্যালোকে জগৎ প্রকাশবৎ, প্রাণের জ্যোতিতে জীবাত্মার প্রকাশ এবং তৎকর্ত্তৃক বিধৃত থাকিয়াই যে জ্যোতি ও গতির বিশিষ্ট অবস্থা তাহাই ঋক্ সাম বা বাক্ প্রাণে মিথুনীভূত উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার বা প্রণবাকারে প্রজ্ঞা বা সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ প্রাণ।

সাধক! তুমি তোমার প্রাণের তত্ত্ব এবং তাহার অবস্থানাদি বুঝিয়াছ কি? যদি বুঝিয়া থাক, তবে তাহার প্রতিষ্ঠা কর। "স্থা" ধাতু অর্থে স্থিতিলাভ করা। তোমার হৃদপদ্মবিহারী মুখ্য প্রাণ, প্রাণ অপানাদি

পঞ্চবায়ু সহ জীবাত্মা বা মনের ধর্ম্মে চঞ্চলবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রাধারে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমতি চঞ্চল হইতে চঞ্চল তরে অদৃশ্য হইয়া পড়ে; তদ্রূপ তোমার প্রাণ ও বায়ু সহ মনের তরঙ্গসঙ্কুলবৎ চঞ্চল বিষয়েন্দ্রিয়ে অগোচরীভূত হইয়া রহিয়াছে। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে পঞ্চবায়ু সহ মনের ঐ তরঙ্গগুলি তোমারি কর্ম্মসংস্কারাগত প্রাকৃতিক গুণধর্ম্ম। অনেকানেক সংস্কার কঠোর পুরুষাকার-সাধ্য সাধন পরিপাকে নষ্ট হইলেও প্রারব্ধ কখনই ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না। তাই প্রকৃতির প্রতিকূলে কর্ম্ম না করিয়া, অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে বায়ুসহ মনের সংস্কারাগত প্রাকৃতিক গুণধর্ম্মে বাধা না দিয়া, মনকে তাহার হৃদ্‌পদ্ম বিহারী মুখ্য প্রাণের ধারণায় নিয়োজিত কর। বায়ু যেমতি পর্ব্বত সংস্পর্শে নিরুদ্ধ হইলে সমুদ্রের তরঙ্গ নিবৃত্ত হয়; সেইরূপ তোমার মন সহ প্রাণাদি বায়ু ও অচলে-প্রতিষ্ঠ পর্ব্বতসদৃশ প্রাণাত্মার সংস্পর্শে নিরুদ্ধ হইলে সমস্ত তরঙ্গই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। মনকে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সহ বা তৎ সাহায্যে, অচলে-প্রতিষ্ঠ তোমার হৃদ্‌পদ্মবিহারী প্রাণাত্মায় লইতে পারিলেই তাহারা প্রকৃষ্ট স্থিতিলাভে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন আদি গৌণপ্রাণের সহিত ঐ মুখ্য প্রাণের যে সংমিলন, তাহাকেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলে। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে সাধনা ত দূরের কথা সামান্য পূজাদি পর্য্যন্ত হয় না। যিনি আপন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ তিনিই দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। তাই পূজা পদ্ধতিতে অগ্রে আপন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম, যদি প্রাণতত্ত্ব বুঝিয়া থাক তবে তাহার প্রতিষ্ঠা কর।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার কৌশল বা সাধনাটী কি? তদুত্তরে আমরা বলিতেছি। একটু অপেক্ষা কর। প্রাণায়ামই তাহার কৌশল, সচিত্র সাধন-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাণ্ডে সাধনপদ্ধতি আলো-চনার অবসরে বিস্তৃত রূপেই তাহার আলোচনা পাইবে। যদি অভ্যাস কর, তখন সকল সংশয় মিটিয়া যাইবে। আমরা পুথিগত বিদ্যায় বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বকপোল-কল্পিত মতে কোন কথা বলিতেছি না

এবং বলিবও না। সিদ্ধ গুরু-শক্তির ইচ্ছা ও আদেশে বহু ব্যক্তির অনুশীলন লব্ধ জ্ঞানে, যতদূর সাধ্য শাস্ত্র মিলাইয়া সাধনের প্রকৃত রহস্য ও সাধনকৌশল দেখাইয়া দিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

পুরুষ।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রণবের বিন্দু নাদ ও আকৃতি ধরিয়া ব্রহ্ম মায়া ও প্রাণের আলোচনা করিয়াছি। এবং অন্তর্দ্দেহে অর্থাৎ দেহ-পুরীর অভ্যন্তরে তাহার অবস্থিতির পরিচয় দিয়াছি। এইবার আমাদের "পুরুষ-তত্ত্ব" আলোচ্যের বিষয়।

যে পুরুষতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্যে বাস করতঃ কঠোর সাধনা অবলম্বন করিয়াছিলেন; যাঁহার স্বরূপ তত্ত্বের অভিজ্ঞানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরম সুখময় শান্তি নিকেতনে পরিণত হয়। যাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে, আর অপর লাভ অধিক বলিয়া জ্ঞান হয় না, বা কোনরূপ অভাব কি অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। "সহস্রশীর্ষঃপুরুষঃ"—এই বেদমন্ত্রে বেদ যাঁহাকে অনন্ত শির, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত পাদ আখ্যা দিয়া বলিতেছেন "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" দশ অঙ্গুলি পরিমিত হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন; "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" এই বেদবাক্যে বা "পূর্ণমনেন ইতি পুরুষঃ" এই শ্রুতিতে যাঁহাকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় বলিয়া আবার "পুরি, (লিঙ্গ শরীরে) শেতে ইতি পুরুষঃ" জড় শরীরাভ্যন্তরে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনিই পুরুষ এইরূপ বলিতেছেন। সেই পুরুষের স্বরূপতত্ত্বের আলোচনা এবং অভিজ্ঞান লাভ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান ও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একমাত্র আর্য্য ঋষিবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংকল্প ও ধারণার স্থির তরে নিধিধ্যাসন বা সাধনা ব্যতীত সর্ব্বথা অসম্ভব। এতদার্থে আমরা নিম্নে দর্শনোপনিষদের অবতারণা করিতেছি। সাধারণের নিকট ইহা আপাততঃ কঠিন ও নিরস হইলে ও ঔষধ সেবনবৎ সেবন করিলে অর্থাৎ ধারণাটী স্থিরতর করিতে পারিলে, অজ্ঞান জনিত ভবব্যাধির নিবৃত্তি সুনিশ্চিত। কাঠকোপনিষদে উক্ত আছে ;

ইন্দ্রিয়েভ্যঃপরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ-পরংমনঃ।
মনসশ্চ পরাবুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মামহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরা গতিঃ॥

ইন্দ্রিয় গ্রাম স্থূল পদার্থ, এই স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে রূপাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, রূপাদি হইতে মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে পরমাত্মা অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধীয় তত্বই শ্রেষ্ঠ, এই হিরণ্যগর্ভ হইতে মহত্তঃ প্রধান এবং ঐ নিখিল কার্য্য কারণশক্তি সমূহ অব্যক্ত হইতেও পরম পুরুষ পরমাত্মা প্রধান। এই পরমাত্মস্বরূপ পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই। ইনিই সমস্তের পর্য্যবসান স্বরূপ এবং সমস্ত গতিশীল বস্তুর গন্তব্য স্থান।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃপরঃ॥

সেই অক্ষর আত্মা পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ অমূর্ত্তি, পরিপূর্ণ, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্ম বর্জ্জিত,অপ্রাণ, অবিদ্যা মালিন্যহীন, এবং অক্ষর অর্থাৎ নাম ও রূপের হেতুভূত উপাধি সম্পন্ন অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতে ও প্রধান।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী॥

প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় গ্রাম, ব্যোম, অনিল, তেজ, সলিল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী এই সমস্তই এই পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

অগ্নির্ম্মূদ্ধাচক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌদিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চবেদাঃ। বায়ুঃপ্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাংপৃথিবীহ্যেষসর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

স্বর্গলোকে এই পুরুষের শিরঃস্বরূপ, চন্দ্র সূর্য্য নেত্রস্বরূপ, দিক সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ প্রথিত বেদ সকল বাক্য স্বরূপ, বায়ু প্রাণ স্বরূপ এবং নিখিল বিশ্ব অন্তঃকরণ স্বরূপ। ইহার পাদ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইনিই প্রথম দেহধারী, ত্রৈলোক্য উপাধি সম্পন্ন ও নিখিল ভূতগ্রামের অন্তরাত্মা স্বরূপ।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য-ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥

এই পরম পুরুষ হইতে প্রজাকুলের অবস্থিতিরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যই এই অগ্নির সমিধস্বরূপ। কেন না সূর্য্য দ্বারাই স্বর্গপুরী সমিদ্ধ হইতেছে। চন্দ্র হইতে মেঘপুঞ্জের উৎপত্তি এবং মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধিরাজির উদ্ভব হইতেছে। এই ওষধি হইতে পুরুষ (জীব) সঞ্জাত হইয়া নারীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে। এইরূপে এক পুরুষ হইতে অনেকানেক প্রজার উৎপত্তি হইতেছে।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চশ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥

ঐ পুরুষ হইতে বিবিধ দেবতা, সাধ্য, মানব, পশু, বিহঙ্গ, প্রাণ, অপানবায়ু, ব্রীহি, যব, তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যের ইতি-কর্ত্তব্যতা সকলি উৎপন্ন হইয়াছে।

সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমধি সপ্তহোমাঃ। সপ্তইমেলোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥

ঐ পুরুষ হইতেই শীর্ষস্থিত সপ্তপ্রাণ, নিজ নিজ বিষয়াবভাসক

সপ্তার্চ্চিঃ সপ্ত সমিধ ও সপ্ত হোমের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং যে স্থলে প্রাণ ভ্রমণ করে, তথায় সপ্ত ইন্দ্রিয় স্থানের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা দেহস্থ ও বিধাতা কর্ত্তৃক প্রত্যেক প্রাণীদেহে সপ্ত সপ্তভাবে সংস্থাপিত।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপা।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতেঽন্তরাত্মা॥

নিখিল সাগর ও হিমালয়াদি পর্ব্বনমালা এই পুরুষ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। গঙ্গা প্রমুখ অসংখ্য সিন্ধু এই পুরুষ হইতে নির্গত হইতেছে। এবং এই পুরুষ হইতে ব্রীহি যবাদি ও মধুরাদি রস ষটকের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রস দ্বারা সঞ্জাত স্থূল ভূত পঞ্চক দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিখিল দেহ সংস্থিত আছে।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্মতপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্‌যো-
বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য॥

হে সৌম্য! এইরূপে পুরুষ হইতেই সকলের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র পুরুষই সত্য, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সমস্তই মিথ্যা। পুরুষই সর্ব্বস্বরূপ। কি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া, কি তপস্যা কিছুই পুরুষাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নহে। সুতরাং এই ব্রহ্ম পদার্থকে বিদিত হইতে সমর্থ হইলেই সকল পদার্থ জানা যায়। এই সকল যখন ব্রহ্মের কার্য্যভূত তখন ব্রহ্ম অমৃত স্বরূপ। "আমিই সেই সর্ব্বজীবের হৃদয় গুহানিহিত ব্রহ্মবস্তু" যে ব্যক্তির এইরূপ অভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি জীবৎকালেই অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন।

এষ সর্ব্বেষুভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

এই পরমাত্মা পুরুষ ব্রহ্মাদি স্তম্ভযাবৎ নিখিল ভূতে বিরাজিত থাকিয়াও অবিদ্যাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় প্রকাশ পান না। কিন্তু যাহারা সূক্ষ্মদর্শী তাহারা একাগ্রতা বিশিষ্ট সংস্কৃত বুদ্ধি দ্বারাই আত্ম-দর্শন করিতে পারেন।

এই সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা বুদ্ধিকে একাগ্রতা ও সংস্কৃত করিতে হইলে দর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচিন ধারণা দ্বারা তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া লইতে হয়। বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে তাহার একাগ্রতা শক্তি জন্মে না। অজ্ঞানতা জনিত সংশয়ই সিদ্ধির একমাত্র অন্তরায়। সংশয় থাকিতে জ্ঞান আদৌ প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিলাভ করে না। অপিচ জ্ঞানকে সমূলে বিনাশ করে। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" যাহার সংশয় আছে, অর্থাৎ বুদ্ধির স্থিরত্ব বা একাগ্রতা নাই তাহার জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রুতির সিদ্ধান্তানুযায়ী পুরুষের তত্ত্ব ধারণা করিতে হইলে অগ্রেই বুদ্ধিকে মার্জ্জনা করিয়া লইতে হয়। এতদর্থে আমরা নিম্নে কিছু দর্শনের আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া উপসংহারে সাধনাভাস দিতেছি। পাঠক! একটু ধৈর্য্য সহকারে পড়িয়া যান। এবং পাঠান্তে ভাবনা দ্বারা তত্ত্বটী হৃদয়ে ধারণা করিয়া লইবেন। এইরূপে আর্য্য ঋষিবৃন্দের সিদ্ধান্তানুযায়ী পুরুষ-স্বরূপ ধারণায় বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে সাধক! অশেষ কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবেন। জাগ্রত শুদ্ধি হইলেই ধ্যানে স্থিতি এবং সাধনায় দর্শন অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর কৃষ্ণ তাহার সাংখ্য কারিকায় বলিয়াছেন,

"তত্র জরা মরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্ত্যে তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন।"

পুরুষ চেতন, সুখ দুঃখাদির ভাগী। উপরোল্লিখিত শ্রুতির পুরুষ নিষ্ক্রীয়, অথচ তিনি সুখ দুঃখের ভাগী হন কিরূপে? তাহার উত্তর দ্বিতীয় চরণে দিতেছেন যে বস্তুতঃ পুরুষের সুখ দুঃখাদি কিছুই নাই। কিন্তু শরীরের সম্বন্ধ হেতু তাঁহাকে সুখ দুঃখের ভাগী বলিয়া অনুভব হয়। তাই ঈশ্বর কৃষ্ণ ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন।

তস্মাৎ নবধ্যতেঽদ্ধান মুচ্যত্যে নাপি সংসরতি
বধ্যতে মুচ্যতেচ নানা শ্রয়াপ্রকৃতিঃ।

অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে পুরুষ বদ্ধ হন না, বা মুক্তও হন না, এবং সংসারীও হন না। প্রকৃতিই নানারূপ ধারণে কখন বদ্ধ, কখন মুক্ত

কখন সংসারী হয়েন। ইহাতে পুরুষের নিষ্ক্রীয়ত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু সাংখ্যকার এই পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। বহুত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্য বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা করা। যদি পুরুষ এক হন, তবে ঐ একের বন্ধ মুক্ত ভাব অসম্ভব। বিধায় বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।• ইহার উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বর কৃষ্ণ তাহার কারিকায় স্পষ্টতঃই বলিলেন যে প্রকৃতিই বন্ধ, মোক্ষ এবং সংসারাবস্থা প্রাপ্ত হন, পুরুষ ত নিষ্ক্রীয় তাহা হইলে তাঁহার বহুত্বের আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর যে প্রকৃতি বন্ধ মোক্ষের কারণ হইলেও পুরুষ প্রতিবিম্বিত না হইয়া, সে সতন্ত্র ভাবে বন্ধ মোক্ষের কারণ হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়, অচেতনের কোন কার্য্যই চেতনের সান্নিধ্য ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব যে চেতন বা পুরুষ প্রকৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত, সেই পুরুষই ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বন্ধবৎ প্রাতীয়মান হয়েন। আর যে পুরুষ ঐ প্রতিবিম্ব হইতে নিজ সতন্ত্র সত্তা অনুভব করিতে সক্ষম সেই পুরুষই মুক্ত মধ্যে পরিগণিত হয়েন। এই কারণেই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

অনেকের সংশয় হইতে পারে, পুরুষ বহু হইলে তিনি এক হইয়া ব্যাপক হন কিরূপে? ব্যাপক বস্তুর বহুত্ব অসম্ভব। কারণ ব্যাপক অর্থে যাহার কোথায়ও অভাব নাই। এমত বস্তু বহু হইলে তাহার জগতে দাড়াইবার স্থান কোথায়? নৈয়ায়িকগণের মতে কাল, আকাশ, দিক এবং আত্মা ব্যাপক; এই চারিটী বস্তু যখন ব্যাপক হইয়া জগতে বিরাজিত, তখন পুরুষও ব্যাপক হইয়া বহুত্বে বিরাজিত থাকিতে পারেন।

সাংখ্যের এই বন্ধ ও মুক্ত, প্রতিবিম্বিত ও নিষ্ক্রীয় পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে;

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখয়া,
সমানে বৃক্ষে পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য,
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রুতি এই শরীরটাকে একটা বৃক্ষ সাজাইয়া বলিতেছেন; এই শরীর রূপ বৃক্ষে মনোহর সুবর্ণ পক্ষ বিশিষ্ট দুইটী পক্ষী, পরস্পর সুহৃদ্ ভাবাপন্ন হইয়া বাস করেন। ঐ পক্ষীদ্বয়ের মধ্যে একটী লিঙ্গ দেহরূপ বৃক্ষাশ্রিত জীব পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা সম্পান্ন বহুবিধ সুখ-দুঃখ রূপ ফল অবিবেক নিবন্ধন সম্ভোগ করিতেছে। ইনিই জীবাখ্য প্রতিবিম্বিত বদ্ধ পুরুষ। অপরটী শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও গুণোপাধি ঈশ্বর ইনি কর্ম্মফলের সম্ভোগ করেন না। তিনি কেবল দৃষ্টিমাত্রেই নৃপতির ন্যায় চৈতন্যের প্রেরণা করেন। ইনিই নিস্ক্রিয় পুরুষ এক হইলে ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধন সর্ব্ব জীবাধারে বিরাজিত আছেন।

এই নিস্ক্রিয় পরম পুরুষকেই সাংখ্যকার মুক্ত বলিয়াছেন। ইনি বেদান্ত বেদ্য দ্রষ্টা। বেদান্তে ইহাকেই পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আর ভোক্তাকে জীব বলা হইয়াছে। এই অংশে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের কোন বিরোধ দেখা যায় না। বেদান্তের পরমাত্মার জ্ঞান হইলেই জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান হয়। আত্মা ভিন্ন সকলই মিথ্যা। আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। এই আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিস্ক্রিয় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি রহিত। অজ্ঞান কৃত কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম তাহাতে আরোপ করা হয়। তাহাতেই অহং কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী ইত্যাদি প্রতীতি হয়। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। বেদান্ত সিদ্ধ এই পরমাত্মা আর সাংখ্য সিদ্ধ পুরুষের কোন পার্থক্য নাই। কারণ বেদান্ত যাহাকে পরমাত্মা বলিতেছেন, তিনি নিস্ক্রিয় এবং তাহার কর্ত্তৃত্বাদি অজ্ঞান কল্পিত। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলিতেছেন তাহারও কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত এবং তিনিও নিস্ক্রিয়। অতএব বেদান্তের ব্রহ্ম সাংখ্যের পুরুষ একই। তাই "একমেবাদ্বিতীয়" হইয়াও শ্রুতি ও দর্শনের সিদ্ধান্তানুযায়ী তিনিই যে সর্ব্বব্যাপক তাহারও কোন অসম্ভাবনা হইতে পারে না। কারণ ব্যাপক বস্তু সর্ব্বত্র থাকিলেও দেশ কাল ও আধার বিশেষে তাঁহার প্রকাশ স্বভাবের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আর তাহাও সেই বস্তুর গুণ ও বিশেষত্ব। যেমন কাচ ও

মৃৎ খণ্ড উভয়ই ক্ষিতি কিন্তু কাচের দ্বারা মুখ দেখা যায়, মৃত্তিকা দ্বারা যায় না। ইহা যেমতি এক মৃত্তিকারই ধর্ম্ম; কাচাদিরূপ অবস্থা বৈষম্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। তদ্রূপ আধার বিশেষে যে পুরুষ বা চৈতন্যের প্রকাশের তারতম্য তাহা ঐ আধারের গুণ বিশেষ মাত্র। এবং তাহাও ঐ এক পুরুষ বা চৈতন্যের ধর্ম্ম। আচার্য্য শঙ্কর তাহার বেদান্ত ভাষ্যে বলিয়াছেন।

"অবিভাবনন্তু চৈতন্যস্য পরিণাম বিশেষাদ্ ভবিষ্যতি যথা স্পষ্ট চৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং নবিভাবয়তি এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।

অর্থাৎ চেতন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সকল জগৎ চৈতন্য প্রাকৃতিক হইলেও সর্ব্বত্র চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে স্পষ্ট চেতন যে জীবদেহ তাহাতেও নিদ্রা কিম্বা মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থাতে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। সেই প্রকার কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে যে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, তাহা চৈতন্যের অভাব বশতঃ নহে। কিন্তু আধারেরই বৈচিত্র্য বশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না।

আমরা দর্শনোপনিষদের সিদ্ধান্ত ও উপদেশে এ পর্য্যন্ত যে পুরুষের আলোচনা করিলাম, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পুরুষই একমাত্র সত্য, নিত্য মুক্ত স্বভাববান। তাহার সান্নিধ্য বশতঃ তৎপ্রতিবিম্ব গ্রহণে প্রকৃতিই এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া তাঁহাকেই কখন বদ্ধ কখন মুক্তবৎ প্রতিপন্ন করাইতেছেন। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ঐ একমাত্র পুরুষ তত্ত্বই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন ঐ পুরুষ। ঐ পুরুষই প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়াই আধারে অধ্যাস বশতঃ অহং অভিমানে জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন। পুরুষই নিখিল ভূতগ্রাম সহ প্রতি জীবেরই

অন্তরাত্মা। সমস্ত তপস্যা ও সাধনাদির উদ্দেশ্য ঐ পুরুষকে পাওয়া। ইহাই শ্রুতি সম্মত বাক্য। সর্ব্ব শ্রুতিতেই ইহার বহুল প্রমাণ আছে। প্রবন্ধ বাহুল্য ও তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায়, আর তাহার উল্লেখ না করিয়া, আমরা এইক্ষণে ঐ পুরুষের প্রাপ্তির উপায় ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তবে সাধক এইটুকু মনে রাখিবেন বর্ত্তমানে আংশিকভাবে সাধনাভাস প্রদান করা হইল মাত্র। পূর্ণরূপে বিস্তৃতভাবে সাধন তত্ত্বের আলোচনা কোন এক বিশেষ প্রবন্ধের মধ্যে করিতে গেলে তাহা অপ্রাসাঙ্গিক।

এই স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি, আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীভগবানের স্বরূপ ও ব্রহ্মের যে আলোচনা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুরুষ তত্ত্বের একত্বই সিদ্ধ হইতেছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবান, ব্রহ্ম এবং আত্মা বা পুরুষ এ তিন একই। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। "ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ।" নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি যেমন একই জীবের একই ভাবের তিনটী অবস্থা মাত্র, তদ্রূপ শ্রীভগবান, ব্রহ্ম ও পুরুষ একই চৈতন্যময় পুরুষাত্মার একই ভাবের তিনটী অবস্থা মাত্র। গতি বাচক একটী শক্তি অবলম্বনে জীব যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয়েন এবং ঐ গতিবাচক শক্তিটীও জীবের এবং তাহার চৈতন্যের পরিচায়ক। তদ্রূপ পুরুষ ও যে গতি অবলম্বনে শ্রীভগবান ব্রহ্ম প্রভৃতি অবস্থা হইতে জীব ও জগত অবস্থায় পর্য্যবসিত হয়েন সেই গতিটীই আমাদের প্রাণ বা প্রণব। এই প্রাণ বা প্রণবময় গতি বা প্রবাহের এবং মায়া প্রকৃতির পরপারে পুরুষ যখন অবস্থিত থাকেন তখনই তিনি শ্রীভগবান বা ব্রহ্ম। আর মায়া প্রকৃতির অপর পারে অপরা বা অবিদ্যাক্ষেত্রে অহং অভিমানে আবদ্ধ থাকিলেই তাহাকে জীব বলা হয়। জীবের সহিত পুরুষের ইহাই পার্থক্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যময় পুরুষের এই পার্থক্য তিনটী অবস্থায় দেখাইয়াছেন,

ধুমেনা ব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতোগর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা, দর্পণ যেমন মল বা ধূলি দ্বারা ভ্রূণ (গর্ভস্থ শিশু) যেরূপ জরায়ু চর্ম্ম দ্বারা আবৃত হয়। তদ্রূপ জ্ঞানময় পুরুষ বা জীবের ঐ আত্মজ্ঞান ও প্রথম অবস্থায় ধূম অগ্নিবৎ অর্থাৎ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকিলে ধূমের মধ্য দিয়াও তাহার তাপ ও জ্যোতি অনুভব হয় তদ্রূপ পুরুষের ও প্রকৃতির সত্ব গুণ ক্ষেত্রে তাহার জ্ঞান সপ্রকাশ থাকে, কিন্তু মল বা ধূলি ও চর্ম্মের ন্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রকৃতির রজ ও তম গুণ ক্ষেত্রে জ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ে। এই আত্মজ্ঞানের অপ্রকাশ অবস্থাই জীব বদ্ধ, আর সত্ব গুণ ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞানের সপ্রকাশ অবস্থাই জীব বা পুরুষ মুক্ত। আর গুণাতীতে মায়ার পরপারে যাঁহার অবস্থিতি তিনিই শ্রীভগবান ব্রহ্ম বা পরমাত্মা অপরোক্ষ উত্তম পুরুষ। এতদ্ব্যতীত ক্ষর ও অক্ষর ভেদে পুরুষের দুই অবস্থা, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃসর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

১৫ শঃ অঃ।

ক্ষর ও অক্ষর নামে দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ, তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণে ক্ষর পুরুষের অবস্থান, আর কূটস্থ চৈতন্যে অক্ষর পুরুষের অবস্থিতি।

ইহা ব্যতীত গীতায় আর এক উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মার উল্লেখ আছে; "উত্তমঃ পুরষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" ক্ষর ও অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ অন্য উত্তম পুরুষই পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। ইনিই আমাদের শ্রীভগবান বা ব্রহ্ম' আর এই ব্রহ্ম বস্তুই লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব জীবের হৃদয় গুহায় সন্নিবিষ্ট আছেন। "সর্ব্বস্য

চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ” গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, আমি সমুদায় প্রাণীগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছি।

বেদান্ত বেদ্য পরমাত্মা ও সাংখ্য সিদ্ধ পুরুষ যে একই এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই পুরুষের সহিত শ্রুতির উল্লিখিত পুরুষের সামঞ্জস্য ও দেখান হইয়াছে। এইক্ষণে এই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ তত্ত্বের জীবদেহে অবস্থিতির স্থান, বা প্রকাশের ক্রম দেখাইয়া তাহার ধারণা ও সাধনার আভাস দিতেছি।

শ্রুতি উল্লিখিত বা সাংখ্য বেদান্ত বেদ্য পরম পুরুষ পরমাত্মা, মায়া বা নাদের ঊর্দ্ধস্থিত সৎ অর্থাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাববোধক যে বিন্দু, তন্মধ্যেই অবস্থিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি এই বিন্দু সর্ব্বব্যাপক বা সর্ব্বত্র অনুভূত হইলেও এই শরীরে তাহার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ স্থান আছে। তন্মধ্যে বিশিষ্ট প্রকাশ স্থান হৃদয়, পরে তাহা বলিতেছি।

ঐ বিন্দুর নিম্নে নাদ বা মায়া, ঐ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের যে শক্তি বা অংশ মায়া অবলম্বনে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে জীব ও জগদাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ বলে। তন্মধ্যে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহে কূটস্থ অর্থাৎ আজ্ঞাদিষট্‌চক্রে অক্ষর পুরুষের অবস্থান, আর স্থূল দেহের সমুদায় শক্তির সমষ্ঠিতে মূলাধারে ক্ষর পুরুষের অবস্থিতি। পরমাত্মা পরব্রহ্ম বা উত্তম পুরুষ ব্রহ্মতালু দেশীয় বিন্দু মধ্যে থাকিয়া মায়া প্রকৃতির বহির্দ্দেশ পথে হৃদয়গুহা মধ্যে বা অনাহত পদ্ম মধ্যস্থ গুপ্ত অষ্টদলে বিরাজিত আছেন। তাই শ্রুতি গীতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৃদয় প্রদেশেই তাহার উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় তাহার বহু প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পরমাত্মা পরব্রহ্ম বা অপরোক্ষ উত্তম পুরুষের যে সুমহান্ শক্তিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরস্থ অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ পরস্পরে সুহৃদ্ ভাবাপন্ন হইয়া বস বাস করিতেছেন, তাহাকেই প্রাণ বা প্রণব বলে, এই প্রাণ শক্তি, নাদ বা মায়ার আশ্রয়ে, লিঙ্গদেহাশ্রিত চৈতন্যে অক্ষর, এবং স্থূল দেহাশ্রিত চৈতন্যে ক্ষর, আখ্যায় প্রণবাকারে এই দেহে ষটচক্রে

বিরাজিত আছেন। ইহাকে মায়া উপহিত চৈতন্য বলে। বিন্দু হইতে ত্যাগ বা পরিহারে অক্ষর চৈতন্যের মায়াবলম্বনে যে প্রকাশ তাহাই আদ্যা মহাশক্তি বা মহামায়া, তাই ইনিও চৈতন্যময়ী ব্রহ্মস্বরূপিনী। আর অপরোক্ষ পরমাত্মার যে হৃদয় গুহায় (অনাহত পদ্ম অভ্যন্তরে গুপ্ত অষ্টদলে) প্রকাশ তাহাই মায়াতীত অর্থাৎ এই দেহ বা দেহস্থ প্রণবাকারের বহির্দ্দেশ বা পার্শ্ব দিয়া, অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত দীপ কলিকাকারে হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত। তাই উদ্ধব প্রশ্নে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স এষ জীব বিবর প্রসুতিঃ, প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।" ষট্চক্র সকলের মধ্যে যাহার প্রকাশ সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদ সম্পন্ন হইয়া প্রাণ আখ্যায় বা প্রাণের সহিত চক্ররূপ গুহায় অর্থাৎ অনাহত পদ্ম মধ্যস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে প্রবিষ্ট আছেন।

সাধক! আর্য্য ঋষিবৃন্দের সিদ্ধান্তানুযায়ী তোমার হৃদয় নিহিত এই পরমাত্মপুরুষের ধারণাটী সর্ব্বাগ্রে বেশ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা কর, এতদর্থে অনাহত পদ্মটী মনোযোগ সহকারে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। এবং বর্ণিত ভাবানুযায়ী ঐ পদ্মটীকে যথা স্থানে প্রথমতঃ ভাবনার বলে সংস্থাপিত করিতে থাক। মেরুদণ্ডটী সরল অথচ বিশেষ রূপে বিধৃত করিয়া নিজকে হংসরূপে ঐ দীপ কলিকাকার অন্তরাত্মার প্রতি বারম্বার ধ্যান প্রবাহ পরিচালিত কর। যদি তোমার দীক্ষায় মন্ত্র বা কুল কুণ্ডলিনীর চৈতন্য থাকে বা অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা মূলাধারস্থ শক্তিকে হৃদয় প্রদেশে লইবার ক্ষমতা থাকে, তবে উল্লিখিত ভাবে অল্প দিনের অভ্যাসেই প্রথমেই নাদ অর্থাৎ নানারূপ অপূর্ব্ব অনাহত শব্দের অনুভূতি হইতে থাকিবে। এই সময় হইতেই তোমাকে বিশেষ সাবধানতা সহকারে, তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নাদ বা মায়া ভেদের সাধনাভ্যাস করিতে হইবে। আর যদি তোমার ঐ ক্ষমতা না থাকে, তবে মাত্র ঐ অনাহত পদ্মের ধ্যান প্রবাহ তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত করিতে থাক, নাদাদি, চিত্তের যে কোন বৃত্তি আইসে সে সমস্তই দূর করিয়া কিছুদিন ধরিয়া ঐ ধ্যান অভ্যাস করিলেই প্রকাশমান আত্মার স্বপ্রকাশ স্বভাব তোমার অনুভূত হইয়া

পড়িবে। দেখিবে ক্রমান্বয়ে তুমি অশেষ কল্যাণ লাভে সমর্থ হইতেছ। তাহাতে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে যে,

যংলব্ধাচাপরংলাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচ্যল্যতে॥ গীতা।

যে অবস্থায় অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে হয় না, যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে মহাদুঃখও অভিভূত করিতে পারে না; তুমি সেই অবস্থায়, সেই পরম সত্য পুরুষস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রকৃতি।

প্র পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর ভাব ও কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিন্' ও 'ক্তিচ্' প্রত্যয়ে প্রকৃতি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ভাববাচ্যে যদ্দারা, যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়। আর কর্ত্তৃবাচ্যে যাহা কিছু উৎপাদন করে বা প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্পাদন করে। বেদান্ত প্রকৃতিকে ভাব-বাচ্যে ও সাংখ্য প্রকৃতিকে কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার করেন। বেদান্ত পুরুষেরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সামর্থ উল্লেখে প্রকৃতিকে অচেতন জড় ও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর সাংখ্য বলিয়াছেন অচেতন প্রকৃতি, পুরুষের সংযোগ বশতঃ চৈতন্যের মতই কার্য্যকারিণী হয়েন। "অচেতনং চেতনাবদিবলিঙ্গং ইতি" সাংখ্যকারিকা।

প্রকৃতির এই কর্ত্তৃত্বাদি সম্বন্ধে সাংখ্য বেদান্তে বহু বিচারের অব-তারণা আছে। সে সমস্তের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সিদ্ধান্তে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সৃষ্টাদি ব্যাপারে উভয়েই "অন্ধ খঞ্জনবৎ" কার্য্যশীল। পুরুষ চক্ষুষ্মান কিন্তু খঞ্জনবৎ গতি শক্তিহীন। আর প্রকৃতি অন্ধ কিন্তু গতি শক্তি যুক্তা। অন্ধের স্কন্দে যেমতি চক্ষুষ্মান খঞ্জ আরূঢ় হইলে গতিরূপা কার্য্যের আবির্ভাবে উভয়েরি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; তদ্রূপ পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক এই জগদ্ব্যাপার রূপ একটী গতি উৎপন্ন হইয়াছে। আর তাহাতে উভয়েরি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। এই গতির অবলম্বনে পুরুষ যেমন বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন। প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ সম্মিলনে সর্ব্ব ব্যাপিকা।

প্রকৃতি হইতে ঐ গতিটী অপসারিত হইলে অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে তিনি সাম্যা ও অব্যক্তা এবং সকল ভুতের কারণ ও নিত্যা। "সা দেবী সর্ব্বভূতানাং হেতুভূতা সনাতনী।" দেবী মাহাত্ম্যে উত্তম চরিতে উক্ত আছে।

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের, এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের এবং সূর্য্যাদি দেবতাগণের ও অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্রী সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তিরূপিণী দেবীকে নমস্কার, তিনিই বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে বারংবার নমস্কার।

স্থিতি ও গতি পরস্পরে বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত হইলেও যেমতি এক চৈতন্যেরি অবস্থা বিশেষ মাত্র। স্থিতি বা স্থির ভাব হইতেই গতি প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলে পুনরায় যেমতি সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ প্রকৃতির যে সাম্যা, স্থিতি বা স্থির ভাব হইতে এই জগদ্ব্যাপার রূপ গতি প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাই সকল ভূতের হেতুভূতা সনাতনী সাম্য অব্যক্তা প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আশ্রয়ে যে পুরুষসত্ত্বা তিনি অপরোক্ষ চৈতন্য। এই সনাতনী চৈতন্যময়ী অব্যক্তা প্রকৃতি ঐ অপরোক্ষ পুরুষ সম্মিলনে বিশ্বব্যাপিকা হইয়াই জীব দেহের জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক ইন্দ্রিয়গতির নিয়োগ কর্ত্রী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই এই দেহে বিরাজ করিতেছেন।

এই সাম্যা অব্যক্তা প্রকৃতি ক্ষেত্রে, একাংশে, অপরিমিত অর্থাৎ অনায়ত্ত ব্রহ্ম স্বরূপ পরিমিত অর্থাৎ আয়ত্তবৎ প্রতিভাত হইয়া মায়া নামে আখ্যাত হয়। পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে যে ভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক এই জগদ্ব্যাপার রূপা একটী বিশেষ গতি উৎপন্ন হইয়া যেরূপে মায়া আবরণে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আবরিত রহিয়াছে, তাহা বলিতেছি। দেবীমাহাত্ম্যে প্রথম চরিতে ব্রহ্মা বলিতেছেন।

ব্রহ্মোবাচ—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার-স্বরাত্মিকা।
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥
ত্বমেব সাত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥

* * * *

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী।

ব্রহ্মা কহিলেন—হে নিত্যে অক্ষরে ব্রহ্ম স্বরূপে তুমি স্বাহা অর্থাৎ দেবহবির্দান মন্ত্ররূপা, তুমি স্বধা অর্থাৎ পিতৃলোক হবির্দান মন্ত্ররূপা, তুমি বষট্‌কার (যজ্ঞরূপা) এবং উদাত্তাদি স্বররূপা, তুমি অমৃতরূপিণী তুমি মাত্রাত্মিকা অর্থাৎ প্রণবরূপিণী, ত্রিধা সত্বরজস্তমোময়ী হইয়া অবস্থান করিতেছ। যাহা অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ নির্গুণা তাহাও তুমি, তুমি নিত্যা ও যাহা অনুচ্চার্য্য অর্থাৎ অব্যক্ত রূপা তাহাও তুমি ; তুমিই সেই প্রসিদ্ধা গায়ত্রী, তুমিই জ্যোতির্ম্ময়ী পরমা জননী অর্থাৎ আদি মাতা। হে দেবী তুমি ব্রাহ্মীরূপে এই জগন্মণ্ডল সৃষ্টি করিতেছ, তুমি বৈষ্ণবী রূপে এই জগৎ পালন করিতেছ, এবং প্রলয় কালে তুমিই রৌদ্রীরূপে এই জগৎ আত্মসাৎ করিতেছ। তুমিই সত্ত্ব রজস্তমো গুণের সাম্যাবস্থা রূপ সর্ব্বভূতের কারণ রূপা অব্যক্তা প্রকৃতি ; অথচ তুমিই আবার ঐ গুণত্রয় পৃথক পৃথক করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন করিতেছ।

এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই যে মহাশক্তির খেলা আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি, অনলে অনিলে আকাশে সলিলে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ধরীত্রির সর্ব্বত্রই এমন কি প্রতি অনুপরামানুতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, যে মহান শক্তির অসীম মহিমা প্রতিনিয়তই খেলা করিতেছে ; যিনি বহু অর্থাৎ এই অনন্ত জগৎ রূপে পরিদৃশ্যমানা

হইয়াও সনাতনী ব্রহ্ম স্বরূপিনী অক্ষর রূপে অবস্থিত। যিনি মাত্রা-ত্রয়ে ত্রিধা অর্থাৎ অকার উকার মকারে সত্ত্ব রজ তম গুণে আব্রহ্ম স্তম্ভে প্রণবাকারে বিজড়িতা। তাহাতে যিনি ত্রিগুণাতীতে নির্গুণা অর্থাৎ সাম্যা অব্যক্তে অর্দ্ধমাত্রা সম্মিলনে, বেদ প্রসিদ্ধা জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রী রূপে জগতের আদি মাতা পরমা জননী। সেই সর্ব্বাধারে এক বা একাধারে সর্ব্বেশ্বরী প্রকৃতি দেবীর ধারণা এবং তাঁহাতে অনুপ্রাণিত হওয়া জীব মাত্রেরই তথা সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য।

বেদাদি শাস্ত্র এক প্রকৃতিকে শক্তি মায়া পরা অপরা প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যা দিয়াছেন। অবস্থা ও কার্য্য বিশেষে এক ব্রহ্ম শক্তির ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম। আমরা পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পদার্থ বা প্রতি অবস্থার ভিতর যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহারই সমষ্টি, এক মহাশক্তি রূপে সকল জগতে সর্ব্বেশ্বরী বা বিশ্ববিধাত্রী প্রকৃতি নামে অভিহিতা। এই শক্তির সহিত শক্তিমান পুরুষ অভিন্ন-জ্ঞানে অভিন্নকলেবরে বিজড়িত থাকিলেই শক্তি চৈতন্যময়ী। আর অবস্থাবিশেষে ভিন্নরূপে প্রতিপন্ন বা অনুভূত হইলেই অচেতনা। যাহারা শক্তি এবং শক্তিমানকে এক বা অভিন্ন বলেন তাহাদের মতে প্রকৃতি চৈতন্যময়ী। আর যাহারা শক্তি হইতে শক্তিমানকে সতন্ত্র বা ভিন্ন বলিয়া ধারণা করেন তাহাদের মতে অচেতনা। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র প্রভৃতি এই মতের পক্ষপাতী।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে গুণ বৈষম্যে এই জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার এইরূপে বর্ণিত আছে যে,—

সৃষ্টি দ্বিবিধ একটী প্রাকৃত অপরটী অপ্রাকৃত। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ বৈষম্যেই উৎপত্তিশীল। এই সীমার পর কারণাব্ধি বা বিরজা, অর্থাৎ সৃষ্টিমূলক রজগুণ নিবৃত্তে সাম্যা-বস্থা। ঐ কারণাব্ধির অপর পার হইতেই অপ্রাকৃতিক রাজ্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম শ্রীভগবান যখন নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ একান্তাদ্বৈত্য

অবস্থায় অবস্থিত থাকেন তখন তাঁহাকে সৎস্বরূপ বলা হয়। ইংরাজী ভাষায় এই অবস্থাটীকে "Equipotantial" বলে। এই অবস্থায় তাঁহার বহুরূপে প্রকাশ হইতে ইচ্ছা হইলে, অর্থাৎ আপন শক্তির, জীব ও জগৎরূপে বিকাশ করিতে ইচ্ছা হইলে, তাঁহার চিৎ বা জ্ঞান শক্তি; আনন্দ, ইচ্ছা বা হ্লাদিনী শক্তি প্রকটিত হয়। আর এই প্রকটাবস্থায় তাঁহার সৎস্বরূপ অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়। এই ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি দ্বারাই প্রাকৃত অপ্রাকৃত দ্বিবিধ সৃষ্টির প্রকাশ। তন্মধ্যে মাত্রচিদঘন তত্ত্ব অবয়বেয় যে সৃষ্টি তাহা অপ্রাকৃতিক,আর পাঞ্চভৌতিক জড় অবয়বে যে সৃষ্টি তাহাকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ঐ ইচ্ছাশক্তির তত্ত্বাবয়বে শ্রীরাধা, জ্ঞান শক্তির তত্ত্ব অবয়বে বাসুদেব, আর ক্রিয়া শক্তির তত্ত্ব অবয়বে সঙ্কর্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া, অভিহিত হইয়াছেন।

বীজের ভিতর যেমতি বৃক্ষের কারণ বিরাজ করে তদ্রূপ ঐ কারণাব্ধি বা বিরজাতে এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বোৎপত্তির কারণ বিরাজ করে। এই কারণসমূহ, ঐ কারণাব্ধি হইতে অনাদিকাল অবধি জীবও জগৎ রূপে আবির্ভূত হইয়া, প্রলয়ান্তে পুনরায় ঐ কারণ রূপেই পর্য্যবশিত হইতেছে। সঙ্কর্ষণ প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু, দূর হইতে অর্থাৎ ঐ কারণাব্ধি বা বিরজার অপর পার হইতে, ঐ কারণসমন্বিতা প্রকৃতি অংশে, ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টি করিলেই ঐ প্রকৃতি, পুরুষের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সমন্বিত একটী অণ্ড (Ovum) সৃষ্টি হয়। প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষরূপে ঐ অণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ নারায়ণ নামে পুরাণে আখ্যাত হয়েন। এবং তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ লোক সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির অব্যক্ত সাম্যাবস্থা হইতে এইরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক জগদ্ব্যাপার রূপ একটী বিশেষ গতি উৎপন্ন হইয়া ঐ পুরুষ প্রকৃতিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিধৃত রহিয়াছে।

তাই দেবী মাহাত্ম্যে ব্রহ্মার বচনে উক্ত হইয়াছে ;—

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।

* * *

ত্ব যৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥

পুরুষান্বিতা প্রকৃতিই অমৃতরূপিণী মাত্রাত্মিকা প্রণবরূপে নির্গুণে সগুণে, অব্যক্তে ব্যক্তে, চৈতনে জড়ে বিজড়িতা জগতের পরমা জননী বা আদি মাতা। জড় বলিয়া যে অচেতন পদার্থ আমাদের গোচরীভূত তাহা চৈতন্য বিজড়িতা প্রকৃতিরই প্রকাশ মাত্র।

জল্ এই "ল্" স্থানে ড প্রতয়ে জড়পদ সিদ্ধ হইয়াছে। জল্ অর্থে ঘনীভূত আচ্ছাদিত, চৈতন্য ঘনীভূত হইয়া তাঁহার স্ব প্রকাশ স্বভাব আচ্ছাদিত হইলেই তাহাকে জড় বা অচেতন বলা হয়। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অচেতন বা জড় বলিয়া অন্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা চৈতন্যেরি ঘনীভূত অবস্থা বিশেষ মাত্র। আর তাহাতেই বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের মধ্যেই চৈতন্য বিরাজিত আছে বা এই জগৎ প্রাণময়। আর্য্যশাস্ত্রে ও তাহার ভূরি প্রমাণ উল্লেখ আছে।

স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ কার্য্য কারণ ব্যতীতস্বেচ্ছায় প্রকাশমান চৈতন্য, তাহা হইতে বিনির্গত তাহার শক্তি মায়া প্রকৃত ও জড় ইত্যাদি যে কোন অবস্থা অবলম্বনে যে প্রকাশিত হয়েন বা হইতে পারেন, তাহা অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিক সত্য। এবং আমাদের অপৌরুষের শ্রুতি বেদ মন্ত্র ও এই রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—

"অগ্নেঋচো বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ"।

অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং আদিত্য হইতেই সামবেদ প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্যের ঘনীভূত জড় প্রকৃতি অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য অবলম্বনে তাহার স্বপ্রকাশ চৈতন্য সত্ত্বা প্রকাশ করেন, ইহা দ্বারা প্রকৃতির জড়াংশ যে চৈতন্যেরি ঘনীভূত বা আচ্ছাদিত অবস্থা বিশেষ মাত্র, এবং তাহার অবলম্বনে ও আশ্রয়ে চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী তাহাও প্রমাণ সিদ্ধ।

তত্রাচ যে সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্র প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন, সে মাত্র তাঁহারি অবস্থা বিশেষে তাঁহাকে বিশেষ রূপে ধারণা এবং ঐ ধারণায় বুদ্ধি পুরুষ স্বরূপ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য।

শ্রুতিমূলক এই সিদ্ধান্তটীর ধারণা দৃঢ়তার্থে নিম্নে কিছু দর্শনের আলোচনার অবতারণা করিয়া পরেই প্রকৃতি তত্ত্বের বিশিষ্ট ধারণা ও সাধনার কথা বলিব।

"নাহ পরিণম্যক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।"

প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারেন না। কাজেই প্রকৃতি অনিত্যা ও অসৎ তাই অচেতন। কিন্তু সদ্বস্তুর কোন পরিণাম অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ নাই। অচেতনেরি নাশ ও উৎপত্তি হয়। চেতন হইতে কখন অচেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণে যে যে গুণ থাকে কার্য্যেও তাহা অনুস্যুত হয়। অতএব কারণ চেতন হইলে কার্য্য ও চেতন হওয়া দরকার, অন্যথা কার্য্য কখন চেতন হইতে পারে না। চেতন নিত্য ইহা সকলেই স্বীকার করেন। অতএব এই অচেতন জগতের কারণ চেতন।

এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে এইরূপ বিচার আছে যে অচেতন গোময়াদি হইতে, সচেতন কীট প্রভৃতির উৎপত্তি দেখা যায়। এবং চেতন মনুষ্য হইতে অচেতন কেশ নখাদির উৎপত্তি হয়। তাহাতে চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় না।

সাংখ্যে ইহার উত্তর এই ভাবে আছে, অচেতন হইতে চেতন বা চেতন হইতে অচেতন উৎপত্তি অসম্ভব। তবে যে কীট ও নখাদির উৎপত্তি দেখা যায় তাহা অচেতন মনুষ্য শরীর ও গোময়াদি হইতেই অচেতন নখাদি ও কীট শরীর উৎপন্ন হয়। কীটের চেতনাংশ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাশ কিছুই নাই।

যে ভাবেই বিচার করা যায়, অচেতন ভিন্ন কাহাকেও উপাদান কারণ বলা যায় না। সাংখ্য মতে চেতনের নিমিত্ত কারণতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। চেতন প্রতিবিম্বিত অচেতন প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃষ্ণ তাহার কারিকায় বলিয়াছেন।

"পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরস্মি সংযোগস্তৎকতঃ সর্গঃ।"

পঙ্গু ও অন্ধ উভয়ের সংযোগ ভিন্ন যেরূপ ক্রিয়া হয় না। তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের সংযোগ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হয় না। তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন পুরুষেরই চৈতন্য এবং প্রকৃতির চির অচেতনতা ইহা সিদ্ধ নহে।

নৈয়ায়িক মতে সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম আত্মাতে থাকে। সাংখ্য মতে আত্মাতে কোন ধর্ম্ম থাকে না। তিনি ত্রিগুণাতীত। সুখ দুঃখাদি বস্তুর ধর্ম্ম। কারণ বস্তু বিশেষের সংযোগ বিয়োগেই উহার উৎপত্তি লয় হয়। যেমন অর্থাদির সংযোগে সুখ, বিয়োগে দুঃখ। মদ পানে মত্ততা, পান না করিলে মত্ততা হয় না। তদ্রূপ বিষয় বিশেষের সংযোগাদিতে সুখ দুঃখের উৎপত্তি। ইহা যেমতি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তদ্রূপ সুখ দুঃখাত্মক জগদ্ব্যাপারাদি প্রাকৃতিক বস্তু বিশেষের সংযোগ বিয়োগেই পুরুষে অনুভূত হইতেছে; তাহাও অনুমান বা জ্ঞান গম্য। নিত্যা চৈতন্যময়ী অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয় উৎপন্ন হইয়াই সুখ দুঃখাদির কারণ হয়। তদুক্তং গীতায়াং যথা—

"সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥"

হে মহাবাহো সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে। অনাদি প্রকৃতি অব্যয় পুরুষকে, দেহে আবদ্ধ করিয়া, তাহার ভোগার্থ, ত্রিবিধ গুণ ও বিবিধ বিকার উৎপাদন করেন। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির গুণ সতন্ত্র অবস্থা বিশেষ মাত্র। গুণশূন্যা অবস্থায় প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ে নিত্য ও অব্যক্তা গীতায় উক্ত আছে—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্।

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্ব রজ তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে জাত জানিবে।

নিত্যা ও এক অব্যক্তা। চৈতন্যময়ী প্রকৃতি হইতেই গুণময়ী প্রকৃতি আবির্ভূতা হইয়াই এই অজ্ঞান সম্ভূত জগদ্ব্যাপারের কারণ হইয়াছেন। সাংখ্যে উক্ত আছে—

"হেতুমদনিত্যংমব্যাপিসক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত মব্যক্তং ॥"

হেতু বিশিষ্ট অনিত্য অব্যাপক বহু এবং স্বকারণে আশ্রিত লিঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধি সাবয়ব (পরস্পরে সংশ্লিষ্ট) অব্যক্ত প্রকৃতি ইহার (গুণময়ী প্রকৃতির) বিপরীত তাহার হেতু নাই। তিনি নিত্যা এবং নিরাবয়বে সর্ব্ব ব্যাপক হইয়া কাহারও আশ্রিত নহেন। বিষ্ণু পুরাণে বলিয়াছেন—

"মহত্তত্ত্বং সমাবৃত্যপ্রধানং সমবস্থিতং।
অনন্তস্য নতস্যান্তঃ সংখ্যানং বাপিবিদ্যতে ॥

মহৎতত্ত্ব বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া প্রধানা বা অব্যক্তা প্রকৃতি অবস্থিত আছেন। সেই প্রকৃতি অনন্ত এবং অসংখ্য।

এই অনন্ত অর্থে যাহার অন্ত নাই অর্থাৎ ব্যাপক। এবং অসংখ্য অর্থে যাহার দ্বিত্বাদি কোন সংখ্যা নাই, অর্থাৎ এক। এতদর্থে বিষ্ণু পুরাণের সহিত সাংখ্য কারিকার উল্লিখিত অব্যক্তা প্রকৃতির একত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু ইহার মীমাংসা করিতে যাইয়া ঐরূপই বলিয়াছেন, "অত্রৈকত্বং সর্গভেদেঽপ্যভিন্নত্বং অতোঽনেক ব্যক্তিকত্বেঽপিনক্ষতিঃ।" সৃষ্টি ভেদে প্রকৃতি অভিন্ন অর্থাৎ এক। অতএব ব্যক্তিগত প্রকৃতি বহু হইলেও ক্ষতি নাই। তাহা প্রকৃতির গুণ বৈষম্যেই সংঘটন হইতেছে। গুণ বৈষম্য প্রযুক্ত প্রকৃতির বহু বিভাগ; ভগবান গীতায় প্রাধানতঃ আট ভাগেই বিভক্ত করিয়াছেন।

ভুমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার আমার প্রকৃতি এই আট রূপে বিভক্ত। ইহার নাম অপরা। ইহার মধ্যে

মন, বুদ্ধি, অহংকার অপেক্ষা ক্ষিত্যাদিতে চৈতন্য অধিক পরিমাণে ঘনীভূত বা আচ্ছাদিত হইয়া আছে তাই সাধারণতঃ ইহাদিগকেই জড় প্রকৃতি বলা হয়। এতদ্ব্যতীত পরানামে উৎকৃষ্টা অন্য একটী চৈতন্য ময়ী প্রকৃতি আছেন, যিনি জীবরূপে আবির্ভূতা হইয়া এই জগৎকে ও রক্ষা করিতেছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিংবিদ্ধিমে পরাম্।
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

হে মহাবাহো ইহা অর্থাৎ ঐ অপরা প্রকৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অন্য একটী জীব স্বরূপ চৈতন্যময়ী আমার প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

এই পরা ও অপরা প্রকৃতি দ্বয়ের সম্মিলনেই জীব ও জগৎ। অহংকারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমষ্টিতে যে জীবশক্তি, এই দেহরূপ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে অবস্থিত, তাহা অপরা, আর ঐ অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে অহং অভিমান বশতঃ জীবাত্মা অবিদ্যা বা মায়া উপহিত চৈতন্য আখ্যায় আখ্যাত হয়েন। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃপরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসজ্ঞান্যাং তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

এই পরা প্রকৃতিকে বৈষ্ণবগ্রন্থে চিচ্ছক্তি স্বরূপিনী রাধা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য জীবশক্তি তটস্থা। আর অবিদ্যাখ্যা মায়া বহিরঙ্গা তৃতীয় শক্তি। এই শক্তি ত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বোপরি চিচ্ছক্তি বা পরা প্রকৃতিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। তথাহি বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রে—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপে উক্ত আছে—

দেবী কহি-দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥

'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব "রাধিকা" নাম পুরাণে ব্যাখ্যানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
"সর্ব্বলক্ষ্মী" শব্দ পূর্ব্বে করেছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা 'সর্ব্ব-লক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য।
তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ াববরণ॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥

এই রাধা স্বরূপা পরা প্রকৃতিকেই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীভগবান "আমার চৈতন্যময়ী জীবভূতা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি" বলিয়াছেন। এবং ইনিই জীব ও জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইনিই গুণময়ী অবিদ্যা প্রকৃতির বিপরীত সাম্যা অব্যক্তা প্রকৃতি। দেবী মাহাত্ম্যে ব্রহ্মার উক্তি হইতে ইহাকেই, নিত্যা, অক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপা, স্বাহা, স্বধা, মন্ত্ররূপা, মাত্রাত্মিকাপ্রণবরূপিণী, পরমাজননী, জ্যোতির্ম্ময়ীগায়ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। এবং এই দেবীই আবার ব্যক্তাবস্থায়

গুণত্রয় পৃথক করিয়া জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী নামে আখ্যাতা হইয়াছেন।

বীজ হইতে যেমতি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পল্লব পুষ্প ফলাদিতে পরিশোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ পরা বা অব্যক্তা প্রকৃতি রূপ বীজ হইতে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি উৎপন্না হইয়া এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকারে শোভিতা আছেন। পরা প্রকৃতি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বেশ্বরী ব্রহ্মশক্তি-রূপে আব্রহ্ম স্তম্ভ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অপরোক্ষ পরম পুরুষ শ্রীভগবান ঐ অব্যক্তা পরা প্রকৃতির সহিত অভেদাত্ম মিলনে সংমিলিত থাকিয়া, তাঁহাদেরি ত্রিগুণা প্রকৃতিক্ষেত্রে এই জগৎ ও জীব রূপ বীজ প্রদান করেন।

ক্রিয়া হইতে যেমন গতি, এবং অগ্নি হইতে যেমতি ধূম উৎপন্ন হইয়া ঐ ক্রিয়া ও অগ্নির স্বরূপ আবরণ করে, অথচ তদভ্যন্তরেই অনুস্যূত থাকে; তদ্রূপ অব্যক্তা পরা প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণময়ী মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি উৎপন্না হইয়া ঐ প্রণব রূপে জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রী স্বরূপা পরা প্রকৃতির স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তদভ্যন্তরে অর্থাৎ এই জগৎ ও জীবে অনুস্যূতা আছেন। অপরোক্ষ পরম পুরুষান্বিতা পরা বা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে যে মায়া ক্ষেত্রে ব্যক্ত জীব ও জগদবস্থা তাহারি নাম স্থষ্টি। বিন্দু মধ্যেই পরা প্রকৃতি সমন্বিতা পরম পুরুষ বা পরব্রহ্মের অবস্থিতি, চতুষ্পার্শ্বে চিজ্জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃব্রহ্ম, পুরুষ ইচ্ছায় ঐ চিজ্জ্যোতিঃ কণ, বিন্দুর নিম্নবর্ত্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকার মহদ্ ব্রহ্ম মায়া গর্ভ অবলম্বনে, প্রণবাকৃতি প্রাণরূপে সূক্ষ্ম ও স্থূল জীব ও জগদবস্থার ব্যক্ত হয়েন। বিন্দুর ত্যাগ বা পরিহারেই বিসর্গ। এই বিসর্গেই ত্রিসর্গ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তমঃ ত্রিগুণাত্মকে স্থষ্টি স্থিতি লয়ে "ভূর্ভুবঃস্বঃ" ত্রয় প্রকাশ। আর এই প্রকাশে শ্রীভগবান বা ব্রহ্মবীজ-প্রাণ, সর্ব্বাধারে অনুপ্রবিষ্ট থাকাই বিশ্বব্যাপক। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

হে ভারত, মহদ্ ব্রহ্ম (মায়া) আমার যোনি, অর্থাৎ গর্ভাধান স্থান। তাঁহাতেই আমি গর্ভ (জগদ্বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস) ক্ষেপণ করি। তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি যোনি সকলে স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্ ব্রহ্ম (মায়া) তাহাদের যোনি অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া, এবং আমি বীজপ্রদ পিতা।

ঐ ব্রহ্ম স্বরূপিনী ত্রিগুণময়ী মায়া প্রকৃতি, জীব ও জগতের মাতৃ স্বরূপা। মায়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিভাগ অনুযায়ী সত্ত্ব গুণে বৈষ্ণবী, রজ গুণে ব্রাহ্মী, এবং তম গুণে গৌরী বা রুদ্রাণীশক্তি, এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার সম্পাদয়িত্রী। সমষ্টি বিশ্বে এই শক্তিত্রয় সূর্য্যমণ্ডল অবলম্বনে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে সঞ্চারিতা হইতেছেন। আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি রক্তবর্ণে সর্ব্বভূতে নিয়ত রস সঞ্চার করেন। যে স্থানে প্রাতঃসূর্য্যরশ্মির অভাব সে স্থানে গুল্ম লতাদিরও উৎপত্তি হয় না। মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যরশ্মি শ্যামবর্ণে সর্ব্বভূতের স্থিতি বা পালনী শক্তির সঞ্চার করেন। আর সায়ংকালীন নীলা ও পীতাভ শ্বেতবর্ণ সূর্য্য রশ্মি সর্ব্বভূতের পরিবর্দ্ধনাদি সম্পন্ন করেন। তাই সন্ধ্যাবন্দনায় ঐ দেবীত্রয়কে ঐ ত্রিবর্ণেই ধ্যানের উপদেশ।

সমষ্টি বিশ্বে যেমতি ঐ শক্তিত্রয়ের স্থূলতঃ বিরাট প্রকাশ, ব্যষ্টি জীবদেহেও তদ্রূপ ঐ শক্তি বা দেবীত্রয় ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মকে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। "ইচ্ছা ক্রিয়াতথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।" ইচ্ছাশক্তি গৌরী, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী, এবং জ্ঞান শক্তিই বৈষ্ণবী আখ্যায় আখ্যাত। এই ত্রিগুণময়ী শক্তি বা দেবী ত্রয়ের আধারে, পুরুষ-বীজ-প্রাণ, সঞ্চারিত হইয়া এই প্রপঞ্চ জগৎ বিরচিত হইয়াছে। ইহা গুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া প্রাকৃত।

আর ত্রিগুণাতীতা অব্যক্তা পরা প্রকৃতি বা চিচ্ছক্তি হইতে জাত বলিয়া গোলক বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসাদি অপ্রাকৃত সৃষ্টি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহাই শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে সাত্বততন্ত্রবচনে কথিত হইয়াছে—

কৃষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড সংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে ;—

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞান শক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহংকারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥
মায়া দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তিবিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্তে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নি শক্তে ধরে দাহশক্তি॥

পূর্ব্বে দর্শনোপনিষদের উপদেশে প্রমাণীত হইয়াছে, যে প্রকৃতি

পুরুষ সংযোগ বশতঃই সৃষ্টি কার্য্যে শক্তিশালিনী হয়েন, এবং তাহাই যে বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাহাও দেখান গেল।

ত্রিগুণা প্রকৃতি সম্ভূতা প্রাকৃতিক সৃষ্টির উর্দ্ধে নাদ বা মায়া এবং তদূর্দ্ধে ব্রহ্মতালু বা ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানীয় বিন্দু অভ্যন্তরে অপ্রাকৃতিক রাজ্য বা সৃষ্টি, তথা হইতেই জীব-বীজ-প্রাণ, পুরুষ-ইচ্ছায় মায়াশ্রয়ে প্রণবাকারে জীব ও জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ঐ বিন্দুর বহির্দ্দেশে কারণ সমুদ্র ও বিরজা (বি, বিগত হইয়াছে রজোগুণ যাহা হইতে) এই বিরজার পারে পরব্যোমে ঐ বিন্দুর স্থিতি, এই বিন্দু বা ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে সহস্রদল পদ্ম তৎ কর্ণিকায় গোলকাদি অপ্রাকৃতিক সৃষ্টির প্রকাশ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২)
সহস্র পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎ কর্ণিকায়ং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥

এই অপ্রাকৃতিক স্তর হইতে জীব ও জগদ্বীজ প্রাণ, পুরুষ ইচ্ছায় মায়াশ্রয়ে ত্রিগুণময়ী প্রাকৃতিক ধর্ম্মে গতি প্রাপ্ত হইয়া প্রণবাকারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাৎ স্থূলতর হইয়াই দেহরূপে পরিণত হয়েন; পুরুষাংশ প্রাণের এই প্রকৃতি স্পর্শন, তাঁহারি বিশেষাভাস শ্রীশ্রীচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে—

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান॥
স্বাংশ বিশেষাভাস রূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীব রূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥

মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য তটস্থা জীব শক্তি প্রাণের সত্তায় উল্লিখিত রূপে অবস্থিত থাকিলেও তাহার সত্য স্বরূপ ঐ প্রকৃতির অর্থাৎ ত্রিগুণা মায়া প্রকৃতির অতীত বা বিপরীতে অবস্থিত। নাদ বিন্দু সহ প্রাণপ্রবাহ, প্রণবের আকৃতি মধ্যে ঐ সত্য স্বরূপের

অবস্থিতি অসবন্ত, কারণ তাহা ত্রিগুণময়ী মায়া প্রকৃতি বিধৃত। তাই ঐ সত্য স্বরূপ অব্যক্তা পরা বা চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে, নাদ বা মায়াকে স্পর্শ না করিয়া, মায়া ও ওকারের পার্শ্ব দিয়া, মধ্যস্থানে জীব হৃদ্ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাই উপনিষদাদি প্রামাণ্য শ্রুতি সকল হৃদ্‌গুহায় প্রাণ স্বরূপ পুরুষ চৈতন্যের অবস্থিতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু পুরাণ চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে চিচ্ছক্তি লাভের সাধন ক্রমে ঐ শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে—

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধীনি।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তথাহি বিষ্ণু পুরাণে (১।২১।৬৯)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ তাপ করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

চরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

সন্ধিনীর সার অংশ "শুদ্ধসত্ত্ব" নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥

*　　*　　*

কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান—সংবিতের সার।

*　　*　　*

হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম "মহাভাব"॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥

পরা প্রকৃতি এই চিচ্ছক্তি লাভের সাধনা করিতে হইলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে অপরা ক্ষেত্র হইতে, পরা ক্ষেত্রে লইতে হইলে, মূলাধারস্থ কুল কুণ্ডলিনীর চৈতন্য করিতে হয়। তাহাতেই হৃদগুহাশায়ী চিচ্ছক্তি

আখ্য পরা প্রকৃতি অন্বিত প্রাণাত্মার স্বপ্রকাশ ভাব প্রত্যক্ষ হয়। নিখিল জ্ঞেয় পদার্থ বিষয়ক সংশয় নিরস্ত হয়, এবং প্রারব্ধ ভিন্ন যাবতীয় কর্ম্মই বিনাশ পায়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

"মুণ্ডকোপনিষৎ"।

সাধক, আপনি বোধ হয় ভাবিতেছেন যে কথাটী বলা বা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা যত সহজ,সাধনাটী অনুষ্ঠান করা তত সহজ নহে। কিন্তু আমরা বলি শ্রীগুরু আদেশ ও তদুপদেশে তৎপ্রতি একাগ্র নির্ভর বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে সহজেই সুসম্পন্ন হয়, আমরা তদাদেশ বলে যাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি, তদিচ্ছায় তাহা অনুষ্ঠান শীল সাধক মাত্রেরই সহজেই সুসম্পন্ন হইবে। তবে এইটী মনে রাখিবেন যেমতি ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে দ্বিতল ত্রিতলে উঠিতে হয়; সাধনাও তদ্রুপ ক্রম অভ্যাসে অনুষ্ঠান করিতে হয়, ঐ ক্রম অভ্যাসের বিধান ও পর্য্যায় গুলি দ্বিতীয় খণ্ডে ধারাবাহিক রূপে ব্যক্ত আছে। প্রবন্ধ বিশেষের উপসংহারে তাহার আংশিক আভাষ প্রদান মাত্র।

প্রকৃতি তত্ত্বের এই সাধন রহস্যটী বুঝিতে হইলে সাধনালয় জড় দেহে তাহার অবস্থান ও কার্য্যাদি বিশদরূপে আলোচনা করিয়া লইতে হয়। নচেৎ পথের পরিচয় অভাবে পথিকের কর্ত্তব্য বিমূঢ়বৎ সাধন ক্ষেত্রে সাধকের চিত্তে ও বিকলতা উপস্থিত হয়। তাই এস্থানে তাহার কিছু পরিচয় দিয়া পরে সাধনাভাস দিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যদ্দারা বা যে শক্তি দ্বারা কোন কিছু কৃত হয়, তাহাকে প্রকৃতি বলে। তোমার দেহের কার্য্যাদি যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে তাহাই তোমার প্রকৃতি। তোমার প্রকৃতি তোমার দেহাধারে স্থান বিশেষে কার্য্য ভেদে বহু নামে অভিহিতা আছেন। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্বই প্রকৃতি এবং তদ্ শক্তিতে কার্য্য-শীল। তদ্ব্যতীত তোমার প্রাণাদি বায়বীয় ক্রিয়াগুলিও প্রকৃতি

শক্তির কার্য্য। নিদ্রায় জাগরণে, উত্থানে, পতনে, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বদাই তুমি তোমার প্রকৃতিশক্তিতে পরিচালিত। প্রকৃতির এই অনন্ত শক্তি মধ্যে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মক শক্তিত্রয়ই ফলতঃ সর্ব্বোপরি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে ইচ্ছা শক্তি, তমোগুণাত্মকে ললাটে থাকিয়া মন বুদ্ধি দ্বারা, জ্ঞান শক্তি, সত্বগুণাত্মকে হৃদয়ে থাকিয়া চিত্ত ও অন্তকরণ দ্বারা, আর ক্রিয়া শক্তি, রজগুণাত্মকে নাভি প্রদেশে থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ও বৈশ্বানর দ্বারা সর্ব্বদেহের কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিয়া জীবনীশক্তির পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও সংরক্ষণাদি করিতেছেন। কার্য্যক্ষেত্র ভেদে একের সহিত অপরের সম্মিলনাভাবে কেহই স্থিতি লাভে আদৌ সমর্থ হইতেছেন না। যতদিন ইহারা পরস্পরের সম্মিলনে স্থিতি লাভে সমর্থ না হইবেন, ততদিন তোমার প্রকৃষ্ট স্থিতি বা আত্যন্তিক শান্তি লাভ সর্ব্বথা অসম্ভব। ইহারা প্রকৃতির গুণ। প্রকৃতি যখন তাহারি এই গুণ ধর্ম্মে পরিচালিতা হন, তখন তিনি, অপরা বা অবিদ্যা ; আর এই গুণ ধর্ম্মের সমতা হইলেই সাম্যা, অব্যক্তা বা পরা বলিয়া অভিহিতা হয়েন। বেদাদি শাস্ত্র এবং শিক্ষাদি সহ সমস্ত জগৎ ব্যাপার গুণময়ী অপরা বিদ্যা এবং অবিদ্যা প্রকৃতি। উহা দ্বারা পরব্রহ্ম বিদিত হওয়া যায় না। অপরোক্ষ অবিনশ্বর ব্রহ্ম পদার্থ বিদিত হইতে হইলে, পরাপ্রকৃতির শরণ লইতে হয়। ইহা উপনিষদুক্ত উপদেশ—

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

"মুণ্ডকোপনিষৎ"।

পরা ও অপরা এই উভয় বিদ্যার মধ্যে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই সমস্ত শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা কহে। এবং যাহা দ্বারা অবিনশ্বর ব্রহ্ম পদার্থ বিদিত হওয়া যায়, তাহা পরা বিদ্যা বলিয়া কথিত।

এই পরা বিদ্যায় বা অব্যক্তসাম্যা প্রকৃতিস্তরে পৌছঁছাইতে হইলে, অবিদ্যা বা অপরা গুণময়ী প্রকৃতির গুণত্রয়ের সমতা বিধান করিতে পারিলেই তাহা সহজে সুসম্পন্ন হয়।

সত্ত্ব গুণ সত্তা জ্ঞানশক্তি, রজ গুণ সত্তা ক্রিয়াশক্তি, এবং তম গুণ সত্তা ইচ্ছাশক্তি, হৃদয়, নাভি ও ললাটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত থাকিয়া কার্য্যশীল থাকিলেও এই দেহে তাহাদের একত্র স্থান আছে। ঐ স্থানকে মূলাধার বলে, ঐ মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থানে যে ত্রিভুজ আকৃতি দেখিতেছ, উহাকে ত্রিপুর ক্ষেত্র বলে। উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূমি (বাহু) ইচ্ছা বা তমো গুণ, দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তীবাহু জ্ঞান বা সত্ত গুণ, বাম পার্শ্ববর্ত্তি বাহু ক্রিয়া বা রজোগুণ, এই ত্রিপুর ক্ষেত্রের একদিকে অপরা ও অন্যত্র বা বিপরীত দিকে পরা প্রকৃতি অবস্থিতা।

ভূমি অর্থাৎ পৃথিবী, অপ্ অর্থাৎ রস বা জল, অনল অর্থাৎ অগ্নি বা তেজ বায়ু ও আকাশ এবং মন বুদ্ধি ও অহংকারকে লইয়া অপরা প্রকৃতির অষ্ট স্তর। অপরা প্রকৃতির এই অষ্ট স্তর হইতেই জীবদেহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। অহংকার তত্ত্ব তাহার মূলস্থান, ঐ মূল হইতেই বৃক্ষের ন্যায় জীব ও জগৎ অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে প্রকাশিত। (অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রের সৃষ্টি রহস্য অহংতত্ত্বে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। এই প্রপঞ্চ সম্ভূত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতে সূক্ষ্ম অহং তত্ত্ব পর্য্যন্ত ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে পরা প্রকৃতির ক্ষেত্র। পরা প্রকৃতি অব্যক্তা ও সাম্যা। তাহার গুণ বৈষম্য অবস্থাই জীব ও জগদাকারে ব্যক্তা অপরা।

নিরাকার হইতে সাকারে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে, নির্গুণ হইতে সগুণে, চৈতন্য হইতে অচেতন জড়রূপে প্রকৃতির যে পরিণতি, তাহা পুরুষের ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই শক্তিত্রয় যখন আপনস্বরূপ পুরুষতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখনই তুরীয় ব্রাহ্মী স্থিতি, মুক্তি ও প্রেম ; আর প্রকৃতির গুণবৈষম্যে অনুপ্রাণিত হইলে অহংতত্ত্বনিষ্ঠ বদ্ধ জীব।

তন্ত্রে, প্রকৃতির গুণবৈষম্যে অনুপ্রাণিত অহংতত্ত্বনিষ্ঠ বদ্ধ জীবকে,

ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানাত্মক ত্রিপুর ক্ষেত্রাবদ্ধ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বেষ্টিত কুলকুণ্ডলিনী বলিয়াছেন। আর বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে ঐ শক্তিত্রয়ে আবদ্ধতাই আত্মার ত্রিপুট শৃঙ্খল বলিয়া উল্লিখিত। এই ত্রিপুট শৃঙ্খল উন্মোচন বা ত্রিপুরা ভৈরবী ক্ষেত্র ভেদ করিতে পারিলেই অব্যক্তা পরা প্রকৃতি ক্ষেত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অপরা প্রকৃতির গুণ বৈষম্যের সমতা বিধান, আর জীবাত্মার ত্রিপূটী বা ত্রিপুরা ভৈরবী চক্রভেদ অথবা কুলকুণ্ডুলিনীর চৈতন্য সম্পাদন, এ সমস্ত একই কথা ও এক সাধনা মাত্র।

ধূম আলোক ও তাপ যেমতি কোন আধারস্থ অগ্নির মধ্যে হইতেই নির্গত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে কার্য্য করে। তদ্রূপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি, পরা প্রকৃতি হইতে নির্গত হইয়া মূলাধার অবলম্বনে স্থূল দেহে, স্থান ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে কার্য্য করিতেছে। কাম বাচক অহংতত্ত্বনিষ্ঠ বদ্ধ জীবাত্মার ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতির গুণবৈষম্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ললাটে মনঃরূপে, বিষয় সংকল্প ও ভাবনাদির দ্বারা পরিচালিত। জ্ঞানশক্তি, হৃদয়ে চিত্তাদি বুদ্ধি অন্তকরণ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। আর ক্রিয়াশক্তি নাভিতে শ্বাস প্রশ্বাস ও বৈশ্বানর রূপে ভূক্ত অন্নের পরিপাক ও রস রক্তাদির দ্বারা জীবনীশক্তির পোষণ,বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি করিতেছে।

মূলাধার পদ্মে ঐ শক্তিত্রয়ের একত্রে সম্মিলিত স্থানই ত্রিপুর ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র মধ্যে কামাখ্য জীবাত্মা আবদ্ধ থাকিয়া অপরা প্রকৃতির গুণ বৈষম্যে পরিচালিত। "কোণং তত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিবিলসৎ কোমলং কামরূপং॥ কন্দর্পোনাম বায়ুর্বিলসতি সততং তস্যমধ্যে সমন্তাৎ।" "ষট্‌চক্র" মূলাধার পদ্ম কর্ণিকা মধ্যে ত্রিপুরা দেবী সম্বন্ধীয় ত্রিকোণ যন্ত্রে কন্দর্প নামক বায়ু যথেচ্ছাক্রমে শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করতঃ জীবাত্মাকে স্বীয় অধীনে রাখিয়াছেন।

অগ্নি হইতে যেমতি ধূম উৎপন্ন হইয়া অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে। তদ্রূপ মূলাধার পদ্মের অন্তরস্থ পরা প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণ প্রসূত এই দেহ বা অবিদ্যা প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়া পরা প্রকৃতিকে আবৃত

করিয়া রাখিয়াছে। এই আবরণ ভেদ বা ঐ ত্রিপুটী শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে না পারিলে, তুমি অন্য কোন সাধনায় কিছুতেই পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে পৌঁছাইতে পারিবে না। আর ঐ পরা বিদ্যার অধিকার ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যেও কখন তোমার হৃদয়-গ্রন্থী ভেদ হইবে না। তদ্ব্যতীত তোমার সকল সুখ, শান্তি, সিদ্ধি এমন কি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রভৃতি সকলি বৃথা।

সাধক! ইহার অনুষ্ঠান পদ্ধতি সর্ব্বশাস্ত্রে বহু প্রকারে বর্ণিত আছে। এবং তুমিও যে তাহার কিছু অনুশীলন করিতেছ না তাহাও আমরা বলিতেছি না। তবে আমাদের বলিবার বিষয় এই যে ঐ অদৃশ্য অপরিচিত ক্ষেত্রে বা পথে কখন একাকী চলিতে যাইও না এবং তাহা কখন পারিবেও না। ঐ ক্ষেত্রে যাইতে হইলে, একজন ঐ ক্ষেত্রাভিজ্ঞ সঙ্গীর প্রয়োজন। শাস্ত্রের কথায় এই সঙ্গীকে গুরু বলে। দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে এই গুরু শক্তি, দ্বিবিধ রূপে সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন। তবে এই প্রকাশ কখন কাহার নিকট শাস্ত্র মার্জ্জিত নির্ম্মল বুদ্ধি ও বিদেহী স্বপ্নাদেশে হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তদপেক্ষা কোন দেহ অবলম্বনে প্রকাশিত হইলে সাধকের পক্ষে সাধনাটী বিশেষ সহজ সাধ্য হয়।

যদি তোমার ঐরূপ কোন গুরুকরণ হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতি দৃঢ় একাগ্র বুদ্ধিতে, তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাহার ভালবাসা তোমাতে সঞ্চার করিয়া লও। ইহাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে শক্তি সঞ্চার বলে। এ শক্তি সঞ্চার শাস্ত্র মার্জ্জিত নির্ম্মল বুদ্ধি ও বিদেহী স্বপ্নাদেশ এবং সৎসঙ্গাদিতেও সঞ্চারিত হয়।

যে কোন প্রকারেই হউক ঐ শক্তি সঞ্চারের বলে তোমার ললটাস্থ ইচ্ছাশক্তি, হৃদয়স্থ জ্ঞানশক্তি এবং নাভিস্থ ক্রিয়াশক্তি, ধরিয়া, অর্থাৎ আকর্ষণে আয়ত্বে আনিয়া, উহাদের সম্মিলিত স্থান মূলাধার পদ্মে লইয়া যাও, অর্থাৎ ঐ পদ্মে ধ্যানপ্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ মূলাধার পদ্ম ভাবনা দ্বারা মনশ্চক্ষে দেখিতে থাক। কিছুদিন ঐ শক্তি বা ধ্যান ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে,অর্থাৎ মূলাধার পদ্মে মন অভিনিবিষ্ট হইলেই,

তুমি অনেকানেক, ধারণা, জ্ঞান ও শান্তি প্রভৃতি শক্তির প্রত্যক্ষানুভূতিতে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়িবে। সে সমস্ত বিস্তৃত পরিচয় ক্রিয়াকাণ্ডের যথা স্থানে পাইবে।

এই ধ্যান ফলে ঐ শক্তিত্রয় স্বস্থানে আসিয়া (Equlibrum) সমতা প্রাপ্ত হইলেই উহারা কেন্দ্র ভেদ করে। তাহাতেই পরা প্রকৃতি ক্ষেত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার অবিদ্যা আবরণ আত্মার ত্রিপুটী শৃঙ্খল উন্মোচিত হইয়া হৃদ্‌গ্রন্থীভেদ অর্থাৎ অনাহত পদ্ম মধ্যস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে তোমার প্রাণ, পুরুষ প্রকৃতি ও ইষ্টের স্বরূপ দর্শন ও স্থিতি লাভে সামর্থ্য আনিয়া দিবে। সুষম্নার অভ্যন্তরস্থ এই পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে, তোমার মনঃ প্রাণ যতই স্থিতিলাভে সমর্থ হইবে, ততই মায়া বা অপরা প্রকৃতি, দৃক্‌শক্তির গোচর হইতে থাকে। ইহাকেই বলে "প্রকৃতি বিবক্তমেব মোক্ষঃ।"

এ পর্য্যন্ত আমরা মায়া, প্রাণ, পুরুষ, প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি। তাহার ধারণা ও সাধন-রহস্যের ভাবটী এই স্থানে আর একবার উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তত্ত্ব যাহা সাধকের সাধনা মার্জ্জিত নির্ম্মল ধীর অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি ব্যতীত ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহাই সাধারণের নিকট ভাষায় লিখিয়া ব্যক্ত করা অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে বোঝাইয়া দেওয়া, পঙ্গুর সাগর লঙ্ঘনবৎ সুকঠিন। তথাপি আমাদের উদ্যম চেষ্টা সে, শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন মাত্র। কার্য্য তাঁহার, কর্ত্তা তিনিই, বোঝারূপ ক্রিয়া ফলটী তদ্ব্যতীত আর কোথায় প্রকাশ হইবে। তাই দেবী মাহাত্ম্যে শ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বস্য বুদ্ধি রূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।" তুমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ। তাই বলি, হে সর্ব্বজীবের হৃদ্‌গুহাবাসী গুরুরূপী বুদ্ধি! তোমার বিষয় তুমিই বুঝিয়া লও।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহার সার ভাব এই যে, স্বয়ং শ্রীভগবান অচিন্ত ও অনন্ত শক্তি সম্পন্ন। তিনি ইচ্ছা করিলে, সাধকের সাধন-ক্ষেত্র হৃৎপদ্মে তাহার ভাব অনুযায়ী যে

কোন রূপে প্রকাশ হইতে পারেন, সর্ব্ব সময়ে তিনি দীপ কলিকাকারে হৃৎ-পদ্মে অবস্থিত আছেন, তাঁহার শক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ভেদে দ্বিবিধা, অন্তরঙ্গা শক্তি অব্যক্তা পরা প্রকৃতি, ইহাকে স্বরূপ শক্তিও বলা হয়। বহিরঙ্গা শক্তি সৃষ্টি, স্থিতি লয় ধর্ম্মে সত্ব রজঃ, তমো গুণাত্মকে মায়া বা অপরা এবং অবিদ্যা প্রকৃতি নামে আখ্যাত। স্বয়ং শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি পরিবর্ত্তন শীল কোন ধর্ম্মই নাই। মাত্র পরা প্রকৃতি সাহায্যে বা অবলম্বনে সচ্চিদানন্দময় রস আস্বাদনই কার্য্য। ঐ সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মী তাঁহারি একটী চিৎ কণ, তাহার ইচ্ছায় তাহার ঐ বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ মায়া গর্ভাশ্রয় করিয়া এই জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হয়। তাঁহার ঐ চিজ্জ্যোতি কণা প্রাণের মায়া গর্ভাশ্রয়ে যে সত্ব রজ তমঃ, অকার উকার মকারে, জগৎ ও জীবরূপে পরিণতি রূপ গতি বা প্রবাহ তাহাই প্রণব। এই প্রাণ প্রবাহ-প্রণবে, মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে বা আত্মায় এই দেহাধার জীব ও জগদ্‌ভ্রমের উৎপত্তি। এই জগৎ ও জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি সর্ব্বাধারের অন্তর্দ্দেহেই ঐ প্রাণ বা প্রণব গতি বর্ত্তমান আছে। সেই গতির আধার বা মূল স্থান মায়া। জীব ও জগৎ সংসার মায়া গর্ভ সম্ভূত প্রাণগতি বা প্রণব রূপ অশ্বত্থের কাণ্ডশাখা প্রশাখা পল্লবাদি। প্রাণের আদিম নিবাস স্থান স্বয়ং শ্রীভগবান বা ব্রহ্মের দিব্যধামে হইলেও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অবলম্বনেই তাহার জীব ও জগৎরূপে পরিণতি বা প্রকাশ। তাই স্বতঃই তাহার স্থান উর্দ্ধে। এবং আবরণ শক্তিতে আত্মস্বরূপ একাংশ আবৃত করেন বলিয়াই অর্দ্ধচন্দ্রাকার নাদরূপে মায়ার ধারণা করিতে হয়। তদূর্দ্ধে স্বয়ং শ্রীভগবান বা ব্রহ্মের অবস্থান। শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে নিজ দেহ মধ্য হইতে ঐ প্রণবকে উদ্ধার করিয়া প্রাণের ধর্ম্মে মায়া ভেদ করিতে পারিলেই, বিন্দু মধ্যে গুহা নিহিত অখণ্ডমণ্ডলাকার রূপ বা মূর্ত্তি। যাহার একাংশে বিশ্বরূপ ধারী সগুণ সাকার ব্রহ্ম, অপরাংশে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সমন্বয়াত্মক পরব্রহ্মের প্রকাশ। সাধন অনুষ্ঠানে মায়া ভেদ হইলে, ঐ সগুণে

নির্গুণে ব্রহ্ম সমন্বয়াত্মক পরব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের প্রকাশ এবং সাধকের তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি, হৃদয়েই হইয়া থাকে। অব্যক্তা চিন্ময়ী পরা প্রকৃতি অবলম্বনে ঐ সর্ব্ব সমন্বয়াত্মক ভাব বা অবস্থা, মায়া বা অকার উকার মকারাত্মক প্রণবের পার্শ্ব অর্থাৎ পৃষ্ঠ দেশ দিয়া আসিয়াই হৃদ্‌গুহায় নিহিত রহিয়াছে। তাহাই উপনিষদে উক্ত আছে,—

"হৃদ্যাকাশে তদ্বিজ্ঞানমাকাশং তৎশুষিরমাকাশং তদ্বেত্যং হৃদ্যাকাশং তস্মিন্নিদঞ্চ বিচরতি যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতং প্রোতম্॥

ব্রহ্মরূপ বস্তু কোন্ স্থানে প্রকাশ পাইতেছেন, এবং তাঁহার স্বরূপ কীদৃশ, তাহাই বলা যাইতেছে। ব্রহ্মরূপ পদার্থ হৃদয়াকাশে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি বিজ্ঞান অর্থাৎ চিদ্রূপ এবং স্বচ্ছ, বাহ্য আকাশ পৃথক্ বস্তু, ছিদ্র স্বরূপ কিছুই নয়। কিন্তু হৃদয় প্রদেশই ব্রহ্ম পদার্থের বিচরণ স্থান, অর্থাৎ তিনি হৃদয় গুহায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। নিখিল দৃশ্য বস্তুই ওতপ্রোত ভাবে ইহাতে সংস্থিত আছে।

নিজ হৃদ্‌গুহা নিহিত ঐ ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি করিতে হইলে মেরুদণ্ডটী অবলম্বন করিয়া নিজ প্রাণপ্রবাহ প্রণবকে উদ্ধার করিতে হয়। "ততো প্রণব মুদ্ধৃত্য সুমেরুসেতু রূপকং।" এই প্রণবতত্ত্বে সাধকের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার বিন্দু নাদাদির ও প্রণবের আকৃতি প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। এবং জীবদেহে তাহার অবস্থানাদির কথাও বলিয়াছি। পুরুষতত্ত্বের আলোচনায় পুরুষ একান্তাদ্বৈতেব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বব্যাপক অথচ দীপ কলিকাকারে জীব হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ইহাই বলিয়াছি। তাহাতে পাঠকের মনে সংশয় আসিতে পারে সর্ব্ব ব্যাপক বস্তু অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকারে জীব হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন কি প্রকারে?

ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে সংশয়ের কারণ কিছুই নাই। কারণ আমরা তেজঃপুঞ্জের আধার সূর্য্যের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, সূর্য্য একস্থানে থাকিয়া কম্পন বা বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা কিরণ

প্রবাহরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া আশ্রয়ের গুণ বৈচিত্র্য বশতঃ অয়স্কান্ত মণি প্রভৃতিতে সংহত তেজপুঞ্জাকারে প্রতি-ফলিত হন। পুরুষও সেইরূপ নিজ দিব্য জ্যোতি প্রবাহ রূপে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া অর্থাৎ নিজ দিব্য জ্যোতিতে অপরা প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয়া; পরা প্রকৃতি ক্ষেত্র জীবের হৃদ্‌গুহায়, ঐ ক্ষেত্রের বিশেষত্ব নিবন্ধন সংহত জ্যোতিপুঞ্জরূপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত দীপ কলিকাকারে প্রকাশিত আছেন; তাহাতে কোন সন্দেহ আসিতে পারে না।

অব্যক্ত ও ব্যক্ত, অর্থাৎ পরা ও অপরা প্রকৃতি ভেদে পুরুষের প্রকাশ স্বভাব দীপ কলি ও প্রণবাকারেই অভিব্যক্তি। তন্মধ্যে দীপ কলিকার অবস্থাটী সাধন পরিপাকে সাধকের হৃদ্‌পদ্মেই প্রকাশিত। আর পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে সুষম্না মধ্যস্থ প্রণবাকার ব্রহ্মসূত্রে এই জগৎ, মণির ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।" তাহাই সাধনারম্ভেই নিজ মেরুদণ্ডাবলম্বনে এই প্রণবকে উদ্ধার করিয়া জ্ঞাত হইতে হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা নামক চিত্রে প্রণবের নাদ বিন্দুর নিম্নে প্রণবের আকৃতি মধ্যে দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ ও দৃশ্যশক্তি বা প্রকৃতিকে দেখাইয়াছি। তাহাই প্রকৃতির সাম্যা অব্যক্ত পরা অবস্থা। প্রণবের অবলম্বনে নাদ বা মায়া ভেদ করিতে পারিলেই ঐ অব্যক্তা পরা অবস্থা, হৃদয় গুহায় অষ্টদল পদ্মে প্রকাশ হয় বলিয়াই এবং অব্যক্তা পরা অবস্থা হইতেই, ব্যক্ত অপরা জীব ও জগৎ প্রকাশ হয় বলিয়া; আমরা প্রণবের মধ্যেই *ঐ অদ্বয় অবস্থা দেখাইয়াছি।*

প্রকৃতির ঐ সাম্য অব্যক্ত ভাব হইতে যে *সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত অবস্থা* তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিতেছি।

সপ্তম অধ্যায়।

মহত্তত্ত্ব।

মহত্তত্ত্ব আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক স্তরত্রয়ের বীজা-ধার, সর্বোপরি মহান্-তত্ত্ব। পুরুষ চৈতন্য বা আত্মা সম্বন্ধীয় ভাব, ও জগৎ এবং জীব সম্বন্ধীয় চিন্তা, এতদুভয়ই ঐ মহত্তত্ত্ব অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত। এই ভাব ও চিন্তা সমূহ সহ জগৎ ও জীব ঐ মহত্তত্ত্বে বীজবৎ প্রসুপ্ত থাকিয়া তাহা হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় এই তত্ত্বকে "The first step or prineiple evolved from nature being. The fundamental intellectual and first step to words creation" বলে।

যোগী মহাপুরুষগণ আধ্যাত্মিক স্তরের এই মহত্তত্ত্বটিকে ধরিয়া যোগলীলার চরম পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যে অপূর্ব্ব কৌশলে, তাঁহারা তাঁহাদের, যোগলীলা-পুত্তলী-সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, এই মহান তত্ত্বটিকে লইয়া নিরন্তর ক্রীড়া নিরত, যে ক্রীড়ার স্বর্গাদপি গরীয়সী মহিমায়, আর্য্য জাতি, আর্য্য ঋষি, অপৌরুষেয় শ্রুতি বেদ মন্ত্রের অবতারণা করিয়া চিরতরে জগৎপূজ্য; যাহার সুমহান প্রতিভায়, মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি, সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশে নিয়ত তটস্থা, সহৃদয় পাঠক! আইস আমরা সেই গুরুশক্তি মহত্তত্ত্বের ধারণাটি আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু জড় লেখনীপরিচালনায় ভাষা দ্বারা সমষ্ঠি ভাব এককালীন অভিব্যক্তি একান্ত অসম্ভব বিধায়, এবং বুদ্ধিরও ধারণা সামর্থ্যের অভাব বশতঃ আমাদিগকে মহত্তত্ত্বের ভাব ব্যষ্টি বা আংশিক রূপে লিখিতে হইতেছে। এই মহান্ সমষ্টি মহত্তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ, উপ-যোগিতা ও সাধনাদি হিরণ্যগর্ভের আলোচনায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইবে। সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গবৎ মহত্তত্ত্ব ও হিরণ্যগর্ভ একেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র।

পদার্থের সত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাহা লইয়া আলোচনা বা কার্য্য করিতে যাওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ভারতীয় আর্য্য দার্শনিকগণ, সাধন পথের অবিরোধে অতি সুন্দর রূপেই মহত্তত্বের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাই আমরাও দার্শনিক সিদ্ধান্তে মহত্তত্বের সত্যতা প্রাতিপাদন করিয়া, পরে যোগমার্গে তাহার বিশিষ্ট উপযোগিতা দেখাইব।

দর্শন পিতামহ সাংখ্যদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে দার্শনিক নিয়মে এই সকল তত্ত্বের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র উহারি প্রত্যাবৃত্তি মাত্র হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য দর্শনই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়। এখানে একটু বলিয়া রাখিতেছি বর্ত্তমান সময়ে "দর্শন" এই শব্দটি শুনিলে প্রায় লোকেরই মনে হইয়া থাকে, দর্শন কঠোর নিরস জ্ঞান এবং তর্কভাণ্ডার মাত্র। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

যে শাস্ত্র দ্বারা, পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞান হইতে অনুভূত, চরাচর বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যগুলির নিয়ম, অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাব, বস্তুর পারমার্থিকতা ও অপরমার্থিকতার সহিত সুপ্রমাণিত হয়, তাহাকেই আচার্য্যগণ দর্শন শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দর্শন এই শব্দটি "দৃশ্যন্তে (জ্ঞায়ন্তে) সোপপত্তিকং পদার্থাঃ, অনেন তদ্দর্শনম্" এই অর্থে করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে।

আদি বিদ্বান সিদ্ধ মহাত্মা কপিল, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া (১) প্রকৃতি (২) মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ, (৩) অহংকার, (৪) শব্দতন্মাত্রা, (৫) স্পর্শতন্মাত্রা, (৬) রূপতন্মাত্রা, (৭) রসতন্মাত্রা, (৮) গন্ধতন্মাত্রা, (৯) আকাশ, (১০) বায়ু, (১১) তেজ, (১২) জল, (১৩) ক্ষিতি, (১৪) শ্রোত্র, (১৫) ত্বক, (১৬) চক্ষুঃ, (১৭) জিহ্বা, (১৮) নাসিকা, (১৯) বাক, (২০) পাণি, (২১) পাদ, (২২) পায়ু, (২৩) উপস্থ, (২৪) মনঃ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিটি মৌলিক অর্থাৎ মানুষের চেষ্টার বাহিরে উৎপন্ন পদার্থ স্থির করিয়াছেন। মানুষ নিজের চেষ্টার বলে মাটী অথবা কাষ্ঠ হইতে পুতুল ও নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে; কিন্তু ঐ

পুতুলের বা বস্তুর উপাদান, মাটী বা কাষ্ঠ যেমন মানুষ কখনও প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে না, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মেই উৎপন্ন আছে। সেইরূপ মহত্তত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, পুরুষসম্বন্ধপ্রাকৃতিক নিয়মে, প্রকৃতি হইতেই মহৎ, মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতেই পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহারা মৌলিক, এবং মৌলিক বলিয়াই পৃথক পৃথক পরিগণিত।

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কথিত চতুর্ব্বিংশতি তত্বের অন্তর্গত যে দ্বিতীয় তত্ব তাহাই মহত্তত্ব। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি এই তত্বটিকে সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টি করেন বলিয়াই উহা মহান। সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে পরস্পরের যে স্বতন্ত্র অনুভূতির অবস্থা তাহাকেই মহত্তত্ব বলে। সাংখ্য সূত্রে উক্ত আছে,—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহংকারঃ,অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি, উভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

"সাংখ্যসূত্র ১ম অঃ।"

সত্বরজঃ তমঃ গুণের সমতাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহংকার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ বায়ু, তেজ,জল, ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূত,পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ এই চতুর্ব্বিংশতি এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিগণ।

মহত্তত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনে ভগবান কপিল সংক্ষেপে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ॥ "২য় অঃ ৯ম সূত্র।"

অনুরাগ (ভোগ্য ভোক্তৃভাব) অর্থাৎ জ্ঞেয় প্রকৃতির জ্ঞাতা পুরুষের অপেক্ষা এবং জ্ঞাতা পুরুষের জ্ঞেয় প্রকৃতির অপেক্ষা, তাহা

হইতেই মহদাদির সৃষ্টি। এবং বিরাগ হইতেই যোগ অর্থাৎ পরস্পরে একত্র স্বরূপে অবস্থিতি।

প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রূপে দর্শন করাই পুরুষের ভোগ। পুরুষে জ্ঞান বা দৃক্‌শক্তি থাকায়, দৃশ্যশক্তি মায়া বা অপরা প্রকৃতির জ্ঞান, পুরুষের হয়। অব্যক্তা পরা প্রকৃতি সহ পুরুষ, নিরবচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দময় হইলেও অনাদি আগত জীব ও জগতের সংস্কার রূপ বীজাবস্থা সংহত হইয়া ঐ মায়া অপরা বা দৃশ্যশক্তি আত্মক প্রকৃতি রূপে, জ্ঞান বা দৃক্‌শক্তি আত্মক পুরুষের বিষয়ভূত হয়। এইরূপে পুরুষের দর্শনরূপ ভোগের বিষয় হওয়াতে প্রকৃতি ভোগ্যা। সুতরাং নিজের ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভোক্তা পুরুষের যেরূপ প্রকৃতিকে দেখার প্রয়োজন, সেইরূপ প্রকৃতি যে ভোগ্যা তাহা স্থির রাখিবার জন্য পুরুষ কর্ত্তৃক দর্শন ও প্রকৃতির আবশ্যক, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিকে দেখিলেই প্রকৃতি ভোগ্যা হইতে পারেন। এইরূপে প্রকৃতি পুরুষের পরস্পরের অপেক্ষা রূপ আবশ্যকেই মহদাদির উৎপত্তি। ইহা পরস্পরের ভোগ্য ভোক্তৃভাব রূপা অনুরাগ হইতে জাত।

পরস্পরের অনুরাগ ভেদে কখন সৃষ্টি কখন মুক্তি সম্পন্ন হয়। পুরুষের প্রকৃতি অনুরাগে সৃষ্টি, আর প্রকৃতির পুরুষ অনুরাগে মুক্তি। ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানশক্তিযুক্ত পুরুষের চিদ্বীর্য্যের প্রকৃতি ক্ষেত্রে যে ক্ষরণ বা পরিহার তাহারি নাম সৃষ্টি। তাহা পুরুষের অনুরাগ বা ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত দৃক্‌শক্তির ঈক্ষণ মাত্র। "সঃ ঈক্ষতে লোকানু সৃজয়া।" শ্রুতি। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত দৃক্‌শক্তির ঈক্ষনে অর্থাৎ দর্শনে লোক সকল সৃষ্ট হয়। তাঁহার দৃক্‌শক্তির ঈক্ষনেই তাঁহারি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় চিদ্বীর্য্য প্রাণ, প্রকৃতি ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়াই মহদাদি সূক্ষ্মতত্ব সহ স্থূল জীব ও জগদাকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কপিল বলিয়াছেন ;—

দৈবাৎ ক্ষোভিত ধর্ম্মান্যাং স্বস্যাং যোনৌপরঃ পুমান।
আধত্তবীর্য্যং সাহ সূত মহত্তত্বং হিরন্ময়ম॥

সংস্কারাগত দৈবরূপ অদৃষ্টে, প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে পরম পুরুষ, প্রকৃতিক্ষেত্রে বীর্য্যাধান করেন, তাহাতেই হিরন্ময় মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥
কালবৃত্ত্যা তুমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূত্যেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥
ততো ভবন্মহত্তত্ব মব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্ম দেহস্থঃ বিশ্বব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥

"শ্রীমদ্ভাগবত।"

হে মহাভাগ; দ্রষ্টা স্বরূপ ভগবান, আপনার কার্য্য কারণ রূপা যে শক্তি দ্বারা এই প্রত্যক্ষ বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কার্য্য কারণ রূপা ঐশী শক্তিকে মায়া কহে। জ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা-বিষ্ণু সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ বীর্য্য বপন করিলেন। তৎপরে কাল প্রেরিত সেই অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে তমোনাশক বিজ্ঞানাত্মা মহত্তত্ব উৎপন্ন হইয়া এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিল। ঐ অংশ স্বরূপ চিদ্বীর্য্য কালের অধীন মহত্তত্ব, নারায়ণের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টির জন্য আপনাকে আপনি রূপান্তরিত করিলেন।

এই প্রকৃতি ক্ষেত্রে পরমাত্মার অংশ স্বরূপ যে চিদ্বীর্য্যের আধান, তাহা অনাদি সংস্কারাগত দৈবরূপ অদৃষ্ট বশতঃ গুণ প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে, পরম পুরুষের ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত দৃকশক্তির ঈক্ষন রূপ প্রকৃতি অনুরাগে মুলতঃ সৃষ্টি রহস্য। ইহা প্রকৃতিপ্রধানা, তাই সাংখ্য দর্শনকার ভগবান কপিল, জ্ঞাতা পুরুষের জ্ঞেয় প্রকৃতি অপেক্ষা রূপ রাগ ধর্ম্মে সৃষ্টি বলিয়াছেন। আর ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞেয় প্রকৃতির অনুরাগী না হইয়া বিরাগে স্ব স্বরূপে অবস্থিত থাকিলেই, প্রকৃতির যে পুরুষে অনুরাগ

এবং তদনুরাগে সাম্যাবস্থায় পুরুষ সহ একত্বরূপে অবস্থিতি তাহাই যোগ। তাই যোগ সূত্রে ভগবান পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন ;—

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥" "সমাধি পাদ ৩য় সূত্র।"

চিত্ত বা প্রকৃতির গুণবৃত্তির নিরোধ হইলে, সাম্যাবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ স্বরূপে প্রকৃতি অবস্থিত হয়েন। ইহারি নাম "প্রকৃতি বিবক্ত-মেব মোক্ষঃ" বা কৈবল্য। এই বিষয়টি দর্শন শাস্ত্র একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে,—

একটি পঙ্গু আর একটি অন্ধ, তাহাদের কএকটি প্রতিবেশীর সহিত মিলিত হইয়া, অত্যন্ত দুর্গম বনভূমির মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছে। এমত সময়ে আকস্মিক দৈববিড়ম্বনায় ঐ পঙ্গু ও অন্ধ তাহাদের প্রতি-বেশী পথ প্রদর্শক ও বাহক সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দস্যুহস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইল। তখন ঐ পঙ্গু ও অন্ধ পরস্পরে কথোপকথনে উভয়ে উভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থান লাভের জন্য মিলিত হইয়া অর্থাৎ অন্ধ পঙ্গুকে নিজস্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পঙ্গুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে চলিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা অভিপ্রেত স্থানে পহুঁছাইলে, উভয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় পরস্পরে বিভক্ত হইল। সেইরূপ দৃক্‌শক্তি সম্পন্ন স্থানু পুরুষের সহিত, ক্রিয়াশক্তি সম্পন্না প্রকৃতি, মোক্ষ বা কৈবল্যার্থ মিলিতা হইয়া, গুণবদ্ধ পুরুষের মোক্ষ সাধন করিয়া নিবৃত্তা হয়। তখন দ্রষ্টা পুরুষ গুণ প্রকৃতিকে বিভক্ত দেখিয়া কৈবল্য লাভ করেন। এইরূপে উভয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই প্রকৃতি সমতা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ সহ চির সম্মিলিতা হন। তাই ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার সাংখ্য কারিকায় বলিয়াছেন,—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধ বদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃত সর্গঃ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর, অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষের এবং পুরুষের সহিত প্রকৃতির যে মিলন, তাহা পুরুষের দর্শন উদ্দেশ্যেই

হইয়া থাকে। তাহাদের কখনও বা পঙ্গু অন্ধের ন্যায় পরস্পরের মিলন সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, এরূপে যে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ তাহা হইতেই মহদাদির সৃষ্টি।

যোগী মহাপুরুষগণ তাহাদের যোগলব্ধ ধৃতিশক্তির বলে বুদ্ধিকে, নিজ হৃৎপুণ্ডরীকস্থ প্রাণাত্মায় মিলাইয়া, প্রকৃতির আদি ও প্রথম গুণ বিকার ঐ মহত্তত্বকে স্বতন্ত্র রূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন। তাহাতে ঐ মহত্তত্ব যোগ ক্রীড়নক পুত্তলীবৎ তাঁহাদের ইচ্ছা শক্তিতে পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতি জাত সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান প্রকাশ এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্যবৎ গুণ প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে থাকে।

"সত্ত্বপুরুষান্যথাখ্যাতিমাত্রস্য
সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ॥

"পাতঞ্জল বিভূতিপাদ ৫০ সূত্র।"

মহত্তত্ব নামক প্রকৃতির সত্বগুণাত্মক যে প্রথম বিকার এবং পুরুষ, এই দুইয়ের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ পরস্পরের যে পার্থক্য জ্ঞান যোগিগণ সেই জ্ঞানের প্রতি কৃতসংযম হইয়া সর্ব্ব বস্তুর উপর প্রভুত্ব, এবং সমুদায় পদার্থের জ্ঞান এই দুই ক্ষমতা লাভ করেন। তাই প্রবন্ধ প্রারম্ভে বলিয়াছি মহত্তত্বের সুমহান্ প্রতিভায়, মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশে নিয়ত তটস্থা থাকেন।

সত্ব গুণ সম্পন্ন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্বরূপ এই মহত্তত্বটী জীব ও জগতের আদি স্থানীয় সর্ব্বোপরি প্রধান গুরুতত্ত্ব। এই তত্ত্বের শক্তিতে সাধনা, সিদ্ধি, জ্ঞান এবং পুরুষ চৈতন্যে সাধকের প্রকৃষ্ট স্থিতি লাভ হয়। আমরা যে বিশুদ্ধ জ্ঞানময় প্রজ্ঞা স্বরূপের আরাধনা করি, যে তত্ত্বের বলে বা বিকাশে সাধকের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের আলোকে অখণ্ডমণ্ডলাকারেব্যাপ্ত পরম অব্যয় পদের দর্শন লাভ হয়, শাস্ত্রে গুরু বলিয়া সেই সর্ব্বোপরি মহান্ শ্রেষ্ঠ মহত্তত্বই কথিত হইয়াছে।

মহানাত্মামতি বিষ্ণু র্জিষ্ণুঃ শম্ভু,শ্চবীর্য্যবান্।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা খ্যাতি র্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥

মহত্তত্ত্ব আত্মা, বিষ্ণু জিষ্ণু, শম্ভূ, বীর্য্যবান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি ধৃতি ও স্মৃতি নামে আখ্যাত। তাই এই তত্ত্বটী সমস্ত জীব বা জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় আদিতত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব যাহার ভিতর যে পরিমাণে বিকাশ হয়, তিনি সেই পরিমাণেই জ্ঞান সম্পন্ন হয়েন। জীব প্রকৃতি ভগবদ্ অভিমুখীন হইয়া তদনুরাগে গুরু শাস্ত্র উপদেশ অনুযায়ী সাধনায় একনিষ্ঠ হইতে পারিলেই গুরুকল্প মহত্তত্ত্বের ক্রম বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

এ পর্য্যন্ত আমরা দর্শন ও ভাগবত প্রমাণে মহত্তত্ত্বের যে আলোচনা করিয়া তাহাতে যে সাধন সম্পদ্ সম্পন্নতার আভাস অবতারণা করিয়াছি, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মহত্তত্ত্বটি আরো একটু ভাল করিয়া ধারণা করার প্রয়োজন।

এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে যে অবস্থা বা পদার্থ আদি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞাতা পুরুষ চৈতন্যে জ্ঞেয় প্রকৃতির প্রকাশ-জ্ঞান উৎপন্ন করে, অর্থাৎ চৈতন্যময় পুরুষের জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম-বিকাশ, যাহা প্রতি প্রলয় অন্তে, অব্যক্তা সাম্যা পরাপ্রকৃতির সাম্যা-বস্থা ভঙ্গ বা বিচ্যুতি করিয়া, বৈষম্যে প্রথম অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত এবং পুরুষের সংযোগ বশতঃ, অব্যক্তা পরা প্রকৃতির ব্যক্ত রূপে প্রথম যে আবির্ভাব তাঁহাই মহত্তত্ত্ব।

নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় পুরুষের জ্ঞানশক্তির উপর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অবস্থাদ্বয় উদ্ভাসিত হইলেই, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি বা ভঙ্গ হইয়া স্বতন্ত্ররূপে পরস্পরের অনুভূতি হয়। প্রকৃতির এই স্বতন্ত্র অনুভূতিতেই গুণবৈষম্যে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে ;

"সবিকারাৎ প্রাধানাত্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে।
মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা॥"

"মৎস্য পুরাণ"

প্রকৃতির সবিকার অর্থাৎ গুণবিক্ষোভবশতঃ বিকার উপস্থিত হইলে, প্রকৃতি হইতে স্থূল মহত্তত্বের উৎপত্তি হয়। ইহাই মহান অর্থাৎ সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া খ্যাত। সর্ব্বলোক অর্থাৎ এই বিশ্ব সৃষ্টি এই মহত্তত্ত্ব হইতেই হইয়াছে বা হইতেছে।

এই সৃষ্টি ব্যাপারে পুরুষের প্রকৃতিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হইয়াই যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃক্ ও দৃশ্য শক্তি আত্মক জ্ঞান বা অনুভব শক্তি উৎপন্ন করে, তাহাই আদি মহত্তত্ত্ব রূপে সমষ্টি বুদ্ধি তত্ত্ব। তাই শাস্ত্রে এই তত্ত্বকেই "সমষ্টি বুদ্ধি স্বরূপম্" বলিয়াছেন।

পুরুষের যে জ্ঞান শক্তি, তাহা সম্পূর্ণ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ সূত্রে বিজড়িত। •প্রকৃতি যখন পুরুষের সত্ত্বায় তদাত্মজ্ঞানে অভেদাত্ম মিলনে বিজড়িতা থাকেন, তখন অব্যক্তা সাম্যা ও পরা নামে আখ্যাতা, আর পুরুষ সত্ত্বার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানবশতঃ গুণবৈষম্যে দৃশ্যশক্তি রূপে পুরুষ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র ভাবে অনুভূত হয়েন, তখন শক্তি, মায়া অপরা বা অবিদ্যাময়ী গুণপ্রকৃতি নামে অভিহিতা। যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃই পরস্পরের ক্রিয়াশক্তি ও প্রকাশ। প্রকৃতির সান্নিধ্য জনিত পুরুষের জ্ঞানশক্তি, আর এই জ্ঞানের ফলেই জীব ও জগৎ সহ সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে তাহাতেই পুরুষের ইচ্ছা শক্তির বিকাশ, আর এই ইচ্ছার বিকাশেই কার্য্যে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি হইতেই প্রকৃতির গুণবৈষম্যে ব্যক্ত জীব ও জগৎ রূপে প্রকাশ। নিবৃত্তির ধর্ম্মে আপন পুরুষস্বরূপে প্রকৃষ্ট স্থিতি।

এই নিবৃত্তির শেষ, আর উৎপত্তির বা সৃষ্টির আদিম অবস্থাই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান পদার্থ কখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। জ্ঞান, কোন না কোন চিন্তা, কোন না কোন অনুভূতি বা কোন একটী বিষয় কার্য্যে ব্যাবৃত থাকিবেই থাকিবে।

জ্ঞানের এই সক্রিয় অবস্থায় জ্ঞেয়পদার্থের সংমিশ্রণ হেতু প্রকৃতির রজোগুণ, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি সংক্ষোভিত হইয়া সত্ত্বগুণজ্ঞান-. শক্তি, ও তমোগুণ ইচ্ছাশক্তিকে, ঘোরতর আলোড়নে মন্থন করিতে

থাকে। এই মন্থনে স্বচ্ছবিকাশোজ্জ্বল সত্ত্বগুণ, তৈজস তত্ত্ব অবয়বে যে একটী অপূর্ব্ব পদার্থ রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই মহৎ অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর স্বরূপ তত্ত্ব অবধারক, প্রজ্ঞা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

এই মহান শক্তির বলে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, আশ্রিত ও বিধৃত থাকিয়া পরিচালিত হইতেছে। পরা প্রকৃতি অন্বিত পুরুষ চৈতন্য সর্ব্বোপরি রাজরাজেশ্বর হইলেও স্বচ্ছ বিকাশোজ্জ্বল শুদ্ধ সত্ত্বের প্রভাবেই সৌর কেন্দ্রে সূর্য্যবৎ, জীব ও জগৎ ঐ আদিতত্ত্বের আশ্রয়ে আশ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

সর্ব্ব তত্ত্বের অগ্রজ এবং পরিমাণে মহৎ অর্থাৎ ব্যাপকরূপে সর্ব্ব ভূতে অবস্থিত এইজন্য এই তত্ত্ব মহান নামে অভিহিত।

অতএব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যঃ পরম মহান বিশেষো নিরন্তরঃ॥

সমস্ত পদার্থের কোনরূপ রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি না হইয়া স্বরূপ অবস্থায় যে অবস্থিতি, তাহার যে ঐক্য তাহার নাম পরম মহান।

সূর্য্যের প্রকাশে যেমন জগৎ, জীবকোলাহলে মুখরিত, কিম্বা বীচিমালা সঙ্কুল বারিধিবক্ষ সচঞ্চলে প্রতিভাত হয়। আবার মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে মরুবক্ষ মরীচি-মালাময় মিথ্যাভাসে সত্যভ্রম উৎপন্ন করে; অথচ সূর্য্য যথা নিয়মে নিত্য উদ্ভাসিত থাকেন। তদ্রূপ যে মহান তত্ত্বের প্রকাশে জীবের ইন্দ্রিয়াদি মুখরিত হইয়া বিষয়-বিষমালা-সঙ্কুল সংসার-বারিধি বক্ষে, সচঞ্চলে প্রতিভাত হয়, আবার বুদ্ধির প্রবল প্রতিভা বলে সংসারমরুবক্ষে, বিষয় ভোগরূপ জ্বালাময় মরীচি মালায়, মিথ্যাভাসে সত্যভ্রমের উৎপত্তি করে, অথচ যে তত্ত্ব সূর্য্যবৎ জ্ঞান প্রকাশে সর্ব্বোপরি স্বরূপ অবস্থায় অবস্থিত তাহাই পরম মহান।

জীব চৈতন্যের ভাব ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, জীব প্রতি নিয়ত এক ভাব হইতে ভাবান্তরে চালিত হইয়া

অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল ঐ অনন্ত ভাব সমূহ সহ, সুখ দুঃখ সঙ্কুল সাংসারিক অবস্থাগুলি, কোন এক নেপথ্য আগত, দুর্নিবার্য্য মহাশক্তির মহান প্রভাবে সংঘটিত হইতেছে। প্রাণান্তচেষ্টা বা শত পুরুষকারেও তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন অসাধ্য। এই শক্তি, দর্শন শাস্ত্রে প্রারব্ধ, অদৃষ্ট বা কর্ম্ম সংস্কার নামে অভিহিতা। যে নেপথ্য তত্ত্ব হইতে এই প্রারব্ধ আগত হইতেছে, আর্য্যশাস্ত্রে তাহাকে মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ বলেন।

বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও যেমতি উপযুক্ত আলোক বায়ু ও রস সঞ্চার ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ ঐ প্রারব্ধ রূপ বীজের, ভগবদ্বীর্য্য-প্রাণরূপ রসসঞ্চার ব্যতীত ভোগরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে না। জীব ও জগতের সংস্কার সমষ্টি রূপ বীজাধার মহত্তত্ত্বে, ভগবদ্বীর্য্য প্রাণ, মায়াশ্রয়ে সঞ্চারিত হইলেই এক কালীন সর্ববীজ প্রকাশসমর্থ, দিব্যজ্যোতিঃ সম্পন্ন তমোনাশক বিজ্ঞানাত্মা মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়বর্গ; ঐ যে ভগবৎ শক্তি চিদ্বীর্য্যের কথা বলিলাম, উহা নশ্বর পূতিগন্ধময় জীববীর্য্যের ন্যায় মনে করিও না। উহা অবিনশ্বর স্বর্গীয় পরিমলপূর্ণ, দিব্য জ্ঞান ও জ্যোতির্ম্ময় শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য। জীববীর্য্য বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে জাত কামনাসম্ভূত সংকল্পে পরিচালিত। আর ভগবদ্বীর্য্য ইন্দ্রিয়াতীত জীব ও জগতের অপূর্ব্ব অদৃষ্টজাত প্রেমসম্ভূত অনুরাগে পরিচালিত। জীববীর্য্যের আধার নরকালয় যোনি, আর ভগবদ্বীর্য্যের আধার দিব্য অমৃতময় স্বর্গালয় হৃদয়, জীববীর্য্য মরধর্ম্মশীল মর্ম্মান্তিক জ্বালাময় তাপ পরিপূর্ণ। আর ভগবদ্বীর্য্য, অমরধর্ম্মী আত্যন্তিক সুখশান্তিময় প্রেম পরিপূর্ণ। জীববীর্য্যের আশ্রয় যেমন বিষপূর্ণ পয়োমুখ নারী; ভগবদ্বীর্য্যের আশ্রয় তেমনি অমৃতময়সত্ত্বপূর্ণ বৈরাগ্যমুখ মহত্তত্ত্ব বা গুরু।

পাঠকের, মনের ইচ্ছা, ঐরূপ গুরু কোথায়? এবং কিরূপে তাঁহাকে ধরা যায় বা তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়? এই উদ্দেশ্যে একটী সাধক ভক্ত মহাজনের পদ আমার মনে পড়িতেছে, নিম্নে তাহারি

উল্লেখ করিয়া পরে আমার গুরু প্রাপ্তির ভাবানুযায়ী দুইটি পদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কেমনে ধরবি তাঁরে ? মনের মানুষ বলিস যারে !
সে যে রয় ধরাময়, ধরা না যায়, অধর চাঁদ কে ধরতে পারে।
তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে, আবির্ভাব নিরাকারে ;
নাহি তার জনম মরণ, করণ কারণ রূপ ত্রিকরণ ত্রিসংসারে ॥
পাবিনে তীর্থাশ্রমে, সিদ্ধাশ্রমে, বৃন্দাবনে হরিদ্বারে।
অনল অনিলে নাহি মিলে, পশিলে অকুল পাথারে।
কর্‌তে জীবকে পরখ্, সরগ্ নরক, করিতেছে এই ভবের পারে ;
কাহাকেও সে দেয় না তাতে, যায় জীব করম অনুসারে।
আছে জীবাত্মাতে আবির্ভূত, ব্রহ্মরূপ পরমাত্মাতে ;
তাই ক্ষেপা রসিক বলে, ধর্‌তে হলে আগে ধর জীবাত্মারে ॥

আমি যখন আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর অপ্রাকৃতিক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহের মনঃ-প্রাণ-মুগ্ধ-আহ্বান আকর্ষণে, লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্য বিহীন-অন্তঃকরণে নিবিড় জঙ্গলে, গহনগিরিগহ্বরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতাম, সেই সময় কি এক অদৃষ্ট পূর্ব্ব দৈব সংঘটনে অথবা মাতৃদেবীর কৃপায়, দিব্য প্রাণ-মনোমোহন জ্যোতিঃপুঞ্জ কলেবর সমাধিস্থ এক মহাপুরুষের সমীপস্থ হই। জানি না কেন কি জন্য আসিয়াছি ; অথচ মনোজ্ঞ জার-মুগ্ধা-কিশোরীবৎ দিবারাত্রি, অনিমিখ নয়নে সেরূপসুধাপান করিতাম, দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভরিয়া যাইত, ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিত না, আমি আমার জগৎ হারাইয়া হতভম্বার ন্যায় বসিয়া থাকিতাম। সে সময় তিনি আমায় বেশী কিছু শিক্ষা দেন নাই, আর তাঁহার কি আমার কাহারও সমাধিই ভাঙ্গিত না ; তখন কে কাহাকে কিরূপে শিক্ষা দেয়। পাঠক ! বুঝি ভাবিতেছ আমার আবার সমাধি কি ? তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কেহ কখন মনঃ প্রাণমোহন রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ কি ? তা নারীই হউক আর পুরুষই হউক, যদি কেহ কখন সেরূপ হইয়া

থাকু, তবে তিনি আমার সমাধি কি তাহা বুঝিতে পারিবেন। নচেৎ অন্যে বুঝিবে না। এ বোঝাবার কথা নয়। তবে করিয়া বা হইয়া বুঝিবার বিষয়। যাহা হউক সেরূপ দেখিলে বা এখনও মনে পড়িলে আর আমি থাকি না; আমার হৃদয় আলোকময় হইয়া যায়, হৃদয় প্রদেশ বা ফুস্ফুস্ গহ্বর ও হৃদ্পিণ্ড আয়তনে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বজোড়া হইয়া পড়ে। সেরূপে এরূপ মিলিয়া যায়, তবুও যেন ধরি ধরি ধরিতে পারি না, মিশিতে মিশিতে আপনহারা হইয়া আবার যে আমি সেই তুমি। জ্ঞান গবেব পাঠক মনে করিতে পারেন, মহত্তত্ত্বের আলোচনায এ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা কেন? তদুত্তরে জানাইতেছি, ইহা মহত্তত্ত্বের প্রসঙ্গ বহির্ভূত একবর্ণও অতিরিক্ত আলোচনা নহে। ইহাই মহত্তত্ত্বের সাধনা বা গুরুপ্রাপ্তির উপায়।

সাধকের প্রাণ যখন গুরু দর্শনের জন্য আকুল হইয়া উঠে, অথবা তাহার অদৃষ্ট পূর্ব দৈব সংঘটনে, প্রাণে অনুরাগ ধর্ম্মের সঞ্চার হয়, তখন দিব্যভগবদ্ভাবময় যে কোন আধারে অথবা আপন হৃদয়ে ঐরূপ তন্ময়তা আসিলে, গুরুকৃপা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহাতে সঞ্চারিত হইবেই। গুরু কখন মনুষ্য নন, মহত্তত্ত্ব স্তবস্থ ভগবদ্বীযা দিব্যচিজ্জ্যোতির্ম্ময় ঝলক্। ঐ ঝলক্ সাধকের অনুরাগ ধর্ম্মে তন্ময়তায়, কখনও মনুষ্যাদি যে কোন দেহে অথবা সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন সময়ে আমি একটি পদাবলী রচনা করিয়াছিলাম, এবং গুরুপ্রাণ মদীয় জনৈক কীর্ত্তনপ্রিয় শিষ্যের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, তাহার কীর্ত্তনের পদাবলী মধ্যে গুরুপ্রাপ্তির উপায় উদ্দেশ্যে ঐ রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

গুরু বিনা কি সাধন ভজন হয়!

গুরুর ধর্ম্মে আঁধার নাশে, সাধক ধর্ম্মে আলোক ভাসে;

গুরু কেবল জ্ঞানময়॥

গুরু করণ যাহার হয়েছে;

সে বাতাসে বীজ উড়িয়ে দিয়ে নিরীখ ধরেছে ;
তার অনিমিখ আঁখির পলক আর ত পড়বার নয় ॥
মানুষ হয়ে সে আসে তোর কাছে,
মানুষ বুদ্ধি করলে তারে, অমনি পালায়েছে ;
আবার ধরতে গেলে যায় না ধরা, বড়ই বিষম দায় ॥
মাহাজনি কাঁটায় তাঁর মালের ওজন হয়,
প্রাণ পবণে দোলায় কাটা মন না দিলে উঠ্‌বার নয় ॥
মনটি তাঁরে যেজন দিয়েছে ; (প্রাণটি তাঁরে যেজন দিয়েছে)
তার হাওয়া ভরে মুক্তির কাটা অচল হয়েছে ;
তার তল্‌পী ভরা সওদা বোঝাই, সদাই আনন্দময় ॥

* * * *

"গু" শব্দে আধার, অবিদ্যা পাথার ;
"রু"কার জ্ঞানের জ্যোতিঃ।
পূর্ণতত্ত্ব জ্ঞানে, বিনাশী অজ্ঞানে ;
বিজ্ঞানে করায় স্থিতি ॥
তেজমণিপুরে, স্থিতি সে "রু"কারে ;
"গ"কারেতে অনাহত।
মণিপুর দলে, হৃদি স্থির হলে,
প্রাপ্তি হয় গুরু পদ ॥
অহং অভিমান, পাপেরি পরাণ,
দীনতায় যদি ছাড়।
শ্রীগুরু কৃপায়, পাশরিলে তায় ;
পেলে পেতে পার ॥

মহত্তত্ত্বের সাধনা বা গুরু প্রাপ্তির উপায় উদ্দেশ্যে, উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহার সাধন কৌশল হিরণ্যগর্ভ আলোচনার উপসংহারে, অবগত হইবেন। এইক্ষণে মহত্তত্ত্বের রূপ ও জীবদেহে তাহার অবস্থানাদির বিষয় বলিয়া এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে ;—

"যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদং।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাখ্যকং।

দেবহুতির প্রশ্নে ভগবান কপিল বলিলেন, মাতঃ! যে চিত্ত সত্ত্ব গুণযুক্ত, স্বচ্ছ, রাগাদি রহিত ভগবদুপলব্ধির স্থানভূত, সেই চিত্তই বাসুদেব নামে পরিচিত, তাহাই মহত্তত্ত্বের রূপ, যেমন জলের আত্মা-প্রকৃতি রস ধর্ম্মে, ভূমির সংসর্গ ভেদে মধুর, স্বচ্ছ ও শীতল হইয়া উঠে, সেইরূপ ভগবানের বিম্বগ্রাহিত্ব,অবিকারিত্ব এবং শান্তত্ব ভেদে চিত্তেরও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয়।

মন, বুদ্ধি, অহংকার এই ত্রিতয় অর্থাৎ সমভাবে তিনের যে একত্র সম্মিলন তাহাকে চিত্ত বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের স্থিতি ললাটে, বুদ্ধির স্থিতি হৃদয়ে, আর অহংকার, মন বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিতে সর্ব্বত্র অবস্থিত, বিশিষ্ট স্থান আজ্ঞায়। এই তিনটিকে সম-ভাবে একত্র করিতে পারিলেই চিত্ত হয়। মনের ভাবনা, বুদ্ধির সংকল্প এবং অহংকারের তদাত্মভাব, একত্র সম্মিলিত অর্থাৎ মনের ভাবনায় বুদ্ধির দৃঢ় সংকল্প বলে, ধ্যেয় বিষয়ে মিলিয়া যাইতে পারিলেই চিত্তের প্রকাশ হয়। ধ্যেয় বিষয় যদি সত্ত্ব গুণযুক্ত, প্রপঞ্চ সম্ভূত বিষয়ানুরাগে রাগাদি রহিত স্বচ্ছ অবস্থায় ভগবদ উপলব্ধির স্থানভূত হয়, তবে তাহাকেই বাসুদেব বলে। সমষ্টিরূপে অপ্রাকৃত স্তরে ইনিই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। শ্রীভগবান যখন প্রকৃতি ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবিম্বিত হন,তাহাতে তাঁহার দিব্যবিকাশোজ্জ্বল সত্ত্ব প্রধান যে শান্ত নব-ঘন-শ্যাম-রূপ, তাহাই মহত্তত্ত্বের প্রকৃত আদি রূপ। পুরাণে যোগ-নিদ্রামগ্ন ক্ষিরোদশায়ী বলিয়া ইনি ব্যাখ্যাত। ইহারি নাভি কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ লোক সহ জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেন। এই জীব ও জগতের কল্যাণার্থে ঐ আদিম অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে প্রকাশিত হয়েন। এই মহেশ্বরই পরম মঙ্গলময় শিব-রূপে জগৎ-গুরু। ইহাও মহত্তত্ত্বের রূপান্তর মাত্র। এই পরম মঙ্গল-ময় জ্ঞানঘন সূক্ষ্ম গুরু শক্তি, সাধকের ভগবত-অনুরাগের তারতম্য অনুসারে দীক্ষা ও শিক্ষাদাতারূপে গুরুদেহ অবলম্বনে প্রকাশিত হয়।

সাধক যখন নিজ নিজ ইষ্টের স্বরূপ ধ্যানে অর্থাৎ তদ্ভাবনায়, অহংজ্ঞানে তদাত্ম ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন ; তখনি তাহার চিত্ত মহত্তত্ত্ব বা গুরুশক্তিতে পরিচালিত হয়। জীবের সহস্রদলকমলে তাঁহার অবস্থিতি এবং সাধকের হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতি।

এই গুরু কৃপা ও তৎপদলাভ করিতে ও প্রাপ্ত হইতে হইলে, কোন একতত্ত্বে, মন বুদ্ধি একনিষ্ঠ করিতে হয়, তাহাতে যে কোন বাধা বিঘ্ন আইসে, তুমি তৎ প্রতি তত দৃঢ় একাগ্র থাকিতে অভ্যাস করিবে। যেন কোন বাধায় তোমাকে কোনরূপেই লক্ষ্যচ্যুত করিতে না পারে। তাহাতে তোমার মন বুদ্ধিই তোমাকে নানারূপ সংশয় ও যুক্তিপূর্ণ সত্যবৎ ভ্রম-জ্ঞান জন্মাইতে থাকিবে, কিছুতেই তোমার মনে সন্দেহ বা কোনরূপে তোমাকে বিচলিত করিতে না পারিলে, গুরু কৃপা ও তৎ পদলাভ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তি হইতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীগুরুশাস্ত্র অনুযায়ী জ্ঞান ভক্তিময় কর্ম্মযোগে, নাভিমনিপুর বলে হৃদয়অনাহত, স্থির করিতে পারিলেই গুরু কৃপা বা তৎ পদ তোমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ইষ্টের ধ্যানরূপ জ্ঞান-যোগে ও আত্মনিবেদন রূপ ভক্তিযোগে যতই তোমার সামর্থ্য হইতে থাকিবে, ততই তোমার ইন্দ্রিয়াদি সহ মন বুদ্ধির তেজাধার, নাভির স্থিরভাব ; সেই স্থির ভাবেই হৃদয় স্থির। আর তাহাতেই তোমার মন বুদ্ধি অহংকার এই ত্রিতয় অর্থাৎ সমভাবে তিনের একত্র সম্মিলনে চিত্তরূপে পরিণতি।

এই নাভিমণিপুর বলে, স্থিরতর হৃদয়-অনাহতে মন বুদ্ধি অহংকার ত্রিতয়ের একত্র সম্মিলনে যে চিত্তরূপে পরিণতি, তাহাই প্রণব বা ওঙ্কারের গর্ভ বা মধ্য গোলাকার প্রদেশ ; এই প্রদেশে শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য প্রাণ, মায়া বা অপরা প্রকৃতি অবলম্বনে আসিয়া জীব ও জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। আবার পরা প্রকৃতি অবলম্বনে মায়াতীত স্বতন্ত্র পথে আসিয়া, জীব হৃদয়ে দীপ কালিকাকারে অবস্থিত। তাই পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতি অবলম্বনে, অনাহত-হৃদয়, নাভি ও মনিপুর ধরিয়া প্রণবের গর্ভ, সাধনায় উপলব্ধি করিতে পারিলেই, মহত্তত্ত্ব বা গুরু পদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাকেই বলে ;—

অষ্টম অধ্যায়।

হিরণ্যগর্ভ।

"হিরণ্যগর্ভ" এই শব্দটি শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট কিম্বা স্মৃতি পথারূঢ় হইলেই সহসা মানব মণ্ডলীর হৃদয়, এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শব্দের সহিত তাহার অর্থ বা ভাবের নিত্য সম্বন্ধ আছে। সেই অর্থের সহিত জীবের পরম প্রয়োজন সম্বন্ধ থাকিয়া, যদি সেই শব্দানুপাতী জ্ঞান হৃদয়ে, যথাযথ ভাব সঞ্চার না করে, তবেই সেই শব্দে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় উৎকণ্ঠায় উদ্বেলিত হয়। হিরণ্যগর্ভ এই শব্দটির মধ্যে ও তাহার অর্থের সহিত, জ্ঞানী অজ্ঞান সকল মনুষ্যেরই ঐহিক পারত্রিক এক বিশিষ্ট প্রয়োজন সমভাবে বিজড়িত। দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টি, হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থটিকে যে ভাবে স্পর্শকরে, তাহাতে সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ উভয়ভাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ত্রই মানবগণের পরম—অর্থ ও পরমার্থ সমভাবে নিহিত বুঝিতে পারা যায়।

হিরণ্যগর্ভ শব্দের ভাষাগত ব্যুৎপত্তি হইতে তিনটি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। ১ম "হিরণ্যমেবগর্ভঃ" হিরন্ময়গর্ভ, অর্থাৎ গর্ভস্থিত হিরণ্ময় পুরুষ। ভাগবতে এই অর্থ লইয়াই "হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। ২য়, "হিরণ্যং গর্ভঃ, উৎপত্তিস্থানং অস্য সঃ হিরণ্যগর্ভঃ", অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি স্থান হিরণ্যগর্ভ। ৩য়, "হিরণ্যস্য গর্ভো ভ্রূণঃ", স্বর্ণময় গর্ভাশয় গতপ্রাণী। এই সকল ব্যুৎপত্তি হইতে হিরণ্যগর্ভ শব্দে, হিরণ্ময় অণ্ডজাত যে পুরুষ চৈতন্য, সহজতঃ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে মাতৃদেবী, দেবহূতির প্রশ্নে তদীয় পুত্র ভগবদবতার কপিল দেব বলিয়াছেন ;—

দৈবাৎ ক্ষোভিত ধর্ম্মিণ্যাংস্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥

নিয়তিচক্রে প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, স্বীয় প্রকৃতিক্ষেত্রে পরমপুরুষ বীর্য্যাধান করেন, তাহাতেই প্রকৃতি হিরণ্ময় মহত্তত্ব প্রসব করেন। উপনিষদে উক্ত আছে ;—

"হিরণ্য গর্ভং পশ্যত জায়মানং।"

প্রকৃতি হইতে উৎপদ্যমান হিরণ্যগর্ভকে তোমরা অবলোকন কর।

"স হিরণ্যগর্ভ এনান্ ব্রহ্মগময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তংনাবর্ত্তন্তে।"

"ছান্দোগ্য উপনিষদ"

হিরণ্যগর্ভ ইহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিবেন, এই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথ অবলম্বন কবিলে মানবদিগকে আবর্ত্তিত হইতে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ যাতায়াত করিতে হয না।

"যো ব্রহ্মানং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবং আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং॥

"শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্"

যে হিরণ্যগভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কবিয়াছেন, এবং যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার হৃদযে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সকলেব জ্ঞান প্রকাশিত কবেন, আত্মবুদ্ধি প্রকাশ স্বভাব সেই হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে জানিবাব চেষ্টা কর।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।

"কঠোপনিষদ্।"

ইন্দ্রিয হইতে অর্থ অর্থাৎ বিষয় শ্রেষ্ঠ, অর্থ হইতে মনঃ শ্রেষ্ঠ, মনঃ অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ (মহান) শ্রেষ্ঠ, মহান হইতেও অব্যক্ত প্রধান, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ

আর কিছুই নাই, এই পুরুষই সকলের সীমা এবং মানবের পরমগতি, অর্থাৎ চরম আশ্রয়।

ভাগবৎ ও উপনিষদুক্ত উপদেশ, আমাদের বর্ণনীয় হিরণ্যগর্ভের ধারণায় লক্ষ স্থির করিয়া দিতেছেন, পরন্তু পুরাণাদিতে বর্ণনীয় সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, যাঁহাকে সাধারণতঃ আমরা হিরণ্যগর্ভরূপে অবগত আছি, তিনি উপনিষদ-উক্ত হিরণ্যগর্ভের আংশিক বিকাশ বা রূপান্তর মাত্র; উপনিষদ, "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি" অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপই বলিতেছেন, পরন্তু যে পুরুষ চৈতন্য, সর্ব্বজীবের পরম গতি, একমাত্র চরম আশ্রয়, তিনি, অব্যক্তা প্রকৃতি আশ্রয়ে উৎপন্ন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে মহত্তত্ব, সেই মহতত্ব বা মহানাত্মারূপেই আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যগর্ভ নামে আখ্যাত হন। এই মহত্তত্ব হইতে হিরণ্যগর্ভের বিশেষ কোন স্বতন্ত্রত্ব না থাকিলেও আমরা স্বতন্ত্ররূপে, ধারাণার্থ আলোচনা করিয়া পরে উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিব। কারণ এই হিরণ্যগর্ভ তত্ত্বটি স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলেই মানবের চরম-উৎকর্ষ লাভ এবং জন্মমৃত্যুর বন্ধন ঘুচিয়া যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে;—

ব্যাষ্টি সমষ্টি ভেদেন মহানাত্মা হিরণ্ময়ঃ।
তং জানন্ ধ্যানতো যোগী মৃত্যুং নৈবাধিগচ্ছতি॥

ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয় অবস্থা ভেদে মহানাত্মাই (মহত্তত্বই) হিরণ্যগর্ভরূপে কথিত হইয়াছেন। যোগিগণ এই হিরণ্যগর্ভকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলেই জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া পড়েন।

উপনিষদ ভাগবৎ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি গুরু শাস্ত্র, বিষময় বিষয় মরীচিকা লক্ষ্যে ধাবমান তৃষার্ত্ত মানবগণের চরম সুখ তৃষ্ণা নিবারণার্থে, তাহাদের প্রতি নিতান্ত দয়াবান হইয়াই হিরণ্যগর্ভের উপদেশ করিয়াছেন, জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ব্যাপী মানবমণ্ডলীর যে কেহ, সে উপদেশ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে, সর্ব্ব সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়া চিরতরে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। জীব এই

হিরণ্যগর্ভকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া, মায়া অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ক্ষর ব্রহ্মের অনুভূতি করিতে পারে। এই ক্ষর ব্রহ্মের সমষ্টি জ্ঞানে শুদ্ধ চৈতন্য-অক্ষর ব্রহ্মের অনুভূতি হয়। আর সেই অনুভূতি হইতেই জীবের মুক্তি।

ইন্দ্রিয়াদি সহ মনঃ বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব সমন্বিত যে সূক্ষ্ম শরীরের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি, ঐ শরীরের সমষ্টি উপহত যে চৈতন্য অর্থাৎ ঐ সূক্ষ্মদেহ, যে জ্ঞানশক্তির বলে পরিচালিত হয়, সেই জ্ঞানশক্তি, সর্ব্বাধারে এক। এই জ্ঞানশক্তিকে ধারণা করিতে পারিলে, জীব ও জগতের ভেদ বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। সর্ব্বভূতে তুমি এবং তোমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, এইরূপ অনুভূতি হইতে থাকে। এই অবস্থার নামই প্রেম। এই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সাধক সর্ব্বত্র এবং আপন হৃদয়ে, সেই অপরোক্ষ পরমাত্মা শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন। ইহা একটি অসীম, অখণ্ড অচিন্তনীয় অনুভূতি মাত্র। সাধক যখন এই অনুভূতিতে স্থিতি লাভ করেন, তখন আর তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি সহ মনঃ বুদ্ধির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তখন সর্ব্বজীবের সমষ্টি ইন্দ্রিয়, সমষ্টি মনঃ, সমষ্টি বুদ্ধি যেন একত্র হইয়া তাঁহাকে এক মহান পদার্থ রূপে পরিণত করে। এই সমষ্টি জ্ঞানময় যে কোষ বা পদার্থ, তাহা অপরিমেয় অর্থাৎ অসীম অখণ্ড জ্ঞানময় সত্তাবিশেষ মাত্র। এই সত্তায় অপরোক্ষ পরম পুরুষ শ্রীভগবানের চিজ্জ্যোতিঃ নিত্য প্রকটিত থাকে। এই অবস্থাই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। এই মহত্তত্ত্ব হইতেই প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ বশতঃ হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব। এই হিরণ্ময়গর্ভ হইতে একদিকে যেমন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষময় পরম পুরুষার্থ প্রেম প্রয়োজন সিদ্ধ করে, অপর দিকে তেমনি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তৃত্বে জীব ও জগতের সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। মৎস্য পুরাণে ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাদান এই হিরণ্যগর্ভ গত ভাব অবলম্বন করিয়াই বিহিত হইয়াছে। যথা,—

অথাতঃ সং প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তম।
নাম্না হিরণ্যগর্ভাখ্যং মহাপাতকনাশনং॥

নমো হিরণ্যগর্ভায় গর্ভো যস্য পিতামহঃ।
যতস্ত্বমেবভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ॥
তস্মান্মামুদ্ধরাশেষ দুঃখ সংসার সাগরাৎ।

"মৎস্য পুরাণ।"

অনন্তর মহাপাপ নাশক হিরণ্যগর্ভ নামে মহাদানের কথা বলিতেছি। হে হিরণ্যগর্ভ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। পিতামহ ব্রহ্মা তোমার গর্ভ জাত। তুমি সকল ভূতের আত্মা ও সকল ভূতে বিদ্যমান। অশেষ দুঃখের আধার সংসার সাগর হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

'বৃংহন' ধাতু + মন্‌ক = ব্রহ্মন্ ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচনে ব্রহ্ম; আর পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে ব্রহ্মা। এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে নিত্য নিষ্ক্রিয়, নিরাকারে নির্ব্বিকার দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সৃষ্টি ইচ্ছায় যে দিব্য জ্যোতির প্রথম বা আদি কম্পন বা ঝলক্ তাহাই এক মহান অণ্ডাকারে হিরণ্যগর্ভ। আর ঐ হিরণ্যগর্ভাবলম্বনে তদুপহিত চৈতন্যের স্বরূপে যে প্রথম আবির্ভাব তাহাই হিরণ্যগর্ভ জাত ব্রহ্মা। পুরাণাদিতেও এইরূপে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি জলশায়ী হিরণ্যবর্ণ একটি অণ্ড আকারে আবির্ভূত হইলেন, অনন্তর ঐ অণ্ডমধ্য হইতে ব্রহ্মা জন্ম লাভ করেন। তদবধি ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত। "স্বয়ং ভবতি ইতি স্বয়ম্ভু।" অর্থাৎ নিজেই নিজের উৎপত্তির কারণ। স্মৃতিতেও ইহা এইরূপে বর্ণিত আছে যে,—

হিরণ্যবর্ণমভবং তদণ্ডমুদকেশয়ং।
তত্রজজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরিতি বিশ্রুতঃ॥

ব্রহ্মের ইচ্ছায় জলশায়ী স্বর্ণবর্ণ একটি অণ্ড আবির্ভূত হইল। সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে নিজে আত্ম-

প্রকাশ করাতেই ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু বলিয়া আখ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ;

হিরন্ময়ঃ সপুরুষঃ সহস্র পরিবৎসরান্। অণ্ডকোষে উবাসাপ্সু সর্ব্ব সত্ত্বোপবৃংহিতঃ, সবৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দেবশক্ত্যাত্ম শক্তিমান্।

হিরন্ময় সেই পুরুষ, সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত, বিবিধ জলচরের সহিত জল মধ্যে অণ্ডরূপ কোষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বিশ্বস্রষ্টার সেই গর্ভ দৈবশক্তিতে শক্তিমান ছিল।

বৈষ্ণব গ্রন্থে কারণাব্ধি, ক্ষিরোদ সমুদ্র ও গর্ভোদক এই তিন জল প্রবাহের কথা উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গর্ভোদকে যে চৈতন্য অবস্থিত তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলেন। বেদ মন্ত্রে কথিত যে সহস্র শীর্ষঃ অর্থাৎ অনন্ত পুরুষ, সর্ব্বভূমিকে প্রকাশ করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত জীব হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত, সেই সকলের অন্তর্য্যামী পুরুষচৈতন্যই গর্ভোদক শায়ী হিরণ্যগর্ভ নামে বৈষ্ণব শাস্ত্রে আখ্যাত। তদুক্তি যথা ;—

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।

* * * *

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্র শীর্ষাদি বলি বেদে যারে গাই॥

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র বর্ণিত আছে যে ;—

সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈকমূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হৈয়া॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ স্বেদ জলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ শয্যায় শয়ন করিল॥

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্যঃ॥

সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভশায়ী পুরুষ, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া নিজের একমাত্র দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে বহুমূর্ত্তি হইয়া, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া সকলি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিলেন, তাহাতে নিজের অবস্থিতির স্থান নাই দেখিয়া, বিচার করিয়া নিজ অঙ্গের স্বেদ জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক আবরণ করিলেন, এবং সেই জলে নিজে নাগশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁর নাভিপদ্ম হইতে একপদ্ম উঠিল, সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম।

এই হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ, পুরাণে নারায়ণ নামে আখ্যাত। নরের হইয়াছেন অয়ণ অর্থাৎ আশ্রয় যিনি। মনুষ্যের আশ্রয়ের হেতুভূত ঐ নারায়ণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জীব উৎপত্তির নিমিত্ত, ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক নিজ অঙ্গ নিসৃত স্বেদজলে পরিপূর্ণ করিয়া, নাগ শয্যায় শয়ন করিলে তাহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। এই সর্ব্বান্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ, অপরোক্ষ পরম পুরুষ শ্রীভগবানের চিজ্জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গকান্তি স্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ। তাই শ্রুতি ভাগবৎ ও পুরাণাদিতে ব্রহ্মের ইচ্ছায় জলশায়ী সুবর্ণবর্ণ অণ্ডের আবির্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে। আর তাহাই ব্রহ্ম সংহিতায় ব্রহ্মার স্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মোবাচ,---

> যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
> কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি বিভুতি ভিন্নম।
> তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কল মনন্তমশেষ ভূতং,
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহংভজামি॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

যাঁহার অঙ্গপ্রভার প্রভাবে, অণ্ডময় কোটি কোটি জগতের পার্থিব ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অনন্ত, নিত্য, নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মস্বরূপ আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করিতেছি।

হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে পাঠকের ধারণা হইতে পারে, ইহা প্রাকৃতিক গুণবৈষম্যে রজঃক্ষেত্রে পুরুষচৈতন্যের প্রকাশ। রজঃ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ না হইলে অন্য গুণদ্বয় সত্ত্ব ও তমের প্রকাশ অসম্ভব বিধায় হিরণ্যগর্ভের প্রারম্ভেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে মহত্তত্ত্বের কথা আলোচনা করিয়াছি। ঐ মহত্তত্ত্ব এই হিরণ্যগর্ভের সত্ত্ব প্রধান অবস্থাবিশেষ মাত্র। আর তমঃ প্রধান যে অবস্থা তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য এই হিরণ্যগর্ভ স্তর রজঃ ক্ষেত্রে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পরের অপ্রধান্যে, সমভাবে যে তিনেরি প্রকাশ তাহাই হিরণ্যগর্ভ নামে আখ্যাত। রজঃ ক্ষেত্রে, গুণত্রয়ের অপ্রধান্যে যে সত্ত্বের বিকাশ, তাহাতেই বিষ্ণুর প্রকাশ, ঐ রজঃ ক্ষেত্রে রজের বিকাশে ব্রহ্মার প্রকাশ, আর ঐ রজঃ ক্ষেত্রে তমের বিকাশে মহেশ্বরের প্রকাশ। যেমতি একই তেজঃ-পুঞ্জাধার আলোক, তাহার বৈচিত্র পরকলার ধর্ম্মে আবরিত হইয়া লাল, নীল ও শ্বেতবর্ণে প্রতিভাত হয়, পরন্তু ঐ পরকলার অভ্যন্তরে সান্নিধ্য ধর্ম্মে দাহিকা শক্তি, আর পরকলার বাহিরে ঐ দাহিকাশক্তি একেবারে অভাব হয়; সেইরূপ একই দিব্যজ্যোতিঃ-পুঞ্জাধার পুরুষ চৈতন্য, তাঁহার আবরক প্রকৃতির গুণবিচিত্রতা রূপ পরকলার ধর্ম্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে প্রতিভাত হয়েন; পরন্তু ঐ গুণপ্রকৃতির, অপেক্ষাকৃত পুরুষ সান্নিধ্যে, মহত্তত্ত্বে পুরুষধারণাসামর্থ্য, প্রবলতর জ্ঞানশক্তি, আর অপেক্ষাকৃত দুরান্তরে জ্ঞানশক্তির অভাবে অহংতত্ত্বে অজ্ঞানতায় আবরিত হয়েন। যোগিনী তন্ত্রে উক্ত আছে,—

একতো মূর্ত্তয়স্তিস্রো ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মিকাঃ।
গুণবৈষম্যতো জাতাঃ সত্যং দেবি বদামিতে ॥

শিব বলিতেছেন হে দেবি পার্ব্বতি! এক পুরুষ হইতেই প্রাকৃতিক সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্যেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে! তোমাকে এই যাহা বলিলাম তাহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

সর্ব্বান্তর্য্যামী হিরন্ময় ঐ একৈক মূর্ত্তি পদ্মনাভ নারায়ণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপেই এই জীব ও জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ব্যাপার সম্পন্ন করেন। ঐ পুরুষশক্তি, সক্রিয়ভাবে শক্তিযুক্ত হইলেই সৃষ্টি। শ্রীশ্রীচরিতামৃতে উল্লেখ আছে ;---

তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণু রূপা হঞা করে জগত-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু---স্পর্শ নাহি মায়া সনে॥
রুদ্র রূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥

এই যে পৃথক পৃথক তিন মূর্ত্তির কথা বলা হইল, ইহা হিরণ্যগর্ভের ব্যষ্টি অবস্থা। এই অবস্থা ত্রয়ে প্রকৃতি ও নিজগুণানুযায়ী মিলিতা হইয়া ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী নামে অভিহিতা হয়েন। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে। অনাদি প্রকৃতি অব্যয় পুরুষকে, দেহে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার ভোগার্থ, ত্রিবিধ গুণ ও বিবিধ বিকার উৎপাদন করেন। "সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম।" প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির গুণ স্বতন্ত্র অবস্থা বিশেষ মাত্র। গুণশূন্য অবস্থায় প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয় নিত্য। এই নিত্যাবস্থায় প্রকৃতি সাম্যা ও অব্যক্তা, এ সমস্ত কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বক্তব্য বিষয় এই যে ঐ অব্যক্তা প্রকৃতি যখন সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বকে আবৃত করিয়া অবস্থিত থাকেন, তখন প্রকৃতি ক্ষেত্রে যে পুরুষের সর্ব্বপ্রথম অনুভূতি, যাহাতে পুরুষের স্বরূপ সর্ব্বোপরি প্রধানতঃ ভাবে প্রকটিত থাকে, তাহাই বিকাশোজ্জ্বল সত্ত্বপ্রধান মহৎ-তত্ত্ব। বিষ্ণু পুরাণে উক্ত আছে ;---

"মহত্তত্ত্বং সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতং।"

সমষ্টি বুদ্ধি তত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্বকে আবৃত করিয়া প্রধানা বা অব্যক্তা প্রকৃতি অবস্থিতা আছেন। সেই প্রকৃতি অনন্ত, অর্থাৎ ব্যাপক, এবং দ্বিত্বাদি কোন সংখ্যা বিহীনা একৈক মূর্ত্তি, ঐ পুরুষান্বিত অবস্থায় অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণা হইয়া হিরণ্যগর্ভ রূপেই অবস্থিতা। ঐ প্রকৃতি অন্বিত পুরুষের নাভিপদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। তাই ব্রহ্মবিদ্যা নামক দশম অঙ্কন চিত্রে, প্রণব গর্ভে, নিরবচ্ছিন্ন সত্বপ্রধান মহত্তত্বের ক্ষেত্র উর্দ্ধে দেখাইয়া তাহারি অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাত্মক হিরণ্য-গর্ভের অবস্থান দেখান হইয়াছে।

সত্বগুণক্ষেত্র ঐ মহত্বত্ব অনুর্ব্বর ও কাচ সদৃশ স্বচ্ছ। উহাতে রজঃ বা তমঃ, গুণের কোনরূপ কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। ব্যাঘ্র যেমন তাহার চক্ষুর জ্যোতিতে সকল জীব জন্তুকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিতে পারে, সত্ব গুণ ও সেইরূপ প্রকাশস্বভাবে, নিজ ক্ষেত্রে রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছে।

যে সময়ে মহত্তত্বের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ অর্দ্ধাংশে ক্রিয়াশীল রজো-গুণের ক্ষেত্রে, সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সমন্বয় হয়, সেই সময় চৈতন্য অবভাসক সক্রিয় মহত্তত্বই নিজ অর্দ্ধাংশে সমষ্টিরূপে হিরণ্যগর্ভ আখ্যায় আখ্যাত।

ভুক্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন রস যেমন নিজে অর্থাৎ স্বরূপতঃ সর্ব্ব-শরীরব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় বিক্ষেপ ক্রিয়াশীল রজোগুণের দ্বারায়, রঞ্জক রক্তাধারে আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং ঐ রক্তাধার স্বীয় রঞ্জন স্বভাবে রসকে রক্তে পরিণত করিয়া, আপন বিক্ষেপ শক্তি সাহায্যে একস্থান হইতে সকল শরীরব্যাপী অবিচ্ছিন্ন রস সঞ্চালনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয়; সেইরূপ ভগবদ্বীর্য্য রসধর্ম্মী প্রাণ বা প্রণব, সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ ও জীবাধারে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিতি ব্যপদেশেই, গর্ভস্থানীয় মধ্যবর্ত্তি রজঃক্ষেত্রেই আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ঐ ক্ষেত্রের ক্রিয়াশীল রঞ্জন স্বভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া, তদীয় বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন রস বা প্রাণসঞ্চালনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেছে। তাহাতেই

চৈতন্যময় পুরুষের চিজ্জ্যোতিঃ কণা প্রাণ, ও আদি রজো বিকাশোন্মুখে সত্বপ্রধান হইয়া মহত্তত্ব, মধ্যাবস্থায় ত্রিগুণ সমন্বয়ে হিরণ্যগর্ভ, আর অন্ত অবস্থায় তমঃ প্রধানে অহংতত্বরূপে পরিণত হয়।

ঐ যে মধ্যাবস্থায় ত্রিগুণ সমন্বয়, তাহা রজো গুণের স্বক্ষেত্রে স্বীয় প্রধান্য বশতঃ তপ্তকাঞ্চননিভ রক্তরাগ রঞ্জিত, দিব্য প্রতিভা মণ্ডিত হওয়ায়, হিরণ্যগর্ভ নামে আখ্যাত। এই ক্রিয়াশক্তি রজোগুণের, সচঞ্চলতা রূপ প্রকাশেই সত্ব তমঃ, গুণদ্বয়ের সপ্রকাশ অবস্থা। তাই সৃষ্টি দেব ব্রহ্মা আদি দেবতারূপে জগৎ পূজ্য।

চিন্ময় পুরুষের চিন্ময় দিব্য জ্যোতিঃ, এই হিরণ্যগর্ভ স্তরে গুণত্রয়ে প্রতিফলিত হইলে, যে প্রতিবিম্ব অবস্থা, তাহাই সত্বগুণক্ষেত্রে বিষ্ণু, রজঃ গুণ ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, আর তমো গুণক্ষেত্রে মহেশ্বর নামে আখ্যাত।

জীবের গর্ভ ব্যাপার যে নিয়মে সুসম্পন্ন হয়, পরম পুরুষ শ্রীভগবানের এই হিরণ্যগর্ভ ব্যাপার সেই নিয়মেই সুসম্পন্ন হইতেছে। কর্ম্ম সংস্কার অনুযায়ী বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগ রূপ মাত্রা স্পর্শে জীব সংকল্প, কামরূপে পরিণত হইয়া প্রকৃতি বা স্ত্রীগর্ভস্থ জরায়ুকোষ আশ্রয়ে জীবদেহ গঠিত করে, ইহা যেমতি ব্যষ্টি জীব ক্ষেত্রে সম্পন্ন হইতেছে, সমষ্টি প্রকৃতি ক্ষেত্রেও তদ্রূপ, জীব ও জগতের কর্ম্ম সংস্কার রূপ অদৃষ্ট-অনুযায়ী গুণপ্রকৃতির উদ্বোধনে শ্রীভগবানের ইচ্ছারূপ সংকল্প উদ্বোধিত হইয়া ক্রিয়াশক্তিদ্বারায় মায়াপ্রকৃতির গর্ভস্থ ঐ হিরণ্যগর্ভ রূপ জরায়ুকোষ আশ্রয়ে সমষ্ঠি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব ও জগদাকারে পরিণত করিতেছে। চরাচরে পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর বা অনুভূত হয় বা হইতে পারে, সে সমস্তই ঐ হিরণ্যগর্ভাধারের শক্তিতেই উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়াধীনে পরিচালিত। তবে জীব গর্ভের সহিত হিরণ্যগর্ভের পার্থক্য এই যে, জীব গর্ভ পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানে ক্ষর ধর্ম্মশীল শক্তি সমন্বিত, আর হিরণ্যগর্ভ অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদানে অক্ষর ধর্ম্ম-শীল দিব্যশক্তিতে অনুপ্রাণিত। পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদান সম্ভূত জগৎ ও জীবগর্ভ, চন্দ্র সূর্য্যের শক্তির অধীনে পরিচালিত হইয়া, তাহা-

দের লয়ে, বিলয় প্রাপ্ত হয়। আর অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত হিরণ্যগর্ভ মায়াশক্তি অধীনে পরিচালিত হইয়া মায়ালয়ে স্বরূপাবস্থায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র।

শ্রীভগবানের ইচ্ছারূপ সংকল্পে উদ্বুদ্ধ, তদীয় চিন্ময় দিব্যজ্যোতিঃ তদীয় ক্রিয়াশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, মায়াগর্ভে যে প্রথম অবস্থিতি তাহারি নাম মহত্তত্ব। প্রকৃতি বা স্ত্রী গর্ভে আশ্রিত জীববীর্য্য যেমন রজঃ বা স্ত্রী আবর্ত্ত সংযুক্ত হইয়া, প্রথমতঃ বুদ্বুদ,পরে ঐ বুদ্বুদ বিঘুর্ণীত হইতে হইতে ভ্রূণ বা জীবদেহরূপে পরিণত হয়; তদ্রূপ মায়াগর্ভে আশ্রিত ভগদ্বীর্য্য প্রাণ, মায়া প্রকৃতির রজঃ আবর্ত্তে সংযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ মহত্তত্বরূপ বুদ্বুদ, পরে ঐ বুদ্বুদ, ঐ রজো গুণ ধর্ম্মে বিঘুর্ণিত হইয়া হিরণ্যগর্ভ; এই হিরণ্যগর্ভ হইতেই জীব ও জগদাকৃতি গঠিত হইতেছে। তত্ব অবয়বের সূক্ষ্মাবস্থায় হিরণ্যগর্ভে, আব্রহ্মস্তম্ভ অনু-প্রবিষ্ট রহিয়াছে, ইহাই প্রণবের গর্ভ রহস্য।

জীব ও জগতের সমষ্টি কর্ম্ম সংস্কারে, শ্রীভগবানের ঐ ইচ্ছাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, তদীয় চিন্ময় দিব্য জ্যোতিঃ, তাঁহার ক্রিয়াশক্তিরূপে চালিত হইলেই; প্রথম পুরুষ নামে শাস্ত্রে আখ্যাত হয়েন। ইনি মায়ার পরপারে ঐ সমষ্টি কর্ম্ম সংস্কাররূপ কারণসমুদ্রে অবস্থিত। ইহার সহিত ঐ মায়া প্রকৃতি রজোগুণের কোন সংস্রব না থাকায়, এই প্রথম পুরুষের আশ্রয় স্থান, ঐ কারণ সমুদ্রকে বিরজা = বি, বিগত হইয়াছে রজঃ যাহা হইতে অর্থাৎ রজঃ গুণশূন্য, বলা হয়, "সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন। কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ কারণ॥ "চৈতন্য চরিতামৃত।" ইনিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ। বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মগ্রন্থে ইহাকে সঙ্কর্ষণ বা বলরাম বলা হয়। ইনি সকল জীবের অন্তর্য্যামী মহদাদি হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা, জগৎ কারণ। ইহার অবলোকন মাত্রেই মায়া, মহত্তত্ব বা হিরণ্যগর্ভ আখ্যায় ঐ প্রথম পুরুষের প্রতিবিম্বে প্রতি-বিম্বিতা হয়। এই সর্ব্বান্তর্য্যামী একৈকমূর্ত্তি আদিপুরুষ, মায়াগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াই ঐ মহদাদি হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত, তথাহি শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ;—

মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের এঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী, সব জগতের স্বামী ॥
মহৎ স্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগৎ কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগত কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন ॥

এই সর্ব্বান্তর্য্যামী একৈকমূর্ত্তি আদিপুরুষের যে শক্তি, মায়া গর্ভাশ্রয়ে প্রথমে মহত্তত্ত্ব, পরে রজঃক্ষেত্রে গুণত্রয়ের সমসম্মীলনে হিরণ্যগর্ভরূপে যে বিঘূর্ণীত অবস্থা তাহাই আমাদের বর্ণিত জীবের অন্তর্দ্দেহস্থ গতিবাচক প্রণবগর্ভ।

পুরুষ, মায়া আশ্রয়ে, মায়া প্রকৃতির ত্রিগুণময় ঐ প্রণবগর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভে আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত এক অণ্ডরূপে পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত, ঐ অণ্ডমধ্যে মায়াতীত পরব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের স্বরূপদর্শনের অভাব বশতঃ অন্ধকারময় দেখিয়া তদ্দর্শনার্থ যোগমগ্ন হইলে, তাঁহার নাভিপদ্মসম্ভূত একপদ্মে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তিনি এই চতুর্দ্দশ লোক (ভূর্ভুবঃ স্বঃ জনঃ মহঃতপঃ সত্যঃ এবং তল অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, পাতাল ও রসাতল) সমন্বিত বিরাট সৃষ্টির প্রকাশ করেন, এই সৃষ্টি প্রকাশিত হইলে, ঐ পুরুষ, ঐ সৃষ্টির পালন ও পরিবর্ত্তনার্থ রজঃক্ষেত্রে সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু, আর তম গুণে রুদ্র নামে অভিহিত হয়েন। এই, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র রূপে যে প্রকাশ, তাহাই দ্বিতীয় পুরুষতত্ত্বনামে শাস্ত্রে বহু প্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম পুরুষের যে ঐ অণ্ডমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকা ও যোগমগ্ন অবস্থা, তাহাই "হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী গর্ভোদক শায়ী।" আর ঐ গর্ভমধ্যে নিজ অঙ্গনিস্থত স্বেদজলে অর্দ্ধাংশ পরিপূরণ করিয়া, অবস্থিত হইলে নিজ নাভিকমলে ব্রহ্মা

উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ লোক স্থষ্টি করার পর, ঐ পুরুষ ঐ লোকসমূহের পরিপালনার্থ তৃতীয় পুরুষ পর্য্যায় "ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালন কর্ত্তা স্বামী।' বিষ্ণু বলিয়া ব্যাখ্যাত আছেন। এই গর্ভোদক ও ক্ষীরোদক এতদুভয় উদকে রসধর্ম্মী প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, রজঃক্ষেত্রে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। ইহাই চিন্ময় প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের সূক্ষ্মা মায়া পথে অনুলোম প্রবাহে সূক্ষ্মতত্ত্বে মূলতঃ স্থষ্টি রহস্য।

ঐ মূল হইতে কাণ্ড শাখা প্রশাখা ফল পল্লবাদির ন্যায় এই সংসার বৃক্ষের উৎপত্তি হইতেছে, ইহার বীজাধার মহত্তত্ত্ব, হিরণ্যগর্ভই ইহার অঙ্কুর স্থানীয় মূল। অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি সহ জীব ও জগৎ, এই সংসার বৃক্ষের কাণ্ড শাখা প্রশাখাদি, বেদাদি শাস্ত্র সমূহ ইহার পল্লব, ব্রহ্ম জ্ঞানে ভগবৎ প্রেমই ইহার ফল। হিরণ্যগর্ভ হইতেই ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রেমফল, জীবকল্যাণার্থে জগতে অবতীর্ণ হয় কারণ ঐ হিরণ্যগর্ভস্থ প্রথম পুরুষই আদিদেবতা এবং তিনিই ব্রহ্ম জ্ঞান অবধারণে জগতে প্রাণ ও সেই প্রাণে প্রেমের সঞ্চারণা করেন। তাহাই শ্রুতিতে উক্ত আছে ;

সবৈ শরীরী প্রথমঃ, সবৈ পুরুষ উচ্যতে,
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং, ব্রহ্ম অগ্রে সমবর্ত্তত।

"তৈত্তরীয়'

সেই হিরণ্যগর্ভ, প্রথম শরীর ধারণ করেন বলিয়াই প্রথম পুরুষ নামে অভিহিত, এই হিরণ্যগর্ভই সকল ভূতের আদি কর্ত্তা ও সর্ব্বাগ্রে বেদজ্ঞান লাভ করেন।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং, সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

"শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।"

যিনি দেবতাদিগের উৎপত্তি ও প্রভুত্বের কারণ এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি মহর্ষি ও রুদ্র বলিয়া আখ্যাত। যিনি সর্ব্ব

প্রথমেই সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীভগবান, ঐ হিরণ্যগর্ভের দ্বারাই আমাদিগকে শুভ ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করেন।

শ্রুতি আমাদিগকে, এই সংসার বৃক্ষের অঙ্কুর স্থানীয় ঐ হিরণ্যগর্ভটী ধরিয়া ব্রহ্ম উপলব্ধির একটী সুন্দর উপমা দিয়াছেন, নখত পুত্র নাচিকেতার প্রশ্নে ধর্ম্মরাজ যম বলিয়াছেন ;--

ঊর্দ্ধ্ব মূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রস্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে,
তদুনাত্যেতি কশ্চন, এতদ্বৈতৎ॥১॥

"কাঠকোপনিষৎ তৃতীয়বল্লী"

এই সংসার রূপ তরু উদ্ধ মূল অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদই এই তরুর মূল, এই সংসার তরু প্রতিক্ষণেই জন্ম, মরণ, জরা ও শোকাদি অনেক অনর্থ দ্বারা অশেষভাবে পরিণত হইতেছে। কদলী বৃক্ষ যেরূপ অসার বস্তু, এই সংসার তরুও তদ্রূপ অসার পদার্থ, এই সংসার তরুকে লক্ষ্য করিয়া অনেকানেক পাষণ্ড বহুরূপ সুখ দুঃখের কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা তত্ব জিজ্ঞাসু, তাহারা ইহার তত্ব-নিরূপণ করিতে সক্ষম। পরম ব্রহ্মই এই তরুর মূল, ইহা বেদান্ত বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবিদ্যা জনিত কামনা ও সেই কামনা সম্ভূত কর্ম্মাদিই এই তরুর বীজ, অর্থাৎ অবিদ্যা জনিত কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াই মহত্তত্ব আধারে সংস্কাররূপ বীজভাবে অবস্থিত হইয়া জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্ত্যাত্মক হিরণ্যগর্ভ অবলম্বনে অঙ্কুর উৎপন্ন করে। নিখিল প্রাণিপুঞ্জই ঐ তরুর স্কন্দ। এই তরু, নিরন্তর তৃষ্ণারূপ জল দ্বারা সিক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, শব্দাদি ইহার কিশলয়। শ্রুতিস্মৃত্যাদি শাস্ত্রোপদেশই পত্র ; এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যাপ্রভৃতি ক্রিয়া সমূহ ঐ তরুর সুন্দর পুষ্প। প্রাণীর সুখ দুঃখাদি বেদনা অনুভবই ইহার রস। এই সংসার তরুর মূলদেশ, তৃষ্ণারূপ জলসেক দ্বারা

সুদৃঢ়ীকৃত হইতেছে। সত্যাদি নামক সপ্তলোকে ব্রহ্মাদিরূপ বিহগ-বৃন্দ, এই তরুতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। প্রাণিবৃন্দের সুখ দুঃখাদি জনিত হর্ষ শোকাদি দ্বারাও নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং হাহাকারাদি অশেষ শব্দরাশি দ্বারা এই সংসার তরু নিয়ত পরিস্পন্দিত হইতেছে। কাম কর্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা নিয়ত বিচলিত-স্বভাব এই সংসার অশ্বত্থ, স্বর্গ নরক তির্য্যক্ প্রেতাদি শাখা প্রশাখায় অনাদি কাল হইতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যিনি, এই সংসারতরুর মূলী-ভূত ব্যাপাক অবিনাশস্বভাব ব্রহ্মকে, অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদান্তশাস্ত্র বিহিত হিরণ্যগর্ভ সাহায্যে আত্মদর্শন জনিত অসঙ্গতা রূপ শস্ত্র দ্বারাই ঐ সংসার তরুর মূলচ্ছেদ করিয়া ঐ ব্রহ্মকে অবগত হয়েন। এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সত্যাদি সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে। এই ব্রহ্মকে কেহই অতিক্রম কবিতে সক্ষম নহে। হে নাচিকেতঃ. ব্রহ্মকে এইরূপেই অবগত হইবে।

এই ব্রহ্ম পদার্থকে অবগত হইতে হইলে, এই বিরাট বিশ্ব সংসারের আদিকর্ত্রী, বেদ বা ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হিরণ্যগর্ভতত্বটি ভালরূপে অবগত হইতে হয়। অগ্নির স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে যেরূপ তাহার ব্যবহার রূপ উপাসনা সম্পন্ন হয়, সেইরূপ অমিতাভ দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জ অনন্তশক্তির আধার হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই তাঁহার ব্যবহার রূপ উপাসনা সম্পন্ন হয়। শ্রীভগবানের দিব্যধাম ব্রহ্মান্তর হইতে যে জ্যোতিঃ, তদিচ্ছায় মায়াগর্ভভেদ করিয়া অর্থাৎ মায়া অবলম্বনে প্রণবাকারে জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হয়, যাঁহাকে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে প্রজ্ঞাত্মা হিরন্ময় কোষে অধিষ্ঠান হেতু সূত্রাত্মা ইত্যাদি বলিয়াছি, ঐ জ্যোতির গতিধর্ম্মের প্রণব প্রবাহের যে গর্ভ তাহাই প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্য-গর্ভের অভ্যন্তরে চিন্ময় পরম পুরুষ, পরাপ্রকৃতি অবলম্বনে নাদ বা মায়া স্পর্শ না করিয়া "গুণাতীত বিষ্ণু-স্পর্শনাহিমায়াগুণৈঃ॥" অধি-ষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইনি উপনিষদ্-উক্ত দীপ কলিকাকারে জীবহৃদি পদ্মস্থ পুরুষ অন্তরাত্মা। হিরণ্যগর্ভ মায়াযুক্ত, আর ঐ পুরুষ বা

প্রাণাত্মা মায়ামুক্ত, তাই তিনি ত্রিগুণাতীত ও তুরীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে,—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ
ঈশস্য যস্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপ্রচক্ষ্যতে॥

বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং কারণ এই তিনটি ব্রহ্মের উপাধি, ঐ তিন উপাধির অতীত ঈশ্বরই তুরীয় আখ্যায় আখ্যাত।

মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতাবৎ, হিরন্ময়কোষের অভ্যন্তরে তদ্দেবতার অবস্থিতি, মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে যেমতি দেবদর্শন হয় না। সেইরূপ হিরণ্যগর্ভমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে পরম পুরুষ পরমাত্মার দর্শন হয় না। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ এই হিরণ্যগর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্কুর রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ অবলম্বনে যে জগৎ সৃষ্টি, তাহাকে অনুলোম, আর জীব হইতে হিরণ্যগর্ভ অবলম্বনে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহাকে বিলোম গতি বলে। নিম্নতর জীবক্ষেত্র হইতে, হিরণ্যগর্ভাবলম্বনে যে উর্দ্ধতর ব্রহ্মে উৎক্রমন, তাহাই বিলোম প্রত্যাবর্ত্তনে সাধনা। এই অনুলোম বিলোম উভয়াত্মক গতির আবর্ত্তনে হিরণ্যগর্ভ একটি সমষ্টি মহাশক্তি-সম্পন্ন অপূর্ব্ব পদার্থ। এই অপূর্ব্বত্ব নিবন্ধন হিরণ্যগর্ভস্তরে প্রকৃতি বা মহাশক্তির অতি অপূর্ব্ব লীলাভিনয় অভিনীত হইতেছে। সে অভিনয়ের অভিনেত্রী সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি। প্রকৃতির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহার অভিনেতা।

ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনাদেবি সর্ব্বকার্য্যাক্ষমা ধ্রুবং॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জড় বলিয়াই কীর্ত্তিত, প্রকৃতির শক্তি বিনা কোন কার্য্যেই সক্ষম হয়েন না।

প্রকৃতির এই কর্তৃত্বাধীনে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সুমহান হিরণ্যগর্ভ ব্যাপারে, চিন্ময় চৈতন্যাত্মার দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাষিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃতি ও চৈতন্যময়ী। এই চৈতন্যময়ী প্রকৃতি ও উল্লিখিত

অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিতা। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত অণ্ড মধ্যে পুরুষ অনন্ত নাগশয্যায় যোগ নিদ্রামগ্ন হইলে, প্রকৃতি, চৈতন্যময়ী লক্ষ্মীনামে তাঁহার পদসেবা নিরতা হয়েন।

হিরণ্যগর্ভের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পুরুষ চৈতন্যের ব্রহ্মরূপে আবির্ভাব হইলে, প্রকৃতি ও চৈতন্যময়ী ব্রহ্মাণী রূপে তাঁহার সহিত সমন্বিতা হয়েন। বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইলে, প্রকৃতি ও চৈতন্যময়ী বৈষ্ণবী, এবং রুদ্র বা মহেশ্বর রূপে আবির্ভাব হইলে, প্রকৃতি, চৈতন্যময়ী রুদ্রাণী রূপে সমন্বিতা হয়েন। এতত্রয় প্রকৃতির ত্রিগুণক্ষেত্রে সম্ভূত হওয়ায় ইহাদিগকে গুণাবতার বলে। এতদ্ব্যতীত যখনই জগৎ ও জীবে ধর্ম্মের গ্লানী ও অধর্ম্মের প্রাবল্য হয় তখনই অণ্ডমধ্যস্থ শেষ-শায়ী প্রথম পুরুষ জগতে জীবকল্যাণার্থে অবতীর্ণ হয়েন। ইহাকে শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি সম্ভূত লীলাবতার বলে। তথাহি গীতা,

শ্রীভগবানোবাচ ;—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন, হে ভারত, যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আত্ম সৃজন করিয়া আবির্ভূত হই। শ্রীভগবানের স্বধাম পরব্যোম হইতে কখন নিজ ক্রিয়াশক্তি সহ নিজে, কখন মাত্র ক্রিয়াশক্তি, বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন। "মায়াতীত পর-ব্যোমে সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম।" যে কারণে যে অবস্থা হইতে যে অবতার বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন, সেই অবস্থানুযায়ী কারণময়ী প্রকৃতি ও তদনুরূপ ক্রিয়াশক্তিরূপ পুরুষ চৈতন্যে সমন্বিতা হইয়াই প্রকাশিতা হন। শাস্ত্রে এই ক্রিয়াশক্তিরূপা প্রকৃতি অন্বিত পুরুষ চৈতন্যের অবতার দশ রূপে আখ্যাত; তদ যথা ;—

প্রকৃতি বিষ্ণু রূপাচ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ।
এবং প্রকৃতি ভেদেন ভেদাস্তু প্রকৃতের্দ্দশ॥

কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রাম রূপাচ তারিণী।
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ স্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥
ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃস্যাৎ বরাহশ্চৈব ভৈরবী।
সুন্দরী যামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বামনো ভুবনেশ্বরী॥
কমলা বৌদ্ধরূপাস্যাৎ দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালী রূপো ভবদ্ব্রজে॥

"ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রং।"

শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি তদীয় প্রকৃতি রূপে বিষ্ণু মূর্ত্তির প্রকাশ। আর জ্ঞানশক্তি পুরুষরূপে মহেশ্বরের প্রকাশ। ঐ বিষ্ণু, অর্থাৎ শ্রীভগবানের ঐ ক্রিয়াশক্তির ভেদ বশতঃ প্রকৃতি দশরূপে বিভক্তা। তাহাতে তাঁহার পূর্ণা ক্রিয়াশক্তি কালী প্রকৃতিই পূর্ণ কৃষ্ণরূপে, তারা প্রকৃতিই বলরামরূপে, বগলা প্রকৃতির কূর্ম্মাবতার মূর্ত্তি, ধূমাবতী প্রকৃতির মীনাবতার মূর্ত্তি, ছিন্নমস্তা প্রকৃতি নৃসিংহরূপে, ভৈরবী প্রকৃতি বরাহ-অবতার রূপে, সুন্দরী বা ষোড়শী প্রকৃতিই যামদগ্ন্য বা পরশুরাম রূপে, ভুবনেশ্বরী প্রকৃতি বামন অবতার রূপে, কমলাপ্রকৃতি বুদ্ধ অবতার রূপে, দুর্গা, (মাতঙ্গী) প্রকৃতি কল্কী অবতার রূপে প্রকাশিতা। যিনি ভগবতী তিনিই কালী, যিনি ভগবান তিনিই কৃষ্ণ। এইজন্যই ব্রজধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

কালী কৃষ্ণে বা দশ মহাবিদ্যায় দশাবতারে স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। অবতার গ্রহণে পুরুষ চৈতন্যের, এই প্রপঞ্চ জগৎসংসারে অবতীর্ণ হইতে হইলেই তাঁহারি ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় ও অবলম্বন ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে। পরন্তু একান্ত অসম্ভব। তদ্ব্যতীত তাহার উদ্বোধন, দর্শন ও জ্ঞান কখনও কাহারই হইতে পারে না। তাই জীব ও জগতের কর্ম্ম সংস্কারে চিন্ময় পুরুষের প্রকৃতিরূপা ক্রিয়াশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া দশাবতারে দশ মহাবিদ্যা রূপেই প্রকাশিতা হয়। জল হইতে উৎপন্ন জলবুদ্বুদ বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হইলেও

যেরূপ তাহা, স্বরূপতঃ জল ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবতারাদি দশ মহাবিদ্যাও সেইরূপ চিন্ময় চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে যে আমাদের ভিন্নরূপ বা পুরুষ প্রকৃতি বলিয়া অনুভূতি হয়, তাহা কেবল জ্ঞান বা দিব্য দৃষ্টির অভাব বশতঃ।

প্রকৃতির এই যে দশাবতার রূপে দশ মহাবিদ্যায় আবির্ভাব, তাহা প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভ স্তরের প্রাকৃতিক বিকাশ। হিরণ্যগর্ভ, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপারে যেমতি শক্তি সমন্বিত, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানেও তদ্রূপ প্রভূত শক্তিশালী। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

স হিরণ্যগর্ভঃ এনান ব্রহ্ম গময়তি, এষ দেব পথো ব্রহ্ম পথঃ। এতেন প্রতিপদ্যমান ইমং মানবম্ আবর্ত্তয়ন্নাবর্ত্তন্তে ॥

হিরণ্যগর্ভই মানবদিগকে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করেন। এই দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ এই পথদ্বয় অবলম্বন করিলে মানবদিগকে জন্ম মৃত্যু রূপ আবর্ত্ত, অর্থাৎ গতায়াত করিতে হয় না। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়-মানং।" প্রকৃতি হইতে উৎপদ্যমান এ হেন হিরণ্যগর্ভকে তোমরা অবলোকন কর।

হিরণ্যগর্ভ স্তরে প্রকৃতির দশাবতার রূপে যে দশ মহাবিদ্যার আবির্ভাব, তাহা হইতেই মানবগণ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করে। ঐ সকল দেবতার নাম রূপ ধ্যান মন্ত্রাদিতে ব্রহ্ম জ্ঞানেরই ভাবময়ী শক্তি সঞ্চারিত আছে। ইহাই ব্রহ্মপথ, এতদ্ব্যতীত ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরে দেব পথ নামে অন্য আর একটি পথ আছে। এই উভয় পথই ক্রমান্বয়ে আলোচনা করিতেছি। এতদুভয়ের যে কোন একটি পথ অবলোকন, অর্থাৎ সাধনায় উপলব্ধি করিতে পারিলে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে জীব চিরতরে কৃত কৃত্য হয়।

প্রণব গর্ভাখ্য এই হিরণ্যগর্ভ স্তরে, সাধকের অভীষ্ট ইষ্টের নাম রূপ ধ্যানে মন্ত্রের চৈতন্যশক্তি সঞ্চারিত হইলে, অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক

নাদ বা অনাহত ধ্বনিতে প্রাণ, গতিবিশিষ্ট হইয়া, ঐ প্রণবাখ্য হিরণ্যগর্ভাবর্ত্তে পরাপ্রকৃতি সুষুম্না পথে নাদ বা মায়া ভেদে যে বিন্দু-প্রাপ্তি তাহাই ব্রহ্মপথ। এতদ্ব্যতীত ঐ গর্ভাবর্ত্তে ঐ সুষুম্নাপথে উর্দ্ধে উৎক্রমনে নাদবিন্দু অভিমুখে পরিচালিত হইতে থাকিলে তাহাই দেব পথ নামে অভিহিত। এতদুভয়ের যে কোন একটি পথ সাধনায় উপলব্ধি করিতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভ স্তরের প্রাকৃতিক বিকাশগুলি জ্ঞানতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলে ঐ স্তর অবলোকন করা হয়। এতদর্থে নিম্নে আমরা ঐ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ভাবার্থ উদ্ধৃত করিতেছি। পরে এই প্রসঙ্গাধীন সাধনাভাস দিব।

হিরণ্যগর্ভ স্তরের এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলি উল্লিখিত উভয় পথ অনুযায়ী উভয়ভাবে অবস্থিত। তন্মধ্যে ব্রহ্মপথে অবস্থিত শক্তিগুলি পথমধ্যস্থ পান্থশালার ন্যায় ব্রহ্মযাত্রীর প্রয়োজনাদি সিদ্ধিতে, সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন নিরাকরণে, পথের পরিচয়ে, মুখ্যভাবে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান নিরতা, আর দেবপথে অবস্থিত শক্তিগুলি, দেবযাত্রীর অর্থাৎ ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক সুখশান্তি বা ঐশ্বর্য্যাদি কামনা পরতন্ত্র সাধকের তত্তৎ প্রয়োজনাদি সিদ্ধিতে, তত্তৎপথের বাধাবিঘ্ন নিরাকরণে অবস্থিত থাকিয়া গৌণভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন বুদ্ধি উৎপন্ন করেন। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবিশেষ ভাবে ঐ মূর্ত্তিগুলির পরিচয় দশরূপে অভিহিতা, ব্যষ্টি দেহভাণ্ড সাধকের সাধনালয়ে কার্য্যশীল শক্তিগুলি, বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং তন্ত্রাদিতে ইষ্ট দেবদেবী সখী ও নায়িকাদি নামে অভিহিতা। এতাবৎ সমস্তই, হিরণ্যগর্ভ স্তরের যথা পথ-অনুযায়ী যথাযথ ভাবে এক মহা আদ্যাশক্তির লীলা বিলাস মূর্ত্তি মাত্র, তাই দেবী মাহাত্ম্যে মধ্য চরিত্রে উক্ত হইয়াছে ;

দেব্যা যয়াততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণশক্তি সমূহ মূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেব-মহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ "চণ্ডী।"

যিনি আত্মশক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, নিখিল দেবগণের শক্তি সমূহই যাঁহার মূর্ত্তি, অথবা মহদাদি হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব সমূহের কার্য্যোৎপাদন সামর্থ্যই যাঁহার স্বরূপ, অখিল দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া সেই দেবীকে আমরা ভক্তি সহকারে প্রণাম করি; তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

বহুকাল হইতে শাক্ত বৈষ্ণবে পরস্পরের মধ্যে একটি তুমুল প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে আর্য্যধর্ম্ম ও ঐ ধর্ম্মস্তরস্থ হিন্দু সমাজ যে পরিমাণে পর পর অবসন্ন হইতেছে, ততোধিক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাধন স্তরের ব্যক্তিগত জীবন উৎসন্ন যাইতেছে। হে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মী হিন্দু নর নারী! তথা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধক মহোদয় বর্গ! আপনারা আপনাদের বংশ পরাম্পরাগত মহর্ষিবৃন্দ কথিত, ব্রহ্ম জ্ঞানপ্রদ হিরণ্যগর্ভের তত্ত্বটি একবার অবধারণ করুন, তাহা হইলেই ঐ সমস্ত সংশয় মিটিয়া যাইবে। পথিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বহু পান্থশালা, যেমতি সকল পথিকের প্রয়োজন সিদ্ধ করে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তপ্ত মরুভূমিতে পান্থপাদপ যেমতি দিগ্‌ভ্রান্ত পিপাসাতুর পথিকের দারুণ পিপাসা, নিজ শরীর নিস্রাবী বারিদানে নিবৃত্তি করিয়া পথিকের নব জীবনের সঞ্চারণা করায়, তদ্রূপ এই হিরণ্যগর্ভস্থ মহদাদি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ভবযাত্রী জীবরূপ পথিকের সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া, সংসার মরুভূমিতে ঐ ভগবৎপিপাসাতুর পথিকের পিপাসার তদীয় দিব্যপ্রতিভা মণ্ডিত ধ্যান মন্ত্রাদি রূপ, অমৃত-নিস্রব-বারিদানে চিরতরে শান্তি বিধান করিতেছে, তাহাতেই সাধকের প্রাণে, একঅপূর্ব্ব জ্ঞানভক্তি রসময়ে প্রেম পরিপূর্ণ নব জীবন সঞ্চারিত হয়।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা, শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তির সংস্কারানুযায়ী ভেদ বশতঃ আদ্যা মহাশক্তি বা প্রকৃতির দশধা বিকাশ অবস্থা। তাহাতে এ সমস্তই প্রকৃতি আকারে বিষ্ণুরূপেরই প্রকাশ। পূর্ব্বে তাহা শাস্ত্র প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ

দশ প্রকৃতিই সাধকের সাধনালয় হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান নিরতা। ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই হিরণ্যগর্ভ। দেবী সকলের ধ্যানে রূপের বর্ণনায় ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতির বিকাশ বর্ণিত আছে। তাঁহাদের স্ব স্ব মন্ত্রের জপ যজ্ঞ অবলম্বনে ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরে রূপ ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলেই ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়। এই জ্যোতির দিব্যকিরণে ইষ্টের স্বরূপ দর্শনে সাধক চিরতরে কৃত কৃত্য হয়েন, নিম্নে আমরা ঐ দেবী রূপে ব্রহ্মজ্যোতির দিব্য প্রতিভার বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি।

কলয়তি, ' লয়ং করোতীতি লয়স্যেতি শেষঃ। লয়স্য বিলয় করণাৎ নিত্যস্থিতি ব্যবস্থাপনাৎ কালী। কালের লয় ক্রিয়ার বিলয়ে অর্থাৎ সৃষ্টি ও উৎপত্তির সাম্যাবস্থায়, যে শক্তি নিত্য ব্রাহ্মী স্থিতি জীব হৃদয়ে সংস্থাপনা করেন, তিনি কালী। সমষ্টি পুরুষ চৈতন্যের ত্রিশক্তি সম্মিলিত যে চিন্ময়ী মূর্ত্তি তাহাই আদ্যা মহাশক্তি মহাকাল হৃদয় বিলাসিনী কালী নামে অভিহিতা। ত্রিগুণ সাম্যে পুরুষ চৈতন্য নির্ব্বিকারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতিতে, নিজ হৃদপদ্মে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, মা তাই উলঙ্গিনী হইয়া শিববক্ষে পরম অভয়পদ সংস্থাপিত করিয়াছেন। সাধকের ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস মায়ের ঐ পরম অভয় পদের বলে, কটিদেশে নাভিস্থানে স্থির হইয়াছে, মা তাই নর করে, কটিবেষ্টিতা। ক্রিয়াশক্তির স্থিরতরে, সাধকের ধ্যান নিজ হৃদ্‌পদ্মে প্রাণাত্মায় সংলগ্ন হইলেই সেই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির দিব্য কিরণে, মায়ের রূপ দর্শনে তদ্বক্ষে চির বিশ্রাম লাভ করে, তাই মায়ের গলে মুণ্ডমালা। সাযুজ্য সামীপ্য সালোক্য নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিদানে মায়ের চারি হাত সদা উন্মুক্ত। মায়ের আশ্রয়ে সাধক যখন শ্রীভগবানের শান্তি, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসে মাতোয়ারা হয়েন তখন মুক্তি প্রভৃতি অন্যান্য জড় বিষয়রস অতি তুচ্ছ হইয়া যায়, তাই মায়ের লেলীহান রসনা, সন্তানকে রস প্রদান করিতে সংবদ্ধা ভাবে সংপ্রসারিতা। কালীর বীজমন্ত্র "ক্রীং" (ক+র+ঈ+ং)

ক, চিদ্ চৈতন্য ; র, ব্রহ্ম জ্যোতিঃ বা তেজঃ ; ঈ, প্রাণ ; ৺ বা নাদ মায়া, ० বিন্দু পূর্ণ ব্রহ্মাববোধক, সাধকের হৃৎপদ্মস্থ চিন্ময় ব্রহ্ম-জ্যোতিতে প্রাণ প্রবাহ বিজড়িত হইয়া নাদ বা মায়া ভেদে বিন্দু অভ্যন্তরে পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবানে রসধর্ম্মে যে স্থিতি লাভ তাহাই ক্রীং। ইহাই ঐ দেবীরূপে ব্রহ্মজ্যোতির দিব্য প্রতিভা। মন্ত্রানুপাতি অর্থে সাধকের প্রাণ, তাহার হৃৎপদ্মে স্থিতি হইলে ঐ ব্রহ্মজ্যোতির দিব্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠে, সাধকের বহিরুন্মুখে বিষয়েন্দ্রিয়ে পরিচালিত মনঃ প্রাণ, তাহার ইষ্টের মন্ত্রানুপাতি ধ্যান বা ভাবার্থের ধারণায় অন্তরুন্মুখে সুষুম্না পথে চালিত হইয়া, চিৎ চৈতন্যাধার হৃদপদ্মে গতিলাভ করে, তথায় গুপ্ত অষ্টদলে প্রবেশ উদ্দেশ্যে পুনরায় নিম্নাবর্ত্তে ঘুরিয়া নাভিমণিপুর অবলম্বনে ব্রহ্মনালে প্রবিষ্ট হইলে প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্য-গর্ভে পরিণত হয়। ইহাই সাধনার একমাত্র অবলম্বন, এই অবলম্বন প্রাপ্ত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্ত হইলে, তত্রস্থ দেবদেবীবর্গ সাধকের প্রাণে ব্রহ্ম জ্ঞানের অনুভূতি প্রদান করেন অর্থাৎ সাধক ইষ্টের একনিষ্ঠারূপ ধ্যান বলে, নিজ হৃৎপুণ্ডরীকস্থ হিরন্ময় কোষ অধিষ্ঠাতা প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের দিব্য জ্যোতিঃ ধর্ম্মে ইষ্টদর্শনে শক্তিলাভ করেন। ইহাই সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বসাধনার একান্ত চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল দেবদেবীর রূপ ধ্যান ও মন্ত্রাদিতে, ইহাই অভিব্যক্ত আছে। প্রবন্ধ বাহুল্য আশঙ্কায় আর তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

এ পর্য্যন্ত হিরণ্যগর্ভ স্তরে প্রধানতঃ বিরাট বা প্রথম পুরুষ, পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, দশাবতার ও দশ মহাবিদ্যা, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাবয়ব লইয়া আমরা যে অবতারণা করিয়াছি, ইহাকে বিজ্ঞান-ঘন-হিরন্ময় কোষ বলে। এই হিরণ্ময় কোষ মায়া প্রকৃতির ব্রহ্মাংশে অবস্থিত। এই কোষ হইতে ব্রহ্ম জ্যোতি লাভে ইষ্টের দর্শন-উন্মুখে, সাধক আরো আটটি শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, বৈষ্ণব এবং শাক্তের উপাসনা ভেদে এই অষ্টশক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিতা হয়েন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বৈষ্ণবীয় সাধন পদ্ধতিতে অষ্টসখী এবং অষ্ট মঞ্জরী এবং তন্ত্র শাস্ত্রে শাক্তের সাধন পদ্ধতিতে অষ্টনায়িকা ইষ্টের

দর্শন উন্মুখে সাধকের সহযোগিনী বা সহগামিনী হয়েন, এতদ্ব্যতীত মায়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ বহির্দ্দেশ হইতে আরো তিনটি শক্তির বিশিষ্ট প্রতিভা ঐ হিরণ্ময় কোষে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বলে। এই তিনটি শক্তি হিরণ্ময় কোষ বা হিরণ্যগর্ভে সঞ্চারিত না হইলে শ্রীভগবানের বা সাধকের ইষ্টদেবতার, সচ্চিদানন্দ-ঘনরসময় রূপের দর্শন লাভ হয় না। এই শক্তিত্রয়ে ত্রিগুণময়ী মায়াপ্রকৃতির কোন সংস্রব নাই। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ;—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নোগুণবর্জ্জিতে॥

হে পুরুষ চৈতন্য সংবিৎ! তুমি সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তি যোগে সর্ব্বজীবের স্থিতি কার্য্য সুসম্পন্ন কর, আর তোমাতে ঐ শক্তি মিশিয়া গেলে, অর্থাৎ পৃথক্ উপলব্ধি না হইলে, তুমি নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত হও, তখন আর সৃষ্টি কার্য্য হয় না।

সন্ধিনীর সার অংশে অর্থাৎ চরমোৎকর্ষে বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহত্তত্ত্বের অবস্থিতি, এই মহৎ বা গুরুতত্ত্বে শ্রীভগবানের প্রকাশ। "সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধ সত্ত্ব' নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥" নিম্নতর জীবক্ষেত্র হইতে প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভ অবলম্বনে যে ঊর্দ্ধতর ব্রহ্মে উৎক্রমণ, বিলোম গতিতে সেই হিরণ্ময় প্রণব গর্ত্তের ঊর্দ্ধ প্রদেশেই, ঐ শুদ্ধ সত্ত্বগুরুকল্প মহত্তত্ত্বের অবস্থিতি। ইহা সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনুপাতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তোমার দেহভাণ্ডে হৃদয় প্রদেশ। এই হৃদয় প্রদেশস্থ অনাহত পদ্মের অন্তরালে গুপ্ত অষ্টদলে যে চিন্ময় দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন দীপকালিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, তাহাতেই ভগবৎ সত্তার চির বিশ্রাম। ইহাই সন্ধিনী শক্তির সার শুদ্ধ সত্ত্ব মহত্তত্ত্ব।

এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যই, শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি অব্যয় বিষ্ণুর পরম পদ, জ্ঞান চক্ষের আতত অবাধ দৃষ্টি ব্যতীত অন্য দৃষ্টিতে ইহার দর্শন হয় না। সমষ্টি জগতের ও ব্যষ্টি জীবের কর্ম্ম সংস্কারে ঐ

অখণ্ড ক্রিয়াশক্তি, বায়ু প্রবাহে সমুদ্রবৎ আলোড়িত হইয়া, মায়াগর্ভ আশ্রয়ে অনন্ত কোটি জীব ও জগত সমন্বিত এক সুবৃহৎ অণ্ডকারে পরিণত হয়। সূর্য্যালোকে যেমতি জগৎ ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন চিন্ময়ী ঐ ক্রিয়াশক্তিতে শ্রীভগবানের ঐশী শক্তি মায়া ভাসিয়া উঠে অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। এই মায়াগর্ভের আশ্রয়ে যে ক্রিয়াশক্তির অবস্থিতি তাহাই মহৎতত্ত্ব, ও হিরণ্যগর্ভ নামে আখ্যাত। এই হিরণ্যগর্ভ হইতেই, যথাযথ কর্ম্ম সংস্কার অনুযায়ী নাম ও রূপে জীব ও জগতের প্রকাশ। এই প্রকাশের পূর্ব্বে জীব ও জগত, অস্তি ভাতি ও প্রিয় রূপে ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরে প্রসুপ্ত থাকে। যতদিন জীব তাহার কর্ম্ম সংস্কার, জ্ঞানাগ্নি-সম্বিৎ-শক্তিতে ভস্মীভূত করিতে না পারে ততদিন মৃত্যুরূপ লয়ে ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরে প্রবিষ্ট ও পুনরায় তথা হইতে নাম ও রূপ যুক্ত দেহ উপাধি গ্রহণে, জননী জঠর অবলম্বনে, সংসারে আবির্ভূত হয়, আর জ্ঞানের বলে সম্বিৎ শক্তি লাভ করিতে পারিলেই জন্ম মরণে দুঃখ সঙ্কুল সংসার নিবৃত্তি।

সিন্ধুর গুণধর্ম্মের অনুরূপ বিন্দুবৎ, জীবগর্ভও সূক্ষ্ম অথচ সুমহান হিরণ্যগর্ভের অনুরূপ ধর্ম্মী। কর্ম্ম সংস্কারে শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি আলোড়িত হইয়া যেমতি মায়া আশ্রয়ে জীব ও জগৎ সমন্বিত অণ্ডাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ সংস্কারের অনুরূপ বিষয় প্রপঞ্চের মাত্রাস্পর্শে জীবেরও ক্রিয়াশক্তি, কাম বায়ু প্রবাহে আলোড়িত ও মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে বহু কামনা সমন্বয়ে অজ্ঞানাবরণে আবরিত হইয়া অণ্ডাকার ধারণ করে। এবং তাহা হইতেই ক্রিয়া শক্তির বলে বহুকর্ম্মময় সংসার। জীব ক্ষেত্রে এই ব্যষ্টি মায়াগর্ভের আশ্রয়ে তাহার যে ক্রিয়াশক্তির অবস্থিতি, তাহাই তাহার মহত্তত্ব বা হিরণ্যগর্ভ। জীবস্থ তাহার এই হিরণ্যগর্ভ হইতেই সংস্কার অনুযায়ী কাম আশ্রয়ে ভ্রূণ, গর্ভাশয় গত হইয়াই নাম ও রূপে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে জীব অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরেই প্রসুপ্ত থাকে।

শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত তদীয় চিদ্বীর্য্য প্রাণ, ক্রিয়াশক্তির

অবলম্বনে মায়া আশ্রয়ে, হিরণ্যগর্ভের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রণবাকারে জীব ও জগদ্ রূপে পরিণত হইলে, জ্ঞানশক্তির অবলম্বনে মায়াতীত ভাবে অর্থাৎ ঐ প্রণব বা ওঁকারাকারের বহির্দ্দেশ পথে ঐ প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভে সঞ্চারিত হয়েন বা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। ইহাই অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত দীপকলিকাকারে প্রাজ্ঞাত্মা প্রাণ। যে পথে এই প্রাণাত্মা হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েন, সেই পথের নাম সম্বিৎ শক্তি। জীব যতদিন গর্ভে থাকে ততদিন এই সম্বিৎশক্তি, তাহার মাতৃ হৃদয় অবলম্বনে নাভিপথে সঞ্চারিত হয়। ভ্রূণের নাভি ও জননীর হৃদয়ের সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে, তাহাই তাঁহার জ্ঞান সঞ্চারের পথ, গর্ভে অবস্থান কালীন এই পথের সংযোজনা থাকায় জীবের ভগবৎ বা আপন স্বরূপ জ্ঞান হইতে থাকে, গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া নাড়ী-চ্ছেদে, আর ঐ শক্তি ঐ পথে সঞ্চারিত হইতে না পারায় ভগবৎ জ্ঞান বা আপন স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইয়া পড়ে।

গর্ভাবস্থায় মাতৃহৃদয় অবলম্বনে সম্বিৎ, বা জ্ঞানশক্তি, জীবের হৃদয়াদি নাভি প্রদেশে সঞ্চারিত হইয়া প্রাণের সংরক্ষণাদিতে স্থূল দেহের পরিপোষণাদি সুসম্পন্ন করেন, গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে পর, নাড়ীচ্ছেদে ঐ পথ রুদ্ধ হওয়ায়, ফুসফুস ঐ নাভিস্থ অবরুদ্ধ অপানাখ্য শক্তির আকুঞ্চন প্রসারণে, আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া, বহির্জগতস্থ স্থূল বায়ু প্রবাহ (শ্বাস প্রশ্বাস) প্রবাহিত করে। বায়ু-প্রবাহে সমুদ্র আলোড়িত হইলে যেমতি সূর্য্য প্রতিবিম্বাদি গোচরীভূত হয় না, পরন্তু অভ্যন্তরে নিহিত থাকে তদ্রূপ শ্বাস বায়ু প্রবাহে চিৎসমুদ্র আলোড়িত হইয়া জ্ঞান সূর্য্য বা তাঁহার প্রতি-বিম্বাদি আর জীবের গোচরীভূত হয় না, পরন্তু হৃদয়াদি নাভি প্রদেশের অভ্যন্তরে, জীবের অগোচরে তাহার পশ্চাৎ প্রদেশ হইতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তাহাতেই জীবের প্রাণরক্ষা ও দেহের পরি-পোষণাদি হইতেছে।

সমস্ত সাধনাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঐ সম্বিৎশক্তির উদ্ধার বা তাঁহাকে লাভ করা, এই সম্বিতের সঞ্চার না হইলে শ্রীভগবানের বা

জীবের আপন স্বরূপ জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না, "কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রণব গর্ত্তাখ্য হিরণ্যগর্ভ স্তরেই শ্রীভগবানের জ্ঞানশক্তি ঐ সম্বিৎ, ক্রিয়াশক্তি প্রবাহের, অর্থাৎ মায়াগর্ভ সম্ভূত ওঁকারাকারের, বহির্দ্দেশ-পথে সঞ্চারিত হয়েন, এই সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তির সমষ্টি তত্ত্বাবয়বে যে পুরুষসত্তা, তাহাই বাসুদেব নামে আখ্যাত। হিরণ্যগর্ভস্থ মহত্ত্বতেই ঐ জ্ঞানশক্তির বিশিষ্ট বিকাশ থাকিলে তিনি মায়া অতীত, অর্থাৎ মায়ার সহিত তাঁহার স্পর্শ নাই। "মায়াতীত বিষ্ণু-স্পর্শ নাহি মায়াসনে।" "মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপর।" শ্রীশ্রীচরিতামৃত।

পাঠক বোধ হয় মনে করিতে পারেন, বর্ত্তমানে যখন আর ঐ সমস্ত শক্তি বা রূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় কেহ পান না তখন ঐ সমস্ত কবি কল্পনা বা রূপক মাত্র। কিন্তু আমরা তদুত্তরে বলিব, যেরূপ পিতার অদর্শনে পুত্র দেখিয়া পিতার অস্তিত্ব বা সমুদ্রের অদর্শনে নদী দেখিয়া সমুদ্রের অস্তিত্ব প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ। ঐ ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির প্রবাহ তোমার হৃদয়াদি নাভি প্রদেশেই বর্ত্তমান। পুত্র ও নদী অবলম্বনে যেমতি পিতা ও সমুদ্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ তোমার ব্যষ্টি দেহভাণ্ডস্থ হৃদয়াদি নাভি প্রদেশ প্রবাহী হিরণ্যগর্ভ রূপ সমুদ্র হইতে, শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহে জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি প্রবাহিত হইতেছে। ঐ প্রবাহ অবলম্বনেই, সমষ্টি জীবের পিতা ও সমুদ্র সদৃশ বিরাট হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমষ্টি বিরাট হিরণ্যগর্ভের স্থান নির্ণয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

তদরশ্চ হবৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে, তৃতীয়স্যামিতোদিবি,
তদৈরং মদীয়ং
সরস্তদশ্বত্থঃ সোম সবনঃ, তদপরাজিতা পুর্ব্রহ্মণঃ
প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥
"ছান্দোগ্য।"

সেই ব্রহ্মলোকে "অর" ও "ণ্য" বলিয়া প্রসিদ্ধ দুইটি সমুদ্র অথবা সমুদ্র তুল্য দুইটি নদী আছে। এই ব্রহ্মলোক পৃথিবী হইতে গণনা করিয়া অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ স্বর্গ, এই তৃতীয় স্থান স্বর্গে অবস্থিত। ঐ ব্রহ্মলোকে "ঐর" ইরা সম্বন্ধীয় অর্থাৎ অন্নময় মণ্ডপরিপূর্ণ (পাকস্থলী) হর্ষোৎপাদক এক সরোবর আছে। ঐ সরোবরে সর্ব্বদা অমৃতক্ষরণ হইতেছে। ঐ ব্রহ্মলোকে অমৃতস্রব নামে একটি মদস্রাবী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। এই ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মচর্য্য বিহীন মানবগণ জয় করিতে পারে না, এজন্য ইহার নাম অপরাজিতা, এই অপরাজিতা নামক পুরীই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার স্থান। আদি দেব জগৎ কর্ত্তা ব্রহ্মা বিশেষ ভাবে এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাই হিরণ্ময় (সৌবর্ণ) ব্রহ্মনির্ম্মিত মণ্ডপ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞানশক্তির স্থান হৃদয়, ক্রিয়াশক্তির স্থান নাভি। জীবের স্থূলদেহে জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক ব্যাপার, তাহার হৃদয় ও নাভি হইতেই সম্পন্ন হইতেছে। তৈলাধার হইতে তৈল সঞ্চারিত হইয়া দীপশিখা যেমতি প্রজ্জ্বলিত হয়, তদ্রূপ তোমার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্নার মধ্যস্থ অনাহত ও মণিপুর পদ্ম হইতে ঐ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হৃদয় ও নাভিতে সঞ্চারিত হয়। ঐ শক্তিদ্বয় অনাহত মণিপুর আশ্রয়ে হৃদয়াদি নাভিপ্রদেশে এক অণ্ডাকারে গোলাকার আবর্ত্ত দিতেছে। কুম্ভকারের চক্রবৎ সেই আবর্ত্তনে তোমার নাভিস্থ পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্যের, পরিপাক প্রাপ্তে রসরূপে পরিবর্ত্তন, এবং ঐ রস হৃদয়ে উঠিয়া রক্তরূপ ধারণ এবং তথা হইতে পুনরায় নাভিকন্দে (নাড়ী মূলে) অবতরণ দ্বারা সর্ব্বশরীরে আবর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। কুম্ভকারের চক্রের আবর্ত্তনে যেমন চক্র কেন্দ্রে (চক্রপরি) বহু দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তোমার অনাহত-হৃদয়, নাভিমণিপুর পথে চক্রাকারে বিঘুর্ণীত জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক শক্তিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ও অনন্ত কর্ম্মময় সংসার উৎপন্ন হইতেছে। জীবের দেহাধারে ব্যষ্টি ভাবে এই আবর্ত্তনের নাম "অর" সমুদ্র বা সমুদ্র তুল্য নদী। আর ইহারি নাম প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভ। ইহার পশ্চাৎ

বা পার্শ্বদেশ হইতে যে শক্তি আসিয়া সঞ্চারিত হয় তাহাই অধিতাখ্য "ণ্য" সমুদ্র বা সমুদ্র তুল্য নদী। ইহা পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার হইতে গণনায় তৃতীয় স্থান মণিপুরে অবস্থিত। এই লোকে ঐর অর্থাৎ অন্নময় মণ্ডপূর্ণ, এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্দ্ধক রসময় সরোবর তুল্য পাকস্থলী আছে, ঐ পাকস্থলীতে ক্রোম রসরূপ নিরবচ্ছিন্ন অমৃতস্রাব হইতেছে। এবং ঐ নাভি কন্দতেই সর্ব্বশরীর ব্যাপী রক্তময়, শিরাজাল যুক্ত অমৃতস্রাবী অশ্বত্থ রহিয়াছে। শক্তি ধারণ সামর্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অর্থাৎ নাভিস্থ শ্বাস প্রশ্বাস রূপ ক্রিয়াশক্তির স্থিরত্ব ব্যতীত ঐ লোক কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, শ্বাস প্রশ্বাসের চঞ্চলতা রূপ অস্থিরত্বে কেহই এই লোক জয় বা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না বলিয়াই ইহার নাম অপরাজিতা। সৃষ্টি শক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে এই দেহ পুরী গঠিত হইয়াছে।

সাধক তুমি যদি এই পুরী, প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভের অধিকার লাভ করিতে চাও, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভস্থ দেবতার নিকট ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিতে চাও, তবে গুরু পদ, গুরুশাস্ত্র অনুযায়ী ঐ হিরণ্যগর্ভস্থ যে কোন দেবতার মন্ত্র গায়ত্রী গ্রহণে, তাহার যথা শাস্ত্রীয় অর্থে তোমার হৃদয়ে ভাবের প্রতিষ্ঠা কর। উপাস্য সমস্ত দেবতার ভাবার্থই ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরের অভিব্যক্তি মাত্র। ঐ ভাবার্থে, তুমি, মন প্রাণের সহিত মিশিতে পারিলে অর্থাৎ তোমার দেবতা হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ প্রবাহের একত্বে তোমার অবস্থিতি, তাহা বুঝিতে পারিলেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি বা রতি উৎপন্ন হইবে। মন্ত্রাদির ভাবার্থের ধারণায় যদি তোমার হৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয় অর্থাৎ তোমার প্রাণের সহিত মন্ত্রাদির একত্ব অনুভূতি না হয়, তবে নাড়ী শুদ্ধি বা বহিঃ প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসটির গতি বিচ্ছেদে মূলাধার ধ্যান করিবে, তাহাতে কিছুদিনের মধ্যে তোমার মেরু অভ্যন্তরে একটি শক্তির ঊর্দ্ধ গতি অনুভব করিতে পারিবে, তখন সেই শক্তির প্রবাহটি, তোমার মন্ত্রাদির ভাবার্থের অনুযায়ী হৃদয়ের জ্ঞানশক্তির বলে ধরিয়া নাভির ক্রিয়াশক্তি দ্বারা মণিপুর অনাহত প্রদেশ হৃদয়া-

দিতে ধারণা কর। তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার প্রাণ প্রবাহের একত্বে দেবতা ও হিরণ্যগর্ভের অবস্থিতি অনুভব করিতে পারিবে। অনাহত হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে নাভি, নাভি হইতে মণিপুর, মণিপুর হইতে অনাহত পথে, তোমার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, অণ্ড বা আবর্ত্তাকারে, বিঘুর্ণীত হইয়া তোমার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। ইহাই প্রণবের গর্ভ রহস্য। এই গর্ভের অভ্যন্তরে হিরণ্ময় পুরুষের অবস্থিতি। জরায়ু কোষে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, ভ্রূণ বা জীব, তাঁহার পিতামাতারূপা পুরুষ প্রকৃতির ঐ হৃদয়াদি প্রদেশস্থ হিরণ্যগর্ভে প্রসুপ্ত থাকে, পরে পিতামাতা বা পুরুষ প্রকৃতির, ঐ হিরণ্ময় গর্ভের একতা অর্থাৎ পরস্পরের হৃদয়স্থ ভাবের সমতা হইলে, নাভি হৃদয়ের সম্মিলনে, ঐ হিরণ্ময় পুরুষ হইতে ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টি শক্তি উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ লোক সমন্বিত জীবদেহ সৃজন করেন। ইহাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে হিরণ্যগর্ভ রূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। ইহাকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলেই যোগিগণ জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া পড়েন।

সংস্কারানুযায়ী জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ভেদে এই যোগ দুইভাবে অভ্যস্ত হয়। তন্মধ্যে জ্ঞান সংস্কারে অর্থাৎ বহিঃ প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া করিতে ইচ্ছা না হইলে, বা সামর্থ্য না থাকিলে, যে কোন সুখাসনে বসিয়া মেরুদণ্ডটি সরলভাবে রাখিবে পরে তোমার সংকল্প সম্ভূত সমস্ত সাংসারিক কামনা মন হইতে বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া তোমার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মনকে ধীরসন্তর্পণে নিজ হৃদয় মধ্যে বুদ্ধি স্থানে ধারণা অর্থাৎ স্থির ভাবে হৃদয় ধ্যান কর। তাহাতে যখন দেখিবে তোমার শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু বা স্থির হইয়া সময় সময় অভাব হইয়া পড়িতেছে, সেই অবস্থায় তোমার জ্ঞান প্রসূত ধৃতি শক্তির বলে তোমার মন বা প্রাণকে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভাকারে পরিচালিত কর, তাহাতে তোমার সর্ব্বশরীর তরঙ্গবৎ প্রকম্পিত ও এক অপূর্ব্ব আনন্দে তন্ময় হইয়া পড়িবে। ইহাই হিরণ্যগর্ভ লাভের

আত্মমার্গের সাধনা। শ্রীভগবান এই সাধনা সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় বলিয়াছেন ;—

সংকল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

সাধক নিজ হৃদ্‌পদ্ম (অনাহত পদ্মে) ধ্যান প্রবাহ (অনবচ্ছিন্ন চিন্তা) করিতে পারিলে যোগের প্রতিকূল কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে নিজ মন দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষরূপে নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে নিজ হৃদয় মধ্যে ফিরাইয়া ; গুরু উপদেশ জনিত নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ গুরুশাস্ত্র অনুযায়ী মন্ত্র গায়ত্রীর যথা শাস্ত্রীয় অর্থে তোমার হৃদয়াদি প্রদেশে হিরণ্যগর্ভ ভাবের প্রতিষ্ঠায়, সেই যোগ অভ্যাস করিবে। এইরূপ অভ্যাসে ঐ ধারণা-বশীকৃত-বুদ্ধি দ্বারা মনকে তোমার হৃৎপদ্ম বিহারী প্রজ্ঞাত্মা দীপ কলিকাকার প্রাণে, নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ উপরত হইবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।

তোমার ব্যষ্টি দেহভাণ্ডে, তোমারি হৃৎপদ্ম বিহারী প্রাণই সর্ব্বোপরি মহৎ। ইনিই তোমার মহত্তত্ব। শ্রীভগবানের চিজ্জ্যোতি ঐ প্রাণাত্মা মায়াগর্ভে প্রতিবিম্বিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইলেই সত্বগুণান্বিত হইয়া যে প্রকাশ, তাহাই তোমার সত্ব বা জ্ঞান ক্ষেত্র হৃৎপদ্ম। ভগবৎ সম্বন্ধীয় চিন্ময়, আর জীব সম্বন্ধীয় সাধন রসভেদে ইহার দুই অবস্থা, প্রথমাবস্থায় মায়াতীত হৃৎপদ্মে, আর দ্বিতীয়াবস্থায় লিঙ্গমূলে ষড়দল কমল অপ্‌চক্র স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিতি, জীব সাধক গুরু উপদেশ জনিত সাধনায় অর্থাৎ মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে, স্বাধিষ্ঠানে রস ধর্ম্মে অধিকারী হইলে, হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। সেই অনুরাগে শ্রীগুরুশক্তি সাধককে তাহার মন্ত্র গায়ত্রীর ভাবার্থ অনুযায়ী হৃদয়াদি ন্যক্তি প্রদেশে প্রণবগর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভে পরিচালিত বা

সম্মিলিত করিয়া দেন। তাহাতে সেই যোগ অভ্যাস হইলে, অনুরাগ গাঢ় হইয়া রতিরূপে পরিণত হয়, এই রতি সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে, ঐ নিশ্চল রতি বা গুরুশক্তির বলে, দেহভাণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশ হইতে এক অলৌকিক অননুভূতপূর্ব্বা দিব্য প্রতিভা সম্পন্ন শক্তি, সাধকের হৃৎপদ্মে সঞ্চারিত হইয়া, হৃদয় প্রদেশ দিব্য আলোকময় করিয়া দেয়। সেই দিব্যালোকেই দিব্য চিন্ময় মূর্ত্তি শ্রীভগবান বা ইষ্টের স্বরূপ দর্শন, আর ঐ শক্তির নাম সম্বিৎ শক্তি। গায়ত্রী দ্বারা ঐ জ্যোতিরই উপাসনা করিতে হয়। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ১৩ শ অঃ ১৭ শ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

সেই জ্যোতিঃ সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক, অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ মায়াতীত বলিয়া কথিত হন, ঐ জ্যোতিই জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং এই জ্যোতিঃ সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত। সাধনা দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হয়।

সাধক যখন উপরি উক্ত সাধনায়, আপন হৃদয়াদি প্রদেশে, প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভে অধিকার লাভ করেন অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে অনুভব করেন, তখন ঐ হিরণ্যগর্ভস্থ দেবতাই অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে, মন্ত্র, গুরু ও ইষ্টদেবতা এই তিনে ঐ প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভাকারে একত্ব অনুভূতির অবস্থায় ঐ জ্যোতিঃ বা সম্বিৎ শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাতেই উপনিষৎ বলিয়াছেন "স হিরণ্যগর্ভ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি", সেই হিরণ্যগর্ভই ইহাদিগকে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করিবেন। আর ভগবান তাহাই বলিয়াছেন ;—

প্রশান্তমনসংহ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্ত রজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

"শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৬ষ্ঠ অঃ।"

ঐরূপ যোগ অভ্যাসে রজোগুণহীন প্রশান্ত চিত্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে, ঐরূপ যোগ অভ্যাসে সদা মন প্রাণ ব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে নিষ্পাপ যোগী ব্রহ্ম সংস্পর্শে শ্রীভগবান বা ইষ্টের দর্শন জনিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম সুখ প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ প্রেমলাভে চিরতরে জীবন্মুক্ত হন।)

জপ গায়ত্রী ও প্রাণায়াম যজ্ঞের অঙ্কন চিত্রে ওঁকারের পার্শ্বদেশে ঊর্দ্ধ অধঃবক্রাকারে যে শক্তি প্রণবগর্ভে সংযোজিত বা অনুপ্রবিষ্ট দেখিতেছ, উহারি নাম সম্বিৎ শক্তি, ঐ শক্তির অবলম্বনে বা ঐ পথে প্রজ্ঞাত্মা পুরুষ চৈতন্য প্রাণ, আসিয়া দীপকলিকাকারে সর্ব্বজীবের হৃদয়স্থ অনাহতপদ্মের অন্তরালে, অর্থাৎ মায়াতীতভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ পরিধীর মধ্যবিন্দুবৎ কেন্দ্র স্থানে ইহার অবস্থিতি। সাধক, তাহার স্থূল শরীর প্রবাহী জীবনী-শক্তি বা শ্বাস প্রশ্বাস ভরে পরিচালিত হংস স্থিরত্বে আনিয়া, সূক্ষ্ম শরীরস্থ জ্ঞান ক্রিয়াত্মক ধৃতি শক্তির বলে, হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রণবগর্ভাকারের পরিধীতে পরিচালিত করিতে পারিলে, গুরু মন্ত্র ও দেবতার একত্ব জ্ঞানেই ঐ প্রাণ কেন্দ্র বা সম্বিৎ শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রণবগর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট, পুরুষ চৈতন্য সম্বিতের বলে বা অবলম্বনে জীব ও জগতের অবস্থিতি। সেই অবস্থিতি হইতে বিলোম গতিতে জীবের যে সম্বিৎ প্রাপ্তি তাহাই ওঁকারের নিম্নাংশ, ইহারি নাম সন্ধিনী। আর ঐ সন্ধিনীর সম্মিলনে, ঊর্দ্ধতর পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে সম্বিতের যে উৎক্রমন তাহাই ওঁকারের ঊর্দ্ধাংশ বা হ্লাদিনী। সাধক এই শক্তিত্রয়ে বিজড়িত প্রণব ধনু নিজ মেরুদণ্ডাবলম্বনে প্রাপ্ত হইলে, তাহার হিরণ্যগর্ভাত্মক ধৃতি শক্তিই ঐ ধনুকে জ্যা বা গুণরূপে সংযোজিত হয়। এবম্বিধ জ্ঞান ধনুকে, ভক্তি ব্রহ্ম বাণ যোজনা করিয়া সাধক অনায়াসেই মায়াচক্র ভেদে, অপ্রাকৃতিক চিন্ময় রাজ্যের অধিবাসী হয়েন।

ক্রিয়াযোগে সাধন পদ্ধতির কথা উপরে বলিয়াছি। সাধক মনে

রাখিবেন, প্রসঙ্গাধীনে আংশিক ভাবে সাধনার আভাস প্রদান মাত্র। নাড়ী শুদ্ধি, বহিঃ প্রাণায়াম, মূলাধার ধ্যান, কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন, জপ মন্ত্র, জপ গায়ত্র্যাদি সাধনার এক একটি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্তর, প্রত্যেক স্তর ধরিয়া সচিত্র সাধন-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমরা শ্রীভগবানের স্বরূপ, ব্রহ্মা, মায়া, প্রাণ, পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ব ও হিরণ্যগর্ভ ধরিয়া যে অবতারণা করিলাম তাহা কেবলমাত্র সাধকের লক্ষ্য স্থিরতর করা উদ্দেশ্যে। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা উপাসনায় যে সমস্ত পদ্ধতি বা বিধানের উল্লেখ আছে, তৎ সমস্তই সাধককে এই এক লক্ষ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতেছেন মাত্র। তৃতীয় কাণ্ডে সন্ধ্যা মন্ত্রের আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইয়াছি। লক্ষ্য স্থির না হইলে যেমতি পথিকের পথ পর্য্যটন পরিশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হয় এবং তথা বিধ ধনু নিস্সৃত বাণ ত্যাগে লক্ষ্য বেধ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবৎ উপাসনায় তাঁহার স্বরূপ লক্ষ্যে প্রাণ বা প্রণব ধনুতে আত্মশর যোজনা করিতে না পারিলে পরিশ্রম মাত্র সার হয় কদাচ লক্ষ্য বিদ্ধ বা প্রাপ্তি হয় না। যাহাতে সাধক মাত্রেই সহজে ঐ লক্ষ্য স্থির ও ধনুঃ শর লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যেই আমাদের এই বিরাট আয়োজন। পরম চরম লক্ষ্য শ্রীভগবান, তিনি সর্ব্ব মূর্ত্তিতে সাকারে আবার সর্ব্ব মূর্ত্তির অভাবে নিরাকারে, এই উভয়াত্মক সচ্চিদানন্দ ঘন রসময় তনুতে বিরাজিত। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে প্রণব ধনু অবলম্বনে আত্মশর যোজনায় মায়া ভেদ করিতে হয়। সাধন স্তরের এই প্রণব সাধকের মেরুদণ্ডাবলম্বনে অন্তর্দ্দেহে অন্তর্নিহিত আছে, তাহাকে উদ্ধার করিয়া, ঐ প্রণব ধনুতে আত্মশর যোজনা করিতে হইবে। ঐ প্রণবের মধ্য স্থানই উহার গর্ভ। ধনুতে বাণ যোজনায় যেমতি মধ্যস্থানই বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ এই প্রণবের গর্ভ বা মধ্য স্থান আত্মশর যোজনায় সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় তাই প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভই সাধকের জ্ঞান লাভে শ্রুতিতে উপদিষ্ট। তজ্জন্য হিরণ্যগর্ভের কিছু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিলাম। মন্ত্র, জপ গায়ত্রী,

কুণ্ডলিনীর চৈতন্য, অন্তঃ প্রাণায়ামাদি অহংরূপী আত্মশর এই হিরণ্য-গর্ভাখ্য প্রণব ধনুর মধ্যদেশেই যোজনা করিয়া নাদ বা মায়া ভেদ করিতে পারিলে বিন্দু অভ্যন্তরে লক্ষ্য প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। কিন্তু ঐ আত্ম শরের কথা এ পর্য্যন্ত আমরা কিছু বলি নাই। এইবার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই অহংরূপী আত্মশরের অবতারণা করিতেছি।

নবম অধ্যায়।

অহংতত্ত্ব।

অহংতত্ত্বের আলোচনায় আসিয়া প্রথমতঃ একটি প্রাচীন কথা মনে জাগিয়া উঠিল, "শঙ্খকে পোড়াইয়া চূর্ণ করিলে শীতল জলেও তাহার দাহিকা শক্তির বিকাশ হয়।" সেইরূপ স্বভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে সকলি তাহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়।

এই অহংতত্ত্ব ও সেইরূপ সোহহং হইতে পৃথক্ হইয়া, অর্থাৎ "সঃ" এইটিকে ত্যাগ করিয়া মাত্র অহংরূপে পরিণত হওয়ায় পুরুষ চৈতন্য হইতে এতদূরে সরিয়া পড়িয়াছে, যে তাহা ধারণার অতীত বলিলেই হয়। চিৰ্জ্জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের চিজ্জ্যোতিঃ কণা জীবরূপী অহং, যিনি ঐ চিন্ময় পুরুষ চৈতন্যাশ্রয়ে, সূর্য্য ও তাহার কিরণবৎ অভেদ ভাবে চির অন্বিত থাকায়, পুরুষ যাহাকে সোহহংভাবে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না; প্রতি লীলাবতারে যাহার পূর্ণ আদর্শ দেখাইয়া, অসংখ্য জীবকে আপন অঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন; সেই চরম পরম প্রকৃতি সোহহং অর্থাৎ চৈতন্য আশ্রিত জীব, স্বতন্ত্র অহংরূপে রূপান্তরিত হইল। পুরুষ-স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান, তাহা হইতে অপসারিত হওয়ায় সে এক স্বতন্ত্র অহংতত্ত্ব রূপে পরিণত হইল। সে আর ঐ চিন্ময় পুরুষ চৈতন্যের সহিত একত্র থাকিতে না পারিয়া, সমুদ্রবক্ষে বিম্ববৎ অথবা আগ্নেয়-গিরি-নিস্মৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ, স্বতন্ত্র অবস্থায়

তত্ত্ব নামে অভিহিত হইল। বিশাল বারিধি বক্ষে বিম্ব যেমতি অখণ্ড অনন্ত আকাশকে গর্ভে ধরিয়া গর্ব্বভরে চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হয়, অথবা আগ্নেয়গিরি নিস্ঃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমতি অনন্ত আকাশে কিয়ৎক্ষণ উর্দ্ধ অধঃ সঞ্চালিত হইয়া নিকটবর্ত্তী ভূভাগ দগ্ধীভূত করে, অহংতত্ত্ব ও তদ্রূপ অনন্ত পুরুষের বিশাল বক্ষে বিম্ববৎ অখণ্ড চৈতন্যকে গর্ভে লইয়া গর্ব্বভরে জন্ম জন্মান্তরের, সূত্র ধরিয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে সঞ্চালিত হয়। পক্ষান্তরে ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কিছু সময় উর্দ্ধ স্বর্গে ও অধোনরকে পরিচালিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ জগৎ সংসারে একান্ত দগ্ধীভূত হইতে থাকে। কুম্ভকারের ঘুর্ণিত চক্রের আশ্রয়ে মৃত্তিকা যেমতি নানা আকারে পরিণত হইয়া জীবের বহু প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তত্ত্বান্তরে রূপান্তরিত অহং ও সেইরূপ, পরম পুরুষের ঐশী শক্তি মায়াচক্রে পড়িয়া, বিবিধ বিষয় রচনায়, জীবরূপী সোঽহং এর বহু প্রয়োজন সিদ্ধ করে, এই প্রয়োজন ব্যপদেশে সঃ অর্থাৎ আত্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, তাহার সকল কর্ম্মই প্রতিকূল হইয়া দাড়ায়। তাহাতেই এক প্রাচীন কবি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন ;—

প্রতিকূলং ভবেৎ সর্ব্বং স্বভাবাদ্ ভ্রষ্টতাং গতে।
পশ্য চূর্ণীকৃতাঃ শঙ্খা দহন্তে সলিলৈরপি॥

প্রথমেই ইহার অনুবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লোকের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সোঽহং রূপী শঙ্খ তাহার শঙ্খত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগে, অহংরূপ চূর্ণে পরিণত হইলে, অখণ্ড চৈতন্যময় জগৎ তাহার নিকট খণ্ডাকার ও তাপময় সংসাররূপে পরিণত হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, একটি প্রচলিত কথা আছে "সঙ্গদোষে সাধুর দণ্ড", উল্লিখিত সোঽহং রূপী জীবের সম্বন্ধে ও তাহাই সংঘটন হইতেছে। অহংতত্ত্বের সঙ্গ দোষে সাধু জীব, নশ্বর সংসারে অসার বিষয় ভোগে বন্দী হইলেন। গৃহপালিত হস্তীর সঙ্গ দোষে বনচারীমাতঙ্গ যেমতি কূপে পড়িয়া

আবদ্ধ হয়, মায়ামুগ্ধ অবিদ্যা প্রকৃতির সংসার-গৃহে-প্রতিপালিত অহং'এর সঙ্গে পড়িয়া, বিদ্যাননবিহারী সোঽহং ও সেইরূপ সংসার কূপে আসিয়া আবদ্ধ হইতেছে। মায়া প্রকৃতির অবিদ্যা ভ্রান্ত অহং নিজে যেমতি চৈতন্যময় পুরুষের চিন্ময় জ্যোতিঃ হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, জীবকেও সেইরূপ, সংসার মরুতে, বিষয় মরীচিকায় তৃষ্ণা নিবারণের প্রলোভনে আকৃষ্ট করিয়া ক্রমশঃ দূর হইতে সুদূর তরে লইতেছে। এইরূপে জীব তাহার চিন্ময় জ্যোতিঃ হইতে ব্যবহিত হওয়ায় আত্ম-স্বরূপের বিস্মৃতিতে স্বভাবের বিপরীত চলিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন আর জীবের আপন স্বরূপে ভগবৎ জ্ঞান থাকে না, ভাগবতে উল্লেখ আছে ;—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম প্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

"শ্রীমদ্ভাগবত"

যাহারা (জীব) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত এই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজনা করে না এবং তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করে না ; তাহারা (ঐ জীব) নিজের গন্তব্য স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগামী হয়।

জীবের প্রধান প্রয়োজন পরম পিতা পরমেশ্বরকে জানা এবং যাহা দ্বারা তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায়, জীবের তাহাই কর্ম্ম, এই কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞানশূন্য পথই জীবের বিপথ। অহংতত্ত্বের প্ররোচনায় পথিক জীব, ঐ বিপথে পড়িয়া ক্রমশঃ অধঃ হইতে অধঃপতিত হয়। পর্ব্বত নিস্যংতা নদীর অধঃপতনবৎ জীব তাহার পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ হইতে একবার পরিভ্রষ্ট হইয়া অহংতত্ত্বে অধঃপতিত হইলে, বহু ক্লেশে ও অল্পকালে আর প্রকৃত পথে উপস্থিত হইতে পারে না। নারী, তাহার কূল পরিত্যাগে একবার পর পুরুষের সঙ্গ লইলে তখন যেমতি বহু পর পুরুষ আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় ; তদ্রূপ জীব তাহার পরাপ্রকৃতি রূপ কূল পরিত্যাগে, চিন্ময় পুরুষ চৈতন্যপতি ছাড়িয়া

একবার অহংতত্ত্ব রূপ পর পুরুষের সঙ্গ লইলে, অসংখ্য কাম ক্রোধাদি পর পুরুষ আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। অহংতত্ত্বের উদ্দীপনায় মত্ত বিমুগ্ধ জীব, তখন আর তাহাদিগকে বরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। ভীম প্রভঞ্জনে সাগরবক্ষে তরণী বাহকের ন্যায় জীব এই ভব সমুদ্রে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে, অচিরেই তার দেহতরী ডুবিয়া যায়। এই ঘোর বিপদে বিমুহ্যমান জীব, তখন আর কোন ক্রমেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অহংতত্ত্বের সঙ্গ দোষে জীবের এই ঘোর বিকৃত ভাব দেখিয়া, তাহার বিবেক শূন্য জ্ঞান ও তাহাকে অকাতরে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, জীবের এই বিবেকশূন্য অবিবেক জ্ঞানে সংসার মমত্বে দেহাত্ম বুদ্ধিতায় কর্ম্ম প্রবাহে পড়িয়া জন্মান্তরে দেহান্তর পরিগ্রহ হয়। তাহাতে এক যোনি হইতে অপর যোনি, অপর যোনি হইতে আর এক যোনি এইরূপে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি অসংখ্য যোনি পরিভ্রমণ করতঃ, বিবিধ বিষয় ভোগে জর্জ্জরিত হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্ত বাসনায়, দিশেহারা ক্লান্ত জীব, সংসারে সুখ পিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। একবার দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ায় আর কিছুতেই দিক্‌নির্ণয় করিতে পারে না। মরুভূমিতে মরীচিকায় বারিভ্রমের ন্যায় সংসার মরুতে কামিনী কাঞ্চন মরীচিকায় ভ্রান্ত জীব শান্তিবারির আশায় ধাবমান হয়। এই অবস্থা লইয়াই জগৎ জীব কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। অনন্ত জীব বিবিধ বিষয়ের দিকে কল্পিত ভোগ পিপাসায় ছুটাছুটি করিতে থাকে, আর নশ্বর বিষয় ভোগে কখন কাঁদে কখন হাসে, কখন বা আত্ম বিস্মৃতির বিষম ঘোরে ডুবিয়া যায়, ইহাই জীবের সংসার আশ্রয়ের চরম নীচাবস্থা, এ অবস্থায় জীবের আত্মজ্ঞান নিবিড় জলদ পটলে আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় আবরিত হইয়া পড়ে। জীব ঐ আবরণের সহিত এক হইয়া তাহাকেই আমি মনে করে। যোগদর্শনে এই অবস্থাকে অস্মিতা জ্ঞান বলেন। অহংতত্ত্বের মূলেই এই অস্মিতা জ্ঞান, ইহাকে বুঝিতে পারিলেই অহংকে স্বতন্ত্র রূপে দর্শনের ক্ষমতা জন্মে, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিয়া পরে অহংতত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব।

দৃগ্ দর্শন শক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥৫॥

"পাতঞ্জল সাধনপাদ।"

দৃক্‌শক্তির সহিত দর্শন শক্তি অভেদ নয়, অথচ উভয়ে অভেদ বলিয়া যে বোধ হয়, সেই বোধের নামই অস্মিতা।

চিন্ময় পুরুষ চৈতন্য আত্মার যে জীব ভাব অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষের চিজ্জ্যোতিঃ কণা প্রাণের, মায়াগর্ভাশ্রয়ে, মহদাদি হিরণ্ময় কোষের পর, তমোময় কোষে বা আবরণে প্রতিভাত হইলে তাহাকে আত্মার জীব ভাব বলে, এই জীব ভাবের দর্শন শাস্ত্রীয় নাম জীবাত্মা বা বুদ্ধি-তত্ত্ব। এই জীবাত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব, চিন্ময় পুরুষ চৈতন্যের, ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রে উৎপন্ন হওয়ায় ইহাকে দর্শন শক্তি বলে, আর ঐ চিন্ময় পুরুষ চৈতন্যের নাম দৃক্‌শক্তি। তোমার দর্শন শক্তি হইতে যেমতি তুমি স্বতন্ত্র। সেইরূপ, ঐ দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ চৈতন্য হইতে ঐ দর্শন শক্তি বা জীব স্বতন্ত্র। স্ফটিক সন্নিধানে জবা, অথবা অগ্নির সহিত লৌহ থাকিলে যেমতি উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ চৈতন্যের সন্নিধানে, দর্শনশক্তি বুদ্ধিতত্ত্ব বা জীব থাকায় পুরুষের ধর্ম্মে প্রকাশিত হইয়া আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ করে, নিজেই পুরুষ হইয়া বসে। দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ চৈতন্যের সহিত, ঐ দর্শনশক্তি, জীব বা বুদ্ধিতত্ত্বের ভেদ আছে, অথচ অভেদ বলিয়া জীব বা দর্শনশক্তির যে বোধ হয়, তাহাকেই অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব বলে। তোমার চৈতন্যের সহিত তোমার বুদ্ধির চির পার্থক্য রহিয়াছে। অথচ তুমি যে মনে কর আমি চৈতন্যবান, এই চৈতন্য ও বুদ্ধির পরস্পরের ঐক্য বা একত্বে, তোমার যে তদাত্ম ভাব হইতেছে, তাহাই তোমার অস্মিতা বা তুমি। স্ফটিক ও জবা বা অগ্নি ও লৌহ, যেরূপ চির পৃথক্ বস্তু, তুমি ও তোমার চৈতন্যের সহিত সেইরূপ চির পৃথক্ পদার্থ, অথচ একের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া অহংতত্ত্বাত্মক জীব উপাধি ধারণ করিয়াছ। এই অস্মিতা জ্ঞানেই তোমার সংসার, বা সংসারের সর্ব্ব দুঃখের মূল কারণ বিদ্যমান।

দর্পণ যেরূপ বহু দ্রব্যের প্রতিবিম্ব ধরে, সেইরূপ তোমার চিৎ চৈতন্য বা চিদ্ দর্পণের উপর, তোমার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত সূক্ষ্ম শরীর, ও বিষয় প্রপঞ্চ সহ জগৎ সংসার, প্রতিবিম্ববৎ ভাসিতেছে। অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু ভরে, বিশাল বারিধি বক্ষ, যেমতি অসংখ্য ফেনবুদ্বুদময় বীচিমালা সঙ্কুল ভীষণ তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ তোমার কামনা সঞ্জাত, অনুকূল প্রতিকূল বায়ুভরে, বিশাল চিৎ সমুদ্র বক্ষে অশেষ দুঃখরাশি সঙ্কুল সংসার উদ্ভাষিত হইয়া স্থূল দেহাকার গঠিত করিতেছে। প্রতিবিম্ব পরিত্যাগে যেমতি তুমি প্রতিবিম্বাধার দর্পণ দর্শন করিতে পার, ঐরূপে তোমার চিদ্দর্পণ, তোমারি দর্শন করিবার ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে। তোমার চিদ্ দর্পণই তোমার সোঽহং ভাবাত্মক আত্মবাচক অহং; এই অহংরূপী আত্মশরটিকে, তোমার বুদ্ধি আদি সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর সহ সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া, তোমারি অন্তর্দ্দেহস্থ তদ্বাচক প্রণব ধনুতে যোজনা করতঃ, হিরণ্যগর্ভ রূপ গুণ সাহায্যে, ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ লক্ষ্য লাভ করিতে হইবে, এবং তাহাই সচিত্র সাধন বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়।

জ্ঞান, ও ভক্তি প্রাধানে যোগশাস্ত্রে ইহার বহুল উপদেশের অবতারণা আছে। সকল সাধক সম্প্রদায়েই তাহার অনুশীলন বিধি প্রচলিত আছে এবং সেই প্রচলিত পন্থা ধরিয়া, তত্তৎ সম্প্রদায়ী সাধকবর্গ পরিচালিত হইতেছেন, সাধারণতঃ আমরা কাহাকেও আর, ঐ পথের লক্ষীভূত জ্ঞান, ভক্তি,প্রেম সম্পন্ন হইতে দেখিতে পাইতেছি না। দেবতা, মন্ত্র, গায়ত্রাদি একরূপ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে অল্প সংখ্যক লোক সামান্য সন্ধ্যা বন্দনাদিতে উপাসনা করেন, দেখিতেছি তাহাদের মধ্যে কেহ দীর্ঘকালেও ঐ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে, প্রেম শক্তির আশ্রয় পাইতেছেন না, তাই গহন গিরিগুহাবাসী জনৈক সিদ্ধ মহাত্মার আদেশে আমাদের এ আয়োজন। যেমন তিনি পরিচালিত করিতেছেন, যন্ত্রবৎ আমি সেইরূপই পরিচালিত হইতেছি। পাঠক মনে রাখিবেন ইহাতে বিদ্যাবুদ্ধি সিদ্ধি আমার কিছুই নাই। সমালোচনার সিদ্ধান্তে যদি কাহারও কিছু মনে

আইসে, তবে আমার অনুরোধ, তাহা যেন তদুদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়। অহংতত্ত্বের আলোচনায় আসিয়া একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জীবের প্রকৃত স্বরূপ যে সোঽহং ভাব, ঐ ভাব গুরু কৃপা ব্যতীত কখন পঠিত বিদ্যায় ধারণা হয় না।

অহংতত্ত্বের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা জীবের জীবত্ব থাকিতে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। জীব যাহা কিছু করিবে, এমন কি সূক্ষ্ম চিন্তা হইতে স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের কার্য্য পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় তাহার সহকারী রূপে অহং সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিবে। তথাপি এক অংশে জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে। জীব যদি পরোক্ষ জ্ঞানে অহংতত্ত্বটিকে বুঝিয়া তাহার প্ররোচনায় তাহারি দিকে আকৃষ্ট না হইয়া, পুরুষ চৈতন্যের ধারণায়, স্বীয় সকল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে অহং ও ক্রমে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তদ্ ভাব ধারণ করিবে। তোষামোদকারী চাটুকারগণ চাটুকারিতায় প্রভুকে নিজ অভিপ্রেত বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে, যেমতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রভুর মতে অর্থাৎ প্রভু যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেইদিকেই আত্মনির্ভরতা স্থাপন করিয়া, তাহার অনুবর্ত্তিতা চরিতার্থ করে। সেইরূপ জীব বুদ্ধিবলে, অনিত্য বিষয়ে অনাশক্ত থাকিয়া, অর্থাৎ অহংএর প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া, পুরুষ চৈতন্যে চিত্তদান অর্থাৎ অহং কৃত সকল কার্য্যে পুরুষ চৈতন্যের আরোপ করিতে পারিলে, অহং ও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ তদ্ ভাব লাভে কৃতার্থ হয়।

বিষয়েন্দ্রিয়ের মায়া স্পর্শে সংসার সম্ভূত কামনায় বুদ্ধি অভিভূত হইলে, ঐ বুদ্ধি তত্ত্ব বা জীব, পুরুষের চৈতন্য ধর্ম্মে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার চৈতন্য ধর্ম্ম, আপনার ঐ কামনা রাগে রঞ্জিত নিজেকেই চৈতন্যবান্ মনে করে। ইহাতেই অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অবরুদ্ধ বাষ্পীয় বল (Steam) যন্ত্রবিশেষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, যেমতি সেই যন্ত্র কার্য্যশীল হয়, তদ্রূপ অহংতত্ত্বে অবরুদ্ধ চৈতন্য, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি-যন্ত্রবিশেষে প্রবিষ্ট হইলে, ঐ সকল যন্ত্র চেতনবৎ কার্য্যশীল হয়, তদ্ব্যতীত উহারা যন্ত্রবৎ জড়। জড়ীয় যন্ত্রের সাহায্যে, নিপুণ

শিল্পী, যেরূপ বহু কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, সংসারের অশেষ কল্যাণ সুসম্পন্ন করেন, সেইরূপ সোঽহং জ্ঞানে জীবচৈতন্য, অহং ও অহং জ্ঞানোৎপন্ন মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি জড়ীয় যন্ত্রের সাহায্যে বহু কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, আপনার ও জগতের অশেষ কল্যাণ সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এইজন্যই আমরা সোঽহং ছাড়িয়া প্রথমতঃ অহং'এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অহংতত্ত্বের অন্তর্গত অহং শব্দটি অব্যয়, অনহ্ ধাতু+অম্ প্রত্যয়ে ঐ অহং পদ সাধিত হয়। অন্হ ধাতুর অর্থ অন্য বা ভিন্ন গতি। স্বরূপাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া বা তদ্বিপরীতে যে ভিন্ন গতি তাহাকে অহং বলে।

শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য প্রাণ, মায়াগর্ভ অবলম্বনে পুরুষ প্রকৃতি আশ্রয়ে মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ অধীনে স্বরূপাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া বা তদ্বিপরীতে বিকার প্রাপ্ত হইলেই অহংতত্ত্বরূপে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়।

যাহারা Science পড়িয়াছেন তাহারা জানেন যে Light জ্যোতিঃ ও তাহার energy উভয়ে অভিন্ন ভাবে কার্য্যশীল, ঐ Light তাহার Visible Portionএর কতকগুলি কম্পন বা Weavesএর হ্রস্ব, দ্রুত স্পন্দনে energyটী স্পন্দিত হইয়া Light আমাদের নিকট নানাবর্ণে প্রতিভাত হয়। নীল Blue বর্ণে Lightএর energy, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, Red বা লালবর্ণে সর্ব্বাপেক্ষা কম, Lightএর ঐ energy, Blue হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে Redএ আসিলে তারপর আর Light আমাদের অক্ষি গোলকে প্রতিফলিত হয় না। তখন ঐ energy থাকা সত্ত্বেও Light, ultra Read এ অদৃশ্য হইয়া যায়। দিব্য জ্যোতিঃ প্রাণ ও এইরূপ রজঃ গুণক্ষেত্রে আসিলে তার পর আর আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানের গোচরীভূত হয় না। তখন তাহার পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহার স্বরূপাবস্থা হইতে বিচ্যুত বা তদ্বিপরীতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া যে ভিন্ন গতি বা অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অবস্থা, তাহাই অহংতত্ত্ব।

ভাগবতেও তাহাই কথিত হইয়াছে ;—

মহত্তত্ত্বাদ্ বিকুর্ব্বাণাদহং তত্ত্বং ব্যজায়ত।

শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য সম্ভূত মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতেই ক্রিয়াশক্তিশালী অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

পুরুষে, গুণ প্রকৃতির অনুরঞ্জনা বশতঃ স্বতন্ত্র জ্ঞানের অভাবে যে তদাত্মজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতিতত্ত্বে যে জ্ঞান ভাস প্রতিবিম্বিত হয়, ঐ জ্ঞানাভাষই অহং পদবাচ্য জীবাত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব। আধারের বহুত্ব ও বৈচিত্র্য বশতঃ এক সূর্য্য যেমতি অসংখ্য প্রতিবিম্বে পরিণত হয়, তদ্রূপ গুণ প্রকৃতির আধার বৈচিত্র্যে বীজরূপ অনন্ত কারণের সমন্বয় বশতঃ এক প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ সূর্য্যের অসংখ্য প্রতিবিম্বরূপ জীবাত্মা বা অহংএর উৎপত্তি। এই জীবাত্মা কখন তাহার আধারের বিচিত্রতায় অদৃষ্টাগত কোন কারণে মুহ্যমান না হইয়া আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা অদৃষ্টাগত কারণে বা সুখ দুঃখে বিচলিত হইয়া আধার বা শরীরের ধর্ম্মে পরিচালিত হয়। এতদুভয়াবস্থা লইয়াই জীবাত্মা বা ঐ অহং, ব্রহ্ম জ্যোতিঃ রূপ প্রাণকেন্দ্রে পরিধি বেষ্টিত "অর" সমূহের ন্যায় সংযোজিত থাকিয়া কেন্দ্র ও পরিধির দূরত্ব সন্নিকটত্ব রূপ, বদ্ধ ও মুক্ত নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে বদ্ধাবস্থা পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরধারী জীবতত্ত্ব, আর মুক্তাবস্থা সংসার অনাসক্ত স্বতন্ত্র দেবতত্ত্ব। জীবতত্ত্ব অবিদ্যা প্রকৃতিক্ষেত্র আর দেবতত্ত্ব বিদ্যা প্রকৃতি ক্ষেত্র। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যস্থানে এই বিদ্যা প্রকৃতি ক্ষেত্র। ইহা প্রকৃতি তত্ত্ব নামেই অভিহিত। চক্র পরিধির অভ্যন্তরে যেরূপ অর সমূহ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি তত্ত্ব পরিধির অভ্যন্তরেই জীবতত্ত্বরূপ অর সমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। জীবতত্ত্ব, প্রকৃতি তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়া এক সুমহান চক্রাকারে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব বা চক্র নিত্য বিঘূর্ণীত। এক পরমাত্মাই স্বকীয় ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দেবতত্ত্ব ও রূপান্তরিতে জীবতত্ত্ব হইয়া আপনার চিৎ বা জ্ঞানশক্তি দ্বারা নিমিত্ত কারণ হইয়াছেন। এই চিৎ শক্তি ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রজ্ঞাত্মাই প্রাণ। চক্রকেন্দ্রের মধ্যস্থানে সন্নিবিষ্ট

শলাকায় আবদ্ধ থাকিয়া চক্র যেমন বিঘূর্ণিত হয়, ঐ জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব সমন্বিত ব্রহ্ম চক্র ও ঐ প্রাণ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে। ইহারি নাম উর্দ্ধ অধঃ স্বর্গ নরকে, অসংখ্য সূর্য্যমণ্ডলে অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ সহ দেব ও জীবতত্ত্ব সমন্বিত, প্রকৃতি পরিধিতে বিঘূর্ণিত সংসার চক্র। চক্রের অরসমূহ উর্দ্ধ অধঃ পরিভ্রমণে যেমতি কখন প্রকট কখন অপ্রকট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিতত্ত্বের প্রকটাবস্থায় জীব ও জগতের সৃষ্টি, আর অপ্রকটে মৃত্যু বা প্রলয়। প্রকৃতি পরিধির অভ্যন্তরে অবস্থিত অর স্বরূপ যে জীবাত্মা, যাঁহার ঐ প্রাণকেন্দ্রে আশ্রয় লাভ করেন, তাঁহারি পরিভ্রমণ সাঙ্গ হয় অর্থাৎ তিনি ঐ চক্রের নাভিদেশে স্থিতি প্রাপ্ত হন, আর তাঁহাকে ঘূর্ণামান হইতে হয় না। ইহারি নাম সোঽহং ; এই অবস্থাই মুক্তি, মোক্ষ বা শান্তি। আর জীব তাহার এই সোঽহং অবস্থা ভুলিয়া অর্থাৎ তাহার প্রাণকেন্দ্রটি লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃতি রূপ চক্র পরিধি লক্ষ্য করিলেই বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। নিজেকেই ঘূর্ণ্যমান মনে করে, ইহাতেই তাহার জন্ম মৃত্যু প্রবাহে অনন্ত কর্ম্মময় সংসার। আর ঐরূপে পরিণতা বুদ্ধির নাম অহং।

এই জীবাত্মা বা অহং যতদিন আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির পরিধিতে উৎপন্ন মন, বুদ্ধি দ্বারা, ঐ প্রকৃতিকে নিজ অভীষ্ট দাত্রী বলিয়া কামনা বা বরণ করিতে থাকিবে, অর্থাৎ প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী বিষয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে আকৃষ্ট ও মোহিত হইতে থাকিবে, ততদিন প্রকৃতির স্বাংশে সম্ভূতা মনোমোহিনী কামিনীর মৃত্যুরূপ আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া নিরাশ প্রাণে প্রবাস ভ্রমণে বিরত হইতে পারিবে না। আত্ম-নিবাসের বহির্ভূত অবস্থার নামই প্রবাস ভ্রমণ। জীবের আত্মনিবাস তাহার প্রাণে, আর প্রবাস ঐ অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্বের প্রবাসে প্রবাসী জীব, আপন অভাবে পরকে আপন করিয়া বস বাস করে, বিষয়েন্দ্রিয় জাত, মনঃ, বুদ্ধিই তাহার আপন হইয়া দাড়ায়, ইহাদের প্রলোভনে বিমুগ্ধ জীব, উহাদের আলয় এই স্থূল দেহকেই আমি করে, ইহাই ব্যষ্টি জীব ক্ষেত্রে অহং অভিমান বা অহঙ্কার।

অহং পূর্ব্বক "কৃ" ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে অহঙ্কার পদ নিষ্পন্ন

হয়। যে আমি আমি ভাবে বা করে তাহাকে অহঙ্কার বলে। অহং নিজে প্রকৃতিও নহে পুরুষও নহে। পুরুষ প্রকৃতি পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ পুরুষ সান্নিধ্যে প্রকৃতিরগুণ অনুরঞ্জিত হয়। ঐ রঞ্জিত গুণ উভয়ের পরিত্যাগে স্বতন্ত্রভাবে যে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান করে, তাহাই অহং। নিকটবর্ত্তী কোন বস্তু বা পদার্থের উপর আমি ভাবটি সংযোজনা করিয়া দেওয়াই ইহার ধর্ম্ম। মন আদি তদীয় নিকটবর্ত্তী পদার্থের বস্তুগত চৈতন্যকে ব্যক্তিগত চৈতন্যে পরিবর্ত্তন করাই তাহার কর্ম্ম, এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মে প্রকৃতির গুণজাত যে দ্রব্য ও ক্রিয়াত্মক যে এক ভিন্ন জ্ঞান পদার্থের উৎপন্ন হয়, শ্রীভদ্ভাগবতে তাহাই অহংতত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহতস্তু বিকর্ব্বার্ণাদ্ রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মকঃ।
সোঽহংকার ইতি প্রোক্তঃ বিকুর্ব্বন্ সমভূত্ত্রিধা॥

৩য় স্কন্দ

প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধ জনিত মহত্তত্ত্ব হইতে, রজোগুণ ও সত্ত্ব গুণের আলোড়নে, তমঃ-সত্ত্ব-রজোগুণের ক্রমিক প্রাধান্যে যে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াত্মক পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহাই অহংতত্ত্ব বলিয়া কথিত। বিকার বৈচিত্র্যে উহা তিন প্রকারে বিভক্ত।

মহত্তত্ত্বাদ্ বিকুর্ব্বাণাদহং তত্ত্বং ব্যজায়তঃ।
বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥

'ভাগবত ৩য় স্কন্দ"।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিলক্ষণ সম্বন্ধাধীন উৎপদ্যমান মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ অহংতত্ত্ব বৈকারিক তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার।

ভাগবতের এই সকল উক্তি দ্বারা সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, উপরে তাহার আলোচনা করা হইল, কিন্তু সাধকের সাধনক্ষেত্রে

অহংতত্ত্বের ঐ জ্ঞান, গৌণ ভাবে কার্য্যকরী হইলেও মুখ্যভাবে সাধনে কার্য্যশীল নহে। বালক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং পুস্তকের লিখিত পঠিত বিদ্যায় ও আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছি; "মিথ্যা কথা কহিও না।" "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।" "চুরি করা মহাপাপ।" কিন্তু জীবনে তাহা প্রতিপালন করা একরূপ অসম্ভব, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া, না বলিয়া না করিয়া থাকিতে পারি না। এ অহং ও সেইরূপ যতই তাহাকে সর্ব্বানর্থের মূল বলিয়া বুঝি ও বলি, সে ততই যেন আমাকে দিবা-রাত্রিব্যাপী অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে ভাসমান তৃণ শৈবালের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে স্রোতে পড়িয়া, আশ্রয়াদিতে অবলম্বন শূন্য আত্মহারা আমি, কখন ডুবিতেছি কখন উঠিতেছি। এরূপে ভাসিয়া ভাসিয়া, উঠা ডুবা রূপ জন্ম মৃত্যুর হাত আর এড়াইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম অহংকে আলোচনায় বুঝিলেও জীবনে তাহা মুখ্যভাবে কার্য্যশীল হয় না। মুখ্যভাবে কার্য্যশীল করিতে হইলে অহংতত্ত্বের ক্ষেত্র ও ঐ ক্ষেত্রের স্বভাবাদি বুঝিয়া পরে ক্ষেত্রের অধিকার লাভ করিতে হয়, এতদর্থে প্রথমে আমরা অহংএর ক্ষেত্র বা স্থানের আলোচনা করতঃ পরে তাহার বা ঐ ক্ষেত্রের স্বভাবাদি উল্লেখ করিয়া অবশেষে ঐ ক্ষেত্রের অধিকার বা সাধনার আভাষ দিতেছি, তন্ত্রে কথিত আছে ;—

শিব-উবাচ ;—

অথাতঃ শৃণু দেবেশি! তত্ত্বং যন্মহতঃ পরম্।
অহং নাম মহাভাগে! জীব ভোগার্থ সাধনম্॥
ওমিতি প্রকৃতে স্থানশেষ ভাগমধিষ্ঠিতম্।
মহতস্তু সমুৎপন্নং দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মকম্॥

"কামরূপীয় বৃহন্নীল তন্ত্র।"

শিব বলিতেছেন হে দেবেশি পার্ব্বতী! অনন্তর মহৎ নামক মহত্তত্ত্বের পরবর্ত্তী তত্ত্বের কথা শ্রবণ কর; মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য

জ্ঞান ক্রিয়াত্মক অহংতত্ত্ব, প্রকৃতির প্রণব বা ওঁকারাকৃতি ক্ষেত্রের, শেষ ভাগের অর্থাৎ নিম্নস্তরের অধিষ্ঠাতা ; ইনিই সর্ব্বদা জীবের ভোগ্য বস্তু সকল উৎপন্ন করিয়া দিতেছেন।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের, যাহা কিছু আমাদের গোচরীভূত এবং অগোচরীভূত, ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু আমরা চিন্তা করিতে পারি, তৎ সমস্তই অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোক সমন্বিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, পরম পুরুষের শক্তি বা প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণের গতির উপর, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ে পরিচালিত। তাহার মধ্যে ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সৃষ্টি রহস্যের কথা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহা পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্ব উপাদানে, আর এই অহং হইতে যে সৃষ্টি রহস্যের কথা বলিতেছি তাহা ভৌতিক উপাদানের সম্মিলনে উৎপদ্যমান। প্রবাহিনীর প্রবাহে যেমতি রস সঞ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ প্রাণরূপ প্রবাহের রস সঞ্চার ধর্ম্মে, মহদাদি হিরণ্যগর্ভ ক্ষেত্রে, দেবতাদি এবং অহং ক্ষেত্রে, দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াত্মক প্রজাপতিবর্গ, পঞ্চ তন্মাত্রা, মন, বিষয়, ইন্দ্রিয় সহ আমাদের পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে। প্রাণের এই প্রবাহের নাম প্রণব। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণ প্রবাহে যে প্রণব গতিশীল, ব্যষ্টি জীবদেহে ও সেই প্রণব কার্য্যশীল। তুমি বা তোমার দেহ ঐ প্রণবের একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রকাশ মূর্ত্তি মাত্র। পর্ব্বত নিঃসৃতা প্রবাহিনী ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণে, সেই স্থানে যেমতি ঘোর আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিতা হইয়া অসংখ্য ফেন বুদ্বুদ সঙ্কুল তরঙ্গমালায় পরিণত হয়। সেইরূপ পুরুষ নিঃসৃত প্রাণ-প্রবাহী প্রণব, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন অবতরণে, প্রকৃতির নিম্নক্ষেত্র তমোগুণের ঘোর আবর্ত্তনে বিঘুর্ণিত হইয়া, প্রজাপতি আদি বিষয় তন্মাত্রায়, মন, ইন্দ্রিয়াদিতে, অসংখ্য জীব ও জগত সমন্বিত অহংতত্ত্বে পরিণত হয়। এতাবৎ সমস্তই দ্রব্য জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক এবং প্রণবাকারের প্রকৃতি প্রসূত হিরণ্যগর্ভের শেষাংশ বা নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত। ইহাই অহংতত্ত্বের স্থান বা ক্ষেত্র।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত মহত্তত্ত্বের অবস্থাবিশেষে অভিব্যক্ত ব্রহ্মাণী

শক্তি সমন্বিত পুরুষ বিশেষ ব্রহ্মা, সৃষ্টি কল্পের জ্ঞানধর্ম্মী হইলেও তাঁহার এ জ্ঞান, জ্ঞেয় বিষয়ের অবলম্বন বা আশ্রয় ব্যতীত প্রকাশ হইতে পারে না, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অভাবে, মাত্র জ্ঞান দ্বারা কিছু উৎপন্ন হয় না। সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মার জ্ঞেয়—বিষয়ই অহংতত্ত্ব। রূপ রসাদি লাবণ্য পরিপূর্ণ যুবতী, যেমতি পুরুষের জ্ঞানধর্ম্মের সন্নিকটে অবস্থিতা হইলে, পুরুষে ভোগ কামনা সঞ্জাত হয়, আর ঐ কামনায় পরস্পরের সম্মিলন যেমতি জীব সৃষ্টির কারণ হয়, তদ্রূপ অহংতত্ত্ব স্বরূপে ত্রিগুণপরিপূর্ণা প্রকৃতি, ব্রহ্মার জ্ঞানধর্ম্মের সন্নিকটে অবস্থিতা হইলে, ব্রহ্মার ভোগ কামনা সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টির অভিমানাত্মক বুদ্ধির বিকাশ হয়। ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার, অহংতত্ত্বকেই সর্ব্বদা অপেক্ষা করে। প্রকৃতির এই তমোময় গুণ পরিপূর্ণাবস্থা অহংতত্ত্বে, বিশ্বসৃষ্টির কারণ যে ভাবে নিহিত থাকে, তত্তৎভাব সমন্বয়ে অর্থাৎ অহংতত্ত্বের অভিমানানুযায়ী বিষয় সকল লইয়াই, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্যে পুরুষত্রয়ের জ্ঞানের আত্মপ্রকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞানেতে বিষয়ের বিকাশ না হইলে, পুরুষ কখনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এইরূপে, অহংতত্ত্ব হইতে পুরুষে, যে একটি অভিমান আইসে, ঐ অভিমানের বিষয় লইয়াই জ্ঞান পুরুষকে কার্য্যে উৎসাহিত করে। তাহাতে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তৃত্বাভিমানে "অহংস্রষ্টা" আমি সৃষ্টি কর্ত্তা, এই জ্ঞানযুক্ত হয়েন। অহংতত্ত্বের অভিমান হইতেই, ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রজাপতি লোক সৃষ্টি করেন, এই প্রজাপতি লোকই ঐ অহং ক্ষেত্রোৎপন্ন মনু প্রভৃতি প্রজাপতির আদিম বাসস্থান এবং তাহাদের কার্য্যাদির অনুরূপ, ঐ ক্ষেত্রের নাম প্রজাপতিলোক প্রজাপতি শব্দের অর্থ শাস্ত্র এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষাণাত্তু পিতানৃণাম্।
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ॥

জন্মদান মাত্র করাতে জনক বলিয়া কথিত হন, লোকদিগকে পালন করিলে তাহাকে পিতা বলা হয়। যিনি জন্মদান ও পালন পূর্ব্বক পুত্রাদির বিস্তৃতি বিধান করেন, তাঁহার নাম প্রজাপতি।

মন ইন্দ্রিয়াদি সহিত তন্মাত্রায় ভূত প্রপঞ্চ, অহংতত্ত্ব হইতেই আবির্ভূত হইয়া, ঐ অহংতত্ত্বের আশ্রয়ে আশ্রিত থাকে এবং তদাশ্রয়ে, পর পর উহাদের বিস্তৃতি হইতে থাকায় অহংতত্ত্ব প্রজাপতি লোক বলিয়া কথিত হয়।

নারায়ণের নাভিপদ্ম সম্ভূত ব্রহ্মের অহংতত্ত্বের অভিমানাত্মক জ্ঞান হইতে চতুর্দ্দশ লোক সৃষ্টির পর ঐ সকল লোক, জন শূন্য দেখিয়া নিজের মন ও শরীর হইতে চতুর্দ্দশ মনু ও উনবিংশতি প্রজাপতি সৃষ্টি করেন ; এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্মা আদি সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া প্রথম প্রজাপতি। ব্রহ্মার এই মনু ও প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ব্বে, শিব বিশ্বে প্রজা সৃষ্টি করেন। পরে আপন লিঙ্গ উৎপাটনে স্থাণু নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তাই শিব দ্বিতীয় প্রজাপতি নামে অভিহিত। বামনের ৪৬শ অধ্যায়ে শিব উক্তিতে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে ;—

সমুত্তিষ্ঠন্ জলাৎ তস্মাৎ প্রজা স্তাঃ সৃষ্টবানহং।
ততোঽহং তাঃ প্রজা দৃষ্ট্বা রহিতা এবতেজসা॥
ক্রোধেন মহতা যুক্তো লিঙ্গ মুৎপাট্য চাক্ষিপম্।
উৎক্ষিপ্তং সরসো মধ্যে উর্দ্ধ্বমেব যদাস্থিতম্॥
তদা প্রভৃতি লোকেষু স্থাণুরিত্যেব বিশ্রুতম।

আমি জল হইতে উত্থিত হইয়া প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছিলাম, পরে ঐ সকল প্রজাদিগকে নিস্তেজ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইলে, নিজ লিঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিলাম, উৎক্ষিপ্ত আমার সেই লিঙ্গ, জলের মধ্যে নিপতিত হইয়া যখন উর্দ্ধ দিকে দণ্ডায়মান থাকিল, তখন হইতে পৃথিবীতে আমি স্থাণু বলিয়া কথিত হইলাম।

এইরূপে শিব ও ব্রহ্মা ব্যতীত, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, পরমেষ্টি, বিবস্বান্, সোম, কর্দ্দম, ক্রোধ, অর্ব্বাক্, ক্রীত এই উনবিংশতি জন প্রজাপতি ক্রমান্বয়ে

পৃথিবীতে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল প্রজাপতির প্রজা বা জীব সৃষ্টি অহং ক্ষেত্রের কার্য্য।

কাম, যেমতি সংস্কারাগত অব্যক্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া, স্ত্রীক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি দ্বারা জীবের উৎপত্তি করে, প্রাণও সেইরূপ, কল্পগত সংস্কারের অব্যক্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া অহংক্ষেত্রে, ব্রহ্মাদি প্রজাপতি দ্বারাই প্রজা সৃষ্টি করেন। প্রাণ ও কামের এই সৃষ্টি রহস্য সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদ ব্যতীত, তত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই। স্থূলতত্বে কাম, অব্যক্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া জীব হৃদয়ে প্রসুপ্ত থাকে, সূক্ষ্মতত্বে প্রাণ ও অব্যক্ত কারণে মহত্তত্বে উৎপন্ন হইয়া হিরণ্যগর্ভ স্তরে প্রসুপ্ত থাকে। জীবহৃদয়ে প্রসুপ্ত কাম, যেমতি জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি দ্বারা স্ত্রী যোনী আশ্রয় করে, তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভ প্রসুপ্ত প্রাণ ও ব্রহ্মাদি প্রজাপতি দ্বারা অহং যোনী আশ্রয় করে। তাহাতেই ভাগবতে "মহত্তত্বাদ বিকুর্ব্বাণাদহং তত্বং ব্যজায়ত।" শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য সম্ভূত মহত্তত্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়া, তাহা হইতেই ক্রিয়াশক্তিশালী অহংতত্বের উৎপত্তি হয়, বলিয়াছেন।

শ্রীভগবানের ঐ চিদ্বীর্য্য দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রাণ, মহদাদি হিরণ্যগর্ভের আশ্রয়ে অহংতত্বে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া মনু, অর্থাৎ জ্ঞানালোক বলিয়া আখ্যাত। এই জ্ঞানালোকে, অহংতত্ব নিঃসৃত প্রজা সহ জগত প্রকাশিত হইতেছে। এই মনু বা জ্ঞানালোক শাস্ত্রে চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে বর্ণিত আছে—১ স্বায়ম্ভুব, ২ স্বারোচিষ, ৩ উত্তম, ৪ তামস, ৫ রৈবত, ৬ চাক্ষুষ, ৭ বৈবস্বত, ৮ সাবর্ণি, ৮ দক্ষ সাবর্ণি, ১০ ব্রহ্ম সাবর্ণি, ১১ ধর্ম্ম সাবর্ণি, ১২ রুদ্র সাবর্ণি, ১৩ দেব সাবর্ণি, ১৪ ইন্দ্র সাবর্ণি, ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মার, বেদ জ্ঞান সম্পন্ন ইচ্ছাশক্তি বলে উৎপন্ন পুত্র বিশেষ। ব্রহ্মার এক দিবসে এই চতুর্দ্দশ মনু, ক্রমান্বয়ে জীব ও জগতের অধিপতি হইয়া বেদ জ্ঞানের প্রেরণা করেন। বর্ত্তমানে বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল, বি+বস্‌-ভাবে+ক্বিপ্‌= বিবস্‌+বসু= বিবস্বৎ অপত্যার্থে "ষ্ণ", বৈবস্বত। সূর্য্যমণ্ডলে জ্ঞানালোক স্বাধীন ভাবে কার্য্যশীল হইলে তাহাই বৈবস্বত মনুর অধিকার

কাল। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রত্যেক জীবক্ষেত্রে যে স্বাধীন জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ঐ বৈবস্বত মনুর প্রভাব বশতঃ।

এই চতুর্ব্বিংশতি মনু ও প্রজাপতিবর্গ লইয়া, বিরাট অহংক্ষেত্রের রাজা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রাজভ্রাতা, রাজপুত্র ঐ মনু ও প্রজাপতি-বর্গ। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী রাজরাণী। অহঙ্কারের বৈকারিক তৈজস ও তামস অবস্থা হইতে উৎপন্ন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সহ বিষয় তন্মাত্রা প্রভৃতি প্রজাবর্গ। এই প্রজাবর্গ লইয়া, বিরাট্ অহংক্ষেত্রের রাজধানী, হিরণ্যগর্ভ, এই রাজ্যের উৎপন্ন ধন—ভগবৎ জ্ঞান ও প্রেম। এই জ্ঞান ও প্রেমধনলাভের আশায়, জীব তাহার স্বধাম ছাড়িয়া, অহংতত্ত্বরূপ প্রবাসে সওদা করিতে আসিয়া, ঐ অহংক্ষেত্রের প্রজা-বর্গের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে। একের অধিকারে, অপর প্রবেশ করিলে, তাহাকে যেমতি অধিকারে বঞ্চিত হইতে হয়, অহংএর অধিকৃত ক্ষেত্রে, সোঽহং জীবের অনধিকার প্রবেশে, তদ্রূপ তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে। মন, বুদ্ধি ও বিষয়েন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণ ব্যতীত, যদি স্বতন্ত্র ভাবে আপন ইষ্টে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, তবেই তাহার ঐ জ্ঞান ও প্রেমধন প্রাপ্তি সম্ভব। এই স্বতন্ত্র ভাবে আপন ইষ্টে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে অর্থাৎ সোঽহং রূপী জীবকে অহংতত্ত্ব হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইলে, ঐ অহংতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন প্রজাবর্গের পরিচয় গ্রহণ পুরঃসর, তাহা হইতে স্বতন্ত্র সোঽহংএর ধারণা করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দে ভগবান কপিল দেব কর্ত্তৃক তাঁহার মাতৃ-দেবীর প্রতি ২২শ শ্লোক হইতে ৪৮শ শ্লোক দ্বারা এই বিষয় যাহা কথিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

এক্ষণে অহঙ্কারের লক্ষণও উৎপত্তির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবানের বীর্য্য সম্ভূত মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়া, বৈকারিক তৈজস এবং তামস নামক ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তিশালী অহঙ্কার তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। যে সঙ্কর্ষণ নামক পুরুষের সহস্র মস্তক

এবং যোগীরা যাঁহাকে সাক্ষাৎ অনন্তদেব বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ ভূত ইন্দ্রিয় এবং মনঃ স্বরূপ। অহঙ্কারে, দেবতারূপে কর্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে কারণত্ব, এবং ভূতরূপে কার্য্যত্ব বর্তমান আছে। আর শান্তত্ব, ঘোরত্ব এবং বিমূঢ়ত্ব, কারণ ও গুণ অনুসারে উহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে যে বৈকারিক অহঙ্কারের কথা বলিয়াছি, সেই অহঙ্কার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহা হইতে মনের উৎপত্তি হইল। মনের সঙ্কল্প (চিন্তা) ও বিকল্প (ভ্রান্তি) দ্বারা কামনার উৎপত্তি হয়, পণ্ডিতেরা বলেন মনই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং পরিচালক। মনের আর একটি নাম অনিরুদ্ধ, এই মন বা অনিরুদ্ধ শারদীয় নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ। যোগীজন অতি যত্নে তাঁহাকে আয়ত্ত করেন।

মাতঃ! পূর্ব্বোক্ত বিকৃত তৈজস অহঙ্কার হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি হইল। ঘট পটাদি বস্তুতে যে নিশ্চয় জ্ঞান, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্বের সার, বিষয় ব্যাপারে ইন্দ্রিয়াদির যে যে প্রবৃত্তি, তাহাও বুদ্ধিতত্ত্ব। নিশ্চয় জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, সংশয় ও নিদ্রা বুদ্ধিতত্ত্বের এক একটী বিভিন্ন লক্ষণ। কর্ম্ম ও জ্ঞানভেদে ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। বিকৃত তৈজস অহঙ্কার হইতে ঐ দুই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দ্বারা প্রাণের ক্রিয়াশক্তি এবং বুদ্ধির জ্ঞানশক্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে।

জননি! পূর্ব্বোক্ত বিকৃত তামস অহঙ্কার হইতে, অহঙ্কারের ইচ্ছায়, শব্দ তন্মাত্রার উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে আকাশ ও শব্দের গ্রাহক কর্ণের উৎপত্তি হইল। শব্দের লক্ষণ আকাশের সূক্ষ্মতা শব্দ অর্থ-বাচক এবং বক্তার জ্ঞাপক। প্রাণীদিগের অবকাশ দান, বাহ্যিক ও আন্তরিক কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া এবং প্রাণ ইন্দ্রিয় ও আত্মার অধিষ্ঠান হওয়া এই সকল আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপ।

জননি! পূর্ব্বোক্ত শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশ (ব্যোম), গুণ প্রকৃতিতে বিকৃত হইলে, তাহা হইতে স্পর্শ তন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। আর ঐ স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু ও ত্বকের উৎপত্তি হইল। ত্বক দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে; মৃদুতা, কাঠিন্য, শৈত্য ও উষ্ণতা ইহাদের নাম স্পর্শত্ব,

স্পর্শকে বায়ু তন্মাত্রা কহে। বৃক্ষ পত্রাদি সঞ্চালন, তৃণাদি সংযোজন এবং কোন বস্তুর গন্ধ, শৈত্যাদি বা শব্দাদিকে যথাক্রমে নাসিকা, ত্বক ও কর্ণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন করান এই সকল বায়ুর কার্য্য। বায়ু দ্বারা সঞ্চালন ক্রিয়াও সাধিত হইয়া থাকে।

ঐরূপে বায়ু হইতে রূপ তন্মাত্রার উৎপত্তি হইয়া তাহা হইতে তেজ ও তেজের গ্রাহক চক্ষুর উৎপত্তি হইল, বস্তুর আকার দ্রব্য জ্ঞান এবং বস্তুর ভাবী পরিণাম এই সকল তেজের লক্ষণ। প্রকাশ করণ, অন্ন পরিপাক করণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভোজন, পান, শোষণ ও হিমদমন এই সকল তেজের স্বভাব।

ঐ বিকৃত রূপ তন্মাত্র হইতে রস তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। ঐ রস তন্মাত্র হইতে জল ও জিহ্বার উৎপত্তি হইল। জিহ্বা দ্বারা স্বাদ (রস) গ্রহণ করা যায়, রস এক প্রকার হইলেও বিভিন্ন বস্তুর সংসর্গে, মধুর, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ ও অম্ল এই ষড়্‌বিধ। আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, জীবিতকরণ, তৃষ্ণা জনিত জড়তা নিবারণ, মৃদুকরণ এবং পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইলেও কূপাদিতে বারংবার উদ্গমন এই সকল জলের স্বভাব।

রস তন্মাত্রা বিকৃত হইয়া গন্ধ তন্মাত্রার সমুদ্ভব হয়, এই গন্ধ তন্মাত্র হইতে গন্ধগ্রাহী ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঐ গন্ধ ও ঘ্রাণের স্থূলত্বে পৃথিবী বা ক্ষিতির উৎপত্তি হইল। গন্ধ তন্মাত্র এক প্রকার হইলেও বস্তু বিশেষের সংসর্গে সুগন্ধ, পুতিগন্ধ, মিশ্রগন্ধ, শান্তগন্ধ, উগ্রগন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। প্রতিমাদিতে ব্রহ্মের সাকার ভাব প্রতি-পাদন, অন্যের নিরপেক্ষায় স্থিতি, জলাদির আধার হওয়া, আকাশাদির অবচ্ছেদক হওয়া এবং সকল প্রাণীর ও প্রাণিগুণের প্রকাশ হওয়া এই সকল পৃথিবীর স্বভাব।

আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, যাহার বিষয় তাহার নাম শ্রোত্র। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, যাহার বিষয় তাহার নাম ত্বক। তেজের বিশেষ গুণ রূপ, যাহার বিষয় তাহার নাম চক্ষু। জলের বিশেষ গুণ রস, যাহার বিষয় তাহার নাম রসনা। এবং ভূমির বিশেষ গুণ গন্ধ, যাহার বিষয়

তাহার নাম ঘ্রাণ। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকায়, কারণের বিশেষ গুণ কার্য্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং আকাশাদি চারিভূতের বিশেষ গুণ এক ভূমিতে লক্ষ্য হয়।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, এই অহঙ্কার তত্ত্ব বিকৃত হইয়া তাহা হইতে বিষয় ইন্দ্রিয় ও ভূত প্রপঞ্চে সপ্ত তত্ত্ব পরস্পর সম্মিলিত হইলে জগদরূপে অবস্থিত হয়। মহত্তত্ত্বই জগতের আদি কারণ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও মহান, এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা নামক দশম চিত্রে মহত্তত্ত্বের স্থান, অহংতত্ত্ব ও হিরণ্যগর্ভের ঊর্দ্ধে দেখান হইয়াছে। এই মহত্তত্ত্বস্থ পুরুষ চৈতন্য প্রাণাত্মা ক্ষিরোদশায়ী নারায়ণ। মহত্তত্ব বা প্রাণাত্মার প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ বশতঃ প্রথমতঃ ত্রিগুণ সমন্বয়ে হিরণ্যগর্ভাবস্থা, দ্বিতীয়তঃ গুণ প্রবলতায় অহংতত্ত্ব ও তাহা হইতে তন্মাত্রাদিতে ইন্দ্রিয় ও ভূত প্রপঞ্চ সমন্বিত জগৎ উৎপন্ন হইলে, ঐ প্রাণাত্মা সর্ব্ব সমষ্টিতে এক বিরাট অবয়বে তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইল। তাহাতে ঐ অচেতন অণ্ডে বিরাট চেতন পুরুষের অবস্থিতি হয়, সমষ্টিতে ইহাকে জগৎ-সংসার, এবং ব্যষ্টিতে জীবদেহ বলে। এই অণ্ডের নাম বিশেষ। বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশ গুণে পরিবর্দ্ধিত জলাদি দ্বারা উহা বেষ্টিত, ইহাকে সমষ্টি সৃষ্টি বলে।

এই সমষ্টির মধ্য হইতে অর্থাৎ ঐ মহত্তত্ত্বস্থ প্রাণাত্মা ক্ষিরোদশায়ী নারায়ণের নাভি কমলে উৎপন্ন ব্রহ্মার প্রথমতঃ ভূর্ভুবাদি সপ্তদশ লোক ও ঐ লোকে অহংক্ষেত্রে মনু ও প্রজাপতিবর্গ সহ যে প্রজা সৃষ্টি তাহা ব্যষ্টি। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হিরণ্যগর্ভ অবলম্বনে আমরা যে দেবতত্ত্বের সমন্বয় দেখাইয়াছি, যাঁহাদের আশ্রয়ে ও কৃপায়, জীব, দেব পথও ব্রহ্মপথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, ঐ হিরণ্যগর্ভ এই বিরাট পুরুষ বা প্রাণাত্মার সচেতন অবস্থা বিশেষ। এই সচেতন অবস্থায় ঐ অচেতন অণ্ডমধ্যে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পার্থক্য ভাবে অবস্থিত থাকিলে হিরণ্যগর্ভ; আর পরতন্ত্র অর্থাৎ অহংতত্ত্বে বিকৃত হইলে জীব ও জগৎ।

ভূগোলক অর্থাৎ গ্লোব Globe এ যেমতি পৃথিবীস্থ সর্ব্ব দেশের অবস্থানাদির জ্ঞান হয়, জীবদেহ তদ্রূপ এই বিরাট জগতের সমষ্টি সার অর্থাৎ universal, এই জীবদেহে বিরাট জগতের অবস্থানাদি সহ সর্ব্বশক্তিই সুবিন্যস্ত আছে। জীব আপন যত্ন চেষ্টা বলে, তাহার শরীর ধরিয়া সমস্ত শক্তি আয়ত্ব করিতে পারে। বহির্জগতস্থ আধিভৌতিক শক্তির, যেমতি বুদ্ধি বলে পর্য্যালোচনা ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা ব্যবহার রূপ পরিচালনা করিয়া মানুষ জড় বিজ্ঞানে অতি বিস্ময়কর অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্যের পরিচয় দিতেছে, তদ্রূপ অন্তর্জগতস্থ আধিদৈবিক শক্তির বুদ্ধি বলে, পর্য্যালোচনা ও কর্ম্মশক্তি অর্থাৎ স্বদেহ অবলম্বনে সাধনা দ্বারা ব্যবহার রূপ পরিচালনা করিলে, মানুষ বা সাধক, চৈতন্য বিজ্ঞানে অলৌকিক অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির যথেচ্ছা পরিচয়ে, জ্ঞান ভক্তি লাভে চিরতরে কৃতার্থ হইতে পারে। জীব তাহার নিজ দেহস্থ ঐ বিরাট পুরুষের অবস্থানটি বুঝিয়া চিত্ত বা অহংতত্ত্বের দ্বারা নিজ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই ঐ বিরাট পুরুষের চৈতন্য বা জ্ঞান লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে :—

মহত্তত্ত্বাদি সপ্ততত্ত্ব যখন পরস্পর মিলিত হইয়া জগদ্রূপে অবস্থিত হইল, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া, তাহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতে ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তৎপরে তাহা হইতে এক অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল, সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। ঐ অণ্ডের নাম বিশেষ, বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশ গুণে পরিবর্দ্ধিত জলাদির দ্বারা উহা বেষ্টিত। ভগবান্ শ্রীহরির মূর্ত্তি স্বরূপ লোক সকল ঐ অণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, শ্রীহরি উল্লিখিত জল-স্থিত অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া উদাসীনতা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ অণ্ডে অবস্থিত হইয়া বহুবিধ ছিদ্র প্রকাশিত করিলেন। প্রথমত তাঁহার মুখ বহিস্কৃত হইল, তৎপরে বাক্য, বাক্যের সহিত অগ্নি, তৎপরে নাসাদ্বয় ও নাসাদ্বয় হইতে প্রাণবায়ুযুক্ত ঘ্রাণ উৎপন্ন হইল, তাহার পর দুই চক্ষু

প্রকাশিত হইল। ঐ দুই চক্ষু হইতে চক্ষু ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। সেই চক্ষু ইন্দ্রিয় হইতে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন। পরে শ্রোত্রদ্বয়, ঐ শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইতে দিক্ সকল আবির্ভূত হইল, এইরূপে বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। পরে ত্বক, রোম, শ্মশ্রু প্রভৃতি আবির্ভূত হইল, তাহার পর ওষধি, ক্রমে শিশ্ন, অনন্তর রেতঃ এবং তাহা হইতে জল উৎপন্ন হইল, পরিশেষে পায়ু, এবং পায়ুদেশ হইতে অপান এবং অপান হইতে লোকের ভয়ঙ্কর মৃত্যু আবির্ভূত হইল, তৎপর দুই হস্ত প্রকাশিত হইল ; হস্ত হইতে বল, তৎপরে ইন্দ্র আবির্ভূত হইলেন, তাহার পর দুই চরণ প্রকাশিত হইল, ঐ দুই চরণ হইতে গতি (তাড়িত) শক্তি প্রাদুর্ভূত হইল, পরে বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। তদনন্তর নাড়ী সকল সমুদ্ভূত হইল, ঐ সকল নাড়ী হইতে রক্ত, এবং ঐ রক্ত হইতে নদী-সকল বহির্গত হইলে, ক্রমে সেই বিরাট পুরুষের উদর প্রকাশিত হইল, উদর হইতে ক্ষুধা ও পিপাসার উৎপত্তি হইল, আবার ঐ ক্ষুধাও পিপাসা হইতে সমুদ্র উৎপন্ন হইল। পরে তাঁহার হৃদয় প্রকাশিত হইল, হৃদয় হইতে মন জন্মিল, মন হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন, তৎপর অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। অহঙ্কার হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে চিত্ত এবং চিত্ত, হইতে চৈত্ত্য (ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ) উদ্ভূত হইলেন, এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হইল সত্য। কিন্তু কেহই ঐ বিরাট পুরুষকে, জলময়ী শয্যা হইতে উত্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার উত্থান মানসে আপন আপন ইন্দ্রিয় রন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, অগ্নি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মুখে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিরাট্ তাহাতে উত্থিত হইলেন না, বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিরাট্ তাহাতেও উত্থিত হইলেন না, পরে মৃত্যু, অপান দ্বারা পায়ু দেশে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি উত্থান করিলেন না। অবশেষে ইন্দ্র বল দ্বারা বাহুদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, বিরাট্ তাহাতেও উত্থিত হইলেন না, অনন্তর বিষ্ণুগতি শক্তি দ্বারা পদদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও তিনি উত্থিত হইলেন না, পরিশেষে নদী সকল

রক্ত দ্বারা নাড়ী সকলে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেও তাঁহার উত্থান হইল না, তদনন্তর সমুদ্র, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা উদরে প্রবেশ করিল, তাহাতেও তাঁহার উত্থান হইল না, তৎপরে চন্দ্র, মন দ্বারা ললাটে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও তিনি উঠিলেন না, অনন্তর ব্রহ্মা, বুদ্ধি দ্বারা সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাও বিফল হইল, তৎপরে রুদ্র অভিমান দ্বারা সেই হৃদয়েই প্রবিষ্ট হইলেন তাহাতেও তাঁহার উত্থান হইল না। তৎপরে চৈত্য (প্রাণাত্মা) যেমন চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন অমনি সেই বিরাট্ পুরুষ জলময়ী শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। *

এই যে চিত্ত দ্বারা প্রাণাত্মার হৃদয়ে প্রবেশ, ইহাকেই সম্বিৎ শক্তি বলে, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। অহংতত্ত্ব নিষ্ঠ জীবাত্মার, ঐ সম্বিৎ শক্তি অবলম্বনে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইলে, অগ্রে হিরণ্যগর্ভ আশ্রয়ে সমগ্র শক্তিগুলির বল বিধান করিয়া পরে মন, বুদ্ধি, অহং এই ত্রিতয়াত্মকচিত্তদ্বারা হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। চক্ষুগত সূর্য্য প্রতিবিম্ব দ্বারা যেমতি আকাশস্থ সূর্য্যের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ অহঙ্কারস্থ আত্মা বা জীবত্মার দ্বারাই বিশুদ্ধ প্রাণাত্মাকে দর্শন করিতে পারিলে, নিরুপাধিক এবং মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সত্যরূপে ভাসমান পরব্রহ্মের, বা সাধকের ইষ্টের, সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অহঙ্কারগত জীবাত্মার দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব নহে। জলগত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, যখন গৃহের অভ্যন্তরস্থ ভিত্তিতে প্রতিফলিত হয়, তখন গৃহস্থিত ব্যক্তি, স্থলগত ঐ প্রতিবিম্ব দ্বারা সূর্য্যকে দর্শন করে, এবং জলস্থ প্রতিবিম্ব দ্বারাও গগনবর্ত্তী সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোগত প্রাণাত্মার প্রতিবিম্ব যখন দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াদিপ্রদেশে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ শরীর ও মন হইতে শক্তি যখন হৃদয়াদিপ্রদেশ হিরণ্যগর্ভে আইসে, তখন সেই সাধক, তাহার হৃদয়াদিতে প্রতিফলিত ঐ প্রাণ জ্যোতিঃ দ্বারাই প্রাণাত্মা ও পরব্রহ্ম পদার্থ—আপন ইষ্টের সাক্ষাৎকার

* ইহা ভাগবতের ৪১শ শ্লোক হইতে ৭২ম শ্লোক দ্বারা কথিত বিষয়েরই অনুবাদ মাত্র।

লাভ করেন। আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণময় অহঙ্কার, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব রূপে লক্ষিত হন, এবং এইরূপেই পরমার্থ-বিজ্ঞানরূপ আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভাগবতে উক্ত আছে ;—

এবং ত্রিবিদহঙ্কারো, ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন, সদাভাসেন সত্যদৃক্॥

ভাগবত ৩য় স্কন্দ ১২

আপন আত্মস্বরূপ প্রাণের পরিচয় জ্ঞাত হইতে হইলে, অহঙ্কারের দ্বারাই তাহার সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমষ্টিতে যে জীবাত্মা, তিনিই এই অহঙ্কার। প্রাণাত্মা, জীবাত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে হৃদ্ গুহায় অবস্থিত। আলোকের ভিতরে যেমতি বস্তু সকলের প্রকাশ হয়, এবং তাহার প্রান্তভাগে যেমতি অন্ধকারের অবস্থান, সেইরূপ প্রাণাত্মার আলোকে,অন্তরেন্দ্রিয়াদি প্রকাশিত হয়। এই আলোক, সুষুম্নার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুষুম্নার প্রান্তভাগে, অর্থাৎ মূলাধারে, জীবাত্মার অবস্থিতি। তৎপরেই অন্ধকার। জীবের মন যতদিন, এই অন্ধকারভেদ, অর্থাৎ মূলাধার ভেদ করিয়া সুষুম্নায় প্রবেশ করিতে না পারিবে, ততদিন প্রাণাত্মা, এবং ব্রহ্মের উপলব্ধি হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদিও বিষয়াদির তন্মাত্রা সহ ঐ সুষম্নাই, বিরাট পুরুষ সমন্বিত বিশেষ অণ্ড। এই অণ্ডের বহির্দ্দেশে সমষ্টি সৃষ্টি সমন্বিত স্থূল দেহ। এই স্থূলদেহ, জীবাত্মার ঐ অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুষুম্না, দিব্যপ্রতিভা মণ্ডিত হিরণ্ময় পাত্রবিশেষ, এবং ঐ হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ—এই স্থূলদেহ বা অহংতত্ত্ব। জীবাত্মা যখন তাঁহার সুষুম্নায়, ঐ হিরণ্ময় পাত্রস্থ হন, তখন তাহাকে সোঽহং বলে, আর অহঙ্কার তত্ত্বে, স্থূলদেহস্থ হইলে হংস আখ্যায় আখ্যাত। এই হংসরূপী জীবাত্মাকে, তাহার স্থূলদেহ হইতে গতি ফিরাইয়া, সুষুম্নার মধ্যস্থ হিরণ্ময় স্তরে লওয়ার নামই সাধনা। এবং তাহাই জীবাত্মার স্বক্ষেত্র, বা স্বাভাবিক অবস্থা। ক্রমান্বয়ে তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রকৃতির ত্রিগুণের আলোড়নে প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড, পরে ঐ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম, আর বিশ্ব পরিদৃশ্যমান। সূক্ষ্ম ভাবে, প্রাকৃতিক গুণের আলোড়নে পুরুষপ্রকৃতি সম্মিলনে মহত্তত্ত্ব, হিরণ্যগর্ভ, পর্য্যন্ত, প্রকৃতির ত্রিগুণব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার পর, দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ঐ ত্রিগুণ, ক্রমাধিক্যে ঘন হইয়া দ্রব্য, জ্ঞান, ও ক্রিয়াত্মক অবস্থা ধারণ করে, ইহারি নাম অহংতত্ত্ব। দর্পণের স্বভাবে, আলোক যেমতি রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ ঐ ঘন ত্রিগুণময় দর্পণের স্বভাবে, প্রাণাত্মার জ্যোতিঃ রূপান্তরিত হইয়া অহংতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। রূপান্তরিত আলোক, যেমতি আলোকের স্বীয় রূপ ও ধর্ম্ম হীন হওয়ায় এক স্বতন্ত্র পদার্থ, সেইরূপ অহংতত্ত্বরূপে রূপান্তরিত প্রাণাত্মা বা জ্যোতিঃ প্রাণাত্মা ঠিক তাহা নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র পদার্থ। গুণ প্রকৃতির দৃক্‌শক্তি বা প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের সহিত সুদীর্ঘ সম্মিলনে, যে ঐরূপ, এক স্বতন্ত্র রূপান্তরিত অবস্থার প্রকাশ, তাহাই অহংতত্ত্বের স্বরূপ, এবং ইহাই প্রকৃতির তমঃ প্রাধান্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে, দৃক্‌শক্তি পুরুষ, তাহার দৃশ্যশক্তি প্রকৃতিকে আর স্বতন্ত্র রূপে দর্শন করিতে না পারিয়া, যেন একাত্মভাবে গোচরীভূত হইতে থাকেন, এই অবস্থার সমন্বয়ে, প্রকৃতি ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঐ অহঙ্কারাত্মক অহংতত্ত্বকে, তিন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করেন, তাহাই বৈকারিক, তৈজস ও তামস নামে অভিহিত। বৈকারিক অবস্থায় পরিবর্ত্তিত অহংতত্ত্বের নাম মনঃ, ইহা, প্রকৃতির সত্ত্বাংশে সম্ভূত, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। আর তৈজস অবস্থায় অর্থাৎ রাজসাংশে যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা, তাহাকে বুদ্ধি বলে। আর তামস অর্থাৎ তামসাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া তন্মাত্রাদিতে ভূত প্রপঞ্চের, উৎপত্তি করে।

বাষ্প যেমতি অবরুদ্ধ হইলে স্পন্দিত হইয়া উঠে, কিংবা স্রোতের জল, যেমতি বায়ুর আঘাতে এবং স্থানাদির স্বভাবে অবরুদ্ধ বা বাধা প্রাপ্ত হইলে তরঙ্গাকারে ফুলিয়া উঠে ; সেইরূপ ঐ অহংতত্ত্ব প্রকৃতির

তামসাংশে স্পন্দিত অথবা সৃষ্টি কামনাবায়ুর আঘাতে নিজ স্বভাবে অবরুদ্ধ হইয়া শব্দ তন্মাত্রা রূপ, এক বিরাট তরঙ্গাকারে বিস্ফুরিত হইয়া উঠে। এই প্রস্ফুরিত শব্দ তন্মাত্রার স্বরূপের ভোগার্থে ও আয়ত্ব ইচ্ছায়, ঐ অহং তত্বনিষ্ঠ পুরুষ, প্রকৃতির রাজসাংশের সাহায্যে শ্রোত্র নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্ নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করেন। এই শব্দ, শ্রোত্র ও বাক্, একত্র সম্মিলনে প্রকৃতির তামসাংশে ঘনীভূত হইয়া ব্যোম নামক ভূতরূপে পরিণত হয়।

এইরূপে স্পর্শ+ত্বক+পাণি=মরুৎ। রূপ+চক্ষু+পাদ= তেজ। রস+জিহ্বা+পায়ু=অপ্। গন্ধ+নাসিকা+উপস্থ=ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রপঞ্চবিষয় ও মহাভূত, অহং তত্বনিষ্ঠ পুরুষের ইচ্ছায় প্রকৃতি ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া, বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ বিশ্বে বিরাট্ রূপে অবস্থিত।

এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগৎ বা বিশ্বের সমষ্টি সূক্ষ্ম তত্বই অহং। এই অহংতত্বের কর্ত্তৃত্বেই বিশ্বের উৎপত্তি। এই কর্তৃভাবযুক্ত অহং'এর নাম অহঙ্কার, ইহাই স্থূল সৃষ্টির মূল অবস্থা। "চরমোহহঙ্কারঃ।" (সাঙ্খ্য)। মনের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী অবস্থাই অহঙ্কার, "বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য।" (সাঙ্খ্য)। বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি তন্মাত্রা এই উভয়ের দ্বারা, ঐ দুয়ের কারণ অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। অভিমান ও অহঙ্কার শব্দ একার্থ বাচক, এবং উভয়, কুম্ভকার শব্দের ন্যায় যৌগিক শব্দ। কুম্ভ+কৃ+অণ= কুম্ভকার; অহং+কৃ+অণ্=অহঙ্কার। তোমাকে ভিন্ন করিয়া আমি ইত্যাকার বৃত্তি উৎপন্ন করে বলিয়াই, ইহা অভিমান বা অহঙ্কার নামে অভিহিত। এই বৃত্তি, বিষয়েন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত থাকিলে অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে, সুখ দুঃখ জনিত সংসার মমত্বে স্বার্থ বিজড়িত থাকিলে, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যাদি স্বরূপ বুদ্ধির বিপরীত ধর্ম্মে, বারংবার দেহান্তর পরিগ্রহ রূপ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। তাই সাঙ্খ্য সূত্রে বলিয়াছেন;—

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্।

মহত্তত্ত্বাখ্য বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি, তমোগুণে কলুষিত অর্থাৎ অহং বা অভিমানাত্মক বিষয়েন্দ্রিয়ের মোহে মুগ্ধ হইলে, তাহার স্বধর্ম্মের বিপরীত অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য উৎপাদন করে।

এই অহংতত্ত্বের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাই মহৎ, বুদ্ধি বা জ্ঞান তত্ত্বাত্মক হিরণ্যগর্ভ। বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শ জনিত সুখ দুঃখ হইতে ঐ অহং অভিমানাত্মক বৃত্তি স্বতন্ত্র অর্থাৎ ধীর ভাবে সহ্য করিতে পারিলে, অহঙ্কার দ্বারাই ঐ মহৎ, বুদ্ধি, জ্ঞান তত্ত্বাত্মক হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞানস্বরূপ মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্মই ধর্ম্মাদি "তৎ কার্য্যং ধর্ম্মাদি।" (সাঙ্খ্য)। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি বুদ্ধির ক্রিয়া বা তাহার ধর্ম্ম। উহা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষেই প্রকাশ পায়। ইহারি অপর নাম জ্ঞান, এই জ্ঞানেই ব্রহ্ম লাভ।

অহঙ্কারের তৈজস বা রাজসাংশে উৎপন্ন বুদ্ধি হইতে উল্লিখিত মহান, বুদ্ধি বা জ্ঞান, সম্পূর্ণ পৃথক্ বা বিপরীত পদার্থ। আলো ও অন্ধকার যেমতি পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মী হইয়াও পরস্পরে পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রকাশ করে, সেইরূপ এই মহান বুদ্ধি বা জ্ঞান, এবং অহঙ্কারের রাজসাংশে উৎপন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক বুদ্ধি, পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মী হইয়া পরস্পরে পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রকাশ করিতেছে। একের ক্ষেত্রে পরা বা বিদ্যাপ্রকৃতিকর্ত্তৃক সাধকের মুক্তি লাভ। অপরের ক্ষেত্রে অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতি কর্ত্তৃক জীবের বন্ধন ভাব। একের কার্য্য ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এবং ঐশ্বর্য্য, অপরের কার্য্য অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য। একের অবস্থায় সোঽহং জ্ঞান, অপরের অবস্থায় অহং ভান। এক বিকৃত, অপর অবিকৃত।

অহঙ্কারের বিকৃত, তৈজস বা রাজসাংশ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক বুদ্ধির, ঐ অবিকৃত পরাবিদ্যা বা জ্ঞানশক্তি এবং প্রাণের ক্রিয়াশক্তি প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা আছে। "প্রাণস্থহি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা।" ভাগবত। অর্থাৎ বদ্ধ জীব তাহার বুদ্ধি

বলে তাহার প্রাণশক্তি ধরিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে ঐ মহদাখ্য বুদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে।

এই মহদাখ্য বুদ্ধি বা জ্ঞানতত্ত্বই চিন্ময় প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ-চৈতন্য। এই শ্রীভগবানের দিব্যজ্যোতির্ম্ময় চিৎকণ প্রাণ, মায়াশ্রয়ে পুরুষ প্রকৃতি আখ্যায় মহদাদি হিরণ্যগর্ভাকারে আবর্ত্তিত হইলে পর, আলো যেমতি Red Position লালবর্ণের অবস্থায় আসিলে তাহার Energy বল থাকা সত্বেও অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ ঐ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের দিব্য-জ্যোতি ও তাহার হিরণ্যগর্ভস্থ রজোগুণের অবস্থায় আসিলে, তাহার বল বা গতি থাকা সত্বেও অদৃশ্য হইয়া অহঙ্কারাত্মক বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি আখ্যায় আখ্যাত হন। তাহাতে তাঁহার প্রাণের দিব্য জ্যোতি ও গতি সম্পন্ন প্রথমাবস্থা—সোঽহং, আর তদ্বিপরীতে, জ্যোতির অভাবে মাত্র গতি যুক্ত দ্বিতীয়াবস্থাই অহং। অহংতত্ত্বাত্মক এই গতির নাম হংস, সোঽহং'এর সকার বিপরীত অবস্থায় অবস্থিত হইয়াই অর্থাৎ অগ্র-স্থিত সকার পরবর্ত্তী হইয়াই হংসঃ হইয়াছে। ইহাই অপরা বা অবিদ্যা-ক্ষেত্রে সোঽহং রূপী জীবের বিকৃত ও বিপরীতে অধর্ম্ম বা অজ্ঞানাবস্থা। এই অবস্থায় প্রাণের ঐ গতিটি, হংসাখ্য শ্বাস, প্রশ্বাস। প্রাণের জ্যোতির অন্তাবস্থা হইতেই এই গতির আরাম্ভ। গতিও জ্যোতির্ম্ময়, যে প্রথমাস্থা, তাহাই হিরণ্যগর্ভ। হৃদয়াদি নাভি প্রদেশ পর্য্যন্ত. ঐ হিরন্ময় পাত্রের অবস্থিতি। ইহাই সোঽহং, আর ঐ নাভি হইতে জ্যোতিঃ শূন্য যে গতি, তাহাই হংসাখ্য অহং। এই অভিমানাত্মক অজ্ঞানাবস্থাই ঐ হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ, এ আবরণ উন্মোচিত না হইলে অর্থাৎ অহং অভিমানাত্মক হংসের গতিবিচ্ছেদে, ফিরাইয়া হিরণ্য গর্ভে লইতে না পারিলে, ব্রহ্মজ্ঞান বা জ্যোতিঃ প্রাপ্তি অসম্ভব। অষ্টম অধ্যায়ে হিরণ্যগর্ভ ব্যাখ্যায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে ;—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫

"ঈশোপনিষৎ।"

হে জগৎ পোষক। জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তি-মার্গ, আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যরূপী ত্বদীয় আরাধনায়, এবং প্রকৃত ধর্ম্মের সেবায়, আমি সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছি; সুতরাং যাহাতে আমি সত্য ও আত্ম স্বরূপ ত্বদীয় রূপ দেখিতে সমর্থ হই, তদ্রূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি মার্গের সেই হিরণ্ময় আচ্ছাদন পাত্র উন্মোচন কর।১৫

তোমার হৃদয়াদি প্রদেশস্থ, দিব্য চিজ্জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ, তোমারি নাভি প্রদেশস্থ অজ্ঞান অহং বা হংস। এই অহং বা হংসঃই তোমার প্রাণের ক্রিয়াশক্তি। তোমার হংস, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসকে তোমার প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা আছে। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ঐ অহংরূপী শ্বাস প্রশ্বাসটিকে, গতিবিচ্ছেদে স্থিরতর করিতে পারিলে প্রকৃত ধর্ম্মের সেবায় তোমাকে সত্যধর্ম্ম পরায়ণ করিবে, অর্থাৎ ঐ গতিবিচ্ছেদে, স্থিরতর অবস্থাই সোঽহংরূপে পরিণত করিবে, আর ঐ অবস্থা হইতেই তোমার মেরুদণ্ডরূপ সেতু অবলম্বনে প্রণবের উদ্ধার। এই প্রণবধনুতে তোমার বৈকারিক ও তৈজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন মন বুদ্ধি অহং আদি ত্রিতয় রজ্জু দ্বারা মন্ত্র গায়ত্র্যাদিরূপ আত্মশর যোজনা করিতে পারিলেই, ঐ হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ, উন্মোচিত হইয়া যায়।

সূর্য্য কিরণ, যেমতি ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ পথে, ভূমিতে পতিত হইয়া রস আকর্ষণ ও নদ নদী পথে প্রবাহ সঞ্চার করে, তদ্রূপ তোমার প্রাণ জ্যোতিও, ভুবঃ বা স্বাধিষ্ঠান পথে, মূলাধারে পতিত হইয়া জীব হংসকে আকর্ষণ এবং ইড়া পিঙ্গলা পথে, হংস বা শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ সঞ্চার করিতেছে। ইহাই প্রণবের নিম্নাংশ। এই নিম্নাংশেই অহং হংস অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জীবে ভোগ সম্পন্ন করিতেছে।

"অহং নাম মহাভাগে! জীব ভোগ্যার্থ সাধনম্।
ও মিতি প্রকৃতিস্থান-শেষ ভাগমধিষ্ঠিতম্॥"

অহং তত্ত্ব বা হংস, প্রকৃতির প্রণব বা ওঙ্কারাকৃতি ক্ষেত্রের শেষ-ভাগের, অর্থাৎ নিম্নস্তরের, অধিষ্ঠাতা, ইনিই সর্ব্বদা জীবের ভোগ্য বস্তু সকল উৎপন্ন করিয়া দিতেছেন।

ব্রহ্মবিদ্যা নামক দশম অঙ্কন চিত্রে, প্রণবের বা ওঁকারগর্ভের নিম্নাংশে যে অহংতত্ত্বের স্থান দেখিতেছ ; ঐ অহংতত্ত্ব হইতেই মন, জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বিষয়তন্মাত্রা ও ভূত প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়া জীবের স্থূল দেহ গঠিত হইয়াছে। তোমার ব্যষ্টি স্থূল দেহে, মণিপুর হইতে স্বাধিষ্ঠান মূলাধার পথে, নিম্নোদর দিয়া নাভিপর্য্যন্ত প্রণব বা ওঁকারাকারের নিম্নাংশের ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। প্রাণের মেরুপথে, মুলাধার পর্য্যন্ত যে আকর্ষণ, গতি ও জ্যোতিধর্ম্মে রহিয়াছে, তাহাই জ্যোতি শূন্য গতি স্বরূপে মূলাধার হইতে নাভি পর্য্যন্ত উঠা নামা করিতেছে। এই উঠা নামার নাম হংস বা শ্বাস প্রশ্বাস। ঐ উঠা নামা স্থির করিতে পারিলে হংস, মূলাধারাদি ষটচক্রের ঐ গতি অনুভবে সোহহং হয় ; আর ঐ গতি গুরু উপদেশে গায়ত্রী মন্ত্রাদির ভাবার্থে প্রণব গর্ভাখ্য হিরণ্যগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গতি ও জ্যোতিধর্ম্মে ওঁকারে পরিণত হয়।

পুং প্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ।
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দু সর্গাবসানকৌ॥
হংসৌ তৌ পুং প্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ।
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে॥
পুরুষং ত্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতি র্নিত্যমাত্মনঃ।
যদাতদ্ভাব মাপ্নোতি তদা সোহ মিদং ভবেৎ॥
সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরং।
সন্ধিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বরূপং তদাসৌ প্রণবোভবেৎ॥
পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকং।
আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা॥

"তন্ত্রসার।"

বিন্দু ও বিসর্গ, পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ। এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিন্দু ও বিসর্গের পরিণাম পুরুষ প্রকৃতি নামক হংস সঞ্জাত

হইয়াছে। হং এই বর্ণটি পুরুষ, সঃ এই বর্ণটি প্রকৃতি। এই হংসের নামই অজপা। জীব নিয়ত ইহাঁর আরাধনা করিতেছে। যখন প্রকৃতি, পুরুষকে আপনার নিত্য আশ্রয় মনে করিয়া, একীভাবাপন্ন হন, তখন ঐ হংস সোহহংরূপে পরিণত হয়। তৎপরে মূর্ত্তি স্বরূপ সকার হকার লোপ করিয়া পূর্ব্ব রূপ সন্ধি অর্থাৎ মিলন করিলে ওঁ এই পদ হয়। এই সময় সাধক পরমানন্দময় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এই প্রণবকে আত্মা হইতে অভেদরূপে জানিতে পারেন। ইহাই অহংতত্ত্বের সাধনা।

এই সাধনার অনুষ্ঠানে জীবাত্মাখ্য হংস বা অহং তত্ত্বের ক্রিয়াশক্তি, অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে না পারিলে সাধনা সুসাধ্য হয় না; পরন্তু অধিকাংশ স্থানে নানারূপ বিশৃঙ্খলতায়, হিতে বিপরীত হইয়া দাড়ায়। ভস্ত্রিকা যন্ত্রে যেমতি একটি আকর্ষণাত্মক বল, হস্তের দ্বারায় প্রয়োগ করিলে, বায়ু তাহার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ জীবের অনাহত বা হৃৎপদ্মস্থ দীপ কলিকার প্রাণাত্মা হইতে, একটি আকর্ষণাত্মক বল মূলাধার দ্বারায় নিম্নোদর পথে, নাভি অবলম্বনে ফুসফুসে প্রয়োজিত হইয়া, বহির্দ্দেশ হইতে বায়ু ভিতরে টানিয়া লয়। ইহার নাম প্রকৃতি বা সকার। জীবের কর্ম্মসংস্কারে, প্রকৃতির গুণ বিকার হইলে, জীব তাহার পুরুষ চৈতন্য প্রাণাত্মা হইতে, স্বতন্ত্র হইয়া, অহংতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। গুণবৈষম্যে কর্ম্ম-সংস্কার বিজড়িত জীবাত্মার নাম—কুলকুণ্ডলিনী-বেষ্ঠিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। এই অবস্থাই উপনিষদ দর্শনাদিতে অহং তত্ত্ব-নামে অভিহিত। সূর্য্য হইতে নিস্যৃত গ্রহ উপগ্রহ সহ জগত, যেমতি সূর্য্যের আকর্যণে বিধৃত রহিয়াছে, অথবা ধ্রুবের আকর্ষণে সৌরমণ্ডল সহ সপ্তর্ষি মণ্ডল যেমতি বিধৃত থাকিয়া বিঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ প্রাণাত্মা হইতে ইন্দ্রিয়াদি সহ জীবাত্মা, নিস্যৃত হইয়া প্রাণের আকর্যণেই বিধৃত রহিয়াছেন। রজ্জু বদ্ধ পক্ষী যেমতি গগনে উড্ডীয়মান হইয়া বন্ধনের আকর্যণে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হয়, সেইরূপ কর্ম্ম সংস্কাররূপ রজ্জু আবদ্ধ জীবাত্মা, তাহার পুরুষ চৈতন্য প্রাণাত্মার মিলন আশায় হৃদ্ গগনে উড্ডীয়মান হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর আকর্যণে মূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য

হন। এই জন্যই ঐ আকর্ষণাত্মক অবস্থার নাম "প্রকৃতিস্তু সঃ"। প্রাণাত্মা জীবাত্মায় নিত্য আকর্ষণ বশতঃ জীবাত্মা তাহার মিলন আশায় যেমন তাহার কুল বা গৃহ ছাড়িয়া বাহির হন, অর্থাৎ মূলাধার ছাড়িয়া হৃদ্ গগনে আইসেন, অমনি তাহার কুল অর্থাৎ সংস্কারজনিত বন্ধন তাহাকে আকর্ষণ করিয়া গৃহে আনয়ন করে। কুলের বন্ধনে পড়িয়া, গুপ্তপথে প্রাণনাথের সহিত মিলিতে যাইয়া, সে মিলন সংঘটন হয় না। হতাশ মনে উদাস ভাবে, গৃহে অর্থাৎ মূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হন। এই যে জীবাত্মার, প্রাণাত্মারমিলন অভাবে, শূন্য মনে, উদাসপ্রাণে প্রত্যাগমন, অর্থাৎ প্রশ্বাস পরিত্যাগ তাহা ঐ অভাব জনিত, প্রাণ বা পুরুষ ভাবনাময়ত্বে পুরুষ ধর্ম্মী বলিয়া "হং পুমান্" অর্থাৎ হকার পুরুষ নামে আখ্যাত হন। প্রকৃতির, অহং তত্ত্ব উদ্ভূত এই বিরাট বিশ্বের বিরাট আয়োজন, মাত্র পুরুষ উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যে মিলন অভাবে,প্রকৃতির যে ব্যাকুলতা তাহারি নাম জীব, জীব যতদিন কুলের বন্ধনে পড়িয়া অর্থাৎ কর্ম্ম সংস্কারে দেহাত্মজ্ঞানে, সংসার মোহে, মিলনরূপ সুখ শান্তির আশায় হৃদ্ গগনে ধাবিত হইবেন, ততদিন তাহার মিলন বা সুখ শান্তি লাভ কখনও হইবে না। অপিচ রজ্জু আবদ্ধ পক্ষীবৎ বারংবার যাতায়াতে পর্য্যবসিত হইবে। ইহার নাম শ্বাস প্রশ্বাস বা জন্ম মৃত্যু। আর ঐ প্রকৃতি বা আকর্ষণাত্মক সকার বা জীবাত্মা,যদি তাহার হৃৎপদ্ম বিহারী প্রাণাত্মাকে একমাত্র নিত্য আশ্রয় মনে করিয়া, বুদ্ধিবলে, সুষুম্না পথস্থ প্রাণাত্মার আকর্ষণে নিজ আকর্ষণ—ঐ সকারকে মিলাইয়া দিতে পারে, অর্থাৎ পুরুষ বা প্রাণ, তাহারি (সে প্রাণেরি,) এই ভাবে তাহার নিকটস্থ হইতে পারে তাহা হইলেই চিরমিলন সম্ভব, এই অবস্থার নামই সোহহং। আর ঐ একীভাবাপন্ন মিলন অবস্থার নামই ওঁ। ইহাই পুরুষ প্রকৃতি অর্থাৎ শিবশক্তি বা রাধা কৃষ্ণ বিজড়িত যুগল মিথুন বা যুগল মিলন। ঐ মিথুন বা মিলনে পরস্পরের অর্থাৎ সকার হকারের স্বতন্ত্র জ্ঞান লোপ হইলে বা অপসারিত হইলে, সাধক নিজ দেহস্থ সুষুম্নায় ওঁকারের মধ্যে, ইষ্টের স্বরূপ দর্শনে পরমানন্দে নিত্য চৈতন্যময় স্বরূপধামে আপনাকে অভেদরূপে অবস্থিত অনুভব করেন।

শ্রুতিতে উক্ত আছে ;—

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেবত্বমেব তৎ॥

"কৈবল্যোপনিষৎ।"

দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা যে পরব্রহ্মের পরিচ্ছেদ করা যায় না, সুতরাং যিনি বৃহৎ, যিনি নিখিল ভূত গ্রামের হৃন্মন্দিরে অধিষ্ঠিত, সমগ্র ভূতবৃন্দ হইতে যাঁহার ভেদ নাই, যিনি কার্য্য ও কারণের আধার, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্মতর ও নিত্য বস্তু, সেই "তৎ" পদবাচ্য পরম ব্রহ্মই "ত্বং" পদের প্রতিপাদ্য! "তৎ" পদবাচ্য পদার্থ হইতে, "ত্বং" পদবাচ্য পদার্থের পার্থক্য নাই। অর্থাৎ "তৎ" পদবাচ্য পরমাত্মার সহিত "ত্বং" পদবাচ্য জীব অভিন্ন। মায়াযোগেই "ত্বং" পদবাচ্য জীবের অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। অহং কর্ত্তৃত্বাভিমানে ঐ "ত্বং" স্বরূপ অবস্থা আবৃত রহিয়াছে। স্বরূপাবস্থায় জীব হিরণ্ময় পাত্রে অবস্থিত।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

"ঈশোপনিষৎ।"

জীবের স্বরূপ ধামই হিরণ্ময় পাত্র। এই পাত্র ঐ হংস অর্থাৎ অহং তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। জীব তাহার হংসকে সোহং অবস্থায়; স্থিরতরে সুষুম্নায় আনিতে পারিলে, ত্বদীয় আরাধনা রূপ সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ হন। তাহাতেই সত্য ও আত্মস্বরূপ ইষ্ট বা শ্রীভগবানের রূপ দর্শনে সমর্থ হন। প্রতি জীবেই তাহার এই হিরণ্ময় পাত্রের আচ্ছাদন, তাহারি অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের সত্ত্ব গুণে যে বৈকারিক অবস্থা তাহাই মন। এই মনদ্বারা, হংস বা শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদাদি সাধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মনের পরিচয়ে দিয়া পরে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ এবং তাহাতে হংসাখ্য জীবনি-শক্তির কথা বলিব। পরে দ্বিতীয় কাণ্ডে, হংসের গতি বিচ্ছেদে, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে, সোঽহং অবস্থায় অহংতত্ত্বরূপ আবরণ উন্মোচনের সাধন পরিচয় পাইবেন।

দশম অধ্যায়।

মন।

"অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূত।" ভাগবতে উক্ত আছে, অহংতত্ত্ব সত্ত্বগুণে বিকার, হইলে ঐ বৈকারিক অহংতত্ত্ব হইতে মন অবির্ভূত হয়। প্রাণ, পুরুষ চৈতন্যের সম্বন্ধাধীনে, গুণ প্রকৃতির প্রথম পর্য্যায়ে এক আবর্ত্তে মহদাদি হিরণ্যগর্ভ ব্যাপারে ঐ প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অন্য আবর্ত্তে অহংতত্ত্ব নামে অভিহিত হন। সূর্য্যের আকর্ষণে যেমতি সমুদ্রের জল, বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘ, আবার উদ্বেলিত হইয়া প্রবাহাকারে নদ নদী পথে সঞ্চারিত হয়. তদ্রূপ প্রাণ সূর্য্যের আকর্ষণে, প্রকৃতি সমুদ্রের ত্রিগুণ সূক্ষ্মাকারে ঊর্দ্ধে থাকিয়া মহদাদি হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দেবতা, আবার উদ্বেলিত হইয়া জীব ও জগদ্রূপ প্রবাহাকারে প্রাণজ্যোতিঃ, স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া অহংতত্ত্বে পরিণত হয়। এই স্বরূপ ভ্রষ্ট বিকৃত অহংতত্ত্বের, প্রাকৃতিক সত্ত্ব গুণাত্মক যে বৈকারিক অবস্থা, তাহাই আমাদের এই দশম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মনঃ।

যাহাকে লইয়া আমরা এই ভবের হাটে দিবারাত্রি সওদা করিয়া বেড়াই, যাহার অভীপ্সিত পণ্যগ্রহণ ও ভোগে তোমার আমার অধিকার; যাহার অধিকারের সীমার মাঝারেই আমরা পরিচালিত; এবং সওদার ইতর বিশেষে যে আমাদিগকে কখন সুখ শান্তিময় স্বর্গ নিকেতনে, কখন দুঃখ জ্বালাময় নরক তলে নিপাতন করে; তাহার তত্ত্ব বা যথার্থ পরিচয় পরিজ্ঞাত হওয়া সকলেরি কর্ত্তব্য।

মন্যতে (জানাতি) বিষয়ান অনেন, তন্মনঃ অর্থাৎ যাহার সাহায্যে আমরা জাগতিক অথবা লোকান্তরীয় বিষয় সমূহের জ্ঞান লাভ করি সেইই মন, এই অর্থে করণবাচ্যে অসুন্ প্রত্যয়ে মনঃ' এই শব্দটি সাধিত হইয়াছে। যে শক্তি থাকাতে আমরা বা জীবাত্মা দেখিতে, শুনিতে, উঠিতে বসিতে, ভাবিতে বলিতে এক কথায় সকল কার্য্য সম্পন্ন

করিতে পারি তাহাকেই মন বলে। আমাদের চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি মনের ইচ্ছা জনিত ক্রিয়া প্রকাশক দ্বার মাত্র। মন ব্যতীত উহাদের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। মন ইন্দ্রিয়াদিতে না থাকিলেই তাহারা জড়বৎ অচেতন বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। আর থাকিলেই তাহারা সচেতনবৎ কার্য্যশীল হয়। মনের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই করিতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত মন সকল কার্য্যই করিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয় যে বিষয় গ্রহণ করে, তাহা তৎক্ষণাৎ মনের নিকট প্রেরিত হয়। মনের দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। ঐ পূর্ব্বাবস্থায় মন ব্যতীত, মাত্র ইন্দ্রিয় জনিত এক প্রকার জ্ঞান হয়; ইহাকে সংমুগ্ধ জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানে পদার্থের গুণ ধর্ম্মাদি সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না। বালক মূক ও উন্মাদি এই অবস্থায় অবস্থিত। ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মনের নিকট সমর্পন করে নাই, অথচ অস্পষ্ট মনের ছায়া পড়িয়াছে, তাহাই মুগ্ধ জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়া মনের নিকট অর্পণ করে, মন তাহা তাহার পিতৃস্থানীয় অহঙ্কারের নিকট অর্পণ করে, অহঙ্কার তাহা বুদ্ধির নিকট অর্পণ করিলে, বুদ্ধি ঐ বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন হন। অহঙ্কার ও মন ঐ জ্ঞানের বলে কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাতে মন, সংস্কার অনুযায়ী, ইন্দ্রিয় প্রদত্ত বিষয়কে কখন জাগতিক কামনা, কখন পারলৌকিক কামনা সংযুক্ত করিয়া অহঙ্কার দ্বারা বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে। বুদ্ধি ও তদনুযায়ী জ্ঞান সম্পন্ন হইলে, মন সেই জ্ঞানের বলেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। মন সঙ্গের স্বভাবে, বিষয় প্রপঞ্চ সম্ভূত জাগতিক ও ভগবৎ সম্বন্ধীয় পারলৌকিক কামনার ইতর বিশেষে এক এক পর্য্যায়ে অভিহিত হয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে;—

মনো মহান্মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা সংবিৎ চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥
পর্য্যায় বাচকাঃ শব্দা মনসঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

"মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।"

মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পূর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি ও স্মৃতি শব্দ মনেরি পর্য্যায় বাচক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ইন্দ্রিয়াদির অর্পিত বিষয়ে, প্রিয় অপ্রিয় বুদ্ধি ব্যতীত, মন যদি আপন স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তবে ঐ মন, মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত যুক্ত থাকিয়া অবস্থা বিশেষে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে অভিহিত হন।

অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় মনের কামনা শক্তি, স্বতঃসিদ্ধ। ভাবনার রূপান্তরই কামনা। মনের সন্নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রিয়াগত বিষয়ের মিলন জনিত সঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সঙ্গ হইতেই কামনা সঞ্জাত হইয়া মনে, তত্তৎ সঙ্গ জনিত বিষয়ধ্যান বা ভাবনার গাড়ত্বে, কামনার উৎপত্তি। এইরূপে বিষয় মাত্রা স্পর্শে স্পন্দিত হইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ে প্রবাহিত হইলেই ক্রিয়া নামে মনই প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ ক্রিয়া বা কর্ম্মের পরিপাকে অদৃষ্ট বা সংস্কার। আর এই সংস্কার অনুযায়ী জীবের ভোগ ও দেহান্তর আশ্রয়, মনই এতাবতের মূল। কামনার বশে নিজেই কর্ম্ম করে, ও সেই কর্ম্মফল নিজেই ভোগ করে। জীবের কর্ম্মে যাহা কিছু বিদ্যমান সমস্তই তাহার মনের বিকাশ মাত্র। মন ও কর্ম্ম, অগ্নি ও উত্তাপের ন্যায় স্বভাব সিদ্ধ, মনের স্পন্দনইকর্ম্ম। মনের দৃঢ়ত্বই কর্ম্মসিদ্ধির শক্তি। মন যদি বিষয় বৈরাগ্যে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিবেচিত সত্যানুরাগে অনুরাগী হইয়া, তাহার সমস্ত কর্ম্মে, ঐ সত্যভাব রক্ষা করিতে পারে তবেই মন ক্রমশঃ দৃঢ়তা লাভ করে। দৃঢ়মনা ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। মনের এই দৃঢ়তার নামই সাধনা বা সিদ্ধি। এই দৃঢ় মানসিক অবস্থার নামই পুরুষকার। যিনি যে কার্য্য যত দৃঢ় মনে করিতে পারেন, তাঁহার সেই কার্য্যের সিদ্ধি, তত নিকটবর্ত্তী। এ দৃঢ়তার নাম একগুয়েমী নহে। যিনি কোন এক সঙ্কল্পে, সহস্র বাধাবিঘ্ন, ধীর ভাবে সহ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, ঐ সংঙ্কল্প হইতে কোনরূপেই যদি মন বিচলিত না হয়, তবে তাহাকেই দৃঢ়তা বলে। এ দৃঢ়তায় জড়, সচেতন হয়; স্বয়ং শ্রীভগবান তাঁহার স্বধাম ছাড়িয়া সাধকের

নিকট উপস্থিত হন। একলব্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ভক্তবৃন্দই তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

আমরা দেখিতে পাই, এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে, সুখ দুঃখ ও সিদ্ধি কাহারও আয়ত্বাধীন নহে। কোন অজানা প্রদেশ হইতে অলক্ষ্যে আসিয়া অলক্ষ্যে চলিয়া যায়। আমরা তাহাকে ধরিতে বা ধরিয়া রাখিতে পারি না। জীবনাবধি যাহার আশায়, যাহার সন্ধানে, আমরা আসমুদ্র হিমাচল তন্ন বিতন্ন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মরি; অথচ কোথাও যাহাকে দেখিতে পাই না, কেহ যাহার সন্ধান বলিতে পারে না; সেই সুখ শান্তি বা সিদ্ধি আমাদের মনেরি ধর্ম্ম বা অবস্থা বিশেষ মাত্র। মনের স্পন্দন হইতেই বহুবিধ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া এই সংসার রূপে পরিণত হইয়াছে। কর্ম্ম মনের স্পন্দনাত্মক বিলাস মাত্র। মন কর্ম্মের দ্বারায় আপনার সঙ্কল্প শরীর বহুরূপে গঠিত, বিবিধরূপে বিস্তৃত করিয়া এই সঙ্কল্পসঙ্কুল, মায়াময় সংসার মরুতে মরীচিকা সমূহ সৃষ্টি করিতেছে। আপনার সৃজিত মরীচিকায় আপনি মুগ্ধ হইয়া তৎপশ্চাৎ প্রধাবিত হয়। কোষ কীটের ন্যায়, আপনার সূত্রে আপনি বিজড়িত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করে। বিষয় সঙ্গ জনিত বাসনার অনুসরণে, আপনাকে বহুরূপে বিস্তার করিয়া সংসার সাজাইয়া কর্ম্মে আসক্ত হয়। এই কর্ম্ম বিমুহ্য মন, তাহার সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ বপনের বিভিন্নতায় সুখ দুঃখাদিতে সিদ্ধি অসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভক্ত প্রবর রামপ্রসাদ তাঁহার গীতাবলীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

মন তুমি কৃষি কাজ বোঝ না;
এমন মানব জমি, রাখলে পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।
গুরুদত্তা বীজ বপন করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা;
একা একা না পার যদি রাম প্রসাদকে সঙ্গে নে'না॥
কালী নামে দাও যে বেড়া ফসলে তচ্ছ্রূপ্‌ হবে না;
(সে যে) মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া তার নিকটে যম্‌ যাবে না॥

ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন যেমতি কৃষকের কার্য্য, দেহরূপক্ষেত্রে

সৎকর্ম্ম রূপ বীজ বপন সেইরূপ মনেরি কার্য্য। এই যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপ প্রণালী পথে, বাহ্য জগৎ আমাদের মন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে, মন যদি তাহার রসধর্ম্মে, প্রাণ সঞ্চারণা রূপ চৈতন্যে, অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে কল্পনা বায়ুর তাড়নে উদ্বেলিত হইতে হয় না। বায়ুর তাড়নে উদ্বেলিত সমুদ্র বক্ষ, আর ফেন বুদ্বুদ সঙ্কুল তরঙ্গ রাশি, যেমতি একই অবস্থা, কামনা বায়ুর তাড়নে উদ্বেলিত মন ও জগৎ সেইরূপ একই পদার্থ। মনের কামনার অভাব হইলেই, প্রশান্ত সমুদ্র বক্ষে যেমতি সূর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ মনও প্রাজ্ঞাত্মা প্রাণ সূর্য্যের স্বপ্রকাশে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বে পরিণত হয়। সূর্য্য উদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায়, মনের অবিদ্যা কল্পিত অজ্ঞান অন্ধকার, প্রাণ সূর্য্যের উদয়ে, বিলয় প্রাপ্ত হইয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলি ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখন আর তুমি আমি জাত মৃত জীবিত ইত্যাদি অবিদ্যা ভ্রান্তির কল্পনা থাকে না। মন তাহার স্বকৃত ঐ অবিদ্যা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া বন্ধন দশাগ্রস্থ ভবকারাগারের বন্দী। আর মনের ঐ ভ্রান্তি অপনোদিত হইলে মোক্ষ বা মুক্তি। বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে ;—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্থ বিষয়াসঙ্গি, মুক্তো নির্ব্বিষয়ং তথা ॥

মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, বন্ধদিগর মন বিষয়াসক্ত, আর মুক্তদিগর মন বিষয়ে অনাসক্ত।

অহংতত্ত্বের সত্ত্বগুণ ক্ষেত্রে মনের প্রকাশ হওয়ায় ইহার ব্রহ্ম পদার্থ ধারণ সামর্থ্য রহিয়াছে। কিন্তু অহংক্ষেত্রের অহঙ্কারকৃত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ, তন্মাত্রা ও ভূত প্রপঞ্চের স্বভাবাগত বিষয়াদিতে আসক্ত হইলেই, তাহার বন্ধন ভাব সঞ্চারিত হইয়া, ব্রহ্ম ধারণ সামর্থ্যের অভাব হইয়া পড়ে। এতদুভয়াত্মকে মন নব গুণ বিশিষ্ট। তদ যথা ;—

ধৈর্য্যোপপত্তি র্ব্যক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসো নবধা গুণাঃ ॥

"মহাভারত মোক্ষ ধর্ম্মপর্ব্বধ্যায়।"

ধৈর্য্য, উপপত্তি অর্থাৎ তর্ক ও তর্কনিরাস কৌশল, ব্যক্তি অর্থাৎ স্মরণ, বিসর্গ অর্থাৎ ভ্রান্তি, কল্পনা অর্থাৎ মনোরথ বৃত্তি, ক্ষমা, সৎ অর্থাৎ বৈরাগ্য, অসৎ অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি, আশুতা অর্থাৎ অস্থিরতা এই নয়টি মনের গুণ। এই গুণানুযায়ী মন কখন সংসার আসক্ত বদ্ধ, কখন বিষয় অনাসক্ত মুক্ত। শ্রুতি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা মনের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন।

দধ্নঃ সোম্য ! মথ্যমানস্য যোঽনিমা স ঊর্দ্ধ্বং সমুপদীষতি তৎসর্পি র্ভবতি। এবমেবখলু সোম্য ! অন্নস্য অশ্যমানস্য যোঽনিমা স ঊর্দ্ধ্বং সমপদীষতি তন্মনো ভবতি॥

"ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়।"

হে সোম্য ! দধিকে মন্থন করিলে তাহার যে সূক্ষ্ম উপাদান উহা যেমন ঊর্দ্ধে ভাসমান হয়, এবং তেজস্কর ঘৃতরূপে পরিণত হয়। সেইরূপ ভুক্ত অন্নের পাকক্রিয়াতে যে সূক্ষ্ম অবস্থা দাড়ায় তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মনোরূপে পরিণত হয়। "অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ।" হে সোম্য ! মন অন্নের বিকার।

অন্নমশিতং ত্রিধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতু স্তৎ পুরীষং ভবতি, যোমধ্যমস্তন্মাংসঃ, যোঽনিষ্ঠ তন্মনঃ॥

"ছান্দোগ্য।"

ভুক্ত অন্ন তিন রূপে পরিণত হয়, তাহার স্থূলাংশ বিষ্ঠা, মধ্যমাংশ মাংস, সূক্ষ্মাংশ মন।

জল যেমতি অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম বাষ্প রূপে পরিণত হইয়া বিস্তৃত হয়। ভুক্ত দ্রব্য ও সেইরূপ নাড়িস্থিত বৈশ্বানর অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম মনরূপে পরিণত হইয়া বিস্তৃত বা ব্যাপক হয়। ভুক্ত দ্রব্য যদি ব্রহ্ম বুদ্ধি বা ভগবদ্ভাব অর্থাৎ দেব উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া তদ্ভাবে গৃহীত হয়, তবে তাহা হইতেই ধৈর্য্য, উপপত্তি, ব্যক্তি, ক্ষমা, সৎ প্রভৃতি ব্রহ্ম ধারণ সামর্থ্য, পঞ্চ গুণ উৎপন্ন হইয়া বিষয় অনাসক্তে মুক্তি লাভে কৃতার্থ হয়; আর ভুক্ত দ্রব্য যদি ঐ ভাবের অভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত

আসক্তি বা কামনায় গৃহীত হয় তবে ঐ অন্ন হইতে বিসর্গ, কল্পনা, অসৎ ও আশুতা প্রভৃতি অবিদ্যা বা অজ্ঞানপ্রদ চতুর্গুণ উৎপন্ন হইয়া বিষয়াসক্তিতে বন্ধন দশা গ্রস্থ হয়। এই গুণ চতুষ্টয়ে অর্থাৎ ভ্রান্তি, বৃত্তি (প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি) রাগ দ্বেষাদি ও অস্থির-তায় মন, স্বভাবাগত বিষয় ইন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে বিষয় সঙ্গ নিবন্ধন কাম নামে অভিহিত হয়, "ধ্যায়তো বিষয়ানপুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে, সঙ্গাৎ সংজয়তে কাম," গীতা। বিষয় ধ্যান হইতে সঙ্গ উৎপন্ন হইয়া সেই সঙ্গ হইতেই কাম জাত হয়। ব্রহ্ম পদার্থ শ্রীভগবৎ সত্বা ব্যতীত ভিন্নরূপে বিষয় জ্ঞান সম্পন্ন মন ও কাম একার্থ বাচক। অহং বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্পন্ন মনের নাম কাম। আর ভগবদ্বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্পন্ন মনের নাম প্রেম। মন যতকাল এই ভগবৎ জ্ঞানময় প্রেম সম্পন্ন না হয়, ততকাল কোন উপায়েই তাহার বিলয় হয় না। কামরূপী মন সর্ব্বভূত কর্ত্তৃক অবধ্য। শ্রীভগবান মহাভারতে কামগীতা কীর্ত্তনচ্ছলে বলিয়াছেন, "নাহং শক্যোঽনুপায়েন হন্তুং ভূতেন কেনচিৎ।" আমাকে, (কামাখ্যমনকে) কোন উপায়ে হনন বা বিনাশ করিতে কোন ভূতেরি শক্তি নাই। এই অহং অভিমানাত্মক কামাখ্য মনের দ্বারা জীব যে কার্য্যই সম্পন্ন করুক না কেন, তাহা সাধনা বা যোগশক্তি সম্পন্ন হইলেও তাহার বা ঐ মনের বিলয় হয় না। তোমার কর্ম্মে বা জ্ঞানে যতদিন জাগতিক সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন কিছুতেই তোমার অব্যাহতি অর্থাৎ পরিত্রাণ নাই। জীবকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করা তাহার সামান্য কথা, এই মন মোক্ষ কামনায় জ্ঞান ভক্তি যোগে সাধনায় ও জীবকে সংসারে বিঘূর্ণিত করে। মহাভারতে কৃষ্ণ ধর্ম্ম সংবাদে কাম গীতা কীর্ত্তনচ্ছলে শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

যো মাং প্রযততেহন্তুং জ্ঞাত্বা প্রহরণে বলং।
তস্য তস্মিন্ প্রহরণে পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহং ॥

যে আমার (কামের) বল বুঝিয়া অস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ যে কোন্ উপায়ে আমাকে (কামাখ্য তাহার মনকে) হনন বা বিনাশ করিতে

চেষ্টা করে, আমি (কামাখ্য মন) তাহার নিধনের জন্য পুনর্ব্বার তাহারি সেই অস্ত্রেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। অর্থাৎ সেই উপায়ই তাহার বন্ধনের কারণ হয়।

যো মাং প্রযততে হন্তুং যজ্ঞৈ র্বিবিধ দক্ষিণৈঃ।
জঙ্গমেষ্বিব ধর্ম্মাত্মন্ পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহং॥

যে বহুবিধ দক্ষিণার ব্যবস্থায় যজ্ঞ দ্বারা আমাকে (কামাখ্য মনকে) হনন করিতে চেষ্টিত হয়, হে ধর্ম্মাত্মন্ যুধিষ্ঠির! পুনর্ব্বার আমি তাহার জন্য অর্থাৎ তাহার বন্ধনের কারণরূপে জঙ্গম (চৈতন্যশীল) যাজ্ঞিক রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি, অর্থাৎ ঐ যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞকারীকে যাজ্ঞিক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

যো মাং প্রযততে নিত্যং বেদৈর্ব্বেদাঙ্গ সাধনৈঃ।
স্থাবরেষ্বিবভূতাত্মাতস্য প্রাদুর্ভবাম্যহং॥

যে বেদ ও বেদাঙ্গ বিহিত উপায় দ্বারা আমাকে হনন করিতে যত্ন করে, আমি স্থাবরের মধ্যে ভূতরূপে তাহার জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। অর্থাৎ তাহার সেই কর্ম্মফলে জ্ঞানরূপে তাহার ভোগের কারণ হই।

যো মাং প্রযততে হন্তুং ধৃত্বা সত্যপরাক্রমঃ।
ভাবোভরামি তস্যাহং স চ মাং নাববুধ্যতে॥

যে সত্যরূপ পরাক্রম অবলম্বনে আমাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার হৃদয়ে ঐ সত্যভাব রক্ষা করিতে থাকি; তাহাতে সে আমাকে কখনও বুঝিতে পারে না।

যো মাং প্রযততে হন্তুং তপসা শংসিত ব্রতঃ।
ততস্তপসি তস্যাথ পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহং॥

যে আমাকে তপস্যাযুক্ত শংসিত ব্রত অবলম্বনে হনন করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমি তাহার সেই তপস্যার ফলরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহারি ভোগ্য হইয়া থাকি।

যো মাং প্রযততে হন্তং মোক্ষমাস্থায় পণ্ডিতঃ।
তস্য মোক্ষরতিস্থস্য নৃত্যামিচ হসামি চ॥

যে পণ্ডিত ব্যক্তি মোক্ষ পথে মুক্তি কামনায় আমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার সেই মোক্ষ রতি শীল কামনা অবলম্বনেই তাহার নিকট আমি কখন নৃত্য করি, কখন হাসি, অর্থাৎ মোক্ষ কামনায় ও জীব ঐ কামাখ্য মন জয় করিতে পারে না। তাহার ফলে ঊর্দ্ধ লোকে সে ঘুরিতে থাকে।

বর্ত্তমানে যে সাধনা সিদ্ধিতে মন্ত্রশক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় কেহ দেখিতে পাইতেছেন না, যাহার প্রভাবে আর্য্য ধর্ম্মের তথা হিন্দু সমাজের প্রাণশক্তি ব্রহ্মণ্যদেব, আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় ঘন জলদ পটলে অদৃশ্য হইতেছেন, পরন্তু ব্রাহ্মণ জাতি, আজ যাহার ঘোর মোহিনী কুহকে পড়িয়া, কর্ম্মশক্তি হীন, নশ্বর সূত্র (উপবীত) ধারণে বৃথা ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে অধঃপতিত, সেই কামাখ্য মনের পরিচয় পাইয়া যদি কোন ভ্রাতা আপন গৃহের ধন সুরক্ষিত করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে কিছু বিস্তৃত পরিচয় দিলাম।

কিন্তু মাত্র পরিচয়ে কাজ হইবে না। মন যেমতি সর্ব্বভূতের অবধ্য, তেমনি সর্ব্বোপরি বলবান ও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" ৩৪ গীতা ৬ষ্ঠ অঃ। নরনারায়ণরূপী অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ে দুঃখদায়ক অজেয় ও দৃঢ়; আমার নিকট তাহার নিরোধ, বায়ুর নিরোধের ন্যায় দুষ্কর জ্ঞান হইতেছে। কাজেই সামর্থ্যহীন ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তাহার মন নিরোধ অর্থাৎ মনের দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি সম্পন্ন হওয়া যে কত কঠিন তাহা সহজে অনুমেয়। যাহাকে দেখা যায় না, আমি যাহাকে দেখিতে পাই না অথচ যে আমাকে প্রতিনিয়ত দেখিতেছে এবং যাহার জ্ঞানে আমি পরিচালিত, "অনিরূপমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞান ভেদং মনঃ স্মৃতম্।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড। মনের কোন রূপ নাই তাহাকে দেখা যায় না, তাই

ঐ মন, সংকল্পাত্মক জ্ঞান বিশেষ বলিয়া কথিত। তবে তাহাকে আয়ত্বে আনিয়া সে যাহাতে এই নশ্বর সংসারের মায়া ছাড়িয়া, বিষয়াসক্তিতে অনাসক্ত হইয়া ভগবৎ পরায়ণ হয় তাহা করিবার উপায় কি নাই? আছে বৈ কি।

সে উপায়ের কথা শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫। ৬ষ্ঠ অঃ
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥২৬। ৬ষ্ঠ অঃ।

হে মহাবাহো, মন দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই ; কিন্তু হে কৌন্তেয়, যোগাভ্যাস দ্বারা, এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।৩৫

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং বিষয় প্রতি ধাবমান হইলেও সে যে যে বিষয়ে যায়, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মাতে স্থির করিবে।২৬

মনকে বিষয়াসক্তি হইতে ফিরাইয়া, তৎপ্রতি বৈরাগ্যে অর্থাৎ বিষয় অনাসক্তে ভগবৎ পরায়ণ করিতে হইলে, যোগাভ্যাস এবং বৈরাগ্যের প্রয়োজন। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" পাতঞ্জল। চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই চিত্তের নাম অন্তঃকরণ, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই তিনের একত্র সম্মিলন অবস্থার নাম চিত্ত বা অন্তঃকরণ। "মনোবুদ্ধিবহংকারশ্চিত্তং করণমান্তরং," বেদান্ত সার। এই চিত্তের বৃত্তি, প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। মন তাহার কামনা ধর্ম্মে এই কল্পনাত্মক বৃত্তিতে অভিভূত হইয়া ভ্রান্তি অসৎ ও আশুতা গুণে, বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে কাম নামে অভিহিত হয়। এই সচঞ্চল ও অসৎ অবস্থা হইতে তাহাকে ফিরাইয়া, ধৈর্য্য, উপপত্তি, ব্যক্তি, ক্ষমা, সৎ বা বৈরাগ্য আনিবার যে কৌশল তাহাই যোগ, এবং তাহার অনুষ্ঠানের নাম অভ্যাস।

সমুদ্রের জল যেমতি সূর্য্যের তাপে নিরাকারে বাষ্প অবস্থায় কিছু সময় বায়ু মণ্ডলে চালিত হইয়া পরে ঊর্দ্ধে উঠিলে নবঘন শ্যামবর্ণে মেঘরূপে পরিণত হয়; এবং ঐ মেঘমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে রস বা প্রাণ সঞ্চার করায়; তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি পথে ভুক্ত অন্ন বৈশ্বানর অগ্নির তাপে সূক্ষ্মাংশে প্রথমতঃ নিরাকার মনোরূপে পরিণত হয়। গৃহীত অন্নে বিষয়াসক্তির তারতম্যে, এই মনে ভ্রান্তি, কল্পনা, বৃত্তি, অসৎ ও আশুতা প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ গুণ উৎপন্ন হইয়া উহাকে নিরাকার অবস্থায় রাখে, এই মনকে কেহ দেখিতে পায় না বা ধরিতে পারে না। ইহারি নাম কামাখ্য মনঃ। আর ঐ ভূক্ত অন্ন, দেবতা বা ভগদ্ভাবে গৃহীত হইলে ঐ অন্নে বিষয়ে অনাসক্তির তারতম্যে ধৈর্য্য, উপপত্তি, ব্যক্তি, ক্ষমা ও সৎ প্রভৃতি পঞ্চ গুণ উৎপন্ন হইয়া উহাকে ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উঠাইয়া শারদীয় নীলোৎপল সদৃশ নবঘন শ্যামরূপে পরিণত করে বা হয়, ভাগবতে এই মন বা মনের এই অবস্থাকে অনিরুদ্ধ বলিয়াছেন।

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকানামধীশ্বরম।
শারদেন্দীবর শ্যামং সংরাধ্য যোগিভিশনৈঃ॥

মনই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং পরিচালক, মনের আর একটি নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ শারদীয় নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ। যোগিজন অতি যত্নে তাহাকে আয়ত্ত করেন।

ইহারি সাহায্যে জীব তাহার ইষ্ট বা শ্রীভগবানের স্বরূপ ধারণায় সমর্থ হয়। এই অবস্থার নামই চিত্তের বৃত্তিনিরোধ বা যোগ।

গৃহিনী গৃহকার্য্যে দিবারাত্রি নিযুক্ত থাকিলে যেমতি স্বামী সহবাস হয় না, পরন্তু তাহার জন্য গৃহকার্য্যের অবসরে নির্জ্জনে পরস্পরের মিলন জনিত আনন্দ লাভ করিতে হয়, তদ্রূপ মাত্র দেবতা বা ভগবদ্ভাবে গৃহিত অন্ন গ্রহণে দেহরূপ গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ভগবৎ সঙ্গ হয় না। পরন্তু তাহার জন্য নির্জ্জনে মনঃ প্রাণে পরস্পরের মিলন জনিত আনন্দ লাভ করিতে হয়। এই মনঃ প্রাণে বা প্রকৃতি

পুরুষে মিলনের নামই যোগ। এই যোগ অভ্যাস বা তাহার অনুষ্ঠানে প্রথমতঃ বৈরাগ্যের যতমান অবস্থায় অর্থাৎ বিষয়ের দুঃখ কল্পনায়, মনকে তাহার জীবনিশক্তি শ্বাস প্রশ্বাসাখ্য হংসের সহিত মিলাইয়া, সোহহং ক্ষেত্রে বা তদ্ভাবে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা উদ্বোধন করিতে হয়। তাহাতে মন ঐ উদ্বুদ্ধ কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সম্মিলনে সুষুম্নায় চালিত হইয়া, বৈরাগ্যের ব্যতীরেক ও একেন্দ্রিয় অবস্থায় প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের মিলনে বশীকার সঙ্গা প্রাপ্ত হন। মনের এই বিষয় বৈরাগ্যে প্রাণের সহিত মিলনই যোগ। সূক্ষ্মদেহে তাহার সাধনা।

মন, বুদ্ধি বা চৈতন্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া, পঞ্চতন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক) পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যাণ) এই পঞ্চধা গত সমষ্টিতে স্পন্দিত হইলে যে অবস্থা বিশেষে অভিহিত হন, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্যর বিষয়।

একাদশ অধ্যায়

সূক্ষ্মদেহ।

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ বিস্তৃতং।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥

ত্রিতয়ে পঞ্চধাগত অর্থাৎ ত্রিগুণবিশিষ্ট পঞ্চপ্রকারে তন্মাত্রাদির যে সমষ্টি তাহাকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ বলে। ত্রিগুণ বিশিষ্ট এবং ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত এই দেহ চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া জীব নামে কথিত হইয়া থাকে।

অহংতত্ত্ব হইতে প্রকৃতির গুণ বিপর্য্যয়ে তন্মাত্রা, সত্ত্বাংশে মন, রাজসাংশে বুদ্ধি ও জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি এবং তামসাংশে তন্মাত্রা উদ্ভূত হইলে এই সপ্তদশ অবয়বে শক্তি সমন্বিত অহঙ্কারের যে দেহ তাহাকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ বলে, "সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্। সাখ্য। লিঙ্গ শরীর

সপ্তদশাবয়ব, অর্থাৎ দশেন্দ্রিয়পতি মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও পঞ্চ তন্মাত্রা, এই সপ্তদশ অবয়ব যুক্তা ভূত উপাদান শূন্য সর্ব্বত্র গতিশীল তন্মাত্র উপাদান যুক্ত যে দেহ, তাহাই সূক্ষ্মদেহ। এই দেহে জড়ীয় ভূত প্রপঞ্চ না থাকায় ইহাকে সূক্ষ্ম, অর্থাৎ অধ্যাত্ম বলে। জড়ীয় স্থূলদেহের সৃষ্টি বা উৎপত্তির পূর্ব্বে, এই সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। "পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎ কার্য্যত্বং ভোগাদেকস্যচেতনস্য।" সাঙ্খ্য। স্থূল জীব শরীর ও জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ এই সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে ও অবলম্বনে, জীবের স্থূলদেহের পরিচালনা করে।

চিত্রং যথাশ্রয় মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈ র্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥

"সাঙ্খ্যকারিকা।"

চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন কোন বস্তু বা বৃক্ষাদি ব্যতীত প্রতিবিম্বিত হয় না। সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি ও, সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে প্রকাশিত হয় না।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেহ সর্ব্বদা আমরা দেখিতেছি, এই স্থূলদেহ, ঐ সূক্ষ্মদেহের আবরণ বা কোষ। কোষের মধ্যে যেমতি শস্য বা কোষ কীট থাকে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের মধ্যে ঐ সূক্ষ্মদেহ রহিয়াছে। মনুষ্যাদির হস্তস্থিত হইলে অচেতন অস্ত্রাদি পদার্থও যেমন সচেতন মনুষ্যের সম্বন্ধাধীন, চেতনের ন্যায় ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের মধ্যে চৈতন্যযুক্ত সূক্ষ্মদেহ অবস্থান করেন বলিয়া তাহাতে চৈতন্যের অনুভূতি হয়। বাড়বাগ্নিবৎ এই সূক্ষ্মদেহ বিপরীত ধর্ম্মী অর্থাৎ স্থূলদেহ হইতে প্রভূত শক্তিশালী। সাঙ্খ্য কারিকায় উক্ত আছে ;—

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধি বাসিতং লিঙ্গম্॥

সৃষ্টির প্রাগ্‌কালে অব্যক্ত বা প্রধান হইতে প্রত্যেক জীবাত্মার এক

এক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম শরীর সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, অর্থাৎ কুত্রাপি তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি সে অগ্নি, জল ও শিলা মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। স্থূলদেহ যেমন মৃত্যুতে লয় হয়, সূক্ষ্মদেহের তাহা হয় না। সৃষ্টির আদিকালে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এক ভাবে থাকে। মাত্র কর্ম্মানুযায়ী সংসরণ করে, অর্থাৎ এক স্থূল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূলদেহ পরিগ্রহ করে। অপিচ কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত বীজরূপে মহদাদি হিরণ্যগর্ভ স্তরে মহাপ্রলয়ে, প্রসুপ্ত থাকিয়া পুনরায় আবির্ভূত হয়। এই সূক্ষ্মদেহই নিরুপভোগ অর্থাৎ স্থূলদেহ দ্বারা কৃত কর্ম্মের ভোগ ব্যতীত নিজে স্বতন্ত্র রূপে কোন কর্ম্ম করিয়া ভোগ পরতন্ত্র হয় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি, ভাব বিরোধি গুণধর্ম্ম ঐ সূক্ষ্মদেহে বাস করে, অর্থাৎ এককালে উভয় ভাবেই পরিচালিত হইতে পারে।

নেপথ্য আগত মুরলীর সুর ঝঙ্কারে, সর্প ও মৃগ যেমতি বিমুগ্ধ প্রাণে স্তম্ভিত হইয়া তদ্ভাবে পরিচালিত হয়, এই স্থূলদেহ ও তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহের ইচ্ছা ও ভাববশেই চালিত হইতেছে মাত্র। স্থূলদেহের কোন স্বাধীন কর্ম্মশক্তি নাই। বাদ্যকর যেমতি, মনুষ্য বা আপন বিনির্ম্মিত বহু বাদ্য যন্ত্রে অসংখ্য বোল বাজাইয়া নানারূপ নিপুণতার পরিচয় দেয়; সূক্ষ্মদেহ ও তদ্রূপ আপনার অহংতত্ত্বে বিনির্ম্মিত ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধি প্রভৃতি বহু যন্ত্রে, অসংখ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া নানারূপ নিপুণতার পরিচয় দিতেছেন। ইহারি কর্ম্ম নৈপুণ্যে জীব কখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যে গুণ সম্পন্ন হইয়া অমর ধামের অধিকারী, আবার কখনও বা অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যে বিকার সম্পন্ন হইয়া, ভোগ, তাপ, দুঃখময় মরধামের অধিবাসী। এই প্রকারে বহু জীবাত্মা অসংখ্য সূক্ষ্মদেহ আশ্রয়ে জন্ম মৃত্যু সঙ্কুল সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতেছে। বাসনার নিবৃত্তি না হইলে জন্ম মৃত্যুরও নিবৃত্তি হয় না। "সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা মানসৈঃ সহ। জায়তে জীব এবং হি যাবদাভূতসংপ্লবঃ॥" (ভগবতী গীতা।)

মহাপ্রলয় অন্তে পুনঃ সৃষ্টির প্রাগ্‌কালে, বাসনা সংযুক্ত জীবাত্মা, তাহার ঐ বাসনার অভিলসিত দেহ গ্রহণে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। যেমন বৃক্ষাদির অবয়ব বীজে অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মা, প্রকৃতির মহদাদি ক্ষেত্রে, সূক্ষ্ম বা কারণদেহরূপে অন্তর্নিহিত থাকেন। এই সূক্ষ্মদেহের সংস্কারানুযায়ী ঐ প্রসুপ্ত কারণ সত্তা, নারায়ণের ঈক্ষণে তেজ সম্পন্ন হইলেই ঐ সূক্ষ্মাবস্থা বিকাশ—উন্মুখে অঙ্কুরিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর নামে অভিহিত হয়। নারায়ণের তেজঃ সম্পন্ন ঐ সূক্ষ্ম দেহধারী জীবাত্মা, আপনার যথা অদৃষ্টাগত ভোগ অনুযায়ী জড়ীয় ভৌতিক উপাদান দ্বারা স্থূলদেহ রচনা করিয়া লয়েন এবং তাহাদিগকে যথাবিহিত স্ব স্ব কর্ম্মে পরিচালিত করেন।

অসংখ্য মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ॥ "মনু
বিস্ফুলিঙ্গা যথাবহ্নে র্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়াভাবাইত্যাথর্ব্বণিকীশ্রুতিঃ॥

"পঞ্চদশী।

এই সূক্ষ্ম শরীর, নারায়ণের ঈক্ষন হইতে অসংখ্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিনিঃসৃত হইয়া, যোনিতে স্থিতি করতঃ, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট চিজ্জড়াত্মক বহু প্রকার দেহ, অর্থাৎ স্থূল শরীরকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণা করেন।

অগ্নি হইতে যেমতি বহু স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইয়া দূর দূরান্তরে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইলেও তাহারা অন্য স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, মাত্র কিছু সময়ের জন্য বিভিন্ন একটি গতি বিশিষ্ট হইয়া শূন্যে বিঘূর্ণিত হয়। তদ্রূপ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণাগ্নি হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গবৎ সূক্ষ্মদেহ বিনিঃসৃত, তথা কিছু সময়ের, অর্থাৎ যতদিন তাহার কর্ম্ম পরিপাকে জ্ঞান লাভ না হয় ততদিনের, জন্য জীবন রূপ একটি বিভিন্ন গতি বিশিষ্ট হইয়া স্থূলদেহ আবরণের জন্ম মৃত্যু পথে, সংসারে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। লৌহের ভিতর অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে যেমন

অগ্নির ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, এই স্থূলদেহের ভিতর সূক্ষ্মদেহ প্রবিষ্ট হইলে সেইরূপ চেতনার প্রকাশ পায়।

নিঃসরন্তি যথা লৌহপিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মন স্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তিহি॥

"যাজ্ঞবল্ক।"

উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ড হইতে লৌহকণাসকল স্বতন্ত্র স্ফুলিঙ্গরূপে নিঃসৃত হইলে যেমতি তাহা অগ্নিময় লৌহকণিকা বলিয়া পৃথক ভাবে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ হইতে সূক্ষ্ম শরীর সকল স্বতন্ত্র স্ফুলিঙ্গ রূপে বিনিঃসৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিণত হইতেছে। ফলতঃ ঐ সূক্ষ্মদেহ, সূর্য্য ও তাহার কিরণ, বা সমুদ্র ও তাহার বীচিমালা সঙ্কুল ফেন বুদ্বুদবৎ প্রাণাত্মা হইতে অভিন্ন "যথা বাতবশাৎ সিন্ধা বুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ। তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ॥" বায়ুর বশে সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গ সঙ্কুল ফেন বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতেই এই ক্ষণভঙ্গুর জীব ও জগৎ সংসার উদ্ভূত হইয়াছে। জীবের বাহ্যিক আবরণস্বরূপ এই স্থূলদেহ, যেরূপ ব্যাধিতে ক্ষয়, এবং অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়; সূক্ষ্মদেহ সেরূপ হয় না। "স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মাসাচ্চ ভবেদিহ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে নির্ম্মিত এই স্থূলদেহ, কৃত্রিম ও নশ্বর, অর্থাৎ বিনাশ শীল। ইহলোকেই এই দেহ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। যোগিনী তন্ত্রে উল্লেখ আছে;—

দৃশ্য এষ স্থূলদেহ আত্মনাবরণীকৃতঃ।
দহ্যতে বহ্নিনা সোঽত্র সূক্ষ্ম স্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ॥
ন বহ্নিনা ন শস্ত্রেণ দহ্যতে ছিদ্যতেঽথবা।
লোকান্তরে ফলং ভুঙ্‌ক্তে জীবস্তেনৈব সর্ব্বশঃ॥
সূক্ষ্মং দেহং বিনির্ম্মায় আত্মা দিষ্টৈ র্নিবধ্যতে।
কীটো যথা তন্তুজালৈঃ স্বকৃতৈ রূপগচ্ছতি॥

দৃশ্যমান এই স্থূলদেহ আত্মার বাহ্যিক আবরণ স্বরূপ। এই স্থূলদেহ ইহলোকে বহ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়। দ্বিতীয় একটি সূক্ষ্ম শরীর আছে, তাহাই সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় জীবের সহচর হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীর বহ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং অস্ত্রে তাহাকে ছেদন করা যায় না। জীব এই দেহ অবলম্বন করিয়াই পরলোকের ভোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করে। এবং যথা ইচ্ছা যাইতে পারে। কোষ কীট যেরূপ তাহার নিজ রচিত সূত্রজালের মধ্যে অবস্থিতি করে, জীবাত্মাও সেইরূপ নিজ কর্ম্মফল রূপ অদৃষ্ট রচিত সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সাবিত্রীর প্রশ্নে ধর্ম্মরাজ যম ও ঐরূপ বলিয়াছেন, "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণঞ্চ যো জীব পুরুষঃ কৃতং। বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহস্তং তদ্রূপং ভোগ হেতবে॥" বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে সূক্ষ্মদেহ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভোগদেহ জন্মে; তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্ম হয় না, জলে গলিত হয় না, প্রহারে, অস্ত্রে, শস্ত্রে, তীক্ষ্ণ কণ্টকাদিতে ও ভেদ হয় না; তপ্তদ্রবে, উত্তপ্তলৌহে, প্রতপ্তপাষাণে কিম্বা যমালয়ের বিতপ্ত মূর্ত্তির আলিঙ্গনে, অথবা উর্দ্ধ হইতে পতনে নষ্ট বা ভগ্ন হয় না, "নচদগ্ধোনভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপ মেবচ॥ (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত) কিন্তু স্থূলদেহে আবদ্ধতা জনিত সন্তাপ ভোগ করেন। তাহাতে জীব, নিজ কৃত কর্ম্মে নিজে সুখ দুঃখে মুহ্যমান হইয়া, ঐ কর্ম্ম বিপাকেই, জীব চৈতন্য, সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণে আবৃত রহিয়াছেন। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে;—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতোদেব
একঃ স্ব মাবৃণোৎ। সনোদধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্॥

"শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।"

উর্ণনাভ স্বীয় দেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া, যেমতি তাহা দ্বারা নিজ দেহকে আচ্ছাদন করে; সেইরূপ জীবচৈতন্য, নিজ কর্ম্মশক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ রচনা করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

জীব, আপন কর্ম্মরূপ পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জিত ধন আপন গৃহে মাতা বা গৃহিনীর নিকট সঞ্চিত করিলে, তাহারা যেমন সেই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা তাহারি সংসারের পরিপোষণ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন; সেইরূপ জীব, তাহার বিষয়াসক্তির তারতম্যে স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রকৃতির নিকট গচ্ছিত করিলে, প্রকৃতি তদ্দ্বারাই তাহার পরিপোষণার্থে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ সৃজন করেন। জীব এবং প্রকৃতি উভয়ে অনাদি অনন্ত এবং নিত্য বিদ্যমান। পর্ব্বত নিঃসৃতা জলরাশি যেমতি গতি প্রাপ্ত হইলে নদীরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্যে, প্রকৃতির অবস্থিতি বশতঃ রসধর্ম্মী একটি গতি উৎপন্ন হইয়া জীব নামে অভিহিত হয়। নদী যেমন দেশবিশেষে কোথায় আয়তনে ক্ষুদ্র, কোথায়ও আয়তনে বৃহত্তর হইয়া, অসংখ্য জল স্রোতাদির সম্মিলনে প্রবাহিত হয়, জীব ও তদ্রূপ মহদাদি হিরণ্যগর্ভে দিব্য ও সূক্ষ্ম আয়তনে এবং অহংতত্ত্বে বৃহত্তর হইয়া মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা প্রভৃতি ভূত প্রপঞ্চের অসংখ্য স্রোতে সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অহংতত্ত্ব সম্মিলিত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রায় যে আবরণ, তাহাই জীবের সূক্ষ্মদেহ। বায়ুর আঘাতে নদীপ্রবাহে তরঙ্গবৎ, সূক্ষ্মদেহ সম্ভূত বিষয় ভোগেচ্ছা জনিত কাম বায়ুর আঘাতে, জীব প্রবাহে তরঙ্গ সঙ্কুল স্থূলদেহ, জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। জীবের বাসনার চরিতার্থ বা কামনার পরিপূরণার্থই প্রকৃতির এই জগৎ রচনা। অব্যক্ত কারণে পুরুষের ঈক্ষণ রূপ চিদ্বীর্য্যের গুণপ্রকৃতির গর্ভাশ্রয়ে, অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়। তাহাতে প্রকৃতির গর্ভোদকে, অণ্ড মধ্যে কুশুমবৎ হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব সুসম্পন্ন হইলে, অহংতত্ত্বে বিরাট, সূক্ষ্ম, ও স্থূল দেহরূপে তাহার আবরক হয়। এতদুভয়াবস্থা সমন্বিত সমষ্টি অণ্ডাকার অবস্থার নামই ব্রহ্মাণ্ড। তাই হিরণ্যগর্ভ, এই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম-দেহ। আর এই পঞ্চভূতাত্মক বিরাট জগৎ সমষ্টি স্থূলদেহ। বেদান্ত সংজ্ঞাবলীতে উক্ত আছে ;—

দ্বেধা সূক্ষ্মশরীরং স্যাৎ সমষ্টিব্যষ্টিভেদতঃ।
সমস্তৈশ্চৈক বুদ্ধিস্থং সমষ্টিঃ স্যাদরণ্যবৎ ॥

ভেদ বুদ্ধি কৃতা ব্যষ্টি র্বিজ্ঞেয়া বৃক্ষবত্তথা।
সমষ্টিঃ সূক্ষ্মদেহানা—মুপাধিঃ পদ্মজন্মনঃ॥

ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম শরীর দুই প্রকার, প্রত্যেক জীবদেহে ব্যষ্টিরূপে এবং সমস্ত জগতে সমষ্টিরূপে বিরাজমান। সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহের উপাধি মহত্তত্ব বা হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টি সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা কহে।

গর্ভস্থ শিশু বা ভ্রূণ, যেমতি তাহার মায়ের সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিতে বা ধর্ম্মে আশ্রিত, প্রতিপালিত, তথা পরিপুষ্ট হয়; তদ্রূপ প্রকৃতি মাতার গর্ভস্থ শিশু বা ভ্রূণবৎ, উক্ত উভয়বিধ সূক্ষ্মদেহই প্রকৃতি আশ্রয়ে আশ্রিত, প্রতিপালিত, তথা পরিপুষ্ট হইতেছে। যতদিন শিশুর কর্ম্ম সংস্কারের অপরিপক্কাবস্থা থাকিবে, ততদিন মাতা যেমতি তাহাকে সযত্নে প্রতিপালন করেন; তদ্রূপ যতদিন সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম সংস্কারের অপরিপক্কাবস্থা থাকিবে, ততদিন প্রকৃতি মাতাও তাহাকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে থাকেন। যতদিন, স্বকৃত কর্ম্ম পরিপাকে জীবের কামনার নিবৃত্তি না হইবে, ততদিন প্রকৃতি ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম বিরচিত স্বীয় বিশ্ব সংসারে, অনুরূপ বিষয় ভোগ প্রদানে নিরতা থাকিবেন। জীব যদি তাহার সংস্কারানুরূপ প্রকৃতি আগত ভোগ প্রাপ্তিতে কোনরূপ বিচলিত না হইয়া অর্থাৎ কামনার নিবৃত্তিতে, ধীরভাবে প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে, তবে তাহার আদি সংস্কার, অর্থাৎ জীবরূপে দ্বৈতজগতে জন্মিবার পূর্ব্বে অবস্থা বিশেষ অনুযায়ী, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্যধামে মাতৃ ক্রোড়ে শিশুবৎ অথবা পতিপরায়ণা পত্নীবক্ষে পতিবৎ, নিরাপদে পিতৃসমীপস্থ হইয়া পিতৃ-ধনে অধিকারী, অথবা আনন্দ তন্ময়তায় অদ্বৈতানুভূতিপূর্ণ প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে। ইহারি নাম ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি বা প্রেম লাভ।

আর জীব যদি সংস্কারানুরূপ প্রকৃতি আগত ভোগ প্রাপ্তিতে বিচলিত হইয়া মুহ্যমান হয়; অর্থাৎ কামনা জাত প্রবৃত্তিধর্ম্মে, প্রকৃতিস্থ

থাকিতে না পারে, তবে প্রকৃতিই গর্ভস্থ শিশুর প্রতিপালনবৎ তাহার পরিপুষ্টতার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্মদেহের কামনা অনুরূপ ভোগ সম্পন্ন করিতে থাকেন। স্বর্ণকার যেমতি স্বর্ণের মলনাশ উদ্দেশ্যে অগ্নির তাপে বারংবার গালাইয়া সোহাগা তাহাতে সংযোগ করে, প্রকৃতি ও তদ্রূপ কামনা স্পর্শে মলিন জীবের সূক্ষ্মদেহের ঐ মলনাশ উদ্দেশ্যে, ভোগ সহ বহুরূপ তাপে গলাইয়া, অর্থাৎ কাতর করাইয়া বিষয়ের বা সংসারের নশ্বরত্ব জ্ঞানরূপ সোহাগা সংযোগ করিতে থাকেন। তাহাতে সুদীর্ঘকাল বারংবার রোগ শোক ভোগে, জন্ম মৃত্যুরূপ তাপে, ক্রমে জীব বা সূক্ষ্মদেহ, সন্তপ্ত হইয়া জ্ঞান সম্পন্ন হইতে থাকে, কিন্তু যতদিন সূক্ষ্মদেহের কামনা নিবৃত্তি না হইবে, অর্থাৎ বাসনা বা কামনার লেশ মাত্র থাকিতে তন্মধ্যে কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও জীবের ব্রহ্ম জ্ঞানে মুক্তি বা প্রেমলাভ কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ আলোচনায় সম্যগ্‌রূপে ধারণার পর তাহার ব্যবহার রূপ সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপকলিকাকার প্রাণাত্মার কথা বলিয়াছি ; তাহাই সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ, প্রদীপ যেমন এক স্থানে কলিকাকারে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সন্নিকটস্থ ও কতক দূরবর্ত্তী বস্তু সকল প্রকাশ করে, তদ্রূপ ঐ প্রাণাত্মা বা সূক্ষ্মদেহ ও হৃৎপদ্মে কলিকাকারে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সন্নিকটস্থ অহঙ্কার উদ্ভূত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয ও তন্মাত্রাদি, নিজ কিরণ প্রবাহে প্রকাশিত করিতেছেন। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা প্রভৃতি সপ্তদশ অবয়ব সমন্বিত সূক্ষ্মপরকলা দ্বারা ঐ জ্যোতিঃপদার্থ আবরিত রহিয়াছে। আলোক পরকলার ধর্ম্মে রঞ্জিত বা বিকৃত হইলেও যেরূপ তাহার স্বরূপ অবিকৃত, এবং এতদুভয়াবস্থা লইয়াই আলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ সিদ্ধ ; তদ্রূপ প্রাণ জ্যোতিঃ মন আদি পরকলার ধর্ম্মে রঞ্জিত বা বিকৃত হইলেও প্রাণাত্মা বা সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ, নিত্য ও অবিকৃত অবস্থায়, অনাহত বা হৃৎপদ্মে অবস্থিত ; আর তাঁহারি জ্যোতিঃ, গুণপ্রকৃতির সংস্করানুযায়ী মন আদি ইন্দ্রিয় পথে বিকৃতাবস্থায়, ভূত প্রপঞ্চ সম্ভূত স্থূলদেহ ও জগৎ সংসার

ধারণ ও প্রকাশ করিতেছেন। পূর্ব্ব কথিত উভয়াবস্থা লইয়াই আলোকের অস্তিত্ববৎ, অন্ধকারে সূক্ষ্মদেহও প্রমাণ সিদ্ধ। স্থূলদেহ যেমন জড় অন্নময়কোষ বিশেষ, অজ্ঞানময়; সূক্ষ্মদেহও তদ্রূপ, প্রাণময় কোষ বিশেষ, মনও বিজ্ঞানময়। স্থূলদেহের যেমন সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমাণ সল্প স্থান অধিকারে অবস্থান, এবং তাহারি মধ্যে তাহার কার্য্যশক্তি; সূক্ষ্মদেহ ও তদ্রূপ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণে সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, এবং তাহারি মধ্যে তাহার কার্য্যশক্তি। এজন্য শ্রুতিঃ তাঁহাকে বিশ্বভুক্ ঈশ্বর পুরুষ বলিয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠ মাত্রং সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক্॥

"নারায়ণোপনিষৎ।"

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ, অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থান আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও বিশ্বভুক প্রাণাত্মারূপে সমস্ত জগতকে প্রীত করেন।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণঞ্চ যো জীবপুরুষঃ কৃতঃ।
বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহস্তং তদ্রূপং ভোগ হেতবে॥

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমিত যে জীব পুরুষ আপন জ্যোতি কৃত সপ্তদশ বিভাগে সূক্ষ্মদেহ রূপে আছেন, ঐ সূক্ষ্মদেহের উপরি জীবের স্থূল ভোগদেহ উৎপন্ন হয়।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রো রবিতুল্য রূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব আবাগ্র মাত্রোঽপ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ॥

"শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ॥"

জীব পুরুষের অবয়ব অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। তাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় তিনি সঙ্কল্প, অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয়, এই জীব পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে পারেন।

অন্ধকার স্থানে পদার্থ দর্শন করিতে হইলে যেমতি আলোক- প্রয়োজন, তদ্রূপ মায়া প্রপঞ্চে অজ্ঞানান্ধকার সম্ভূত জগতে তথা

জীবের স্থূলদেহে, পরম পদার্থ পরব্রহ্ম শ্রীভগবান বা ইষ্টের দর্শন করিতে হইলে ঐ সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণালোকের প্রয়োজন। এই প্রাণালোক বা সূক্ষ্মদেহ, ভূত প্রপঞ্চ সম্ভূত জড়ীয় স্থূলদেহে আবরিত রহিয়াছে। এই আবরণের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে, অর্থাৎ ঐ প্রাণালোকের দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত না হইলে, অন্য কোন উপায়ে, কিছুতেই ইষ্টের স্বরূপ দর্শন হইবে না। যতই জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে যোগ, তপস্যা, ভজন, পূজন কর না কেন; যদি বুদ্ধিবলে তোমার দিব্যপ্রাণালোক বা সূক্ষ্মদেহ উদ্ধার করিতে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতে না পার, তবে সকল সাধনাই বৃথা।

তোমার সূক্ষ্মদেহ বা তোমার প্রাণালোক, তোমারি স্থূলদেহ মধ্যে রহিয়াছে। তাহারি অস্তিত্বে তোমার স্থূল শরীর চেতনবৎ কার্য্যশীল। তোমার মন বুদ্ধি, ঐ সূক্ষ্মদেহেরি শক্তি বিশেষ মাত্র। তোমার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি যাহা তোমার প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা ঐ সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া নির্ব্বাহক যন্ত্র বিশেষ মাত্র। যন্ত্রাদি যেমন বলের দ্বারা পরিচালিত হয়; সেইরূপ তোমার চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজিত বল দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং সংসারই বল, আর সাধনাই বল সকলি সূক্ষ্মদেহ সাধ্য, স্থূল জড়দেহ, তাহার উপলক্ষ মাত্র। বাষ্পীয় বল বা বিদ্যুদাদিতে প্রবল শক্তি থাকিলেও যেমতি যন্ত্রাদিতে অবরুদ্ধ বা বিধৃত হইয়া সেই সেই যন্ত্রের স্বভাবাধীনে কার্য্য করে, সেইরূপ সূক্ষ্মদেহের, ভগবদ্দর্শন হইতে প্রকৃতির সকল কার্য্যে অনন্ত শক্তি থাকিলেও, স্থূলদেহের যন্ত্রবিশেষে অবরুদ্ধ বা বিধৃত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদির স্বভাবাধীনে কার্য্য করিতেছে। বারিধি, বক্ষে সূর্য্যবৎ, সূক্ষ্মদেহ, স্থূল দেহবক্ষে আবদ্ধ না হইয়াও ইন্দ্রিয়াদির চঞ্চলতায়, আবদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। সূর্য্য, বারি ও বায়ু সংযোগে, প্রকৃতি যেমতি বারিধি বক্ষে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া ঐ প্রতিবিম্বকেই চঞ্চলতায় আবদ্ধবৎ প্রতীয়মান করান, অথচ সূর্য্য যথা সত্যে নিত্য গগনমণ্ডলে উদ্ভাষিত থাকেন; তদ্রূপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপকলিকাকার প্রাণ সূর্য্য (সূক্ষ্মদেহ), মন, বুদ্ধি-অহংরূপ চিত্ত বারি

ও পঞ্চ প্রাণবায়ুর অদৃষ্ট পূর্ব্ব প্রাকৃতিক সংযোগে চিত্তরূপ বারিধি বক্ষে, মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি, অহঙ্কার রূপ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া ঐ প্রতিবিম্বকেই, সচঞ্চলতায় দেহাবদ্ধবৎ প্রতিপন্ন করিতেছেন; অথচ প্রাণাত্মা, সূর্য্য সদৃশ নিত্য সত্যে হৃদ্‌গগনে উদ্ভাষিত আছেন। বারিধি বক্ষ, যেমতি বায়ুমণ্ডলের মাত্রাস্পর্শের তারতম্যে কখন 'প্রশান্ত মহা সমুদ্রে, কখন অশান্ত তরঙ্গ সঙ্কুলে পরিণত হয়। মন বুদ্ধি অহং এই ত্রিতয়ে চিত্তরূপ বারিধি বক্ষ ও তদ্রূপ প্রাণাত্মার মাত্রাস্পর্শের তারতম্যে, কখন প্রশান্ত মহাসমুদ্র সদৃশ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বা মহত্তত্ত্ব; কখন অশান্ত তরঙ্গ সঙ্কুল কামনাপরতন্ত্র বুদ্ধি বা অহংতত্ত্বে পরিণত হয়। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মহত্তত্ত্ব প্রাণাত্মাই সূক্ষ্মদেহের বিজ্ঞানময় কোষ। আর কামনা পরতন্ত্র বুদ্ধি বা অহংতত্ত্ব প্রাণাত্মা বা সূক্ষ্মদেহের মনোময় কোশ। এই মনোময় কোষ বা কামনা পরতন্ত্র বুদ্ধির জ্ঞান বা ধ্যেয় পদার্থের ইতর বিশেষে, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ জনিত ভগবৎ জ্ঞান বা ধ্যানে, মহত্তত্ত্ব বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে, আর অসাধু অর্থাৎ বিষয় সঙ্গজনিত সংসার জ্ঞান বা ধ্যানে, অহংতত্ত্বের ক্রিয়াশক্তি, প্রাণময়কোশ রূপে পরিণত হয়। পঞ্চ প্রাণাখ্য এই প্রাণময়কোশ, মনোময় কোশ আর বিজ্ঞানময় কোশ ত্রয়ই, সূক্ষ্মদেহের বিচরণ ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রত্রয়ের ক্ষেত্রজ্ঞই, সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ।

সূক্ষ্মদেহকে তাহার স্বরূপাবস্থা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণে লইতে হইলে, মনোময় কোশে সাধুসঙ্গ জনিত ভগবৎ ধারণায়, বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ মনোময় কোশের দ্বারা প্রথমতঃ অসাধু সঙ্গ জনিত বিষয় বিতৃষ্ণা অভ্যাস করিতে হয়, ইহারি নাম বৈরাগ্য। "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" দৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ইহলৌকিক বিষয় প্রপঞ্চ সম্ভূত সংসারাসক্তি, এবং আনুশ্রবিক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত পারলৌকিক স্বর্গ কামনাদিতে বুদ্ধির যে বিতৃষ্ণা, ঐ বিতৃষ্ণা, বশীকার অর্থাৎ সংস্কারগত হইলে তাহাকে বৈরাগ্য বলে। এই বৈরাগ্য, অবস্থা বিশেষে চতুর্ব্বিধ, যতমান্, ব্যতীরেক, একেন্দ্রিয়, বশীকার।

প্রথমাবস্থায় বিষয়কে অনিত্য বুঝিয়া তাহার ভোগস্পৃহা পরিত্যাগের যে ইচ্ছা, অথচ সংস্কার বা অদৃষ্ট বশে যে বিষয় ভোগ হয়, নূতন ইচ্ছা করিয়া আর হইতেছে না, তাহাকে যতমান বলে। এই অবস্থায় ভোগ স্পৃহা পরিত্যাগের ইচ্ছা, দৃঢ়তর হইতে থাকিলে, তাহাতে অদৃষ্টবশে বিষয় ভোগ সংঘটন হইলেও তৎসংক্রান্ত সুখদুঃখে মুহ্যমান না হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতিকেই ব্যতীরেক বলে। স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিতে থাকিতে মনঃপ্রাণ সহ ইন্দ্রিয় মণ্ডলে এক অপূর্ব্ব সৌমনস্য অর্থাৎ পরমানন্দ অবস্থা উপস্থিত হয়, ইহাকে একেন্দ্রিয় বলে। এই পরমানন্দ অবস্থায় অবস্থিতির নাম বশীকার। বৈরাগ্যের এই অবস্থা চতুষ্টয়ই, মনোময় কোষের সাধুসঙ্গ জনিত ভগবজ্‌জ্ঞান বা ধ্যানে মহত্তত্ত্ব বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে, পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিশেষ মাত্র। মন এই অবস্থায় পরিচালিত হইয়া ব্যতীরেক ও একেন্দ্রিয় সঙ্গায় আসিলে, প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তি, হংসের গতি স্থিরতরে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া, সুষুম্নায় সঞ্চারিত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের এই বিচ্ছেদ প্রাপ্ত অবস্থায় অজপা হংসের সুষুম্নাসঞ্চারকে সোঽহং বলে। ইহাই সূক্ষ্ম-দেহের বিজ্ঞানময় কোশ। মনোময় কোশ ও প্রাণময় কোশকে পরস্পরের সাহায্যে বিজ্ঞানময় কোশে আনিতে পারিলেই সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ দিব্য জ্যোতি সম্পন্ন প্রজ্ঞাত্মা দীপকলিকাকার প্রাণের দর্শন লাভ হয়। ঐ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপা বিজ্ঞানময় কোষই জ্ঞানময়। এই কোষেই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপকলিকাকারে, বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদরূপে নিত্য অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞেরা দর্শন করেন। তাই সন্ধ্যা বন্দনার পূর্ব্বেই বেদ মন্ত্রে উপদেশ ;—

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

জ্ঞানীগণ, অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত হৃদাকাশে, বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়, সেই বেদ প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ (প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে) সর্ব্বদা দর্শন করেন।

আমাদের এই স্থূলদেহ অর্থাৎ অন্নময়কোষ মধ্যে উক্ত মনোময় ও প্রাণময়-কোষ কার্য্য করিতেছে। প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তিতে

অন্নময় কোষের ইন্দ্রিয়াদি, অন্তরে ও বাহিরে কার্য্যশীল। এই স্থূলদেহে ঐ শক্তি, স্থান ও কার্য্যভেদে পঞ্চ প্রাণবায়ু নামে অভিহিত। চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ বায়বীয় শক্তিই, জীবন নামে অভিহিত। পরবর্ত্তি অধ্যায়ে তাহার আলোচনা আছে। এই প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন, ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময়কোশ নামে অভিহিত। এই মনোময়কোশ, সূক্ষ্মদেহের দ্বিতীয় আবরণ। এই মনোময় কোষে, আমি আমার, তুমি তোমার ইত্যাদি সংকল্প বিকল্প উত্থিত হইয়া নামরূপাদি ভেদ কল্পনা দ্বারা, ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, ধৃতি, স্মৃতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, মমতা, গ্রহণ, উহ, অপোহ, অভিনিবেশ ও তত্ত্বজ্ঞানে, প্রাণময় কোশ আলোড়িত করিয়া স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, মনোময় কোশ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রাণময় কোশের আলোড়নে, হংস সঞ্জাত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিরূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইয়া নাভিমণ্ডলে অবস্থিত। আর মনোময় কোশের স্থান, মস্তকাভ্যন্তরে ললাটে। এই মনোময় কোষে, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও সংরক্ষণ শক্তিত্রয় বিরাজিত। মন তাহার আকুঞ্চন শক্তিবলে সঙ্কোচ, প্রসারণ শক্তিবলে বিস্তার, এবং সংরক্ষণ শক্তিতে বিষয়াদি ধারণ ও পোষণ করিয়া তাহাতে ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে। এই ধারণ পোষণের নাম ধৃতি। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য ইচ্ছা, নির্ব্বাচন, যুক্তি, বিচার, বিবেচনা ও বিবেক, বৈরাগ্য। এই বিজ্ঞানময় কোষ, স্বাধীন জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র স্বরূপে মস্তকাভ্যন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্রে থাকিয়া, পরা ও অপরা প্রকৃতির পথদ্বয় অবলম্বনে হৃদয় প্রদেশে প্রকাশিত। মন, বাহ্য জগত হইতে যে বিষয় গ্রহণ করিয়া, তাহার আকুঞ্চন প্রসারণ ও সংরক্ষণ শক্তিত্রয়ে ঐ গৃহিত বিষয়ের চিন্তা, কল্পনা, ধারণ, উপলব্ধি দ্বারা পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করিতে থাকিলে, বিজ্ঞানময় কোশ তাহার নির্ব্বাচন বিচার ও যুক্তি দ্বারা জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয়েন। প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী বিজ্ঞানময় কোষের ইচ্ছা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেক, প্রধান।

বৈরাগ্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিবেক অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। এই বৈরাগ্য ও বিবেক সম্পন্ন বিজ্ঞানময় কোশের ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি, মন ও ইন্দ্রিয় লব্ধ বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণে, তদাকারে, তদধীনে, তদোন্মুখে উন্মুখী হইয়া চঞ্চল থাকায়, সম্যক্ ধারণার অসামর্থ্যে, আপনার স্বভাবানুযায়ী অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে রূপান্তর করিয়া লয়, এবং ঐ রূপান্তরিত ইচ্ছাশক্তিতে প্রাণময় কোষ আলোড়িত করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়। তাহাতে মন ও প্রাণময় কোশ দ্বয় কেহই বিজ্ঞানময় কোশে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছে না। মন, বাহ্য জগতের বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির আপাত মনোরম প্রলোভনে পড়িয়া উহাদের অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, আপন ইচ্ছাশক্তিকে তদধীনে তদ্দাসানুদাসরূপে চালিত করে। মন অহংতত্ত্বের সত্ত্বাংশে উৎপন্ন হওয়ায়, অহংতত্ত্বের রাজসাংশে উপজায়মান প্রাণের অগ্রে থাকিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ। "বায়োরগ্রে বসেন্মনঃ।" তাই প্রাণ, মনের শক্তিকে দমন করিতে না পারিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় মনের সহিত বসবাস করে। চঞ্চল বায়ুর প্রকোপে সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গ উঠিলেও যেমতি সমুদ্রগর্ভে তরঙ্গ শূন্য স্থিরাবস্থা থাকে, তদ্রূপ মনের, বিষয়-চঞ্চল-কামনা-বায়ুর প্রকোপে, প্রাণ সমুদ্র বক্ষে, শ্বাস প্রশ্বাস তরঙ্গ উঠিলেও গর্ভে অর্থাৎ মূলাধারাদি নাভিপ্রদেশে ঐ তরঙ্গ শূন্য স্থিরাবস্থা আছে। সেই স্থিরাবস্থাকেই সোঽহং বলে। তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে অর্থাৎ তাহা মনের গোচরীভূত হইলে, প্রাণময় কোশ সহ মনোময় কোশ স্থির হয়, ইহাকে হঠ বা কর্ম্মযোগ বলে। আর মনোময় কোশের ইচ্ছাশক্তি বৈরাগ্যের অভ্যাসে, বিষয় হইতে, আকর্ষণে স্থির করিতে পারিলে প্রাণও তাহার অনুগামী হয়, ইহাকে জ্ঞানযোগ বলে। এই মন ও প্রাণ উভয়কে উভয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগে প্রাণ স্পন্দনের নিরোধ এবং মনো নিরোধ অভ্যাস করিলে উভয়ের স্থিরতা হয়। ইহাকে রাজযোগ বলে। তাহাতে মন প্রাণ উভয়ই এক সঙ্গে বিজ্ঞানময় কোষে আসিয়া তাহার স্বাধীন ইচ্ছা, জ্ঞান সম্ভূত বৈরাগ্য ও বিবেকময় প্রাণাত্মার দর্শন লাভ করিতে পারে।

মন ও প্রাণ, উপরি উক্ত সাধনাভ্যাস সমর্থ হইলে, বিজ্ঞানময়কোশস্থ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, মনোময় কোশস্থ ইচ্ছাশক্তিকে নিজ আয়ত্বে আনিয়া চালাইতে পারেন, এইরূপ অবস্থায় সূক্ষ্মদেহকে যদিচ্ছা ব্যবহারে, যোগী মহাপুরুষ; অনির্ব্বচনীয়, অলৌকিক, লোক বিস্ময়কর বহু কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সাধনা জগতে অধ্যাত্মশক্তিশালী মহাত্মা সচরাচর পরিলক্ষিত না হইলেও বর্ত্তমানে ভারতে তাহার অত্যন্ত অভাব হয় নাই। অভাব, সাধারণের প্রয়োজন বুদ্ধি, আর জ্ঞানের। সচারাচর অনেকেই, মনোময় কোশের ইচ্ছাশক্তির নানারূপ পরিচয় দেখিয়া; উক্ত রূপ পরিচয় প্রদানকারীকে যোগী মহাপুরুষ বলিয়া গুরুজ্ঞানে পূজা করেন, কাচ খণ্ডে মণি ভ্রমের ন্যায়, ভ্রমবুদ্ধি বশতঃ, শুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে আর প্রকৃত পদার্থের প্রয়োজন বোধ হইতেছে না। বিজ্ঞানময় কোশের তত্ত্ব জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, আর মনোময় কোশের বিষয় জ্ঞান জনিত সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি পরাধীন; স্বর্গ মর্ত্ত ভেদবৎ ইহারা বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট। একের উৎপত্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যে হইতে, জগৎ ও জীব কল্যাণকর তত্ত্ব জ্ঞান প্রদানার্থ; অপরের উৎপত্তি অজ্ঞান ও অবৈরাগ্য হইতে, জীবের মনমোহনকারিণী অবিদ্যা সঞ্চারণার্থ। একের স্থিতি, পাঞ্চভৌতিক জড়ীয় নশ্বর সংসারে, অপরের স্থিতি অপ্রাকৃতিক, চৈতন্যময় অবিনশ্বর পরাস্তরে, একের পরিবর্ত্তন ও বিলয়, কালের স্বভাবে, অপরের পরিবর্ত্তন ও বিলয়, আত্মার ভাবে। মনোময় কোষের ইচ্ছাশক্তি, সামান্য অভ্যাসে ইন্দ্রিয়ের শক্তি মন স্তরে আকর্ষণ করিলেই প্রকাশিত হয়, আর বিজ্ঞানময় কোষের ইচ্ছাশক্তি, বৈরাগ্যের সাধনাভ্যাসে, মনঃপ্রাণের শক্তি পরা স্তর-হৃৎপদ্মে আকর্ষণ করিলেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। একের প্রকাশে অপরের মন, মুগ্ধ হয়; অপরের বিকাশে, আত্মপর সকলের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ পায়। মনোময় কোশের ইচ্ছাশক্তি ললাট অভ্যন্তরে প্রকাশিত হইয়া অন্ধকার ঘনীভূত করে। আর বিজ্ঞানময় কোষের ইচ্ছাশক্তি, হৃৎপদ্মে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যুৎ ঝলকবৎ অজ্ঞানান্ধকার

বিনাশে, আব্রহ্ম স্তম্ভ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাষিত করিয়া দেয়। তাই সাধু সাবধান, যেন কখন ভ্রমে পড়িয়া মনোময় কোশের ইচ্ছাশক্তির শরণ লইও না। তোমার উপাসনার একান্ত লক্ষ্য, সাধনায় সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী বল; মনের প্রাণান্ত যত্ন চেষ্টা, ঐ বিজ্ঞানময় কোশের ইচ্ছাশক্তি লাভের জন্য প্রয়োগ কর। চাতকের ন্যায় অন্য সকল বারি পরিত্যাগে, ঐ নব ঘন মেঘের বারি পানের জন্য বা প্রাপ্তির জন্য উর্দ্ধ মুখীন হইয়া থাক, তাহা হইলে একদিন না একদিন সে বারি পাইবে; সে আলোক প্রকাশ হইবেই হইবে। আলোকের প্রান্তে যেমন অন্ধকার থাকে তদ্রূপ তোমার সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণালোকের প্রান্তে তোমারি ওই অহং অজ্ঞানান্ধকারময় মন ও প্রাণময় কোশ। ঘন অন্ধকারের মধ্যে সুদূর হইতে আলোকের আভাষ বা জ্যোতির ঝলক দেখিয়া যেমন উদ্‌ভ্রান্ত পথিক অগ্রসর হয়, তুমিও তদ্রূপ তোমার মনঃ প্রাণরূপ স্থূলদেহের ঘন অন্ধকারের মধ্যে, সুদূর হৃৎপদ্ম হইতে চিদালোক বা চিজ্জ্যোতির ঝলক দেখিয়া, অর্থাৎ প্রথমতঃ গুরু শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ সত্য সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্থির একতান লক্ষ্যে সাধনায় অগ্রসর হও, সকল সংশয় মিটিয়া যাইবে। তোমার সূক্ষ্মদেহের দর্শন লাভ; আর সেই শক্তির বলে সাধন বিজ্ঞানে অধ্যাত্ম শক্তিশালী মহাত্মাগণের দর্শন তথা কৃপা লাভ, কখনই তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। তাহাই তোমার প্রয়োজন, আর সেইজন্যই তোমার স্থূলদেহ ধারণে জন্মগ্রহণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পঞ্চীকরণে স্থূলদেহ।

এই জগতের সর্ব্বত্রই আমরা লোকের মুখে "সংসার" শব্দটি শুনিয়া থাকি।" কেহ বা এই জগৎকে সংসার বলেন, কেহ বা স্ত্রী পুত্র সমন্বিত গৃহপরিবারকে সংসার ভাবেন, আবার অব্যক্ত অদৃষ্টের অপরিচিত সম্মিলন ক্ষেত্রে, জীব অনূঢ়া স্ত্রী প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ সূত্রে বিজড়িত হইলেই সে ঘোর সংসারি হইয়া গেল, ইহাই সকলের ধারণা, এইরূপ ধারণায় কত লোকে, কত অর্থে, কত ভাবে যে "সংসার",

শব্দটির ব্যবহার করেন, তাহার আর পরিসীমা নাই। স্ত্রী বিয়োগ কিম্বা পরিবারবর্গ পরিত্যাগে পথে পথে বেড়াইলে, অথবা কষায় বস্ত্র পরিধানে শরীরে ভস্ম মাখিলেই, লোকে মনে করে সে সংসার শূন্য। আবার শোক, তাপে, অভাবে, নির্যাতনে, আশার-হতাশ্বাসে, শ্মশান বৈরাগ্যে, ঐরূপ সংসার বুদ্ধির প্রতি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, লোকে ভাবে, এ বুঝি সংসার ছাড়িল; তাহার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও ঐরূপ দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া পড়েন। ইহাতে আমাদের বোধ হয়, "সংসার" শব্দের প্রকৃত অর্থে কাহারও অভিজ্ঞতা নাই। ন্যায় দর্শন কার মহোর্ষি গোতম বলিয়াছেন; "স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ॥" জীবের অদৃষ্ট দ্বারা পঞ্চীকরণে উৎপন্ন শরীর গ্রহণই সংসার।

সূক্ষ্মদেহ উপহিত জীব চৈতন্য, তাহার সঞ্চিত ভোগাদৃষ্ট চরিতার্থ করিবার জন্য, প্রকৃতির নিকট হইতে তদুপযোগী যে ভৌতিক দেহ প্রাপ্ত হয়েন বা অবলম্বন করেন, তাহাকেই "সংসার" বলে। এই স্থূলদেহ বা সংসার গ্রহণেই জীবগণ সংসারী নামে অভিহিত। নাটক অভিনয়কারী নট যেমতি সাজসজ্জার ইতর বিশেষে কখন প্রভু, কখন ভৃত্য, কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী রূপে অভিহিত হয়, জীবন নাটক অভিনয়কারী জীব ও সেইরূপ, তাহার সঞ্চিত কর্ম্মরূপ সাজ সজ্জার ইতর বিশেষে, কখন পিতা, কখন পুত্র, কখন পতি, কখন পত্নীরূপে স্থূলদেহ রূপ সাজে, এই ভবমঞ্চে অভিনয় করিতেছে। এখন যে জীব স্থূলদেহ ধারণে রাজাধিরাজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, বহু প্রাণীর উপর ঘোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; নিমেষে আবার সেই জীব, তাহার সেই স্থূলদেহ পরিত্যাগে, ক্ষুদ্র কীট রূপে বিষ্টায় প্রবেশ করিয়া, অসংখ্য প্রাণীর উৎপীড়নে, নিরন্তর কত যে অসহ্য যাতনা ভোগে জর্জ্জরিত হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আজ যাহাকে স্ত্রী পুত্র ভাবিয়া অতি আদরে লালন পালন করিতেছি, কাল সেই আবার ঘোর শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এ ঘটনা যখন সচরাচর গোচরীভূত, তখন আর এই নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ অপ্রয়োজন। পঞ্চীকৃত স্থূলদেহ

বা সংসারের প্রকৃতি বা পরিণামই এইরূপ। তাই সাধক বা জ্ঞানীর নিকট এই দেহ সংসার, অতি অসার। গাত্রে মল বা কর্দ্দম লিপ্ত হইলে যেমতি সকলে তাহা প্রক্ষালনে পরিস্কার করে, সাধকও সেইরূপ তাহার সূক্ষ্মদেহ রূপ প্রাণালোকের গাত্রে, মল বা কর্দ্দমবৎ স্থূল শরীর লিপ্ত হইলে, জ্ঞানভক্তিরূপ বারি সংযোগে পরিষ্কার করেন। দিহ ধাতুর অর্থ লেপন; এতদর্থে ঘঞ্ প্রত্যয়ে দেহ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি, তাহার জড়ীয় ভৌতিক উপাদান, জীব চৈতন্যে প্রলিপ্ত করিলেই, ঐ প্রলেপন দেহ নামে অভিহিত হয়। রোগাদি দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্তন স্বভাবই ইহার ধর্ম্ম। তজ্জন্য দেহের আর একটি নাম শরীর। "শীর্য্যতে রোগাদিনা যৎ,.তৎ শরীরম্।" রোগাদি দ্বারা যাহার শীর্ণ হওয়ার স্বভাব, তাহাকেই শরীর বলে। এই শরীর বা স্থূলদেহ, স্পন্দনাত্মক গুণ প্রকৃতির তামসাংশের পঞ্চীকৃত অবস্থা। বেদান্তে উল্লেখ আছে ;—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং, চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥

"বেদান্তসারম।

বিষয় তন্মাত্রা যুক্ত অবিকৃত পঞ্চভূত, প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ প্রত্যেক দুই ভাগের প্রথম ভাগকে চারি ভাগ করিবে। পরে প্রত্যেক ভূত চতুষ্টয়ের অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ লইয়া অপর ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত যোজনা করিলে যে পূর্ণ এক পঞ্চাত্মক পদার্থ হয় তাহাকে পঞ্চীকৃত মহাভূত বলে। যথা, (ব্যোম ।৷০+মরুৎ ৵০+তেজ ৵০+অপ্ ৵০+ক্ষিতি ৵০=১ আকাশ নামক পঞ্চীকৃত মহাভূত।)

এই যে আকাশ, অনিল, অনল, সলিল, পৃথিবী, যাহা পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে তাহা ঐরূপ পঞ্চীকরণ সম্ভূত। এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবদেহ সমুদ্ভুত হইয়াছে। সপ্ত ধাতু (রস, শোণিত, মেদঃ, মজ্জা, শুক্র, মাংস, অস্থি) সমন্বিত পঞ্চ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়শালী আমাদের এই স্থূলদেহ, এবং জগতে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত প্রত্যেক পদার্থই উক্ত

পঞ্চীকরণ সম্ভূত। আধারে যেমতি আধেয়ের অবস্থিতি, পয়ঃ প্রণালী পথে যেমতি জলের গতি, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহস্থ প্রাণ ও মনোময় কোশের শক্তি ইন্দ্রিয়াদির আধারে অবস্থিত, বা ইন্দ্রিয়াদি প্রণালী পথে আসিয়া তত্তৎ ইন্দ্রিয়াধারের স্বভাবাধীনে কার্য্য করিতেছে। এই যে পঞ্চ ভূতাত্মক ইন্দ্রিয়াধার সমষ্টিতে পঞ্চীকৃত স্থূলদেহ, ইহাই সূক্ষ্মদেহ বা জীবাত্মার অন্নময় কোশ বা সংসার। জীবাত্মা বা সূক্ষ্মদেহের মন ও প্রাণময় কোশ কৃত কর্ম্মসংস্কার রূপ অদৃষ্ট বশে পঞ্চীকরণ ভৌতিক উপাদানে, এই ভোগ ধর্ম্মী অন্নময় কোশ-স্থূলদেহস্থজিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে, সম্ (সম্যক্) সরতি (ক্ষয়ং গচ্ছতি ভোগেন) ইতি সংসারঃ।

এই স্থূলদেহ, মনোময় কোশের সংগৃহীত অন্নের বিকারাত্মক ষাট্ কৌশীক অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত দ্বারা গঠিত হইয়া সূক্ষ্মদহস্থ প্রাণময় কোষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। রেত বা শুক্র এই স্থূলদেহ-বৃক্ষের মূল স্থানীয়। রক্তই রস, মাংস, শকল স্থানীয়। স্নায়ু বা শিরা, বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ লূতাতন্তু। অস্থি কাষ্ঠ, মজ্জা, সার সদৃশ এই স্থূলদেহ, শ্রুতিতে বৃক্ষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, "যথা বৃক্ষোবনস্পতি স্তথৈব পুরুষো মৃষা", "বৃহদারণ্যক।"

এবম্বিধ স্থূলদেহ রূপ বৃক্ষে, মন ও প্রাণময় কোশ সমন্বিত জীবাত্মা পক্ষীরূপে বসবাস করিতেছেন। সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদে বৃক্ষ যেমন বহুবিধ, সেইরূপ পঞ্চীকরণের প্রকৃতি ভেদে এই স্থূলদেহ বহুবিধ। ন্যায় মুক্তাবলীতে কথিত আছে পার্থিব দেহ দুই প্রকার, যোনিজ ও অজনিজ ; যোনিজ দ্বিবিধ জরায়ুজ ও অণ্ডজ। অযোনিজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। পঞ্চীকরণের প্রকৃতি ভেদ অনুযায়ী কোন দেহ আকাশ বা অন্তরীক্ষ লোক বিহারী। কোন দেহ তেজোলোক, কোন দেহ বরুণ-লোক, কোন দেহ পৃথিবী বা ভূলোক বিহারী। সকল দেহেই জীবাত্মা, মন ও প্রাণময় কোশ সহ বসবাস করেন। দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব হইতে রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, পরী প্রভৃতি যত প্রকার পুরাণ তন্ত্রাদিতে যোনী বা দেহের উল্লেক আছে, সে সমস্তই, পঞ্চীকরণে ভৌতিক উপাদানের তারতম্যে সৃষ্ট স্থূলদেহ। বিষ্ণু পুরাণে

উল্লেখ আছে, ধান্যের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল আছে এবং অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু, ভূমি জলাদি সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াই ঐ অঙ্কুর আবির্ভূত হয়; সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম সকলে অবস্থিত, দেবাদি সমুদায় স্থূলদেহই বিষ্ণুর ক্রিয়া-শক্তি (প্রাণময় কোষ) প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়।

কর্ম্ম সংস্কার রূপ অদৃষ্ট বা প্রাক্তন বশে, যতদিন এই স্থুলদেহে বিষ্ণুর ক্রিয়াশক্তি ঐ প্রাণময় কোষ, অবস্থিতি করিবে ততদিন এই দেহ কর্ম্মশীল থাকিবে। মন সহ প্রাণময় কোষাখ্য ঐ ক্রিয়াশক্তি, এই স্থূল দেহাধারের আধেয়। যতদিন ক্রিয়াশক্তি তাহার কর্ম্ম পরিপাকে বা পরিবর্ত্তনে আপন স্বরূপ ধাম প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন এক দেহত্যাগে দেহান্তর পরিগ্রহ মাত্র, সর্ব্ব শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। গীতায় শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সমস্ত কথা বলিয়াছেন, এবং সকলেই জানেন, আমি স্থূলদেহ নহি। এই দেহাতিরিক্ত আরও কিছু আমার আছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ তাহা সপ্রমাণ করা অপ্রয়োজন।

কিন্তু এই স্থুলদেহের সহিত আমাদের এমনই ঘনিষ্ট সংস্রব ঘটিয়াছে; দীর্ঘকাল তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহারই কামনা জনিত ধ্যান ধারণায় তাহাতে এমনি সমাধিস্থ হইয়াছি, যে তদ্ব্যতীত আর স্বতন্ত্র কোন সত্তার জ্ঞান নাই। শশ্মানের শব যেমতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেও উত্তর দেয় না, তাহার দেহ ভস্মসাৎ হইলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে না, আমাদেরও আজ তদ্রূপ অবস্থা। শাস্ত্রে, সাধুবাক্যে জলদ গম্ভীর নিনাদে বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি," "সোঽহং", তথাপি আমাদের চৈতন্য নাই। ঘোর দুঃখ যন্ত্রণার দাবদগ্ধী দাবানলে পুড়িয়া বারংবার ভস্মসাৎ হইব, তাহাতে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিব না, বা করিলেও হে কাল! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি; তোমায় দাসখৎ দিতেছি; তুমি আপাতঃ মনোমুগ্ধকর রূপ রসাদি আমায় দেয়, আমি ভোগে মজিয়া যাই, তখন তুমি আমাকে যাহা ইচ্ছা করিও, কোন কথা বলিব না; বলিলেও শুনিবে না; যখন এইরূপই জীবের অবস্থা তখন উপায় কি একেবারেই নাই?

আছে বৈকি। তবে সকলের পক্ষে, সাধারণ ভাগ্যে তাহা নিতান্ত দুষ্কর এবং একান্ত দুর্লভ। যিনি ভব রোগে, অনিত্য বিষয়ের অবিচ্ছিন্ন দুঃখভোগে কাতর হইয়াছেন এবং সেই কাতরতায় যিনি এ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য, পরমার্থের অনুসন্ধান করিতেছেন ; তাহাতে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী বা সৎসঙ্গের আশ্রয় পাইয়াছেন ; তাহার পক্ষে উপায় আছে। এবং সেই উপায়ে উদ্ধার সুসাধ্য ; তদ্ব্যতীত সাধারণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

বায়ু প্রবাহে যেমতি মেঘ খণ্ড, ইতস্ততঃ পরিচালিত হয় ; তদ্রূপ প্রাণবায়ুর প্রভাবে এই স্থূলদেহ, ইতস্ততঃ অর্থাৎ স্থান হইতে স্থানান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিচালিত হইতেছে। প্রাণজ্যোতিঃ, অহংতত্ত্বে রূপান্তরিত হইয়া, বৈকারিক সত্ত্বাংশে মন এবং বৈকারিক রাজসাংশে জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় রূপে প্রকাশিত হইলে মনোময় কোশরূপে পরিণত হয়, পরে তামসাংশের শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা এবং তাহাদের তন্মাত্র সত্ত্বায় অপঞ্চীকৃত ব্যোমাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইলে, ঐ মনোময় কোশ যুক্ত অহং, শব্দাদি তন্মাত্রসং ভূতপ্রপঞ্চের স্বরূপ, আপন অভিমান বা অহঙ্কার বশে, ভোগর্থ আয়ত্ব করিবার ইচ্ছা মাত্রেই জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যে ক্রিয়াশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। এই প্রাণময় কোশের ক্রিয়াশক্তিতে, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সহ অহং,অর্থাৎ মন ও বিজ্ঞানময় কোশ ক্রিয়াশীল। "তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়া জ্ঞান বিভাগশঃ। প্রাণস্যহি ক্রিয়াশক্তিবুদ্ধে র্বিজ্ঞান শক্তিতা॥" ভাগবত। ক্রিয়া ও জ্ঞানের বিভাগ হেতু তৈজস অর্থাৎ রজো প্রধান অহঙ্কার হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রাণ ও জ্ঞান শক্তিরূপে বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া, মন বুদ্ধি, অহংকৃত কর্ম্মের ভোগ আয়াতন স্বরূপে পঞ্চীকরণে সংস্কারেই এই স্থূলদেহ সৃষ্ট হয়। কর্ম্ম সংস্কারের ফলভোগ আয়তন রূপে এই স্থূলদেহে প্রাণশক্তির যে ক্রিয়া তাহারি নাম,—

ত্রয়োদশ অধ্যায়,

জীবনীশক্তি।

জীব ধাতু করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ জীবনী, জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ। ভোগ আয়তন স্থূলদেহে, অহং, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি মন ও বিজ্ঞানময় কোশ, প্রাণময় কোশের যে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা অবস্থিত, সুরক্ষিত ও পরিচালিত হয় তাহাকেই প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি বলে। সীমাশূন্য অপরিমেয় বারিধিবারি যেমতি দেশ কালযুক্ত আধার বিশেষে গতিশীল হইয়া নদ নদী নাম ধারণ করে; তদ্রূপ অপরিমেয় প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তি, দেশ কালাধীনে, স্থূল দেহাধার বিশেষে গতিযুক্ত হইয়া জীবন নাম ধারণ করে। নদী যেমন দেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে, ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও একই জল প্রবাহ মাত্র, জীবন ও সেইরূপ স্থূলদেহের স্থান বিশেষে কার্য্য ভেদে, প্রাণ অপানাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও একই প্রাণ প্রবাহমাত্র। স্থূলদেহের স্থান বিশেষে কার্য্যভেদে ঐ প্রাণাখ্য জীবনী-শক্তি উনপঞ্চাশৎ নামে আখ্যাত, তন্মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটী সর্ব্বোপরি প্রধান।

স্থূলদেহে, নাভি মুল হইতে দ্বিসপ্ত সহস্র নাড়ী, নাসাগ্রে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ নাড়ী সকলের মধ্যে, রস রক্তাদি পদার্থ এবং মনোময় কোষের আকুঞ্চন, প্রসারণ ও সংরক্ষণ শক্তি প্রভৃতি, ঐ প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কটাহস্থ জলের তলদেশে অগ্নি থাকিলে যেমতি ঐ জল, কটাহ মধ্যে আন্দোলিত হইয়া গতি বিশিষ্ট হয় এবং তাহার সেই গতি ধর্ম্মে, তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি ও পরিচালিত হয়, তদ্রূপ স্থূল-দেহরূপ কটাহস্থ প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি রূপ জলের তলদেশে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে, হৃৎপদ্মে দীপ কলিকাকার প্রাণাগ্নি থাকায়, প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি, দেহ মধ্যে আন্দোলিত হইয়া গতিবিশিষ্ট হইতেছে; এবং সেই গতিধর্ম্মে রস রক্তাদি, সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হইয়া থাকে। অগ্নিতপ্ত কটাহের জলে, আবর্ত্তাদিতে বহুবিধ গতি হইলেও

যেমতি ঊর্দ্ধ অধঃ একটি বিশিষ্ট গতি অবলম্বনে, অন্যান্য সকল গতি নিয়মিত হয় তদ্রূপ প্রাণাগ্নিতপ্ত, দেহকটাহস্থ জীবন জলে, আবর্ত্তাদিতে সংকুচন, প্রসারণ, উন্নমন, আকর্ষণ, বিধারণ, প্রচ্ছর্দ্দন প্রভৃতি বহুবিধ গতি থাকিয়া, ঊর্দ্ধ অধঃ একটি বিশিষ্ট গতির অবলম্বনে, জীবনীশক্তির অন্যান্য সকল গতি নিয়মিত হইতেছে। এই ঊর্দ্ধ গতিটির নাম পুরুষ বা প্রাণাখ্য "হং" কার, আর অধঃগতিটির নাম প্রকৃতি বা অপানাখ্য "স" কার। হৃদয় পুণ্ডরীকবাসী প্রাণাত্মাই এই ঊর্দ্ধ ও অধোগতিতে প্রাণ এবং অপান বায়ুকে উদ্বেলিত করিয়া সঞ্চালিত করিতেছেন। "ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যেবামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে॥" (কাঠকোপনিষৎ)। যে প্রাণাত্মা হৃদয় হইতে প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধদেশে উন্নিত করেন এবং অপান বায়ুকে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করেন, সেই হৃদয় পুণ্ডরীকবাসী প্রাণাত্মাকে ভজনা করা কর্ত্তব্য। নিখিল সুর-বৃন্দ অর্থাৎ চক্ষুরাদি দেবগণ এবং প্রাণগণ অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি জীবনীশক্তি সমূহ, সকলে রূপাদি ও ক্রিয়াদি পরিজ্ঞান রূপ উপহার লইয়া রাজার ন্যায় এই প্রাণাত্মাকে ভজনা করিয়া থাকে।

ঐ প্রাণাপানের ক্রিয়াতে যে বাহ্য বায়ু জীব বক্ষে প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতেছে তাহাই স্থূলদেহে জীবনীশক্তির পরিচায়ক। তন্মধ্যে বাহ্য বায়ুর প্রবেশ ক্রিয়ায়, অপান নিম্নোদরে সঞ্চালিত হয় এবং অভ্যন্তর বায়ুর নির্গমন ক্রিয়ায় প্রাণ, বক্ষ প্রদেশে সঞ্চালিত হয়। ভস্ত্রিকা যন্ত্রে, প্রয়োজিত বল আর সেই বলে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বায়ু, যেমতি স্বতন্ত্র পদার্থ; তদ্রূপ নিম্নোদরাদি ফুসফুস যন্ত্রে, প্রাণ বা সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজিত বল অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তি, আর ঐ ক্রিয়াশক্তি রূপা বলে, ফুসফুস মধ্যে প্রবিষ্ট বায়ু, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। স্থূলদেহ যন্ত্রে এই ক্রিয়ার নাম জীবনীশক্তি।

সূক্ষ্মদেহে বা মনের কামনা অনুযায়ী সংকল্পে, এই প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি সঞ্জাত হইয়া, ঐ সংকল্পে বিষয় গ্রহণের ইতর বিশেষে অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া প্রপঞ্চ সম্ভূত বহির্জ্জাগতিক বিষয়, আর বিদ্যা বা পরা প্রকৃতি সম্ভূত অন্তর্জ্জাগতিক ভগবদ্বিষয়, গ্রহণের ইতর বিশেষে

কখন বহিঃপ্রদেশ বিহারী, কখন অন্তর প্রদেশ সঞ্চারী হয়। বহিঃপ্রদেশ সঞ্চারিনী জীবনীশক্তির নাম হংস। আর অন্তর প্রদেশ বিহারিনী জীবনীশক্তির নাম সোঽহং।

মনোময় কোষে অবৈরাগ্য বশতঃ মায়া প্রপঞ্চ সম্ভূত বহির্জ্জাগতিক বিষয় কামনায়, প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তিরূপে সঞ্জাত হংস ঐ নশ্বর বিষয় প্রপঞ্চজাত বলিয়া মরধর্ম্মী, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অধীন। আর বৈরাগ্যে, পরা প্রকৃতি সম্ভূত প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তিবা হংস, আন্তর্জ্জাগতিক ভগবৎ কামনাবশে, সোঽহং রূপে সঞ্জাত হইয়া, ঐ অবিনশ্বর ভগবৎ কামনায় অমর ধর্ম্মী অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অনধীন।

প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি, ঐ হংস, ও হংসের বিপরীত ধর্ম্মী সোঽহং, উভয়ে প্রাণ ও মনোময় কোশ সহ, বিজ্ঞানময় কোশস্থ প্রাণাত্মার ভজনা করিতেছে। মনোময় কোশের দ্বারা আহৃত বিষয়, প্রাণময় কোশস্থ ক্রিয়াশীল জীবনীশক্তি দ্বারা বিজ্ঞানময় কোশে অর্পিত হয়। তাহাতে মনোময় কোশস্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে মন, প্রবল কামনা যুক্ত অধীন ইচ্ছাশক্তির টানে পড়িয়া, যদি আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারে অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বশে অপরিচালিত হয়, তবেই জীবনীশক্তি ; হংসরূপে, আর ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বশে বৈরাগ্য বিবেকে পরিচালিত হইতে পারিলে সোঽহং রূপে, অভিহিত হন। বিজ্ঞানময় কোষস্থ প্রাণাত্মার বিবেক বৈরাগ্যময় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে, মনোময় কোশ পরিচালিত হইলে, সোঽহং বাচ্য প্রাণাখ্য জীবনীশক্তি তাহার হংস বৃত্তি বা গতির নিরোধে বা বিচ্ছেদে, হৃৎপুণ্ডরীকবাসী প্রাণাত্মার স্বরূপে অবস্থিত হয়। ইহারি নাম যোগ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধে স্বরূপাবস্থায় তদ্বাচক প্রণবরূপে অবস্থিতি। যে কৌশলে ইহা সুসম্পন্ন হয়, পরবর্ত্তি দ্বিতীয় কাণ্ডেই তাহার বিশদ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন।

এই প্রথম কাণ্ডে শ্রীগুরু শাস্ত্র অভিমতে, যে সাধন রহস্যের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান নিরুক্ত হইল ; তাহাতে যাহাদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, তাহারাই পরবর্ত্তি দ্বিতীয় কাণ্ডের ক্রিয়াযোগে অধিকারী হইবেন। ইহাই শ্রীগুরু শাস্ত্রের আদেশ।

প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

অথ মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ

তৎ সৎ

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ শ্রীশ্রীগুরবেঽর্পিতমস্তু।

ওঙ্কার পিঞ্জরশুকী মুপনিষদুদ্যানকেলীকলকণ্ঠীম্।
আগমবিপিনময়ূরী মার্য্যমন্তর্বিভাবয়ে গৌরীম্॥
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং রাম-রামাং মনোরমাম্।
নির্লিপ্তাং নির্গুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধসনাতনীম॥
স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥
তবনিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্বাভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোদ্যোঃ সমবর্ত্তত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষুঃ সূর্য্যস্তব প্রভো॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং, স্তোতাস্তুতিস্তব্য ইহত্বমেব।
ঈশ! ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং, নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমোনমস্তে।
ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মং, পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গ বিরূপাক্ষং, বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ।
হরিঃ ওঁ॥

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

পাতনিকা।

শ্রীগুরু কৃপা ও আদেশে, সচিত্র সাধন বিজ্ঞানের প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত হইয়া, দ্বিতীয় কাণ্ড আরম্ভ হইল। এই কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রিয়াযোগ। "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ॥" তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে। প্রাণায়ামাদি দ্বারা সূক্ষ্মদেহের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি এবং সংযত আহারাদি দ্বারা স্থূলদেহের জড়প্রবণতা বিদূরিত করার নাম তপস্যা। ভগবদ্ভাববোধক, তন্নাম মন্ত্রাদি শব্দের জপ, অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন ও বেদাভ্যাসে রত হওয়াকেই স্বাধ্যায় বলে। কামনা শূন্য হইয়া একাগ্রতার সহিত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা এবং তদ্বিষয়ক স্বরূপ জ্ঞানে, মন, বুদ্ধি, চিত্তের যে অভিনিবেশ তাহাকে ঈশ্বর প্রাণিধান বলে। ইহারি নাম সমাধি, আর এই সমাধি অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া, ইন্দ্রিয়াদি সহ মন বুদ্ধি প্রভৃতির যে ভগবদ্ভাবপরায়ণতা তাহাকেই প্রেম বলে। ইহাই ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য ও ফল।

অভ্যাসের অবস্থা ভেদে, এই ক্রিয়াযোগ দুই ভাগে বিভক্ত। স্থূলদেহ অর্থাৎ অন্নময় কোষে এবং সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ মন ও প্রাণময় কোষের সাধনাভ্যাসে, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ নামে অভিহিত। এতদুভয়াবস্থায় ক্রিয়াযোগ কোন মতে ষড়ঙ্গ, কোন মতে অষ্টাঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যাত আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। ইহার মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম বহিরঙ্গ বা স্থূলদেহের সাধনা; আর প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, অন্তরঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহের সাধনা। অগ্রে বহিরঙ্গ অভ্যাসে স্থূলদেহ, সাধনো-

পযোগী না হইলে, মন ও প্রাণময় কোষ অন্তরঙ্গ সাধনায় সমর্থ হয় না, এই সমস্ত সাধন পদ্ধতি, যোগ শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, তাহা দেখিয়া উহার সাধন অভ্যাস নিতান্ত কঠিন বা একান্ত অসম্ভব বলিলেই হয়।

বহুদিন হইতে আর্য্যসন্তানগণ, ঐ সাধনশক্তি লাভের আশায়, কবন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাহাতে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম, আজ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন মতে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, নানাপ্রকার অনুষ্ঠান হেতু, প্যাতাবাহার বৃক্ষের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। কাহারও সাধনার সহিত কাহারও মিল নাই। দীক্ষায় শিক্ষা নাই। মন্ত্রাদি সন্ধ্যা বন্দনায় লক্ষ্য স্থির নাই, যোগ বিজ্ঞানের অভিজ্ঞান নাই। হরি নামে, তপস্যা স্বাধ্যায় বা ঈশ্বর প্রণিধান নাই, একমাত্র ক্রিয়াযোগের অভাবে আজ ধর্ম্মের এই দুরাবস্থা।

সাধারণে অবগত আছেন, স্বল্প বিদ্যা চিরকালই ভয়ঙ্কর ফল প্রদান করে। আর্য্যধর্ম্মের অবস্থা আজ তদ্রূপ ; ক্রিয়াযোগে সমাধি আয়ত্বে জ্ঞান ও প্রেম সম্পন্ন সিদ্ধ মহাত্মার, জন সমাজে অপ্রতুল বশতঃ সল্পাধিকারী দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হওয়ায় ভয়ঙ্কর ফলই প্রদান করিতেছে। প্রাণায়ামাদিতে সমাধি আয়ত্ব ত দূরের কথা ; প্রাণায়াম অভ্যাসে ঘোর অনিষ্ঠ সংঘটন, শাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘোর মতদ্বৈধতায় ভৈরবী, বৈষ্ণবীর ব্যভিচারে, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

আমার বয়স যখন ৮ম বর্ষ, সেই সময় আমার উপনয়ন সংস্কারে গায়ত্রী দীক্ষা হয়, তৎপর হইতে দেশ ও কুল প্রথানুযায়ী চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয়াদিতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। সেই সময় আমার বিংশ বর্ষ বয়ক্রমে, কুল প্রথানুযায়ী কুল গুরুর নিকট, বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উপাসনা নিরত হই। জানি না কি কারণে, সেই সময় হইতে আমার হৃদয় সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সাধন শক্তিলাভের জন্য, দুর্নিবার্য্য আকাঙ্ক্ষায়

অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। আমিও সেই আকাঙ্ক্ষায় নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ সাধন কৌশল ও পদ্ধতির অভ্যাস নিরত হইলাম, কিন্তু সর্ব্বমতে, কোন প্রকারেই আমার অধৈর্য্য হৃদয়ের শান্তি বিধানে সমর্থ না হইয়া, অবশেষে ভাগবতের শরণ লইলাম, অর্থাৎ এক ভাগবতের আশ্রয়ে তাঁহারি ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রভৃতি কথকতায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অবশেষ করিব মনস্থ করিয়া চলিতেছি, এমতাবস্থায় আমার ৬০শ বর্ষ বয়ঃক্রমে, এই সচিত্র সাধনবিজ্ঞান প্রাপ্ত তথা উক্ত গ্রন্থ বিবৃতকারীর চরণ আশ্রিত হইয়া, আমার সুদীর্ঘকালের অধৈর্য্য হৃদয়ের, দুর্নিবার্য্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইয়াছে। আমার নব জীবনে, জ্ঞান নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। সর্ব্ব সংশয়ের ছেদনে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সর্ব্বক্ষণের জন্য আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত তাহা অপূর্ব্ব, অপরিমেয়, এবং অনাময় দিব্য ধাম আগত। ধন্য শ্রীগুরু শক্তির অপরিমেয় কৃপা এবং ক্রিয়াযোগের অত্যদ্ভূত মহিমা!

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের সাধন রহস্য চিরকাল অধ্যাত্ম বিজ্ঞান অর্থাৎ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মা বা চৈতন্য তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভাবময় জ্ঞানে পরিচালিত। পুস্তকে কথিত বিদ্যা যেমন ভাষার আবৃত্তিতে বালকের হৃদয়ঙ্গম হয় না; পরন্তু তাহার জন্য বিদ্যালয়ে নিয়মিতরূপে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রাদিতে বিবৃত সাধন রহস্য বা অধ্যাত্ম যোগবিদ্যা, ভাষার আবৃত্তিতে কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় না; তজ্জন্য ক্রিয়া যোগ অভিজ্ঞ শ্রীগুরুর শ্রীচরণে একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাহার অভ্যাস করিতে হয়।

প্রায় সকলেই বলেন তথা সাধারণের নিকট শুনিতে পাই, এবং পূর্ব্বে আমারও ধারণা ছিল যে ঐরূপ ক্রিয়া যোগাভিজ্ঞ অর্থাৎ সমাধি আয়ত্বে প্রেম সম্পন্ন, আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভাব ও জ্ঞানময় শ্রীগুরু নিতান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু আজ গুরু কৃপায় বুঝিয়াছি যে, স্ত্রী সংস্করণের পূর্ব্বে বালিকা বা কিশোরীর, পুরুষ সঙ্গ বা পুরুষ শরণ যদ্রূপ নিতান্ত অসম্ভব, অপিচ ঐ সংস্করণে একবার সে জীব ফুল ফুটিলে, আর পুরুষ সঙ্গের অসম্ভাবনা থাকে না, পরন্তু ইচ্ছামাত্রেই

সর্ব্বত্রই সুলভ ও সুসম্ভব হয়। তদ্রূপ দীক্ষা সংস্করণে একবার জীব-কমল—মূলাধারপদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর সচৈতন্যে উর্দ্ধ গতি হইলে, আর গুরু সঙ্গের অসম্ভাবনা থাকে না, পরন্তু সর্ব্বত্রই সুলভ ও সুসম্ভব হয়, তদ্ব্যতীত নিতান্ত অসম্ভব।

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মে, উপনয়নাদি দীক্ষা সংস্কারে অদ্যাপিও সেই মন্ত্র, সেই পদ্ধতিই আছে; নাই কেবল গুরুশিষ্যের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। জীব তাহার মনোময় কোষে বিষয় কামনা জাত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঐ শ্রীগুরু শাস্ত্র জ্ঞানাত্মক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না বলিয়াই, গুরু সঙ্গ বা তৎকৃপালাভ একান্ত দুর্লভ হইয়াছে।

শ্রীগুরু কৃপায় আমরা যেরূপ ভাবে ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে সমর্থ ও সফল মনোরথ হইয়াছি, তদাদেশে তদ্রূপেই, সচিত্র সাধন বিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় কাণ্ডে, ঐ ক্রিয়াযোগ রহস্যের ধারাবাহিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহার সহিত ষড়ঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ যোগের কোন প্রভেদ নাই। একই সূর্য্যের কিরণে বায়ু যেমন সমুদ্র বক্ষে সচঞ্চল তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, সূর্য্যের সন্নিকটস্থ নীল নভোমণ্ডলে অচঞ্চল ভাবে প্রশান্ত থাকে; তদ্রূপ একই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্বরূপ জ্ঞান ও প্রেমময় শ্রীগুরুর আদেশে, অনুষ্ঠানরূপ, তাহার সন্নিকট ধর্ম্মে জীব হংস, আপন হৃদ্‌গগনে প্রশান্ত থাকে; আর তাঁহাদেরই কিরণ রূপ শাস্ত্র-ধর্ম্মে, পুস্তক গত বিদ্যায় ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করিতে গেলে, জীব আপন হৃদয়ে চঞ্চল চিত্তবৃত্তিরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি করে মাত্র।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরতরে পথের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া, যথা পথে চলিলে যেমন পথিকের গন্তব্য স্থান প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ও সহজ সাধ্য; তদ্রূপ শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে, অধ্যাত্ম স্তরের লক্ষ্য স্থিরতরে, সাধন পথের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া, যথা পথে চলিলে সাধকের অভীষ্ট প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ও সহজসাধ্য। আমরা পুস্তক গত বিদ্যায় এবং নিজ মতে কিছু বলিব না, শ্রীশ্রীগুরু উপদেশে, বহু সাধকের সাধনালব্ধ জ্ঞান মিলাইয়া, যতদূর সম্ভব শাস্ত্র প্রমাণে আলোচনা করিয়া যাইব, তাহাতে

যিনি লক্ষ্য স্থিরতরে ও অধ্যাত্ম সাধন পথের পরিচয় জ্ঞাত হইবেন, ক্রিয়ানুষ্ঠানে গুরু আদেশ ও কৃপা তাহার প্রতিই সঞ্চারিত হইবে।

তাই ক্রিয়াযোগ অভ্যাসেচ্ছু সাধক সমীপে, আমার সানুনয়ে নিবেদন, তাহারা যেন সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীগুরু শাস্ত্র আদেশে বিবৃত, সচিত্র সাধন বিজ্ঞানের প্রথম কাণ্ডের, আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানময় ভাব রহস্যের ধারণায়, লক্ষ্য স্থির করিয়া পরে ক্রিয়া যোগাভ্যাসে মনোযোগী হউন। তাহা হইলেই সুফল লাভে কৃতার্থ হইবেন। আমার ন্যায়, বহু সাধকের প্রত্যক্ষ সত্য অভিজ্ঞানে সমস্ত বিষয় বর্ণিত।

নবদ্বীপ। বিনীতস্য

শকাব্দা ১৮৩৮। শ্রীবিনোদলালদেবশর্ম্মণঃ।

(ভাগবদ্রত্নস্য)

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সাধনার অবলম্বন ও পথ।

জীব ও জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ অনুভূতি হয় যে, প্রতি অবস্থার অন্তরালে, প্রতিকার্য্যের অন্তর্নিহিত শক্তি অবলম্বনে এক অপরিমেয় করুণা, অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীবৎ প্রতি নিয়ত প্রবাহিত। সমাহিত মনে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, চেতনাচেতনে, জীব ও জড়ে, ঐ একই অপার করুণা সর্ব্বত্র অনুস্যূত। সীমাশূন্য অনন্ত গগন মণ্ডলে, গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত চন্দ্র সূর্য্যের কার্য্য প্রণালী হইতে, সীমাবদ্ধ দেহাধারে, জীব চৈতন্যের মনপ্রাণের কার্য্য প্রবাহ পর্য্যন্ত, সেই একই করুণায় পরিচালিত হইতেছে। সামান্য অণু পরমাণু হইতে, স্থূলাৎ স্থূলতর সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত, আমরা যে পদার্থেরই ধারণা করি না কেন, সেই পদার্থই, ঐ অমিতাভ সুমহান কৃপালোকে সূর্য্য কিরণে ত্রসরেনুবৎ নিয়ত ভাসমান। সূর্য্যকিরণে উদ্ভাষিত পরমাণু পুঞ্জের পরস্পর সম্মিলনে, যেমন মহাশূন্যে অবিচিন্ত্য আকর্ষণে, কখন দৃশ্য পদার্থরূপে প্রকাশিত হইয়া, আবার অবস্থান্তরে অদৃশ্য হয়; জীব ও জগত ও তদ্রূপ সেই কৃপালোকে মহাশূন্যোপরি, অবিচিন্ত্য আকর্ষণে, পরস্পরের সম্মিলনে, দৃশ্য পদার্থরূপে উদ্ভাষিত হইয়া, আবার অবস্থান্তরে অদৃশ্য হইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন, শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক অবস্থাগত রূপান্তর, যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে আমরা অনুভব করিতে পারি যে, আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা জনিত সর্ব্বাবস্থার

অতীত এক অলক্ষ্য মহাশক্তির বলে, যাহা বর্ত্তমানে সম্পন্ন হয়; তাহাই অব্যবহিত ভবিষ্যতকালে, পরম মঙ্গলের কারণরূপে পরিণত হইতেছে। সামান্য একটি প্রশ্বাস পরিত্যাগে, ও শ্বাস গ্রহণে যখন শরীরাভ্যন্তরে রস রক্তাদির বিশুদ্ধতা সুসম্পন্নে, দেহ অমৃতায়মান হইতেছে; আর তাহাতে যখন আমাদের কোনরূপ ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রয়োজন হইতেছে না; তখন আর কেমন করিয়া, কোন প্রাণে সে নিরতিশয় করুণার অভাব অনুভব করিব? নির্ঝরিণী যেরূপ অনন্ত জলচর জীবকে তাহার গর্ভে ধরিয়া, নানা জনপদের মধ্য দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, ঐ মহাশক্তিময়ীকরুণানির্ঝরিণীও তদ্রূপ, তাহার স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব ও জগতকে তাহারই গর্ভে ধরিয়া, ভূর্ভূবাদি সপ্ত জনপদ ভেদে, অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগরাভিমুখে নিরবচ্ছিন্ন ধাবিত হইতেছে। দেশ ভেদে তাহার অবস্থাগত পার্থক্য নাই। কাল ভেদে তাহার পরিমাণ গত তারতম্য নাই, পাত্র ভেদে তাহার মাত্রাগত হ্রাস বৃদ্ধিও নাই। সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বাত্মকে, স্বপ্রকাশে যে মহাশক্তি, চৈতন্য, জড়ে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, সাগর সম্মিলনে অসংখ্য নদ নদী প্রবাহবৎ, জীব প্রবাহ, মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় যাহার বরাভয়ে চির আশ্রিত, পঞ্চভূতময় জীবদেহ যে প্রবাহে ভাসমান এক একটি জলবিম্ববৎ পরিচালিত, বারি আশ্রিত মীনের ন্যায়, জীবনের যাহা নিত্য আশ্রয় ও চির অবলম্বন, সেই চরম পরমার্থের অনুসন্ধান প্রণিধান ও লাভ মানব জীবনের একান্ত উদ্দেশ্য।

যাহার অপরিমেয় অসীম করুণায় আমরা এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চময় জগতে আসিয়াছি, এবং যাহার কৃপা হেতু প্রাণ প্রবাহোপরি আমাদের জীবনীশক্তি ও ঐ শক্তির আধার স্থূলদেহ, বারিধিবক্ষে বিম্ববৎ উৎপন্ন ও প্রবৃত্তির কর্ম্মসূত্রে কিছুকাল গ্রথিত হইয়া, আবার পরস্পরে বিচ্ছিন্নাবস্থায়, অতীতের যে কোন অচিন্ত্য অব্যক্তে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আমরা তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিতেছি না। এ জগতে আমার যাহাপেক্ষা প্রিয় আর দ্বিতীয় কিছু নাই, যাহার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে, এমন কি প্রতি লোমকূপে আমার আমিত্ব বিরাজিত

যাহাকে লইয়া আমার সংসার, যাহাকে ধরিয়া আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম; সেই স্থুলদেহ এবং ঐ দেহস্থ জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সহ জীবনীশক্তি, যাহার অধীনতায় সুশৃঙ্খলে নিয়মিত হইতেছে; আমাদের জ্ঞানাজ্ঞান কৃত ঘোর অত্যাচার ব্যভীচারেও যাহার অভাব পরিলক্ষিত হয় না, গর্ভবাসকাল হইতে যে নৈপথ্য আগত প্রাণশক্তির মহিমায় আমরা লালিত পালিত, বর্দ্ধিত ও সর্ব্বাবস্থায় সুরক্ষিত হইয়া চলিতেছি; গোচরে অগোচরে, নিদ্রায় জাগরণে, কামনা, ও নিষ্কামনায়, দিবা রাত্রিতে সমভাবে যাহার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়াও সমস্ত জীবনে যাহার সন্ধান পাইতেছি না; অথচ আমাদের সমস্ত চেষ্টা চরিতের অন্তরালে, কর্ম্মক্ষেত্রের সিদ্ধি অসিদ্ধির প্রতি তালে তালে, এমন কি প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের হিল্লোলে হিল্লোলে, ইহ পরকালে, ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র যে ভগবৎ কৃপাস্বরূপ প্রাণশক্তি সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; আমরা তাহাকে ধরিতে পারি না, চিনিতে পারি না, চক্ষু থাকিতেও একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেও পাইতেছি না। এতদপেক্ষা মানব জীবনে মর্ম্মভেদী পরিতাপ কি আছে? বলিতে পারি না। যাহার তিলার্দ্ধ অভাবে, মন ইন্দ্রিয়াদি সহ জীবনের সমস্ত কর্ম্মশক্তি নিস্পন্দ হয়। জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা প্রভৃতি শত শত আত্মীয় স্বজনের প্রাণপণ যত্ন চেষ্টায় ও যাহার অভাবে আমার চক্ষু উন্মীলনের সামর্থ্য হয় না; তাহার সহিত চির অপরিচিত থাকিয়া মায়াময় সংসারে তোমার আমার পরিচয়ে কি প্রয়োজন?

জীবনের অন্তরালে ভগবৎ কৃপা যেমন অন্তঃ সলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় প্রাণাত্মারূপে প্রবাহিত। সম্মুখ ভাগে আবার অনাত্মা কাম, মনোমোহন বিষয় প্রপঞ্চে মায়া মরিচীকায় সংসার সাজাইয়া বজ্রাদপি সুদৃঢ় বন্ধনে, জীবন লইয়া খেলা করিতেছে। যাহার সংমোহন কুহকে মন, শরীর গ্রহণে, স্থূলদেহসংসারে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথ ভ্রষ্ট হইয়া প্রাণকে ও প্রবল আকর্ষণে বিপরীত ভ্রান্তিময় পথে আকৃষ্ট করিতেছে; এইরূপে মনঃপ্রাণে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা

আমি, জানি না জীবনের কতকাল হইতে এই ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছি আর কতকালই বা চালিত হইব। বিষয় সমুদ্রোপরি, আশা কামনাময় মনঃপ্রাণাকর্ষক সংসার ঘুর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, পুনঃ পুনঃ অসংখ্য কামনাবলম্বনে অনন্তে ছুটিয়াছি, ওঃ আমার বিরাম কোথায়? আর পরিণামই বা কি? তাহা ভাবিবার আমার অবসর নাই। আর সে শক্তির ও অভাব। এই আশা ও কামনায় বিজড়িত কর্ম্মই আমার স্বভাব হইয়া গিয়াছে। আশা শূন্য অবস্থা বা কামনা শূন্য কর্ম্ম, আমি কল্পনায় আনিতে পারি না। নিদ্রা জাগরণে, আমার প্রত্যেক কর্ম্মে ঐ আশা ও কামনা সমান ভাবে কার্য্য করিতেছে। রূপমুগ্ধ পতঙ্গ, মধু লুব্ধ ভৃঙ্গ, স্পর্শ মুগ্ধ মাতঙ্গ ও শব্দ মুগ্ধ মৃগ যেমন তত্তৎ বিষয়াসক্তিতে আপনহারা হইয়া প্রাণ হারায়; এক সঙ্গে ঐ পঞ্চ বিষয় মুগ্ধ জীব ও তাহার আশা কামনা জাত বিষয়াসক্তিতে আপনহারা হইয়া, ভগবৎ করুণা স্বরূপ প্রাণালোক হারাইয়া, ঘোর অন্ধকারে বিঘুর্ণিত হইতেছে। অগ্নিতে ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রয়োগ করিলে, অগ্নি যেরূপ নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কদাচ নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ কামাগ্নিতে কামনাজাত বিষয় ইন্ধন প্রয়োগ করিলে, সে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কদাচ নির্ব্বাণ হয় না, মহাভারতে উক্ত আছে ;—

ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না, ঘৃত কাষ্ঠাদি ইন্ধন প্রয়োগে অগ্নি যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হয়। কখন হ্রাস হয় না। যদি পৃথিবীর যাবতীয় শস্য যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো অশ্বাদি পশু, পরমা সুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়; তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না। তখন অল্প ভোগে জীব কিরূপে শান্তি প্রাপ্ত

হইবে? এতদ্বিচার পূর্ব্বক বিষয় কামনা পরিহারে সমতা অবলম্বন করিবে।

বিচারাদিতে সম্যগ্‌রূপে ঐ মহা অনিষ্টকর কামনার পরিণাম বুঝিতে পারিলেও যখন তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। ঐ কাম উপভোগ জনিত পাপাচরণে, পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও কাম তাহাকে বল পূর্ব্বক পাপ কার্য্যে প্রেরণা করায়। "অনিচ্ছন্নপি-বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়া-ছেন, যেমন ধূম অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার হানি করে, জরায়ু বেষ্টন চর্ম্ম যেমন জীবের দেহ আচ্ছাদন করিয়া রাখে; সেইরূপ কাম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের তেজ অর্থাৎ ভগবদ কৃপালোক প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ মলিন করে, দ্বিতীয়াবস্থায় তাহার প্রতিভা ও স্বচ্ছতার হানি করে, তৃতীয়াবস্থায় তাহাকে আদৌ প্রকাশিত হইতে দেয় না।

এই তৃতীয়াবস্থায় জীব, জরায়ু কোষাবৃত ভ্রূণবৎ, স্থূলদেহ সংসারে আবৃত হইয়া, ভগবদ কৃপালোক প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। কামের মনোমোহন কুহকময় বিষয় প্রলোভনে বিমুগ্ধ মন, কামের আসক্তিকারক বিষয় প্রিয়তা বশতঃ আপন কর্ম্মকৃত স্থূলদেহ রূপ গর্ভকোষের মধ্যে, প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনে অসমর্থ হইয়াই ঘোর অন্ধতামসে অজ্ঞানাচ্ছন্ন। এই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে, যে উপায়ে তাহার জ্ঞান নয়নের উন্মীলন হয় তাহাই সাধনার অবলম্বন। কামজ বিষয় প্রিয় বুদ্ধির প্রবলতা বশতঃ মন তাহার পরম মঙ্গলময় ঐ দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না, উপনিষদে বলিয়াছেন,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়োমন্দো
যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥২॥

শ্রেয় এবং প্রেয় এই দুইটিই পুরুষের আয়ত্ত পদার্থ। তথাপি

অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রেয় গ্রহণ করেন। তাহার কারণ এই শ্রেয় ও প্রেয় দুইটিই পুরুষের আয়ত্তীভূত হইলেও উভয়েই বিমিশ্রভাবে পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলীয়াংশ বর্জ্জন করিয়া, কেবল দুগ্ধাংশই গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তিরা প্রেয় বস্তুর নশ্বরতত্ত্ব মানস দ্বারা সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হইয়া, প্রেয় বর্জ্জন পূর্ব্বক অবিনশ্বর শ্রেয়ই অবলম্বন করেন। আর মন্দ বুদ্ধি লোকেরা যোগক্ষেমের নিমিত্ত দেহাদির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য, অর্থ ও স্ত্রী পুত্র রূপ নশ্বর প্রেয়ের অবলম্বন করিয়া থাকে।

"দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী, অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসংমন্যে,নত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত ॥৪"

বিবেক স্বরূপ শ্রেয় ও অবিবেক স্বরূপ প্রেয়, অতিশয় বিপরীত ভাব বিশিষ্ট। তমঃ আর জ্যোতিঃ পদার্থ যেরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তু, তদ্রূপ শ্রেয় ও প্রেয় পদার্থ বিভিন্ন ফলপ্রদ। তন্মধ্যে প্রেয় সংসারের হেতু আর শ্রেয় মুক্তির হেতু। পরন্তু প্রেয়ের বিষয় অবিদ্যা আর শ্রেয়ের বিষয় বিদ্যা। হে নাচিকেতা! এই বিদ্যা আর অবিদ্যার মধ্যে তোমাকে বিদ্যার্থী বলিয়া বিবেচনা করি। কেন না তুমি কামনা জাত বুদ্ধির প্রলোভন জনক বিষয় বাসনা ও অপ্সরা প্রভৃতি বহু বিষয় দ্বারা প্রলুব্ধ হও নাই। অতএব তুমি বিদ্যার্থী অর্থাৎ পরা প্রকৃতি প্রার্থী বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে।

"অবিদ্যায়ামন্তবে বর্ত্তমানঃ, স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দহ্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধা ॥৫॥"

যে সকল সংসার ভোগী লোক অবিদ্যা মোহে স্ত্রী পুত্র ও ধন রত্নাদি বিষয়ক শত শত পিপাসা দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহারা আপনাকে আপনিই পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করে, এবং অতিশয় কুটিল গতি লাভ করতঃ জরা মরণাদিরূপ বহুবিধ দুঃখ পরম্পরা দ্বারা আক্রান্ত হয়। যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ ব্যক্তি উভয়েই গর্ত্ত ও কণ্টকাদি পরিপূর্ণ দুর্গম কূপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকথিত

পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি সহ তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরা মহৎ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ন সাম্প্ররায়ঃ প্রতিভাতিবালম্প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী, পুনঃ পুনর্ব্বশমা-
পদ্যতে মে ॥৬"

যাহারা বালক (অবিবেকী) তাহাদের নিকট, পরলোক প্রাপ্তি সাধন বিষয়ক শাস্ত্রীয় উপদেশ স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাহারা এতাদৃশ প্রমাদ স্বভাব বিশিষ্ট এবং নিরন্তর বিত্তমোহে মুগ্ধ, তাহারাই এই দৃশ্যমান অন্নপানাদি সম্পন্ন লোকেরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং পরলোকের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ঈদৃশ মননশীল ব্যক্তিরা বারংবার জন্ম মৃত্যু রূপ যন্ত্রণার অধীনতা প্রাপ্ত হয়, হে নাচিকেতা, সংসারে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা অধিক।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্য্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো
যন্নবিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্যলব্ধাশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥৭"

"কাঠকোপনিষৎ, ২য় বল্লী।"

হে নাচিকেতা! সহস্র ব্যক্তি মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তিকে তৎ সদৃশ শ্রেয়োঽর্থী ও আত্মজ্ঞ দৃষ্ট হয় না। কেননা, অনেকেই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতেই স্পৃহাশীল হয় না; পরন্তু অনেকে শ্রবণ করিলেও যাহারা অসংস্কৃতাত্মা ও মন্দ ভাগ্য ব্যক্তি তাহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অপিচ আত্মতত্ত্ব নিরূপণের উপদেশ প্রদান সক্ষম গুরু ও অতি দুষ্প্রাপ্য, এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে দৃঢ় ধারণাক্ষম বিচক্ষণ লোক অতি অল্পই দেখা যায়, কারণ নিপুণ আচার্য্য অর্থাৎ জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শন সম্পন্ন গুরু কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব উপদেশ না হইলে তাহা স্থায়ী হয় না।

পুরাকালে বাজশ্রবাঋষির পুত্র নাচিকেতা, পিতা কর্ত্তৃক প্রত্যাক্ষাত হইয়া ধর্ম্মলাভ মানসে, ধর্ম্মরাজ যম সমীপে উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যম বারংবার তাহাকে অবিদ্যা প্রকৃতির, অতুল ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট প্রেয় বিষয়ের প্রলোভনে, যখন কিছুতেই প্রলোভিত করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে পরা বা বিদ্যা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপরোক্ত নিঃশ্রেয়স পরম মঙ্গলময় শ্রেয় লাভের উপদেশ করিয়াছিলেন। বিষয় কামনা জাত প্রেয় বুদ্ধির তরঙ্গ সংকুল ইহ সংসারে বা স্থূলদেহে, যতদিন ভোগ বিতৃষ্ণা অর্থাৎ বৈরাগ্য না হয়, ততদিন জীব ঐ পরা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় শ্রেয় লাভে অধিকারী হয় না। এতদ্রূপে অধিকারী হইলেই সেই মহাত্মাই ঐ শ্রেয় স্বরূপ শ্রেষ্ঠ সাধনাবলম্বন প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্রেয়স পরম মঙ্গলময়, অব্যয় বিষ্ণুর পরমপদ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণালোক বা চিজ্জ্যোতির দর্শন লাভে সমর্থ ও চিরতরে কৃত কৃতার্থ হয়েন। তাই আমরাও শ্রীগুরু শাস্ত্র আদেশ ও অভিমতে পূর্ব্বাহ্নেই নিবেদন করিতেছি যে, যাহারা দীক্ষা সংস্কারে সংস্কৃতাত্মা, তাহাতে যে মহাত্মার ভগবৎ সাধনার্থে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার যে কোন এক ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন তিনিই সাধনার অবলম্বনাদিতে অতঃপর বিবৃত ক্রিয়াযোগে অধিকারী ও সমর্থ হইবেন। তদ্ব্যতীত বৈরাগ্য বিহীনে, অসংস্কৃতাত্মা স্ত্রী শূদ্রে, ইহার অধিকারী নহেন ; এবং পাঠে অর্থ ধারণায় সমর্থ হইবেন না।

সচরাচর সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই, চরাচর বিশ্বে স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব পদার্থ হইতে, সূক্ষ্মাদপী সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম চিন্তা পর্য্যন্ত, সর্ব্বাবস্থাই কোন না কোন রূপ অবলম্বন ব্যতীত প্রকাশিত হয় না। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের অবলম্বন সূর্য্য, সূর্য্যের অবলম্বন তেজ, তেজের অবলম্বন মরুৎ ; মরুতের অবলম্বন ব্যোম, ব্যোমের অবলম্বন প্রকৃতি প্রকৃতির অবলম্বন পুরুষ। এই পুরুষ বা ব্রহ্ম স্বাবলম্বনে স্বপ্রকাশে সর্ব্বভূতাত্মক। সর্ব্বদেহ পুরির অন্তরতমদেশে শায়িত বলিয়া পুরুষের অবলম্বন স্থূল সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ এবং কারণ বা আনন্দময় দেহ পুর। পুরুষ সমন্বিত পুরির অবলম্বন কর্ম্ম, কর্ম্মের অবলম্বন ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম পদার্থ অক্ষর অবলম্বনে আব্রহ্ম স্তম্ভে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এবম্ভূত

সর্ব্বাবলম্বনের নিতান্ত আলম্বন অক্ষর ব্রহ্মই, সাধকের সাধনার একান্ত অবলম্বন।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান এই অক্ষরকে অব্যক্ত বলিয়াছেন, "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (৮ম অঃ ২১) এই অক্ষর অর্থাৎ অব্যক্তই পরম গতি, যে অবস্থা লাভ করিতে পারিলে পুনরায় প্রত্যাবৃত হইতে হয় না, তাহা আমারই (শ্রীভগবানেরি) পরম ধাম, ঐ অব্যক্ত হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হইয়া, "অব্যক্তাজ্জয়তে প্রাণঃ" (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) জীবদেহে সুষুম্না মধ্যে চিত্রাণী নাড়ী অবলম্বনে প্রণবরূপে পরিব্যাপ্ত। "তন্মধ্যে চিত্রাণী সা প্রণব বিলাসিতা।" (ষটচক্র) অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মই প্রণবময় প্রাণাত্মারূপে, সদা সর্ব্ব যন্তে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই প্রণবময় প্রাণ চক্রই সাধনার অবলম্বন, গীতায় ভগবান পর শ্লোকে আরও বলিয়াছেন ;—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি ॥১৬॥ ৩য় অঃ।

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র, ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপ জীবন সে বৃথা জীবিত থাকে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অবলম্বন সুদৃঢ় হইলে, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তর হয়। নদীর প্রবাহে যে সমস্ত তৃণ শৈবালাদি অবশভাবে ভাসিয়া যায়, যতক্ষণ তাহারা কোন একটি আশ্রয় বা অবলম্বন না পায়, ততক্ষণই ঐ স্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে, ঘাত প্রতিঘাতে, অতলে নিমজ্জন শীল ঘুর্ণাবর্ত্তে, ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া নিমজ্জিত হইতে থাকে, পরে ঘটনা ক্রমে কোনরূপ একটি আশ্রয় বা অবলম্বনে বিধৃত বা সংলগ্ন হইলেই অমনি স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর ঐ প্রবাহের প্রবল বেগ তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বা অবশে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয় না। তদ্রূপ কামজ বিষয় প্রিয় বুদ্ধির প্রবল প্রবাহে অবশে ভাসমান জীব, তাহার অদৃষ্ট ক্রমে সৎসঙ্গ জাত শ্রীগুরু কৃপায়, ঐ দুর্নিবার্য্য আকর্ষণের মধ্যে,

একটি সুদৃঢ় মূলের অবলম্বন প্রাপ্ত হয় বা আশ্রয় করে, তবেই তাহার বিপরীত ভ্রম সংকুল পথ এই স্থূলদেহ রূপ সংসারে, কামজ প্রেয় বুদ্ধির প্রবল আকর্ষণের নিরোধে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর ঐ আকর্ষণ তাহাকে তাহার বিপরীত পথে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বা অবশে পরিচালিত করিতে পারে না। অনাত্ম কামের মনোমোহিনী বিষয় প্রপঞ্চে, মায়া মরীচিকা বজ্রাদপি কঠিনে যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, সৎ সঙ্গাদি শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত জীবের নিকট মায়ার কোন অস্তিত্ব বা শক্তি নাই। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে ॥১৪।৭ম অঃ ॥

সত্বাদি গুণবিকারময়ী অলৌকিক আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা, যাহারা (সৎ সঙ্গাদি শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে কর্ম্মযোগ দ্বারা) মৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় তাহারা এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করে। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

"কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপ ত্রয়ে জারি তারে মারে ॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
তাঁর (গুরু) উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥

এবম্বিধ রূপে শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে প্রাপ্ত, অক্ষর ব্রহ্মই সাধকের বা সাধনার একান্ত অবলম্বন। রজগুণ সমুদ্ভুত কামজ মায়ামরীচিকাময়ী

বিষয় প্রলোভন জনিত প্রেয় বুদ্ধি হইতে মনকে শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে প্রাপ্ত ভগবন্নাম বা মন্ত্র, ঐ অক্ষর ব্রহ্মের অবলম্বনে প্রণবাকারে জপ যজ্ঞে উপাসনাই নিঃশ্রেয়স পরম শ্রেয় লাভের একমাত্র উপায়। বেদ উপনিষদাদি তন্ত্র পুরাণে সর্ব্বশাস্ত্রে একবাক্যে সেই উপদেশই দিয়াছেন। আমরা ক্রমান্বয়ে তাহা দেখাইতেছি। মহাভারত বেদ উপনিষদাদি দর্শন পুরাণে উক্ত আছে—

"তমাত্মানমোমিত্যেবমোঙ্কারালম্বনঃ॥"

সেই নিঃশ্রেয়স পরম মঙ্গলময় প্রাণাত্মা ব্রহ্ম লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ আলম্বন অর্থাৎ অবলম্বনই প্রণব বা ওঙ্কার।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৭॥

কাঠকোপনিষৎ ২য় বল্লী।

এই ওঙ্কারাক্ষরই ব্রহ্ম লাভের অন্যান্য আলম্বনের মধ্যে প্রধান অবলম্বন। ইহার তুল্য অন্য শ্রেষ্ঠ আলম্বন নাই। এই ওঙ্কার স্বরূপ আলম্বনকে বিদিত হইলে মানব ব্রহ্ম ধামে অর্চ্চিত হয়।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বাযোযদিচ্ছতি তস্যতৎ॥১৬॥

কাঠকোপনিষৎ ২য় বল্লী।

এই ওঙ্কারই অক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপ, এই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরই পর ব্রহ্ম স্বরূপ, এই ওঙ্কার স্বরূপ অক্ষরের আরাধনা করিয়া যিনি যাহা বাসনা করেন (অর্থাৎ পর ব্রহ্ম বা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন,) তিনি তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হন।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥১৫॥

কাঠকোপনিষৎ ২য় বল্লী।

যাঁহাকে লাভার্থে সমস্ত প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভের জন্য গুরু সদনে অবস্থিতি পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদ আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, এই ব্রহ্ম ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পদার্থ।

তস্যবাচকঃ প্রণবঃ ॥ তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥
ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমেঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৭।২৮।২৯।

পাতঞ্জল দর্শন সমাধি পাদঃ।

সেই ব্রহ্মের বাচক প্রণব। এই প্রণব জপ করিতে করিতে এবং তাহার অর্থ ভাবিতে ভাবিতে তাহাতে একাত্ম হওয়া যায়। নিরন্ত প্রণব জপ এবং নিজ দেহ মধ্যে তাহাকে চৈতন্যরূপে ভাবনা করিলে, সমস্ত যোগ বিঘ্নই অপসারিত হয় ও হৃদগুহাস্থিত চৈতন্যময় আত্মাকে জানা যায়। তাঁহাকে জানিলে স্বভাবতঃ সমধি শক্তির স্ফুরণ হয়।

পরং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠাপ্য প্রণব প্রত্যয়েন তু।
প্রণবেন স্বয়ং দেব একো নিত্যঃ স্বরূপধৃক্ ॥

পরব্রহ্ম প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত। স্বদেহে প্রণবের প্রত্যয় অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা জানিতে হয়। তাহাতে প্রণবের সহিত তোমার নিত্য স্বরূপে একত্বরূপে অবস্থিতি হইবে।

তস্মাত্তু নিত্যং সেবেত সর্ব্বাঙ্গং পরমেশ্বরম্।
ওঙ্কারে তু সমারোপ্য পরং ব্রহ্ম বিচিন্তয়েৎ ॥

সেই নিত্য পরমেশ্বর বাচক ওঙ্কারাকারে পরব্রহ্মের সম্যক্ আরোপ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা ঐ ব্রহ্ম বস্তু প্রণবের বিশেষ রূপে চিন্তা করিবে।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সঞ্চিন্তয়েদ্‌যতিঃ।
শব্দ ব্রহ্মাদি রূপেণ, শব্দাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥

যতি অর্থাৎ সাধক ওঁ এই একাক্ষর নিত্য ব্রহ্মকে মূলাধারাদি আজ্ঞা পর্য্যন্ত সুষুম্না প্রবাহে, অনাহত ধ্বনি শব্দ ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে করিতে শব্দাতীত অব্যক্ত নিরঞ্জন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রয়ো মাত্রা স্ত্রয়াক্ষরা।
তস্যোচ্চারণ মাত্রেণ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

ওঙ্কারই ভগবান বিষ্ণু। ত্রিমাত্রা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং ত্রি অক্ষর অকার উকার মকারে তাহার উচ্চারণ মাত্রেই জীব পর ব্রহ্মে গতি প্রাপ্ত হন।

ওঙ্কারপ্রভবা দেবা ওঙ্কারপ্রভবাঃ স্বরাঃ।
ওঙ্কার প্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম॥

ওঙ্কারের প্রভাবেই সকল দেবতা এবং স্বর অর্থাৎ স্বর গ্রাম, বর্ণাদি এবং শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত হইয়াছে। এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডস্থ ত্রৈলোক্য অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এবং সকল জীব দেহাদি সর্ব্ব পদার্থই ওঙ্কারের প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে।

অষ্টাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদেবতাঃ।
ওঙ্কারং যোঽভিজানাতি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকম্॥

এই ওঙ্কার, মূলাধারাদি ষটচক্র এবং নাদ অর্থাৎ মায়া ও বিন্দু এই অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। ভূলোক মূলাধার, ভূব স্বাধিষ্ঠান, স্ব মনিপুরাদি আজ্ঞা এবং নাদ বিন্দু এই চতুষ্পাদ এবং হৃদি নাভি মূর্দ্ধা এই ত্রিস্থান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রাণাত্মা এবং ব্রহ্ম এই পঞ্চদেবতায় ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ত্রিদেবাত্মকে জীব শরীরে বিরাজিত আছেন।

ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রয়ো মাত্রাং ত্র্যয়াক্ষরম।
ত্রিমাত্রং সার্দ্ধমাত্রঞ্চ প্রণবঞ্চ বিশেষতঃ॥

ত্রিস্থান হৃদি নাভি কণ্ঠ; ত্রিমাত্রা হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত; মাত্রা ত্রয় ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাত্মকে ত্রিমাত্রা উৎপত্তি স্থিতি লয়ে; অর্দ্ধ মাত্রা মায়াতীত সম্বিৎ শক্তি যোগে প্রণব বা ওঙ্কারাকৃতি সবিশেষভাবে অবস্থিতি।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা॥২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

গীতা ১৭শ অঃ।

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের, মুখপদ্ম বিনিঃসৃত প্রকৃত নির্দ্দিষ্ট নাম। পুরাকাল হইতে এই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়া থাকে। অতএব ওঁ এই নাম ব্রহ্ম (উৎ, ঊর্দ্ধে+আহৃত=উদাহৃত) শক্তি আকর্ষণে ওঙ্কারাকারে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞদান তপ ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি উপদেশে বলিয়াছেন, মহাবাক্য প্রণব বেদের নিদান অর্থাৎ একমাত্র কারণ। ঐ ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব আশ্রয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধ্ব লিঙ্গং বিরূপাক্ষং, বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ বেদ।

যিনি ঋত অর্থাৎ একাক্ষরময় প্রণবাত্মক ও সত্য অবিনশ্বর পরব্রহ্ম তাহাতে যিনি ভক্তানুকম্পার্থে, দক্ষিণ ভাগে নব ঘন শ্যাম কৃষ্ণবর্ণ ও বামভাগে তড়িতাভ গৌর অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণে, অর্দ্ধ নারীশ্বরে পুরুষ স্বরূপে, যোগ বা মিলনাবস্থায় শক্তি ঊর্দ্ধ উত্তোলনে বিস্তৃত রহিয়াছেন; তাহাতে বিরূপাক্ষ অর্থাৎ অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতি হইতে বিরূপ, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে অক্ষি অর্থাৎ দৃকশক্তি যাঁহার, সেই বিশ্বরূপ ওঙ্কারাত্মক যুগলমূর্ত্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

অরাইব রথ নাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মনাঃ ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ মণ্ডুকোপনিষৎ ২য় খণ্ডঃ।

রথ নাভিস্থ অর সমূহ যেরূপ মিলিত হইয়া আবার তাহার কেন্দ্র স্থানে সম্প্রবিষ্ট আছে ; তদ্রূপ হৃদয়ের যে স্থানে নাড়ী সকল প্রবেশ করিয়াছে সেই হৃদয়াভ্যন্তরে (গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে) বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষী ভূত আত্মা, চিত্ত বৃত্তি দ্বারা প্রণবের আশ্রয়ে বহুধা সম্পন্ন হইয়া শোভমান রহিয়াছেন, সেই প্রণবকে আশ্রয় করতঃ যথা কথিত রূপে, আত্মাকে চিন্তা কর। ভব সমুদ্রের পরপার প্রাপ্তি বিষয়ে তোমরা নির্ব্বিঘ্ন হও। তোমরা অবিদ্যা বিবর্জ্জিত ব্রহ্ম স্বরূপ বিদিত হও।

সর্ব্ব শাস্ত্র ও গুরু বাক্যে প্রণব ভগবদুপাসনার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের অধীনে যে পদার্থই ব্যক্ত চরাচরে আবির্ভূত হইবে, তাহারি অবলম্বন প্রণব। সমষ্টি বিরাট জগৎ হইতে ব্যষ্টি জীবের স্থূলদেহ পর্য্যন্ত, সর্ব্বাবস্থায় সকল পদার্থই প্রণবের শক্তিতে উৎপত্তি হইয়া ঐ প্রণব অবলম্বনেই বিধৃত রহিয়াছে। বৃক্ষের সত্তা যেমন ফুল হইতে ফলে, ফল হইতে বীজে, বীজ হইতে আবার বৃক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়। এই জগৎ ও জীবের সত্তাও সেইরূপ ষটচক্র রূপ ফুল হইতে, সূক্ষ্মদেহ রূপ ফলে এবং ঐ ফল হইতে প্রকৃতি পুরুষের মিলন রূপ বীজ, আর ঐ বীজ হইতে দৃশ্যাত্মক স্থূলদেহ বৃক্ষরূপে আবির্ভূত হয়। যে মহাশক্তির অবলম্বনে, ঐ অবস্থাদির পরিবর্ত্তন হয় তাহাকেই প্রণব বলে। প্রণবের অকারাত্মক শক্তিতে উৎপত্তি হইয়া উকারাত্মক শক্তিতে স্থিতি লাভে মকারাত্মক শক্তিতে অবস্থিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। দৃশ্যাত্মকে স্থূলদেহ ও জগদ্রূপে অবস্থিত অবস্থায় জীব যদি প্রণবের মকারাত্মক পরিবর্ত্তনে চৈতন্যাত্মক প্রাজ্ঞাত্মা প্রাণে স্থিতি লাভে সমর্থ না হয়, তবেই পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি শক্তির অধীনে স্থূলদেহ রূপে, স্বকৃত কর্ম্ম পরিপাকে জ্ঞান লাভার্থে সংসারে আবির্ভূত হইতে থাকিবে। এই এবম্ভূত পরিবর্ত্তন ব্যাপার প্রণবের যে শক্তির বলে সম্পন্ন হয় তাহাকে অনুলোম গতি বলে। এই অনুলোম গতিতে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জীব ও জগতের সৃষ্টি বা উৎপত্তি। জীব ও জগতের আদিম মূল বা প্রকৃত স্বরূপাবস্থা দিব্য চিজ্জ্যোতিঃ কণা প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ। এই

প্রাণ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ, পরিপূর্ণ মহান্ ব্রহ্মাগ্নির ক্ষুদ্রাংশ বিশেষ বলিয়া অভিহিত। অব্যক্ত ব্রহ্মাগ্নি হইতে অব্যক্ত কারণে, ঐ প্রাণ স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইয়া, ব্রহ্মশক্তি মায়া আশ্রয়ে পরিচালিত হইয়া অকার উকার মকারে, উৎপত্তি স্থিতি লয়ে, জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হয়। প্রাণের এই মায়া আশ্রয়ে অকার উকার মকারে, যে জীব ও জগদ্রূপে পরিণতি তাহাই প্রাণ-প্রবাহ বা প্রণব। ইহাকেই অনুলোম গতি বলে। জ্যোতিঃ পদার্থ যেমন বস্তু বিশেষে প্রতিফলিত ও প্রতিরুদ্ধ হইয়া ঐ বস্তুকে নাম রূপে বিশেষিত করে, ঐ প্রাণরূপ দিব্য চিজ্জ্যোতিঃ পদার্থ ও সেইরূপ মায়া প্রকৃতির ত্রিগুণে উৎপন্ন, হিরণ্যগর্ভে প্রতিফলিত এবং গুণ বিকার সম্ভূত অহংতত্ত্বে প্রতিরুদ্ধ হইলে, ঐ প্রতিরুদ্ধ অবস্থাপন্ন জীবাত্মা স্বকৃত কর্ম্ম পরিপাকে প্রাণাত্মা বা প্রণব প্রবাহে স্থিতি বা জ্ঞান লাভার্থে বারংবার স্থূলদেহ ধারণে জগতে আবির্ভূত হয়। ইহাকেই অনুলোম গতিতে স্থূলদেহ সংসার প্রাপ্তি বলে। এই স্থূলদেহ বা সংসার বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে, অর্থাৎ প্রণবাকার প্রাণ প্রবাহের ঊর্দ্ধ ভাগ মহদাদি হিরণ্যগর্ভে। ঐ মূলাবলম্বনে এই দেহ বা জগৎ সংসার, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে—

"ঊর্দ্ধ মূলোঽবাকৃশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রস্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে ॥
তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে,
তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥১

কাঠকোপনিষদ ৩য় বল্লী।

অনুবাদ ১৪৩ পৃষ্ঠায় আছে। শ্রুতি এই স্থূলদেহ বা জগৎ সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া, এই তরুর মূল ঊর্দ্ধে পরম বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ বলিয়াছে। পরব্রহ্মের দিব্য চিজ্জ্যোতিঃ কণা প্রাণ, মায়াশ্রয়ে প্রণব প্রবাহাকারে মহদাদি হিরণ্যগর্ভে আসিলে, উকারাত্মক স্থিতি শক্তি বিষ্ণু, যোগ নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রকৃতির

মায়াতীত ভাবে যে স্বরূপে অবস্থান তাহাই বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ। এই পরম পদ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ। মায়াশ্রয়ে মহদাদি হিরণ্যগর্ভাখ্যায় প্রণব প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া, আপন স্বরূপাবস্থায় মায়াতীত ভাবে অর্থাৎ ওঙ্কারাকৃতির পৃষ্ঠভাগ অর্থাৎ বহির্দ্দেশ দিয়া পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবে অখণ্ড মণ্ডলাকারে সংযুক্ত বা মিলিত থাকেন। প্রকৃত প্রণব বা ওঙ্কারাকৃতির পশ্চাদ্ভাগে উভয় প্রান্তে বক্রাকার অর্থাৎ "S" এই আকারের মতন যে রেখা, উহাই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের মায়াতীত ভাবে দীপ কলিকাকারে হৃদপদ্ম অভ্যন্তরে নিত্যপ্রতিষ্ঠ গতি। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাকে "অতএব প্রাণঃ॥" "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ॥" "গুহাং প্রবিষ্টা বাত্মনোহি তদ্দর্শনাৎ॥" প্রভৃতি সূত্রে আত্মদর্শন জনিত অসঙ্গতারূপ শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকে সম্বিৎ শক্তি বলে। এই শক্তি বলে শ্রীভগবানের জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চার হয় "কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।" এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, দেহাদি রূপ জগৎ সংসার তরুর মূলীভূত, ব্যাপক এবং অবিনাশী স্বভাব্ শুদ্ধ ব্রহ্ম বস্তু। এই ব্রহ্ম বস্তু প্রাণকে অবলম্বন করিয়া সত্যাদি সমস্ত ঊর্দ্ধ লোক অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি মহৎ পুরুষ প্রকৃত্যাত্মক মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং এবং অধঃলোক ভূর্ভুবস্বঃএবং সমষ্টিভূত বিরাট জগৎ এবং ব্যষ্টি ভূত জীবদেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধ্ব মূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্যপর্ণানি যস্তং বেদ সবেদবিৎ॥১

ঊর্দ্ধে (মধ্য প্রদেশস্থ নাভি, মণিপুর ঊর্দ্ধে) হৃদ্পদ্মে যাহার মূল, এবং অধঃ (মণিপুর নিম্নে মূলাধার পদ্মে) যাহার শাখা (জীবাত্মা) পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিহেতু প্রবাহরূপে মূলের সহিত বিচ্ছেদাভাব বশতঃ অব্যয়, এতাদৃশ প্রাণাত্মা সহ জীবাত্মার এই স্থূলদেহ সংসার অশ্বত্থ নামে আখ্যাত। বেদ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোপদেশই ইহার পত্র। এই অশ্বত্থকে যিনি জ্ঞাত হইতে পারেন তিনি বেদবিৎ।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণ প্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্য লোকে ॥২॥

"গীতা ১৫শ অঃ।"

ঐ অশ্বত্থের শাখা সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সত্ত্বাদি গুণরূপ জল সেচনে ছন্দ বা বেদোক্ত কামনারূপ পল্লব বিশিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধ এবং অধঃ বিস্তৃত আছে। জীবাত্মার কর্ম্মের অনুবন্ধনে তাহার মূল অধঃ অর্থাৎ মূলাধারে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।

মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্নায় ষটচক্র মধ্যে হৃদ্‌পদ্ম অনাহতস্থ গুপ্ত অর্থাৎ দ্বাদশ দল অনাহত হইতে সতন্ত্র থাকিয়াও তন্মধ্যবর্ত্তী অষ্টদল পদ্মে যে চিজ্জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের অবস্থিতি, তিনি মায়াশ্রয়ে ষট্‌চক্রে প্রণবাকারে প্রাণ প্রবাহে, জ্যোতিঃ, গতি ও ধ্বনি অর্থাৎ নাদাত্মক হইয়া বিরাজিত আছেন। আবার মায়াতীত অবস্থায় ওঙ্কারাকৃতির পৃষ্ঠ অর্থাৎ বহির্দ্দেশ দিয়া ঐ অনাহতস্থ গুপ্ত অষ্টদলে অবস্থিত রহিয়াছেন। দীপ কলিকা যেমতি এক স্থানে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া তাহার জ্যোতিঃ ও গতি ধর্ম্মে, ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র বস্তু প্রকাশে বিস্তৃত থাকে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপ কলিকাকার প্রাণাত্মা ও তদ্রূপ তাহার নাদাত্মক জ্যোতিঃ ও গতি ধর্ম্মে, ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র পঞ্চভূতাত্মক সকল বস্তু এবং অহংতত্বকে প্রকাশিত করিয়া, অষ্টদল দীপ কলিকাকারে এবং ষট্‌চক্রে প্রাণ প্রবাহে প্রণবাকারে বিস্তৃত আছেন। বেদ উপনিষদ ভাগবতাদি সর্ব্বজন প্রমাণ্য শাস্ত্রে তাহার ভূরি প্রমাণ আছে,—

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্যহত্যতিষ্ঠেদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

"বেদ পু, সূ,।"

সহস্র অর্থাৎ অনন্ত শির, অক্ষি ও পাদ সমন্বিত পুরুষ অর্থাৎ

প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, সর্ব্ব ভূমি (সপ্তলোক বা ষটচক্রাদি) প্রকাশে নিজ জ্যোতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দশাঙ্গুল প্রমাণ এই হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

হৃদি স্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং সকর্ণিকং কেশরমধ্যনীলম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মনুয়ো বদন্তি ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণম ॥

"শ্রুতি।"

হৃদয় অর্থাৎ অনাহত পদ্মস্থ অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে, নীলবর্ণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বিরাজিত আছেন, মুনি সকলে তাঁহাকে এইরূপেই বলেন, এবং সতত ধ্যান করেন, বিষ্ণু স্বরূপে ইনিই পুরাণ পুরুষ।

অধোমুখং হৃদিপদ্ম মূর্দ্ধন্তু প্রণবেন চ।
গত্বাতু পদ্মকোষাণং বিকারব্যধিনাশনম্ ॥

"শ্রুতিঃ।"

হৃদিপদ্ম অধোমুখ। প্রণবের গতিতে ও তদ্ধ্যানে ঐ পদ্ম উর্দ্ধ মুখ হইয়া যায়। তাহাতে সকল বিকার ও ব্যাধি নাশ পায়।

স এষজীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ
মনোময়ং সূক্ষ্ম মুপেত্যরূপং
মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥

"শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্দ।"

ষট্‌চক্র সকলের মধ্যে যাঁহার প্রকাশ, সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর, নাদ সম্পন্ন হইয়া, প্রাণ আখ্যায়, চক্ররূপ গুহা গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে প্রবেশ করতঃ সূক্ষ্ম মনোময় রূপ লাভ করিয়া হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতমাত্রায় উদাত্তাদি স্বরে ও অকারাদি বর্ণে অতি স্থূল হন।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা, অংশ ও পরিমাণ হীন বিন্দুরূপে, অখণ্ড মণ্ডলাকারে সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া, জীবদেহে ব্রহ্মরন্ধ্রে, সহস্রদল কমলে বিরাজ মান। তাহারই শক্তি নাদাত্মক মায়াশ্রয়ে প্রাণ প্রবাহ

প্রণবাখ্যায়, ষটচক্র অবলম্বনে, অনুলোম গতিতে প্রবাহিত হইয়া জীব ও জগৎরূপে পরিণত হইতেছে। ইহা মায়া বা গুণ প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক প্রবাহ। পরব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছাযুক্ত অবস্থাই পরম বিষ্ণু পুরাণ পুরুষ নামে অভিহিত। ইঁহারই ইচ্ছায়, তদীয় শক্তি স্বরূপিনী আদ্যা মহাশক্তি, প্রাণ প্রবাহ প্রণবরূপে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্ট পদার্থ জীব ও জগৎ ঐ মহাশক্তি, ব্রহ্মসূত্র ক্ষেত্র প্রণবে গ্রথিত রহিয়াছে। জীবদেহের ব্রহ্মতালুই ওঙ্কারের বিন্দু স্থান। তন্নিম্নে আজ্ঞার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নাদ স্থান। আজ্ঞাদি ষট্ চক্রই উহার শরীর স্থান। ব্রহ্মশক্তি বিন্দু হইতে মায়া গর্ভাশ্রয়ে, প্রথমতঃ পুরুষ প্রকৃতি স্থান আজ্ঞা বা তপলোক হইয়া, বিশুদ্ধ জনঃ বা ব্যোম স্থান, পরে অনাহত—মহঃ বা মরুৎ স্থান, তথা হইতে মণিপুর স্বঃ বা তেজ স্থান, তদনন্তর স্বাধিষ্ঠান-ভূবঃ বা অপ্ স্থান, অবশেষে মূলাধার-ভূঃ বা ক্ষিতি স্থান পর্য্যন্ত পরা প্রকৃতিরূপে প্রবাহিত হইলে, প্রকৃতি পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলদেহ সৃষ্টি করেন। পরা প্রকৃতির এই সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্বে, পরব্রহ্মের ইচ্ছা সম্ভূত ক্রিয়াশক্তি মায়াশ্রয়ে চালিত হইলেই; দধি মথনে ননী (মাখন) যেরূপ সতন্ত্র হইয়া, ঐ দধি দুগ্ধোপরি ভাসমান থাকে; তদ্রূপ প্রণবদণ্ডে প্রকৃতি মথনে, ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি দীপ কলিকাকারে পরম বিষ্ণু পুরাণ পুরুষ নামে সতন্ত্ররূপে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে প্রকাশিত থাকেন। এই অবস্থার সহিত মায়া বা গুণ প্রকৃতির সংস্রব না থাকায় সতন্ত্রতা হেতু, বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে অভিহিত। ইনিই যোগনিদ্রামগ্ন গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ। ইহারই নাভি কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহ উপগ্রহ সহ চতুর্দ্দশ লোক সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ইহা ঐ একৈকমূর্ত্তি পদ্মনাভ নারায়ণের নাভি পদ্ম সম্ভূত ব্রহ্মার সমষ্টি সৃষ্টিতত্ত্বে হিরণ্যগর্ভাকারে প্রণবের গর্ভ রহস্য। ব্যষ্টি জীবদেহে, অনাহত বা হৃদয়াদি নাভি মণিপুর প্রদেশে ঐ হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রণব গর্ভের কার্য্যশক্তি, হিরণ্যগর্ভের আলোচনায় এ সমস্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রণবের নিম্নাংশ সম্ভূত অহংতত্ত্ব হইতে, পঞ্চীকরণে জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সমন্বিত স্থূলদেহ অন্নময় কোষ উৎপন্ন হইলে, ঐ কোষের নাভি পর্য্যন্ত, প্রণবময় প্রাণ প্রবাহের ক্রিয়াশক্তি কর্ম্ম করিতে থাকেন। এবং এই কর্ম্মেই স্থূল শরীরের পরিপোষণ, সংরক্ষণ, পরিচালনাদি হইতেছে। প্রাণাত্মার অনুলোম প্রবাহে স্থূলদেহে নাভি পর্য্যন্ত গতির শেষ সীমা। এই সীমা হইতে ঐ গতি বিলোম প্রত্যাবর্ত্তনে অর্থাৎ ফিরাইয়া যথাগত পথে উর্দ্ধে উৎক্রম করার নামই সাধনা বা জীবাত্মার ক্রিয়াযোগে পরমাত্মায় মিলন। জীবাত্মার বিলোম গতির প্রত্যাবর্ত্তনে প্রাণ প্রবাহে প্রণবাশ্রয়ে, বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদের দর্শন লাভ, তাহাই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও ভক্তিযোগে, সন্ধ্যাবন্দনাতে ভগবদুপাসনায়, নাম মন্ত্র গায়ত্রী প্রভৃতি যে কিছু উপদেশ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, সমস্ত পদ্ধতির অবলম্বন ঐ প্রণব। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইব।

সাধক যতদিন তাহার প্রাণরূপ প্রণবকে সাধনার অবলম্বন স্বরূপে প্রাপ্ত না হইবেন, ততদিন অন্য কোন উপায়ে কিছুতেই প্রকৃত শান্তি লাভে সমর্থ হইতে পারেন না। মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংসার মোহে বিষয়াসক্তি, বৈরাগ্য অভ্যাসে সংযত করিতে না পারিলে ঐ অবলম্বন প্রাপ্তির অধিকার হয় না। এইজন্য শাস্ত্র, স্ত্রী ও শূদ্র প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্যকে বেদ বা প্রণবে, অনধিকার বলিয়াছেন।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদ পাঠা ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

জীব জন্ম মাত্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। সংস্কার অর্থাৎ দীক্ষা উপনয়নে মন্ত্র গায়ত্রী প্রাপ্ত হইলেই দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন। বেদ অর্থাৎ ব্রহ্মভাব অভিজ্ঞানে বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হয়েন।

উপনয়নাদি দীক্ষা সংস্কারে, গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্মভাব উদ্বোধক মন্ত্র গায়ত্রী প্রাপ্ত হইলেই, সাধক প্রণব অবলম্বনের অধিকারী হয়েন।

কর্ণে মন্ত্র গায়ত্রী প্রদত্ত হইলে কুলকুণ্ডলিনীর লক্ষ্য ও উদ্বোধন হয়। তাহাতে জীব হংস বিলোম প্রত্যাবর্ত্তনে অর্থাৎ নাভি হইতে ফিরিয়া সুষুম্না সঞ্চারী হয়, এইজন্য সংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন। আর দ্বিজত্ব হইতেই জীবাত্মার প্রাণ প্রবাহ প্রণব অবলম্বনে, প্রাণ স্বরূপ পরমাত্মার দর্শন বা মিলন লাভ। এই মিলনের জন্যই জীবের, মনুষ্য জন্মে মেরুদণ্ড যুক্ত মানব দেহ গ্রহণ। দেবতাদি সূক্ষ্মদেহে মেরুদণ্ড সুষুম্না ও তন্মধ্যস্থ ষট্‌চক্রাদি না থাকায়, সে দেহে পরমাত্মার দর্শন বা মিলন লাভ হয় না। তাই মনুষ্য জন্ম দেব দুর্ল্লভ জন্ম। এই দেব দুর্ল্লভ জন্মলাভে যদি ঐ সুষুম্নাস্থ ষট্‌চক্র প্রবাহী প্রণবময় প্রাণ প্রবাহের অভিজ্ঞান না হয় তবে তাহার জীবন ধারণই বৃথা। "অঘায়ুরিন্দ্রিয়রাম মোঘং পার্থঃ সজীবতি।"

এই প্রণবই পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের অতি প্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম, অন্যান্য যত ভগবন্নাম প্রচার আছে, সেই সমস্ত নামের সহিত প্রণবের কোন পার্থক্য বা সতন্ত্রত্ব নাই। বৃক্ষের মূল অবলম্বনে যেরূপ বহু শাখা প্রশাখায়, অনন্ত পত্র পুষ্প ফল পল্লব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বহু সম্প্রদায়ের সকল নামই ঐ মূল বৃক্ষ প্রণব অবলম্বনে প্রকাশিত মাত্র। যিনি যে নামই গ্রহণ করুন না কেন, সেই নামের ভাবার্থের অভিজ্ঞানে, নিজ শরীরে প্রণবের উদ্ধার ও তদাবলম্বনেই সাধনা করিতে হয়। আর তাহাই নাম সংকীর্ত্তনে পরমানন্দ রসে পরিতৃপ্ত হইবার উপায়।

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিকাশনং, বিদ্যাবধূ জীবনং॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

যাহা চিত্তরূপ দর্পনের অবিদ্যা মলাপহারক ও ভবরূপ মহা-দাবাগ্নির নির্ব্বাপক, যাহা দ্বারা শ্রেয়ঃ রূপ শুভ্র ও গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম

বিকশিত হইয়া প্রণবময় ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী পরা বিদ্যা বধুর জীবন সঞ্চারণা করায়, তাহাতে আনন্দ সিন্ধু বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত রসাস্বাদনে সকল জীবাত্মাকে স্নাত করাইয়া পরমানন্দ রসে পরম পরিতৃপ্ত করে; সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনে নৈব সর্ব্ব স্বার্থোঽভি লভ্যতে॥

"ভাগবত ১১শ।"

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ, এই কারণে কলিকে অতিশয় আদর করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কেবলমাত্র হরি সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলি কালে কেবলমাত্র হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি নাই। বিচারাদি সিদ্ধান্তের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমে বায়ু নিরোধে যোগের দ্বারা চিত্ত বৃত্তি নিরোধ ব্যতীত, কেবলমাত্র নাম যজ্ঞ দ্বারা প্রণবময়ী ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী পরা বিদ্যা বধুর জীবনীশক্তি সুষুম্নায় সঞ্চারিত হইবে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে নঃ কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমাদৃশামিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবান! তোমার এমন কৃপা যে, তুমি আমাদের জন্য শক্তিশালী নাম প্রচার করিয়া তাহাতে তোমার নিজের সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। আর আমাদিগকে নাম স্মরণ ও গ্রহণের জন্য প্রচুর সময়, সুযোগ ও সুবিধাও দিয়াছ; অথচ নাম গ্রহণের কোনও

কালাকাল নিয়মিত কর নাই। কিন্তু আমি এমন দৈবদুর্ব্বিপাকগ্রস্ত যে, তোমার এমন শক্তিশালী মধুর নামে ও আমার অনুরাগ জন্মিল না। জ্ঞান গুরু ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন—

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎকুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তে স্বান্তে প্রলীণে প্রকটিতে গহণে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ ব্রহ্মবাচ্যং সকল মভিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

"অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র।"

পদ্মাসন যোগাসনে,　　উপবেশি একমনে ;
পদ্ম নাল মত মুখ করিয়া ব্যাদান।
পবিত্র ওঙ্কার পূর্ণ,　　সর্ব্বশ্বাস ক্রিয়া শূন্য
কুম্ভক যোগের প্রভু করিয়া সাধন ;—
আপনার মাঝে প্রভু,　　হেন না হেরিনু কভু,
শান্ত সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ ভীষণ ;
ঘুচেছে ভিতর যার,　　মুছে গেছে সচরাচর ;
আলোর সাগরে শুয়ে আনন্দ গর্জ্জন !
আপনার মাঝে প্রভু,　　হেন না হেরিনু কভু,
অন্ধকার আলো হয় জ্যোতির পরশে ;
চৈতন্য সাগর পরে,　　বিরাট গম্ভীর ধীরে,
তোমার পরাখ্য জ্যোতি বিতত বিকাশে !
হেন দীপ্ত প্রাণে প্রভু !　　জীবনে হেরিনে কভু,
পূর্ণ ব্রহ্ম রূপী লিঙ্গ সমুদিত তব ;
আমার অশেষ দোষ,　　ক্ষমা কর আশুতোষ,
জয় শম্ভো !—মহাদেব ! দেব শিব শিব।

"সাধন সপ্তকম্।"

ভগবন্নাম অপরাধ শূন্য হইয়া জপ করিতে হয়। সেই অপরাধ দশটি। বৈষ্ণবের নিন্দা, বিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্যমনন,

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বর্জ্জনে শাস্ত্রাদির নিন্দা। শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্য বুদ্ধি করা। ভগবন্নামে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা কল্পনা করা। ভগন্নামের প্রকারান্তরে, (ব্রহ্ম বিদ্যা প্রণব ব্যতীত) অর্থান্তর কল্পনা। নাম বলে পাপ প্রবৃত্তি (নাম করিলে পাপ বিনাশ হয়) ইহা জানিয়া পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা। শ্রদ্ধা বিহীন জনে নামোপদেশ দান। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে প্রীতি না হওয়া, এই দশ প্রকার অপরাধ। এই অপরাধ শূন্য হইয়া ভগবৎ নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতে হইলে,অন্য সকল বাহ্য ভাব ছাড়িয়া প্রণব অবলম্বনই প্রকৃষ্টতম উপায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে ;—

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।

* * * *

ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহ দেহি ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

* * * *

সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।

* * * *

নাম প্রেমমালা গাথি পরাইল সংসারে।

* * * *

শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।

* * * *

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥

তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষ করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥

শ্রীগুরু প্রদত্ত ভগবৎ নাম বা মন্ত্রই বীজ। ঐ বীজ গুরু কৃষ্ণ প্রসাদরূপশক্তিসঞ্চারে অঙ্কুরিত হইলে, প্রণব রূপা ভক্তি লতার আকার ধারণ করে। শ্রীগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণে, ঐ বীজ মূলাধারে আরোপণ করিয়া, গুরু শাস্ত্র মুখে বীজ মন্ত্রের প্রণববাচক অর্থ শ্রবণ মননরূপ জল সেচন করিতে থাকিলে, অঙ্কুর উৎপন্ন অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর চৈতন্যশক্তি সঞ্চারে প্রণবাকারে, ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ রজঃ গুণোৎপন্ন প্রাণ প্রবাহের প্রণবগতি বিগত হইয়া, পরব্যোম প্রাপ্ত হইলে, সম্বিৎ অবলম্বনে গোলক মধ্যে হৃদি বৃন্দাবনে—গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে কৃষ্ণচরণ রূপ কল্পতরু আরোহণ করে। সেইখানে নানারূপ লীলা রসাস্বাদনে বিস্তারিত হইয়া প্রেমফলে ফলবান হয়। এই অবস্থায় সাধক বা প্রেমিক ভক্ত, শ্রীভগবানের গুণ ও লীলা বর্ণনাদি শ্রবণই নিত্য রস প্রদান করেন। ইহাই প্রণব অবলম্বনে নাম জপের চূড়ান্ত অবস্থা। জনৈক ভক্ত সাধক তাঁহার রচিত পদাবলীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

আরাধনে রাধা,　　মূলাধারে সাধা ;
কুণ্ডলিনী নিদ্রাবতী।
শতদলোপরি,　　বসতি মুরারী
মিলিত হয়রে যদি ;
সে রাধে গোবিন্দ　　নামেতে আনন্দ ;
হৃদয়ে সে জ্যোতি খেলে ;
নতুবা সকল　　বৃথা গণ্ডগোল
যম কি কথায় ভু'লে ?

ভক্তিশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই, একমাত্র ওঙ্কারই সাধনার অবলম্বন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানী ভক্ত যোগী

প্রভৃতি সাধক মহাজনবর্গও শ্রীগুরু উপদেশে প্রথম হইতে ওঙ্কার অবলম্বনেই সাধনা আরম্ভ করেন। সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধনালয় নিজদেহে, ওঙ্কারাকৃতির অনুরূপে প্রাণ প্রবাহে তাহার গতি অনুভব করিতে হয়। দীক্ষা কালে শ্রীগুরু, শিষ্যের হংসাখ্য জীবনী শক্তিটী, আপন শক্তি সঞ্চারণার বলে, ফুসফুস হইতে ফিরাইয়া সুষুম্নায় সঞ্চারিত করিয়া দেন, পরে ঐ শক্তি নাভিমণিপুর, হৃদি অনাহত, ললাট ও আজ্ঞায়, সাধক কর্ত্তৃক প্রাণায়ামাদি সাধনায় পরিচালিত হইয়া, প্রাণ প্রবাহ প্রণবাকারে পরিণত হয়। গায়ত্রী মন্ত্রাদিতে সন্ধ্যা বন্দনায় ভগদুপাসনার ইহাই সাধন রহস্য। ইহারি নাম শ্রীগুরু কৃপায় শক্তি সঞ্চার বা কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে, পরাখ্য সুষম্নায়, ভগবৎ নাম কীর্ত্তন, মন্ত্র, গায়ত্রী জপযজ্ঞ এবং প্রাণায়ামাদি সাধনা। ইহাতে শাক্ত বৈষ্ণবের সাধন ভেদ নাই, সম্প্রদায় বিশেষের কোন গুহ্য সাধন বিশেষত্ব ও নাই। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রের অধিকারের তারতম্য নাই। এ সাধারণ সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম, আত্ম জ্ঞান ভক্তি লাভের অধ্যাত্ম পথ। ভগবৎ পিপাসা প্রাণে জাগিলেই এ পথে সকলেরি চলিতে হইবে। এ পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে সে পরা প্রকৃতি রাজ্যের রাজরাজেশ্বর শ্রীভগবানের দর্শন বা মিলন হয় না। জীবদেহে এ পথের দিঙ্‌নির্ণয় পরেই করিতেছি। এই ওঙ্কার উপাসনায় সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে উপদেশ আছে,—

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্‌ ॥১॥

"ওঁ" এই অক্ষরটি, পরব্রহ্মের অতি প্রিয়তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। এই অক্ষরকে কর্ম্মযোগ দ্বারা উদ্‌গীথ (উৎ, উর্দ্ধ+গীথ, কীর্ত্তন) উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উপাসনা করিবে। সেই উদ্গীথাবয়ব অক্ষরের ব্যাখ্যা করিতেছি।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ,
আপামোষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ,

**পুরুষস্য বাগ্‌রসঃ, বাচঋগ্‌রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ,
সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ ॥২॥**

পৃথিবী, এই চরাচর ভূত সমূহের রস অর্থাৎ গতি। পৃথিবী অবলম্বনে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থই উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে। পৃথিবীর রস জল। জল, পৃথিবীর মধ্যে ঊর্দ্ধ অধঃ ওতপ্রোত রহিয়াছে। ওষধি (বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি) জলের সারভূত রস। এই ওষধি সমূহের সার ভূত পুরুষ শরীর। এই শরীর যুক্ত পুরুষের সাররস বাক্ অর্থাৎ বাক্য বা শব্দাত্মক বাক্যের সার ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র। এই ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রের সার রস সাম অর্থাৎ ছন্দ বা সুর। উদ্‌গীথাবয়ব ওঙ্কার সেই সামের সারতর।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥৩

সেই যে এই উদ্‌গীথাবয়ব ওঙ্কার, রস সমূহের সারভূত, পরম উৎকৃষ্ট পরমাত্মার স্থান এবং পরার্দ্ধ্য। পৃথিবী হইতে সংখ্যানুসারে অষ্টম।

**বাগেবর্ক, প্রাণঃসাম, ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্‌গীথঃ।
তদ্ বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণাশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥৫**

পূর্ব্বোসূত্রোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, মন্ত্রাত্মক জীবাত্মার বাক্যই ঋক্ স্বরূপ, প্রাণ সাম স্বরূপ। (জীবাত্মা প্রাণাত্মায় মিলনে বিজড়িত) "ওঁ" এই অক্ষরই উদ্গীথ স্বরূপ। "ওঁ" এই অক্ষরই সেই মিথুন, যাহা বাক্ ও প্রাণ বা ঋক্ ও সাম বিজড়িত।

**তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে ;
যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য
কামম্ ॥৬॥**

উক্ত প্রকার সেই বাক্-প্রাণাত্মক, জীবাত্মা প্রাণাত্মায় মিলনে মিথুনীভূত "ওঁ" এই অক্ষরাকারেই সংসৃষ্ট বা সম্মিলিত হয়। যখনই ঐরূপ পরস্পর মিলনে মিথুনীভূত হয়, তখনই তাহারা পরস্পরের কাম অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিরূপ ফলদান শক্তি সম্পাদন করে।

আপয়িতাহ বৈ কামানাং ভবতি, য এত দেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥৭॥

"ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১ম অঃ ১ম খণ্ড।"

যিনি এই ওঙ্কার অক্ষরকে এইরূপ আপ্তি গুণযুক্ত জানিয়া উদ্গীথাবয়বে উপাসনা করেন। তিনি সমস্ত কাম্য ফলের প্রাপক হন।

এতাবৎ সবিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইল যে, সাধনার একমাত্র অবলম্বন প্রণব। এই প্রণব ঋক্ বা মন্ত্রাত্মক জীবাত্মার সহিত সাম বা স্বরাত্মক প্রাণাত্মার মিথুনীভূত সম্মিলন অবস্থা। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমষ্টিতে সর্ব্ব মন্ত্রাত্মকে জীবাত্মা বা কুণ্ডলিনীর স্থান মূলাধার পদ্ম। স্থূলদেহে তাহার শক্তি ঐ মূলাধার হইতে নিম্নোদর পথে, নাভি অবলম্বনে, ধারণ, সংকোচন, পোষণ, পরিবর্ত্তন, সংরক্ষণ, প্রসারণ, আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি দ্বারা, জীবনীশক্তির পরিচালনা করিতেছে। স্থূলদেহে এই শক্তির নাম হংস। আর সপ্তছন্দ অর্থাৎ স্বর মাত্রায় প্রাণাত্মার স্থান হৃদ্‌পদ্ম বা গুপ্ত অষ্টদলে। স্বর বা স্বর, পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্বিধ। জীবাত্মার ব্যক্ত হইবার ইচ্ছাই শব্দ তন্মাত্রায় বাগাত্মক। এই বাক্য, প্রাণবায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কণ্ঠদেশে আসিলে বৈখরী, আর ষট্‌চক্রাদি হৃদ্‌প্রদেশে, প্রাণাত্মায় মিলিত হইলে পরা পশ্যন্তি ও মধ্যমা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈখরী অবস্থায় আসার পথ, আমাদের স্থূলদেহের নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ প্রভৃতি সম্মুখ ভাগ। আর পরা অবস্থায় যাওয়ার পথ, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞা এই ষটচক্রে আমাদের স্থূলদেহের পৃষ্ঠ বা পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ড মধ্যে সুষুম্নায় অবস্থিত। এই পথে ঋক্ সামে বা জীবাত্মা প্রাণাত্মায় সংমিলনে মিথুনীভূত ওঙ্কার বা প্রাণ প্রবাহ। তাই সাধনার অবলম্বন প্রণবের পথ মেরুদণ্ড, সাধক আইস আমরা এখন সেই পথের দিঙনির্ণয় বা পরিচয় জ্ঞাত হই।

সাধনার পথ।

আমাদের পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত মেরুদণ্ডই সাধনার পথ। আমরা ইংরাজি ভাষার Anatomy অস্থিবিদ্যা হইতে মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়া, পরে তন্মধ্যস্থিত সুষুম্নায় সাধন পথের পরিচয় দিব। মেরুদণ্ডকে ইংরাজি ভাষায় Spine বলে। ইহা দেহের পশ্চাতে মধ্যভাগে অবস্থিত। দীর্ঘতায় সচরাচর কিঞ্চিদধিক দুই ফিট। তিনটী Region বা দেশে বিভক্ত। উর্দ্ধস্থ অংশের নাম Cervical region সারভাইকাল রিজন, মধ্যদেশস্থ অংশের নাম Dorsal region ডর্সাল রিজন। অধঃদেশস্থ অংশের নাম Lumbar region লম্বার রিজন। উর্দ্ধদেশে সাত খানি, মধ্যদেশে বারো খানি এবং অধঃদেশে পাঁচখানি এই চতুর্বিংশতি খানি কশেরুকা বা অস্থিবিশেষ পরপর অবস্থিত থাকিয়া এই মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত Spine বা মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে পাচখানি Sacral Region স্যাকরাল রিজন ও চারিখানি Co-cygcal Region কক্‌সিক্যাল রিজন, এই নয়-খানি একত্র সংলগ্নে পূর্ণ Vertebral Column মেরুদণ্ড বিনির্ম্মিত। এই মেরুদণ্ড পুরুষের সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চি। স্ত্রীলোকের ১৭ ইঞ্চি ঐ হাড়গুলি পরপর অবস্থিত মালার ন্যায় গ্রথিত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে। একটি দণ্ডের উপর যেরূপ গোলক থাকে, সেইরূপ এই মেরুদণ্ডের উপর মস্তক রহিয়াছে। ঐ Cervical Dorzal ও Lumbar Region গুলি স্থূলদেহের সম্মুখভাগ অর্থাৎ উদরের দিকে প্রায় গোলাকার অর্থাৎ পাঁচ এই অঙ্কটি উল্টাইলে "৮" যেরূপ হয় তদ্রূপ। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বের উর্দ্ধ অধঃ উভয় প্রান্ত হইতে দুইখানি অস্থি আসিয়া মধ্যস্থানে মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে অপর দুইখানি অস্থি উর্দ্ধ অধঃ প্রসারিত আছে। তন্মধ্যে মধ্যস্থানের Dorzal Region ডর্সাল রিজন গুলির ঐ উর্দ্ধ অধঃ প্রসারিত অস্থি শরীরের বাম দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বক্রাকারে আসিয়া বক্ষস্থলে মিলিত হইয়াছে। এবং কটি ও কক্ষ প্রদেশে কয়েকখানি বক্রাকারে আসিয়াছে। এই Vertebral column মেরুদণ্ডটি ঠিক সরল নহে।

গ্রীবা প্রদেশে সম্মুখভাগে ঈষৎ বক্রাকার এবং কটি প্রদেশে পশ্চাৎ দিকে ঈষৎ বক্রাকার। এই বক্রাকারকে Pelbvic curves বলে। পশ্চাৎ দিকে মধ্যস্থানে সংমিলিত অস্থি দুইখানির মধ্য দিয়া বরাবর মস্তক হইতে Lumber Regionএর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ গুহ্য মূলের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত একটি ছিদ্র আছে। Cervical, Dorsal ও Lumber Region গুলির পরপর অবস্থিতির কারণে ঐ ছিদ্র পথ ও ঊর্দ্ধ অধঃ বিস্তৃত। এই ছিদ্র পথ ও মেরুদণ্ডের Possesion অবস্থিতির অনুরূপ ঊর্দ্ধ অধঃ বক্রাকার এবং মধ্যদেশে ন্যুব্জ। এই ছিদ্রপথ মধ্যে মস্তক হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত একটি মজ্জাপূর্ণ শির নামিয়াছে। ইহাকেই Spinal Cord স্পাইন্যাস কর্ড বলে, মস্তকের মধ্যস্থ মজ্জা Brainএর বা মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া ঐ Spinal Cordএর মধ্য দিয়া নিম্নে নামিয়াছে। এই Spinal Cord হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সকল বহির্গত হইয়া, মধ্যস্থানে সংমিলিত অস্থি, যাহার মধ্যে Spinal Cord রহিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্ব দিয়া পরস্পরে সংমিলিত হইয়া, প্রথমতঃ বক্ষ ও উদরাদি প্রদেশ পথে শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। মস্তক ও মেরুদণ্ড হইতে ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানাত্মক শক্তি, এই স্নায়ু পথে শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। এই উভয় পার্শ্বস্থ স্নায়ু প্রবাহের নাম ইড়া ও পিঙ্গলা। Spinal Cordএর মধ্যে যে মজ্জা আছে, ঐ মজ্জার ঠিক মধ্যস্থানে একটি শূন্য নালী Spinal Cordএর নিম্ন হইতে বরাবর মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই শূন্যনালীর নাম Spinal Canal স্পাইন্যাল ক্যেনাল। এই Spinal Canal বা শূন্যনালীই সাধনার পথ। এই পথে প্রাণশক্তি পরিচালিত হয়। এই প্রাণশক্তি, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপতনে অনুলোমে জীব সৃষ্টি, আর অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ উৎক্রমণ রূপ বিলোমে জীব মুক্তি বিধান করে। যোগ শাস্ত্র ও সাধকের সাধনার অভিমতে, ঐ শূন্যনালী জ্যোতির্ম্ময়। ঐ জ্যোতিঃ পদার্থ স্তর ও বর্ণভেদে চতুর্বিধ। তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি প্রথম স্তরের নাম সুষুম্না। এই সুষুম্না ঐ Spinal Canalএর অধঃস্থ শেষ প্রান্ত

মূলাধার হইতে, ঊর্দ্ধস্থ শেষ প্রান্ত আজ্ঞা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া ঐ স্থান হইতে দ্বিধা হইয়াছে। এবং তথা হইতে, একমতে মস্তকের বাম দক্ষিণ উভয় কর্ণের পার্শ্ব দিয়া, অন্য মতে মস্তকের সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্ব দিয়া, ব্রহ্মতালু বা ব্রহ্মরন্ধ্র স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ ব্রহ্মাববোধক বিন্দুর সন্নিকটে, কেশমাত্র ব্যবধান আছে। যতদিন মূলাধারস্থ জীবাত্মার সহিত হৃদিপদ্মস্থ দীপ কলিকাকার প্রাণাত্মার সংমিলন না হয়, ততদিন ঐ ব্যবধান থাকে। এই সুষুম্নার মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের নাম বজ্রা, তৃতীয় স্তরের নাম চিত্রাণী; চতুর্থ স্তরের নাম ব্রহ্মনাড়ী। যোগশাস্ত্র ষট্‌চক্রাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

মেরোর্বাহ্য প্রদেশে শশি মিহির শিরে
সব্য দক্ষে নিষন্নে।
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয় গুণময়ী
চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি রূপা॥
ধূস্তর স্মের পুষ্প গ্রথিত তমবপু
স্কন্ধ মধ্যাচ্ছিরস্থা।
বজ্রাখ্য মেঢ্র দেশাচ্ছিরসি পরিগতা
মধ্যমেস্যা জ্বলন্তী॥২

মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে অর্থাৎ মধ্যস্থানে সম্মিলিত অস্থিদ্বয়, যাহার মধ্যে Spinal Cord রহিয়াছে, তাহার বাম পার্শ্বে চন্দ্রাধিষ্ঠিতা ইড়া নাম্নী নাড়ী আছে। আর তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে সূর্য্যাধিষ্ঠিতা পিঙ্গলা নাম্নী অপর নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে। এই ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী Spinal Cordএর মধ্যে, ত্রিগুণময়ী সুষুম্না নাড়ী, অপর নাড়ী ত্রয় (বজ্রা, চিত্রাণী ও ব্রহ্মনাড়ী) সহিত মিলিতা হইয়া, বিদ্যমান আছে। এই সুষুম্না, বিকশিত ধূস্তর কুসুমের ন্যায় প্রকাশমানা, এবং মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সুষুম্নার

মধ্যে বজ্রা নাম্নী অপর এক নাড়ী লিঙ্গ দেশস্থ স্বাধিষ্ঠান হইতে শির পর্য্যন্ত পরিগতা ও দেদীপ্যমানা আছে।

তন্মধ্যে চিত্রাণী সা প্রণববিলসিতা
যোগিনাং যোগগম্যা।
লূতা তন্তূপমেয়া সকল সরসিজান্
মেরুমধ্যান্তরস্থান্॥
ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনরচনয়া
শুদ্ধবুদ্ধি প্রবোধা।
তস্যান্তর্ব্রহ্ম নাড়ী হর মুখ কুহরা-
দাদি দেবান্তরস্থা॥৩

পূর্ব্বোক্ত বজ্রাখ্যা নাড়ীর মধ্যে, আন্তন্ত প্রণব পরিব্যাপ্তা, যোগিগণের যোগাধিগম্যা, লূতা অর্থাৎ মাকড়সার জাল সূত্রবৎ অতি সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় চিত্রাণী নাম্নী এক নাড়ী আছে। ঐ চিত্রাণী নাড়ী মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত সুষুম্নায় অবস্থিত মূলাধারাদি ষট্-পদ্মের বীজকোষ, ঐ প্রণবরূপা ব্রহ্ম সূত্রে ভেদ করিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই প্রণব বিলসিতা চিত্রাণী নাড়ী, সুনির্ম্মল·ব্রহ্ম জ্ঞান ব্যতীত জানা যায় না। এই চিত্রাণী নাড়ীর মধ্যদেশে ব্রহ্ম নাড়ী, মূলাধার পদ্মস্থ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মুখ বিবর হইতে বহির্গতা হইয়া শিরঃস্থ সহস্র দল পদ্ম পর্য্যন্ত সংলগ্ন রহিয়াছে।

বিদ্যুন্ মালা বিলাসা মুনি মনসিলস-
তন্তু রূপা সুসূক্ষ্মা।
শুদ্ধ জ্ঞান প্রবোধা, সকল সুখময়ী
শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধা-
সার রম্য প্রদেশং।
গ্রন্থি স্থানং তদেতৎ বদন মিতি
সুষুম্নাখ্য নাড্যালপন্তি॥৪

"ষটচক্র।"

উক্ত ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বলা, মুণিগণের হৃদয়ে ব্রহ্মসূত্রবৎ ভাসমানা। সকল নাড়ী হইতে ও অতি সূক্ষ্মতরা সুখময়ী এবং জ্ঞানবিজ্ঞান দায়িনী। এই ধমনী ধ্যান দ্বারা, যোগিগণের বিশুদ্ধ বোধ জন্মে ও আত্মভাবনা সিদ্ধ হয়। এই ব্রহ্ম নাড়ী পথে, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিয়ত অমৃতক্ষরণ হইতেছে। আধার পদ্মস্থ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মুখে, ব্রহ্মনাড়ী ও চিত্রাণী নাড়ীর বদন অর্থাৎ প্রান্তভাগ পরস্পর মিলিত হইয়া সুষুম্নায় সংলগ্ন রহিয়াছে।

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে, ঐ Spinal Canal বা শূন্য নালীর মধ্যস্থ সুষুম্নাদি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় নাড়ী অর্থাৎ প্রাণ প্রবাহই, সাধকের সাধনার পথ। এই পথের পাথেয়—অনুরাগ। এই অনুরাগেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা শ্রীগুরু কৃপা সঞ্চারিত হয়।

ঐ শ্রীগুরু কৃপায় তদীয় শক্তি সঞ্চারে, জীবাত্মা বা জীব হংস, সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হইয়া, প্রণবাকারে ভগবন্নাম অর্থাৎ মন্ত্র গায়ত্রাদির সহিত অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীভগবান ও তাহার নাম, প্রণবাকারেই অভিন্নরূপে, পরা প্রকৃতি ক্ষেত্র সুষুম্নায় সম্প্রবিষ্ট থাকিয়া, জীব দেহ ধারণ করিয়া আছেন,—"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥" গীতায় ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন ; হে মহাবাহো! আমি আমার পরা প্রকৃতি আশ্রয়ে, জীবদেহে অবস্থিত আছি, ঐ পরা প্রকৃতিই ব্রহ্ম সূত্র প্রাণ প্রবাহ প্রণবরূপে, এই জীব ও জগৎ ধারণ করিয়া আছে। আর তাহাই ভগবদাদেশে ত্বদীয় আবেশ প্রাপ্ত শ্রীমদ্ কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

নাম প্রেমমালা গাথি পরাইল সংসারে।

*　*　*　*

ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহ দেহি ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥
প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ব বেদ জগৎ উৎপত্তি ॥

আর ইহাই উপলব্ধি করিয়া কাশীধামে দশ সহস্র সন্ন্যাসী মহা প্রভুকে বলিয়াছিলেন ;—

বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।

সাধক ! এ হেন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রদায়িনী প্রণবময় চিত্রাণী পথে, যদি চলিবার ইচ্ছা কর, তবে ঐ পথের পাথেয় সংগ্রহ কর।

এই সংসার পান্থশালায় যে পথিকের ঐ পাথেয় সংগ্রহ হয়, তিনি আপন পথে, আনন্দ মনে, স্বধামে চলিয়া যান। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য বিনির্ম্মিত এ পথে সকলের সমান অধিকার। তবে ভগবদনুরাগহীন ব্যক্তির এ পথে চলিরার ইচ্ছা ও অধিকার হয় না ; পরন্তু বারংবার শুনিলেও কিছু ধারণা ও জন্মে না। কারণ, অপরাক্ষেত্রে মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি জীবকে তাহার আত্মাস্বরূপ শ্রীভগবানের স্মৃতি ও জ্ঞান আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন প্রশান্ত জলাশয়োপরি প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইলে, জলাশয়ে ফেনবুদ্বুদ্ সংকুল তরঙ্গমালা পরিদৃশ্যমান হয়, তাহাতে জলাশয়ের নিজ নির্ম্মল স্বচ্ছ স্বরূপ একেবারে তিরোহিত হয় ; তদ্রূপ জীবের চিদ্ বা চৈতন্য সমুদ্রোপরি প্রভঞ্জনবৎ বিষয় কামনা প্রবাহিত হইয়া, জগত ও স্থূল দেহ তরঙ্গাকারে অনবরতই দ্বৈত জ্ঞান জন্মাইতেছে ; ইহারই নাম অবিদ্যা। আর ঐ দ্বৈতপ্রপঞ্চে যে মমত্ববুদ্ধি, তাহারি নাম মায়া। আর যে ক্ষেত্র বা ভূমির উপর এই মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতি ক্রিয়াশীল তাহাকে অপরা ক্ষেত্র বলে। এই অপরা ক্ষেত্রে আটটী স্তর আছে যথা—ভূমি, অপ্, অনল,বায়ু,খং, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। এই অহংকার ঐ মায়া বা গুণ প্রকৃতির ত্রিগুণে মুগ্ধ হইয়া, এই জগত ও দেহ সৃজন করে। তম প্রধান রজ গুণে জীব, চর্ম্মাবৃত ভ্রূণের ন্যায়, ঘোর অজ্ঞানাবরণে আবরিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য যোগশাস্ত্রে সর্ব্ব প্রথমেই যম নিয়ম অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাচটিকে যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাচটিকে নিয়ম বলে। ইহার অনুষ্ঠানে যতই চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে, ততই সেই চিত্তে

ভগবদনুরাগের সঞ্চার হয়। অনুরাগের সঞ্চার হইলেই ঐ পথে চলিবার সকলের সমান অধিকার। চিত্তশুদ্ধিতে হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হইলে, জাতি নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেই এ পথে চলিবার অধিকারী হয়েন। এই পথের দিঙনির্ণয় করিয়া দিবার নামই দীক্ষা। মায়ামুগ্ধ অবিদ্যা ভ্রান্ত দেহ সংসারে ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে, যে উপায় দ্বারা প্রকৃত পথের জ্ঞান জন্মায় তাহাকে দীক্ষাবলে। সেই দীক্ষা সংস্কারে তাহার জীবনের নূতন গতি আরম্ভ হয়। এই জন্যই উপনয়নাদি গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি দ্বিজ নামে অভিহিত। দীক্ষিত ব্যক্তি গুরু শাস্ত্র কৃপায় ঐ পথের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হন। ভক্তিযোগ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঐ পথের পরিচয় এইরূপে উল্লেখ আছে,—

মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানায়।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের জ্ঞান হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে,—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি, —প্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ সেবা করে কৃষ্ণ রস আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে—মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥

বাপের ধন আছে, জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তাঁরে প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সভারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

মায়ার প্রভাবেই শ্রীভগবানের কোন জ্ঞান, এমন কি স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত লোপ হয়। ঘুমঘোরে অচৈতন্য বালক যেমন তাহার পিতামাতার তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত থাকিয়া আবার তাঁহাদেরি আহ্বানে জাগরিত হয়; তদ্রূপ মায়া ঘোরে অচৈতন্য জীব ও তাহার পিতা মাতা শ্রীভগবানের বেদাদি সৎ শাস্ত্ররূপ আহ্বানে চৈতন্য লাভ করে। ঐ আহ্বান কখন শাস্ত্র, কখন শ্রীগুরু, কখন আত্ম প্রত্যয়রূপে স্বরূপজ্ঞান উন্মেষিত করে। এই স্বরূপ জ্ঞানের উন্মেষেই শ্রীভগবানকে একমাত্র প্রভু ও ঐ ঘোর দুর্নিবার দৈবী কুহকিনী মায়া হইতে পারের কাণ্ডারী বলিয়া জ্ঞান হয়। বেদাদি শাস্ত্রে জীবের সহিত শ্রীভগবানে সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধের অভিধেয় রূপ ব্যবহার প্রণালীকে ভক্তিরূপে ও সেই ভক্তির প্রয়োজন রূপ ফল পরম পুরুষার্থ মহাধন প্রেম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তিরূপা সাধনায় লভ্য মহাধন প্রেমের মাধুর্য্য প্রধান শ্রীভগবানের সেবানন্দই তাঁহাকে প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। একমাত্র ঐ সেবা দ্বারাই ভক্তে তাঁহার রস আস্বাদন করেন। এই সাধনার দৃষ্টান্তে, শাস্ত্র এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন যে, কোন দুঃখী দরিদ্রের নিকট কোন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া

তাহার অপরিমেয় গুপ্ত পিতৃধনের সন্ধান বলিলে, সে যেমতি আকুল ব্যাকুল প্রাণে তাহার অনুসন্ধান করে, তদ্রূপ শাস্ত্রে জীবের পিতামাতা শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তি ও প্রেমরূপ পিতৃধনের কথা বলিয়াছেন। এই পিতৃ মাতৃ ধন জীবের চিরসঞ্চিত নিত্য পরম ধন। কিন্তু ঐ কথার অনুমান জ্ঞানে ঐ পরম ধন অনুসন্ধান করিলে কোন কালে তাহা মিলে না। ঐ অনুমান জ্ঞানে যখন জীব তাহার পিতা মাতা শ্রীভগবান বা তাহার পরমধন ভক্তি প্রেম না পাইয়া ঐ ভক্তি প্রেমাদি সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরু নারায়ণের নিকট প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে বা তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইলে তিনি ঐ পরমধন প্রাপ্তির উপায় বা তাহার সাধনা এইরূপ বলিয়া দেন যে, এইস্থানে অর্থাৎ সর্ব্বসাধন ক্ষেত্র এই শরীর অভ্যন্তরেই সে ধন আছে। কিন্তু যদি ইহার দক্ষিণে অর্থাৎ শরীরের নিম্নাংশে খুড়িলে অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়াদির পরিচালনা ব্যপদেশে কাম ক্রোধ রূপ ভীমরুল বোলতার দংশনে জ্বালা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবে, কখন সে ধন পাইবে না। পশ্চিমে অর্থাৎ তোমারই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ ভাগে খুড়িলে তথায় এক যক্ষ অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে ভূতপ্রপঞ্চ সম্ভূত অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া, দ্বৈতজ্ঞানে তোমার ঘোর বিঘ্ন উৎপন্ন করিবে; তাহাতে ও কখন ও সে ধন পাইবে না, আর উত্তরে অর্থাৎ তোমার দেহেন্দ্রিয়ের উৰ্দ্ধে খুড়িলে তথায়, এক কৃষ্ণ অজগর অর্থাৎ তোমার মস্তিষ্কে এক অহমিকা বুদ্ধি আছে, তাহার পরিচালনায় ধন ত পাইবেই না, অধিকন্তু সে তদাশ্রয়ীকেও তাহার ভীষণ কবলে কবলিত করে। তবে পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ তোমার স্থূল শরীরেন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ড মূলে মাটী অর্থাৎ ভূকমল-মূলাধার অল্প খুড়িলে অর্থাৎ শ্রীগুরু উপদেশে তথাকার ধ্যান রূপ অল্প কার্য্যেই ঐ ধনের জাড়ি অর্থাৎ ঐ অপরিমেয় পিতৃ মাতৃ ধন তোমার হাতে পড়িবেক। অর্থাৎ তুমি শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চার বা কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে পরা প্রকৃতি সম্ভব ভক্তিপ্রেমে চিরতরে কৃত কৃতার্থ হইবে। শাস্ত্র সাধন পথ এইরূপেই কহিয়াছেন। কিন্তু, কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগের দ্বারা

এ পথ প্রাপ্তি হয় না। উহাদের ফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। এ পথ একমাত্র ভক্তিতে প্রাপ্তি হয়। অনুরাগের সহিত শ্রীগুরুনারায়ণের শ্রীচরণে আত্ম নির্ভর করিলেই তাঁহার ঐ কৃপা অবশ্যম্ভাবী। এই শক্তি সঞ্চারে বা কুলকুণ্ডলীনির চৈতন্যে পরাপ্রকৃতি ক্ষেত্রে লব্ধ ভক্তি দ্বারাই ভগবান বশ হন, তাই এই পথে একমাত্র ভক্তেই তাঁর ভজনা করে। ইহাই ভক্ত সাধক পরিচিত সুপ্রশস্ত একমাত্র মহান রাজবর্ত্ম।

এ আধ্যাত্মিক রাজবর্ত্মে, জ্ঞানী, ভক্ত, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য যিনি যে মতে যে সম্প্রদায়েরি উপাসক হউন না কেন, কাহারও চলিবার বাধা ও আপত্তি নাই। রাজপথে প্রজাবর্গের সমান অধিকারের ন্যায়, এ পথে সকলেরি সমান অধিকার। জীব মাত্রেই এই পথে, এ জগতে আসিয়াছে ; অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক সর্ব্বশক্তি মস্তিষ্ক ও হৃদয় হইতে মেরুদণ্ড পথে স্থূলদেহে আসিতেছে। তাই এই অন্ন ও মনোময় কোষ স্থূলদেহ হইতে, চৈতন্য রাজ্যে যাইতে হইলে, ঐ মেরুদণ্ডই তাহার পথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আসন।

প্রথম অধ্যায়ে সাধনার একান্ত অবলম্বন প্রণব ও তাহার পথ মেরু অভ্যন্তরস্থ সুষুম্নাদির পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু শরীরাভ্যন্তরের কোন অভিজ্ঞান যখন আমাদের নাই; সামান্য এক বিন্দু রক্তের ও গতি বিধি যখন আমরা দর্শন করিতে পারি না; তখন ঐ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পথ ও সেই পথে প্রণব বা প্রাণ প্রবাহের গতি কেমন করিয়া অনুভব করিব! আর যদি তাহার অনুভবই করিতে না পারি; তবে পরিচয় শুনিয়া কি ফল?

সর্ব্বধর্ম্মে, সকল শাস্ত্রে, ভগবানের কথা নানারূপে বহুভাবে উপনিবদ্ধ আছে। অনেকানেকের লিখিত ও কথিত বিবরণ ভাষা পরম্পরায় তাহা দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি। তত্তৎভাব লাভে, প্রাণের ব্যাকুতায় যে পথে যে রূপেই যত্ন বা চেষ্টা করি না কেন; ঐ ভাব বা অবস্থার প্রতিষ্ঠা, কিছুতেই হয় না। জ্ঞান গুরু শঙ্কর, প্রেমাবতার চৈতন্যদেব, যে মহাভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, জ্ঞান ও প্রেম ভক্তির উত্তালতরঙ্গে, আর্য্য নরনারীর হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া, ভগবানে উধাও করিয়াছিলেন; অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায়, যে জ্ঞান ভক্তির প্রবাহ অদ্যাপীও ভারতে নরনারীর হৃদয়ে অন্তঃপ্রবাহিত। যে প্রবাহের উদ্বোধন উদ্দেশ্যে জীব, কূলায় অবস্থিত আহার লোলুপ শাবক বৎ, বদন বিস্তারে উদগ্রীব হইয়া থাকে; গ্রহাদি উপদেষ্টার উপদিষ্ট উপদেশে জীব, তাহার যে নিত্য পিতৃধন জ্ঞান ভক্তি প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র যোগাঙ্গের অনভ্যাস বশতঃ শক্তি সঞ্চারে কুণ্ডলিনীর অচৈতন্যতাই তাহার কারণ। আমরা এই দ্বিতীয় কাণ্ডে ধারাবাহিক রূপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আসন তাহারই প্রাথমিক অনুষ্ঠেয়। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত আছে;—

"স্থিরসুখমাসনম॥"

যাহা স্থির হইলে, সাধনা সুখ সম্পন্ন হয়, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত স্থূলশরীর সহ মন ও জীবনী শক্তি তদ্রূপ অবস্থায় অবস্থিত রাখিয়া উপবেশনের নাম আসন।

জীবের সূক্ষ্ম দেহ, তাহার মেরুদণ্ডাশ্রয়ে প্রাণময় কোষ দ্বারা স্থূল দেহ অন্নময় কোষে কার্য্য করে। অন্নময় কোষ বা স্থূল শরীরে কার্য্যশীল শক্তির নাম জীবন। সপ্তদশ অবয়ব সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ, মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ স্নায়ু সমষ্ঠি দ্বারা, স্থূল দেহে সর্ব্বশক্তির সঞ্চারণা করে। ঐ স্নায়ু সমূহ মস্তক হইতে, মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া নিম্নে নামিয়াছে। এবং স্থান বিশেষে শরীর মধ্যে কণ্ঠ, বক্ষ, নাভি, লিঙ্গ গুহ্য প্রভৃতি যন্ত্রে সম্প্রবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ যন্ত্রের কার্য্যে, সূক্ষ্ম দেহের বলকে দেহে সঞ্চারণা করায়। পর্ব্বতনিঃসৃতা নদী যেমন, বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তথায় একাকার ধারণ করে; তদ্রূপ সূক্ষ্ম দেহের ইচ্ছা, ক্রিয়া; জ্ঞানাত্মিকা শক্তি, মস্তক হইতে নিঃসৃতা হইয়া, মেরুপার্শ্বস্থ স্নায়ু প্রবাহে ঈড়া পিঙ্গলা নামে প্রবাহিত এবং শরীরের স্থান বিশেষে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মূলাধার সাগর গর্ভে গিয়া একাকারে হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাসে পরিচালিত হইতেছে, মূলাধার হইতে আকর্ষণাত্মক আপনাখ্য যে শক্তি, নিম্নোদর পথে নাভিতে আসিয়া বায়ু আকর্ষণ করে; ঐ শক্তি সূক্ষ্মদেহের প্রাণময় কোষ হইতে সঞ্জাত হইয়া, কখন ইড়া কখন পিঙ্গলা পথে, মূলাধারে আসিয়া, তথা হইতে নিম্নোদর পথে নাভি অবলম্বনে স্থূল দেহে কার্য্য করিতেছে। সূক্ষ্ম দেহের শক্তি প্রবাহক ঐ ইড়া ও পিঙ্গলা, মেরুদণ্ডের উভয় প্রান্তে আজ্ঞা ও মূলাধারে,মধ্য নাড়ী সুষুম্নার সহিত মিলিয়াছে। তন্মধ্যে আজ্ঞায় মিলিত হইয়া ইড়া পিঙ্গলার অভাব, আর মূলাধারে মিলিত হইয়া, পরস্পরে বিপরীত ক্রমে নিম্নোদর পথে ঈড়া দক্ষিণ নাসায় পিঙ্গলা বাম নাসায় প্রবাহিত হয়।

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা দক্ষনাসা পুটং গতা॥

"শিবসংহিতা।"

সুষুম্নার বাম ভাগে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই ইড়া নাড়ী সুষুম্নার সহিত (মূলাধারে ও আজ্ঞায়) সংশ্লিষ্ট হইয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে।

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ী সমাশ্লিষ্টা বামনাসা পুটং গতা॥

"শিবসংহিতা।"

মধ্য নাড়ী সুষুম্নার দক্ষিণে পিঙ্গলা নামে যে নাড়ী আছে; ঐ নাড়ী সুষুম্নার সহিত (মূলাধারে ও আজ্ঞায়) সংশ্লিষ্ট হইয়া বাম নাসাপুটে গমন করিয়াছে।

ইড়া ও পিঙ্গলা পরস্পরে বিপরীত ক্রমে স্থূল দেহে, জীবনীশক্তির সংবাহক। সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়াশক্তি প্রাণময় কোষ, যে সময় মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে কার্য্যশীল থাকে, তখন স্থূল দেহে ঐ শক্তি জীবনীশক্তি নামে, দক্ষিণ নাসায় পরিচালিত হয়। আর দক্ষিণ পার্শ্বে কার্য্যশীল হইলে বাম নাসায় পরিচালিত হয়। অন্নময় কোষ স্থূলদেহের সর্ব্বাঙ্গেই ইড়া, পিঙ্গলা ঐরূপ বিপরীত ক্রমে কার্য্য করে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বামভাগে সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়াশক্তি প্রাণময় কোষের কার্য্য হইতে থাকিলে, স্থূলদেহের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ পাদে দক্ষিণ হস্তে জীবনীশক্তি প্রধান হয়। আবার মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ভাগে কার্য্য করিতে থাকিলে, স্থূলদেহে বামাংশে বামপদে বাম হস্তে জীবনীশক্তি প্রধান হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ও ঐরূপ ভাবে বাম দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহাতে মনের সুষুম্নায় প্রবেশ ও স্থিতি লাভ, নিতান্ত অসম্ভব। যে কৌশলে ঐ বিপরীত ভাবে জীবনীশক্তির কার্য্যকারিতার প্রতিরোধে কেন্দ্রস্থানে স্থির রাখা যায় তাহাকে আসন বলে। যোগ শাস্ত্রে এই আসনের পদ্ধতি বা কৌশল চৌরাশী প্রকারে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি পদ্মাসনই শ্রেষ্ঠ। এবং প্রাণায়ামাদি সাধনায় বিশেষরূপে ফলপ্রদ বলিয়া নিম্নে সেই আসনেরই উল্লেখ করিলাম।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বাতু তাদৃশৌ॥

নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথা শক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ॥
যথা শক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম॥

"শিব সংহিতা।"

প্রযত্নের সহিত বাম উরুর উপরি দক্ষিণ পাদ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে। পরে দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ ও বাম হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে। নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবে, চিবুক এবং বক্ষস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্তি বায়ু অল্পে অল্পে পুরণ করতঃ অবিরোধে যথাশক্তি ঐ বায়ুকে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে রেচন করিবে, ইহাকেই সর্ব্বব্যাধি বিনাশন পদ্মাসন বলে।

প্রথমতঃ অভ্যাস কালীন। এইরূপে অভ্যাস করিবে যে; তোমার দক্ষিণ পাদমূল (গোড়ালী) উভয় হস্ত দ্বারা ধারণ কর, পরে যতদূর সম্ভব উপর দিয়া আনিয়া ঐ পাদমূল তোমার নিম্নোদরের বামাংশে রাখিয়া, পায়ের চেটো উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া উরুপরি রাখ, পরে বাম পাদমূল ও ঐরূপে আনিয়া নিম্নোদরের দক্ষিণাংশে রাখিয়া পদপ্রান্ত উত্তান করিয়া বামোরুপরি রাখ। নিম্নোদরের ঠিক মধ্যাংশে যে রেখা আছে, উভয় পাদমূল সমসূত্রে ঐ রেখার সন্নিকটে বা মিলিত রাখিতে যত্ন করিবে। অপরাপর যথোল্লিখিত রূপে করিবে।

যতদিন ভাল রূপ অভ্যাস না হয় অর্থাৎ আসন জনিত শরীরের উদ্বেগ দূর না হয়, ততদিন যত্নের সহিত বারংবার শ্লোকাদিষ্ট সর্ব্বাঙ্গের অভ্যাস করিবে। পরে উদ্বেগ দূর হইলে, মাত্র পদ দ্বয়ের যথোল্লিখিত ভাবে বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেই চলিবে। এইরূপ বিপরীত ভাবে পদদ্বয়, অপান বায়ুর ক্ষেত্র নিম্নোদরে সংস্থাপিত থাকিলে, স্থূলদেহে বিপরীত

ভাবে জীবনীশক্তির ইড়া পিঙ্গলায় কার্য্যকারিতা, কেন্দ্রস্থানে আসিয়া স্থির হয়। এবং মেরুদণ্ড ও ঠিক অবস্থায় অবস্থিত থাকে। তাহাতে অপানাখ্য আকর্ষণী শক্তি স্থিরাবস্থায় সুষুম্না প্রবেশ ক্ষমতা লাভ করে। যোগ দর্শন, আসন অভ্যাস কালীন, অন্নময় কোষ স্থূলদেহেন্দ্রিয়ের প্রতি প্রযত্ন শৈথিল্য—মমতাশূন্য হইয়া, অনন্তের চিন্তা করিতে বলিয়াছেন ;—

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম।

স্থূল শরীরের উপর যে স্বভাবতঃ একটা প্রযত্ন আছে, তাহা (যম, নিয়ম, বৈরাগ্যের অভ্যাসে) শিথিল করিয়া, অনন্ত পুরুষের ধারণা করিলে আসন দীর্ঘ স্থায়ী ও সুখকর হয়।

ততোদ্বন্দানভিঘাতঃ।

ঐরূপ অভ্যাসে আসন জয় হইলে, তখন দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ দুঃখ, শীত, উষ্ম, শুভ, অশুভ, অভাব, পুরণ ও ক্ষুৎ পিপাসাদিতে কোনরূপ উদ্বেগ দিতে পারে না।

আসন অভ্যাস কালীন যম নিয়ম অভ্যাসে চিত্ত ও শরীরশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। যম নিয়মের সহিত আসনাদি সকল যোগঙ্গেরই আধার আধেয়বৎ পরস্পরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আসনের অনভ্যাসে যম নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার যম নিয়ম ও আসনের অনভ্যাসে প্রাণায়ামাদি হয় না। তাই আসনের সহিত যম নিয়মের বিষয় যোগদর্শন হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।"

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই গুলিকে যম বলে।

"মনোবাক্কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নং অহিংসা।"

মন বাক্য ও দেহ দ্বারা সর্ব্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করার নামই অহিংসা।

"পরহিতার্থং বাঙমনসোর্যথার্থত্বং সত্যম।"

পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব তাহাই সত্য।

"পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঽস্তেয়ম্।"

পরের দ্রব্য অপহরণ পরিত্যাগ করার নাম অস্তেয়।

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

বীর্য্য ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

"দেহরক্ষাতিরিক্তভোগ সাধনাস্বীকারোঽপরিগ্রহঃ।"

দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগ ইচ্ছা পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ।

"এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সর্ব্বভৌমা মহাব্রতম্॥"

জাতি, দেশ, কাল ও সময় কর্ত্তৃক উক্ত পঞ্চ প্রকার যম সাধনা বিচ্ছিন্ন না হইয়া, যদি সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে আচরিত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে মহাব্রত বলে।

"শৌচ সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর
প্রণিধানানি নিয়মাঃ॥"

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চ প্রকার অনুষ্ঠানকে নিয়ম বলে।

যোগ শাস্ত্রে ঐ যম নিয়ম সাধনার বিস্তৃত উপদেশ আছে। এই সাধন অঙ্গগুলিই সর্ব্ব সাধনার মূল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত মনকে প্রথমেই এই যম নিয়ম সাধনায় নিয়োজিত করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। তাই অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সাধনায় যম নিয়ম প্রতিষ্ঠায় ফললাভে সমর্থ হইতেছেন না। তার উপর বর্ত্তমান যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যম নিয়ম সাধনা একান্ত অসম্ভব। হিংসা, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, বীর্য্য-ক্ষয় ও ধন সঞ্চয় ব্যতীত দৈনন্দিন সংসার ব্যাপার নির্ব্বাহ হয় না। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তোমাকে অপরের মনকষ্টের কারণ হইতেই হইবে। তোমার বাক্যে অন্যের অহিত অবশ্যম্ভাবী। শত

চেষ্টায়ও তুমি কিছুতেই বীর্য্যধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। সঞ্চয় ব্যতীত তোমার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে না। শরীর রক্ষা হইবে না। তখন কি করিয়া প্রথমে যম সাধন করিবে। মুখে যিনি যাহাই বলুন আমরা কিন্তু কঠোর চেষ্টা করিয়াও ঐ সাধনায় কৃত কার্য্য হইতে পারি নাই। আমরা দেখিয়া শুনিয়া তথা ভুগিয়া ভুগিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, মন যতদিন বাহিরের বিষয় গ্রহণ করিবে, ততদিন ঐ সাধনার শত শত উপদেশে, শত শত অনুষ্ঠানে, সিদ্ধিলাভ কিছুতেই হইবে না। কিন্তু কোন গতিকে, জীবনী শক্তিটিকে সুষুম্নার মধ্যে লইতে পারিলেই,ঐ যম নিয়ম আপনা হইতেই,স্বভাব নিয়মে সাধকের আয়ত্বে আসিয়া পড়ে। তাই আমরা ঐ যম নিয়ম সাধনার বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র আলোচনা করিলাম না। একটি প্রাচীন কবিতায় উক্ত আছে ;—

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো যে চাম্বুপর্ণাশনাঃ
তেঽপিস্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ॥
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ।
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম॥

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যে সকল মহোর্ষিগণ জল ও পত্র খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন; তাঁহারাও যখন স্ত্রী মুখপদ্ম দর্শন করিয়া আনন্দে মোহগত হইয়াছিলেন, তখন সঘৃতশালী অন্ন এবং দধি দুগ্ধ ভোজন করিয়া অন্য মানবগণ যদি তাহাদের ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারিত তবে পঙ্গুও সাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত।

কবির উক্তি অতি সমিচীন, সরল প্রাণে ভাবিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন, যম সাধনে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা নিতান্ত অসম্ভব। বালক হইতে তাহার পিতা মাতা; গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত, বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিয়া ও প্রকৃত পক্ষে কেহই যমের প্রতিষ্ঠায় সংযমী হইতে পারিতেছেন না। নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন অন্তরাত্মার নিকট তিনি অসংযমী। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সর্ব্বলোকেই বিশেষরূপে

বুঝিয়াছেন এবং বহু পুস্তকাদি ও বক্তৃতাদি দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে, ভারতের সনাতন ধর্ম্মের ও আর্য্য জাতির আজ এই ঘোর দুরাবস্থা। পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুপাদবর্গের আন্তরিক যত্ন চেষ্টায় ও বালকের ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। পক্ষান্তরে বালকবৃন্দ ও কঠোর অভ্যাসে, সুদৃঢ় যত্ন চেষ্টায় ও শুক্র নিঃসরণ নিরোধে বিন্দু ধারণায় অসমর্থ। দিক্ বা পথ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, লক্ষ্য স্থানে কেহ পৌঁছাইতে পারিতেছেন না। বৃথা পরিশ্রমে শ্রীগুরু শাস্ত্র সিদ্ধান্তে মন, শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহে দোদুল্যমান। যোগ দর্শনে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য লাভঃ।"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ রূপ গতি প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্য অর্থাৎ ওজঃ বা তেজ লাভ হয়। এই ওজঃ বা তেজ পদার্থই নরদেহে ব্রহ্মণ্য দেবতা। আর নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতিঃ। আজও গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা যে ভর্গো দেবতাকে ধ্যান করি, "ভর্গোদেবস্যধীমহি ;" এই তেজ বা দিব্য জ্যোতিঃ পদার্থই সেই ভর্গো দেবতা। সনাতন আর্য্য নরনারী, আজ তাহারা এই পিতৃধনের অভাবে দীনহীন ও দরিদ্র। সুজলা, সুফলা, ভারত ভূমি চিরকালই স্বর্ণ মণিরত্ন প্রসূ। নিরবচ্ছিন্ন নিরঝরিণীর প্রবাহের ন্যায়, ঐ স্বর্ণ প্রবাহ অনাদি কাল হইতে ভারত ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে। আর যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততকালই প্রবাহিত হইবে। ভারতবাসীর সে ধনের অভাব নাই। বারি বিহারি মীন, পিপাসায়, যেমন বারির অভাব বোধ করে না ; ভারতবাসীর ও সেইরূপ ঐ ধন রত্নের অভাব বোধ হয় না। আর্য্য সন্তান পরশমণি, পদ তাড়নে উপেক্ষা করে। অভাব তাহার ঐ পিতৃধন ব্রহ্মণ্য তেজ বা ওজঃ। এই ব্রহ্মে বিচরণরূপ গতির প্রতিষ্ঠায় লভ্য ঐ ওজঃ পদার্থের জন্য, আর্য্য সন্তানকে পরদেশ, পর মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ঐ দেব দুর্লভ পদার্থ তাহার স্বদেহেই আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্র সম্ভবঃ॥
শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয়ং উত্তমং॥
ওজস্তু তেজোধাতূনাং শুক্রস্থানং পরম্ স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপিব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনং॥

"সুশ্রুতঃ।"

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং ঐ মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। ঐ শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টিকারক, উহা গর্ভের বীজ স্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনী শক্তির প্রধান আশ্রয়। ঐ রস হইতে এই শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। এই তেজ বা ওজঃ পদার্থ জীবাত্মার স্থিতি নিবন্ধন সর্ব্ব শরীর ব্যাপীয়া, তাহারি হৃদয়ে—হৃদ্‌পদ্মে সন্নিবিষ্ট আছেন।

ইহারি নাম অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, ইহার তেজ বা জ্যোতিঃ শরীর রক্ষার প্রধান আশ্রয়। শুক্র হইতে এ পদার্থ স্বতন্ত্র। সুযুম্না প্রবাহে ব্রহ্মে বিচরণ শীল প্রণব গতি প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বীর্য্য অর্থাৎ ওজঃ বা তেজ লাভ হয়। জীব যতদিন তাহার সুষুম্নায় ঐ প্রণব গতির প্রতিষ্ঠা করিতে না পারেন, ততদিন কিছুতেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠায় বীর্য্য ধারণে সমর্থ হইবেন না। ইহাই যম সাধনা আর এই সাধন অভ্যাসে জীবনীশক্তিসহ মনাদি সকলে, পরাস্তর সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ যম সাধনে কৃতকার্য্য হয়।

মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ইড়াও পিঙ্গলায় জীবনীশক্তি প্রবাহিত হইতে থাকিলে, ইন্দ্রিয়াদি সহ মন ঐ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যাত্মকে দ্বৈত জগতে, বিষয় প্রপঞ্চে, স্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় অবশ ভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। তাহাতে তাহার সংযমাদিতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকে না! বিশেষতঃ চন্দ্র সূর্য্যাত্মক ইড়া পিঙ্গলায়

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ তত্ত্ব,প্রাকৃতিক অনিবার্য্য শক্তিতে,পর্য্যায়ক্রমে উদয় অস্ত হইতে থাকায়, মন তাহার ধর্ম্মে অভিভূত হইয়া, বিষয় লক্ষ্যে কামনা পরতন্ত্র হয়। পক্ষান্তরে ঐ লক্ষ্যজনিত কামাদি রিপু বর্গ, মনের অলক্ষ্যে সঞ্জাত হইয়া, বলপূর্ব্বক তাহাকে কাম পরতন্ত্র করে। মন এই-রূপে বিষয় সঙ্গের দুর্নিবার্য্য প্রভাবে, নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্ধের ন্যায় কামের অনুবর্ত্তনে বীর্য্যধারণে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ। তাই যম সাধনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ঈড়া পিঙ্গলা হইতে জীবনী শক্তিকে আকর্ষণে আয়ত্বে আনিয়া, সুষুম্না সঞ্চারি করিতে হয়। এই সুষুম্না পথ ব্যতীত মনের ওজঃ আধার হৃদয় স্থানে যাইবার আর অন্য পথ নাই। আসন ইহারই প্রাথমিক অনুষ্ঠান। স্থূল দেহে বিপরীত ক্রমে প্রবাহিত ইড়া পিঙ্গলার আশ্রয়ে বিচরণ শীল জীবনী শক্তি, আসন অভ্যাস দ্বারা উল্টাইয়া স্বভাব ক্রমে আনিয়া, যম নিয়ম সাধনার অভ্যাস করিতে হয়। ইহাই আসন সাধনের বিজ্ঞান।

এই আসন বিজ্ঞান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা আশ্রয়ে প্রবাহিত জীবনী শক্তিকে স্থূলদেহের উভয় পার্শ্ব হইতে আকর্ষণে মধ্য কেন্দ্র সুষুম্নায়, যে উপায় দ্বারা যিনি আনিতে পারেন, সেই উপায়ই তাহার "স্থির সুখমানসম্।" ভিন্ন ভিন্ন আসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিন্যাস কৌশলগুলি ঐ উদ্দেশ্যের প্রারম্ভক আয়োজন মাত্র। পরন্তু বিজ্ঞানটি সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলে, সেই সাধক, মাত্র সংকল্পের দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, যে উপায়েই হউক আসনে ঐ বিজ্ঞানের কার্য্য শরীরে হইলেই অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা হইতে জীবনী শক্তি সুষুম্নায় আসিলেই, শ্বাস প্রশ্বাস বিনাবরোধে স্থির হইয়া, সুখ সম্পন্ন হইতে থাকিবে। এবং ততই উহার ফলে "ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।" ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ও প্রতিকূলে বিষয়ের মাত্রা স্পর্শে চঞ্চল করিতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত সাধক, যম নিয়ম অভ্যাসে সফল মনোরথ হয়েন। যমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইবার নিয়মের কথা বলিয়া এ অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিব।

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥"

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাঁচ প্রকার পদ্ধতিকে নিয়ম বলে। এই সাধন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাণ্ডে সর্ব্বত্রই শেষ তিনটির পরিচয় পাইবেন। প্রথম দুইটী শৌচ ও সন্তোষ। নিম্নে তাহার বিষয় বলিতেছি।

শৌচ অর্থে পবিত্রতা। অজ্ঞানই চির অশুচি চির অপবিত্র। আর জ্ঞানই চির শুচি, চির পবিত্র। আলোকের পার্শ্বে যেরূপ অন্ধকার থাকে, সেইরূপ জ্ঞানালোকের পশ্চাতে অজ্ঞান অন্ধকার রহিয়াছে। ঐ জ্ঞানালোকই চিৎ চৈতন্য প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ। হৃদ্ পুণ্ডরীকে তাঁহার অবস্থান। অজ্ঞানান্ধকারই স্থূলদেহ ও অন্নময় কোষ। প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তি, হৃদ্ পুণ্ডরীক হইতে, একটি জ্ঞানালোকের ধারা প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইয়া, স্থূলদেহ অন্নময় কোষে আসিতেছে। জীব তাহার মনোময় কোষের দ্বারা ঐ ধারা দেখিতে বা অনুভব করিতে না পারিয়াই অজ্ঞানাচ্ছন্ন। এই অবস্থার নাম অপবিত্রতা বা অশৌচ। আর ঐ ধারাটি দেখিতে পাইলেই সেই অবস্থার নাম পবিত্রতা বা শৌচ।

অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥

বাহ্য অর্থাৎ স্থূলদেহ অন্নময় কোষ এবং অভ্যন্তর অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ মনোময় কোষ, এতদুভয়ের একটিতে অপবিত্র ও অন্যটিতে পবিত্র হইয়া, অথবা উভয়ত্রই অপবিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যে নিজ হৃদ্ পুণ্ডরীক মধ্যস্থ বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদ প্রাণাত্মাকে স্মরণ করে, সে বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত পবিত্র হইয়া থাকে। স্নান, মৃত্তিকা, জল, গোময়াদি দ্বারা যে শৌচাচার তাহা গৌণ। ঐ মুখ্য শৌচের দ্বারাই স্থূল শরীরের প্রতি আসক্তি নিবৃত্তি হয়।

"শৌচাৎ সাঙ্গ জুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ।"

শৌচ সিদ্ধি দ্বারা স্থূল শরীরের প্রতি জুগুপ্সা অর্থাৎ বিতৃষ্ণা জনিত উপেক্ষা জ্ঞান হয়। এবং চৈতন্য ব্যতীত জড় সঙ্গেচ্ছা নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধক;

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি।"

সত্ত্ব শুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শন যোগ্যতা লাভ করেন। এই সত্ত্বশুদ্ধি ও সৌমনস্য, দুঃখাদি খেদ সম্পর্ক শূন্য মনঃ প্রীতি উৎপন্ন করায় চিত্ত অপূর্ব্ব পরমানন্দে মগ্ন হইতে থাকে। যোগদর্শনে এই অবস্থাকে সন্তোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখ লাভঃ।"

সন্তোষ হইতেই সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠ সুখলাভ হয়। উল্লিখিত রূপে যম নিয়ম সহ আসন অভ্যাসে প্রযত্ন প্রয়োগ করিলেই, সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। মাত্র মনোময় কোষের দ্বারা যম নিয়ম অভ্যাস করিতে গেলে, ঐ মনের সংযম, বল্গা বিহীন অশ্বের ন্যায় সুদুষ্কর। এবং সেইজন্যই ভগবান শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই উহার নিরোধ করিতে বলিয়াছেন। বৈরাগ্যের কথা পূর্ব্ব কাণ্ডে বলিয়াছি অভ্যাস অর্থ ক্রিয়াযোগ অনুশীলন, "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ॥" বারংবার যত্ন ও চেষ্টা প্রয়োগে, অনুষ্ঠেয় বিষয়ে মনঃ স্থির রাখিবার জন্য যে অধ্যবসায় তাহাকেই অভ্যাস বলে। এইরূপে বারংবার অভ্যাসে আসন স্থির হয়।

ক্রিয়াযোগ অভ্যাস কালীন, যম নিয়মাদির ন্যায় মিতাহার প্রয়োজন। অমিত বা অতি ভোজীর যোগাভ্যাস হয় না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ;—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥১৭।৬ষ্ঠ অঃ।

যোগাভ্যাস কালীন, যিনি নিয়মিত আহার করেন ; যুক্ত অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সকল কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করেন, এবং প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নিদ্রা জাগরণের অভ্যাস করেন ; তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক অর্থাৎ বাধা বিঘ্ন বিদুরিত হইয়া সিদ্ধি আয়ত্তীভূত হয়।

এই আহার, বিহার, কর্ম্ম, নিদ্রা ও জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ে সাধকের

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত শরীর ও মন, নানারূপ বাধা বিঘ্নাদি জড় আবিলতা দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া, সর্ব্ব প্রকার অভ্যাসে নিতান্ত অসমর্থ ও সিদ্ধি লাভে বিফল মনোরথ হয়। যে পরিমাণে আহার করিলে, সহজে পরিপাক হয়, শরীরে কোনরূপ উদ্বেগ হয় না, সেই পরিমাণে আহার কর্ত্তব্য। আহার্য্য দ্রব্যে ভগবদ্ভাব সঞ্চারিত করিয়া সাধারণতঃ উদরের এক চতুর্থাংশ শূন্য রাখিয়া আহার করিতে পারিলে তাহা যুক্ত হয়। দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন হইতেই ধৈর্য্য, উপপত্তি, ব্যক্তি, ক্ষমা ও সৎ প্রভৃতি ব্রহ্ম ধারণ সামর্থ্য গুণ উৎপন্ন হইয়া, মন সহ শরীরে যোগবলের সঞ্চারণা করে। অনুষ্ঠানের ইতর বিশেষ অনুযায়ী যোগ শাস্ত্রে আহার ভেদের বহুরূপ প্রকরণ ভেদ আছে। ঐ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ আহার, সাধকের অবস্থা ও অধিকার অনুযায়ী নির্ব্বাচনে গ্রহণ একান্ত অসম্ভব। মিতাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে :—

সুস্নিগ্ধ মধুরাহারশ্চতুর্থাংশবিবর্জ্জিতঃ।
ভুজ্যতে শিব সম্প্রীত্যৈ মিতাহার স উচ্যতে॥

উদরের চতুর্থাংশ শূন্য রাখিয়া, সুস্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য আহার করিবে। তাহাতে উদরের দুই ভাগ, উক্তরূপ আহার্য্য দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া এক ভাগ জলপান দ্বারা পূর্ণ করিবে। অপর এক ভাগ, বায়ু সঞ্চারণের জন্য শূন্য রাখিবে। এবং ঐ আহার্য্য দ্রব্য অগ্রে ভগবত প্রীত্যর্থে নিবেদন করিয়া, তৎ প্রসাদ বোধে আহার করিলে, সেইরূপ ভোজনকে মিতাহার বলে। এইরূপ ভাবে গুরুপদেশে ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে, সকলে যেরূপ আহার গ্রহণে সমর্থ হয়েন, নিম্নে তাহার কিছু আভাষ দিলাম।

যিনি যেরূপ আহার্য্য দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন, তাহাই ইষ্টদেবে নিবেদন করিয়া, পরিমিত রূপে আহার করিবেন। রাত্রে অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া, অন্য দ্রব্য আহার করিবেন। অতিরিক্ত

লবণ, ঝাল, তিক্ত, মিষ্ট ও উচ্ছিষ্ট এবং পর্য্যুষিত অন্ন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ক্রিয়াযোগ অভ্যাস কালীন কদাচ দধি ভোজন করিবেন না। যে দ্রব্যের দ্বারা যাহার কোষ্ট পরিস্কার থাকে, সেইরূপ দ্রব্যই আহার বিধেয়। রুচি বা প্রবৃত্তির বহির্ভূত দ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত। এইরূপ স্বাভাবিক ও সহজ সাধ্য ভাবে, আহারাদি বিষয়ে অসংযত হইয়া না চলিলেই, ক্রিয়াযোগ অভ্যাস সহজ সাধ্য হইবে।

আসনের আলোচনার মধ্যে যম, নিয়ম, আহার বিষয় উল্লিখিত হইল। এই সমস্ত বিষয় গুলি যোগ শাস্ত্রে পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহা সাধারণ উপদেশ। আমরা ঐ সাধারণ উপদেশের অনুসরণ না করিয়া, শ্রীগুরু উপদেশে যেরূপ ভাবে অভ্যাস ও সাধনায় ফললাভ করিয়াছি এবং সাধারণেই করিতেছেন, সেইরূপ ভাবে লিপীবদ্ধ করিলাম। আসন অভ্যাস সহ যম নিয়ম অভ্যাস করিতে থাকিলে, ফললাভে সমর্থ হওয়া যায়। আসন অভ্যাস দ্বারা, যাহার জীবনীশক্তি যে পরিমাণে স্থির হইবে; যম নিয়মাদির সাধনায় বা অনুষ্ঠানে তাহার সেই পরিমাণেই সিদ্ধি স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আমরা পদ্মাসনের কথাই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দৈবক্রমে ঐ আসন অভ্যাস অসম্ভব হইলে, সাধক যে কোন আসনে বসিয়া মেরুদণ্ডটী সরল ও জীবনীশক্তির স্থিরত্ব বিধান করিতে পারিলেই হইল। শরীরের অঙ্গ বিন্যাস আদিতে যে বহু প্রকার আসনের উল্লেখ যোগশাস্ত্রে আছে, সে সমস্তই ঐ অবস্থারই উদ্বোধক মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুদ্রা।

"মুদ্" এই শব্দের অর্থ আনন্দ, প্রীতি; "রা" অর্থে দান। যে কর্ম্ম, জীবের প্রাণাত্মাকে আনন্দ প্রদান করে তাহাকে মুদ্রা বলে। যোগশাস্ত্রের অভিমতে আমাদের স্থূলদেহ অন্নময় কোষে, দ্বিসপ্ত সহস্র নাড়ী বা শিরা শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। এই সমস্ত নাড়ী মধ্যে রস রক্তের আশ্রয়ে, শরীরের সর্ব্বত্রই জীবনীশক্তির পরিচালনা হয়। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে, যেরূপ সমুদ্রের বারি, নদ নদী পথে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়; তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষাত্মক চন্দ্রসূর্য্য ইড়া পিঙ্গলার আকর্ষণ শক্তিতে, আহার্য্য দ্রব্যের রস রক্ত, ঐ সকল শিরা পথে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। একই সাগরের জল, দেশ ও অবস্থা ভেদে যেরূপ বহু নামে আখ্যাত হয়; তদ্রূপ একই রস রক্ত শরীরের অবস্থা ও কায়া ভেদে বহু নামে অভিহিত হয়। উপনিষদে কথিত আছে;—

হৃদিহ্যেব আত্মা, অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং,
তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বা সপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ
প্রতি শাখা নাড়ী সহস্রাণি ভবত্যাসু ব্যানশ্চরতি॥

"প্রশ্নোপনিষৎ।"

আত্মা হৃদয়েই বাস করেন। ঐ হৃদয় হইতে এক শত একটি নাড়ী বাহির হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকটিতে আবার এক শত শাখা নাড়ী আছে। সেই প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে আবার বায়াত্তর হাজার স্নায়ু বা নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ী অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু সঞ্চারণ করে।

দ্বা সপ্ততি সহস্রাণি হৃদয়াদভিনিঃসৃতা।
হিতাহিতা নাম নাড্যস্তাসাং মধ্যে শশিপ্রভম্॥

মণ্ডলং তস্য মধ্যস্থ আত্মা দীপ ইবাচলঃ।
সজ্ঞেয়স্তং বিদিত্বেহপুনরাযতনে নতু॥

"যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।"

হৃদয় হইতে বিনির্গত দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী, অভ্যন্তরে চন্দ্র সদৃশ মণ্ডল মধ্যে, নিশ্চল দীপবৎ প্রকাশ স্বভাব প্রাণাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তাহাকে জানিতে পারিলে ইহ সংসারে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যেক দেহীর দেহ মধ্যে বিদ্যমান ঐ বায়াত্তর হাজার নাড়ী, অশ্বথ পত্রের শিরার ন্যায় সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। ঐ সমস্ত নাড়ীর গতি বহির্দ্দিকে। সূর্য্যের কিরণ ধর্ম্মে যেরূপ তাপ সৃষ্টি করিয়া জগৎ উত্তপ্ত ও প্রকাশ করে, তদ্রূপ প্রাণাত্মার কিরণ ধর্ম্মী জীবনীশক্তিও শরীরে তাপ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক নাড়ী পথে গতি সঞ্চারিত ও প্রবাহিত করিতেছেন। আর তাহাতেই সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর কর্ম্মশীল ও প্রকাশিত হইতেছে। দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, সুষুম্না অভ্যন্তরে হৃদ্‌পদ্মে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার কিরণ প্রবাহে জীবনীশক্তি রূপে ঐ সমস্ত নাড়ী পথে শরীরে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত। স্থূলদেহের প্রাণ স্বরূপ এই জীবনীশক্তি প্রবাহ, ঐ সমস্ত নাড়ীপথে পরিচালিত হইতে থাকিলে; দর্পণের স্বভাবে প্রতিবিম্ব যেরূপ কখন দৃশ্য কখন অদৃশ্য হয়; সেইরূপ জীবনীশক্তি ও ঐ অসংখ্য নাড়ী সমন্বিত স্থূলদেহের স্বভাবে কখন দৃশ্য কখন অদৃশ্য হয়। ইহাকেই জন্ম মৃত্যু বলে। উপনিষদ বলিয়াছেন ;—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্যনাড্য-
স্তা সাম্মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি,
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

"কাঠকোপনিষৎ।"

এক শত একটি নাড়ী পুরুষের হৃদয় দেশ হইতে বহির্গত হইয়া নিখিল দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে সুষুম্না নাম্নী একটি

নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তির অন্তিম সময়ে জীবন, ঐ সুষুম্না নাড়ী দ্বারা উদ্গত হয়, সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম ধামে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মলোকস্থ অনুপম বিবিধ ভোগ্য বিষয় ভোগ করতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহাদের জীবন, অন্য নাড়ীর আশ্রয় করিয়া বহির্গত হয়, তাহারা সংসারই লাভ করে, অর্থাৎ নশ্বর ভোগ আয়াতন স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়।

ঐ সমস্ত অসংখ্য নাড়ী পথে প্রাণাত্মার প্রবাহ জীবনীশক্তি, কখন দক্ষিণাবর্ত্তে পিঙ্গলা ও কখন বামাবর্ত্তে ইড়া নামে অভিহিত হইয়া পরিচালিত হয়। অগ্নি সংযুক্ত কটাহ স্থিত জল, যেরূপ অগ্নির তাপ ধর্ম্মে আলোড়িত হইয়া বাষ্পাকারে ক্ষয় হয়; তদ্রূপ প্রাণাগ্নি সংযুক্ত দেহ কটাহ স্থিত রস রক্তাদি ঐ প্রাণাগ্নির তাপ ধর্ম্মি জীবনী শক্তিতে আলোড়িত হইয়া; শ্বাস প্রশ্বাস রূপ বাষ্পাকারে ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয় বশতই প্রাণাত্মার স্বপ্রকাশ স্বভাব ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আবরিত হইয়া, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদির জড় অবিলতায়, প্রাণাত্মাকে প্রণীত বা আনন্দিত করিতে পারিতেছে না। যেরূপ কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ অসংখ্য নাড়ী প্রবাহি জীবনীশক্তিকে, আকর্ষণে ইড়া পিঙ্গলা পথে সুষুম্নায় সঞ্চারিত করা যায় তাহাকে মুদ্রা বলে। যোগ শাস্ত্রে এই মুদ্রার অনুষ্ঠান পদ্ধতি দশ ভাগ বিভক্ত আছে। তদ যথা;

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালন্ধরো মূল বন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা॥
উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোলী দশমং শক্তি চালনম্।
ইদং হি মুদ্রা দশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমম্॥

"শিব সংহিতা।"

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীত করণী, উড্ডান, বজ্রোলী ও শক্তি চালন, এই দশটী মুদ্রা। সমুদায় মুদ্রার মধ্যে এই দশ মুদ্রাই সর্ব্বোত্তম।

উল্লিখিত দশ মুদ্রার প্রত্যেক মুদ্রা দ্বারাই, জীবনীশক্তি সাধকের

আয়ত্বাধীনে পরিচালিত ও সর্ব্বপ্রকারে বলাধান হইয়া, সুষুম্না সঞ্চারী হয়। যোগ শাস্ত্রে প্রত্যেকটির অনুষ্ঠান পদ্ধতি বর্ণিত আছে। কিন্তু সেই সমস্ত দেখিয়া উহার অনুষ্ঠান বা অভ্যাস করা সাধারণের অথবা প্রথম অভ্যাসীর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত যোগ শাস্ত্রের যে সমস্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই নানারূপ ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ। অল্প সংখ্যক পুস্তক, পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুদিত হইলেও, সাধনানুষ্ঠান জনিত অভিজ্ঞানে লিখিত হয় নাই। অপিচ ঐ সমস্ত সাধন রহস্য গুরু আদেশ ব্যতীত প্রচার করা অকর্ত্তব্য এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু, সাধনাভিলাষী ব্যক্তি অনুষ্ঠানে সুফল লাভ করিতে পারেন না। আমরা শ্রীগুরু আদেশেই সাধারণের সহজ সাধ্য কয়েকটি মুদ্রা, বহু সাধকের সাধনানুষ্ঠান লব্ধ অভিজ্ঞানের সহিত শাস্ত্র মিলাইয়া নিম্নে লিপীবদ্ধ করিতেছি।

মহামুদ্রা।

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরম্।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাম্॥

গুরুপদেশে নিম্নলিখিত ভাবে সাধক প্রযত্নের সহিত প্রথমতঃ বাম পাদের গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালীর দক্ষিণ পার্শ্ব দ্বারা, গুহ্য মূল ও বীজকোষের মধ্যস্থান যোনী প্রদেশ নিপীড়িত করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া বসিবে। এমত ভাবে বসিবে যেন ঐ বাম পায়ের তল প্রদেশ আর দক্ষিণ পদের উরুমূলের বাম পার্শ্ব পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে। ঐরূপ ভাবে দক্ষিণ পাদ সরল দণ্ডবৎ প্রসারিত করিয়া রাখ। এবং ঐ দক্ষিণ পদের অঙ্গুলীগুলি উৰ্দ্ধ মুখ করিয়া,

সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারানি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি॥

নাভি প্রদেশ আকর্ষণে চাপিয়া বায়ু নিঃসারণ অর্থাৎ শ্বাস ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ নাভির আকর্ষণের বলে বায়ু ভিতরে যথা

সাধ্য পুরক করিয়া লইবে। তদনন্তর উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী ব্যতীত, অপর অঙ্গুলির দ্বারা, ঐ দক্ষিণ পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধরিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া, তাহার উপর বাম হস্ত দ্বারা দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ রূপে ধরিতে হইবে। এবং এক হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মিলন রূপ জ্ঞান মুদ্রার মধ্য দিয়া, অপর হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মিলিত করিয়া রাখিবে। দন্ত চাপিয়া জিহ্বার অগ্রভাগ, দক্ষিণ পার্শ্বের রাজদন্তমূল, (যে স্থানে দন্ত শেষ হইয়াছে) তাহার পরে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবে এবং চিবুক আনত করিয়া বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিবে। কুম্ভক পূর্ব্বক মনকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া, মূলাধার হইতে আজ্ঞা স্মরণে, এক দুই গণিয়া যাও। এইরূপ অবস্থায় নবদ্বার সংযত ভাবে,

চিত্তং ব্রহ্মপথে দত্বা প্রভবেদ্বায়ু সাধনম্।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

চিত্ত সুষুম্নাস্থ ব্রহ্মপথে পরিচালনা পূর্ব্বক বায়ু সাধনা করিবে। অর্থাৎ উপরোক্ত বিধানে কুম্ভক অভ্যাস করিবে। প্রথম অভ্যাস কালীন ১৬ সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, পরে ৩২, তৎপরে ৪৮, তদনন্তর ৬৪ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত, মূলাধার হইতে আজ্ঞার ধারণায় কুম্ভক রাখিবে। পরে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া, জিহ্বাবন্ধন খুলিয়া, সোজা হইয়া অতি ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। ইহারি নাম মহামুদ্রা। এই মহামুদ্রা সকল তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে ; মাত্র গুরূপদেশেই জানিতে হয়।

বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ।
প্রাণায়ামং সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥

এই মহামুদ্রা অভ্যাস কালে প্রথমতঃ বামাঙ্গে যেরূপ করা হইবে, তদনুরূপ দক্ষিনাঙ্গেও করিতে হইবে। অর্থাৎ বাম পদ যোনী স্থানে দিয়া, যেরূপে দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়াছিলে, সেইরূপে দক্ষিণ পদগুল্ফ যোনী স্থানে দিয়া, বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ধরিতে হইবে। জিহ্বাও বাম

রাজ দন্ত মূলে দিয়া, যথা অনুরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত মহামুদ্রার এক অংশ। এই প্রথমাংশে সাধক সামর্থানুযায়ী কুম্ভক প্রত্যেক অঙ্গে, তিন তিন বার করিয়া করিবে। একবার কুম্ভক অন্তে, বায়ু ধীরে ধীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রামান্তে পুনরায় বায়ু পূরকে যথোল্লিখিত ভাবে পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণে কুম্ভক করিবে। এইরূপে প্রত্যেক অঙ্গে তিন তিন বার কুম্ভক করিয়া মহামুদ্রার প্রথমাংশ সম্পন্ন করিবে। তদনন্তর দ্বিতীয়াংশে মহবন্ধের সাধনা করিবে। যথা;

মহাবন্ধ।

ততঃ প্রসারিতো পাদঃ বিন্যস্য তমূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগম॥
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখম।
বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানৌচ যঃ সুধী॥

উপরোক্ত মহামুদ্রার অনুষ্ঠান জনিত, দক্ষিন পদগুলফ্ যোনী প্রদেশে সংলগ্ন রাখিয়া, বাম পদ উত্তান করিয়া দক্ষিন উরুমূলে স্থাপন পূর্ব্বক, মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় শরীরের উভয় পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া, অঙ্গুলি মূল প্রদেশ দ্বারা, আসনোপরি চাপ প্রয়োগে মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া বসিবে। তৎপরে নাভির চাপে, বায়ু রেচক করিয়া, নাভি প্রসারণে বায়ু পূরক করিয়া লইবে। তদনন্তর সম্মুখের দন্তোপরি দন্ত দিয়া, চিবুক দৃঢ়রূপে বক্ষোপরি চাপিয়া ধরিয়া জালন্ধরবন্ধ কর। পরে গুহ্যমূল আকুঞ্চনে, মূলাধার আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ আকর্ষণাত্মক অপানাখ্য শক্তিকে, নাভি প্রদেশে উঠাইতে উঠাইতে, মূলবন্ধের সহিত নাভি সবলে পশ্চিমতানে মেরুদণ্ডে চাপিয়া উড্ডীয়ান বন্ধ করিবে। তাহাতে বক্ষস্থ প্রাণাখ্য বায়বীয় শক্তি অধো এবং নিম্নোদরস্থ অপানাখ্য শক্তি উর্দ্ধগত হইয়া নাভি স্থানে সমানাখ্য শক্তির সহিত মিলিত হইলে মহাবন্ধ হইবে। পরে মহামুদ্রার অনুষ্ঠেয় কুম্ভকের অনুরূপ সংখ্যা গণনায় কুম্ভক করিয়া বন্ধ ত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। মহামুদ্রার অনুষ্ঠানে এক এক পায়ে যত

সংখ্যায় যে কয়টি কুম্ভক করিয়াছিলে, মহাবন্ধানুষ্ঠানেও এক এক পায়ে তত সংখ্যায় সেই কয়টি কুম্ভক করিবে। এক পায়ের অর্থ পদ সংস্থাপনের পরিবর্ত্তন মাত্র। ইহাই মহামুদ্রার দ্বিতীয়াংশ তৃতীয়াংশের নাম ;—

মহাবেধ।

অপান প্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা।
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽযং কীর্ত্তিতোময়া॥

ধীমান যোগী, মহাবন্ধাবস্থায় অর্থাৎ উপরি লিখিত মহাবন্ধের আসনে থাকিয়াই, উপরোক্ত ভাবে বায়ু রেচকান্তে পূরক পূর্ব্বক কুম্ভকে মহাবন্ধের অনুষ্ঠানে প্রাণাপানের যোগ পূর্ব্বক আপন নাভি ঊর্দ্ধ অধঃ এবং বাম ও দক্ষিণাবর্ত্তে সন্তাড়িত করিবে। অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধঃ ও বাম দক্ষিণে গোলাকার আবর্ত্তে ঘুবাইবে। ইহারি নাম মহাবেধ।

তিন অংশে অর্থাৎ মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, অনুষ্ঠিত হইলে ইহাকে পূর্ণ মহামুদ্রা বলে। ইহার সহিত, জালন্ধর ও মূল এবং উড্ডীয়ান বন্ধ থাকায় একেবারে ছয়টি মুদ্রার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এজন্য যোগ শাস্ত্রে এই পূর্ণ মহামুদ্রাটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিন অংশই এক সময়ে অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন।

মহামুদ্রা মহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধ বর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ॥

মহাবেধ ব্যতিরেকে কেবল মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ নিষ্ফল অর্থাৎ ফলদানে অসমর্থ। এজন্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যথাক্রমে ঐ ত্রিতয়ই এক সময়ে অনুষ্ঠান করিবেন।

এতত্ত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
ষন্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে এবং নিশীথ সময়ে যে

সাধক এই মহামুদ্রার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে জগদ্গুরু শিব আদিষ্ট ঐ চতুঃসময়ে মুদ্রার অনুষ্ঠান অনেকের পক্ষে অসম্ভব। তজ্জন্য সিদ্ধ শ্রীগুরু আদেশে আমাদের অভিমত এই যে, যাহার যে সময় সুবিধা হইবে, অথবা প্রাতঃ ও সায়াহ্নে এক সময় প্রত্যেক অঙ্গে তিন তিনটি করিয়া পূর্ণ মহামুদ্রার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তাহাতে শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধির কোন ব্যাঘাৎ ঘটিবেক না। পূর্ণ মহামুদ্রার সিদ্ধি ও ফললাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

মুদ্রামেতান্তু সংপ্রাপ্য গুরু বক্ত্রাৎ সুশোভিতাম্।
অনেন বিধিনা যোগী মন্দ ভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি॥

গুরু মুখে এই অপূর্ব্ব মুদ্রার উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যোগ সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদিও নিতান্ত দুর্ভাগ্য হয়, তথাপি উক্ত বিধানানুসারে সাধনা করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণম্।
জারণন্তু কাষায়স্য পাতকানাং বিনাশনম্॥

এই মহামুদ্রার দ্বারা শরীরস্থ সমুদায় নাড়ীর চালন ও বিন্দু মারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাহাত্তর হাজার নাড়ীর মধ্যে সঞ্চরণ শীল জীবনীশক্তি সুদৃঢ় ও বিধৃত হইয়া, সাধকের ইচ্ছামত বিন্দু বা শুক্রের অধঃপতন নিবারিত হয়। এবং শরীরস্থ কলুষীভাব বিদুরিত করিয়া সমুদায় পাতক বিনাশ করে।

কুণ্ডলী তাপনং বায়োর্ব্রহ্মরন্ধ্র প্রবেশনম্।
সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যু বিনাশনম্।
বাঞ্ছিতার্থ ফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণম॥

মহামুদ্রার অনুষ্ঠানে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতপ্ত অর্থাৎ

সচঞ্চলে জাগরিতা হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগবান গতিতে সুষুম্না পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করেন। এই মহামুদ্রার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শারীরিক রোগ শান্তি ও জঠরাগ্নির বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের সুনির্ম্মল কান্তি এবং বার্দ্ধক্য ভাব অপনোদনে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিজিত করে। সর্ব্ববিধ সুখ, অভিপ্রেত সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দমন সাধিত হয়।

নহিপথ্যমপথ্যং বা রসাঃ সর্ব্বেঽপি নীরসাঃ।
অপি ভুক্তং বিষং ঘোরং পীযুষমিব জীর্য্যতি।
ক্ষয়কুষ্ঠগুদাবর্ত্তগুল্মাজীর্ণপুরোগমাঃ।
তস্য দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রাং তু যোঽভ্যসেৎ॥

মহা মুদ্রার অভ্যাস থাকিলে যথেস্ট ভোজন করা যায়। কটু, অম্লাদি রসযুক্ত পদার্থ ভোজন করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়। নীরস, বাসি ও রুক্ষ অন্ন ভোজনেও অধিক কি বিষপানেও অমৃতের ন্যায় জীর্ণ পায়।

কথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গ প্রদায়কঃ।
নাড়ী জালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধাণং যাতি যোগিনঃ॥

কথিত মহাবন্ধ সাধককে সিদ্ধিপথ প্রদান করে। নাড়ী সমুদায় হইতে রস উর্দ্ধগামী করিয়া, নাড়ীর মল সমূহ বিদূরিত করে; (তাহাতেই জীবনীশক্তি সুষুম্না সঞ্চারিত হয়।)

কালপাশ মহাবন্ধবিমোচনবিচক্ষণঃ।
ত্রিবেণীসঙ্গমং ধত্তে কেদারং প্রাপযেন্মনঃ॥

মহাবন্ধের অভ্যাসেই সাধকের মৃত্যু পাশ বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ জীবনীশক্তি সুষুম্নায় সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে তাহার ক্ষয় নিবারিত হয়। ত্রিবেণী সঙ্গম আজ্ঞা এবং মূলাধারে কেদারাখ্য ও স্বয়ম্ভূবাখ্য শিব স্থানে মন ধারণার ক্ষমতা জন্মে।

মহাবেধোঽয়মভ্যাসান্মহাসিদ্ধি প্রদায়কঃ।
বলী পলিত বেপঘ্নঃ সেব্যতে সাধকোত্তমৈঃ॥

মহা মুদ্রা মহাবন্ধের সহিত মহাবেধ অভ্যাসে সাধকের অষ্ট মহা সিদ্ধি লাভ হয়। তাহার গাত্র চর্ম্ম লোল হয় না। মাংস শিথিল হয় না। কেশ পক্ক হয় না, গাত্র কম্প হয় না। উত্তম সাধকগণ এই যোগত্রয় সযত্নে অভ্যাস করিবেন।

এতত্ত্রয়ং মহা গুহ্যং জরামৃত্যুবিনাশনম্।
বহ্নিবৃদ্ধিকরং চৈব হ্যণিমাদিগুণপ্রদম্॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ এই যোগত্রিতয় অত্যন্ত গোপনীয়। অর্থাৎ বিশেষ গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে ইহার অনুশীলন না করিলে ফলদায়ক হয় না। ঐরূপ ভাবে অভ্যাস পরায়ণ সাধকের জরা মৃত্যু নাশ করে, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং বিশেষ অভ্যাসে অণিমাদি অষ্ট মহা সিদ্ধি প্রদান করে।

অষ্টধা ক্রিয়তে চৈব যামে যামে দিনে দিনে।
পুণ্যসম্ভার সন্ধায়ি পাপৌঘভিদুরং সদা।
সম্যক্ শিক্ষাবতা মেবং স্বল্পং প্রথম সাধনম্॥

উক্ত যোগত্রয় প্রত্যহ এক এক প্রহরে এক একবার করিয়া আট প্রহরে আটবার অনুষ্ঠান করিবে। (গুরু-উপদেশে অবসর সময় মত অথবা প্রতি সন্ধ্যায় তিন তিন বার করিয়া অনুষ্ঠান করিবে।) এই যোগত্রয় অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ। যে সাধক এই যোগত্রয় নিয়মিত অভ্যাস করেন, তাহার অশেষ কলুষরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত ত্রিতয় যোগ সম্যক্ অভ্যস্ত হইলে পূর্ণ ফল লাভ হয়। প্রথম সাধনে অল্প অল্প ফল প্রকাশ পায়। অনুষ্ঠানের অভ্যাস অনুযায়ী ফল ও অনুগামী হয়।

এই মুদ্রার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, সকল সাধক সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত পদ্ধতির সহিত আমাদের পদ্ধতির সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য না হইতে পারে। আমরা সিদ্ধ শ্রীগুরু প্রমুখাৎ দেখিয়া শুনিয়া যাহা অভ্যাস করিয়াছি; তাহা তাঁহারি আজ্ঞায় লিখিয়া প্রচার করিলাম। বহু সাধকের অভ্যাস ও অনুশীলন লব্ধ অভিজ্ঞানের সহিত শিবসংহিতা হঠযোগ প্রদীপিকার সূত্রোক্তি মিলাইয়া, অনুষ্ঠান

পদ্ধতি ও ফল শ্রুতি লিখিত হইল। বর্ত্তমান ইংরাজি শিক্ষায় সাধনানুষ্ঠানের অনভিজ্ঞান বশতঃ হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন; ঐ সমস্ত ফল শ্রুতি অতিরঞ্জিত, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা আমাদের জ্ঞান ও ধারণাতীত কোন বিষয় বলিব না। তজ্জন্য আমরা অনেক স্থানে শাস্ত্রের সাধন ক্রমানুযায়ী সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছি এবং হইব। এই মহামুদ্রা মহাবন্ধ ও মহাবেধ, ষড়ঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ রাজযোগ বিজ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। অথচ আমরা যে ক্রিয়াযোগ কাণ্ডে ইহার উল্লেখ ও সাধনোপদেশ করিতেছি, তাহাতে আমাদের অভিপ্রায় এই যে, অতঃপর বর্ণিত প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করিতে জীবনী শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে পরিচালনা প্রয়োজন। স্থূল শরীরস্থ অসংখ্য নাড়ী অভ্যন্তরে সঞ্চারিত জীবনীশক্তি আয়ত্তে আনিতে একমাত্র মুদ্রাই সক্ষম। জীবনীশক্তি স্থির ও সাধকের আয়ত্তাধীনে পরিচালিত না হইলে, বাহ্য বায়ুর রেচক পুরক কুম্ভকে প্রাণায়ামাদি করিতে যাওয়া ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। পরন্তু তাহাতে নানাবিধ ব্যাধি ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়! বিশেষতঃ রাজযোগের অন্তঃপ্রাণায়াম, যাহা শ্বাস প্রশ্বাস জনিতঃ বায়ুর সংস্রব ব্যতীত মাত্র শক্তি অবলম্বনে অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাতে—নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদিতে জ্ঞানভক্তিযোগে ভগবদুপাসনার সারতম অবলম্বন, প্রাণায়াম সাধন বিজ্ঞানে, ধারণা ধ্যান সমাধির অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠা মুদ্রা ব্যতীত একেবারেই অসম্ভব। অপিচ শরীর সুস্থ ও মনের দৃঢ়তা ব্যতীত কোন সাধনাই সুসম্পন্ন হয় না। মুদ্রা ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এতদর্থে শ্রীগুরু আদেশে আমরা ক্রিয়াযোগের মধ্যে মুদ্রার অবতারণা করিলাম।

সাধন অভ্যাসেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত মুদ্রা পদ্ধতি, সাধ্যানুযায়ী অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলে, পরে প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করিবেন। মুদ্রা আয়ত্ত হইলেই প্রাণায়ামের বিঘ্নাদি দূরীভূত ও আয়ত্ত হয়। যদি কেহ দৈবক্রমে পূর্ণ মহামুদ্রার অভ্যাস করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে আংশিক ভাবেও অভ্যাস করিতে পারেন।

সম্প্রদায় বিশেষে কেহ কেহ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান যোগে-ভগবদুপাসনায়, হঠযোগ উক্ত মুদ্রার, কোন আবশ্যকতা নাই। তাহা সত্য, ভক্তি ও জ্ঞান, মন অন্তঃকরণের ধর্ম্ম ; মুদ্রাদি শরীরের ধর্ম্ম। যাঁহাদের শরীর হইতে মন সতন্ত্র হইয়াছে ; অর্থাৎ যাঁহারা আমি আমার ইত্যাকার অভিমান শূন্য হইয়া বিশ্ব প্রেমিক হইয়াছেন। তাহাতে যে মহাত্মা শরীরের ধর্ম্মে কোনরূপ বিচলিত হন না ; তাঁহার মুদ্রাদি কেন, অন্য কোন সাধনারই প্রয়োজন নাই। কিন্তু শরীর স্বস্থ রাখিয়া, সাধন অভ্যাস ব্যতীত, ঐ অবস্থা কেহ লাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্যই মুদ্রাদির সাধনা প্রয়োজন। প্রেম চূড়ামণী রায় রামানন্দের প্রতি উপদেশচ্ছলে, চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, "সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।" মুদ্রাদি সেই সাধনারই বাহ্য অঙ্গ বিশেষ।

রাগ কাফী—তাল ঠুংরী।

দেখিবারে যদি বাসনা ;
মিছে পরের ঘরে খুজ না।
লুকিয়ে আপন ঘরে বসে, অকারণ যে ভালবাসে ;
তবে রে ভাই তার উদ্দেশে, বাহিরে কেন আনা গণা।
মহাজন—গত পথে, শ্বাসগতিকে ধর না।
ধর্ম্মতত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত আছে তা জান না।
রুদ্ধ করে নয়টা দুয়ার, ঘরে গিয়া শোন না।
তোরে ভাবের দেশে নিয়ে যাবে অমানুষ একজনা।
অন্তর্দৃষ্টি হবে তখন, দেখতে পাবি দিন কাণা।
মুদ্রা বন্ধ বেধ নামে আছে তিন গুপ্ত সাধনা ;
তিন গ্রন্থি কেটে গেলে বশ হবে সেই একজনা।
আগম নিগম হবে সহজ অবোধ কিছু থাকবে না।
সাধ্য বস্তু যে সাধনে মিলে, তার নাম সাধনা।

* যে মন্ত্রে হয় উপাসনা, আপনি বাজে সে বাজনা,—

চতুর্থ অধ্যায়।

বহিঃ প্রাণায়াম।

যে প্রাণায়ামের সহিত বাহিরের বায়ুর অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সংশ্রব থাকে তাহাকে বহিঃ প্রাণায়াম বলে। প্রাণের কথা আমরা প্রথম কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি। জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মক একটি প্রবাহ, যাহা মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে পুং প্রকৃতিরূপে মহত্তত্ব হিরণ্যগর্ভ আখ্যায় অহংতত্ব ও সূক্ষ্মভূত সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহের ন্যায় ধাবিত হইয়া, স্থূল ভূত সকল ধারণে প্রকাশ করিতেছেন তাহাকেই প্রাণ বলে। এই প্রাণই শ্রীভগবানের দিব্য চিদ্বীর্য্য পদার্থ। জীব ও জগৎ এই প্রাণের আশ্রয়ে আশ্রিত রহিয়াছে। এই প্রাণ ব্যতীত পরম পদার্থ ভগবৎ সমীপে আর কাহারও যাইবার সামর্থ্য ও অধিকার নাই। এই প্রাণ পদার্থ, জীব হৃদয়ে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকারে অবস্থিত। তাহারি জ্যোতিঃ ও ধ্বনি, এক গত্যাত্মক প্রবাহে, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্নায় প্রবাহিত আছে। অগ্নি যেমতি এক স্থানে প্রজ্জ্বলিত হইলে, তাহার তাপ ধর্ম্মে কিয়ৎদূর বিস্তৃত ও নিকটবর্ত্তি বায়ু মণ্ডল আকর্ষণে প্রবাহিত করে, তদ্রূপ ঐ প্রাণাগ্নিও হৃদ্‌পদ্মে উদ্ভাষিত হইয়া, তাহার জীবনী শক্তিরূপ তাপ ধর্ম্মে, স্থূল শরীরে বিস্তৃত ও নিকটবর্ত্তি বায়ু মণ্ডল আকর্ষণে নাসাপথে প্রবাহিত করিতেছেন। নদীর প্রবাহ ধরিয়া যেমতি সমুদ্রে যাওয়া যায়; সেইরূপ ঐ নাসা ছিদ্র পথে প্রবাহিত প্রাণ বায়ুর প্রবাহ ধরিয়া চিৎ বা প্রাণ সমুদ্রে পৌঁছান যায়। শরীর মধ্যে অসংখ্য নাড়ী অভ্যন্তরে সঞ্চারিত জীবনীশক্তি, অগ্নি সংযুক্ত কটাহস্থ জলবৎ, নাসাছিদ্র প্রবাহি বায়ু আশ্রয়ে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। কটাহস্থ জল বিশেষ ভাবে অবরুদ্ধ হইলে যেরূপ প্রবল বল সম্পন্ন বাষ্পীয় বলে পরিণত হয়, তদ্রূপ জীবনীশক্তি নাসা-ছিদ্র পথ প্রবাহিবায়ু অবরোধে অবরুদ্ধ হইলে, প্রবল বল সম্পন্ন

হইয়া প্রাণাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। তাই আ, অস্তিত্বার্থে+যম, নিরোধে ঘঙ্ = আয়াম অর্থাৎ জীবনী শক্তির ক্ষয় জনিত বহিরুচ্ছ্বাস নিরোধে, নিত্য অস্তিত্বশালী প্রাণাত্মা সহ যে চির মিলন, তাহাকে প্রাণায়াম বলে। আর তাহারই অনুষ্ঠানে জীবনী শক্তির বহিরুচ্ছ্বাস নিরোধ রূপ ব্যাপারকে বহিঃ প্রাণায়াম বলে। আমরা এই অধ্যায়ে তাহারি আলোচনা করিব।

প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তা রেচকপূরককুম্ভকৈঃ।
সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ॥

রেচক পূরক কুম্ভক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। সহিত ও কেবল ভেদে কুম্ভক দুই প্রকার।

প্রাণের অস্তিত্ব নিবন্ধন, শরীর মধ্যে নিরন্তর রস রক্তের আশ্রয়ে নাড়ীপথে জীবনীশক্তি সঞ্চারণ করিতেছে। এই সঞ্চরণশীল জীবনী শক্তি, শরীরের স্থান ও কার্য্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত। যোগ-শাস্ত্রে এই জীবনীশক্তিই উনপঞ্চাশ বায়ু নামে খ্যাত। তন্মধ্যে দশটী প্রধান, ফুসফুসাদি বক্ষ প্রদেশে জীবনী শক্তির যে কার্য্য তাহার নাম প্রাণ। গুহ্য নিম্নোদরাদিতে যে কার্য্য তাহাকে অপান। নাভি উদরাদিতে যে কার্য্য তাহাকে সমান। কণ্ঠে উদান; সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া কার্য্যকরী শক্তির নাম ব্যান। গত্যাত্মক বায়বীয় আখ্যায় এই পাঁচটী উপনিষদ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত উদ্গারে নাগ, চক্ষু উন্মীলনে কূর্ম্ম, হাঁচিতে কৃকর, হাইতোলায় দেবদত্ত, সর্ব্ব সংযোগ স্থানে ধনঞ্জয় বায়ুই কার্য্যশীল, সর্ব্বব্যাপকত্ব নিবন্ধন স্থূলদেহ হইতে ঐ বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তি বিচ্ছিন্ন হইলেও ধনঞ্জয় বায়ুদেহ পরি-ত্যাগ করে না। দেহ মধ্যে অসংখ্য নাড়ীপথে রস এবং রক্তাদি অবলম্বনে সঞ্চরণশীল এই বায়বীয়াখ্য জীবনী শক্তির নিরোধের নামই প্রাণায়াম। "প্রাণস্য শরীরান্তঃসঞ্চারিবায়োরায়মনং নিরোধন মায়ামঃ প্রাণায়ামঃ।" যোগাচার্য্য শ্রীমৎ গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, "প্রাণঃ স্বদেহজীববায়ুরায়ামস্তন্নিরোধন মিতি।"

শরীরস্থ জীবনীশক্তি স্বরূপ বায়ুর নিরোধনই প্রাণায়াম। শরীর মধ্যে অসংখ্য নাড়ী অবলম্বনে প্রাণ অপানাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে যে জীবনী-শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পূর্ণ মহামুদ্রার অভ্যাসে গুহ্য নাভি বক্ষো দেশে আকর্ষণে আনা যায়, ঐ আকর্ষণে জীবনী শক্তি নাভি স্থানে আনিয়া হং আখ্য বহির্গমন-শীল প্রাণ বায়ুর সহিত নাসা ছিদ্রপথে বহির্গত করিয়া দেওয়ার নামই রেচক প্রাণায়াম। "বহির্যদ্রেচনং বায়োরুদরুদরাদ্রেচকঃ স্মৃতঃ।" আর এই রেচক প্রাণায়ামের অভ্যাসে, যদি সর্ব্বশরীর প্রবাহিজীবনী শক্তি বিশিষ্টরূপে নাভিস্থানে আকৃষ্ট হইয়া, নাসারন্ধ্র পথে প্রাণ বায়ুর সহিত বহির্গত হয়, তাহাতে সর্ব্বশরীরে জীবনী শক্তির ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় নিরোধ ভাবে যে অবস্থান তাহাকে পূর্ণরেচক বা মহা নিরোধ বলে। "নিষ্ক্রাম্য নাসাবিবরাদশেষং প্রাণং বহিঃশূন্যমিবানিলেন; নিরুদ্ধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স রেচকো নাম মহা নিরোধঃ।" আর এই পূরক প্রাণায়ামের অভ্যাসে, নাসাপুট পথে বাহ্য বায়ু সহ নাভি স্থিত ঐ আকর্ষণাত্মক জীবনীশক্তি, পূর্ণ পূরকে সংপ্রসারিত হইয়া সর্ব্ব নাড়ী পরিপূর্ণ হয়, তবে তাহাকে পূর্ণ পূরক বা মহা নিরোধ বলে। "বাহ্যেস্থিতং প্রাণপুটেন বায়ুমাকৃষ্য তেনৈব শনৈ সমন্তাৎ; নাড়ীশ্চ সর্ব্বাঃ পরিপূরয়েদ্যঃ স পূরকো নামা মহা নিরোধঃ।" আর এই পূরক ও রেচকে জীবনী শক্তি পরিপূর্ণ কুম্ভবৎ শরীর বা নাড়ী অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে স্থির থাকিলে তাহাকে কুম্ভক বলে। "সংপূর্য্য কুম্ভবদ্বায়োর্দ্ধারণং কুম্ভকো ভবেৎ।" সহিত ও কেবল ভেদে এই কুম্ভক দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সহিত কুম্ভক দুই প্রকার। পূরক ও রেচক পূর্ব্বক যে কুম্ভক তাহাকে সহিত কুম্ভক বলে। পরে বর্ণিত সূর্য্য ভেদনাদি অষ্ট প্রকার কুম্ভকই পূরক পূর্ব্বক সহিতাখ্য কুম্ভকের ভেদ বলিয়া জানিবে। এই পূরক পূর্ব্বক সহিতাখ্য কুম্ভকের অভ্যাস যোগীগণের নিত্য অনুষ্ঠেয়, আর রেচক পূর্ব্বক সহিতাখ্য কুম্ভকের অনুষ্ঠান তাহারা করেন না। (সিদ্ধ দেহ ব্যতীত, বিন্দু ধারণাক্ষম জড়দেহে ইহার অভ্যাস হয় না।) এতদ্ব্যতীত রেচক পূরক বর্জ্জিত

যে কুম্ভক তাহাকে কেবল কুম্ভক বলে। ইহারি নাম অন্তঃ প্রাণায়াম। বহিঃ প্রাণায়াম বা নাড়ী শুদ্ধিতে জীবনী শক্তি সকল নাড়ী হইতে নাভিস্থানে আকর্ষিত ও স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ঐ শক্তি গুরু কৃপায় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদনে সুষুম্না পথে উর্দ্ধ সঞ্চারিত হয়। ঐ সুষুম্না অভ্যন্তরে স্থান বিশেষে তাহাকে উত্তোলন, ধারণ ও সঞ্চারণা করার নামই অন্তঃ প্রাণায়াম। ক্রমানুযায়ী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা দেখিবেন, নচেৎ অন্তঃ প্রাণায়াম সহজ বোধ্য হইবে না। অপিচ পূরক পূর্ব্বক সহিতাখ্য সূর্য্য ভেদনাদি কুম্ভক বা বহিঃ প্রাণায়াম কিম্বা নাড়ী শুদ্ধির অভ্যাস না করিলে; অন্তঃ প্রাণায়ামের অধিকার হয় না। তজ্জন্য আমরা সাধনার ক্রমানুযায়ী ধারাবাহিক রূপে আলোচনা করিতেছি। সাধন অভ্যাসেচ্ছু সাধক প্রথমতঃ বুঝিয়া পরে সাধ্য ও সামর্থানুযায়ী ক্রমানুসারে অভ্যাস করিবেন। যাবৎ আসন ও মুদ্রার অভ্যাসে, জীবনী শক্তির দ্বারা বহিঃ প্রাণায়াম বা নাড়ী শুদ্ধি করিতে না পারেন, ততদিন আসন মুদ্রা সহ বহিঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"যাবৎ কেবলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সহিতং তাবদভ্যসেৎ।"

যাবৎ কাল সূর্য্য ভেদনাদি অষ্ট প্রকার সহিত কুম্ভকের অনুষ্ঠানে বিনাবরোধে বায়ু স্থির রূপ কেবল কুম্ভকের অবস্থা না আইসে, ততদিন সাধক প্রযত্নের সহিত আসন মুদ্রা, ও বহিঃ প্রাণায়াম বা নাড়ী শুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে :—

জন্মৌষধি তপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ॥

জন্ম, ঔষধি, তপ ও মন্ত্র হেতু কতকগুলি সিদ্ধি স্বাভাবিক উপস্থিত হয়। যেমন সর্প ভেকাদির খেচরী; পক্ষিগণের আকাশ গতি, রসায়ন প্রভৃতি ঔষধি সেবনে স্থূলদেহের দীর্ঘকাল স্থিতি; বাক্কায় মন প্রভৃতির সংযম দ্বারা মনোময় কোষের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ; মন্ত্র প্রয়োগে বিষাদির প্রতিষেধ ইত্যাদি সিদ্ধি নৈসর্গিক। কিন্তু এই

সমস্ত সিদ্ধি ও ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর ও উৎকৃষ্টতম যাবতীয় সিদ্ধি আছে ; সেই সকল সিদ্ধি ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানে সাধকের আয়ত্তাধীন। ফলতঃ যোগজ সিদ্ধি আর অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় না।

এই যোগজ সিদ্ধি একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারাই আয়ত্ব হয়। প্রাণায়াম সর্ব্বপ্রকার তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। অন্য সর্ব্বপ্রকার তপস্যা হইতে প্রাণায়াম ষোড়শ গুণ ফল প্রদান করে। বহিঃ প্রাণায়াম দ্বারা স্থূল শরীরের ব্যাধি আলস্য প্রভৃতি জড় আবিলতা এবং অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা অবিদ্যা মালিন্য প্রভৃতি রিপু প্রবলতা বিনষ্ট করিয়া আত্মার মায়াবরণ উন্মুক্ত করে। আমরা এই অধ্যায়ে বহিঃ প্রাণায়মের অষ্ট প্রকার ভেদে অভ্যাসের বিষয় বলিয়া পরে পরবর্ত্তি অধ্যায়ে নাড়ী শুদ্ধি, কুণ্ডলিনী চৈতন্য ও অন্তঃ প্রাণায়ামের বিষয় বলিব। তবে সকল গুলিই যে কোন এক সাধকের অভ্যাস করিতে হয় তাহা নহে। শ্রীগুরু উপদেশে অথবা নিজে নিজের অবস্থা বুঝিয়া যেটী যাহার প্রয়োজন ও সাধ্যানুকূল বোধ হইবে, সেইটীই অভ্যাস করিলেই হইবে। নিম্নে ফলসহ প্রত্যেকটি সতন্ত্র সতন্ত্র বর্ণিত হইল।

সূর্য্যভেদন মুজ্জায়ী সীৎকারী সীতলীতথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা প্লাবিনীত্যষ্টকুম্ভকাঃ॥

পূরক পূর্ব্বক সহিতাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম, সূর্য্য ভেদন উজ্জায়ী, সীৎকারী, সীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও প্লাবণী এই অষ্টপ্রকার। সর্ব্ব প্রকার কুম্ভক প্রাণায়াম সাধনের পূর্ব্বে সাধক পূর্ব্বোক্ত আসন মুদ্রা অভ্যাস করিয়া লইবেন। পূর্ণ মহামুদ্রার অভ্যাসে মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ, জালান্ধর বন্ধ আয়ত্ব হইলে, নিম্নোদর প্রবাহি-আকর্ষণাত্মক অপান বায়ুকে, উর্দ্ধে কণ্ঠ বক্ষ প্রভৃতি প্রাণ বায়ু স্থানে উত্তোলন রূপ উদ্দ্যাৎ অভ্যাস করিয়া লইবেন। তাহা হইলেই সর্ব্ব নাড়ী প্রবাহিজীবনীশক্তি মনের গোচরীভূত ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আয়ত্বে পরিচালিত হইবে। আসন মুদ্রার অনুষ্ঠানে মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ ও জালন্ধর বন্ধ এবং উদ্দ্যাৎ অভ্যাস ব্যতীত বায়ু নিরোধ রূপ বহিঃ

প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে, বহুরূপ ব্যাধি এবং নানারূপ শারীরিক ও মানসিক বিঘ্ন উদ্বেগাদি হইতে পারে। এজন্য যোগশাস্ত্রে বহিঃ প্রাণায়াম অভ্যাসের পূর্ব্বেই ঐ অনুষ্ঠান চতুষ্টয়ের উপদেশ করিয়াছেন।

পূরকান্তে তু কর্ত্তব্যো বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ।
কুম্ভকান্তে রেচকাদৌ কর্ত্তব্যাস্তডিড্ডয়ানকঃ॥

পূরক অন্তে জালন্ধর বন্ধ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পূরক শেষ হইলেই কণ্ঠ আকুঞ্চন করিয়া চিবুক বক্ষ স্থানে চাপিয়া প্রাণবায়ুর বহির্নিগমন পথ প্রতিরোধ করিবে। পরে কুম্ভক শেষ হইলে রেচকের প্রথম উড্ডিয়ান বন্ধ করিবে, অর্থাৎ গুহ্যমূল আকুঞ্চনে নাভিমণ্ডল আকর্ষণে পশ্চাৎ দিকে চাপিয়া ধরিয়া রেচক বা ভিতরের বায়ু বাহির করিবে।

অধস্তাৎ কুঞ্চনেনাশু কণ্ঠসঙ্কোচনে কৃতে।
মধ্যে পশ্চিমতানেন স্যাৎ প্রাণো ব্রহ্ম নাড়িগঃ॥

পূরক পূর্ব্বক কণ্ঠ আকুঞ্চনে জালন্ধর বন্ধ করিয়া গুহ্য মূল সংকোচনে নাভিমণ্ডল পশ্চাৎ দিকে চাপিয়া ধরিলে সর্ব্ব নাড়ী প্রবাহি—জীবনীশক্তি ব্রহ্ম নাড়ী সুষুম্নার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

অপান মূর্দ্ধ মুত্থাপ্য প্রাণং কণ্ঠাদধোনয়েৎ।
যোগী জরাবিমুক্তঃ সন্ ষোড়শাব্দবয়োভবেৎ॥

মুলবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, নিঃসারিত প্রাণবায়ুকে ঐ নিম্নোদরের আকর্ষণাত্মক অপান বায়ুর বারংবার আঘাতে বা ধাক্কায় প্রাণবায়ুকে কণ্ঠনালীর সাহায্যে বমনবৎ নিঃসারিত করিতে পারিলে যোগী জরাজীর্ণ বিমুক্ত হইয়া ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাকেই রাজযোগ গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শনে উদঘাৎ বলিয়াছেন। উৎ, ঊর্দ্ধ + ঘাত, হনন = উদঘাৎ ; ভিতরের বায়ু ঊর্দ্ধগত অর্থাৎ বাহিরে নিঃসারিত করিয়া কণ্ঠাদির আকুঞ্চন রূপ বন্ধনত্রয়ে আবদ্ধ করিলে, প্রাণ বায়ু অধঃ, অপান ঊর্দ্ধগত হয়।

প্রাণেন প্রের্য্যমানেন অপান পীড্যতে যদা।
গত্বাচোর্দ্ধং নিবর্ত্ততে এতদুদ্‌ঘাত লক্ষনম্॥

গুহ্য নাভি প্রভৃতি নিম্নোদর প্রবাহিআকর্ষণাত্মক অপানের বলে অর্থাৎ বারংবার আঘাতে ভিতরের বায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া জালন্ধরাদি বন্ধন করিলে যে শরীর অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধগতির অধঃভাব অনুভব হয় তাহাই উদ্ঘাতের লক্ষণ।

সাধক পূর্ণ মহামুদ্রার অনুষ্ঠানে জালন্ধরাদি বন্ধন ত্রয় এবং উদ্ঘাৎ অভ্যাস করিয়া পরে বহিঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, প্রাণায়াম জনিত কোনরূপ বিঘ্নাদি অনুভব করেন না। তাহার বায়ু প্রকুপিত হয় না। শরীরের কৃশতা ও মুখের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়, ধাতু পুষ্টি, মলশুদ্ধি, অগ্নিদীপ্তি, কণ্ঠ শুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাণায়াম অভ্যাস সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। তদনন্তর প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া নিজ শিরস্থিত সহস্রদলে শ্রীগুরু দেব, শিবমূর্ত্তি অথবা নিজ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অবস্থান এবং হৃদ্পদ্মে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে। তৎপরে শৌচাদি সম্পন্ন করিবে। তদনন্তর পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে কোমল আসনে উপবেশন পূর্ব্বক অভ্যাস নিরত হইবে। নিজ অভ্যাসের আসন খানি অপরকে কখন ব্যবহার করিতে দিবে না। আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দেশকাল ও নিজ নাম গোত্র উল্লেখে সঙ্কল্প করিবে। (বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য —মাসি —পক্ষে—তিথৌ—গোত্রঃ শ্রী—শ্রীশ্রীপরমেশ্বর প্রীত্যর্থে সমাধি তৎফল সিদ্ধি মানস পূর্ব্বকান্ প্রাণায়ামাদীন্ করিষ্যে) অনন্তর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিবে। পরে অনন্তদেবকে "মণিভ্রাজাৎ ফণাসহস্রবিধৃত বিশ্বম্ভরায়মণ্ডলায় অনন্তায় নাগরাজায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিয়া আসন বন্ধন করিবে। পরে নিম্নলিখিত প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে।

সূর্য্য ভেদন।

দক্ষ নাড্যা সমাকৃষ্য বহিঃস্থং পবনং শনৈঃ।
আকেশাদানখাগ্রচ্চ নিরোধাবধি কুম্ভয়েৎ॥
ততঃ শনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়েৎ পবনং শনৈঃ।
পুনঃ পুনরিদং কার্য্যং সূর্য্যভেদনমুত্তমম্॥

মেরুদণ্ডের বামে চন্দ্রাধিষ্ঠিত ইড়া ও দক্ষিণে সূর্য্যাধিষ্ঠিত পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহিতা ঐ নাড়ীদ্বয় মেরুদণ্ডাবলম্বনে তাহার উৰ্দ্ধ ও অধঃ প্রান্তস্থ আজ্ঞা ও মূলাধার পদ্মে সংশ্লিষ্ট হইয়া পরস্পরে বিপরীত ক্রমে ইড়া দক্ষিণ নাসাপূটে এবং পিঙ্গলা বাম নাসাপুটে আসিয়াছে। ("ইড়া নাম্নী তুযা নাড়ী বাম মার্গে ব্যবস্থিতা। সুষুম্নাং সা সমাশ্লিষ্টা দক্ষ নাসাপুটং গতা॥" "পিঙ্গলা নামা যা নাড়ী দক্ষ মার্গে ব্যবস্থিতা। মধ্য নাড়ীং সমাশ্লিষ্ট বাম নাসাপুটং গতা॥") মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে যে সময় সূর্য্যাধিষ্ঠিত পিঙ্গলা নাড়ীতে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়; তখন ঐ শক্তি মূলাধার আজ্ঞা সংশ্লিষ্ট হইয়া বিপরীত ক্রমে স্থূলদেহের বামভাগে কার্য্যশীল হয়। আবার মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে যে সময় চন্দ্রাধিষ্ঠিত ইড়া নাড়ীতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়, তখন ঐ শক্তি মূলাধার আজ্ঞা সংশ্লিস্ট হইয়া বিপরীত ক্রমে স্থূলদেহের দক্ষিণ ভাগে কার্য্যশীল হয়। স্থূল জগতে বিপরীত ক্রমে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়বৎ, স্থূলদেহে ও বিপরীত ক্রমে ঐরূপ চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে যে সময় ইড়া নাড়ীতে চন্দ্রের উদয় হয় তখন স্থূলদেহের দক্ষিণ পার্শ্বে সূর্য্যের উদয়, আর মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে যে সময় পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্যের উদয় তখন স্থূলদেহের বাম পার্শ্বে চন্দ্রের উদয়। তাহাতে মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে ইড়া নাড়ীতে চন্দ্রের উদয় হইলে স্থূলদেহে দক্ষিণ অঙ্গে সূর্য্যের উদয় হইয়া দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। আবার মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্যের উদয় হইলে, স্থূলদেহের বাম অঙ্গে চন্দ্রের উদয় হইয়া বাম নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়। চন্দ্র সূর্য্যের এই বিপরীত অবস্থা বা কার্য্যশীলতা পরিবর্ত্তনে সম্মিলন করাই সূর্য্য ভেদ কুম্ভক প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব কথিত মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দক্ষভাগস্থ সূর্য্য নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ স্থূলদেহে বাম নাসাপূটে, শ্রীগুরু উপদেশ অনুযায়ী ধীরে ধীরে পূরক করিয়া কুম্ভক করতঃ চন্দ্র নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ স্থূলদেহের দাক্ষিণ নাসাপুটে ধীরে ধীরে রেচক কর। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুষ্ঠানে সূর্য্য ভেদনাখ্য

উত্তম প্রাণায়াম হয়। বাম নাসাপুট গত সূর্য্যাধিষ্ঠিত দক্ষ নাড়ী পিঙ্গলায় পূরক পূর্ব্বক, কুম্ভকান্তে, দক্ষিণ নাসাপুট গত চন্দ্রাধিষ্ঠিত সব্য নাড়ী ইড়ায় রেচক করিলে সূর্য্যভেদ হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যের বিপরীত প্রবাহ পরিবর্ত্তনে, পিঙ্গলা নাডীতে সূর্য্যের উদয়ে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে চন্দ্রের উদয়ে, স্থূল শরীরের দক্ষিণ ভাগে সূর্য্যের উদয় নিরুদ্ধ হইয়া, মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে সূর্য্যের উদয়ে, স্থূল শরীরেরও দক্ষিণ ভাগে সূর্য্যের উদয় হয়। এইরূপ চন্দ্রেরও বিপরীত অবস্থা বা কার্য্যশীলতা পরিবর্ত্তনে সমভাবে সম্মিলিত হয়। এই সূর্য্য ভেদন কুম্ভক প্রাণায়ামের ফলে, সাধকের মস্তক বিশোধিত হয়। বাত দোষ বিনষ্ট হয়, উদরের কৃমিনাশ পায়। শ্রীগুরু উপদেশানুযায়ী পূরক কুম্ভক রেচকে মন্ত্র ও সংখ্যা স্থির করিয়া, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়। দ্বিতীয় বহিঃ প্রাণায়ামের নাম ;—

উজ্জায়ী।

মুখং সংযম্য নাড়ীভ্যামাকৃষ্য পবনং শনৈঃ।
যথা লগতি কণ্ঠাত্তু হৃদয়াবধি সস্বনম্॥

মুখ সংযম অর্থাৎ দন্ত ও অধরোষ্ঠ আবদ্ধ রাখিয়া, মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধের আকর্ষণে কণ্ঠ ঈষৎচাপিয়া, উভয় নাসাপুট দ্বারা সশব্দে ধীরে ধীরে বাহিরের বায়ু বক্ষে পূরক অর্থাৎ ভিতরে টানিয়া লও। এইরূপ সাবধানে পূরক করিবে, যেন মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ কিছুমাত্র শিথিল না হয়, এবম্বিধ অবস্থায় কণ্ঠ চাপিয়া পূরক করিলে, বায়ু সশব্দে ফুসফুসে প্রবিষ্ট হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিবে, তদনন্তর,—

পূর্ব্ববৎ কুম্ভয়েৎ প্রাণং রেচয়েদিডয়াততঃ।
শ্লেষ্মা দোষ হরং কণ্ঠে দেহানলবিবর্দ্ধনম্॥

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কুম্ভক করিয়া, মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্ব প্রবাহী ইড়া নাড়ী দ্বারা রেচক করিবে। এই ইড়া নাড়ী দক্ষিণ নাসাপুটে আসিয়াছে। উজ্জায়ী কুম্ভকের রেচক, ঐ চন্দ্রাধিষ্ঠিত ইড়া নাড়ীতে

করিতে হইবে। তাহাতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের বিপরীত ভাব পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন উজ্জায়ী কুম্ভকের রেচক দক্ষিণ নাসায় করিতে হইবে। আর চন্দ্র সূর্য্যের পরিবর্ত্তন হইলে, তখন সাধক বাম নাসায় করিবেন। চন্দ্র ও সূর্য্যের বিপরীত ভাব পরিবর্ত্তন হইলে সাধক রেচক কালীন, নিজ মেরুদণ্ডে রেচক অর্থাৎ উর্দ্ধ প্রবাহিত গতির অনুভব করিতে পারিবেন। এই উজ্জায়ী কুম্ভক অভ্যাস করিলে কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা দোষ নষ্ট হয়। তাহাতে কাস রোগ জন্মে না, ও জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়।

নাড়ীজলোদরাধাতুগত দোষ বিনাশনম্।
গচ্ছতা তিষ্ঠতা কার্য্যমুজ্জাখ্যং তু কুম্ভকম্ ॥

এই উজ্জায়ী কুম্ভক অভ্যাস করিলে নাড়ীগত দোষ, উদরগত দোষ ও ধাতু দোষ বিনষ্ট হয়। সাধক গমন করিতে করিতেও এই উজ্জায়ী কুম্ভক অভ্যাস করিতে পারেন। কারণ ইহার অভ্যাস কালে বিশেষ কোন বন্ধনাদি করিতে হয় না। অতঃপর তৃতীয় কুম্ভক প্রাণায়ামের কথা বলিতেছি।

সীৎকারীকথনম্।

সীৎকারং কুর্য্যাত্তথা বক্ত্রে প্রাণেনৈব বিজৃম্ভিকাম।
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ ॥

সীৎকার অর্থাৎ শীষ্ দিতে দিতে, ভিতরের বায়ু নিঃশেষ রূপে বাহির করিয়া দাও। তাহাতে যে মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ানবন্ধ হয়, তাহা ধরিয়া, ঐ সীৎকারের অবস্থায় অর্থাৎ ঐ জিহ্বাওষ্ঠের দ্বারা, বায়ু ধীরে ধীরে পূরক কর। পূরক অন্তে মুখ চাপিয়া কুম্ভক করিয়া, উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচক করিবে। কদাচ মুখ দ্বারা রেচক করিবে না। যেন মুখের মধ্যে কিছুমাত্র বায়ু প্রবেশ না করে। এই সীৎকার কুম্ভক প্রাণায়াম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে সাধক, দ্বিতীয় কামদেব তুল্য রূপবান হয়েন।

যোগিনীচক্র সামান্যঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষ্ণা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে॥
ভবেৎ সত্বং চ দেহস্য সর্ব্বোপদ্রব বর্জ্জিতঃ।
অনেন বিধিনা সত্যং যোগীন্দ্রো ভূমি মণ্ডলে॥

এই সীৎকার কুম্ভক প্রভাবে সাধক ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি যোগ বিঘ্নকর সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শূন্য হইয়া, যোগিনীগণের আরাধ্য ও সত্ববল সম্পন্নতায়, এই মায়া প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি ও সংহার ক্ষম হইতে পারেন। চতুর্থ বহিঃ প্রাণায়ামের নাম ;—

সীতলী।

জিহ্বায়াং বায়ু মাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ কুম্ভকসাধনম্।
শনকৈর্ঘ্রাণরন্ধ্রাভ্যাং রেচয়েৎ পবনং সুধীঃ॥

ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়া জিহ্বা বহির্গত করিয়া, পক্ষী চঞ্চু ন্যায় করিবে। অর্থাৎ জিহ্বার দুই পার্শ্ব বাঁকাইয়া, মধ্য ছিদ্রপথে অল্পে অল্পে বায়ু, মূল ও উড্ডীয়ানবন্ধ সহ আকর্ষণ করিয়া পূরক কর। পরে প্রগুক্ত নিয়মে কুম্ভক করিয়া, উভয় নাসাছিদ্র পথে ধীরে ধীরে বায়ু রেচক করিবে।

গুল্ম প্লীহাদিকান্ রোগান্ জ্বরং পিত্তং ক্ষুধাং তৃষাম॥
বিষাণি সীতলী নাম কুম্ভিকেয়ং নিহন্তি হি॥

সীতলী কুম্ভকের অভ্যাসে, গুল্ম প্লীহা প্রভৃতি উদর রোগ নষ্ট হয়। জ্বর ও পিত্ত বিকার আরোগ্য হয়। এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়। কোন প্রকার বিষ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও কোনরূপ অপকার করিতে পারে না। নিম্নে পঞ্চম প্রাণায়ামের কথা বলিতেছি।

ভস্ত্রিকা কথনম্।

উর্ব্বোরুপরি সংস্থাপ্য শুভে পাদতলে উভে।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্॥

সম্যক্ পদ্মাসনং বদ্ধা সমগ্রীবোদরঃ সুধীঃ।
মুখং সংযম্য যত্নেন প্রাণং প্রাণেন রেচয়েৎ॥
যথা লগতি তৎকণ্ঠে কপালাবধিলম্বনম্।
বেগেন পূরয়েচ্চাপি হৃৎপদ্মাবধিমারুতম্॥

বাম উরুর উপরি দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে কথিত পদ্মাসনের নিয়মে সংস্থাপন পূর্ব্বক, উদর ও গ্রীবা সমভাবে রাখিয়া অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধঃ বক্রাবস্থা ঠিক রাখিয়া উপবেশন করিবে। এই পদ্মাসন সাধকের সর্ব্বপ্রকার পাতক বিনাশ করে। সম্যক্ প্রকারে এই পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সাধক প্রযত্নের সহিত প্রাণ বায়ুর রেচন করিবে। ফলতঃ প্রথমেই ভিতরের বায়ু, মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ানবন্ধের বলে, বাহিরে পরিত্যাগ করিবে। এমত ভাবে পরিত্যাগ করিবে যেন ঐ পরিত্যক্ত বায়ু, হৃদয় হইতে সশব্দে কণ্ঠ হইয়া কপাল পর্য্যন্ত (ভ্রূমধ্য) সংলগ্ন হয়। এইরূপে রেচক করিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপেই বেগে বায়ু পূরক করিয়া লইবে। এই পূরক সময়ে সাবধান থাকিবে, যেন মূলবন্ধ ও নাভিস্থ উড্ডীয়ান বন্ধ ঠিক থাকে ; এবং বায়ু সশব্দে হৃদয়ে যাইয়া সংলগ্ন হয়।

পুনর্বিরেচয়েত্তদ্বৎ পূরয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
যথৈব লোহকারেণ ভস্ত্রা বেগেন চাল্যতে॥
তথৈব স্ব শরীরস্থং চালয়েৎ পবনং ধিয়া।
যথা শ্রমো ভবেদ্দেহে তদা সূর্য্যেণ পূরয়েৎ॥

পূর্ব্ব প্রকারে বায়ু পূরক করিয়া, পরক্ষণেই সেই বায়ু উক্ত প্রকারে রেচক করিবে। এবং পুনর্ব্বার ঐরূপ নিয়মে পূরক করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ যেমন লৌহকার তাহার ভস্ত্রা অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলনার্থ চর্ম্ম নির্ম্মিত যন্ত্র একবার বায়ু পূর্ণ করিয়া পরক্ষণেই তাহা শূন্য করে, সেইরূপ পূরক রেচক করিবে। এইরূপে দেহস্থ বায়ুর চালনা করিতে করিতে সাধক যখন শ্রম বোধ করিবে ; তখন বাম পার্শ্বস্থ ইড়া নাড়ী অবরোধে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সূর্য্য নাড়ী দ্বারা পূরক করিয়া লইবে।

যথোদরং ভবেৎ পূর্ণমনিলেন তথালঘু।
ধারয়েন্নাসিকাং মধ্যতর্জ্জনীভ্যাং বিনা দৃঢ়ম্।

এই শেষ বারে পূরক অন্তে সেই বায়ু, দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী ভিন্ন অপর অঙ্গুলীত্রয় দ্বারা অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ, নাসিকা এবং অনামিকা কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া, দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর,

বিধিবৎ কুম্ভকং কৃত্বা রেচয়েদিড়য়ানিলম্।
বাতপিত্তশ্লেষ্মাহরং শরীরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥

বিধিবৎ কুম্ভক অর্থাৎ জালন্ধর, উড্ডীয়ান ও মূলবন্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাশক্তি বায়ু অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই কুম্ভকে মেরুদণ্ড পথে শক্তির ঊর্দ্ধগতি অনুভব হইলে, বায়ু ইড়া নাড়ী—বাম নাসাছিদ্রে রেচক করিবে। আর ঐ শক্তির অনুভব না হইলে ইড়া নাড়ী দক্ষিণ নাসাছিদ্রে রেচক করিবে। ইহাই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের অভ্যাসে সাধকের বাতপিত্ত ও কফ দোষ বিনষ্ট হয়, এবং জঠরাগ্নির সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম অন্যরূপে অভ্যাস করিবার উপদেশও বিধি প্রচলন আছে। তাহার পদ্ধতি এই যে; প্রথমে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাসা ছিদ্র অবরুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাছিদ্র দ্বারা উপরোক্ত ভাবে রেচক পূরক করিয়া পরিশ্রম জ্ঞান হইলে, ঐ দক্ষিণ নাসাছিদ্র দ্বারা পূরক অন্তে ঐ হস্তের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাছিদ্র অবরোধ পূর্ব্বক বিধিবৎ কুম্ভক করিবে। পরে বাম নাসিকায় রেচক করিবে। পরে ঐ অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর দ্বারা দক্ষিণ নাসাপূট অবরুদ্ধ রাখিয়া, বাম নাসা দ্বারা পুনরায় ঐ রূপ বেচকপূরক করিয়া পরিশ্রম বোধে, বাম নাসা অবরুদ্ধ করিয়া, যথা শক্তি কুম্ভক পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসায় রেচক কর। এইরূপ পুনঃ পুন উভয় নাসায় ভাস্ত্রিকা কুম্ভক অভ্যাস করিবে। এই পদ্ধতির বিশেষ বিধি এই যে যে নাসায় ভস্ত্রিকার ন্যায় বেচক পূরক করিবে, পরিশ্রম জ্ঞানে সেই

নাসায় পূরক অন্তে, উভয় নাসাছিদ্র অবরোধে কুম্ভক করিয়া, অপর নাসায় বায়ু রেচক করিবে।

যে ভাবেই হউক, এক ভাবে অভ্যাস করিলেই সাধক ফল লাভে সমর্থ হয়েন, অভ্যাসের ফলে ;--

কুণ্ডলীবোধকং ক্ষিপ্রং পবনং সুখদং হিতম্।
ব্রহ্মনাড়ী মুখে সংস্থ কফাদ্যর্গলনাশনম্॥

এই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়ামের অভ্যাসে, সাধকের নিদ্রিতা কুণ্ডলীনিশক্তি, শীঘ্রই জাগরিতা হয়েন। এবং শরীরস্থ বায়ু সুখদ, পবিত্র ও ত্রিদোষহর হয়। সর্ব্বপ্রকার কুম্ভক প্রাণায়ামের মধ্যে এই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম হিতকর। অর্থাৎ 'সূর্য্য ভেদন ও উজ্জায়ী কুম্ভক উষ্ণগুণ প্রদ হইয়া, কখন কখন শীত গুণ প্রদ হয়। সীৎকারী ও শীতলী কুম্ভক শীতল গুণ যুক্ত হইয়া, কখন কখন উষ্ণগুণ প্রদান করে। কিন্তু এই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম সর্ব্বদা সম-শীতোষ্ণ গুণ প্রদান করে। সমস্ত সহিতাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম রোগ হর ; তাহার মধ্যে সূর্য্য ভেদন বাত হর। উজ্জায়ী শ্লেষ্মা হর। এবং সীৎকারী ও সীতলী প্রায়ই পিত্তহর। কিন্তু এই ভস্ত্রিকা কুম্ভক বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষ হর। এই কুম্ভকের আরো বিশেষত্ব এই যে সর্ব্ব নাড়ী সঞ্চারি জীবনী শক্তি ; আকর্ষণে একত্র করিয়া. ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না প্রাপ্তি করায়। মূলাধার ও হৃদপদ্ম হইতে ঊর্দ্ধ উৎক্রমণে, সুষুম্না পথে যে রসাদির বিকার জনিত জড় আবিলতা রূপ অর্গল অর্থাৎ আবদ্ধতা আছে, যাহাতে সমষ্ঠিভূত জীবনী শক্তি বা কুণ্ডলীনির, হৃদপদ্ম বিহারি প্রা াত্মা সহ সম্মিলনে ঊর্দ্ধগতির প্রতিবন্ধক হয়, তাহা বিনাশ করে। এবং ;

সম্যক্ গাত্রসমুদ্ভুত গ্রন্থিত্রয়বিভেদকম্।
বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥

এই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম সম্যক্ প্রকারে অভ্যস্ত হইলে, সাধকের সুষুম্না অভ্যন্তরের গ্রন্থিত্রয় ভেদ হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধকের

জীবনী শক্তি বা কুল কুণ্ডলীনি ব্রহ্ম গ্রন্থি মূলাধার, বিষ্ণু গ্রন্থি স্বাধিষ্ঠান এবং রুদ্র গ্রন্থি মণিপুর ভেদে, হৃদ্‌পদ্মে প্রাণাত্মায় মিলিত হয়। এ জন্য বিশেষ প্রযত্ন সহকারে এই ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়ামের অভ্যাস করা, সাধক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ষষ্ঠবহিঃ প্রাণায়ামের নাম ;—

ভ্রামরী।

বেগাদ্‌ঘোষং পূরকং ভৃঙ্গনাদং
ভৃঙ্গীনাদং রেচকং মন্দ মন্দম্‌।
যোগীন্দ্রামেব মভ্যাস যোগা-
চ্চিত্তে জাতা কাচিদানন্দ লীলা॥

মৃদুভাবে উচ্চারিত কণ্ঠের স্বর কাঁপাইয়া, ঐ স্বর মুখ ও নাসাপুট পথে এক সময়ে বাহির করিলে ভ্রমরের ন্যায় শব্দ হইবে। ফলতঃ মূল ও উড্ডীয়ানবন্ধের বলে, ঐ পথে ঐ ভাবে বাহিরের বায়ু আকর্ষণের সহিত গলার স্বর উঠান অগ্রে অভ্যাস করিয়া লইবে, পরে ঐরূপ ভ্রমরবৎ শব্দ করিতে করিতে বেগ সহকারে, মুখ ও নাসাপুট পথে বায়ু পূরক করিবে। পূরকান্তে বিধিবৎ যথা সাধ্য কুম্ভক করিয়া ঐ পথে ঐরূপ শব্দ করিতে করিতে রেচক করিবে, যতক্ষণ শ্রম জ্ঞান না হয় ততক্ষণ উল্লিখিতরূপে পূরক কুম্ভক রেচক করিলেই ভ্রামরী প্রাণায়াম হয়। এই প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে যোগীন্দ্র ব্যক্তির চিত্তে, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লীলা রস উৎপন্ন হয়। অতঃপর নিম্নে সপ্তম প্রাণায়ামের কথা বলিতেছি।

মূর্চ্ছা কথনম।

পূরকান্তে গাঢ়তরং বদ্ধা জালন্ধরং শনৈঃ।
রেচয়েন্মূর্চ্ছানাখ্যেয়ং মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা॥

বিধিবৎ ভাবে পূরক করিয়া, তৎপরে গাঢ়তররূপে জালন্ধর বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে রেচক করিলে মূর্চ্ছা কুম্ভক হয়। এই মূর্চ্ছাখ্য কুম্ভক

প্রাণায়ামের অভ্যাসে সাধকের মনের মূর্চ্ছা হয়। তাই ইহার নাম মূর্চ্ছা কুম্ভক, এই কুম্ভক অতিশয় সুখপ্রদ। অষ্টম প্রাণামের নাম ;—

প্লাবনী।

অন্তঃ প্রবর্ত্তিতোদার মারুতাপূরিতোদরঃ।
পয়স্যগাধেঽপি সুখাৎ প্লবতে পদ্ম পত্রবৎ॥

বাহিরের বায়ু গ্রহণ ও ভিতরের বায়ু পরিত্যাগ না করিয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিবে। তাহাতে বক্ষাদি উদর মধ্যে যে বায়ু থাকে তাহা দ্বারাই বক্ষাদি উদর প্রদেশ প্রসারিত অর্থাৎ স্ফীত করিয়া কুম্ভক অভ্যাস করিবে। এইরূপে কুম্ভক অভ্যস্ত হইলে, সাধক অগাধ জলে পদ্ম পত্রবৎ ভাসিয়া থাকিতে পারেন।

এই অষ্ট প্রকার বহিঃ প্রাণায়ামের পদ্ধতি, মূলগ্রন্থ হঠ যোগ প্রদীপিকা ও ব্রহ্মানন্দ কৃত জ্যোৎস্নাভিধায়াং নাম্নী টীকার সাহায্যে সাধকের সাধনানুভূতি ও শ্রীগুরু-উপদিষ্ট পদ্ধতির সহিত মিলাইয়া লিখিত হইল। হঠযোগ গ্রন্থ প্রকাশক অপরাপর গ্রন্থকারেরা কে কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন জানি না। আমরা তাহা বুঝিবার ও জানিবার প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরু উপদেশে, সাধনা জনিত অনুভূতিতে, যেরূপ বুঝিয়াছি তাহারি প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ উদ্যেশ্যের অনুকূল, প্রামাণ্য শাস্ত্রের প্রমাণাংশ ব্যতীত, অপরাপরাংশের বিষয় আমরা এ পুস্তক কিছু আলোচনা করিব না।

এই বহিঃ প্রাণায়াম অভ্যাসেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে পূরক রেচক অভ্যাস করিয়া লইবেন। স্মরণ রাখিবেন যে কেবলমাত্র বাহিরের বায়ু নাসা-ছিদ্র পথে টানিয়া লইলেই পূরক হয় না। কিম্বা অবিধি পূর্ব্বক বায়ু অবরুদ্ধ রাখার নাম কুম্ভক নহে। এবং ভিতরের বায়ু পরিত্যাগ করার নাম রেচক নহে পূরক কুম্ভক রেচকে দেহ মধ্যস্থ অসংখ্য নাড়ী সঞ্চারি জীবনী শক্তিকে আকর্ষণ, বিধারণ ও সঞ্চারণা করিতে হয়। তজ্জন্যই আসন মুদ্রার অভ্যাস করিয়া, পরে এই বহিঃ প্রাণায়াম অভ্যাস

করিতে আমরা বলিয়াছি। এবং প্রাণায়াম অভ্যাস কালীন মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ ও জালন্ধর বন্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই বন্ধত্রয় ব্যতীত কোন প্রাণায়াম অনুষ্ঠান হয় না। তজ্জন্য নিম্নে এই বন্ধত্রয়ের বিষয় আর একবার আলোচনা করিয়া এ অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

অথ মূলবন্ধঃ।

পার্ষ্ণিভাগেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্ গুদম্
অপান মূর্দ্ধমাকৃষ্য মূলবন্ধোঽভিধীয়তে ॥

পায়ের গোড়ালী দ্বারা যোনি দেশ চাপিয়া, গুহ্য সঙ্কোচনে ঐ আকর্ষণাত্মকবলে অপান বায়ুকে মেরুদণ্ড পথে উর্দ্ধে আকর্ষণ বা উত্তোলন করিবে। এইরূপ করাকে যোগীগণ মূলবন্ধ বলেন।

প্রাণাপাণৌ নাদ বিন্দূ মূল বন্ধেনচৈকতাম্।
গত্বা যোগস্য সংসিদ্ধিং গচ্ছতো নাত্র সংশয় ॥

মূলবন্ধ সাধনে উদ্ধগ প্রাণ বায়ু. এবং নিম্নগ অপান বায়ু ও নাদ বিন্দ একত্র হইয়া সাধকের সিদ্ধি প্রদান করে। অর্থাৎ মূলবন্ধ সিদ্ধি হইলে প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ু মিলিত হইয়া, সুষুম্নায় প্রবেশ করে এবং তাহাতে নাদ (অনাহত ধ্বনি) প্রকাশ পায়। ঐ নাদের অবলম্বনে সম্মিলিত প্রাণা পান হৃদ্পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রণবাকারে মূর্দ্ধা গতিতে তথায় নাদ বিন্দুর একতা সম্পাদন করে। এইরূপ হইলেই যোগ সিদ্ধি হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই।

অপানে ঊর্দ্ধগে যাতে প্রয়াতে বহ্নি মণ্ডলম্।
তদানলশিখাদীর্ঘা জায়তে বায়ুনা হতা ॥
অপান প্রাণয়োরৈক্যং ক্ষয়োমূত্রপুরীষয়োঃ।
যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ ॥

মূলবন্ধের অভ্যাসে অধোগত অপান উদ্ধগত হইয়া নাভি মণ্ডলে মণিপুর চক্রে, বহ্নি মণ্ডল প্রাপ্ত হয়। ঐ বহ্নিমণ্ডল গলিত স্বর্ণের

ন্যায় অতি উজ্জ্বল এবং ত্রিকোণ। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগ্নি শিখা মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মূলবন্ধের সাধন অভ্যাসে অপান বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া, ঐ বহ্নি মণ্ডল প্রাপ্ত হয়। তাহাতে জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। পরে হৃদয় সঞ্চারী প্রাণ বায়ুর সহিত সম্মিলিত হইয়া, সঞ্চিত মল মূত্র নিঃসরণ করে। তাহাতেই বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় বলবীর্য্য-শালী হয়।

ততো যাতো বহ্ন্যপানৌ প্রাণমুষ্মস্বরূপকম্।
তেনাত্যন্তং প্রদীপ্তস্তু জ্বলনো দেহজস্তথা॥
তেন কুণ্ডলিনী সুপ্তা সন্তপ্তা সংপ্রবুধ্যতে।
দণ্ডাহিতা ভূজঙ্গীব নিশ্বস্য ঋজুতাং ব্রজেৎ॥
বিলং প্রবিষ্টেব ততো ব্রহ্মনাড্যন্তরং ব্রজেৎ।
তস্মান্নিত্যং মূলবন্ধঃ কর্ত্তেব্যো যোগিভিঃ সদা॥

প্রাণাপান বায়ুর সহিত, অগ্নি মিলিত হইলে শরীর অতিশয় উজ্জ্বল হয়। অপান বায়ুর উর্দ্ধগতিতেই অগ্নির উদ্দীপনা বশতঃ প্রণবাকারে চালিত হইয়া প্রাণসঙ্গত হইলে, সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। আর ঐ প্রদীপ্ত অগ্নির তাপে, নিদ্রিতা কুণ্ডলীনি শক্তি, দণ্ডাহত ভূজঙ্গিনীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ অত্যন্ত সরল ও প্রবোধিতা হয়েন। ভূজঙ্গী যেমন বিবর মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কুণ্ডলীনি শক্তি ও সরল হইলে ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না মধ্যে গমন করিয়া থাকেন। এই জন্য যোগিগণের সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক মূলবন্ধ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

উড্ডীয়ান বন্ধ।

উদরে পশ্চিমং তানং নাভে রূর্দ্ধং চ কারয়েৎ।
উড্ডীয়ানো হ্যসৌবন্ধো মৃত্যু মাতঙ্গ কেশরী॥

নাভি মণ্ডলস্থিত নাড়ীর উর্দ্ধ ও অধোভাগ পশ্চিমতানে আকর্ষণ করিবে। অর্থাৎ নাভি মণ্ডল আকর্ষণে সংকুচিত করিয়া, মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন ও দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে। ইহাকেই পশ্চিমতান

নামক আকর্ষণ বলে। এইরূপ করিলেই উড্ডীয়ান বন্ধ হয়। এই উড্ডীয়ান বন্ধ মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের পক্ষে সিংহ স্বরূপ। সিংহ যেরূপ মাতঙ্গের মস্তক উৎপাটিত করে, তদ্রূপ এই উড্ডীয়ান বন্ধ মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের নিবারক।

উড্ডীয়ানন্তু সহজং গুরুণা কথিতং সদা।
অভ্যসেৎ সততং যস্তু বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ষণ্মাসমভ্যসেন্মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥
সর্ব্বেষামেব বন্ধানামুত্তমোহ্যড্ডীয়ানকঃ।
উড্ডীয়ানেদৃঢ়ে বন্ধে মুক্তিঃ স্বাভাবিকী ভবেৎ॥

গুরু কর্ত্তৃক কথিত, নাভির উর্দ্ধ অধোভাগ প্রযত্নের সহিত পৃষ্ঠ সংলগ্নরূপ উড্ডীয়ান বন্ধের অভ্যাসে বৃদ্ধ দেহে ও তারুণ্যের সঞ্চার হয়। ছয়মাস কাল নিয়মিত পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে, মৃত্যু পরাজিত হয়। সকল বন্ধের মধ্যে এই উড্ডীয়ান বন্ধই শ্রেষ্ঠ কেন না এই বন্ধের অভ্যাসেই সাধকের মুক্তি স্বাভাবিক হয়। সাধকের জীবনীশক্তি সুষুম্না পথে প্রাণের সম্মিলনে মৃদ্ধাগতি লাভ করে।

জালন্ধর বন্ধঃ।

কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ম্।
বন্ধো জালন্ধরাখ্যোঽয়ং জরা মৃত্যু বিনাশকঃ॥

কণ্ঠ সংকোচন করিয়া বক্ষস্থলে চিবুক (দাড়ি) দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলে জালন্ধর বন্ধ হয়। সম্মুখস্থ দন্তের উপর দন্ত দিয়া, গল নালী হইতে চতুরঙ্গুলী দূরে চিবুক স্থাপন করিলেই তাহাকে জালন্ধর বন্ধ বলে। এই জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করিলে সাধকের জরা মৃত্যুনাশ হয়।

বধ্নাতি হি শিরাজাল মধোগামিনভোজলম।
ততো জালন্ধরো বন্ধঃ কণ্ঠদুঃখৌঘনাশনঃ॥

জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠসঙ্কোচলক্ষণে।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥

জালন্ধর বন্ধ শিরা সমূহ বন্ধন করে। কণ্ঠ সংকোচন রূপ জালন্ধর বন্ধের সাধনে, কপাল কুহর হইতে যে পীযুষ ধারা পতিত হয়, এই বন্ধনের দ্বারা পথ প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় অধো হইয়া জঠরানলে তাহা পতিত হইতে পারে না, এই জন্য ইহাকে জালন্ধর বন্ধ বলে। ইহার অভ্যাসে কণ্ঠগত সমুদয় দোষ বিনাশ পায়। বায়ু প্রকুপিত হইতে পারে না, গল নালীর ছিদ্র সঙ্কোচে কণ্ঠ আকুঞ্চনই ইহার লক্ষণ।

কণ্ঠসঙ্কোচনেনৈব দ্বে নাড্যৌ স্তম্ভয়েদ্ দৃঢ়ম্।
মধ্য চক্রমিদং জ্ঞেয়ং ষোড়শাধার বন্ধনম্॥
মূলস্থানং সমাকুঞ্চ্য উড্ডীয়ানং তু কারয়েৎ।
ইড়াং চ পিঙ্গলাং বদ্ধা বাহয়েৎ পশ্চিমে পথি॥

দৃঢ়রূপে কণ্ঠ সংকোচনে জালন্ধর বন্ধ করিলে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী স্তম্ভিত হয়। আধার স্থান সম্যকরূপে আকুঞ্চন করিয়া নাভি স্থানে উড্ডীয়ান বন্ধ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কণ্ঠস্থানে জালন্ধর বন্ধ করিলে, কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধাখ্য চক্রে ষোড়শাধারের বন্ধন হয়, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ, গুলফ, জানু, উরু, সীবনী (লিঙ্গের অধোভাগে মধ্যস্থানে যে যুক্তশীরা) লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, লম্বিকা (আল্ জিহ্বা) নাসিকা, ভ্রূমধ্য, ললাট, মূর্দ্ধা ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই ষোড়শ আধারস্থ জীবনী শক্তি কণ্ঠস্থানে আকৃষ্ট হইয়া ইড়া পিঙ্গলার বন্ধন বশতঃ সুষুম্নায় সঞ্চারিত হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে মুদ্রার অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে এই বন্ধ মহাবন্ধ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে পুনরায় ফলসহ উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে সাধনেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে প্রযত্নের সহিত ইহার অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে মনোযোগি হন। কি বহিঃ প্রাণায়াম, কি অন্তঃ প্রাণায়াম কোন প্রাণায়ামই এই বন্ধ ত্রয়ের অনুষ্ঠান ব্যতীত সহজ সাধ্য ও সুসম্পন্ন হয় না। অপিচ কুণ্ডলীনির চৈতন্য সম্পাদনের ক্রিয়াদি ও সহায়ক হয় না। সাধকের যতই এই বন্ধত্রয় অভ্যস্ত হইবে ;

সেই পরিমাণেই জীবনী শক্তি আয়ত্তীভূত হইয়া প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে সামর্থ্য জন্মায়।

এই অধ্যায়ে যে সূর্য্য ভেদনাদি অষ্ট প্রকার কুম্ভক প্রাণায়ামের কথা উল্লিখিত হইল, বাহিরের বায়ুর সহিত সংশ্রব হেতু ইহাকেই বহিঃ প্রাণায়াম বলে। ইহা দ্বারা স্থূল দেহের, ত্রিদোষবিকার হেতু, ব্যাধি প্রভৃতি নানা প্রকার যোগ বিঘ্নকর জড় আবিলতা বিনষ্ট হয়। এবং স্থূল শরীর প্রবাহিজীবনী শক্তি জড়তা বিবর্জ্জিত হইয়া সুষুম্না স্তরে প্রবেশক্ষম হয়। কিন্তু যম, নিয়ম আসন মুদ্রার অনুষ্ঠানে বিন্দু ধারণ ক্ষমতা না হইলে, এই বহিঃ প্রাণায়ামের বিশেষ অভ্যাস বা প্রতিষ্ঠা হয় না। তবে স্বল্পাধিক অনুষ্ঠানে স্বল্পাধিক ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান সময়ে অনিবার্য্য প্রাকৃতিক হেতু বশতঃ বা ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হেতু, সর্ব্বশক্তি সহ ব্রহ্মণ্য দেবতার যে রূপ অভাব ; তাহাতে পূর্ণসিদ্ধি উদ্দেশ্যে বহিঃ প্রাণায়ামের সবিশেষ অভ্যাস একরূপ অসম্ভব। আবার অভ্যাস কালীন প্রধান আহার, দুগ্ধ ঘৃত দুর্ল্লভ এবং সংগ্রহ আয়াস সাধ্য ও দুর্ম্মূল্য। অপিচ সংসারের অন্ন বস্ত্রের জন্য প্রত্যেককে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে সময় অভাব এবং সামর্থ্যের ও অভাব হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে পরম কারুণিক সিদ্ধ গুরুবর্গ দেশ কাল পাত্রের অবস্থানুযায়ী, সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্যে, যে নিগূঢ় সাধন রহস্যের প্রচার করিয়াছেন এবং শিক্ষা দিয়াছেন, পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে আমরা তাহারি আলোচনা করিয়াছি।

এই অধ্যায়ে বিবৃত বহিঃ প্রাণায়ামাদির সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধ গুরুবর্গের এবং আমাদের অভিমত এই যে, সাধক তাহার অবস্থা বিবেচনায় আবশ্যক বোধে সাধ্যানুযায়ী ইহার সাময়িক অভ্যাস করিতে পারেন। পূর্ণ মহামুদ্রায় বন্ধত্রয়ের অভ্যাস রাখিলেই শরীর সুস্থ থাকে, এবং নাড়ীশুদ্ধি, অন্তঃপ্রাণায়াম, কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদনে সাধক আপনাপন ইষ্টে অভিনিবিষ্ট হইয়া, জ্ঞান ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নাড়ীশুদ্ধি।

নাড়ীশুদ্ধি বহিঃ প্রাণায়ামেরই অবস্থা বিশেষ। শরীরাভ্যন্তরে নাড়ী সমূহের মধ্যে নিয়ত রস রক্তাদি ঊর্দ্ধ অধঃ শরীরের সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইতেছে। এই রস রক্তাদির আশ্রয়ে জীবনীশক্তি পরিচালিত হয়। স্থূলদেহে এই জীবনীশক্তি নাড়ী বিশেষের আশ্রয়ে, স্থান ও কার্য্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত আছে। আহার, বিহার, পরিশ্রম চিন্তা, ব্যাধি প্রভৃতিতে, বায়ু পিত্ত কফের অসামঞ্জস্যে, ঐ রস রক্তাদি বিকৃত হইয়া নাড়ী বিকৃত বা অশুদ্ধ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা এই বিকৃতাবস্থা বা অশুদ্ধতা নিবারিত হয়, তাহাকেই নাড়ী শুদ্ধি বলে।

নাড়ী বিকৃত অর্থাৎ অশুদ্ধ থাকিলে, জীবনী শক্তির কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় না। শারীরিক ও মানসিক সুখশান্তির অভাবে, জীবন আশ্রয় হীন লতিকার ন্যায় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তাহাতেই সর্ব্ববিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া, শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। জীর্ণ ও ভগ্ন গৃহের গৃহস্থের ন্যায় জীবন, দেহ গৃহে সমূহ বিপদ সঙ্কুল হইয়া বসবাস করেন। সূর্য্য কিরণ যেরূপ প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, গহ্বরাদি ঘোর অন্ধকারে, গহ্বর মধ্যস্থ দ্রব্যাদি অপ্রকাশ করিয়া রাখে। জীবনীশক্তিও তদ্রূপ রস রক্তাদির বিকৃতিতে নাড়ীর অশুদ্ধতা বশতঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারায়, প্রাণাত্মা অপ্রকাশিত থাকেন। অন্ধকার স্থানে যেরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব হয় না, সেইরূপ অশুদ্ধ নাড়ী অভ্যন্তরে, জীবনীশক্তির আশ্রয়ে পরিচালিত মনে, পরম পদার্থ শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব হয় না। নির্ম্মল অচঞ্চল জলাশয়ে সূর্য্য প্রতিবিম্ববৎ, বিশুদ্ধ নাড়ী অভ্যন্তরে সুস্থির জীবনী শক্তিতেই প্রাণাত্মা উদ্ভাষিত হয়েন।

হৃদ্‌পদ্ম বিহারি প্রাণাত্মার তাপ বা কিরণ ধর্ম্মী জীবনীশক্তি, নাড়ী

অভ্যন্তরে রস রক্তাদির আশ্রয়ে, শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত থাকিয়া, ইড়া পিঙ্গলা পথে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের নাম শ্বাস প্রশ্বাস। এই শ্বাস প্রশ্বাস জীবদেহে রক্তশোধন এবং ঐ শোধিত রক্ত দেহ অভ্যন্তরে পরিচালনা করিয়া, এক দিকে যেরূপ জীবনী শক্তির সংরক্ষণ অথবা পরমায়ু পরিবর্দ্ধনের কার্য্য করিতেছে; অন্যদিকে সেইরূপ প্রতি উচ্ছাসেই পলে পলে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় হইতেছে। নিম্নোদর প্রবাহিচন্দ্রাত্মক অপানের আকর্ষণে যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি, তাহা দ্বারাই জীবদেহে রক্তশোধন এবং ঐ শোধিত রক্তদেহ অভ্যন্তরে পরিচালিত হয়। কিন্তু গ্রহণ করিতে করিতেই বক্ষাদি ফুসফুস প্রবাহিসূর্য্যাত্মক প্রাণবায়ুর তাপে শোধিত হইয়া যায়। তাহাতেই প্রশ্বাস পরিত্যক্ত হয়। নাসাপথে যে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু বক্ষে প্রবিষ্ট হয়, তাহা অপানের আকর্ষণে সূক্ষ্ম স্নায়ু বা শিরা পথে প্রবাহিত হইয়া হৃদয় বা রক্তাধারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ঐ বিশুদ্ধ বায়ু বা অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিমেষ মধ্যে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। হৃদয় বা হৃৎপিণ্ডের বামে ও দক্ষিণে দুইটি রজ্জুবৎ নাড়ী সংস্থাপিত আছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যজ্ঞসূত্রে ব্রহ্মণ্য দেবতা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ নাড়ীদ্বয় হৃৎপিণ্ডকে বামে এবং দক্ষিণে বেষ্টন করতঃ কণ্ঠস্থ শ্বাস নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ নাড়ীদ্বয় একটিতে লাল বর্ণের বিশুদ্ধ রক্ত কণিকা এবং অপরটিতে নীলবর্ণের অশুদ্ধ রক্ত কণিকা প্রবাহিত। নাসিকা পথে বিশুদ্ধ বায়ু বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়স্থ হওয়া মাত্রই, হৃদয়স্থ ঐ লালবর্ণের রক্ত-কণিকা প্রবাহিনাড়ীতে বাহ্য বায়ুর অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া যায়। তখন অবশিষ্টাংশ যবক্ষারযান বা অশুদ্ধ বায়ু ঐ নীলবর্ণের অশুদ্ধ রক্তকণিকা প্রবাহি নাড়ীতে মিশ্রিত হইয়া, প্রাণ বায়ু কর্ত্তৃক নাসাছিদ্র পথে বহির্গত হয়। বায়ুতে সাধারণতঃ অম্লযান, যবক্ষারযান, উদযান প্রভৃতি অমিশ্র পদার্থ পূর্ণ। বায়ুর দূষিত পদার্থ যবক্ষারযান এবং বিশুদ্ধ পদার্থ অম্লযান। এই অম্লযান শীতল। আর যবক্ষারযান উষ্ণ।

বাহ্য বিশুদ্ধ বায়ুতে যে অম্লযান ভাগ থাকে তাহা, অপানের আকর্ষণে হৃদয়স্থ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, অম্লযান অভাবে যবক্ষারযান রূপে প্রাণ বায়ু কর্ত্তৃক নাসাপথে বাহির হয়। এইজন্য ঐ বায়ুর উষ্ণতা উপলব্ধি হয়। আর গৃহীত বায়ুতে অম্লযান অধিক থাকায় শীতলতা অনুভব হয়। এই গৃহীত বায়ুই চন্দ্রাত্মক অপানাখ্য নিম্নোদর প্রবাহী। আর পরিত্যক্ত বায়ুই সূর্য্যাত্মক প্রাণাখ্য বক্ষ প্রবাহী। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া নদ নদী পথে সঞ্চারিত হইলে, সূর্য্যের তাপ ধর্ম্মে বাষ্পারূপে মেঘ হইয়া যেরূপ সেই সূর্য্যকেই আবরিত করে; তদ্রূপ অপান চন্দ্রের আকর্ষণে জীবনী শক্তি বা রস রক্তাদি উদ্বেলিত হইয়া নাড়ীপথে সঞ্চারিত হইলে, প্রাণ সূর্য্যের তাপ ধর্ম্মে, অঙ্গপারূপ কর্ম্মে, ঐ প্রাণ সূর্য্যকেই আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতেই প্রাণাত্মার অদর্শন জনিত মিলনাভাবে জীবনের ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতায় জীবনীশক্তি, অম্লযান বায়ুর গ্রহণে একদিকে যেরূপ পরমায়ু পরিবর্দ্ধনে কার্য্য করিতেছে, অন্য দিকে আবার প্রাণ বায়ুর উচ্ছ্বাসে যবক্ষারযান পরিত্যাগে পলে পলে ক্ষয় হইতেছে।

শাস্ত্র এবং সাধকের জ্ঞানে, প্রাণ তেজের সূক্ষ্মতত্ত্বাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বিশেষ। এই প্রাণ পদার্থ জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মকে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া ধর্ম্ম যুক্ত। মেরুদণ্ড হইতে অসংখ্য ধমনী ঐ জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বহন করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করে। জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মক প্রাণ, মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নায় অবস্থিত। মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে যে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী আছে, ঐ নাড়ী পথে প্রাণের গতি পরিচালিত হয়। ঐ গতি যখন মূলাধার হইতে নিম্নোদর পথে নাভি মণ্ডলে উঠিতে থাকে; তখনি বাহিরের বায়ু নাসা ছিদ্র পথে ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হয়। তথায় প্রাণ কর্ত্তৃক অম্লযান অংশ শোষিত হওয়ায়, মলাকুল নাড়ীর ধর্ম্মে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। নিম্নোদর পথে আকর্ষণ গত্যাত্মক অপান আসিয়া, আর বিশুদ্ধ রূপে পূর্ণ প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয় না। এমতাবস্থায় অপান নাভি মণ্ডল হইতে গুহ্য অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেই প্রাণ বায়ু, ঐ

অশুদ্ধ ও পরিত্যক্ত যবক্ষারযান সহ উচ্ছ্বাসে বহির্গত হয়। পুনরায় অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু কিছুতেই মিলন সংঘটন হয় না।

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
রজ্জুবদ্ধো যথাশ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
তথা চৈতে বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিদং॥

অপান বায়ু প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। শ্যেন পক্ষী রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া উড্ডীয়মান হইলেও, যেমন বার বার প্রত্যাগমনে বাধ্য হয়; প্রাণবায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্র পথে নির্গত হইয়াও পুনরায় অপান বায়ুর আকর্ষণে প্রত্যাগমনে বাধ্য হয়। প্রাণ ও অপান বায়ুর এইরূপ বিসম্বাদে অর্থাৎ বিপরীত গতিতে, নাভিমণ্ডল হইতে তাপ ধর্ম্মী জীবনীশক্তি, ঐ প্রাণ অপানের আঘাতে উদ্বেলিত হইয়া শরীরে সঞ্চারিত হয়। ঐ দুই বায়ু যদি নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ুকে ভেদ করিয়া একত্রিত হয়, তাহা হইলে আর জীবনীশক্তি শরীরে সঞ্চারিত হইতে পারে না। তাহারি নাম নাভিশ্বাস বা মৃত্যু। শরীরের মধ্যে জীবনীশক্তির পরিচালক নাড়ী সকলের পরিচয় শাস্ত্র নিম্নলিখিত রূপে দিয়াছেন :---

তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধস্তাদ্বা বরং দেহ সমন্বিতা।
চক্রবত্তু স্থিতা দেহে সর্ব্বাঃ প্রাণ সমাশ্রিতা॥
তাসাং মধ্যে দশ শ্রেষ্ঠা দশানাং শ্রেষ্ঠ উত্তমাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা॥
গান্ধারী হস্তি জিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা॥
ইড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা।
সুষুম্না মধ্যদেশে চ গান্ধারী বাম চক্ষুষি॥

দক্ষিণে হস্তি জিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে।
যশস্বিনী বামকর্ণে আননে চাপ্যলম্বুষা ॥
কুহুশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূল স্থানে চ শঙ্খিনী।
এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশ নাড়িকাঃ ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গে সমাশ্রিতাঃ।
এতানি দশ নাড্যস্তু দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥

দেহ মধ্যে জীবনীশক্তির পরিচালক নাড়ী সমূহ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থিত থাকিয়া, চক্রাকারে সর্ব্বশরীর বেষ্টন পূর্ব্বক প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে দশটী সর্ব্বপ্রধান। তাহার মধ্যে আবার তিনটী প্রধানতম। ঐ তিনটী নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। অপর সাতটীর নাম গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ ও শঙ্খিনী। ইড়া মেরুদণ্ডের বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে, সুষুম্না মধ্যভাগে অবস্থিত। এই নাড়ীত্রয়ে সমাশ্রিত্য হইয়া, গান্ধারী বাম চক্ষুতে, হস্তিজিহ্বা দক্ষিণ চক্ষুতে, পূষা দক্ষিণ কর্ণে, যশস্বিনী বাম কর্ণে, অলম্বুষা মুখে, কুহূ লিঙ্গদেশে আর গুহ্যমূলে শঙ্খিনী। এই দশবিধ নাড়ীরূপ দ্বার আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও জীবনীশক্তি শরীরাভ্যন্তরে পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় প্রাণাত্মা আর অবশিষ্ট সাতটীর আশ্রয়ে জীবাত্মা বা জীবনী শক্তির অবস্থিতি।

পর্ব্বত অথবা সাগরের আশ্রয়ে যেরূপ নদ নদী প্রবাহিত হইলে, তাহা হইতে অসংখ্য শাখা ও উপনদি বহির্গত হইয়া, সর্ব্বত্র রস সঞ্চারণা করে; তদ্রূপ মেরুদণ্ড রূপ পর্ব্বত অথবা প্রাণাত্মা রূপ চিৎ সমুদ্রের আশ্রয়ে ইড়া পিঙ্গলা প্রবাহিত হইলে, তাহা হইতে অসংখ্য নাড়ী বহির্গত হইয়া, শরীরের সর্ব্বত্র জীবনীশক্তির সঞ্চারণা করে। প্রাণাত্মা সুষুম্না মধ্যে হৃদ্‌পদ্মে অবস্থিত। তাহারি গত্যাত্মক শক্তি জীবন নামে, ইড়া পিঙ্গলার আশ্রয়ে বহু নাড়ী পথে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত। ঐ গত্যাত্মক জীবনী শক্তি সুষুম্নাস্থ প্রাণাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া, ইড়া পিঙ্গলা আশ্রয়ে মুলাধার অবলম্বনে নাভিমণ্ডলে

আইসে। এই নাভিস্থানে সর্ব্বদেহ ব্যাপী নাড়ী সকলের মূল স্থান। এই মূল স্থানটীকে তন্ত্রাদিতে নাভিকন্দ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে কূর্ম্ম বলা হয়। বৃক্ষের মূল হইতে যেরূপ রস, পল্লবাদিতে সঞ্চারিত হয়; সেইরূপ ঐ নাভিকন্দ বা কূর্ম্ম হইতেই জীবনীশক্তি সর্ব্ব নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়। এই কূর্ম্মের অবস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ;—

সার্দ্ধ ত্রিকোটিনাড্যো হি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাং।
নাভিকন্দ নিবদ্ধাস্তাস্তির্য্যাগূর্দ্ধ্ব মধঃ স্থিতাঃ॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী মানব দেহে অবস্থিত। ঐ সমস্ত নাড়ী নাভিকন্দে নিবদ্ধ থাকিয়া, দেহমধ্যে ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য এবং তির্য্যগ ভাবে সুবিস্তৃত।

দ্বা সপ্ততি সহস্রাস্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দেহমধ্যে ধমন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ॥

তাহার মধ্যে বাহাত্তর হাজার স্থূল নাড়ী এবং ঐ নাড়ী সং সংযুক্ত ধমনী শরীরাভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে,
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধ্বভাগে হস্ত পাদৌ চ বামে,
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়স্তথা।
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ॥

ঐ সমস্ত নাড়ীর মূল নাভি স্থানে কূর্ম্মরূপে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। বামভাগে তাহার মুখ, দক্ষিণ ভাগে পুচ্ছ। তাহার বাম হস্ত এবং বামপদ শরীরের ঊর্দ্ধ দিকে এবং দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণপাদ, অধো দিকে সংস্থিত। ঐ কূর্ম্মের মুখে ও পুচ্ছে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি এবং বাম ও দক্ষিণ হস্ত পদে পাঁচটী পাঁচটী করিয়া দশটা নাড়ী, একত্রে

চৌদ্দটী নাড়ী সংস্থিত আছে। স্ত্রী জাতির কূর্ম্ম ঊর্দ্ধ মুখ এবং পুং জাতির কূর্ম্ম অধোমুখে "স্ত্রীণামূর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্ম পুংসাং পুনরধোমুখং।" অবস্থিত থাকায়, বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বামহস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে নাড়ী ধরিয়া জীবনীশক্তির পরীক্ষা করিতে হয়।

নাভিমণ্ডলে যেরূপ কূর্ম্মের অবস্থান। ঐরূপ বক্ষমণ্ডলে হৃদ্-পিণ্ডের অবস্থিতি। ঐ হৃদ্‌পিণ্ড হইতে আবার শত শত নাড়ী বাহির হইয়াছে। "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য," প্রকৃতপক্ষে হৃদ্‌পিণ্ডই সর্ব্ব নাড়ীর মূলাধার। পুণ্ডরীকাকার হৃদয়াখ্য হৃদপিণ্ড হইতে প্রথমতঃ বাহাত্তর হাজার নাড়ী বাহির হইয়াছে। ঐ নাড়ী সমূহ পুনরায় নাভিমণ্ডলে, কূর্ম্মরূপে একত্রিত হইয়া, তথা হইতে স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে সার্দ্ধ ত্রিকোটি নাড়ী শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই হৃদয়েই প্রাণাত্মার বিহার স্থান। আর নাভিমণ্ডলে কূর্ম্ম নাড়ীমূলে জীবাত্মার বিচরণ ক্ষেত্র। হৃদয়ে পঞ্চশুষি অর্থাৎ ছিদ্র আছে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়বীয় শক্তি ঐ পঞ্চশুষি মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, স্থূল-দেহে, স্থান ও কার্য্যভেদে আখ্যাত হয়েন। এই হৃদয় অভ্যন্তরে "মণ্ডলং তস্য মধ্যস্থ আত্মাদীপ ইবাচলঃ।" জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে নিশ্চল দীপবৎ প্রকাশমান আত্মা বিরাজিত আছেন। ঐ পঞ্চ বায়ু প্রথমতঃ হৃদয় স্থানে সূক্ষ্ম বাষ্প বা ধূমবৎ; দ্বিতীয় অবস্থায় স্থূলদেহ ব্যাপী কার্য্যকরী শক্তিতে মেঘবৎ প্রাণাত্মাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রজ্জ্বলিত দীপ শলাকার জ্যোতিঃ পার্শ্বে যেরূপ অন্ধকার, ঐ আলোকের প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়া, আবার সেই আলোককেই আবরণ করে; তদ্রূপ প্রাণালোকের জ্যোতিঃ পার্শ্বে, প্রাণাপানাদিতে জীবনীশক্তি যুক্ত অসংখ্য নাড়ী সমন্বিত দেহ, ঐ প্রাণালোকের প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়া, ঐ প্রাণাত্মাকেই আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাণাত্মার জ্যোতিঃ, ইড়া পিঙ্গলা অবলম্বনে গত্যাত্মক হইয়া মূলাধারে আসিলে, মূলাধারস্থ ক্ষিতিতত্ত্বের ধর্ম্মে জ্যোতির অভাবে মাত্র গত্যাত্মক প্রবাহটী নিম্নোদর পথে কূর্ম্ম বা নাভিকন্দ মূলে সঞ্চারিত হয়। সেই সঞ্চারণেই বাহির হইতে বায়ু, নাসাছিদ্র পথে

ফুসফুস অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। ঐ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ মাত্রই তাহার অম্লযান অংশ, রক্তাধার হৃদয়ে আকর্ষিত বা শোষিত হইয়া, নিমেষ মধ্যে কূর্ম্মনাড়ী বা নাভিকন্দাবলম্বনে, দেহে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। চক্রবাক্ যেরূপ প্রবল বেগে মীন ধরিতে আসিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে, ক্ষুন্নমনে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে; জীবনীশক্তি ও সেইরূপ প্রবল বেগে প্রাণরূপ মীন ধরিতে আসিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে, অর্থাৎ প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ অভাবে, প্রাণবায়ু প্রাপ্ত হইলে, যথাপথে ক্ষুন্নমনে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। তখন হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু, অবশিষ্ট যবক্ষারযান উচ্ছ্বাসে বাহির করিয়া দেয়। নাড়ী অভ্যন্তরে রস (বায়ু, পিত্ত, কফের) অসামঞ্জস্যে রক্তাদিতে নাড়ী সকল সমল—অশুদ্ধ থাকা বশতঃ, রক্তাধার হৃদ্‌যন্ত্র বাহিরের বায়ু হইতে অম্লযান গ্রহণ করে। যদি কোন কৌশলে রসের ঐ অসামঞ্জস্য অবস্থা বিদূরিত করিয়া নাড়ী সকলের অশুদ্ধতা ক্ষয় করা যায়, তাহা হইলে আর বাহিরের বায়ু হইতে অম্লযানাংশ হৃদয়ের গ্রহণ করিতে হয় না। সুতরাং জীবাত্মার প্রাণাত্মার সংমিলন সুসম্ভব হয়। প্রাণাত্মার দিব্যালোকে জীবাত্মা উদ্ভাসিত হয়েন। যেরূপ অভ্যাসে তাহা সুসম্পন্ন হয় তাহাকেই "যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্" বলে। নাড়ী শুদ্ধিই তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান। নাড়ীশুদ্ধি না হইলে, প্রাণায়াম সাধন হয় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ সূত্রের শঙ্করভাষ্যে উল্লেখ আছে ;—

প্রাণায়াম ক্ষয়িত মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দ্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ী শোধনং কর্ত্তব্যং। ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণ-নাসা-পুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎসৃজৈব দক্ষিণেন পুটেন সমুৎ সৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিনেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেৎ যথাশক্তি। ত্রিপঞ্চকৃত্বৈবমভ্যসতঃ সবন চতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রেঽর্দ্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্বি শুদ্ধির্ভবতি।

প্রাণায়াম অভ্যাসে মনের মল ক্ষয় হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই

চিত্ত ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করে। তজ্জন্যই প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়; তবেই প্রাণায়ামের অধিকার হয়। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর দ্বারা দক্ষিণ নাসাছিদ্র অবরুদ্ধ করিয়া, বাম নাসাছিদ্র দ্বারা বায়ু, যথাশক্তি পূরক করিবে। তদনন্তর কুম্ভক না করিয়াই, অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা বাম নাসাছিদ্র অবরোধে দক্ষিণ নাসাপথে বায়ু রেচক করিবে। রেচকান্তে পুনরায় দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু যথাশক্তি পূরক করিয়া, বাম নাসা পথে রেচক কর। দিবা রাত্রের মধ্যে চারিবার, উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও মধ্যরাত্রে এই চারি সময় উক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচবার অভ্যাস করিলে, এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি হয়। আমরা নিম্নে নাড়ীশুদ্ধির হঠযোগ উক্ত পদ্ধতির আলোচনা করিয়া, পরে রাজযোগ উক্ত পদ্ধতির অনুষ্ঠান বিধি বলিতেছি। ঘেরন্ড সংহিতায় উক্ত আছে ;—

কুশাসনে মৃগাজিনে ব্যাঘ্রাজিনে চ কম্বলে।
স্থলাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ॥
নাড়ীশুদ্ধিং সমাসাদ্য প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥

কুশাসন, মৃগ বা ব্যাঘ্র চর্ম্ম, কম্বল কিম্বা মাটিতে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া, প্রাণায়াম অভ্যাসের জন্য পূর্ব্বে নাড়ীশুদ্ধি করিবে।

নাড়ীশুদ্ধিং কথং কুর্য্যান্নাড়ীশুদ্ধিস্তু কীদৃশী।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদস্বদয়ানিধে॥

শিষ্য চণ্ড, স্বদীয় গুরু ঘেরণ্ড সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে দয়াময় প্রভো! নাড়ীশুদ্ধি কিরূপ এবং কি উপায়ে নাড়ীর শোধন হয়? তাহার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক। আপনি দয়া করিয়া আমাকে তাহা জ্ঞাপন করুন।

ঘেরণ্ড উবাচ ;—

মলাকুলাসু নাড়ীশু মারুতো নৈব গচ্ছতি।
প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধ স্তত্ত্ব জ্ঞানং কথং ভবেৎ।
তস্মাদাদৌ নাড়ীশুদ্ধিং প্রাণায়ামং ততোঽভ্যসেৎ॥

ঘেরণ্ড বলিলেন, মল পরিপূর্ণ নাড়ী সকল মধ্যে, মরুৎ অর্থাৎ গত্যাত্মক জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণায়াম সাধন কিরূপে হইবে? অর্থাৎ নাড়ী শুদ্ধি না হইলে প্রাণায়াম সাধনা হয় না। প্রাণায়াম ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে জন্মিবে? অর্থাৎ অন্তঃ প্রাণায়াম ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার স্থিতি ও অনুভূতি হয় না। এজন্য প্রথমেই নাড়ী শুদ্ধি করিয়া, পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

নাড়ীশুদ্ধির্দ্বিবিধা প্রোক্তা সমনুর্নির্মনুস্তথা।
বীজেন সমনু কুর্য্যাৎ নির্ম্মনুং ধৌত কর্ম্মণি॥
ধৌত কর্ম্ম পুরা প্রোক্তং ষটকর্ম্ম সাধনে যথা।
শৃণুস্ব সমনুং চণ্ড নাড়ী শুদ্ধিং যথা ভবেৎ॥

নাড়ী শুদ্ধি দুই প্রকার, সমনু ও নির্ম্মনু। বীজ মন্ত্রের দ্বারা যে নাড়ী শুদ্ধি করিলে তাহাকে সমনু, এবং ষটকর্ম্ম (নৌলি, ধৌতি, বস্তি, ত্রাটক কপাল ভাতি) রূপ অন্তঃধৌত কর্ম্মের দ্বারা যে নাড়ীশুদ্ধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে নির্ম্মনু নাড়ী শুদ্ধি বলে। ধৌত কর্ম্ম পূর্ব্বে অর্থাৎ হঠযোগ সাধনে ষটকর্ম্ম সাধন প্রকরণে বর্ণিত আছে। এক্ষণে সমনু নাড়ী শুদ্ধি যে প্রকারে সাধন অভ্যাস করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি।

উপবিশ্যাসনে যোগী পদ্মাসনং সমাচরেৎ।
গুর্ব্বাদিন্যাসনং কুর্য্যাৎ যথৈব গুরু ভাষিতং॥
নাড়ীশুদ্ধিং প্রকুর্ব্বীত প্রাণায়াম বিশুদ্ধয়ে।
বায়ু বীজং ততো ধ্যাত্বা ধূম্রবর্ণং সতেজসম্॥
চন্দ্রেণ পূরয়েৎ বায়ুং বীজং ষোড়শকৈঃ সুধীঃ।
চতুষষ্ট্যা মাত্রয়া চ কুম্ভকেনৈব ধারয়েৎ॥
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া বায়ু সূর্য্য নাড্যা চ রেচয়েৎ।
নাভিমূলাদ্বহ্নিমুখাপ্য ধ্যায়েত্তেজোঽবনী যুতং॥
বহ্নিবীজং ষোড়শেন সূর্য্য নাড্যা চ পূরয়েৎ।
চতুঃষষ্ট্যা চ মাত্রয়া বায়ুং শশিনাড্যা চ রেচয়েৎ।
নাসাগ্র শশিধৃগ্বিম্বং ধ্যাত্বা জ্যোৎস্না সমন্বিতং।

ঠং বীজ ষোড়শেনৈব ইড়য়া পূরয়েন্মরুৎ।
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ বং বীজেনৈব ধারয়েৎ।
অমৃত প্লাবিতং ধ্যাত্বা নাড়ীধৌতং বিভাবয়েৎ।
লং কারেণ দ্বাত্রিংশেন দৃঢ়ং ভাব্যং বিরেচয়েৎ।
এবং বিধাং নাড়ীশুদ্ধিং কৃত্বা নাড়ী বিশোধয়েৎ।
দৃঢ়োভূত্বাসনং কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥

প্রথমে পদ্মাসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে আচমন, শ্রীগুরুর ধ্যান প্রণামাদি করিয়া, গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী, প্রাণায়ামের বিশুদ্ধতার জন্য অগ্রে নাড়ীশুদ্ধির অভ্যাস করিবে। হৃদ্‌পদ্ম অনাহতস্থ ধূম্রবর্ণ এবং তেজময় বায়ুবীজ "যং" ধ্যান করিতে করিতে, ঐ বীজের ষোড়শ মাত্রায়, চন্দ্রমার্গ—বামনাসা পথে বায়ু পূরক করিবে। তদনন্তর ঐ বায়ুবীজ, চতুঃষষ্টি মাত্রা ধারণায় বায়ু অবরোধে কুম্ভক করিয়া, দ্বাত্রিংশত মাত্রায় সূর্য্যমার্গ—দক্ষিণ নাসায় রেচক করিবে। এই রেচকে যে মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ানবন্ধ হইবে, তাহাতে নাভিমূলস্থ বহ্নিতত্ত্বে গুহ্যমূলস্থ পৃথ্বী তত্ত্ব সংমিলিত হইলে, অর্থাৎ ঐ বন্ধদ্বয় ধরিয়া রাখিয়া, মনিপুরস্থ বহ্নিবীজ "রং" ষোড়শ মাত্রায়, সূর্য্যমার্গ—দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরক করিয়া, ঐ বহ্নিবীজের চতুঃষষ্টি মাত্রায় বায়ু অবরোধে কুম্ভক করিবে; তদনন্তর ঐ বীজের দ্বাত্রিশৎ মাত্রায় চন্দ্রমার্গ—বাম নাসায় রেচক করিবে। এই রেচকান্তে নাসাগ্রভাগে শুভ্র জোৎস্না সমন্বিত চন্দ্র মণ্ডল ধ্যানে, আজ্ঞা চক্রস্থ চন্দ্রবীজ "ঠং" ষোড়শ মাত্রায় ইড়া-বাম নাসায় বায়ু পূরক পূর্ব্বক, স্বাধিষ্ঠানস্থ আপ্‌তত্ত্বের বীজ "বং" চতুঃষষ্টি মাত্রায় বায়ু অবরোধে কুম্ভক করিবে; পরে ঐ চন্দ্রমণ্ডল নিঃসৃত অমৃত ধারায় প্লাবিত হওয়ায় দেহ মধ্যস্থ সমস্ত নাড়ী ধৌত হইয়া অমৃতায়মান হইয়াছে মনে করিয়া, মূলাধারস্থ পৃথ্বীতত্ত্বের বীজ "লং" দ্বাত্রিশৎ মাত্রা জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসায় বায়ু রেচক কর। এবং মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ানবন্ধ ছাড়িয়া দাও। এইরূপে নাড়ী শুদ্ধি হইলে নাড়ী মল বিশোধন পূর্ব্বক, দৃঢ়ভাবে আসনে উপবেশন করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

অগ্রে আসন মুদ্রার অভ্যাস করিয়া, পরে উপরোক্ত বিধানে ক্রিয়া করিলে নাড়ীশুদ্ধ হয়। ইহার অপর নাম ভূতশুদ্ধি। সামান্য কিছু ভাবনার পরিবর্ত্তন ব্যতীত, ক্রিয়ানুষ্ঠানের কোন পরিবর্ত্তন নাই। যথোল্লিখিত ভাবে অভ্যাস করিলে, হৃৎপিণ্ডে অম্লযানের ভাগ বর্দ্ধিত হয়। হৃদয় ও মূলাধার প্রবাহী জীবনী শক্তি, নাভি মণ্ডলস্থ কূর্ম্মনাড়ী পথে, শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। সকল পূজা পদ্ধতিতে, এবং দেবতাদির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, অগ্রে ঐ ভাবে নাড়ীশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। নাড়ী শুদ্ধিতে জীবনী শক্তির তেজ বর্দ্ধিত হইয়া, দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন প্রাণ পদার্থের প্রতিবিম্বে উদ্ভাষিত হইয়া উঠে। তখন ঐ দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ, সংকল্পের বলে চালিত করিয়া, দেবতাদির মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তির ভিতর সঞ্চারিত করিতে হয়। তাহাকেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলে। শ্রীভগবানের বপু, অপ্রাকৃত দিব্য চিন্ময়। দিব্য প্রাণ পদার্থ ব্যতীত, বুদ্ধাদি দ্বারা আদৌ তাহার ধারণা হইতে পারেন না। নিজ দেহ পুরি মধ্যস্থ প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, মন বুদ্ধাদির সমর্থতা অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি এবং জীবনী শক্তির বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। মন, বুদ্ধি, অহং এই ত্রিতয়ের নাম চিত্ত। এই চিত্ত দেহাধারের আধেয় বিশেষ। অবিদ্যা জাত অনিত্য সংসার কামনাদিরূপ মলে, মন অশুদ্ধ হইলে, জীবনী শক্তির বলে, ইন্দ্রিয়াদি নাড়ী পথে, ঐ কামনা সমূহ চিত্তে সঞ্চারিত হয়। পঞ্চবিষয়াত্মক জগৎ ব্রহ্মময় হইলে ও জড় আবিলতা পূর্ণ অশুদ্ধ ইন্দ্রিয় পথে, যে বিষয় গৃহীত হয়, তাহা পরকলাবৎ ইন্দ্রিয়াদি অশুদ্ধ নাড়ীর ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া চিত্তে প্রতিভাত হয়। সুতরাং নাড়ী শুদ্ধ হইলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। হঠ যোগ উক্ত নাড়ী শুদ্ধির কথা বলিয়াছি। রাজযোগ-উক্ত নাড়ীশুদ্ধির বিষয় নিম্নে বলিতেছি। রাজ যোগ গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত আছে,—

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥

দেহ অভ্যন্তরস্থিত বায়ুকে প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ অর্থাৎ বাহির করিয়া দেওয়ার নাম—প্রচ্ছর্দ্দন। নিম্নোদর প্রবাহী অপানের আকর্ষণে বাহ্য বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে। যে পরিমাণে বাহ্য বায়ু

ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়, সেই পরিমাণে বায়ু বাহির হয় না। কতকাংশ বায়ু ফুসফুসে থাকে। বারংবার বল প্রয়োগে ফুসফুস চাপিয়া ঐ বায়ুকে বাহির করিতে পারিলে, নাড়ীশুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া, হৃদয়ে প্রাণের ধারণা হয়।

বক্ষঃ মধ্যস্থ ফুসফুস হইতে যে বায়ু বাহির হয় তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। অপানের আকর্ষণে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে পরে প্রাণবায়ু শ্বাসরূপে বহির্গত হয়। কিন্তু অপানের আকর্ষণে বাহিরেব বায়ু ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া, যদি ভিতরের বায়ু বহির্গত হয়, তাহা হইলে, দেহ অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে প্রকৃষ্টরূপে বাহির করিতে পারা যায়। বায়ু ফুসফুসে সঞ্চিত না থাকিয়া, বিশেষরূপে বহির্গত হইলে বা করিতে পারিলে, প্রাণাপানের বিশৃঙ্খলতা নিবারণে সমতা প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই নাড়ী ও চিত্তশুদ্ধ হইয়া, হৃদয়ে প্রাণের ধারণা হয়। প্রাণের ধারণা বা স্থিতি, আর শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ একই কথা। এই বিচ্ছেদাবস্থা হইতেই প্রাণায়াম করিতে হয়। সাধন পাদে বলিয়াছেন ;—

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥

আসন সিদ্ধির পর, শ্বাস প্রশ্বাসের সাধারণ গতির ব্যতিক্রমে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেই, প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়।

আসন সিদ্ধ হইলে বিপরীত ভাবে জীবনী শক্তির কার্য্যশীলতা কেন্দ্রস্থানে স্থির হয়। তখন শ্বাস প্রশ্বাসের সাধারণ গতি, নাড়ীশুদ্ধির অভ্যাসে স্থির বা বিচ্ছেদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই বিচ্ছেদ বা স্থিরাবস্থায় জীবনীশক্তিকে স্থান বিশেষে উত্তোলন, ধারণ ও সঞ্চারণ করার নামই প্রাণায়াম। এই শ্বাস প্রশ্বাসের সাধারণ গতি বিচ্ছেদ করিবার সুকৌশল শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

স্পর্শান কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপাণৌ সমৌকৃত্বাং নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥

বাহ্য বিষয় চিন্তা হইতে মনকে, চক্ষুদ্বয়ে প্রবাহী দৃক্‌শক্তির অবলম্বনে ভ্রূমধ্য পথে, নিজ হৃদয়মধ্যে লইয়া, স্থির করিয়া রাখিবে। এই ভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী মোক্ষ পরায়ণ যে মুনি, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া, প্রাণাপানের গতি সমতা জনিতঃ নাসাভ্যন্তর-চারী অবস্থায় অবস্থান করেন, তিনি সদা অর্থাৎ জীবিত থাকিয়া ও মুক্ত।

শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পথে মনে প্রবেশ করিয়া, তত্তৎ চিন্তাবশতঃ বিষয় ধ্যান হইলে সঙ্গ হয়। ঐ সঙ্গ হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ বশতঃ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া, মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। বিষয়াদির অনিত্যতা দর্শন জনিত বৈরাগ্যের বলে, ঐ মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া, নিজ হৃদপদ্ম অর্থাৎ অনাহতস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম মধ্যে কল্পবৃক্ষমূলে মণি-পীটোপরি দীপ কলিকার প্রাণাত্মাতেই হংসরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ নিজে হংস ভাবে ফিরিয়া, ঐ দিব্যচিৎ জ্যোতির্ম্ময় প্রাণালোক দর্শন করিতেছ, এইরূপ ভাবিবে। কিন্তু মন দৃকশক্তির অবলম্বন বা সাহায্য না পাইলে, কিছু ভাবিতে বা দর্শন করিতে পারে না। শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ সম্ভূত বিষয় চতুষ্টয়, তত্তৎ ইন্দ্রিয় পথে মনে প্রবিষ্ট হইলে, মন ঐ দৃক শক্তিবলে তাহা অনুভব করে। অন্তঃ-করণের অনুভবাত্মিকা জ্ঞান বৃত্তিই দৃক শক্তি। এই দৃক্ শক্তি যখন তাহার বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় প্রণালী পথে চক্ষুতে আইসে, তখনই পদার্থের জড়ীয় রূপ জ্ঞান হয়। আর সূক্ষ্ম স্নায়ু পথে মন ও অন্তঃকরণে আসিলে, অনুভূত বা অননুভূতপূর্ব্ব সর্ব্ব পদার্থের ভাবনা এবং জ্ঞান জনিত রস সঞ্চারণা করায়। এই দৃকশক্তিই পুরুষবাচক আত্মা। স্থান ও অবস্থা ভেদে, ইহার কার্য্য ভেদ প্রতিপন্ন হয়। অন্তঃকরণের অবস্থা ভেদে ভাবনা ও জ্ঞানে রসানুভূতি, আর চক্ষুর্দ্বয়ের অবস্থা ভেদে জীব ও জড় জগতের রূপ জনিত দ্বৈতানুভূতি সম্পন্ন হয়। যতকাল এই দ্বৈতানুভূতি থাকিবে ততকাল, কিছুতেই শান্তি বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হইতে পারে না। রূপ সাগরের মনোনয়ন-ধাঁধাঁ জড়ীয় তরঙ্গের

প্রচণ্ড আঘাতে, তোমাকে অশেষ রূপে নির্য্যাতিত করিয়া, অনন্তে ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইবে। তাই বলি সাধক! একবার ডুব দাও। সাগর বক্ষের লহরী মালায় না ভাসিয়া, দেখ—চেষ্টা কর—যদি ডুব্‌তে পার সে রূপ সাগরে।

ঐ দেখ, ঐ শোন, সেইরূপ সাগরের, পরম রমনীয় শ্যামসুন্দর কাণ্ডারী, তোমাকে ডুবিতে বলিতেছেন। সে ভাবময়ী ভাষা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? "চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।" (চক্ষুশ্চ অন্তরে ভ্রুবোঃ) চক্ষুদ্বয়ে প্রবাহী দৃক্‌শক্তিকে, ভ্রুদ্বয়ের মধ্য কেন্দ্রা-বলম্বনে অন্তরে—হৃদ্‌পদ্মে লইবে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, হৃদয়-ধ্যানে সংনিবদ্ধ হইয়া, সংযত অবস্থায় অবস্থিত থাকে। ক্রম অভ্যাসে সাধক, ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ শূন্য হইয়া মোক্ষ পরায়ণ হয়েন। দৃক্‌শক্তি ললাট হইতে মধ্য নাড়ী সুষুম্না পথে আজ্ঞা ও বিশুদ্ধ হইয়া হৃদয় স্থানে অধো হওয়ায় ঊর্দ্ধগামী প্রাণ অধো এবং অধোগামী অপান ঊর্দ্ধ হইয়া হৃৎপদ্মে একতানতায় সমতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু সুদীর্ঘ কালের দৃঢ় অভ্যাসে মনের বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত, ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। নিরবচ্ছিন্ন বিষয়াসক্ত চঞ্চল মনকে, বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, হৃদয়ে নিরুদ্ধ করা নিতান্ত সুদুষ্কর। মন, প্রাণের সাহায্য না পাইলে কার্য্যশীল হয় না। প্রাণ ও মনের ব্যাপারে পরিচালিত। কোন কর্ম্ম উভয়ের যত্ন চেষ্টায় যেরূপ সহজে সুসম্পন্ন হয়; একের দ্বারা কদাচ সেরূপ হয় না। গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন, "অভ্যাসেনতু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" দুর্দ্দম্য চঞ্চল মন, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিগৃহিত করিবে। বৈরাগ্য মনের ধর্ম্ম; আর অভ্যাস প্রাণের কর্ম্ম। বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহিত করিয়া, সেই সঙ্গে অভ্যাসের দ্বারা প্রাণাপানের গতি সমতা করিতে পারিলে, সহজেই শান্তি বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যেরূপ অভ্যাসের দ্বারা প্রাণাপানের অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া স্থিতি লাভ করে; তাহাকেই নাড়ী শুদ্ধি বলে।

প্রাণবায়ু বক্ষঃস্থল হইতে নাসাছিদ্র পথে বহির্গগনে বিচরণশীল।

যে বায়ু আমরা পরিত্যাগ করি, অর্থাৎ ফুসফুস হইতে বাহিরে আইসে, সেই প্রশ্বাস পরিত্যাগই প্রাণবায়ুর কার্য্য। এই কার্য্যে শরীর অভ্যন্তরস্থ অপ্রয়োজনীয় দুষিতাংশ যবক্ষারযান পরিত্যক্ত হয় বলিয়া শরীর সুস্থ থাকে। হৃদ্ বিহারী প্রাণাত্মা এই কার্য্য, তাঁহার যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন করেন তাহার নাম হং আখ্য প্রাণবায়ু। পরম মঙ্গল জনক কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া, ঐ হং আখ্য প্রাণবায়ু শিব স্বরূপ।

অপানের বিচরণ স্থান গুহ্যমূল হইতে নাভির নিম্ন পর্য্যন্ত। যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি অর্থাৎ বাহির হইতে নাসা ছিদ্রপথে ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয় ; সেই শ্বাস গ্রহণ অপান বায়ুর কার্য্য। এই অপান বায়ু একটি আকর্ষণাত্মক শক্তি। ঐ শক্তি গুহ্যমূল বা মূলাধার হইতে সঞ্চারিত হইয়া, নিম্নোদর পথে নাভির দিকে আসিতে থাকিলে, সেই আকর্ষণে বায়ু বাহির হইতে নাসাপথে ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়। এই কার্য্যে শরীরের প্রয়োজনীয়াংশ অম্লযান গৃহীত হয় বলিয়া, শরীরের পরিপোষণ হয়। হৃদ্ বিহারী প্রাণাত্মা এই কার্য্য, তাঁহার যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন করেন, তাহার নাম "সঃ" আখ্য অপান বায়ু। এই শক্তিতে শরীরের সংরক্ষণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়া সকারাখ্য অপান প্রকৃতি স্বরূপ।

এই সকারাখ্য প্রকৃতি স্বরূপ অপানের আকর্ষণে, বাহ্য বায়ু ফুসফুস অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় ফুসফুস প্রসারিত হয় বা ফুলিয়া উঠে। রক্তাধার হৃদয়, সেই প্রবিষ্ট বায়ু হইতে অমৃতাংশ—অম্লযান আকর্ষণ করিয়া লয়। নিম্নোদরে অপানের আকর্ষণে, উর্দ্ধোদরে অর্থাৎ প্রাণ স্থান ফুসফুসে প্রাণের কার্য্য না হইয়া, অপানের কার্য্যে প্রসারিত হয়। এই পূরক ব্যাপারে, একই শক্তির একই কার্য্যে অপান ক্ষেত্র নিম্নোদর যে সময় আকর্ষিত, প্রাণক্ষেত্র উর্দ্ধোদর বক্ষাদি ফুসফুস সেই কালে প্রসারিত হইতেছে। তাহাতে প্রকৃতি রূপী অপান, পুরুষাখ্য শিব স্বরূপ প্রাণের অভাবে, বাহ্য বায়ু মণ্ডলকেই প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি পুরুষ উদ্দেশ্যে অভিসারে আসিয়া, তদাভাবে মিলন সম্পন্ন হইতেছে না। একারণ প্রাণাপানের অসমতা বশতঃ শরীরের নিম্নাংশে,

নিম্নোদরাদি প্রদেশ যে সময় অপানের আকর্ষণে আকুঞ্চিত, সেই সময়েই ঊর্দ্ধাংশ প্রাণস্থান ফুসফুসাদি প্রদেশ ঐ অপানের স্বভাবেই প্রসারিত হইতেছে। একই সময়ে আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ প্রাণকার্য্যের অভাবে, অপান প্রাণগতির অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। অপানের আকর্ষণাত্মক বলে, যদি প্রাণ স্থান ফুসফুস প্রসারিত না হইয়া,আকুঞ্চনে প্রশ্বাস পরিত্যাগ রূপ প্রাণবায়ুর কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবেই প্রাণাপান পরস্পরে সমগতিতে পরিচালিত হইয়া সমতা বা নাসাভ্যন্তরচারী হয়।

ইহা একটি সহজ সাধ্য সুকৌশল মাত্র। এই কৌশলের প্রথম অভ্যাস কালীন, তুমি তোমার অপানাখ্য গুহ্য নিম্নোদরবর্ত্তী আকর্ষণ বা আকুঞ্চনের বলে, অর্থাৎ তোমার নাভি নিম্নোদর প্রদেশ সবলে পশ্চাৎ দিকে চাপিয়া ধরিতে ধরিতে সেই বলে, ভস্ত্রিকার ন্যায় ফুস-ফুস মধ্যস্থ বায়ু বাহিরে পরিত্যাগ কর। ঐ বায়ু নিঃশেষরূপে পরিত্যক্ত হইলে, মাত্র গুহ্য মূলের আকুঞ্চন বা আকর্ষণ ধরিয়া রাখিয়া, ভস্ত্রা যন্ত্র যেরূপ প্রসারিত হইয়া বায়ু টানিয়া লয়; তুমি ও সেইরূপ তোমার নাভিমূল প্রসারণের বলে, বাহিরের বায়ু ভিতরে ফুসফুসে টানিয়া পূরক কর। পূরকান্তেই ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়া উপরোক্ত রূপে নাভিমূলের চাপে বায়ু বাহিরে ত্যাগ অর্থাৎ রেচক কর। দুই তিন মিনিট ধরিয়া ঐ নিয়মে, ঐরূপ ভাবে, রেচক পূরক করিবে। পূরকের সময় তোমার মন, গুহ্য মূলের আকর্ষণে নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ ঐ আকর্ষণ, মেরুদণ্ডাবলম্বনে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এইরূপ ভাবিবে। এবং রেচকের সময় ও সাবধান থাকিবে যেন ঐ আকর্ষণ বা গুহ্যমূলের আকুঞ্চন, কোনরূপে শিথীল না হয়। এই ভাবে ক্রম দ্রুতরূপে ও সবলে, দুই এক মিনিট ক্রিয়া করিয়া পূরকান্তে ক্রিয়া বন্ধ কর। এবং শ্বাস নালী কোনরূপ অবরোধ না রাখিয়া, মেরুদণ্ড ঠিক অর্থাৎ এই কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সাধনার পথ শীর্ষক প্রবন্ধের বর্ণিত অবস্থায় বসিবে। মন, মন্ত্রাদিতে গুরু উপদেশানুযায়ী যথাস্থানে যথা ভাবে ধারণা করিয়া রাখ।

এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই তোমার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শ্বাস নালীর বিনাবরোধে, শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগের ইচ্ছা থাকিবে না। এই বিচ্ছেদ জনিত তোমার মনঃ প্রাণ সহ শরীরে, এমত এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত অবস্থা আসিবে; যাহাতে তোমার সর্ব্বদা ক্লান্ত শরীর যন্ত্র ও স্নায়ু মণ্ডলী পর্য্যন্ত বিশ্রাম প্রাপ্তে, অমৃতায়মান হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, তোমার জীবনে কখন এরূপ বিশ্রাম লাভ কর নাই। মনঃ প্রাণের ভগবত অনুরাগে, এবং বৈরাগ্যের অভ্যাসানুযায়ী, এই বিচ্ছেদাবস্থা দুই তিন মিনিট হইতে আরম্ভ হইয়া, কাহার কাহারও অৰ্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায়। যত সময়ই হউক সকলেরই বিচ্ছেদ অন্তে, যতক্ষণ মেরুদণ্ড ঠিক থাকিবে তত সময় পর্য্যন্ত, শ্বাস প্রশ্বাস নাসাভ্যন্তরেই বিচরণ করিবে। এই অবস্থায় চক্ষুদ্বয়ে প্রবাহী দৃক শক্তিকে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্য কেন্দ্রাবস্থনে সুষুম্না পথে, আজ্ঞা বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম দিয়া, হৃদপদ্মে ইষ্টদেবতার ধ্যানে সংনিবন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

প্রতিদিন প্রাতে, সায়াহ্নে ও মধ্য রাত্রে অথবা শূন্যোদরে দিবারাত্রের মধ্যে যে কোন সময়ে তিনবার অভ্যাস করিলে, তিন সপ্তাহ হইতে তিন মাসের মধ্যে, সমস্ত নাড়ীর বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হয়। এই সাধনের প্রথম ফলে, তোমার দিবারাত্রির মধ্যে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া অৰ্দ্ধেক অর্থাৎ ১১০০০ বারে আসিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে, অপরের অন্ততঃ দুবার শ্বাস প্রশ্বাসে তোমার একবার শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে। উদরের অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি গুরু আহারের পর ও যদি তুমি এই ভাবে একবার নাড়ী শুদ্ধি কর তবে, তখনি তোমার ক্ষুধা বোধ হইবে। শ্লেষ্মার প্রকোপ একেবারে কমিয়া যাইবে। গলার স্বর সুস্বর হইবে। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে, তোমার চক্ষু ও মুখ মণ্ডলে এক অপূর্ব্ব কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিবে। শিব সংহিতায় উক্ত আছে,—

ইদংমাস ত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ী বিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতম্ ॥

এইরূপে তিন মাস কাল অনলস হইয়া প্রতিদিন নাড়ী শুদ্ধি করিলে, নিশ্চিত শীঘ্রই তাহার নাড়ী সকল পরিশুদ্ধ হয়।

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ।
আরম্ভ ঘটকশ্চৈব তথা পরিচয় স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ॥

সাধক সমকায় বিশিষ্ট হন। অর্থাৎ তাহার শরীরের কৃশ, স্থূল, বক্র বা কুঞ্চিতাদি ভাব কিছুই থাকে না। দেহ গন্ধ যুক্ত ও লাবণ্য বিশিষ্ট হয়। স্বর অতি উত্তম হয়। সর্ব্ব যোগ সাধনায় যোগির অধিকার ও পরিচয় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থার নাম যোগাবস্থা।

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরঃ।
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ।
জায়ন্তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বকলেবরে॥

সাধকের নাড়ী শুদ্ধি হইলেই জঠরানলের বৈগুণ্য রহিত ও বৃদ্ধি হয়। সুন্দর বস্তু উপভোগে সমর্থ হয়। সর্ব্বদা চিত্ত আনন্দে মগ্ন থাকে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। হৃদয় সংপূর্ণ বলাধান হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে উৎসাহ এবং বলযুক্ত হয়। সাধকের শরীরে এই সকল চিহ্ন অবশ্যই দেখা যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা তিন প্রকার নাড়ীশুদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক পদ্ধতি অনুযায়ী নাড়ীশুদ্ধি করিলে সাধক, প্রাণায়াম অভ্যাসের অধিকার লাভ করিতে পারেন। তন্মধ্যে এই শেষোক্ত পদ্ধতিটী আধ্যাত্মিক সাধন বল লাভে সমধিক উপযোগী। এই পদ্ধতি, আমরা শ্রীগুরু প্রমুখাৎ দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ অভ্যাস করিয়াছি, তাহাই তদাদেশে যথাযথ ভাবে লিখিত হইল। প্রমাণ স্বরূপে পাতঞ্জল সূত্র এবং গীতার শ্লোকাদি যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ভাষ্যাদির সহিত আমাদের উল্লিখিত পদ্ধতির সামঞ্জস্য নাই। ভাষ্যে, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ এবং প্রাণাপাণের সমতা কৌশল বহিঃ প্রাণায়ামের পূরক কুম্ভক রেচকের দীর্ঘকালের অনুষ্ঠানে সমতা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। আমরা বলিতেছি মাত্র রেচক, পূরক, আমাদের বর্ণিত কৌশল বিশেষে করা মাত্রই, প্রথম হইতে বিচ্ছেদ হইতে থাকিবে। ইহাই আমাদের সিদ্ধ গুরু প্রদর্শিত, অধ্যাত্ম যোগ রহস্যের নিগূঢ় সাধন-অভিজ্ঞান।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য

বা

শক্তি সঞ্চার।

শ্রীগুরু আদেশে "সচিত্র সাধন বিজ্ঞান" লিখিতে লিখিতে, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এক ব্যাস-কূটে আসিয়া পড়িয়াছি। বেদ-ব্যাস যখন মহাভারত বলেন, শ্রীশ্রীগণপতি তাহা শুনিয়া, চারি হাতে চারি কলমে লিখিয়াছিলেন। গণেশের কথা ছিল লেখনী থামিলে আর লিখিবেন না। শ্রীগুরু পাদ ব্যাস বলিয়াছিলেন—কোন শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া লিখিও না। তথাস্তু বলিয়া গণপতি লিখিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয় কূটার্থযুক্ত শ্লোকের অবতারণা করেন, তাহাকে ব্যাসকূট বলে। কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য শাস্ত্রের সেই ব্যাস বা শিবকূট।

পাঠক! তুমি বুঝিতে পার বা না পার; সাধক কিন্তু বুঝিয়াছেন,—এই সচিত্র সাধন বিজ্ঞানের ভাব, অধিক কি ভাষা—অশরীরি বাণী। নির্দেশ বা অশরীরী শ্রীগুরুর আদেশে এই সাধন বিজ্ঞান লিখিতে লিখিতে, যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন হইয়াছে, ভাষায় তাহা প্রকাশ অসাধ্য। শক্তি সামর্থ্য অভাবে সম্পূর্ণ যোগ্যতা হীন আমি,—প্রভো! তোমার আদেশ প্রাপ্তির পর হইতে, নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এই নিগূঢ় সাধন রহস্যের আলোচনা কালে, তোমার অব্যক্ত মহাশক্তির উচ্ছ্বাসে, যখন আমার লেখনী পরিচালিত হইল; তখন সেই লেখনী নিঃসৃত ভাষা পড়িয়া, অর্থ ধারণার অভাবে, ভয়ে বিস্ময়ে, লোক চক্ষুর অগোচরে রাখিতাম। কিন্তু তাহাতে লেখনীর বিরাম হয় নাই। সেইরূপে পুনরায় আজ এই ছয় মাস, তোমার ইচ্ছায়, তোমার ভাবে, তোমার লেখনী

চলিতেছে। অভিমান হইত যে আমার সাধের প্রাণ প্রিয় জড়পিণ্ড দক্ষিণ হস্তখানি তোমার অবলম্বন। কিন্তু তাহাও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে,—অচল হাতে লেখনী চলিয়াছে। অধিক কি বলিব—সময় বিশেষে লেখনী সে অবলম্বনটীও অপেক্ষা করে নাই। তথাপি অবিদ্যা সম্ভূত মোহাচ্ছন্ন মনের ধর্ম্মে, পরা প্রকৃতি রূপিণী, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শাস্ত্রের শিবকূট—কুলকুণ্ডলিনীর ভাবময় অব্যক্ত রহস্য, ভাষায় অভিব্যক্তি করা যেন অসম্ভব বোধ হইতেছে। হে সহস্র দল কমল বিহারী শ্রীগুরু! তোমার দুর্ব্বিজ্ঞেয় রহস্যের সমাধান তুমিই কর। আমি তোমার শ্রীরূপ ধ্যান করি।

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং॥
বরাভয়-করং শান্তং করুণাময় বিগ্রহং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥

শিরোদেশস্থ অধোমুখ সহস্র দল কমলে, ঊর্দ্ধ মুখ শ্বেত পদ্মোপরি দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজ শ্রীগুরু রূপ শ্বেতাম্বর পরিধান ও শ্বেতচন্দনানুলিপ্ত শ্বেতমাল্যে বিরাজিত। বাম ক্রোড়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী লীলা-কমল-ধারিণী শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত বিগ্রহ। শান্ত করুণাময় এবং সহাস্য ও সুপ্রসন্ন বদনে বরাভয় দানে সাধকের অভীষ্ট দান করেন। আমি তোমার সেই নিত্য শ্রীরূপ ধ্যান করি। সাধক তুমিও একবার ধ্যান করিয়া লও। তোমারি সত্ত্বগুণাত্মক নির্ম্মল নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যতীত কুণ্ডলিনী তত্ত্ব ধারণা হইবেক না, এবং ধারণা না হইলে তাঁহার চৈতন্য হয় না।

কুল, অর্থে সমুহ, সমষ্ঠি, ধারা বা প্রবাহ। কুণ্ডল অর্থে খণ্ডাকারে গোলাকৃতি স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ। কুল+কুণ্ডল, কর্ত্তৃবাচ্যে অতীত কালে ইন্ প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে=কুলকুণ্ডলিনী পদ সাধিত হয়। সমুহ বা সমষ্টি অখণ্ড চৈতন্য, মায়াক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া, ঐ ক্ষেত্রের স্বভাবে

খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইলে, সেই দ্বৈতাত্মক অনুভূত পদার্থের শক্তি কুল কুণ্ডলিনী।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র ব্রহ্ম বস্তু চৈতন্য ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। আত্মা বা চৈতন্য পদার্থই একমাত্র নিত্য ও সৎ। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" শ্রুতিঃ। হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে সৎ ও একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপেই ছিল। ঐ অদ্বিতীয় সৎ অবস্থা সত্য স্বরূপ, জ্যোতিঃ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। এই অস্তি অতি প্রিয় বা সৎ চিৎ আনন্দময় ব্রহ্ম চৈতন্য, নিজ শক্তি স্বরূপিণী মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া, রূপ ও নামে প্রকাশ পান। এই রূপ ও নামাত্মক পদার্থই জীব ও জগৎ। অস্তি ভাতি প্রিয় অবস্থায়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই অস্তি ভাতি প্রিয় অবস্থাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে সৎ চিৎ আনন্দ অর্থাৎ সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী নামে অভিহিত।

পুরুষের জ্ঞানের সত্তায় নিজ অস্তিত্ব অনুভব বৎ; ব্রহ্মের ভাতি অর্থাৎ চিৎ বা সম্বিতের সত্তায়, নিজ অস্তি—সৎ বা সন্ধিনী অবস্থার অনুভব হয়। ব্রহ্মের এই অনুভবাত্মিকা শক্তির নাম নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। যে জ্ঞানে দ্বৈতাত্মক অনুভূতি না থাকে তাহাকেই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান সত্তার সহিত ব্রহ্ম অভিন্ন ভাবে বিজড়িত। অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপে, নামরূপ সম্ভূত সর্ব্ব উপাধি বিহীন। নির্ব্বিকল্প জ্ঞান তাহার ঐ অনুভবাত্মিকা শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকিলে ঐ স্পন্দনাত্মিকা শক্তি, মন স্পন্দ ও প্রাণ স্পন্দ নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে অনুভূত ও অননুভূতপূর্ব্ব জীব ও জগতের সংকল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নাম মন। আর ঐ বৃত্তি জীব ও জগদ্রূপে পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তির নাম প্রাণ। এই প্রাণশক্তি চিৎ বা সম্বিতের সত্তায়, ঐ সংকল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিকে পরিচালিত ও ঘনীভূত করিয়া জীব ও জগৎ রূপে পরিণত করেন।

ঐ সংকল্প বিকল্পাত্মিক মনন, যতই প্রাণশক্তির বলে ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই আপনাতে সূক্ষ্ম ভূত ও স্বপ্ন শরীরের ন্যায়

বাসনাময় শরীর কল্পনা করেন। সেই সমষ্টি ভূত সূক্ষ্ম শরীরের নাম তৈজস পুরুষ। ইনিই এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির আদি কর্ত্তা ব্রহ্মা। চিৎ বা সম্বিৎ স্বরূপ প্রাণশক্তির নাম পদ্মনাভ নারায়ণ। ব্রহ্মা সূক্ষ্ম তৈজস তত্ত্বে, চিৎ বা সম্বিৎ স্বরূপ প্রাণশক্তির সন্নিকটস্থ বলিয়া সংকল্পময় অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন যাহা সংকল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দর্শন করেন।

অনুভূত বিষয়ের বিপরীত অনুভূতিবৎ, আত্মা ঈশানুভূতি সম্পন্ন ব্রহ্মার আত্মতত্ত্বের বিপরীত অনাত্ম বিষয়ের কল্পনা হইলে, ঐ কল্পনা অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। আত্মতত্ত্বের অনুভূতির নাম বিদ্যা, আর অনাত্ম বিষয়ের কল্পনাত্মিকা অনুভূতির নাম অবিদ্যা। বিদ্যা অস্তি ভাতি প্রিয়। অবিদ্যা নাম রূপ। পঞ্চ ভূত প্রকৃতি সহ জীবের মন বুদ্ধি ও অহংকার পর্য্যন্ত অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতি। অহংকারের পর হইতে অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপে প্রাণ, পরা বা বিদ্যা প্রকৃতি। আলোক যেরূপ অন্ধকারকে প্রকাশ করে; সেইরূপ প্রাণ বা বিদ্যা প্রকৃতি অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। জলের গুণ শৈত্য ঘনীভূত হইলে, যেরূপ সেই জলকেই বরফাকারে পরিণত করে; সেইরূপ চিৎ বা প্রাণস্পন্দের গুণ, সংকল্প বিকল্পাত্মিকা মনের অনাত্ম বিষয় কল্পনা ঘনীভূত হইলে, সেই প্রাণকেই নাম রূপে জীব ও জগতাকারে পরিণত করে। এই নাম রূপে পরিণত সর্ব্ব পদার্থই জড়। আর এই জড়ের জড়ত্ব বিধায়ক প্রাণ চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ। যোগবাশিষ্টে উল্লেখ আছে,—

জড়চেতনভাবাদিশব্দার্থে শ্রীর্নবিদ্যতে।
অনির্দ্দেশ্য পদে পত্রলতাদিব মহামরৌ ॥
চিতো যচ্চেত্য কলনং তন্মনস্ত্বমুদাহৃতম্।
চিদ্ভাগোঽত্রাজড়ো ভাগো জাড্যমত্রহি চেত্যতা ॥
চিদ্ভাগোঽত্রাববোধাংশো জড়ং চেত্যং হি দৃশ্যতে।
ইতি জীবো জগদ্ভ্রান্তিং পশ্যন্ গচ্ছতি লোলতাম ॥

মরুভূমিতে যেরূপ লতা পত্রাদি জন্মে না, অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম সত্তায় সেইরূপ জড়ত্ব, চেতনত্ব, ভাব, অভাবাদি কিছুই বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম জড় নহেন, অজড় ও নহেন। তবে যখন চিৎ চৈত্যরূপে কল্পিত হইয়া মন হন; তখনি তাহার চিদংশ অজড় এবং চেত্যাংশ জড়। ঐ চিদংশই বোধাংশ অর্থাৎ অস্তি ভাতি প্রিয়, আর চেত্যাংশই নাম রূপে জড়াকারে দৃশ্য হয়। জীব এই চেত্যাংশই নাম রূপে দর্শন করতঃ জগদ্ ভ্রমে চঞ্চল ভাব ধারণ করে।

চিত্তস্থএব ভাবোহসৌ শুদ্ধএব দ্বিধাকৃতঃ।
অতঃ সর্ব্বং জগৎ সৈব দ্বৈতলব্ধঞ্চ সৈবতৎ॥

বিশুদ্ধ চিৎ স্বরূপ চিত্তই জগদ্‌রূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছে। অতএব সমস্ত জগত দ্বৈতাদ্বৈত বর্জ্জিত একমাত্র চিৎস্বরূপ।

স্ফুরনোন্মুখী চিৎশক্তি, সংকল্প বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মে স্পন্দিত হইয়া, ব্যষ্টিভূত হইলে জীব উপাধি ধারণ করে। চিৎশক্তির ঐ স্পন্দন মায়াবশে, ভূত প্রপঞ্চে বাসনা সম্পন্ন হইলে, কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়। পরে তত্তৎ ভূত জাতীয় প্রাণশক্তির দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, নাম রূপে দেহাকারে অভিহিত হয়। জীবের এই দেহই জড়াকারে চেত্যাংশ। আর ঐ প্রাণশক্তিই অস্তি ভাতি, প্রিয় স্বরূপে চিদংশ। এই চিদংশ প্রাণ, মায়াক্ষেত্রের স্বভাবে, চেত্যাংশ জড়দেহে নাম রূপে অভিহিত হইলে, কুলকুণ্ডলিনী বলা হয়। কোষ কীট যেরূপ আপন সূত্রে বিজড়িত হইয়া কোষাবদ্ধ হয়। চিন্ময় প্রাণ ও তদ্রূপ আপন কর্ম্মসূত্রে বিজড়িত হইয়া দেহে অন্নময়াদি কোষে আবদ্ধ হন। এই কর্ম্মসূত্রের সমষ্টির নাম, ধারা বা প্রবাহ বা কুল। আর ঐ মায়াশ্রিত চিন্ময়ী প্রাণশক্তির নাম কুণ্ডলিনী। ইনি চিন্ময়ী হেতু সর্ব্বজীবের ইষ্টদেবতা বা পরমেশ্বরী।

যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ম্।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী॥

যে সুষুম্না মার্গ অবলম্বনে সাধকের, সর্ব্ব দুঃখ বিবর্জ্জিত

ব্রহ্ম জ্ঞানলাভের কেন্দ্রস্থানে গতি লাভ হয়; সেই সুষুম্না মার্গের দ্বার পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী নিজ মুখ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীভগবানের দিব্যচিদ্বীর্য্য, অস্তি, ভাতি, প্রিয় স্বরূপ প্রাণ, মায়াশ্রয়ে মহত্তত্ব ও হিরণ্যগর্ভের অবস্থায় অবস্থিতির পর, অহংতত্ত্বে ঘনীভূত হইলে, ভাতি অর্থাৎ চিজ্জ্যোতিঃ আচ্ছাদিত হইয়া, মাত্র গত্যাত্মকে ইন্দ্রিয়াদি সহ ভূত প্রপঞ্চে, নাম রূপে জগতাকার ধারণ করেন। স্থূলদেহে অসংখ্য নাড়ীপথে যে শক্তি প্রবাহ কার্য্যশীল তাহার নাম জীবন। রূপ তাহার স্থূলদেহ। দ্বৈতাত্মক অহং জীবনের মূল, ঐ মূল হইতে মনোবুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমন্বিত সপ্তদশ সূক্ষ্ম তৈজস উপাদান যুক্ত যে দেহ তাহাকেই অহং গ্রন্থি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর বলে। আর নাড়ী প্রভৃতি সমন্বিত সপ্ত ধাতু বিশিষ্ট পঞ্চভূত উপাদান যুক্ত যে দেহ তাহাকে স্থূল শরীর বলে। সূক্ষ্মদেহে রূপ থাকিলেও স্থূলদেহের ন্যায় জগৎ বা নাম রূপের অধীন নহে। অর্থাৎ স্থূল শরীর যেরূপ জাতি কুল বিশেষে নামরূপে আবদ্ধ, সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ জাতি কুল বিশেষে নামরূপে আবদ্ধ নহে। এই দ্বিবিধ শরীরেই জীবনিশক্তি কার্য্যশীল। এই দ্বিবিধ দেহ অবলম্বনে জীবনীশক্তি কার্য্যশীল থাকিলে, অনন্তকালেও তাহার কর্ম্মের এবং ঐ কর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখ ভোগের বিরাম নাই। কর্ম্ম জনিত ভোগ সংস্কারের পরিপাকে, স্থূলদেহের দেহান্তর পরিগ্রহে নাম রূপের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপত্তিবৎ এই দ্বিবিধ দেহে জীবনীশক্তি, ইড়া পিঙ্গলা আশ্রয়ে প্রবাহিত হয়। তন্মধ্যে ইড়ার আশ্রয়ে স্থূলদেহে প্রধান, আর পিঙ্গলা আশ্রয়ে সূক্ষ্মদেহে প্রধান হয়।

অগ্নির উপরে কটাহস্থিত জল, যেরূপ অগ্নির তাপে আলোড়িত হইয়া ঊর্দ্ধাধঃ সঞ্চালিত হয়, কিন্তু কিছুতেই অগ্নির সহিত মিলিত হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রাণাগ্নির উপরে দেহরূপ কটাহস্থিত জীবন ঐ প্রাণাগ্নির তাপে আলোড়িত হইয়া ইড়া পিঙ্গলা পথে ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্ব নাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয়; কিন্তু কিছুতেই প্রাণাগ্নির সহিত

মিলিত হইতে পারে না। বৃক্ষের সর্ব্বত্র রস সঞ্চারিত হইলেও বৃক্ষের মূলাবলম্বনে পুনঃ পুনঃ সূর্য্যই যেরূপ সে রস আকর্ষণ করে, তদ্রূপ দেহ বৃক্ষের সর্ব্বত্র রস রূপ জীবন সঞ্চারিত হইলেও মূলাধার অবলম্বনে প্রাণ সূর্য্য পুনঃ পুনঃ ঐ জীবনীশক্তিকে আকর্ষণ করেন, তদ্ব্যতীত অন্য পথে আকর্ষণ করেন না।

স্থূলদেহের বাম দক্ষিণ প্রবাহী ইড়া পিঙ্গলা, মধ্য কেন্দ্র মূলাধারে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই সুষুম্না মার্গ। স্থূলদেহের তুলনায় এই সুষুম্না মার্গ, গুহ্যের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে মেরুদণ্ডের মজ্জাভ্যন্তরে—মূলাধার পদ্মে। এই স্থান হইতে প্রাণ স্থূলদেহ প্রবাহী জীবনী শক্তিকে আকর্ষণ করেন, সেই আকর্ষণেই হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত হয়, সূক্ষ্মদেহের তুলনায় সুষুম্নমার্গ, চিদ্ ও চৈত্যাংশের ঠিক মধ্যস্থানে, এইজন্য যাহাদের স্থূলদেহের সাধনা শেষ হইয়াছে অর্থাৎ হংসের গতি বিচ্ছেদে সোঽহং অবস্থার ধারণা হইয়াছে; তাহারা যে কোন স্থানে ঐ চিদ্ ও চৈত্যের মধ্য স্থান সুষুম্নাকে ধরিতে পারেন। অবশ্য শ্বাস প্রশ্বাসের স্থিরতরে প্রাণস্পন্দ ও মনস্পন্দ স্থির না হইলে, এইরূপ ভাবে সুষুম্নার বিকাশ একান্ত অসাধ্য।

যাহা হউক এই সুষুম্নাই সাধকের সাধনার একান্ত অবলম্বন, সর্ব্ব দুঃখ বিবর্জ্জিত অনাময় ব্রহ্মসত্ত্বা এই সুষুম্না অভ্যন্তরে অবস্থিত। অস্তি ভাতি ও প্রিয় স্বরূপ প্রাণের দিব্য জ্যোতিঃ এই সুষুম্নার অভ্যন্তরেই বিচরণশীল। এবং ইহাই বিদ্যা প্রকৃতির পরাস্তর। এই স্তরে ঐ প্রাণের শক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম জ্ঞান বা ভগবৎ সত্তা লাভের অন্য উপায়ান্তর নাই। আলোকের শেষ প্রান্তে অন্ধকারের ন্যায়, ঐ সুষুম্নার শেষ প্রান্তে অর্থাৎ মূলাধার পদ্মে জীবনী শক্তির আরম্ভ অর্থাৎ মূল স্থান। বৃক্ষের অধঃ প্রান্তে যেরূপ মূল অবস্থিত, সেইরূপ সুষুম্না বিহারি প্রাণ এবং ইড়া পিঙ্গলা প্রবাহী জীবনের অধঃ প্রান্ত মূলাধারে দেহ বৃক্ষের মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহারি নাম স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিজড়িত কুলকুণ্ডলিনী। নিজ উৎপত্তির কারণ নিজেই বলিয়া

চিদ্ চৈতন্যাত্মক প্রাণের নাম স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ। আর ঐ অখণ্ড প্রাণ চৈতন্য তাঁহারি শক্তি স্বরূপ মায়াক্ষেত্রে, জীবনীশক্তি বা জীবাত্মা কর্ত্তৃক বিজড়িত হইয়া খণ্ডাকারে দ্বৈতাত্মক নামরূপে স্থূল সূক্ষ্মদেহে প্রকাশিত হইলে তাহাকে কুলকুণ্ডলিনী বলে। ইহারি নাম রূপে, প্রাণের অস্তি ভাতি প্রিয় ধর্ম্ম প্রকাশিত বা অনুভূত হয় না বলিয়াই সুষুম্না মার্গের দ্বার কুলকুণ্ডলিনী মুখ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন বলা হয়।

সর্ব্ব শরীর ব্যাপী নাড়ী অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে কার্য্যশীল শক্তিগুলি সহ প্রাণাদি পঞ্চ বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তি, ঐ কুলকুণ্ডলিনী হইতেই সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে সকলে ইষ্টদেবতা রূপে পরমেশ্বরী বলেন। কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান মন্ত্রে উল্লেখ আছে,—

ধ্যায়ন্ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনীবাসিনিং
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলায়াকৃতিম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভু লিঙ্গবেষ্টিতাম্॥

মূলাধার পদ্মে অবস্থিত স্বয়ম্ভূ—চিৎ চৈতন্য লিঙ্গ সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্ঠিত কোটি বিদ্যুৎপ্রভ ইষ্ট দেবতা স্বরূপিনী সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী দেবীকে ধ্যান করি।

শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে গুরুশাস্ত্র, কুণ্ডলিনীকে তাহার ইষ্ট দেবতা রূপা বলিয়াছেন। তাহাতে সাধারণের সংশয় আসিতে পারে, যে একই শক্তি বা দেবী বহু রূপে প্রকাশিত হন কিরূপে? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা অসম্ভব বোধ হইবে না। পরকলার গুণধর্ম্মে যেরূপ একই আলোক বা চক্ষু বহুরূপে উদ্ভাসিত হইয়া নানা রূপে দৃশ্যবস্তু গোচর করে; তদ্রূপ জীবাত্মার গুণধর্ম্ম রূপ পরকলায় একই সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী শক্তি বহুরূপে উদ্ভাষিত হইয়া, সাধকের অভীষ্টানুরূপ নানা দেবদেবীর আকারে তাহারি নিকট গোচরীভূতা হয়েন। তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন "সাধকানাং হিতার্থায়ং ব্রহ্মণং রূপ কল্পনা।"

সাধকদিগের হিতার্থে ব্রহ্মই বহু রূপ কল্পনা করেন। সাধক তাহার ঐ ধ্যেয় রূপের কল্পক নহেন। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বেষ্টিত কুলকুণ্ডলিনী আর ব্রহ্ম একই পদার্থ। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ চিদংশ, কুণ্ডলিনী চেত্যাংশ। এই চিদ্ ও চেত্যাংশে বিজড়িত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টিত কুণ্ডলিনীই পূর্ণ পরম ব্রহ্ম। গায়ত্রী তন্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

কুণ্ডল্যাঃ পরম ব্রহ্ম গতির্ব্বেদেষু নির্ণয়ঃ।

সর্ব্ব বেদে কুণ্ডলিনীর সুযুম্না গতি, পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ কুল কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে শক্তি সুষুম্নায় চালিত হইয়া, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়। ইহাই চিদ্ চৈত্যের মিলনাত্মক জীব ব্রহ্মের অক্ষর অবস্থা।

চিৎ চেত্যরূপে কল্পিত হইয়া নাম রূপে পর্য্যবসিত হইলে, ঐ নাম রূপ বা জীবাত্মা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী, মায়া বা অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির সন্ধি স্থান মূলাধার পদ্মে, অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ প্রাণাত্মাবাচক স্বয়ম্ভূ লিঙ্গে বিজড়িত থাকায় ; পরা প্রকৃতির অর্দ্ধ শক্তি, আর গুণময়ী অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণ শক্তির সম্মিলনে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে অবস্থিতা। শ্রীগুরু উপদিষ্ট শক্তি সঞ্চার বা ক্রিয়াদির অভ্যাস জনিত ধ্যান ধারনার বলে কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা অর্থাৎ অপরা হইতে পরা ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইলেই সাধক মুক্তি প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে কথিত আছে : .

কন্দোর্দ্ধং কুণ্ডলী শক্তিঃ সুপ্তা মোক্ষায় যোগিনাম্।
বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ॥

সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে, অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির নাম রূপে অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ প্রাণাত্মা বিস্মৃত জীবাত্মাকে, মূলাধার হইতে কন্দ স্থান অর্থাৎ নাভিস্থিত নাড়ীমূলের ঊর্দ্ধে মণিপুর চক্রে বা ব্রহ্মনালে চালনা করিতে পারিলেই কুণ্ডলিনী যোগীগণের মোক্ষ প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত, মাত্র মূঢ় গণের বন্ধনের জন্যই তিনি মূলাধারে প্রসুপ্তা থাকেন। যাহারা এবংবিধ কুণ্ডলিনীকে অবগত হইতে পারেন তাহারাই যথার্থই যোগবিৎ।

কুণ্ডলী কুটিলাকারা সর্পবৎ পরিকীর্ত্তিতা।
সা শক্তিশ্চালিতা যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সর্পবৎ কুটিলাকার অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে অবস্থিতা আছেন। সর্ব্বশাস্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। যে সাধক কুলকুণ্ডলিনীর সেই কুটিলাকার মুক্ত পূর্ব্বক পরিচালিত করিয়া, মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধ প্রদেশে লইতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ভব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শ্রুতিতেও তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে, "তয়োর্দ্ধ—মায়ন্নমৃতত্বমেতী' তি। কুণ্ডলী শক্তিকে ঊর্দ্ধে লইতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

বর্ত্তমানে অনেকানেক সাধকের প্রচারিত গ্রন্থ বিশেষে তথা সাধারণ সাধক সম্প্রদায়, এই কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য এক অত্যদ্ভূত এবং অলৌকিক কঠোর সাধন সাধ্য ব্যাপার বলিয়া প্রচার ও মনে করেন। কোন ভাবে, কি রূপ বুদ্ধিতে যে তাহারা ঐরূপ ভাবেন ও বলেন, আমরা তাহা সবিশেষ জানি না। শ্রীগুরু কৃপায় আমাদের কিন্তু বোধ হয়, সকলে ইহা যত কঠিন মনে করেন; ইহা তত কঠিন নহে। ভয়ের সংস্কার একবার মনে বদ্ধমূল হইলে মানব যেমতি ঐ সংস্কার ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও ভয়ে ব্যাকুল হয়। সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধন ব্যাপার বলিয়া, সেই সংস্কার একবার মনে বদ্ধমূল হইলে তাহার কোন সাধনায় কিছুতেই আর কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য হয় না। অপিচ শুনিলেও এক অত্যদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। যাঁহার শ্রীগুরু শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধা, সংশয় শূন্য বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি হয়, তাহার নিকট কুণ্ডলিনী চৈতন্য সহজ সাধ্য।

শ্রীগুরু কিম্বা কোন মহাত্মার প্রতি কোন রূপে যদি শ্রদ্ধা কিম্বা সংশয় শূন্য বিশ্বাস হয়, তবে তাঁহার কথায় মন সহজেই ইন্দ্রিয় স্তর ছাড়িয়া অর্থাৎ নাম রূপের ভাবনা ভুলিয়া, মন্ত্রাদি দ্বারা সুষুম্না মার্গে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সত্ত্বা অনুভব করিতে পাবে। মহাপুরুষের সঙ্গ বশতঃ অনেকে যে হঠাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি

লাভ করেন, তাহাই ইহার প্রমাণ। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নানক, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষবর্গের সঙ্গ বশতঃ অনেকানেক ব্যক্তির কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ ও শ্রীরূপ সনাতন আদি মহাজনবর্গ, ভারতে যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সুবহুল প্রচার করিয়াছিলেন কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চারই তাহার অন্যতম কারণ।

শ্রীভগবানের নাম ও তাহার সাধনা, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সকল সম্প্রদায় মধ্যে নানা রূপে বহু ভাবে প্রচলিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, নাস্তিক, খৃশ্চিয়ান সকলেই কোন না কোন ভাবে পরম তত্ত্বের সেবা তথা অনুসরণ করেন। বিশেষ রূপে প্রণিধান করিলে প্রতিতী হইবে যে, অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপে কতক লোকে চিদংশে এবং নামরূপে কতক লোকে চেত্যাংশের প্রাধান্যে, একই পরম তত্ত্বের সেবা বা উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। নিজের অস্তিত্ব অনুভূতির উপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার—চিদংশেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র। এই চিদ্‌চেত্যাংশে বিজড়িত উপাসনাই নানা রূপে বহু ভাবে সর্ব্বত্র প্রচলিত। চেত্যাংশ শক্তি স্বরূপ, চিদংশ শক্তিমান। শ্রীভগবানের নাম বা রূপ ঐ শক্তি শক্তিমানে বিজড়িত যুগল মিথুন। ঐ মিথুনে কখন চেত্যাংশে শক্তি, কখন চিদংশে শক্তিমান প্রধান হইয়া সাধক ও জগতের নানা রূপ কল্যাণ সংসাধিত হয়। তরঙ্গ যেমতি সাগরগর্ভে প্রসুপ্ত থাকিয়া বায়ুভরে নাম রূপ প্রকাশে, ঐ সাগর লইয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবে নৃত্য এবং গম্ভীর গর্জ্জনে দশদিক মুখরিত করে; তদ্রূপ জীব ও জগতের চেত্যাংশ বা শক্তি, চিদংশ বা শক্তিমানে প্রসুপ্তা থাকিয়া, সাধকের রাগানুগা জ্ঞান ভক্তির মলয় হিল্লোলে, স্বরূপ প্রকাশে শক্তিমানকে লইয়া, প্রচণ্ড তাণ্ডবে নৃত্য অর্থাৎ সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিকে জ্ঞান ভক্তি প্রদানে এবং তাহার ভাব অভিব্যক্তির সুমধুর ভাষায় সর্ব্বত্র মুখরিত করিয়া তুলে। ইহারি নাম কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চার। পাঠক! তুমি এ মনো প্রাণ মোহন নয়ন অভিরাম দৃশ্য কি কখন দেখিয়াছ?—যদি না দেখিয়া

থাক তবে ভাগীরথি তটে শ্রীনবদ্বীপ ধামের মাধাই ঘাটে একবার আইস। চিদ্‌চৈত্যের অপূর্ব্ব মিলনাত্মক প্রেমময় তনু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জগাই মাধাই উদ্ধার কল্পে শক্তি সঞ্চারের স্বর্গাদপি গরিয়সী মহিমার দেব প্রতিমূর্ত্তি একবার দেখিয়া যাও। * কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে বা শক্তি সঞ্চারে অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি, বিদ্যা বা পরা প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। জড়ে চৈতন্য সঞ্চারে জীব শিব হয়।

যেরূপ শক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা বা আরাধনা হয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহাকেই রাধা বলে। "আরাধয়তীতিরাধা," অথবা "অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।" † যে শক্তি দ্বারা ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করা যায় § তাহাকেই রাধা বলে। এই রাধা তনু অপ্রাকৃত চিন্ময়ী। শ্রীকৃষ্ণের স্নেহই ইহার উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য ও নিত্য নব রসের তারুণ্যে অঙ্গ লাবণ্য উচ্ছলিত। কৃষ্ণানুরাগ ও লজ্জা রূপ বসনে রাধা অঙ্গ সদা বিজড়িত। প্রণয় ও মান কাঁচুলিকা দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, প্রণয় চন্দন, স্মিতকান্তি কর্পূরে সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত। এবং কৃষ্ণাঙ্গ কৌস্তুভ বাসে চারু অঙ্গ নিত্য চর্চ্চিত। কৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্ন মানই বেণী বিন্যাস। অনুরাগই বিম্বাধরের তাম্বুলরাগ। প্রেম কৌটিল্যই নয়নের অপাঙ্গ। সুদীপ্তাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারি ভাব এবং কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব বৈচিত্র্যই শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার। ত্রিজগতে যত গুণ শ্রেণী আছে সে সমস্তই শরীরের পুষ্পহার। সৌভাগ্য রূপ তিলকে শ্রীললাট শোভিত। প্রেম বৈচিত্র্য রূপ রত্নাবলী দ্বারা হৃদয় স্নেহ তরল ও কৃষ্ণ প্রেমরসের আকর। তিনি স্বীয় অঙ্গ সৌরভ রূপ গৃহে

---

* সিদ্ধ মহাত্মা মাধবানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের বংসাবতংশ ভক্ত চূড়ামণী শ্রীমৎ বিনোদলাল দেবশর্ম্মা ভাগবতরত্ন, মহাপ্রভুর ঐ দেব কীর্ত্তি বহু অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাহার নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, এই সচিত্র সাধন বিজ্ঞান প্রচার কল্পের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মক্ষেত্র, ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

† এবং রাসেশ্বাবর্তীতি রাধা।

§ অথবা যে শক্তি মহারাসোদ্দেশ্যে হৃদি বৃন্দাবনে ধাবিত হয়।

গর্ব্ব রূপ পালঙ্কে, কৃষ্ণলীলা বিভাবিনী মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ বেষ্টিতা হইয়া সতত কৃষ্ণানুচিন্তনে নিমগ্না। দিবা নিশি কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ যশঃ শ্রবণেই উন্মত্তা। এবম্বিধ কিশোরী চিন্ময়ী অপ্রাকৃতিক শক্তিই শ্রীরাধা। প্রাকৃত কায়া অর্থাৎ জড়ীয় নাম রূপ না থাকায় ইনি অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপে সৎ চিৎ আনন্দ রূপিনী পরা প্রকৃতি। তথাহি বিষ্ণু পুরাণে,—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্ব লক্ষীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা॥

সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবী, সর্ব্ব কান্তি অর্থাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সারভূতা, সম্মোহিনী অর্থাৎ সর্ব্ব মনমোহিনী কৃষ্ণময়ী রাধিকা দেবীই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা পরা প্রকৃতি স্বরূপিনী।

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিকে পরা প্রকৃতি বলে। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য অপর জীবশক্তি তটস্থ। অপরা ক্ষেত্রে অবিদ্যাই কর্ম্ম সংজ্ঞায় তৃতীয় মায়া শক্তি রূপে অভিহিত। তথহি শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ;—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ—শুদ্ধ সত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব গুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমান॥

পূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীভগবান তাহার স্বরূপাখ্য অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি সহ অভিন্ন কলেবরে চির বিজড়িত। ঐ চিচ্ছক্তি চেত্যরূপে কল্পিত হইলে সেই কল্পনা দিব্য চিদ্বীর্য্য রূপে, ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানাত্মকে, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির আশ্রয়ে জগৎ ও তটস্থাখ্য জীব শক্তিরূপে পরিণত হয়। ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞানাত্মক ঐ দিব্য চিদ্বীর্য্য প্রাণ, জীব ও জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। জীব এই প্রাণশক্তির দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে দেহাকারে গোচরীভূত হয়। জীবের স্থূল জড়দেহ চেত্যাংশ, আর ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানাত্মক প্রাণ চিদংশ। জীব এই চিদংশ প্রাণের আশ্রয়ে, মায়াশক্তির স্বভাবে, চেত্যাংশ জড়দেহে অভিমান বশতঃ নামরূপে অহংকার যুক্ত হইলে, কুলকুণ্ডলিনী বা জীবাত্মা নামে অভিহিত হন। স্থূলদেহে অভিমান হীন জীবাত্মা চিদংশ প্রাণ সহ, চেত্যরূপে কল্পনা শূন্য অর্থাৎ ভগবত আরাধনা পরায়ণ

হইলে, পূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের স্বরূপাখ্য অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি রূপে অভিহিত হয়েন। শ্রীভগবানের অভিন্ন কলেবর এই চিচ্ছক্তিই পরা প্রকৃতি স্বরূপিণী শ্রীরাধা বা কুণ্ডলিনী। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাখ্য এই চিচ্ছক্তির তিন রূপ, সন্ধিনী, সম্বিত ও হ্লাদিনী। জীব তাহার মায়া প্রপঞ্চ সম্ভূত স্থূলদেহে অভিমান শূন্য হইয়া, শ্রীগুরু উপদেশে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সম্ভূত হংসের গতি বিচ্ছেদে, মূলাধার পদ্মে ধারণ ও ধ্যাননিষ্ঠ হইলে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রাণের সত্তায় সন্ধিনী; ভগবত অভিজ্ঞানে সম্বিৎ, আর ঐ অভিজ্ঞানে নিয়ত ভগবদ্ভাব পরায়ণতায় হ্লাদিনী এবং ঐ ভাব তন্ময়তার পরাকাষ্ঠায় শ্রীরাধা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। গম্ভীরায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রায়ই রাধা ভাবের আবেশ ও স্বরূপ পরিগ্রহ হইত। ইহাই পরা প্রকৃতি কুণ্ডলিনীর চরম পরমাবস্থা। এই শক্তি ত্রয়ের মধ্যে সন্ধিনী বা সৎশক্তি সুষুম্না মুখে আধার পদ্মে বিকাশিত হইয়া, গতি ও ধ্বনি; সম্বিৎ বা চিৎ শক্তি হৃদয়ে উদ্ভাষিত হইয়া জ্যোতিঃ এবং সেই জ্যোতিতে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে কল্পবৃক্ষ মূলে জ্যোতিরভ্যন্তরে অতুল শ্যামসুন্দর রূপ প্রকাশিত হইলে হ্লাদিনী আখ্যায় আখ্যাত হন। এই শক্তিত্রয়ে বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়ে একমেবাদ্বিতীয়াং পূর্ণ পরব্রহ্ম। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে;

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে; তাহাকে জীবনী শক্তি বলে, স্থান ও কার্য্যভেদে এই শক্তি বহু নামে আখ্যাত। অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সহ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, সপ্ত ধাতু, অসংখ্য নাড়ী পথে, অসংখ্য নামে একই জীবনীশক্তির খেলা চলিতেছে। প্রাণাত্মার তেজোধর্ম্মে জীবনীশক্তি প্রথমতঃ ইড়া পিঙ্গলার পথে প্রবাহিত হইয়া মূলাধারে কেন্দ্রীভূত হইলে, চক্রগতি যেরূপ কেন্দ্র হইতে অরা পথে পরিধীতে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ, ঐ মূলাধার কেন্দ্র হইতে প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু ও নাড়ী সমূহ রূপ

অরা পথে স্থূল শরীর রূপ পরিধীতে সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ মূলাধার কেন্দ্রস্থ পুঞ্জীভূত জীবনীশক্তির নাম জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী। চিদ্ চৈতন্য প্রাণাত্মা হইতে ঐ জীবাত্মা, ধারাপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া মূলাধার মায়াক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত বা কেন্দ্রীভূত হইলে ঐ ক্ষেত্রের স্বভাবে স্থূল শরীর রূপ চক্রাকার পরিধীতে পড়িয়া খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। মায়াই এতাবতের উপাদান কারণ। এজন্য মায়াকে বহিরঙ্গা বা অপরা শক্তি বলা হইয়াছে। সমষ্ঠিভূত জীবনী শক্তি বা জীবাত্মা—প্রাণাত্মা হইতে সঞ্জাত বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য তটস্থা শক্তি। চিদ চৈতন্য প্রাণাত্মাই চিচ্ছক্তি। জীবাত্মাকে কৌশল বিশেষে ইড়া পিঙ্গলা হইতে আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন করিয়া, মূলাধার অবলম্বনে চিদাত্মা প্রাণক্ষেত্র সুষুম্নায় প্রবেশ করাইতে পারিলেই ঐ চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে চৈতন্যশালী হয়েন। এইজন্য সেই কৌশল কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চার নামে অভিহিত। এই কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে জীবাত্মা যখন সুষুম্না সঞ্চারি হন, তখন ঐ সুযুম্না রূপা প্রথম স্তরের সাধনায় (প্রাণায়ামে) ভগবৎ সত্তার ধারণায় তদ্বৃদ্ধির বিকাশ হয় বলিয়া এই শক্তির নাম সন্ধিনী শক্তি। পরে প্রত্যাহারে হৃদ্‌পদ্মে শক্তির স্থিতি হইলে জ্যোতিঃ উদ্ভাষিত হইয়া, সেই দিব্যালোকে সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস হয় বলিয়া এই শক্তিকে সম্বিৎ শক্তি বলে। এই শক্তিতে সেই চিদ্‌ ঘন-ত্রিভুবন-প্রাণ-মনো-মোহন অতুল শ্যাম সুন্দরের স্বরূপ দর্শন জনিত মিলনানন্দে অবস্থিত হইলে হ্লাদিনী। জীব, এই শক্তিত্রয়ে জ্ঞান ভক্তি প্রেম লাভে চিরতরে কৃত কৃতার্থ হইয়া যায়। এই স্থানে সমস্ত কুহক নিরস্ত হইয়াছে। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং।" মায়াতীত অপ্রাকৃতিক চিন্ময় মন-প্রাণ-তনু বিশিষ্ট এই পরম ধামে জীব সহ শ্রীভগবান অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল, চিন্ময় লীলারসে চির নিমগ্ন। সেই লীলারস লহরী মালায় ঐ চিন্ময় ধাম নিত্য মুখরিত। তথায় দ্বেষ নাই, হর্ষ নাই, দুঃখ নাই—আছে কেবল আনন্দ তন্ময়তা—সেই পরমানন্দ তন্ময়তায় শ্রীভগবান ও জীব স্নাত পরিপ্লুত হইয়া নিত্য প্রকাশশীল।

সাধক ! তুমিও একদিন ঐ নিত্য প্রকাশে চিন্ময় স্তরে পরমানন্দে ছিলে। আর ছিলেই বা বলি কি করিয়া—নিত্যই রহিয়াছ। বলিবে—অনুভব বা দর্শন হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—চক্ষু বুজিয়া দর্পণে প্রতিবিম্ব কি কখন দেখা যায় ? দর্পণে প্রতিবিম্ব ত রহিয়াছে,—কিন্তু চক্ষু না খুলিলে যেমতি তাহা দেখা যায় না ; সেইরূপ চিন্ময় চিদ্দর্পনে, স্বরূপের প্রতিবিম্ব নিত্য উদ্ভাসিত।—চক্ষু খোল, খুলিয়া দেখ ; নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। তুমি বলিবে, "অর্জ্জুনের চক্ষু ভগবান খুলিয়া দিয়াছিলেন,—তাই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু আমার চক্ষু কে খুলিয়া দিবে ?" আমি জানি—এ চক্ষু দুই প্রকারে খুলে। এক প্রকারে ভগবান নিজে খুলিয়া দেন। আর এক প্রকারে তাঁহার শক্তি স্বরূপিনী মায়া খুলিয়া দেয়। ভগবান খুলেন—মহাসমর প্রাঙ্গন—কুরুক্ষেত্র রূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে। মায়া খুলেন—মহাকাল প্রাঙ্গন—সংসার রূপ শ্মশান ক্ষেত্রে। সেই মহাসমর প্রাঙ্গন—মূলাধার। সাধনানুষ্ঠান জনিতঃ কুরুক্ষেত্র রূপ ধর্ম্মক্ষেত্র—সুষুম্না। শ্রীগুরু ভগবান। আর কাল প্রাঙ্গন, অজপা হংসের বিহার ও বিরাম স্থান, দেহ সংসার রূপ শ্মশান ক্ষেত্র—হৃদয়। শ্রীগুরুশক্তি মায়া। এই উভয়াত্মক মায়াশক্তি বিজড়িত শ্রীগুরু ভগবান কি তুমি দেখ নাই ?—নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তোমার দীক্ষা শিক্ষাদাতা শ্রীগুরু মূর্ত্তিই তিনি। দীক্ষা ও শিক্ষা রূপ তাঁহার শ্রীমুখ পদ্ম নিঃসৃত ভাবময় বাক্যই চিদংশ। আর দ্বিনেত্রে দ্বিভূজে নর বপু চৈত্যাংশ। চিদংশ শ্রীগুরু ভগবান। চৈত্যাংশ শ্রীগুরু শক্তি মায়া। এই চিদ্ চৈত্যে বিজড়িত নর নারায়ণ যে তোমার সম্মুখে। তোমার আবার ভয় কি ! ভাবনা কি !! সে দিব্য নেত্র পাইতেঅর্জ্জুনের বরং বিলম্ব হইয়াছিল। তুমি মন দিয়া সেবা কর, প্রাণ দিয়া শুশ্রূষা কর, দেখিবে তোমার চক্ষু খুলিতে, বা সে দিব্য নেত্র লাভে বিলম্ব হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসিতেছে। কথাটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। সে ঐ দিব্য গুরুনেত্রেরি কথা। সাধন অঙ্গের এই সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ—কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চার, শ্রীগুরু

কৃপার উপর নির্ভর করে। স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, ভালবাসা প্রভৃতি বা অর্থাদি প্রদানে, মানুষ যেমন মানুষকে দয়া ও কৃপা করে; শ্রীগুরু সে ভাবে কৃপা করেন না। পৃথিবী উত্তপ্ত হইলে, অথবা চাতকের ব্যাকুলতায়, যেরূপ মেঘের বারি বর্ষণ হয়; সেইরূপ সংসারের পরিণামে, মন বৈরাগ্য আগুণে উত্তপ্ত হইলে, প্রাণে যখন চাতকের ন্যায় ব্যাকুলতা আইসে—তখনি সেই কৃপাবারি বর্ষণ হয়। কিন্তু সে বড় কঠিন কথা। অদৃষ্টে না থাকিলে ঐরূপ ভাগ্য—মাত্র পুরুষাকার সাধ্য নহে। তবে আর এক উপায় আছে। সে উপায় —তোমার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্র জ্ঞানানুরূপে—তোমার শ্রীভগবান বা ইষ্টের অভিমত সংকল্পে, যুক্তি হীন বুদ্ধি, সংশয় শূন্য শ্রদ্ধা, অন্তঃকরণের দৃঢ় অনুরাগ, বারংবার প্রয়োগ করিতে পারিলে, শ্রীগুরু কৃপা বা ত্বদীয়শক্তি সুষুম্নায় সঞ্চারিত হইয়া, কুল-কুণ্ডলিনী চৈতন্যে বা শক্তি সঞ্চারে, দিব্য নেত্র খুলিয়া যায়। তাহাতেই হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ বিংশতি শ্লোকে এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু স্খলিত বীর্য্যে, ব্যাধি প্রপীড়িত দেহে, মায়া মোহাচ্ছন্ন সংসারে, ঐরূপ ভাবে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা একান্ত অসম্ভব। তবে উহা এক সুকৌশলে সুসম্পন্ন হয়। সে কৌশল এই যে, তোমার দীক্ষা ও শিক্ষাদাতা গুরুবর্গের মধ্যে জ্ঞানদাতা গুরুর শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ নাম রূপ, ধ্যান স্থান হৃদয় অথবা শিরোদেশে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, মন প্রাণ সমর্পণে ধ্যান কর। বহিরঙ্গ ব্যাপারে, সভক্তি প্রণিপাত, অধ্যাত্ম সাধনতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, এবং অকপটে সাধ্যানুযায়ী সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিবে, এই ভাবে চলিতে চলিতে যতই তোমার সংশয় মিটিতে থাকিবে, এবং যখন বহু রূপ প্রতিকূল ধাক্কায় তোমাকে কোনরূপে টলাইতে না পারিবে; ততই শ্রীগুরু কৃপা তোমাতে সঞ্চারিত হইবে। তুমি একদিন চিদ্ চৈত্যের মিলনাত্মক, চিদ্ বা সম্বিত শক্তির পূর্ণানুভূতিতে কৃত কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কুল-

কুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চারে ভগবদুপাসনার ইহাই সর্ব্বোপরি সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ॥

অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও সেবা করিলে, সেই পরম জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইবে।

যে একটি কথা মনে আসিয়াছিল, তাহা আমার বলা হয় নাই। কারণ, ভাব, ভাষা, লেখনী কিছুই আমার স্বকীয় নহে। যাহা ভাবি, লেখা শেষ হইলে দেখি—হয় আর একরূপ। যাহা হউক এইবার সেই কথাটি বলিয়া, কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চারের বিধি ও কৌশলের আলোচনা করিব।

একটি প্রচলিত কথা আছে ; "গুরু মিলে লাখে লাখ ; চেলা না মিলে এক।" কথাটী বড় সমিচীন। আজ প্রায় ১০।১৫ বৎসর আমি শ্রীগুরু আদেশে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্যের উন্মুক্ত আলোচনা করিয়া আসিতেছি। জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, গুহ্য রহস্যের গোপনশীলতা কিছুই আমার নাই। কোন রূপ স্বার্থ বা অর্থের অপেক্ষা না রাখিয়া সরল প্রাণে, অকপট হৃদয়ে শ্রীগুরু আদেশ প্রতিপালন করিতেছি। গুরু শক্তির মহিমাও সর্ব্বত্র দেখিতেছি। কিন্তু স্থায়ী রূপে তাহার সুপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র দেখিতেছি না। গুরু জ্ঞানময় ; দেখিতেছি সে জ্ঞান সকলেই গ্রহণ করেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই তাহা রক্ষা করিতে পারেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু সে বায়ুর প্রবাহ যদি অগ্নি সহ্য করিতে না পারে, তবে যে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অবোধ মানব ! তোমার চক্ষের উপর এ ঘটনা দেখিয়াও কি তোমার জ্ঞান হয় না। অনিত্য সংসারের নারকীয় ভীম কোলাহলের মধ্যে, কত যত্নে, কত পিতৃ পুরুষের পুণ্য ফলে, যদি কখন সে জ্ঞানালোক পাইলে—তবে রাখিতে পার না কেন ? সে আঁধার ঘরের দ্বীপ

ক্লিকাটি জ্বলিতে না জ্বলিতে নিবাইয়া দাও কেন ? চক্ষু আছে বলিয়া, মর পৃথিবীর মর পথ দেখিতেছ। কিন্তু মরণ কালে ঘোর আধার ঘরে, কে তোমায় পথ দেখাইবে ? গুরু জ্ঞানালোক ব্যতীত যে সে পথে অন্য আলোক যায় না। তাই বলি যদি ভাগ্যক্রমে সে আলোক কখন পাও, তবে সযতনে রক্ষা করিও। আলোক পাইলেই বা জ্বলিলেই কিন্তু প্রতিকূল বায়ু বহিবে। সে বায়ুর স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম। তোমার আলোকের দরকার থাকে—রক্ষা কর। নচেৎ আলো তোমার নিকট থাকিবে না—ক্ষতি তোমারি। অগ্নির ন্যায় প্রতিকূল বায়ুর প্রবাহ সহ্য করিয়া যদি জ্বলিতে পার—আলো ধরিয়া রাখিতে পার, তবে সে বিশ্ব ভূক্ জ্ঞানাগ্নিতে ক্রমে বিশ্ব পুড়িয়া ছাই হইবে। তুমি মাত্র ব্রহ্ম স্বরূপে অবশিষ্ট রহিবে।

মায়াবী মহীরাবণ, রাম লক্ষ্মণ হরণের সংকল্প করিলে, বিভীষণের উপদেশে এক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য গড় অভ্যন্তরে রাম লক্ষ্মণ সুরক্ষিত থাকেন। বিভীষণের উপদেশ মত হনুমান ঐ গড়ের প্রহরী নিযুক্ত হন। বিভীষণের উপদেশ ছিল—যেন কোনরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া হনুমান গড়ের দ্বার উন্মুক্ত না করেন। মায়াবী মহীরাবণ, দশরথ কৌশল্যা সীতা সুমিত্র প্রভৃতি বহু মায়ারূপ ধরিয়া যখন কিছুতেই হনুমানকে মোহিত করিতে পারিল না ; তখন হনুমানের উপদেষ্টা গুরুকল্প বিভীষণের রূপ ধরিলেন। সেইরূপে গড় সুরক্ষার নানা রূপ উপদেশ দিয়া পরে বলিলেন—আমার রূপ ধরিয়াও যদি আইসে, তথাপি ও সাবধান, কিছুতেই দ্বার উন্মুক্ত করিবে না। এইরূপ বলিতে বলিতে কিয়ৎদূর গমনানন্তর ফিরিয়া আসিয়া হনুমানকে বলিলেন—সর্ব্ব দিক রক্ষা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঊর্দ্ধদিকের কোন ব্যবস্থা করি নাই। তুমি সাবধানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি রাম লক্ষ্মণের মস্তকে শিখা বন্ধন করিয়া আসি। এইবার সেই পবন পুত্র হনুমান মোহিত হইলেন। গুরুরূপে ভ্রান্তি ঘটিল। ফলে—রাম লক্ষ্মণ পাতালে অপহৃত হইলেন।

সাধকের অমূল্য জ্ঞান ধন, ঐরূপেই চুরি হয়। গুরু উপদেশে

সাধনানুষ্ঠান রূপ সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য গড়ে তাহার সাধন ফল জ্ঞান ও বৈরাগ্য সুরক্ষিত থাকে। শ্রীগুরু উপদেশে মন ঐ কার্য্যের প্রহরী। শ্রীগুরু উপদেশে সাধক যদি সংসারের কোন মায়ায় মুগ্ধ না হন, তবে মায়া তখন গুরু রূপ ধরিয়া আক্রমণ করে ; অর্থাৎ নানারূপ সংশয়াদি কলুষ ভাবে, সাধকের মন মোহিত হইলে, গুরুরূপেও ভ্রান্তি ঘটে। ফলে সাধন ধন—জ্ঞান বৈরাগ্যের অভাব হয়। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া, যে মহাত্মা সাধন পথে চলিতে সমর্থ, শ্রীগুরুর কৃপালাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী। জনৈক সাধকের পদ কীর্ত্তনে আছে,—

গুরুপুরে যাবি যদি মনে দাওগে গিরে।
তা নহিলে পারবিনে যেতে আস্‌তে হবে ফিরে।
গুরুপুরের যে সব কাণ্ড, দেখলে হবি লণ্ড ভণ্ড ;
লোভী কামী কুল গৌরবী যাসনে রে সে সহরে।

এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, সাধক তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, সেই সুদৃঢ় ও মার্জ্জিত বুদ্ধিই কুল-কুণ্ডলিনীকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ। তন্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং উত্থাপ্য হৃদয়ার্ক মণ্ডলং নিত্যা-তদ্দেবতা বুদ্ধ্যা।

মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে হৃদয়স্থ অর্কমণ্ডলে উত্থাপন করিবে। বুদ্ধিই তাহার দেবতা। শ্রীগুরু শাস্ত্র বাক্যে সংশয় শূন্য দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভরে, উল্লিখিত ভাবে নিজ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে নিম্নলিখিত সাধন কৌশল বিশেষে কুল-কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইবেন।

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বালরণ্ডা তপস্বিনী।
বলাৎকারেণ গৃহ্নীয়াত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা যমুনা বা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুষুম্না মার্গে, বালরণ্ডা অর্থাৎ বিবস্ত্রা কুমারী তপস্বিনী কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসুপ্তা আছেন। বুদ্ধি দ্বারা বল পূর্ব্বক তাঁহাকে

গ্রহণ করিয়া চালনা করিতে পারিলে, বিষ্ণুর পরম পদ—হৃদয়স্থ চিদ্ চৈতন্য প্রাণাত্মাকে লাভ হয়।

উদ্ঘাটয়েৎ কপাটং তু যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ।
কুণ্ডলিন্যা স্তথা যোগী মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ॥

কপাটের অর্গল উৎসারিত করিলে, যেরূপ সেই কপাট হঠাৎ উদ্ঘাটিত হয়। সেইরূপ যোগী কুণ্ডলিনীর বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া মোক্ষ দ্বার সুষুম্না ভেদ করিয়া থাকেন।

সতি বজ্রাসনে পাদৌ করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ম্।
গুল্ফদেশসমীপে চ কন্দং তত্র প্রপীড়য়েৎ॥

বামপদ গুলফ যোনি—লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্য স্থানে রাখিয়া দক্ষিণ পদ গুল্ফ লিঙ্গোপরি রাখিয়া বসিলে বজ্রাসন হয়। এই বজ্রাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উভয় হস্ত দ্বারা উভয় পদের গুল্ফ দেশস্থ সংযোগ স্থান দৃঢ়রূপে ধরিয়া দক্ষিণ পদ গুল্ফ দ্বারা নাভিমূল বা কন্দ স্থান প্রপীড়িত করিবে।

সাধক যদি এই আসনে উপবেশন করিতে না পারেন বা কষ্ট বোধ করেন, তবে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া, উভয় পদ গুল্ফের দ্বারা নিম্নোদরে নাড়ী মূল বা কন্দ স্থান নিপীড়ন করিবেন, আমাদের অভিমতে পদ্মাসনেই উত্তম। এই আসনে কিছু সময় কন্দমূল নিপীড়িত করিয়া, পরে ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক করিয়া,—

পুচ্ছে প্রগৃহ্য ভুজগীং সুপ্তামুদ্বোধয়েচ্চতাম্।
নিদ্রাং বিহায় স শক্তিরূর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতে হঠাৎ॥

মূলাধারে যে সুপ্তা ভুজঙ্গিনী কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন, তাহার পুচ্ছদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্বোধিত করিবে। এইরূপ করিলেই তিনি সহসা নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধ প্রদেশে উঠিতে থাকেন।

পূর্ব্বে যে গুরু কৃপার কথা বলিয়াছি, সেই গুরুকৃপা বা নিজ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইলে; সেই বুদ্ধি বলে কুণ্ডলিনীর

পুচ্ছ ধরা যায়। ভাগ্যে সে শুভ সংযোগ না হইলে, সাধক মূলবন্ধের ঈষদানুষ্ঠানে, বুদ্ধি পূর্ব্বক মেরুমজ্জা, তন্মধ্যস্থ শূন্যনালী Spinal Canal পথে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিলে শক্তি সঞ্চালিত করিতে পারিবেন। শিব সংহিতায় উক্ত আছে ;—

আধার কমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াম্।
অপান বায়ু মারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্॥
শক্তি চালন মুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী॥

বুদ্ধিমান সাধক মূলাধার পদ্মে দৃঢ়রূপে প্রসুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে, অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া, বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ ; অর্থাৎ গুহ্যমূলস্থ আর্কষণাত্মক বল, মেরুদণ্ডাবলম্বনে ঊর্দ্ধে চালনা করিবেন। ইহাকে সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী শক্তি চালন মুদ্রা বা কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বলে।

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং নির্ভয়ং চালনাদসৌ।
ঊর্দ্ধ্ব মাকৃষ্যতে কিঞ্চিৎ সুষুম্নায়াং সমুদ্গতা॥

মুহূর্ত্তদ্বয় অর্থাৎ চারি ঘণ্টাকাল, উল্লিখিত ভাবে শক্তিচালনা করিলে, কুলকুণ্ডলিনী সুষুম্না মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধাকৃষ্ট হয়েন।

বজ্রাসনে স্থিতো যোগী চালয়িত্বা চ কুণ্ডলীম।
কুর্য্যাদনন্তরং ভস্ত্রাং কুণ্ডলীমাশু বোধয়েৎ॥

বজ্রাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উপরি-উক্ত বিধানে যোগী নিজ শক্তি চালনা দ্বারাই কুণ্ডলিনীকে পরিচালিত করিবেন। ঐরূপে শক্তি চালিত হইলে পর ঐ শক্তি ধরিয়া, ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক প্রাণায়াম করিলে, কুণ্ডলিনী শক্তি শীঘ্র শীঘ্র প্রবোধিতা হয়েন।

বজ্রাসন অপেক্ষা এই কাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ভাবে পদ্মাসন করিয়া শক্তি চালনায় শীঘ্র শীঘ্র ফল দেখা যায়। সাধনেচ্ছু ব্যক্তি ঐ পদ্মাসন ও পূর্ণ মহামুদ্রা অগ্রে অভ্যাস করিয়া লইবেন। ঠিক ভাবে আসন স্থির ও সুখদ হইলে, পরে শক্তি চালনার অভ্যাস করিবেন।

মুদ্রার অভ্যাসে শরীরের জড়তাশূন্য এবং আসন অভ্যাসে নাড়ী সঞ্চারি জীবনীশক্তি, ইড়া পিঙ্গলার মধ্য কেন্দ্রস্থানে স্থির থাকিবার সমর্থতা লাভ করে। এইরূপে শরীরের জড়তা শূন্য হইয়া শক্তি কেন্দ্রস্থানে স্থির না হইলে, কেহ শক্তি চালনা অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবেন না। কারণ তাহাতে ফললাভ হইবে না।

পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উভয় পদ গুল্ফ দ্বারা নিম্নোদরস্থ কূর্ম্ম বা নাভিকন্দ সবলে চাপ প্রয়োগে নিপীড়িত করিয়া বসিবেন। তদনন্তর এই কাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম বহিঃ প্রাণায়াম ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক একবার করিবেন। পরে ধীর বুদ্ধি পূর্ব্বক মেরুমজ্জা বা Spinal Cord ধারণায় আনিয়া, তন্মধ্যস্থ শূন্য নালী ভাবিবেন; এবং ঐ পথে মূলবন্ধের ঈষদানুষ্ঠানে, নিজ সুদৃঢ় সংকল্প শক্তির বলে, শক্তিকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিবেন। সাবধান থাকিবেন যেন মেরুদণ্ডের অবস্থা ঠিক থাকে। এই ভাবে কিছুদিন অভ্যাস করিলেই শক্তির ঊর্দ্ধগতি অনুভূতি হইবে। শক্তির ঊর্দ্ধগতি অনুভব হইলে পর ঐ শক্তির বল বিধানের জন্য, পুনরায় ভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক করিবার উপদেশ আছে। তাহাতে পূরকের সময় মূলবন্ধে মন নিবিষ্ট রাখিয়া ঐ আকর্ষণ—ঐ পূরক বলেই ঊর্দ্ধে উঠাইতে হইবে। এইরূপ করিলেই সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র প্রবোধিতা হইয়া সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধে উঠিবেন; ইহাকেই শক্তি চালন বলে। ইহারি নাম কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য, আর কুণ্ডলিনী চৈতন্য এক কথা নহে। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চার আর এক ভাবে হয়। সে ভাব এই যে, মুদ্রা আভ্যাসের পর আসন করিয়া বসিবে। আসনে উভয় গোড়ালীর দ্বারা কন্দ নিপীড়িত করিয়া রাখিবে। পরে আচমন পূর্ব্বক নিজ শিরোদেশে শ্রীগুরু ধ্যান করিবে। মনঃ প্রাণে শ্রীগুরু পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক, কিছু সময় অভিনিবিষ্ট থাকিবে। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে শেষ ভাগে বর্ণিত নাড়ীশুদ্ধির কৌশলে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। তদনন্তর তোমার মেরুদণ্ড মূলে মূলাধার পদ্ম

ভাবনা করিতে থাকিবে, এবং কুণ্ডলিনীর ধ্যান মন্ত্রানুরূপ তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে থাকিবে। এই ভাবে কিছুদিন অভ্যাস করিলেই, তোমার মেরুদণ্ড অভ্যন্তরে নানা রূপ ভাব অনুভব হইতে থাকিবে। কখন বা গরম বোধ হইবে, কখনও বা কম্পন, কখন সিড় সিড় অনুভব, কখন আকর্ষণ, শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি বোধ হয়। এই সময় তুমি স্থির বুদ্ধি, বলে মেরুমজ্জা অভ্যন্তরে শূন্যনালী সুষুম্না ধরিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছ এইরূপ ভাবনা করিবে। তাহাতে একদিন প্রবল বেগে তোমার ঐ উর্দ্ধগতি অনুভব হইবে।

যে ভাবেই অনুশীলন কর। কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ তত্ত্বটী অগ্রে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইবে। উহার তত্ত্ববোধ না হইলে, কার্য্য হইতে বিলম্ব হয়। অনেক স্থানে আদৌ কিছু হয় না। না হইবার আর একটি প্রধান কারণ, ইচ্ছা ও শ্রদ্ধাহীনতা এবং অবিশ্বাস। যতদিন তোমার ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন তুমি এ অভ্যাস করিও না। ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা হইলে, সাধকের কথায় ও শাস্ত্র বাক্যে তোমার বিশ্বাস হয়। সেই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত, শ্রদ্ধা ভরে অনুশীলন করিলে অতি শীঘ্রই ফললাভ করিবে।

আর এক কথা আছে। যদি তুমি শ্রদ্ধাভরে একমনে কোন হৃদ্ প্রীতিকর সুললিত সুরের স্তব স্তোত্র বা কীর্ত্তনাদি, কিম্বা কোন সুমধুর সুর স্পন্দন শ্রবণ করিতে করিতে সুষুম্না চিন্তা কর, তবে সর্প যেমতি তুড়মী শুনিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার কুলকুণ্ডলিনী শক্তিও প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এইজন্য বোধ হয় যোগশাস্ত্রে ঐ শক্তিকে সর্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

আর এক উপায়ে সুষুম্নায় শক্তি সঞ্চারণের অনুভূতি হয়। তোমার ব্রহ্মরন্ধ্রের ঠিক সমসূত্রে ২।৩ অঙ্গুলি উর্দ্ধে তোমার মন বা দৃক্‌শক্তিকে ধরিয়া, কুম্ভকারের চক্রকূট বা আল অবলম্বনে যেরূপ চক্র বিঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ চক্রাকারে তোমার মস্তক ঘুরাও এবং শ্রান্তি-বোধ হইলে ছাড়িয়া দিয়া, মূলাধার হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত সুষুম্না পথ স্মরণ অর্থাৎ ভাবনা কর। এ কৌশলে অনেক স্থানে অল্প সময় মধ্যে

শক্তি সঞ্চালনের অনুভূতি হয়। সাধারণতঃ দেবতার সন্নিধানে মাথকুটা, চৈত্র মাসের দেউল উৎসবে সন্ন্যাসীদিগর ঠাকুরের সন্নিধানে ঐরূপ ক্রিয়ায়, অনেক অত্যদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন হইয়া থাকে। তবে এরূপ অনুষ্ঠানে আহার ও ইন্দ্রিয় সংযম চাই। অন্ততঃ তিন সপ্তাহ কাল শুক্র নিরোধ না থাকিলে, এরূপ কেহ করিবেন না। তাহাতে ঘুর্ণীর ব্যাধি হইতে পারে।

যে ভাবেই হউক সাধক ! তুমি এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপরিচিত পথে একাকী যাইও না। সঙ্গীর সঙ্গ লইও। যদি এই পথাভিজ্ঞ সঙ্গীর নিতান্ত অভাব বোধ কর, অথবা পাইলেও সর্ব্বদা সঙ্গের অসম্ভাবনা হয় ; তাহাতে তুমি নিরাশ হইও না। ঐ পথে বিচরণশীল যে কোন মহাত্মাকে মনে মনে সঙ্গীরূপে বরণ করিয়া লইও ; তা গুরু রূপেই হউক, আর সখা রূপেই হউক। গুরুরূপে হইলে মস্তকে, আর সখারূপে হইলে হৃদয়ে রাখিয়া কার্য্য করিও। গোচরে হউক আর অগোচরে হউক, ভাবের আদান প্রদান ভাবের পথে চালিত হইলে ভাবগ্রাহী তাহার সুব্যবস্থা করেন। কারণ ভাব তাঁহার বড় নিকটস্থ ও প্রিয় বস্তু।

যে কোন প্রকারে সাধক যতদিন এই শক্তির গতি অনুভব করিতে না পারিবেন, ততদিন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। এই শক্তিই সূক্ষ্মাদপীসূক্ষ্মা সুষুম্না পথে চলিবার চরণ। এই চরণ না থাকিলে বা পাইলে, কেহ সে পথে চলিতে পারেন না। এই শক্তি সুষুম্না পথে ইচ্ছানুরূপে পরিচালনা করার নামই অন্তঃ প্রাণায়াম। যতদিন এই শক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধাকৃষ্ট না হয়, ততদিন জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ু, সুষুম্না মধ্যে গমন করিতে পারে না, শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

তেন কুণ্ডলিনী তস্যাঃ সুষুম্নায়া মুখং ধ্রুবম্।
জহাতি তস্মাৎ প্রাণোঽয়ং সুষুম্নাং ব্রজতি স্বতঃ॥

শক্তি চালনায় কুলকুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধাকৃষ্ট হইলে সুষুম্নার মুখ উন্মুক্ত

হয়। সুষুম্নার মুখ উন্মুক্ত হইলেই তন্মধ্যে প্রাণবায়ু বা জীবনীশক্তি প্রবেশ করিতে পারে।

তস্মাৎ সঞ্চালয়েন্নিত্যং সুখসুপ্তামরুন্ধতীম্।
তস্যাঃ সঞ্চালনেনৈব যোগী রোগৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ঐ শক্তিসঞ্চালন বলে, প্রাণবায়ু বা জীবনীশক্তি, সুষুম্না মধ্যে প্রবেশ করতঃ প্রাণাত্মা সহ সুখসুপ্ত ভাবে চির অবস্থিত হয়। সেইজন্য যোগী প্রতিদিন যথা নিয়মে শক্তি সঞ্চালন অভ্যাস করিবেন। ইহা দ্বারা রোগাদি বিমুক্ত হয়।

উপরি উল্লিখিত যে কোন কৌশলে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চারের অনুভূতি হইলে পর, সাধক কেবল মাত্র মূল ও উড্ডীয়ান বন্ধের ঈষদাকর্ষণেই শক্তির অনুভূতি করিতে পারেন। তখন অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাসে, সাধকের আর কোন বাধা থাকে না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

ভানোরা কুঞ্চনং কুর্য্যাৎ কুণ্ডলীং চালয়েত্ততঃ।
মৃত্যুবক্ত্রগতস্যাপি তস্য মৃত্যু ভয়ং কুতঃ॥

নাভি আকুঞ্চনের নাসাপুট দ্বয়ে প্রবাহী প্রাণ বা উর্দ্ধ বায়ুর প্রবাহ আকর্ষণ করিয়া, কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চালনা করিবে। ঐ শক্তি প্রবোধিতা হইলে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তাহার ভয় হইতে রক্ষা পায়।

যেন সঞ্চালিতা শক্তিঃ স যোগী সিদ্ধিভাজনম্।
কিমত্র বহুনোক্তেন কালং জয়তি লীলয়া॥

যে সাধক কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সঞ্চালিত অর্থাৎ প্রবোধিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। এমনকি এই শক্তি চালনা দ্বারা মৃত্যুকে অতি সহজেই জয় করা যায়।

ব্রহ্মচর্য্যরতস্যৈব নিত্যং হিতমিতাশিনঃ।
মণ্ডলাদ্দৃশ্যতে সিদ্ধিং কুণ্ডল্যভ্যাসযোগিনঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য—অর্থাৎ কাম প্রবৃত্তির সংযমে শুক্র ধারণে, প্রত্যহ হিতকর অথচ পরিমিত আহার পূর্ব্বক যে সাধক শক্তি চালন যোগ অভ্যাস করেন। তাহার চত্বারিংশৎ দিনের মধ্যে ঐ যোগ সিদ্ধ হয়। ঐ যোগ সিদ্ধ হইলে তাহার অন্তঃ প্রাণায়ামের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রাণ বায়ু দক্ষিণ নাসায় বহিতে থাকে। সাধকের দেহ সুধাকরের ন্যায় অমৃত পূর্ণ ও নূতন হয়।

শক্তি চালনমেবংহি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্ব্ৃদ্ধি র্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনম্॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ শক্তি চালন যোগের অভ্যাস করে, তাহার সমস্ত রোগ বিনাশ পায় এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধং ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

সর্প স্বভাব বিশিষ্টা কুণ্ডলিনী শক্তি, ঐ শক্তি চালন মুদ্রার অভ্যাসে নিশ্চয়ই নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধগামিনী হয়েন। অতএব সিদ্ধি ইচ্ছুক যোগীরা সযত্ন প্রযত্নে এই যোগের অভ্যাস করিবেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি চিচ্ছক্তি প্রাণ, জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মক। গত্যাত্মক ব্যাপারের নাম জীবনীশক্তি। ঈড়া ও পিঙ্গলার পথে ঐ গতি প্রবাহিত হইয়া, মূলাধার অবলম্বনে দেহে কার্য্যশীল। স্থূল শরীরে যত প্রকার শক্তির কার্য্য হইতেছে, সমস্ত শক্তি ঐ মূলাধার হইতেই আইসে। বীজ যেরূপ ক্ষেত্রাবলম্বনে বৃক্ষাকারে পরিণত হইলে ঐ ক্ষেত্র মধ্যেই তাহার মূল প্রোথিত থাকে; সেইরূপ জীবাত্মা মায়াক্ষেত্র অবলম্বনে দেহরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইলে, ঐ মায়াক্ষেত্র মধ্যে তাহার মূল প্রোথিত থাকে। এই মূল শক্তির নাম কুলকুণ্ডলিনী। ঐ ক্ষেত্র, পরা ও অপরা প্রকৃতির সন্ধিস্থান—মূলাধার। জীবাত্মা ঐ ক্ষেত্র অবলম্বনে অপরা স্তর—অহং, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, অনল, সলিল ও পৃথিবী সম্ভূত এই স্থূলদেহ সংসারে আসক্ত হইয়া, কর্ম্ম পরায়ণ

থাকিলে আবদ্ধ। আর পরা স্তর সুষুম্না পথে, জ্ঞান ভক্তিময় ভগবদ্ভাবে কর্ম্ম পরায়ণ থাকিলে মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। এই পরা স্তর দিব্য জ্যোতিঃ ও ধ্বনি যুক্ত প্রাণাত্মার সত্তায় নিত্য উদ্ভাষিত। জীবাত্মাকে অপরা স্তর হইতে তাহার গতি ফিরাইয়া, পরা স্তরে অনুপ্রবিষ্ট বা চালিত করার নামই শক্তি সঞ্চালন। এই শক্তি সঞ্চালনে জীবাত্মার অপরা স্তর প্রবাহী সমগ্র শক্তির মুল বা সমষ্টি, পরা স্তর সুষুম্নায় গতি লাভ করে বলিয়াই ইহার নাম কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য। সাধনা ব্যতীত, মাত্র শ্রীগুরু বা সিদ্ধ মহাত্মার কৃপায় ঐ ব্যাপার সম্পন্ন হইলেই তাহাকে শক্তি সঞ্চার বলে। সুষুম্না অভ্যন্তরে পরা স্তরে গতি লাভ করতঃ ভগবৎ সত্তার অনুভূতি জন্মায় বলিয়া, ইহাকে সন্ধিনী শক্তি বলে। শ্রীগুরু শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী, ঐ শক্তি সুষুম্না স্তরে চলিতে চলিতে সাধন পরিপাকে, ধ্বনিঃ ও জ্যোতির সঞ্চারেই চিত্রাণী নাড়ীতে সঞ্চারিত হইয়া সম্বিৎ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহারি নাম কুণ্ডলিনী চৈতন্য। এই কুণ্ডলিনী চৈতন্য বা সম্বিৎ সঞ্চারে সাধকের দিব্য নেত্র লাভ হয়। সর্ব্ব সংশয় অপনোদনে দিব্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলিয়াই; উপনিষদের ভাষায়, এই সম্বিৎ সঞ্চার বা কুণ্ডলিনী চৈতন্যকেই হৃদ্‌গ্রন্থি ভেদ বলেন। জ্ঞানময় পুরুষসত্তা এই সম্বিৎ সঞ্চারে, সন্ধিনী রূপী সাধক বা জীবাত্মা, সংস্কারানুরূপ জ্ঞান প্রধানে জ্ঞান যোগী; ভক্তি প্রধানে ভক্ত যোগী অবস্থায় অবস্থিত হন। জ্ঞানের পরাবস্থায় নির্ব্বিকল্প—তুরী ও ভাব; ভক্তির পরাবস্থায় হ্লাদিনী বা প্রেম ভাব। এই প্রেমময় মহাভাব স্বরূপা অপ্রাকৃতিক চিন্ময়ী রাধা বা শিবশক্তিই—স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টিত কুণ্ডলিনী।

রাধে-শ্যাম সোহাগিনী, পরা শক্তি কুণ্ডলিনী,
আছ তুমি—হৃদি বৃন্দাবনে।
বামে ইড়া চন্দ্র মার্গ, দক্ষিণে পিঙ্গলায় ভর্গ,
মধ্য গতি সাধক জীবনে ॥১
শক্তিরূপা তুমি সতী, মূলাধারে নিদ্রাবতী,
ছলিতেছ অজ্ঞান আয়ানে।

হৃদি নাভি গ্রন্থিত্রয়, ভেদ হ'লে নাহি ভয় ;
ছুটে যাও আপনি মিলনে ॥২
ত্রিগুণে বলয়াকার, গুণাতীতে অর্দ্ধ আর,
মায়াজ্ঞান—স্বয়ম্ভূ বেষ্টনে।
অপরা প্রকৃতি পরা, এক সূত্রে বাঁধা ধরা,
ঘুরিতেছে চক্র সুদর্শনে ॥৩
রজ গুণে লাল আভা, সূক্ষ্ম জ্ঞানে মনোলোভা,
ধন্য সেই যেই ধরে ধ্যানে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, পিত্রালয় পতি স্থান ;
মণিপুর ব্রজের আসনে ॥৪
অনাহত বৃন্দাবনে, লীলার প্রকট স্থানে,
বিশুদ্ধাখ্য নিকুঞ্জ কাননে।
আজ্ঞায় যমুনা তটে, মিলনে অজ্ঞান কাটে,
কৃষ্ণ কালী নেহারি নয়নে ॥৫
বর্ণ রূপে তুমি আধা, লীলায় প্রকাশি রাধা
ব্রজগোপী আকার গঠনে।
বাদি সান্ত বাদি লান্ত, ডাদি ফান্ত কাদি ঠান্ত
বেদ মাতা ষোড়শী বরণে ॥৬
হ'ক্ষ দ্বিদল আশ্রয়, চক্রে চক্রে শক্তি ছয় ;
ডাকিনী রাকিনী আর গণে।
লাকিনী আর কাকিনী, শাকিনী আর হাকিনী,
এই ছয় চক্রের বিধানে ॥৭
গজেন্দ্র মকর আর, মেষ বর কৃষ্ণ সার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আরোহণে।
হংস মন্ত্র হলে রোধ, সোঽহং এ অর্দ্ধ বোধ,
সমতায় বুঝিবে সাধনে ॥৮
হংকারে পুরুষ তৎ সকারে প্রকৃতি সৎ
জ্ঞান ভাসে উভয় মিলনে।

হৃদি নাভি শ্বাস বাত,　　লয় হয় তৎক্ষণাৎ,
গতি ফিরে যমুনা উজানে ॥৯
দ্বিজ হয়ে জন্ম পায়,　　কেবল গুরু কৃপায় ;
হং যং রং বং লং ওঁ উচ্চারণে।
মূলাধার ভেদ করি,　　সঙ্কিনীর বলে ফিরি
গতি ধরি হৃদি বৃন্দাবনে ॥১০
সম্বিৎ পুরুষাকারে　　হ্লাদিনীর প্রেমভরে,
গুপ্ত পথে মিলন দুজনে।
কৃষ্ণ কালী শিব শক্তি,　　পুরুষ আর প্রকৃতি,
পরস্পরে নিত্য সম্মিলনে ॥১১
পরা ও অপরা ভেদে,　　সর্ব্বত্র বাখানে বেদে ;
সূর্য্য যথা স্ফটিক দর্পণে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু ;　　প্রেম সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু ;
এক আত্মা ভেদ করে মনে ॥১২
সঞ্চারে চৈতন্য যার,　　অচৈতন্য নাহি তার ;
প্রেমানন্দে অজ্ঞান হরণে।
চারি ছয় দশবার,　　ষোড়শ দ্বিদল আর,
সহস্রারে হ্লাদিনী মিলনে ॥১৩
শ্রীগুরু চরণ বলে,　　শ্রীযোগপ্রকাশ ব'লে
বাঁধ, সাধ, মুক্ত কর (তুমি) ক্ষণে।
কভু মিলনে মাতাও,　　কভু বিরহে কাঁদাও
লীলা তব—হৃদি বৃন্দাবনে ॥১৪

সপ্তম অধ্যায়।

অন্তঃ প্রাণায়াম।

যে প্রাণায়ামের সহিত বাহিরের বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সংস্রব থাকে না, তাহাকে অন্তঃ প্রাণায়াম বলে। স্থুল শরীরস্থ ইড়া পিঙ্গলা প্রবাহী জীবনীশক্তির অন্তরালে সুষুম্না অভ্যন্তরে পূরক কুম্ভক রেচক ক্রিয়া হয় বলিয়াই, ইহার নাম অন্তঃ প্রাণায়াম। বহিঃ প্রাণায়াম যেরূপ বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ—পূরক, ধারণ- কুম্ভক, এবং রেচন—রেচক দ্বারা সম্পন্ন হয়; অন্তঃ প্রাণায়ামও সেইরূপ, জীবনীশক্তি সমষ্টি মূলাধারস্থ জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনীর, স্বাধিষ্ঠানাদি মনিপুর হৃদয় প্রদেশে আকর্ষণ রূপ পূরক, হৃদ্‌পদ্মে ধারণা রূপ কুম্ভক এবং বিশুদ্ধাদি মূর্দ্ধা প্রদেশে সঞ্চারণ রূপ রেচক দ্বারা সম্পন্ন হয়। নাড়ী শুদ্ধি না হইলে যেরূপ বহিঃ প্রাণায়াম হয় না, তদ্বৎ জীবনীশক্তি সুষুম্না সঞ্চারী অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য না হইলে অন্তঃ প্রাণায়াম একান্ত অসাধ্য। ইহাই বহিঃ প্রাণায়ামের সহিত অন্তঃ প্রাণায়ামের ভেদ জানিবে।

ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রাণ, অব্যক্ত কারণে স্পন্দিত হইয়া মায়াক্ষেত্র আশ্রয় করিলে, ঐ মায়া প্রকৃতির বিশুদ্ধ রজঃ স্বত্ব গুণে মহত্তত্বাদি হিরণ্যগর্ভ ব্যাপার সম্পন্ন হইলে, তমো গুণে আবরিত হয়। ঐ ঘন তমো, গুণে, প্রাণের প্রতিবিম্ব বিপরীত ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া উদ্ভাষিত হইলে, তাহাকে অহংতত্ব বলে। এই স্বরূপের রূপান্তরিত অহংতত্বের, প্রাণের আশ্রয়ে যে স্থুল সৃষ্টি, তাহাকে অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতি বলে। আর প্রাণের মায়াশ্রয়ে বিশুদ্ধ রজঃসত্বে যে সূক্ষ্ম সৃষ্টি, তাহাকে পরা বা বিদ্যা প্রকৃতি বলে। অপরা প্রকৃতি ইড়া পিঙ্গলায়, পরা প্রকৃতি সুষুম্নায়। অপরা প্রকৃতি—নাম রূপাখ্য প্রাকৃতিক। পরা প্রকৃতি—অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপে অপ্রাকৃতিক। অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে, অহং অভিমানী জীবনীশক্তির খেলা। আর পরা প্রকৃতি

ক্ষেত্রে, ব্রহ্ম স্বরূপিনী প্রাণশক্তির লীলা। জীবনীশক্তি বা জীবাত্মাকে, অপরা হইতে পরাপ্রকৃতি রাজ্য সুষুম্নায় লইয়া যাওয়াই অন্তঃ প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য।

ভাব বা সংকল্প যেরূপ সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া, পরে স্থুলাবস্থায় নামরূপে স্থুলাকার ধারণ করে; তদ্রূপ প্রাণের শক্তি সূক্ষ্মরূপে প্রথমতঃ মায়া বা নাদ অবলম্বনে পুরুষ প্রকৃতি স্বরূপে মন বা আজ্ঞা, ব্যোম বা বিশুদ্ধ, মরুৎ বা অনাহত, তেজ বা মণিপুর, অপ্ বা স্বাধিষ্ঠান, ক্ষিতি বা মূলাধার রূপ সূক্ষ্মরূপে উদ্ভাসিত হইয়া পরে স্থুলাকারে প্রকাশিত হয়। বৃক্ষ যেরূপ বীজের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া ক্ষেত্রের আশ্রয়ে স্থুল বৃক্ষাকারে পরিণত হয়; প্রাণও সেইরূপ ঐ ষট্‌চক্ররূপ বীজের মধ্যে নিহিত থাকিয়া, অপরা ক্ষেত্রের আশ্রয়ে স্থুল জীবদেহ ও জগদাকারে পরিণত হয়। এই সূক্ষ্ম হইতে স্থুল সৃষ্টির প্রবাহের নাম অনুলোম গতি। প্রাণের এই অনুলোম গতিতে, প্রথমতঃ ঐ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভৌতিক তত্ত্ব উপাদানে সূক্ষ্ম সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। পরে দ্বিতীয়তঃ ঐ ভূত প্রপঞ্চ পঞ্চীকৃত হইয়া ঘনীভূত জড় উপাদানে স্থুল সৃষ্টি হয়। অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদানে যে সূক্ষ্ম সৃষ্টি, তাহা হিরণ্যগর্ভ স্তরে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অহংতত্ত্ব স্তরে—প্রজাপতিবর্গ, মনঃ স্তরে—দেবতাবর্গ; এবং পঞ্চীকরণে ঘনীভূত জড় উপাদানে যে স্থূল সৃষ্টি, তাহাই জীবদেহ ও জগদাকারে প্রকাশ পায়। প্রাণের শক্তি, অহংতত্ত্বের দ্বারাই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে, অপঞ্চীকরণ হইতে পঞ্চীকরণে, তত্ত্বাবয়ব হইতে জড় অবয়বে পরিণত হয়। তত্ত্বাবয়বে অবস্থিত শক্তি, জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মক প্রাণ নামে অভিহিত; আর জড় অবয়বে অবস্থিত শক্তিমাত্র গতিস্বরূপে জীবন নামে অভিহিত। যে অহংতত্ত্বের দ্বারা প্রাণ, জীবন রূপে পরিণত হইয়াছে; সেই অহংতত্ত্বের দ্বারাই জীবন, প্রাণরূপে পরিণত হইতে পারে। ঈড়া পিঙ্গলা প্রবাহী জীবনীশক্তির গতি, শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশ দ্বারা বিচ্ছেদে স্থিরতর করিতে পারিলেই, ঐ গতিই অহং বা বুদ্ধিবলে চালিত হইয়া সুষুম্নাস্থ প্রাণস্তরে প্রবিষ্ট হইলে,

প্রাণের ধর্ম্মে জীবনীশক্তি বা জীবাত্মা দিব্য জ্যোতিঃ ধর্ম্মে উদ্ভাসিত হয়। যে কৌশলে জীবনীশক্তি প্রাণ স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণের ধর্ম্মে ঊর্দ্ধগতি সম্পন্ন হয়, তাহাকে বিলোম গতি বলে। জীবনীশক্তি বা জীবাত্মার এই বিলোম গতির সাধনার নাম অন্তঃ প্রাণায়াম।

ভারত, চিরকাল যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আদর্শে, জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; আর্য্য সন্তান যে অধ্যাত্ম বিদ্যার বলে সমগ্র জড় প্রকৃতিকে নিজ ইচ্ছানুবর্ত্তিনী রাখিয়া, নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রকৃতিতে চৈতন্যময়ের চৈতন্যময় লীলারস পান করিতেন। সেই চিদ্ ঘন জ্ঞান ভক্তি প্রেমরসের সচ্চিদানন্দময় লহরীমালায় শ্রীভগবানের অটল আসন টলিয়া যাইত। তাহাতে যিনি, শ্রীগুরু শাস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য সিদ্ধ মহর্ষিবর্গ রূপে অংশ ও কলাবতারে অধিক কি পূর্ণাবতারে বহুবার এই ভারতে প্রকটিত হইয়াছেন; যে প্রকটনে, ভারত কখন জ্ঞানে, কখন কর্ম্মে, কখন ভক্তি, কখন প্রেমে, কদম্বের ন্যায় মুঞ্জরিত হইয়া উঠিত। এবং ঐ মুঞ্জরিতপ্রসূনপরাগে দশদিক আমোদিত করিয়া, অদ্যাপিও প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে নানা রূপে আনন্দ দানে পরিতৃপ্ত করিতেছে। সেই জ্ঞান ভক্তি প্রেমের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, সর্ব্ব সাধনার প্রাণ, অব্যর্থ ব্রহ্মাণ্ডভেদী পাশুপত বাণ এই অন্তঃ প্রাণায়াম।

এ হেন ব্রহ্মাস্ত্র লাভের জন্য সকলেরি প্রাণ কাঁদে, আমরা জানি, শিক্ষিত পশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানাভিমানী মনস্বী ব্যক্তিরাও, এই ভারতীয় অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভের জন্য আপ্রাণ যত্ন চেষ্টায় উধাও হইয়া, ভারতীয় নিবিড় জঙ্গলে সিদ্ধ মহাত্মার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া থাকেন। আবার— আর্য্য সন্তানও ঐ শক্তি লাভের জন্য আকুল ব্যাকুল প্রাণে, নানারূপ অযথা অনুষ্ঠানে বিফল মনোরথ এবং ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন প্রাণে, মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। হিন্দুর পূজা, অর্চ্চনা, যাগ, যজ্ঞ, নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনাদি সর্ব্ব কার্য্যে প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়াম দ্বারা ভূত শুদ্ধি না হইলে পূজার অধিকার হয় না। অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা নিজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার

প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে তবে দেবতার পূজা হয়। যে ব্রহ্মণ্য দেবতার অভাবে দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণ জাতি, বিষহীন বিষধরের ন্যায় সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত, গায়ত্রী প্রাণহীন, যজ্ঞ উপবীত দৃঢ়তা শূন্য—একমাত্র অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে অসমর্থতাই তাহার কারণ। অন্তঃ প্রাণায়ামে প্রাণের দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইলে, সেই জ্যোতিতে সাধকের সংকল্পিত দেবতার আত্মপ্রকাশ হয়। উপনিষদাদি সর্ব্বশ্রুতি উপদেশে বলিয়াছেন, মন্থন দ্বারা যেরূপ নবনীত উৎপন্ন হয়; কাষ্ঠের ঘর্ষণে যেরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; তদ্রূপ অন্তঃ প্রাণায়াম রূপ মন্থন বা দেহ মধ্যে ঘর্ষণেই শ্রীভগবান্ এবং গায়ত্র্যাদি দেবতার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয় সনাতন আর্য্যধর্ম্মে প্রাণায়াম বিধি বহিঃ ও অন্তর ভেদে দ্বিবিধ রূপে চির প্রচলিত। প্রাণায়ামের কথা সকলেই শুনিয়াছেন, তবে অন্তঃ প্রাণায়ামের কথা সকলের জানা না থাকিলেও সাধক সম্প্রদায় মধ্যে অনেকের জানা আছে। কিন্তু কে কিরূপ বিধিতে অনুশীলন করেন তাহা আমরা জানি না। একেবারে জানি না বলিলে মিথ্যা বলা হয়, ৮।১০ প্রকার বিধি আমরা জানি। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গত ঐ সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা ভাগবৎ, যোগবাশিষ্ট, যোগদর্শন পাতঞ্জল, গীতা ও উপনিষদাদি সর্ব্বজনপ্রামাণ্য সৎশাস্ত্রের প্রমাণের সামঞ্জস্যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির আলোচনা করিতেছি। তবে আমরা ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, এ পর্য্যন্ত কেহ কোন গ্রন্থে অন্তঃ প্রাণায়ামের কোন রূপ আলোচনা করেন নাই। ক্বচিৎ দুই একখানি গ্রন্থে অন্তঃ প্রাণায়াম এই শব্দটির উল্লেখ থাকিলেও তাহা "গুরুবক্ত্রগম্য" বলিয়াছেন। শ্রীগুরু আদেশে আমরা যে সেই নিগূঢ় রহস্য লিখিয়া প্রচার করিতেছি, সে তাঁহারি কৃপা ও আদেশ বাক্যের প্রতিপালন উদ্দেশ্য মাত্র। পাঠক মনে রাখিবেন ইহা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির বিষয়, শ্রীগুরু কৃপালব্ধ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চারে সাধন অভ্যাস ব্যতীত, কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহাতে সাধন অভিলাষী

ব্যক্তির প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যতদিন কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে সুষুম্নায় শক্তির গতি অনুভূতি না হইবে, ততদিন কেহ এই অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবেন না।

অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাসের পূর্ব্বে স্বদেহে প্রাণের অবস্থান ও গুণ ধর্ম্মটী জানিয়া তাহাতে লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। প্রাণ, শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি; অব্যক্ত কারণে স্পন্দিত হইয়া মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মকে এক পথে জীব ও জগতের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত রহিয়াছেন। অন্য পথে গতিশূন্যাবস্থায় বা মায়াতীত ভাবে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকারে মাত্র জীব হৃৎপদ্মে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। মায়াশ্রয়ে জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গত্যাত্মক অবস্থার নামরূপ—প্রণব। ঐ প্রণব জীবদেহে সুষুম্নায় প্রবাহিত। প্রণব বা প্রাণের গতি, প্রথমতঃ তত্ত্ব উপাদানে সূক্ষ্মরূপে, পরে জড় উপাদানে স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ব উপাদানে যে প্রকাশ, তাহাই হিরণ্যগর্ভাদি সুষুম্নাস্থ ষট্‌চক্র। আর জড় উপাদানে যে প্রকাশ তাহাই মন ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত স্থূলদেহ। প্রণব বা প্রাণের গতি সুষুম্নাস্থ ষট্‌চক্রে প্রবাহিত হইয়া, মূলাধার অবলম্বনে স্থূলদেহে নাভি স্থান পর্য্যন্ত সঞ্চারিত। মূলাধার হইতে নিম্নোদর পথে নাভি স্থান পর্য্যন্ত প্রণবগতির নিম্ন, অর্থাৎ শেষাংশের কার্য্য। এই অংশে অপরা (আকাশ, অনিল, অনল, সলিল, পৃথিবী, মন, বুদ্ধি, অহং) এই অষ্ট প্রকৃতি স্তর কার্য্যশীল। ইহাই বহিরঙ্গা মায়াক্ষেত্র। আর সুষুম্নাই পরা ক্ষেত্র অন্তরঙ্গা চিৎ শক্তির স্থান। এই পরা ও অপরা প্রকৃতির সন্ধি স্থানে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তটস্থা জীবশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী, অর্থাৎ মায়ামোহাচ্ছন্ন জীবাত্মা। জীবাত্মাকে বহিরঙ্গা মায়া বা অপরা স্তর হইতে, অন্তরঙ্গা পরা স্তরে লইতে হইলে, ঐ প্রণব পথ ব্যতীত অন্য পথে লওয়া সুসম্ভব নহে। এই পথে সুষুম্নার মুখে আধারপদ্মে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সম্ভূতা ত্রিগুণে, জীবাত্মা সুদৃঢ় রূপে আবদ্ধ। মলিন পরকলায় দীপশলাকা আবদ্ধ হইলে যেরূপ তাহার জ্যোতির প্রকাশ থাকে না, মাত্র সামান্য তাপ নির্গত হয়;

সেইরূপ বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী মায়া বা অপরা প্রকৃতির অজ্ঞানতা রূপ মলিন পরকলায় দীপ কলিকাকার প্রাণ আবদ্ধ হইলে তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকে না ; মাত্র সামান্য গতি মূলাধার হইতে নিম্নোদর পথে অপান আখ্যায় নাভি পর্য্যন্ত আইসে। সূর্য্য যেরূপ তাহার কিরণ প্রবাহে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, হৃৎপদ্মস্থ দীপ কলিকাকার প্রাণ সূর্য্যও সেইরূপ তাহার কিরণ প্রবাহ রূপ প্রণব দ্বারা, মূলাধারস্থ তটস্থা জীবশক্তিকে আকর্ষণ করেন। সূর্য্যের আকর্ষণে বারি যেরূপ বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া আবার তথা হইতে পতিত হয় ; অথচ সূর্য্যের সহিত মিলিত হইতে পারে না ; তদ্রূপ প্রাণ সূর্য্যের আকর্ষণে জীবাত্মাও বায়ুর আকারে হৃদাকাশে উঠিয়া, আবার তথা হইতে মূলাধারে পতিত হয় ; কিছুতেই প্রাণের সহিত মিলিত হইতে পারেন না। এইরূপে সুষুম্না পথে প্রাণের আকর্ষণে জীবাত্মা, মূলাধার হইতে নাভি ও বক্ষ পর্য্যন্ত উঠা নামা করিতেছে। ইহার নাম শ্বাস প্রশ্বাস। আর ইহাই প্রাণের গুণধর্ম্ম। প্রাণ, দীপ কলিকাকারে হৃৎপদ্মে অবস্থান করিয়া, তাঁহার প্রণব রূপ গুণধর্ম্মে সুষুম্নায় প্রতিষ্ঠিত। বহিরঙ্গা মায়া বা অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে পরিচালিত শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যেরূপ বহিঃ প্রাণায়াম সাধিত হয় ; সেইরূপ অন্তরঙ্গা পরাপ্রকৃতি ক্ষেত্রে পরিচালিত প্রাণের প্রণব গতি দ্বারাই অন্তঃ প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে মূলাধারাদি ষটচক্রে প্রণবাকারে অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান বা সাধনা ব্যতীত পরমাত্মা শ্রীভগবানের দর্শন, অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তাবতার উদ্ধব প্রশ্নে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথা সুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূর কুম্ভক রেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন ; না উচ্চ না নিম্ন আসনে সমকায় অর্থাৎ মেরুদণ্ড সরল ভাবে রাখিয়া সুখাসনে উপবেশন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় ক্রোড়োপরি রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি আবদ্ধ করিবে। পরে ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে অন্তরে আকর্ষণ করতঃ পূরক কুম্ভক রেচকের বিপর্য্যয় ক্রমের অভ্যাসে, প্রাণের পথশুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ বহিঃ প্রাণায়ামাদি নাড়ীশুদ্ধির দ্বারা সুষুম্নার পথমুক্ত করিবে।

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।
প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বয়ম্ ॥

হৃদ্‌পদ্ম হইতে অবিচ্ছিন্ন রূপে মূলাধারাদি আজ্ঞা ষট্‌চক্রে বিস্তৃত ঘণ্টানাদ তুল্য মৃণাল তন্তুর ন্যায় ওঙ্কারকে, প্রাণশক্তির দ্বারা উর্দ্ধে আজ্ঞাদি ললাট প্রদেশে লইয়া, ঐ ওঙ্কারের উপরে অর্থাৎ মূর্দ্ধাদি ব্রহ্মরন্ধ্রে, নাদ ও বিন্দু যোজনা করিবে।

এবং প্রণব সংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।
দশ কৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্ব্বাগ্ জিতানিলঃ ॥

এইরূপে ওঁকার সংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যায় দশবার করিয়া অভ্যাস করিলে, এক মাসের মধ্যে প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবে।

হৃৎপুণ্ডরীক মন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম।
ধ্যাত্বোর্দ্ধমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥

* * * *
* * * *

এবং সমাহিত মতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্ ॥

"১১শ স্কন্দ ১৪শ অঃ।"

হৃৎপুণ্ডরীক—অষ্টদল হৃৎপদ্মের বৃন্ত অর্থাৎ নাল উর্দ্ধে মুখ অধোবর্ত্তী ; সেই অন্তঃস্থ হৃৎপদ্মকে উর্দ্ধমুখ, প্রস্ফুটিত, অষ্টপত্রবিশিষ্ট

ভাবিয়া তাহার কর্ণিকার মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিময়ে জ্যোতির্ম্ময় আমার রূপ,—যাহা ধ্যানের পরম মঙ্গলময়, মনোহর অবয়ব সম্পন্ন, প্রশান্ত, সুন্দর মুখ, সুদীর্ঘ মনোরম চতুর্ভুজশালী, সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর কপোল, সুন্দর হাস্য, কর্ণদ্বয়ে মকর কুণ্ডল, পীতবস্ত্র পরিধান, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বনমালা বিভূষিত, পদদ্বয়ে নূপুর, কৌস্তুভ, প্রভাশালী উজ্জ্বল কিরীট ও কটিসূত্রে অঙ্গ অলঙ্কৃত, মনোহর ও প্রসন্নতাহেতু মুখ ও নয়ন বিকশিত এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা ধ্যান করিবে। ধীরগণ বুদ্ধি দ্বারা স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করতঃ প্রণব সাহায্যে মনকে সর্ব্বতোভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট করিবেন। সর্ব্বব্যাপক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, হৃদয় দেশে স্থাপন করিবে, অন্যান্য অঙ্গ চিন্তা না করিয়া কেবল মাত্র সুন্দর হাস্য সমন্বিত মুখ মণ্ডলই চিন্তা করিবে। চিত্ত হৃদয়ে স্থান লাভ করিলে পরে তাহাকে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া, সর্ব্ব কারণ স্বরূপ আকাশে ধারণা করিবে। পরে তথা হইতে আকর্ষণ করতঃ কেবল ব্রহ্ম স্বরূপ আমাতে নিবিষ্ট করিয়া, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এই ভেদ চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে চিত্ত ধারণা করিলে আত্মাতে আমাকে এবং আমাকে আত্ম স্বরূপে পরম জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন করিবে। এইরূপ তীব্র ধ্যান দ্বারা চিত্ত যোজনাকারী যোগীগণ শীঘ্রই দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া ভ্রমনাশ করিতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভগবান বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥

সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া মনকে অন্তঃ প্রাণায়ামের পূরক বলে সুষুম্না পথে হৃৎপদ্মে লইয়া কুম্ভকে নিরুদ্ধ করিবে। এইরূপে মন হৃৎপদ্মস্থ প্রাণাত্মার

সহিত যোগ পূর্ব্বক মূর্দ্ধা অর্থাৎ আজ্ঞাদি ললাট প্রদেশে রেচক বলে উর্দ্ধ উত্তোলনে ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপ, (বি, বিশেষরূপে আহরণ, আনয়ন=ব্যাহরণ) সুষুম্নায় আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ অর্থাৎ হৃৎপদ্মে জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্রীভগবানকে ভাবিতে ভাবিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মার অন্তঃ প্রাণায়ামের সাধনা বলে ভগবত দর্শন সম্বন্ধে উক্ত আছে,—

ঈড়াং সুষুম্নাং মেধ্যাঞ্চ পিঙ্গলাং মলিনাং বুধাং।
নাড়ী ষট্‌কঞ্চ যোগেন নিবধ্যচ প্রযত্নতঃ ॥২৭
মুলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুর মনাহতং।
বিশুদ্ধং পরমাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রঞ্চ নিবধ্যচ ॥২৮
লঙ্ঘনং কারয়িত্বা চ তৎ ষট্‌চক্রং ক্রমাদ্বিধিঃ।
ব্রহ্মরন্ধ্রং সমানীয় বায়ুপূর্ণং চকারহ ॥২৯
নিবধ্য বায়ুং মেধ্যান্তাং সমানীয় হৃদাম্বুজং।
তং বায়ু ভ্রাময়িত্বা চ যোতায়ামাস মধ্যমাং ॥৩০
এবং কৃত্বা তু নিষ্পন্নো যো দত্তো হরিণাপুরা।
জজাপ পরমং মন্ত্রং তং তস্মৈকাদশাক্ষরং ॥৩১
মূহূর্ত্তঞ্চ জপং কৃত্বা ধ্যায়ং ধ্যায়ং পদাম্বুজং।
দদর্শ হৃদয়ম্ভোজ সর্ব্বং তেজোময়ং মুনে ॥৩২
তত্তেজসোহন্তরে রূপ অতীব সুমনোহরং।
দ্বিভূজং মুরলী হস্তং ভূষিতং পীতবাসসা ॥৩৩
শ্রুতিমূল সুবিন্যস্ত জ্বলন্মকর কুণ্ডলং।
ঈষদ্ধাশ্য প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহ কারকং।
নবীন জলদাকার শ্যাম সুন্দর বিগ্রহং ॥৩৪
স্থিতং জন্তষু সর্ব্বেষু নির্লিপ্ত সাক্ষিরূপিণং।
আত্মারামং পূর্ণকামং জগদ্ব্যাপি জগৎ পরং ॥৩৫
সর্ব্বস্ব রূপং সর্ব্বেষাং বীজরূপং সনাতনং।
সর্ব্বাধারং সর্ব্ববরং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং ॥৩৬

সর্ব্বারাধ্যং সর্ব্বগুরুং সর্ব্বমঙ্গলকারণং।
সর্ব্বমন্ত্র স্বরূপঞ্চ সর্ব্বসম্পৎ করং বরং ॥৩৭
যদ্দৃষ্টং ব্রহ্মরন্ধ্রে চ হৃদি তদ্বহিরেবচ।
দৃষ্ট্বাচ পরমাশ্চর্য্যং তুষ্টাব পরমেশ্বরং ॥৩৮
যৎ স্তোত্রঞ্চ পুরা দত্তং হরিণেকার্ণবেমুনে।
তমীশং তেন বিধিনা ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ ॥৩৯

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড ২০শ অঃ।

ব্রহ্মা যোগবলে যত্ন পূর্ব্বক ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, নলিনী, বুধা ও মেধ্যা এই ছয় নাড়ীর সাহায্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্চক্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করতঃ, ভ্রমণ করাইয়া মেধ্যার সহিত সংযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে মেধ্যা নাড়ী সম্বিতের সাহায্যে, হৃৎপদ্ম—গুপ্ত অষ্টদলে অবস্থান করিলেন। এইরূপ যোগ করিয়া; পূর্ব্বে হরি যে আপনার একাদশাক্ষর পরম সিদ্ধ মন্ত্র দান করিয়াছিলেন তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তিনি মুহূর্ত্ত কাল জপ করিয়া বারংবার তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ হৃৎপদ্মে সমুদায় দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিলেন, পরে সেই জ্যোতির্ম্মধ্যে অতিশয় সুমনোহররূপ নয়ন পথে পতিত হইল, তিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত ও পীতবস্ত্রে ভূষিত। সেই ভক্তানুগ্রহ কারকের শ্রুতিমূলে উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল বিন্যস্ত আছে। এবং প্রসন্ন মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তাঁহার শরীর নবীন জলদ তুল্য সুন্দর শ্যামবর্ণ। তিনি সকল প্রাণীর হৃৎপদ্মে জ্যোতিরভ্যন্তরে অবস্থিত, অথচ নির্লিপ্ত ও সাক্ষী স্বরূপ। তিনি আত্মারাম, পূর্ণকাম, জগদ্ব্যাপী ও জগৎপর। সেই সনাতন সর্ব্বস্বরূপ সকলের কারণ, সকলের আধার, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। তিনি সকলের আরাধ্য, সকলের গুরু, ও সকল মঙ্গলের নিদান, তিনিই সর্ব্ব মন্ত্র ও সম্পদ্ স্বরূপ। হে মুনে! অনন্তর ব্রহ্মা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মেধ্যা বা সম্বিৎ পথে নিজ হৃদয়ে আসিয়া যেরূপ দেখিলেন, বাহিরেও

সেই পরমাশ্চর্য্য রূপ সন্দর্শন করিয়া, পূর্ব্বে একার্ণব কালে হরি যে স্তোত্র দান করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই ভক্তি নম্রকন্ধরে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন, যিনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব কারণ ও সকলের অনির্ব্বচনীয় সেই হরিকে প্রণাম করি। শ্রুতিতে উক্ত আছে—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃদিমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
তত্রাশু দৃশ্যতে যেন সর্ব্বদা পুরুষোত্তমঃ॥

ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম হৃৎপদ্ম মধ্যেই বিশেষরূপে অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ প্রাণাত্মা, মায়াশক্তির বিদ্যা প্রকৃতি পথে, মূলাধারাদি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ষট্‌চক্র ব্যাপিয়া অবস্থিতি পূর্ব্বক, মায়াতীত সম্বিতের সত্তায়, গুপ্ত অষ্টদলে অনুপ্রবিষ্ট। সেই পুরুষোত্তমকে সর্ব্বদা সেইখানেই দেখিবে।

স্বদেহ মরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যতি নিগূঢ়ং॥

স্বদেহ (স্থূল জড়দেহ) কে একখানি কাষ্ঠবৎ, ও প্রণবকে আর একখানি কাষ্ঠবৎ করিয়া, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যেরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে, সেইরূপ দেহমধ্যে সুষুম্নায়, অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা ওঙ্কারের ঘর্ষণ অর্থাৎ মূলাধারাদি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রে প্রণবের চালনায় হৃদ্‌পদ্মে ধ্যান অভ্যাস করিলে, নিগূঢ় পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইবে।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

প্রণব বা ওঙ্কারাকার ধনুকে, আত্মা বা জীবনীশক্তিকে শরবৎ যোজনা করিবে। ঐ শর অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা সুষুম্না পথে চালিত করিয়া, বিন্দু বা ব্রহ্মলক্ষ্যে সংশয় শূন্য ও তন্ময় মনঃ প্রাণে ব্রহ্ম লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে।

বহ্নে র্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্নদৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন যোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥

কাষ্ঠ মধ্যস্থিত অগ্নির রূপ দেখা যায় না, অথচ যেরূপ তাহার সূক্ষ্মাবস্থার নাশ হয় না; পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ যোগেই যেরূপ তাহার প্রকাশ হয়; তদ্রূপ স্বদেহেই প্রণব অর্থাৎ অন্তঃ প্রাণায়াম রূপ ওঙ্কারাকারের ঘর্ষণে, পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ হয়।

সর্ব্বাঙ্গং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ সবেদবিৎ।
প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরঃ শিবঃ॥

অন্তঃ প্রাণায়ামে সুষুম্না পথে পরিচালিত প্রণব পরব্রহ্ম বা পরম মঙ্গলময় শিব স্বরূপ। ষট্‌চক্রাদিতে সর্ব্বাঙ্গে অবস্থিত ঐ ওঙ্কারাকৃতি যাহার জ্ঞান হয় তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ বেদজ্ঞ।

গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং সপ্তব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম্।
ত্রিজপেৎ সদশোঙ্কারাং প্রাণায়ামোঽয়মুচ্যতে॥

মূলাধার বা ভূঃ, স্বাধিষ্ঠান বা ভূবঃ, মণিপুর বা স্বঃ, অনাহত বা মহঃ, বিশুদ্ধাখ্য বা জনঃ, আজ্ঞা বা তপঃ, সহস্রার বা সত্যং এই পদ্ম সপ্তকে সপ্তব্যাহৃতি সংযুক্ত এবং সম্বিত রূপী অর্দ্ধশক্তি সম্মিলনে দশটি প্রণবাকার বিশিষ্ট গায়ত্রী তিনবার অর্থাৎ রেচক পূরক কুম্ভকে অনুষ্ঠান করাকেই অন্তঃ প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়ামঃ পরো বিষ্ণুঃ পরমাত্মস্বরূপকঃ,
ব্রহ্মাতু পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণু রুচ্যতে।

এই প্রণবাকারে অন্তঃ প্রাণায়ামই পরমাত্মা স্বরূপ পরম বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ। নাভি হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদে মূলাধার হইতে সুষুম্না পথে মণিপুরাদি অনাহত পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি চালনা রূপ পূরকে ব্রহ্মা এবং হৃৎপদ্মে ধারণা বা স্থির রাখা রূপ কুম্ভক বিষ্ণু রূপে উক্ত হইয়াছে।

রেচকস্তু তথা দেবো ব্রহ্মৈবাতু পরঃ শিবঃ।
মুখ নাসিকয়োর্মধ্যে বায়ু সঞ্চার গোচরে॥

উপরোক্ত বিধানে কুম্ভক অন্তে, ঐ শক্তি হৃৎপদ্ম হইতে, মুখ ও

নাসিকার সমসূত্রে মধ্যপথ সুষুম্নাস্থ বিশুদ্ধ দিয়া আজ্ঞায় সঞ্চার করা রূপ রেচকই ব্রহ্ম বা পরম শিব স্বরূপে উক্ত আছে।

বৈদিক সন্ধ্যা মন্ত্রে এই অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান উপদেশ বা আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দীক্ষা বা উপনয়ন সংস্কারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য বা উদ্বোধনের অভাবে যোগমার্গের অভ্যাস, বহু শতাব্দী হইতে সাধারণের মধ্যে প্রচলন না থাকায়, সকলেই ঐ মন্ত্রের আবৃত্তি বা স্মরণ করিয়া আসিতেছেন মাত্র। তন্মধ্যে কতক লোকে, বাহ্য বায়ুর নাসা ছিদ্রপথে পুরক কুম্ভক রেচক সহ ঐ বেদ মন্ত্রের স্মরণ পূর্ব্বক যে প্রাণায়াম করেন তাহা বহিঃ প্রাণায়াম। বেদ মন্ত্রে কিন্তু বহিঃ প্রাণায়ামের কথা বলেন নাই। কেন না ঐ প্রাণায়ামের পূর্ব্বে সপ্তব্যাহৃতি, সপ্ত ছন্দঃ এবং দেবতাদির শক্তি প্রয়োগের আদেশ দ্বারা সুষুম্নাস্থ পদ্ম সপ্তকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরিচালনার কথা উক্ত আছে। তথাপি বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ঐ প্রাণায়াম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে বহিঃ প্রাণায়ামের পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন; তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে তাহারা প্রথম অভ্যাসীর জন্যই ঐরূপ বিধির উপদেশ দিয়াছেন। ঐরূপ উপদেশে তাহারা শাস্ত্র প্রমাণে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এরূপ ভাবে রেচক পুরক করিবে যেন ঐ রেচক পূরকে নাসা নিকটস্থ করতল স্থিত শক্তু কণা চালিত না হয় বা বায়ুর কোন গতি না হয়; "ন প্রাণেনাপ্যপানেন বেগন বায়ু মুৎসৃজেৎ। যেন শক্তুন্ করস্থাংশ্চ নিশ্বাসেন ন চালয়েৎ॥" এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদে যে রেচক পূরক, তাহা কখনই নাসাপুটগত শ্বাস প্রশ্বাসস্থ বায়ুর গতির দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যোগদর্শনে বলিয়াছেন;—

"শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদং প্রাণায়ামঃ।"

শ্বাস প্রশ্বাসের বাহ্য গতি বিচ্ছেদ পূর্ব্বক, সুষুম্না পথে অন্তর গতির নাম প্রাণায়াম। পরবর্ত্তী সূত্রে এই অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস বিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

"বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিপরিদৃষ্ট—দীর্ঘসূক্ষ্মঃ॥

বাহ্য বৃত্তি অর্থাৎ স্থূল শরীর প্রবাহী শক্তি সমষ্টি—জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনীর, সুষুম্না পথে মণিপুরাদি হৃৎপ্রদেশে গতি ; স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ হৃৎপদ্মে ঐ গতির স্থিতি এবং অভ্যন্তর বৃত্তি অর্থ, ঐ গতি বিশুদ্ধাদি আজ্ঞায় সঞ্চারণে, দেশ—নাভি মণিপুর, হৃদি অনাহত এবং ললাট আজ্ঞায়, মন্ত্রাদির সংখ্যানুযায়ী ভাবে পরিচালনা রূপ সময়ে, পরিদৃষ্ট অর্থাৎ নিয়মিত হইলে, তাহার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়। বৈদিক সন্ধ্যা মন্ত্রে ইহার অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন।

এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি। এই সাধন বিজ্ঞানের সাধক ও পাঠকের মধ্যে, সাধনার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের সাধনতত্ত্ব গুলি সাধকের সাধন পথের সাহায্য জন্য মাত্র। সাধারণ পাঠক ও শ্রোতার মনোবৃত্তি অনুরূপ সমালোচনার জন্য নহে। তথাপি স্বভাব বশে কাহারও কিছু বলিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সানুনয়ে নিবেদন,—ক্রমানুযায়ী সাধনায়, আসন, মুদ্রা, বহিঃ প্রাণায়াম বা নাড়ীশুদ্ধি পরে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া, পরে যাহা বলিবার বলিবেন। নচেৎ বালকের মত অধিকারের বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা করিয়া, সাধারণের নিকট ধৃষ্টতার পরিচয় দিবেন না। নিগূঢ় সাধন রহস্যের আনুষ্ঠানিক সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা কেবলমাত্র শ্রীগুরু উপদেশে নহে ; অপিচ তাহা বহু প্রবীণ সাধকের সাধন লব্ধ অভিজ্ঞানে। শাস্ত্র আমাদের অনুভূতি বিষয়ের সামান্য প্রমাণাংশ মাত্র। শ্রীগুরু উপদেশে সেই অনুভূতির সহিত শাস্ত্র মিলাইয়া যতটুকু বলা সম্ভব, তাহাই মাত্র বলিতেছি। অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান উপদেশ তিন বেদেই এক। নাভি হৃদি ললাট প্রদেশে শক্তির ধারণাংশ ঋক্ ও সামবেদের অগ্রে, আর যজুর্ব্বেদে পরে। এই মাত্র পার্থক্য, তদ্ব্যতীত মন্ত্রানুযায়ী সাধনানুষ্ঠান সর্ব্বত্র এক। আমরা যোগদর্শনের অভিমতে ধারণাংশ প্রাণায়ামের পরে রাখিয়াই আলোচনা করিলাম। ত্রিবেদীয় অন্তঃ প্রাণায়ামের পূরক মন্ত্রে উল্লেখ আছে।

পূরক।

ও ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥
ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো, জ্যোতীঃ,
রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥

ওঁ নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভূজম অক্ষসূত্র
কমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন॥ "সামবেদ।"

ওঁ হংসস্থং দ্বিভূজং রক্তং সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুং।
চতুর্ম্মুখ মহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥ "ঋগ্বেদ।"

ওঁ নাভৌ ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুবক্ত্রং দ্বিভূজম্
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ "যজুর্ব্বেদ।"

(বহিঃ প্রাণায়ামাদি নাড়ী শুদ্ধিতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ এবং কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে ঐ গতি আয়ত্ব অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী চালনার সামর্থ্য হইলে, অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। ঐ শক্তি সঞ্চারে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য রূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তির নাম দ্বিজ। এই দ্বিজত্ব ব্যতীত অর্থাৎ শূদ্রের প্রণব বা ওঙ্কার মন্ত্রের উচ্চারণ বা কোনরূপ ব্যবহারাদি করিতে নাই।)

অন্তঃ প্রাণায়ামের মন্ত্রে ওঁ ভূঃ স্মরণে নাভি হইতে শ্বাসের গতি ফিরাইয়া নিম্নোদর পথে মূলাধার ভেদ, ওঁ ভুবঃ—স্বাধিষ্ঠান ভেদ, ওঁ স্বঃ—মণিপুর ভেদ, ওঁ মহঃ—অনাহত ভেদ, ওঁ জনঃ—বিশুদ্ধ ভেদ, ওঁ তপঃ—আজ্ঞা ভেদ, ওঁ সত্যং—সহস্রদল বা বিন্দুর ধারণা পূর্ব্বক, ঐ গতি হইতে উৎপন্ন জ্যোতিরভ্যন্তরে পরমাত্মাকে ওঁ তৎ মন্ত্রে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে, বিন্দুরূপে স্মরণ করিবে। পরে সবিতু মন্ত্রে, তাহা হইতে নাদ রূপী মায়াবলম্বনে, আমার ষটচক্র এবং স্থূলদেহাদি সকলি প্রসবিত হইয়াছে মনে করিতে করিতে, ললাটাদি আজ্ঞাচক্র হইতে সুষুম্না পথে মূলাধারাদি নাভি পর্য্যন্ত আসিবে। এবং র্ব্বরেণ্যং মন্ত্রে, ঐ গতি নাভি

হইতে ফিরাইয়া মূলাধারাদি সুষুম্নাস্থ ষটচক্র পথে আজ্ঞাদি ললাট প্রদেশে লইতে লইতে ভাবিবে, স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বদেহ প্রবাহী শক্তির একমাত্র উপাসনীয় বা অবলম্বনীয় গতি জ্যোতিঃ ও ধ্বনিময় প্রাণাত্মা, অখণ্ড মণ্ডলাকারে সর্ব্বত্র বিরাজমান। আমি "ভর্গোদেবস্য ধীমহি মন্ত্রে" তাঁহার দিব্য জ্যোতিঃ, আমার দেহ হইতে সতন্ত্র মায়াতীত সম্বিৎ পথে হৃদ্‌পদ্মে ধ্যান করিতেছি, কারণ তিনি ঐ পথেই হৃদ্‌পদ্মে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। ধিয়ো য়োনঃ মন্ত্রে ঐ গতি হৃদয় হইতে বক্ষঃ নাভি পথে ঘুরাইয়া মণিপুর দিয়া অনাহতে, প্রণবাকারের গোলাকার গর্ভাবর্ত্ত দিতে দিতে ভাবিবে, আমার হৃদয় ও নাভি প্রদেশস্থ বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তি সমূহে,—"প্রচোদয়াৎ" মন্ত্রে, ঐ গতি অনাহত হইতে বিশুদ্ধ দিয়া আজ্ঞা ও নাদ বিন্দু ভেদে পশ্চাৎ হইতে সম্বিৎ পথে হৃদ্‌পদ্মে ফিরাইয়া আনিয়া প্রার্থনা করিবে, তোমার সেই দিব্য জ্যোতিঃ প্রেরণ কর। তদনন্তর ওঁ আপো মন্ত্রে, মূলাধারস্বাধিষ্ঠান, জ্যোতিঃ, মণিপুরঅনাহত, রসোঽমৃত, বিশুদ্ধআজ্ঞা স্মরণে, ওঁ এই একাক্ষরাকৃতির ভূঃ মন্ত্রে, পুনরায় নাভি হইতে মূলাধার ভেদ, ভূবঃ মন্ত্রে স্বাধিষ্ঠান ভেদ, স্বঃ মন্ত্রে, একবারে মণিপুরাদি আজ্ঞা ভেদে গতি সম্বিৎ পথে ফিরাইয়া অনাহত বক্ষঃ নাভি দিয়া মণিপুর পদ্মে ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যান করিবে।

আমার নাভিদেশস্থ মণিপুর পদ্মে, রক্তবর্ণ—রজগুণময়, চতুর্ম্মুখ—চতুর্ব্বেদ অথবা চতুর্ব্বিধ উৎপত্তি শক্তি বিশিষ্ট, দ্বিভূজে জপমালা ও কমণ্ডলু—ঐ উৎপাদিকা শক্তির আদিম মূলাবস্থা শব্দ ব্রহ্মাত্মক বর্ণমালা ও প্রাণ স্বরূপ রসশক্তি যুক্ত, হংসারূঢ়—শ্বাস প্রশ্বাস রূপী জীবনীশক্তি আরূঢ়, সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মা দেবতাকে ধ্যান করি। (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তেজতত্ত্বে সূক্ষ্ম তত্ত্বাবয়বে সমষ্টি দেবতা রূপে অবস্থিত ব্রহ্মা, ব্যাষ্টি জীবদেহে নাভিদেশস্থ মণিপুর পদ্মে বৈশ্বানর এবং পরিবর্ত্তনাত্মক শিবরূপী রুদ্র নামে অভিহিত হন।) অন্তঃ প্রাণায়ামের পূরক মন্ত্রের ধ্যান সময়ে ঐ ব্যাষ্টি রূপ, সমষ্টি দেবতা ব্রহ্মারূপে ধ্যান করাই পূর্ণত্ব লাভের উপায়।

কুম্ভক।

ও ভূঃ * * * ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥

ওঁ হৃদি নীলোৎপল দল প্রভং চতুর্ভূজং

শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্॥ "সামবেদ।"

ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম করং গরুড়বাহনং

হৃদি নীলোৎপল শ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজং॥ "ঋগ্বেদ।"

ওঁ হৃদি বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্ব্বাহুং

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েয়ং॥

"যজুর্ব্বেদ।"

সুষুম্না পথে অন্তঃ প্রাণায়ামের পূরক ক্রিয়ার মণিপুর পদ্মে ব্রহ্মার ধ্যান অন্তে, নাভি হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ফিরাইয়া, নিম্নোদর পথে মূলাধার ভেদে ওঁ ভূঃ, স্বাধিষ্ঠান ভেদে ওঁ ভূবঃ, মণিপুর ভেদে ওঁ স্বঃ, অনাহত ভেদে ওঁ মহঃ, বিশুদ্ধ ভেদে ওঁ জনঃ, আজ্ঞা ভেদে ওঁ তপঃ, এবং ওঁ সত্যং মন্ত্রে সহস্রদল বা বিন্দুর ধারণা পূর্ব্বক গায়ত্রী মন্ত্রে উপরি লিখিত পূরকানুরূপ ক্রিয়া করিবে, তদনন্তর ঈষদ মূলা-কর্ষণে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান ভেদে ওঁ আপো; মনিপুর অনাহত ভেদে ওঁ জ্যোতিঃ, বিশুদ্ধ আজ্ঞায় গতি সঞ্চারে রসোঽমৃতং মন্ত্র স্মরণে, ওঁ এই একাক্ষরাকৃতি ব্রহ্ম স্বরূপে, পুনরায় নাভি হইতে নিম্নোদর পথে মূলাধার ভেদে ভূঃ, স্বাধিষ্ঠানে গতি সঞ্চারে ভূবঃ, এবং মণিপুর হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত পদ্ম বা ব্যাহৃতি চতুষ্টয়ে স্বঃ মন্ত্রে গতি সঞ্চারে ঐ গতি পশ্চাৎ প্রদেশস্থ সম্বিৎ পথে হৃৎপদ্মে আনিয়া বিষ্ণুরূপ ধ্যান করিবে।

অষ্টদল হৃৎপদ্মে নীলাভ দীপ কলিকাকারে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আমার ব্যাষ্টি দেহ মধ্যস্থ প্রাণাত্মা সমষ্টিতে অর্থাৎ পরিপূর্ণ চিদ্, চৈতন্যে নীল পদ্ম সদৃশ কান্তি বিশিষ্ট চতুর্ভূজে, শঙ্খ—নাদ বা শব্দ ব্রহ্মাত্মক পাঞ্চজন্য শঙ্খ; চক্র—নিত্য পরিবর্ত্তনাত্মক জগদ্ব্যাপার রূপ সুদর্শন

চক্র ; গদা– জীব হৃদয়ে চৈতন্যশক্তি বা বল প্রদান রূপ জ্ঞান কৌমুদকী গদা ; পদ্ম—অবতারে অবতারে অপূর্ব্ব শক্তি ও মহিমা প্রকাশ রূপ লীলা কমল ধারণে, গরুড় বা জ্ঞান ভক্তি সম্পন্ন জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা দেবতা বিষ্ণু রূপ ধ্যান করি। (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ স্বরূপ মরুৎতত্ত্বে, সূক্ষ্ম তত্ত্বাবয়ব সম্পন্ন বিষ্ণুর পালনী ও স্থিতি শক্তিই ব্যষ্টি জীবদেহে অনাহত পদ্মে, সত্ত্বাত্মক জীবাত্মা বা ঈশ নামক শিব এবং জ্ঞান বৈরাগ্যাত্মক বাণ লিঙ্গাখ্য শিব নামে অভিহিত হন।) অন্তঃ প্রাণায়ামের কুম্ভক মন্ত্রের ধ্যান ফলে ঐ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে পূর্ণ ভাব লাভ করে।

রেচক।

ওঁ ভূঃ * * * * ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥

ওঁ ললাটে শ্বেতং দ্বিভূজং ত্রিশূল ডমরু করং
অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্॥
"সামবেদ।"

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূল ডমরু করমর্দ্ধেন্দুভূষিতং।
ত্রিলোচনং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরীধানং বৃষাসনং।
ললাটে চিন্তয়েদ্ দেব-দেবং ভূজগভূষণং॥ "ঋগ্বেদ।"

ওঁ ললাটে রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
দশদোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ "যজুর্ব্বেদ।"

সুষুম্না পথে অন্তঃ প্রাণায়ামের কুম্ভকানুষ্ঠানে হৃৎপদ্মে বিষ্ণুর ধ্যান অন্তে, পুনরায় নাভি হইতে শক্তি নিম্নোদর পথে মূলাধারে আকর্ষণ করিয়া, পূরক কুম্ভকের ন্যায় অনুষ্ঠান পুরস্বর স্বরোঁ মন্ত্রে ঐ শক্তি পশ্চাৎ প্রদেশস্থ সম্বিত অবলম্বনে অনাহত বক্ষ হইতে নাভি মণিপুর পথে ওঙ্কারাকারের গর্ভাবর্ত্তে ঘুরাইয়া, অনাহত বিশুদ্ধ দিয়া আজ্ঞায় উত্তোলিত করিয়া রুদ্র দেবতার ধ্যান করিবে।

আজ্ঞাচক্রে ইতরলিঙ্গাখ্য দ্বিভূজ শিবের অবস্থান। বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে যে দশভূজ হর আছেন ; তাঁহাকে আজ্ঞা চক্রে ভাবনা করিয়া,

ঐ রুদ্র বা মহাকালকে শ্বেতবর্ণে—সত্ত্ব গুণ সম্পন্নে; অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত ত্রিনেত্র যুক্ত পঞ্চানন—ত্রিগুণময় প্রপঞ্চ জগতের পরিবর্ত্তনশীল শক্তি সমন্বিত পঞ্চমুখে; শব্দ শক্তি স্বরূপ এবং ধ্বংস শক্তি স্বরূপ ত্রিশূল ও ভূজগ ভূষণে; ধর্ম্মশক্তি স্বরূপ বৃষারূঢ়ে; মৃত্যুরূপ আবরণ—ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানে; দশদিকব্যাপী কর্ত্তৃত্ব শক্তি স্বরূপ দশহস্ত সমন্বিত রূপে ধ্যান করিবে। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তনাত্মক এই রুদ্র বা মহাকাল, প্রকৃতি বা অজ্ঞান চক্রের আশ্রয়ে, ব্যষ্টি জীবদেহে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্রে অবস্থিত। তাই কণ্ঠ শ্বাস, দেহ ত্যাগ বা মৃত্যুর শেষ লক্ষণ। ঐ সমষ্টি কাল শক্তিকে, অন্তঃ প্রাণায়ামের রেচকানুষ্ঠান জনিতঃ ধ্যান বলে বিশুদ্ধ বা ব্যোম চক্র হইতে উঠাইয়া, প্রকৃতির আদি অজ্ঞানাখ্য আজ্ঞাচক্রে স্থির রাখিতে পারিলে, কাল শক্তির পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হেতু ঐ শক্তি কর্ত্তৃক বিমুহ্যমান হইতে হয় না, অর্থাৎ সাধক মৃত্যুর অধীন হয়েন না।

মেরুমজ্জা অভ্যন্তরস্থ শূন্যনালী সুষুম্না পথে, জীবনীশক্তি বা কুল-কুণ্ডলিনীর আকর্ষণ, উদ্বোধন, পরিচালন, আবর্ত্তন, সংযমন, উত্তোলন, উন্নমন প্রভৃতি সপ্তমাত্রা বা ছন্দে, অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এজন্য বেদ মন্ত্রে প্রাণায়ামের পূর্ব্বেই তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানেই মূলাধারাদি পদ্ম সপ্তকে, সপ্তব্যাহৃতি সংযুক্ত এবং পরাখ্য দিব্য চিজ্জ্যোতির্ম্ময় সম্বিৎ রূপী পুরুষ সত্তা সহ গায়ত্রীর সম্মিলনে দশটী প্রণব বিশিষ্ট থাকায়, এই অন্তঃ প্রাণায়ামই পরং ব্রহ্ম, পরম বিষ্ণু এবং পরম শিব স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন পুনঃ পুনঃ প্রণবময় একাক্ষরাকৃতি অন্তঃপ্রাণায়ামের সাধন অভ্যাসেই, জীবনীশক্তি প্রাণাত্মার সম্মিলনে সুষুম্না পথে দেহ পরিত্যাগে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যে ইহাই অভিহিত হইয়াছে। উপনিষদ যে স্বদেহ রূপ কাষ্ঠোপরি, প্রণব ঘর্ষণে আত্ম জ্যোতিঃ প্রকাশের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই অন্তঃ প্রাণায়ামেরই অনুষ্ঠান মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রশ্নে স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম বিনিঃসৃত বাক্যে, এই অন্তঃ

প্রাণায়াম অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে। ব্রহ্মা, এই অন্তঃ প্রাণায়ামের বলেই হৃদ্‌পদ্মে, শ্রীভগবানের স্বরূপ দর্শনে, ভ্রম শূন্য এবং কৃত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, দর্শন, পুরাণে একবাক্যে এই অন্তঃ প্রাণায়ামের উপদেশ দিয়াছেন। সে সমস্ত আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

অনেকেই ভাবিতে বা বলিতে পারেন যে, বহু শতাব্দী হইতে কোন সাধক বা পণ্ডিত ব্যক্তি যখন বেদ মন্ত্রের ঐরূপ কোন অর্থ করেন নাই, অপিচ গুরু পরম্পরা ক্রমেও যখন কুত্রাপি কোন ব্যক্তি বা সাধন সম্প্রদায় মধ্যেও ঐরূপ উপদেশ প্রচলন নাই, তখন ইহার অনুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। তদুত্তরে—আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, অকস্মাৎ কোন নূতন সুমিষ্ট উপাদেয় ফল বাজারে আমদানী হইলে, সকলে কি আগ্রহ সহকারে তাহা গ্রহণ করেন না? বিলাতী আলু, কাবুলী মেওয়া, প্রভৃতি নাম অভিধানে না থাকিলেও তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া দেবসেবায় নিবেদিত হয়। আমার গুরু মুখে শোনা আছে; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতি কর্ত্তৃক ভারত বিপর্য্যয় বশতঃ, সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইতে থাকিলে, বিশেষতঃ যোগ ও জ্যোতিষ এবং ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্র, সিদ্ধ মহাত্মাবর্গ গুপ্ত রাখেন। অদ্যাপি তাহার কোন গ্রন্থ প্রচার নাই। সন্ধ্যামন্ত্রের এই যোগার্থ ঐ সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে উপনিবদ্ধ আছে। সে যাহা হউক, যখন সামান্য অনুষ্ঠানেই সকলেই ফললাভে সমর্থ হইবেন, তখন আর ঐরূপ পরিচয় অপ্রয়োজন। ভাষা, যতদিন তাহার অনুপাতী ভাব দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞান সঞ্চার না করে; ততদিন ঐ ভাষা ব্যর্থ প্রয়োগ মাত্র। অর্থাৎ ভাব ও জ্ঞানহীন ভাষা কোনরূপ ফল প্রদানে সমর্থ নহে। বর্ত্তমানে যে গায়ত্রী বা মন্ত্রাদির দ্বারা, কেহ শাস্ত্রানুরূপ সিদ্ধি বা ফল লাভ করিতে পারিতেছেন না; তাহার কারণ ঐরূপ ভাব ও জ্ঞানশূন্য ভাষার অনুবৃত্তি মাত্র। অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ মহাত্মারা, ভগবদুপাসনার জ্ঞান ও ভাব, যে ভাষা দ্বারা শ্রেণী ও লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তাহাকেই মন্ত্র বলে। যে সুকৌশল কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা

প্রত্যেক মন্ত্রের সেই জ্ঞানময় ভাবে, সাধক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহাকেই যোগ বলে। মন্ত্রাতিদৃষ্ট অন্তঃ প্রাণায়াম সেই কর্ম্মযোগের সুকৌশল মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চার না হইলে, অন্তঃ প্রাণায়াম হয় না। অধিক কি এই অন্তঃ প্রাণায়ামের কোন কথা কেহ বুঝিতেও পারিবেন না। এইজন্যই কোন মহাত্মা, এ পর্য্যন্ত অন্তঃ প্রাণায়ামের কোন আলোচনাই করেন নাই। গুরুবক্ত্রগম্য বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক কর্ম্ম Practicaly না হইলে Theoratical জ্ঞানে সম্পন্ন করা বড় কঠিন; একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। আমরা শ্রীগুরু আদেশে, সাধনার নিগূঢ় রহস্যের বিষয় যাহা লিখিলাম, তাহা যদি গুরু কৃপার অভাবে কেহ বুঝিতে না পারেন, তবে সাধন পথের একটি আনুমানিক অভিজ্ঞান সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এবং একটু অনুরাগ বৃদ্ধিতে সাধনার চেষ্টা করিলেই কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য করিতেও পারিবেন। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা শক্তি সঞ্চার না হইলে, অন্তঃ প্রাণায়াম তদূরের কথা—মন্ত্র জপ পূজা অর্চ্চনাদিতে ভূতশুদ্ধি দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি কিছুই হয় না। গোতমীয় তন্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

মূল পদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রাগতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যতি মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনাদিকং॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদ মায়াতি মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥

যাবৎ কাল কুলকুণ্ডলিনী আধার পদ্মে নিদ্রিতা থাকেন, ততদিন মন্ত্র পূজা অর্চ্চনাদিতে কোন কর্ম্মেই সিদ্ধি লাভ হয় না। বহু পুণ্য ফলে ঐ দেবীকে একবার জাগরিতা করিতে পারিলেই; তাঁহার প্রসাদ মাত্রেই সমস্ত মন্ত্র পূজা অর্চ্চনাদিতে সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। তজ্জন্য সাধনেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বিশেষ প্রযত্নে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য করিয়া অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন, প্রাণাপানের ঊর্দ্ধাধঃ

গতি সমতা বা বিচ্ছেদ করিয়া ঐ শক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই অন্তঃ প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়। ভগবান শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলিয়াছেন ;—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথা পরে।
প্রাণাপান গতীরুদ্ধ্বা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥

অপর কেহ কেহ যোগ সুকৌশলে (বহিঃ প্রাণায়ামাদি নাড়ী শুদ্ধি দ্বারা) পূরক রেচকানুষ্ঠানে অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন অর্থাৎ অপানের বৃত্তি প্রাণে, প্রাণের বৃত্তি অপানে মিলন করেন। তাহাতে প্রাণ অপানের ঊৰ্দ্ধ অধঃগতি বা বৃত্তি স্বতঃই রোধ হওয়ায়, ঐ গতি সুষুম্না পথে সঞ্চারিত হইয়া প্রাণায়াম পরায়ণ অর্থাৎ সাধক অন্তঃ প্রাণায়াম শালী হয়েন। ঐরূপ অভ্যাস অনন্তর ইন্দ্রিয় বৃত্তি সংযমনকারী অপর কেহ কেহ প্রাণাত্মাতেই প্রাণবৃত্তির হোম করেন। অর্থাৎ ঐ গতি শ্রীগুরু শাস্ত্র-উপদেশে অন্তঃ প্রাণায়ামে গায়ত্রী রূপে ওঙ্কারাকারে সম্বিৎ শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে সাধকের প্রযত্ন বিশেষের অপেক্ষা না থাকায় ঐ সম্বিৎ রূপী প্রাণে প্রাণ বৃত্তির হোম হয়। যোগদর্শনে এই অবস্থাকে চতুর্থ প্রাণায়াম বলিয়াছেন ;—

বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপীচতুর্থঃ॥

বাহ্য শ্বাস প্রশ্বাসের বল এবং অভ্যন্তর সংকল্পাদি রূপ কোন বিষয় অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস এবং তাহার গতি বিচ্ছেদাদিতে কুলকুণ্ডলিনীর শক্তি চালনা রূপ সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্তঃ প্রাণায়ামের ওঙ্কার গতি সুষুম্না পথে সম্বিতের বলে অজপার ন্যায় স্বাভাবিক হইলেই, চতুর্থ প্রাণায়ামেরঅবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে মূলাধারাদি মণিপুর প্রদেশে সঞ্চারিত হইয়া নাভি মণিপুরে ব্রহ্মার ধ্যানে, পঞ্চ সপ্তকে ওঙ্কারাকারে গায়ত্রী রূপে চালিত হইলেই অন্তঃ প্রাণায়ামের পূরকাখ্য প্রথম অবস্থা।

ঐরূপে হৃদ্ধি অনাহতে বিষ্ণু ধ্যানে—পূর্ণ অন্তঃ প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অবস্থা। এবং ললাট আজ্ঞায় রুদ্র ধ্যানে—পূর্ণ অন্তঃ প্রাণায়ামের তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থাত্রয়ের অভ্যাস পরিপাকে, শ্রীগুরু ভগবানের কৃপায়, সম্বিৎ শক্তি হৃদয়ে স্থির হইলে, সুষুম্না পথে পদ্ম সপ্তকে বিস্তৃত একাক্ষরাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় প্রণবের দর্শন হয়। এই অবস্থায় সাধককে আর শক্তি চালনা দ্বারা প্রণব গতির ধারণা করিতে হয় না।

অপান অর্থাৎ আকর্ষণাত্মক শক্তি, গুহ্য হইতে নাভিতে আসিতে থাকিলে বায়ু, প্রাণস্থান বক্ষে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধ গতি বা বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া ফুসফুস প্রসারিত হয়। অপানের আকর্ষণে প্রাণবায়ুর স্থান ফুসফুস প্রসারিত না হইয়া সংকুচিত অর্থাৎ বায়ু বহির্গত হইলে, অপানের আকর্ষণ বৃত্তি প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণে অপানের হোম হয়। আর ফুসফুসের প্রসারণে অর্থাৎ বায়ুর প্রবেশে নিম্নোদর প্রসারিত হইলে, অপানে প্রাণের হোম হয়। বহিঃ প্রাণায়ামের শেষ প্রকরণে এই পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা আছে। এইরূপে প্রাণাপানের হোম হইলে, উভয়ের ঊর্দ্ধাধঃ গতি নিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়। তখন শ্রীগুরু শাস্ত্র উপদেশে, মেরুদণ্ডের অভ্যান্তরে ঊর্দ্ধগতির অনুভব হইলে, ঐ গতি ষট্‌চক্রাদিতে মন্ত্রানুরূপে দেশ কাল সংখ্যায় চালিত হইয়া, সাধককে অন্তঃ প্রাণায়াম পরায়ণ করে। বৈদিক সন্ধ্যামন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম এবং এই অন্তঃ প্রাণায়াম একরূপ। এই অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাসেই সাধকের প্রাণাপানের গতি উপলব্ধি ও আয়ত্ব হয়। প্রাণাপানের এই গতি সম্বন্ধে, যোগবাশিষ্টের নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বভাগে পঞ্চ-বিংশ সর্গে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে; তাহা সাধারণের একান্ত দুর্ব্বোধ্য। অন্তঃ প্রাণায়ামের অধিকার না হইলে, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ এক অবস্থার বিষয় ধারাবাহিক রূপে উল্লিখিত না থাকায় এবং অনুশীলন লব্ধ অভিজ্ঞানে লিখিত না হওয়ায়, ঐরূপ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। আমরা উহার বিস্তৃত মুল শ্লোক বাদ দিয়া

তাহার ভাবার্থের সহিত, আমাদের অনুশীলন লব্ধ অভিজ্ঞান মিলাইয়া নিম্নে আলোচনা করিলাম।

প্রাণবায়ু দেহের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা উর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, অর্থাৎ উর্দ্ধ গতি বিশিষ্ট শক্তির নাম প্রাণ। এইরূপ অপান বায়ু দেহের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা অধোদিকে প্রবাহিত হইতেছে। অর্থাৎ অধোগতি বিশিষ্ট শক্তির নাম অপান। হৃৎপদ্ম কোটর হইতে বিনা যত্নে স্বভাবতঃই শক্তির যে বাহ্য উন্মুখী ভাব, তাহাতে বক্ষোমধ্যস্থ বায়ু পরিচালিত হইয়া নাসাপুট এবং তথা হইতে বহির্দ্দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত যে গতি তাহাকে রেচক বলে। নাসাপুট অধোবর্ত্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রান্ত হইতে বাহ্য প্রদেশ আক্রমণ করিতে করিতে, বাহ্য বায়ুর যে নাসাপুট ও হৃদয় স্পর্শ তাহাকে পূরক বলে। এইরূপে দ্বাদশাঙ্গুলীর প্রান্ত হইতে নাসাপুট এবং নাসাপুট হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত যে স্পর্শ এতদুভয়ই পুরক নামে অভিহিত। এবং হৃদয় হইতে নাসাপুট ও নাসাপুট হইতে দ্বাদশাঙ্গুলী পর্য্যন্ত যে গতি এতদুভয়ই রেচক নামে অভিহিত হয়। অপান বায়ু বাহ্য প্রদেশ হইতে হৃদ্‌পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া প্রশমিত হইলে, যাবৎ প্রাণবায়ুর বাহ্য উন্মুখীন ভাব উত্থিত না হয় তাবৎ কাল কুম্ভকাবস্থা। অন্তঃ প্রাণায়ামে প্রাণাপাণের গতি উপলব্ধি ও আয়ত্ব না হইলে এই কুম্ভকাবস্থা কাহারও অনুভব হয় না। প্রাণায়াম এইরূপে রেচক পূরক কুম্ভক নামে ত্রিবিধ।

নাসাপুট হইতে দ্বাদশাঙ্গুলী বাহ্য এবং অভ্যন্তর হৃৎপদ্মে প্রাণাপানের উদয় অস্ত স্থানে, যোগীদিগর অর্থাৎ অন্তঃ প্রাণায়াম শীল সাধকের, সম্যক যত্নের অভাবে প্রাণায়াম স্বতঃই সম্পন্ন হয়। নাসাগ্র হইতে বাহ্য প্রদেশে দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমিত স্থান মধ্যে, অন্তর ও বহিরুন্মুখী ভাবে যে প্রাণ অপান বায়ুর অবস্থিতি আছে, তাহা দ্বারাই ঐ বাহ্য প্রদেশে পূরক কুম্ভক রেচক হইয়া থাকে।

নাসাগ্র অধোবর্ত্তী দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ স্থান মধ্যে অপান বায়ুর, মৃত্তিকা মধ্যে অনুৎপন্ন রূপে অবস্থিত ঘট ভাবের ন্যায় যে অবস্থান,

বধুগণ তাহাকেই বাহ্য কুম্ভক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ অবস্থা হইতে স্পন্দিত হইয়া, বাহ্য বায়ুর নাসাগ্র পর্য্যন্ত যে গতি, যোগবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাকে বাহ্য পূরক বলিয়া থাকেন। নাসা প্রান্ত হইতে বায়ুর যে দ্বাদশাঙ্গুলী পর্য্যন্ত গতি, তাহাকে বাহ্য রেচক বলে। এই রেচকে ঐ দ্বাদশাঙ্গুল প্রান্তে প্রাণবায়ু প্রশমিত হইয়া, অপান বায়ু যাবৎ উদ্গত না হয়, তাবৎ যে পূর্ণ সম অবস্থা তাহাই বাহ্য কুম্ভক সংজ্ঞায় সংগীত। স্পন্দন রহিত হইয়া অপান বায়ুর যে স্পন্দন চেষ্টা অর্থাৎ অন্তর্মুখী ভাব এবং ঐ ভাব হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত সঞ্চালনে অপান বায়ুর যে স্বরূপাভিব্যক্তি তাহাকেই বাহ্য পূরক বলেন।

এই বাহ্য পূরক কুম্ভক রেচকে, প্রাণ অপান বায়ুর স্বভাব অবগত হইতে পারিলে, অর্থাৎ যথোল্লিখিত ভাবে পূরকাদির অভ্যাস করিতে পারিলে; অতি চঞ্চল ঐ বায়ু অভ্যাস বশে শয়নে স্বপনে, জাগরণে ও গমনে সর্ব্বকালেই নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধি পূর্ব্বক সূক্ষ্মভাবে বাহ্য প্রদেশে প্রাণাপানের গতি অবলম্বন করিতে পারিলে, বা যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন। ঐ কুম্ভকাদির অনুষ্ঠানকারী মনের, ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেও মনোমধ্যে তাহার কর্ত্তৃত্ব পরিশূন্য হইয়া থাকে। এই প্রাণ চিন্তা ব্যাপারে আসক্ত চিত্ত, কতিপয় দিবসের মধ্যেই বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে মানব এই প্রাণ চিন্তা অভ্যাস করেন, তাহার চিত্ত কুকুর চর্ম্মে ব্রাহ্মণের ন্যায়, বাহ্য বিষয়ে ঘৃণা করিয়া থাকে। কদাচ তাহাতে প্রীতিলাভ করে না। যে সকল কৃত-বুদ্ধি মানবগণ, এই প্রকার প্রাণ চিন্তন দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছেন, তাহারাই নিখিল প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহারাই ক্লেশ বিহীন হইয়াছেন। স্বপ্নে জাগরণে, গমনে অবস্থানে সর্ব্বকালেই যদি ঐ দৃষ্টি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে আর বন্ধন হয় না। যাহারা এইরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিরোধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে মোহ পরিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। প্রাণ ও অপান বায়ুর উল্লিখিত গতি

লাভ করিতে পারিলে, অর্থাৎ কুম্ভকাদি অনুভব করিতে পারিলে, সেই তত্ত্বজ্ঞ মানব, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিলেও নির্ম্মল ও স্বস্থ ভাবে অবস্থান করতঃ সুখলাভ করিয়া থাকেন।

হৃদ্‌পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া, বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুলের প্রান্ত ভাগে গিয়া প্রাণবায়ুর যে নিশ্চল ভাব ধারণ, তাহাই প্রাণের অভ্যুদয়। আর ঐ বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুলীর প্রান্ত সীমা হইতে চালিত হইয়া, অপান বায়ুর হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে যে নিশ্চল ভাব ধারণ, তাহাই অপানের অভ্যুদয়। প্রাণ বায়ু, বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত শূন্যমার্গে চালিত হইলে, ঠিক সেই প্রদেশ হইতেই অপান বায়ু হৃদ্‌পদ্মের দিকে আইসে। প্রাণ বহিরাকাশের দিকে উন্মুখী হইয়া অগ্নি শিখার ন্যায় বহিতে থাকে; অপান হৃদাকাশের দিকে উন্মুখী হইয়া, জলের ন্যায় নিম্নদিকে বহিতে থাকে। অপান চন্দ্রমা রূপে বহির্দ্দেশ হইতেই দেহকে পরিতৃপ্ত করে, প্রাণ সূর্য্য বা অগ্নিরূপে এই শরীরের অন্তর দেশ পরিপক্ক করিতেছেন। প্রাণ প্রখর সূর্য্য কিরণের ন্যায় প্রতিক্ষণেই হৃদয়াকাশকে তাপিত করিয়া, মুখ নাসিকাদি আকাশ মণ্ডলকেও তাপিত করিতেছেন। অপান স্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণের ন্যায়, নিমেষকাল মধ্যেই মুখ নাসিকাদি হৃদয়াকাশকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। প্রাণরূপী সূর্য্য হৃদয়াকাশের যে স্থানে অবস্থান করিয়া, অপান চন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ কলা গ্রাস করেন, অর্থাৎ হৃৎপদ্ম মধ্যে যে স্থানে অপান অস্তমিত হয়, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ ঐ স্থানে যিনি অবস্থান করিতে পারেন, তাহার আর শোক করিতে হয় না। ঐরূপ অপান চন্দ্র বহিরাকাশে যে স্থানে অবস্থান করিয়া প্রাণ সূর্য্যের কিরণ গ্রাস করেন, অর্থাৎ বহিরাকাশে যে স্থানে প্রাণ বায়ু লয় হয়, সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ ঐ স্থানে যিনি অবস্থান করিতে পারেন, তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

এইরূপে যিনি নিজ মন বুদ্ধি দ্বারা, নিজ হৃৎপদ্মে চন্দ্র সূর্য্যের নিত্য অস্তোদয় জ্ঞাত হইয়া, নিজ অধিষ্ঠান স্বরূপ পরমাত্মার সন্ধান পান, তাহার আর লয় হয় না। যিনি নিজ হৃদয় মধ্যেই উদয়াস্তময়, গমনা-

গমন বিশিষ্ট ও রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত সচন্দ্র সূর্য্যদেবকে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। বাহ্য অন্ধকার ক্ষয় হউক আর না হউক তাহাতে কোনই লাভ নাই; যিনি এই অন্তঃ প্রাণায়ামের সাধন বলে নিজ হৃদয়স্থ অন্ধকার দূর করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাহিরের অন্ধকার নাশে কেবলমাত্র জগৎ আলোকিত হয়, হৃদয়স্থ অন্ধকার নষ্ট হইলে নিজে আলোকিত হওয়া যায়। হৃৎপদ্মে নিত্য উদয়াস্তময় প্রাণ সূর্য্যই হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ, অতএব যত্ন পূর্ব্বক এই প্রাণ সূর্য্যের দর্শনই কর্ত্তব্য।

অপান শশী যে হৃৎপদ্ম কোটরে অস্তমিত হয়, সেই স্থান হইতেই প্রাণ ভানু উদিত হইয়া বহিরুন্মুখ হয়। অপান বায়ু অস্ত গমনের পর হৃৎকমল হইতেই প্রাণ বায়ু সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন ছায়া নষ্ট হইলে সেই স্থানে আলোক বা আতপ উপস্থিত হয়। আবার যেমন আতপ নষ্ট হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ বাহ্য প্রদেশে প্রাণের অস্তে অপান এবং হৃৎপ্রদেশে অপানের অস্তে প্রাণ, ক্ষণকাল মধ্যেই যথা স্থানে উপস্থিত হয়। বাহ্য প্রদেশে প্রাণ বায়ু অস্তমিত হইয়া, অপান বায়ু অভ্যুদয়োন্মুখ হয় বলিয়াই, ঐ বহিঃ প্রদেশস্থ কুম্ভকাদি ক্রিয়াকে বাহ্য বা বহিঃ প্রাণায়াম বলে। আর হৃৎপদ্ম কোটরে অপান বায়ু অস্তমিত হইয়া, প্রাণবায়ুর অভ্যুদয়োন্মুখ হয় বলিয়াই, ঐ অন্তর প্রদেশস্থ কুম্ভকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকে অন্তঃ প্রাণায়াম বলে। এই অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে পারিলে চির-দিনের নিমিত্ত আর শোক করিতে হয় না। অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস ফলে, যিনি অপান বায়ুর নাসা বিবর দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ রূপ পূরকে, প্রাণবায়ুর উৎপত্তি স্থান হৃৎপদ্ম কোটরে, ঐ অপান বায়ুর লয় দর্শন করিতে পারেন, তাহাকে পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ঐ হৃদ্‌পদ্ম কোটরে অপান বায়ু বিলীন হইয়া যাবৎ কাল প্রাণবায়ু বাহ্য উন্মুখীন না হয়, তাবৎ কালই অন্তঃ কুম্ভক। হৃৎপদ্ম কোটরে প্রাণ ও অপান উভয়েই বিলীন হইয়া যে অন্তঃ কুম্ভক অবস্থা হয়, তাহাই শান্ত আত্মপদ। অপান প্রাণের

উৎপত্তি স্থানে বা প্রাণ অপানের উৎপত্তি স্থানে লয় হইলে, অন্তঃ কুম্ভকেই হউক, আর বাহ্য কুম্ভকেই হউক, স্থির বুদ্ধি দ্বারা দেশ, কাল ও প্রপঞ্চ বিষয় তন্মাত্রা, চিন্মাত্র বলিয়া অবধারণ করিতে পারিলে, অর্থাৎ একমাত্র দিব্য ও নিত্য চিদালোকের উপর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হইতেছে দেখিতে পারিলে, আর শোক করিতে হয় না। এই অযত্ন সিদ্ধ যে অন্তঃ কুম্ভক তাহাই পরম পদ, তাহাই আত্মার স্বরূপ, এবং তাহাই বিশুদ্ধ চিৎ। যেমন পুষ্পের মধ্যে সৌরভ, সেইরূপ এই অন্তঃ কুম্ভকের মধ্যেই সৎ ও প্রকাশময় চিৎ স্বরূপ আত্মা নিত্য বিদ্যমান।

যোগবাশিষ্ট উক্ত এই অন্ত কুম্ভকই গীতোক্ত অপানে জুহ্বতি প্রাণ। অপান বায়ু বহির্দেশ হইতে নাসা ছিদ্র পথে হৃৎপদ্ম কোটরে আসিয়া বিলীন হইলে, যাবৎ কাল প্রাণ বায়ুর বাহ্য উন্মুখীন ভাব না হয় তাহাতে অপানের গতি বিচ্ছেদের উপর, প্রাণেরবৃত্তি নিরোধ হওয়ায় ঐ অন্তঃ কুম্ভককেই অপানে প্রাণের হোম বলা হইয়াছে। আর যখন প্রাণবায়ুর বহিরুন্মুখীন গতির অন্তে, অপানের অন্তরুন্মুখীন বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ বাহ্য কুম্ভক হইলে, তাহাকে "প্রাণাপানং তথা পরে।" প্রাণে অপানের হোম বলা হইয়াছে।

দেবোদ্দেশে অভিমন্ত্রিত ঘৃত যেরূপ হোমাগ্নিতে প্রদত্ত হইলে, তেজো রূপে দেবদেহে উর্দ্ধগতি লাভ করে; প্রাণাপানের এবম্বিধ হোমে অর্থাৎ বাহ্য ও অন্তঃ কুম্ভকে, ঐ প্রাণাগ্নিতে অপান রূপ আজ্য বা ঘৃত এবং অপানাগ্নিতে প্রাণরূপ আজ্য প্রদত্ত হইলে, তেজোরূপেই দেব দেহে অর্থাৎ একাক্ষরাকৃতি পরব্রহ্ম বাচক প্রণব রূপে, উর্দ্ধ বা সুষুম্না গতি লাভ করে। ঐ প্রণবময় অন্তঃ প্রাণায়াম দেশ অর্থাৎ নাভি মণিপুর, হৃদি অনাহত, ললাট আজ্ঞায়, কাল ও সংখ্যা অর্থাৎ সশিরস্কব্যাহৃতি আদি গায়ত্রী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়। তাহার ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়। অভ্যাস পরিপাকে সাধকের ঐ অন্তর এবং বাহ্য কুম্ভকানুষ্ঠান, প্রাণ অপানের বহিঃ ও অন্তরোন্মুখী গতির অপেক্ষা না

করিয়া সংকল্প মাত্রেই সর্ব্বস্থানে স্থির থাকে। ইহারি নাম প্রাণের দ্বারা প্রাণের হোম "প্রাণান প্রাণেষু জুহ্বতি। পাতঞ্জল দর্শনে এই অবস্থাকে চতুর্থ প্রাণায়াম বলিয়াছেন।

যোগদর্শন, যোগবাশিষ্ট সর্ব্বোপনিষৎ সার গীতা, ভাগবৎ, পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্রে, বেদোক্ত সন্ধ্যামন্ত্রাতিদৃষ্ট অন্তঃ প্রাণায়ামেরই অনুষ্ঠান উপদেশ করা হইয়াছে। দীক্ষায় শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চার বা কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য ব্যতীত অন্তঃ প্রাণায়াম একান্ত অসাধ্য। এজন্য সংস্কার প্রাপ্ত দ্বিজ ব্যতীত শূদ্রের ইহাতে অধিকার নাই। অপিচ ভাষার দ্বারা আলোচনায় কিছু বোধগম্য হয় না। সর্ব্বাগ্রে প্রযত্নের সহিত আসন মুদ্রা এবং বহিঃ প্রাণায়ামাদি দ্বারা নাড়ী শুদ্ধি অভ্যাসে, সাধকের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্থির বা বহিরোন্মুখীন গতি বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে; কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা সুষুম্না পথে উর্দ্ধ গতি অনুভব করিতে হয়। তখন সাধকের নিজ হৃৎপদ্মে অপানের অস্ত এবং বহির্গগনে প্রাণের অস্ত অনুভূতি হওয়ায় প্রাণাপানের হোম রূপ অন্তর ও বাহ্য কুম্ভকানুষ্ঠানের সামর্থ্য জন্মায়। তখন সেই কুম্ভক বা শ্বাস প্রশ্বাসের বহির্দ্দেশস্থ গতি বিচ্ছেদ কালে, অন্তর দেশে নাভি মণিপুর, হৃদি অনাহত, ললাট আজ্ঞায় শক্তি উত্তোলন, বিধারণ, এবং সঞ্চারণায় যে প্রণবাকারের অনুভূতি তাহারই নাম অন্তঃ প্রাণায়াম।

গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং সপ্তব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম্।
ত্রিজপেৎ সদশোঙ্কারাং প্রাণায়ামোঽয়মুচ্যতে॥

সশিরস্ক ও সপ্ত ব্যাহৃতি সংযুক্ত দশটি প্রণব বিশিষ্ট গায়ত্রী তিনবার সুষুম্না পথে জপ করাকেই অন্তঃ প্রাণায়াম বলে।

এই ভাবে সুষুম্না পথে মূলাধার হইতে জীবাত্মাকে অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা, প্রাণাত্মার সহিত যোগ করাকেই ভূতশুদ্ধি বলে। অগ্রে অন্তঃ প্রাণায়ামের অধিকার না হইলে, সাধক ভূতশুদ্ধি করিতে পারেন না। ভূতশুদ্ধি না হইলে কোন পূজার বা দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার হয় না। ভূতশুদ্ধির মন্ত্রে উক্ত আছে ;—

"ওঁ মুলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণা পথেন জীবশিবং পরম শিব পদে যোজয়ামি স্বাহা। যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা। পরম শিব সুষুম্ণা পথেন মুলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস, জ্বল জ্বল, প্রজ্বল প্রজ্বল, হংসঃ সোহং স্বাহা ॥"

মূলাধারাদি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রে, সুষম্ণা অবস্থিত। তাহার ভিতর দিয়া মূলাধার হইতে জীবাত্মাকে লইয়া পরমাত্মাতে যোগ করিতেছি। সেই যোগ শুভকর হউক। এই যোগ কর্ম্মে হে মরুৎতত্ত্ব অনাহত চক্রবীজ "যং"! আমার লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরকে শুষ্ক কর শুষ্ক কর। এবং হে তেজতত্ত্ব মণিপুর চক্রবীজ "রং"! সেই শুষ্ক শরীরকে দগ্ধ কর দগ্ধ কর। এই অন্তঃ প্রাণায়াম রূপ যোগ ব্যাপারে হে পরমাত্মন্, সুষম্ণার ভিতর দিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া তুমি প্রকাশ পাও, প্রকাশ পাও; জ্বলিতে থাক, জ্বলিতে থাক, প্রজ্বলিত হও, প্রজ্বলিত হও। অর্থাৎ প্রাণাত্মার দিব্য চিন্ময় জ্যোতিঃ, সুষম্ণায় আমার গোচরীভূত হউক। আমি মায়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে, জগতে ভেদ বুদ্ধি বশতঃ অনুলোমে হংস ছিলাম; এইক্ষণে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে বিলোমে অন্তঃ প্রাণায়াম অনুষ্ঠানে সোহং হইলাম। অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রহ্ম বাচক প্রণবাকারে অবস্থিত—ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমার এই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি সুখকর হউক।

সুষুম্না পথে অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা ভূতশুদ্ধি হইলে, প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা অপরা স্তর হইতে পরা স্তর সুযুম্নায় প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃ প্রাণায়ামের সাধন পরিপাকে চিন্ময় দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করেন। ইহারি অপর নাম জ্ঞান বা গুরু নেত্র; এবং দিব্য চক্ষু। জীবের অবিদ্যা জনিত অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মনে তত্ত্ব জ্ঞান, ঐ অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারাই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যোগ-দর্শনে উক্ত আছে,—

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥

ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ ॥

অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস ফলে, সাধকের অবিদ্যা জনিতঃ অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশে মনে তত্ত্বজ্ঞানাদি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়। এবং সেই ক্ষমতা বলেই মন সর্ব্ব পদার্থের সত্য স্বরূপ ধারণার যোগ্যতা লাভ করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে ;—

ধ্বস্তিঃ প্রাপ্তি স্তথা সম্বিৎ প্রসাদশ্চ মহীপতে।

স্বরূপং শৃণু চৈতেষাং কথ্যমান মনুক্রমাৎ ॥

হে মহীপতে, অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস পরায়ণ সাধক, ধ্বস্তিঃ, প্রাপ্তি, সম্বিৎ ও প্রসাদ, পর পর এই চারিটি অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রমান্বয়ে তাহার বিষয় বলিতেছি।

কর্ম্মনামিষ্ট দুষ্টাণাং জায়তে ফল সংক্ষয়ঃ।

চেত সোহপকষায়ত্বং যত্রসা ধ্বস্তি রুচ্যতে ॥

দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অসৎ কর্ম্মফল, প্রাণায়াম অভ্যাসে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এবং তৎসহকারে অন্তঃ করণের মলিনতা বিদূরিত করে। ইহাকে ধ্বস্তি বলে।

ঐহিকামুষ্মিকান্ কামান্ লোভ মোহাত্মকান্ স্বয়ম্।

নিরুধ্যাস্তে সদা যোগী প্রাপ্তিঃ সা সার্ব্বকালিকী ॥

যে অবস্থায় যোগী পুরুষ, লোভ ও মোহ হইতে সমুত্থিত—ইহ ও পারলৌকিক কামনা সমূহকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন, তাহাকে প্রাপ্তি বলে।

অতীতানাগতানর্থান্ বিপ্রকৃষ্ট তিরোহিতান্।

বিজানাতীন্দু সূর্য্যক্ষ গ্রহাণাং জ্ঞান সম্পদা ॥

তুল্য প্রভাবস্তু যদা যোগী প্রাপ্নোতি সম্পদম্।

তদা সম্বিদিতি খ্যাতা প্রাণায়ামস্য সংস্থিতিঃ ॥

অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাসে সাধকের হৃদয়ে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্যোতিঃ সঞ্চার হইলে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আধিক্য বশতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সমান প্রভাব লাভ করিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ এবং অদৃশ্য ও অতি দূরস্থিত বিষয় অবগত হইতে পারেন, ইহারি নাম সম্বিৎ।

যান্তি প্রসাদং যেনাস্য মনঃ পঞ্চ চ বায়বঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থশ্চ স প্রসাদ ইতি স্মৃতঃ॥

যে অবস্থায় যোগীর মনে, পঞ্চ বায়ু, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদয় প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানে প্রসন্নতা প্রাপ্তি করায়, তাহাকে প্রসাদ বলে। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে ;—

প্রাণায়ামাশ্চরণ বিপ্রো নিয়তেন্দ্রিয় মানসঃ।
অহোরাত্র কৃতৈঃ পাপৈমুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥

ইন্দ্রিয় ও মন সংযম পূর্ব্বক যে বিপ্র অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন ; তাহার অহোরাত্র কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

দশ দ্বাদশ সংখ্যা বা প্রাণায়ামাঃ কৃতা যদি।
নিয়ম্য মানসং তেন তদাতপ্তং মহত্তপঃ॥

মনঃ সংযম পূর্ব্বক দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম করিলে মহাতপের অনুষ্ঠান করা হয়।

সব্যাহৃতি প্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্ত ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ॥

ব্যাহৃতি সহ প্রণবাকারে অন্তঃ প্রাণায়াম প্রত্যহ ষোড়শ বার অনুষ্ঠান করিলে, এক মাস মধ্যে ভ্রূণহত্যা পাপের বিনাশ হয়।

যথা পার্থিব ধাতুনাং দহ্যন্তে ধ্মনান্মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়ৈঃ কৃতা দোষা জ্বাল্যন্তে প্রাণসংযমাৎ॥

পার্থিব ধাতু দগ্ধ হইলে যেরূপ মল শূন্য হয় ; সেইরূপ প্রাণায়াম অভ্যাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত দোষ বিনষ্ট হয়।

বেদাদি বাঙ্ময়ং সর্ব্বং প্রণবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
ততঃ প্রণবমভ্যস্তে দ্বেদাদিং বেদ জাপকঃ ॥

বেদাদি নিখিল বাঙ্ময় শাস্ত্র প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব বেদ অভ্যাসী ব্যক্তি বেদের আদিভূত প্রণব যত্ন সহকারে অন্তঃ প্রাণায়ম দ্বারা অভ্যাস করিবেন।

প্রণবে নিত্য যুক্তস্য সপ্তসুব্যাহৃতিষ্বপি।
ত্রিপদায়ান্তু গায়ত্র্যাং ন ভয়ং জায়তে ক্কচিৎ ॥
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ।
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি পাবনং কলসোদ্ভব ॥

যে ব্যক্তি সপ্তব্যাহৃতি বিশিষ্ট ত্রিপদা গায়ত্রীযুক্ত একাক্ষরাকৃতি প্রণবময় অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তাহার কখন কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যেহেতু অন্তঃ প্রাণায়াম রূপ পরম তপোদ্ভূত একাক্ষর প্রণবই পরব্রহ্ম স্বরূপ, রিপুবিমর্দ্দক এবং পরম পবিত্রতা বিধায়ক।

কর্ম্মণা মনসাবাচা যদ্রাত্রৌ কুরুতেত্বয়ম্।
উত্তিষ্ঠন্ পূর্ব্ব সন্ধ্যায়াং প্রাণায়ামৈ র্বিশোধয়েৎ ॥
যদহ্না কুরুতে পাপং মনো বাক্কায় কর্ম্মভিঃ।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তৎ প্রাণায়ামতোহরেৎ ॥

কর্ম্ম দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা রাত্রিকালে যে পাপ হয়; তাহা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃ সন্ধ্যা মন্ত্রে অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে বিনষ্ট হয়, এবং দিবাভাগে মন, বাক্য, ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম দ্বারা যে পাপ হয়; তাহা সায়ংসন্ধ্যা মন্ত্রে অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে হরণ করে।

যাহাদের দীক্ষাদি উপনয়ন সংস্কারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে; তাহারা অতি সহজেই অন্তঃ প্রাণায়াম করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত গুরুদেবের নিকট শাস্ত্রীয় দীক্ষা গ্রহণে, পূর্ব্বাপূর্ব্ব অধ্যায়ে

বর্ণিত বহিঃপ্রাণায়ামাদি নাড়ীশুদ্ধিতে, কুলকুণ্ডলিনীর উদ্বোধন করিয়া, পরে অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন।

মেরুদণ্ড অভ্যন্তরে অন্তঃপ্রাণায়ামের ক্রিয়ানুষ্ঠানক্ষেত্র। আমাদের মস্তিষ্ক হইতে একটি মজ্জা পূর্ণ শিরা ঐ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রায় গুহ্যমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে Spinal Cord বলে। এই স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে একটি শূন্য নালী বরাবর মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তাহার নাম Spinal Canal. এই স্পাইনাল ক্যানাল কটিদেশ পর্য্যন্ত বেশ প্রশস্ত, পরে অপ্রশস্ত। প্রাণযজ্ঞ বা অন্তঃ প্রাণায়াম চিত্রে মেরুদণ্ডের পার্শ্বে যে ছিদ্রগুলি দেখিতেছে,ঐ ছিদ্রপথে Spinal Cord হইতে অসংখ্য স্নায়ুগুচ্ছ বহির্গত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ এই স্নায়ুগুচ্ছই ইড়া পিঙ্গলা, এই স্নায়ুগুচ্ছ অবলম্বনে জীবনী শক্তি, শরীরের সর্ব্বত্র উৰ্দ্ধ অধঃ সঞ্চারিত হয়। তন্মধ্যে অধঃ সঞ্চারি শক্তির নাম অপান। আর উৰ্দ্ধ সঞ্চারি শক্তির নাম প্রাণ। অপান চন্দ্রাত্মক, প্রাণ সূর্য্যাত্মক। পর্ব্বত নিঃসৃতা নদী যেরূপ সমুদ্রে পতিত হইয়া তথা হইতে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, ঐ উৰ্দ্ধ অধঃ শক্তি—প্রাণাপানও সেইরূপ বক্ষঃস্থানাদি হৃদয়প্রদেশ, এবং গুহ্য মূলাদি নিম্নোদর প্রদেশ অবলম্বনে তথা হইতে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। উৰ্দ্ধশক্তি, প্রাণ বায়ু নামে বক্ষে ; আর অধঃশক্তি, অপান বায়ু নামে গুহ্যাদি নিম্নোদর প্রদেশে অবস্থিত। উৰ্দ্ধ শক্তি পিঙ্গলা প্রবাহী,অধঃ শক্তি ঈড়া প্রবাহী। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া এই উৰ্দ্ধাধঃ শক্তি প্রবাহিত হইয়া স্থূলদেহে প্রাণ নামে বক্ষাদি উৰ্দ্ধ প্রদেশে এবং অপান নামে গুহ্যাদি নিম্নোদর প্রদেশে কার্য্য করিতেছে। গুহ্য নিম্নোদরাদি প্রদেশস্থ অপানাখ্য অধঃ শক্তির আকর্ষণে, বাহ্য বায়ু নাসাছিদ্র পথে প্রবিষ্ট হইয়া অধঃ হইলে ঐ বায়ু হইতে শরীরের প্রয়োজনীয়াংশ আকর্ষিত হওয়া মাত্রেই অবশিষ্ট বায়ু, বক্ষাদি হৃদয় প্রদেশস্থ প্রাণাখ্য উৰ্দ্ধ শক্তি দ্বারা বহির্গত হয়। এইরূপে প্রাণাপানের আকর্ষণে জীবাত্মা স্রোতে ভাসমান শৈবালাদির ন্যায়, বহির্জাগতিক বিষয় প্রপঞ্চে প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত

হইতেছে। সূর্য্য এবং চন্দ্রের আকর্ষণে যেরূপ সৌরমণ্ডল শূন্যোপরি অবস্থিত থাকিয়া পরিচালিত হয় ; সেইরূপ ঐ উর্দ্ধাধঃ বা প্রাণাপানের আকর্ষণে ইন্দ্রিয় মণ্ডল সহ জীবাত্মা, শূন্যনালা সুষুম্নার অবলম্বনেই দেহে অবস্থিত আছেন। অধঃ শক্তি অপানের উর্দ্ধ প্রান্ত এবং উর্দ্ধ শক্তি প্রাণের অধঃ প্রান্ত, নাভি স্থানে সমানাখ্য মধ্য শক্তির সহিত সংযুক্ত আছে। এই সমানাখ্য মধ্য শক্তি নিরন্তর প্রাণাপানের সমতা বিধান করিতেছেন। ঐ উর্দ্ধাধঃ শক্তি প্রাণাপান, মধ্য শক্তি সমান বায়ুকে ভেদ করিয়া পরস্পরে মিলিত হইলে, জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ মৃত্যু হয়। আর ঐ উর্দ্ধাধঃ শক্তি প্রাণাপান মধ্যশক্তি সমান বায়ুকে ভেদ না করিয়া পরস্পরে মিলিত হইলে, জীবাত্মা সুষুম্নায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন, অর্থাৎ মুক্ত হন।

ধনুকের উভয় প্রান্ত উন্নমনে, জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক মধ্যস্থানে বাণ সংযোজনায়, আকর্ণ আকর্ষণ করিলে, যদি ঐ ধনুকের মধ্যস্থান ভেদ বা ভঙ্গ না হয় ; তবেই যেমতি সেই সংযোজিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য বেধ করা সম্ভব হয় ; সেই প্রকার মেরুদণ্ড রূপ ধনুকের উর্দ্ধ অধঃ প্রান্তস্থ প্রাণাপান উন্নমনে অর্থাৎ বহিঃ প্রাণায়ামাদি নাড়ীশুদ্ধি রূপ যোগ সুকৌশলে প্রাণাপানের সমতা বিধানে, উর্দ্ধশক্তি প্রাণ অধঃ এবং অধঃশক্তি অপান উর্দ্ধ হওয়ায়, মধ্য কেন্দ্রে নাভিস্থিত সমান ভেদ না হইয়া অর্থাৎ চঞ্চল না হইয়া স্থির থাকে তাহাতেই ঐ মধ্যশক্তির সাহায্যে আত্মশর উদানের দ্বারা উর্দ্ধ ব্রহ্ম লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এইরূপে সমান বায়ুর ক্ষেত্র নাভি স্থির রাখিয়া, অধঃশক্তি অপান বায়ুকে উর্দ্ধে উঠাইলেই উর্দ্ধ শক্তি প্রাণ বায়ু অধঃ হয়, আবার প্রাণবায়ু বা উর্দ্ধ শক্তি অধঃ হইলেই, অধঃ শক্তি অপান বায়ু উর্দ্ধ হয়। তাহাতেই জীবাত্মা মধ্য শক্তির সাহায্যে সুষুম্নায় প্রবেশ করেন। শ্রুতিতে উক্ত আছে ;—

অধঃ শক্তেরুদ্‌বোধনাদূর্দ্ধ্ব শক্তের্নিপাতনাৎ।
মধ্যশক্তি প্রজায়তে তস্মাদ্বৈ পরমং পদম্ ॥

অধঃ শক্তি অপান উদ্বোধনে প্রাণে এবং ঊর্দ্ধ শক্তি প্রাণ নিপাতনে অপানে আনিলে অর্থাৎ বহিঃ প্রাণায়ামাদি নাড়ী শুদ্ধিতে প্রাণাপানের হোম দ্বারা ঐ শক্তিদ্বয় স্থির করিতে পারিলে, তাহারা সমান ক্ষেত্র নাভি স্থানে সমতা প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই মধ্য শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই মধ্য শক্তি দ্বারাই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে, এই পরম পদের উল্লেখ আছে যে,—

"ঊর্দ্ধ ক্রিয়াশীল জীবনী শক্তির নাম প্রাণ। এই প্রাণ সূর্য্য স্বরূপ। নিম্ন ক্রিয়াশীল জীবনী শক্তিব নাম অপান। এই অপান চন্দ্রাত্মক।" জীবাত্মা এই প্রাণাপানের তির্য্যক্ ও দ্বৈত ভাবে ঊর্দ্ধাধঃ গতিতে ভেদ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পরমাত্মা অগ্নি স্বরূপ; বেদ উঁহার আজ্য। প্রাণ এবং অপান ঐ হুতাশন রূপী পরমাত্মার আজ্য ভাগ। এই প্রাণ অপানের মধ্যে ঐ পরমাত্মা রূপী হুতাশন বিদ্যমান আছেন। উদানই হর্ষোল্লাসময় সেই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। উদানই, প্রাণাদি সমস্ত বায়ুকে আবৃত করিয়া রাখিযাছেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা প্রাণাপানেব হোম দ্বারা বা গতিবিচ্ছেদে নাভি স্থানে বা সমান ক্ষেত্রে ঐ বায়ুদ্বযকে সমতায় আনিয়া, মধ্যশক্তি উদানের সাহাযোই প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও ঐ উদানেই প্রাণাদির অন্তর্ভাব করিয়া, পরমাত্মা প্রাপক তপস্যার নিশ্চয় করেন।"

মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ সূক্ষ্ম স্নায়ু অবলম্বনে যে শক্তি আমাদের শরীরে সঞ্চারিত হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। তাহার মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান ও উদানের পরিচয় দিয়াছি। ব্যান সর্ব্ব শরীর-ব্যাপী। এই শক্তিপ্রবাহ প্রথমতঃ হৃদয়ে Heartএ আইসে, তথা হইতে পঞ্চছিদ্র পথে বহির্গত হইয়া, যথাযথ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়। উপনিষদে হৃদয়স্থ ঐ পঞ্চছিদ্র পথ—পঞ্চ শুর্ষি নামে অভিহিত আছে। প্রথমতঃ মস্তিষ্ক হইতে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণাখ্যায় সুষুম্নায় সঞ্চারিত হয়। অগ্নিশিখা যেরূপ ইন্ধন সহযোগে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ

প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ ঐ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, জীবাত্মার ইন্দ্রিয়াদি রূপ ইন্ধন সহযোগে অধঃ হইতে উর্দ্ধে দীপ কলিকার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া আছেন। তাঁহার ঐ উর্দ্ধ ও অধঃ শক্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, উর্দ্ধ শক্তি মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বস্থ স্নায়ুগুচ্ছ অবলম্বনে পিঙ্গলা নামে এবং অধঃশক্তি দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্নায়ু গুচ্ছাবলম্বনে ঈড়া নামে প্রবাহিত হয়। এই ঈড়া ও পিঙ্গলা, মেরুদণ্ডের উভয় প্রান্তে আজ্ঞা ও মূলাধারে সুষুম্নার সহিত সংযুক্ত থাকিয়া, অধঃশক্তি অপান নামে নিম্নাংশে আর উর্দ্ধ শক্তি প্রাণ নামে উর্দ্ধাংশে কার্য্য করে। উর্দ্ধ শক্তি সূর্য্যাত্মক প্রাণ বা পুরুষ স্বরূপ। আর অধঃ শক্তি চন্দ্রাত্মক অপান বা প্রকৃতি স্বরূপ। এই উভয় শক্তির মিলনাত্মক মধ্য অবস্থায় বা ক্ষেত্রে সমান অবস্থিত। ঐউভয় শক্তির মিলনাত্মক উর্দ্ধাবস্থার নাম উদান। আর ঐ উভয় শক্তির মিলনাত্মক ব্যাপক অবস্থার নাম ব্যান। প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের ঐ উর্দ্ধাধঃ শক্তি, মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে হৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হইয়া তথা হইতেই যথাযথ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ক্রিয়াশীল হয়। ধনুকের উভয় প্রান্ত উন্নমন করিয়া জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক মধ্যস্থান অবলম্বনে যেরূপে বাণ দ্বারা লক্ষ্য বেধ করিতে হয়, সেইরূপ মেরুদণ্ডরূপ ধনুকের উভয় প্রান্তস্থ প্রাণ অপান উন্নমন করিয়া, প্রাণাপানের মিলন রূপ জ্যা আরোপণ করিলে ঐ উভয় শক্তির মিলনাত্মক উর্দ্ধগতি বিশিষ্ট উদান, নাভি বা সমান ক্ষেত্রস্থ মধ্যশক্তি অবলম্বনে প্রণবাকারে চালিত হয়। ইহাই অন্তঃপ্রাণায়াম অনুষ্ঠানের প্রাথমিক অবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থায় সপ্তব্যাহৃতি সংযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রে, সুষুম্নাস্থ চক্রে চক্রে অনুলোম বিলোমে চালিত হইয়া, অন্তঃ প্রাণায়ামের পূর্ণত্ব সম্পাদন করে। এই উভয়াবস্থার সাধনার নাম—বহিঃ প্রাণায়াম বা নাড়ীশুদ্ধি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন এবং সুষুম্না পথে প্রণবাকারে শক্তি পরিচালনা বা অন্তঃ প্রাণায়াম। তৃতীয় অবস্থার নাম পদ্ম সপ্তকে সপ্তব্যাহৃতি বা ষট্‌চক্র ভেদ। ধনুকে বাণ যোজনা করিলে বা সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেই যেরূপ সে লক্ষ্য ভেদ হয় না; সেইরূপ

মেরুদণ্ড মধ্যস্থ প্রণব ধনুকে, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য রূপ আত্ম শর যোজনা করিলেই যে পদ্ম বা চক্রভেদ হয়—তাহা নহে। লক্ষ্য বেধ করিতে হইলে যেরূপ তাহার অভ্যাস বা সাধনা চাই। সেইরূপ চক্র ভেদ করিতে হইলেও তাহার অভ্যাস বা সাধনা চাই। অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস হইলে পর শ্রীগুরু উপদেশে ঐ অন্তঃ প্রাণায়ামের দ্বারাই চক্রে চক্রে ষট্‌চক্র ভেদের সাধনা করিতে হয়।

ঐ সকল সাধনার মধ্যে এরূপ গুহ্য রহস্য নিহিত আছে যে মাতৃ-জার-বৎ কিছুতেই তাহা প্রকাশ করা যায় না। ঐ সমস্ত সাধন রহস্য, শক্তি সাধনা, পঞ্চমকার, রসতত্ত্বাদি নামে, শাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে সাধারণে যাহা দেখেন বা বুঝেন, তাহা ঘোর ব্যভিচার মাত্র। অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস হইলে পর, শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণে যখন তাঁহার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তখনি ঐ সমস্ত সাধনরহস্যে জ্ঞান লাভ করেন। সূর্য্যকিরণ যেরূপ আতসী কাচে কেন্দ্রীভূত না হইলে অগ্নি প্রকাশ করে না, সেইরূপ সাধকের চিত্তবৃত্তি গুরু আদেশ প্রতি-পালনে তৎপদে কেন্দ্রীভূত না হইলে ঐ সাধনালোক প্রকাশ পায় না। পরবর্ত্তি অধ্যায় হইতে আমরা যে ষট্‌চক্র ও তাহার ভেদ সাধন রহস্যের আলোচনা করিতেছি, সাধক উপরি উক্ত রূপে শ্রীগুরু কৃপা দ্বারাই তাহার সাধন অভিজ্ঞান লাভ করিবেন।

—

অষ্টম অধ্যায়।

ষট্‌চক্র।

অপরিমেয় অবিভাজ্য চৈতন্যের সত্তা হইতে, পরিমেয় বিভাজ্য এই প্রাকৃতিক পরিদৃশ্যমান জড় জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, এক অবিচিন্ত্য শক্তির অচিন্ত্য লীলা সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য পরমাণু হইতে স্থূলাতিস্থূল গ্রহ উপগ্রহ সহ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যে এক মহাশক্তির দ্বারা বিধৃত ও পরিচালিত হইয়া, সকলের চৈতন্যের উপর উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেকের স্থূলদেহের কার্য্য নির্ব্বাহ ব্যাপার অবধারণা করিলে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় অনুভূতি হয়। ক্ষিত্যাদি যে পঞ্চ মহাভৌতিক উপাদানে এই বিরাট জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই পাঞ্চভৌতিক উপাদানেই জীবদেহ বিনির্ম্মিত হইয়া একই শক্তি দ্বারা একই ভাবে পরিচালিত হইতেছে। স্রোতোপরি জলের সত্তায় যেরূপ তরঙ্গ ও বিম্বরাজি উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল সেই স্রোতবক্ষে অবস্থিতি পূর্ব্বক সেই জলেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ শক্তিস্রোতোপরি পঞ্চভূতের সত্তায় জগৎ ও জীবদেহ উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল ঐ মহাশক্তির বক্ষোপরি অবস্থিতি পূর্ব্বক ঐ পঞ্চভূতে মিশিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পুনরায় ঐ পঞ্চভূত হইতে নামরূপে জীবদেহ ও জগৎ আকার ধারণ করে। এইরূপে এই পঞ্চভূত চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তন ব্যতীত কোন পদার্থেরই আত্যন্তিক লয় হয় না। জন্ম মৃত্যুর ব্যপদেশে জীবের শরীর পরিগ্রহ ঐরূপেই হইতেছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ;-

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানব যেমতি নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া জীব অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করে।

যে শক্তি দ্বারা জীব, দেহহইতে দেহান্তরে সংযুক্ত হয়, সেই শক্তি দ্বারাই পরমাণূ পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগে এই বিরাট বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। স্রোতস্বতী নদী দেখিয়া যেরূপ সমুদ্রের অনুমান হয়, সেইরূপ জীব ও জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় গতিশীল অপরিহার্য্য শক্তিস্রোত দেখিয়া, চিৎ বা চৈতন্য সমুদ্রের অনুমান হয়। চিরপ্রশান্ত সমুদ্র হইতে বাণবেগে নদ নদীতে গতি চালিত হইয়া, ঐ গতির প্রতিকূল বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে যেরূপ নদী বক্ষে অসংখ্য ফেন-বুদ্বুদ-সংকুল-তরঙ্গমালার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চির প্রশান্ত ঐ চিৎ সমুদ্র হইতে বাণবেগে, মায়া প্রকৃতি রূপা নদ নদীতে, প্রাণগতি চালিত হইয়া, ঐ গতির প্রতিকূল কামনা বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে ঐ আত্মা মহাশক্তি মায়া প্রকৃতি বক্ষে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহে অপরিমেয় জীব সংকুল জগদ্ব্যাপারের উৎপত্তি হয়। এই শক্তি বিজড়িত শক্তিমান্ ঐ চিৎ চৈতন্য সত্তা, অপরিমেয় অবিভাজ্য ও চির প্রশান্ত। অব্যক্ত ও অচিন্ত্য কারণে ঐ চিৎ চৈতন্য সত্তা আলোড়িত হইয়া নামরূপে জীব ও জগতাকারে, ঐ শক্তি বিজড়িত শক্তিমানের বক্ষে কিছু সময়ের জন্য উদ্ভাসিত হয় মাত্র।

এইরূপে যে অব্যক্ত কারণে, যে জীব প্রাণগতি বিশিষ্ট হইয়া নামরূপে এই জগৎ সংসারে একবার আবির্ভূত হয়, ঐ কারণ ক্ষয় না হইলে তাহাকে বারংবার ঐ জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া উৎপত্তি ও লয়ের অধীনে নিষ্পেষিত হইতে হয়। এইজন্যই সর্ব্ব সাধনার যত কিছু অনুষ্ঠান। প্রাণ, মায়া বা আত্মা মহাশক্তির আশ্রয়ে গতিবিশিষ্ট হইলে, বিদ্যা প্রকৃতির সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত তত্ত্বাবয়বে মহত্তত্ত্বাদি হিরণ্য-গর্ভ স্তর প্রকাশিত হয়। পরে ঐ বিদ্যা প্রকৃতির তম গুণ বিকারে অহংতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, ঐ অহংতত্ত্ব ত্রিগুণে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চীকরণে প্রপঞ্চ-

বিরাট জগৎ, ঐ হিরণ্যগর্ভ স্তরসম্ভূত সৃষ্টিদেবতা ব্রহ্মার কর্তৃত্বে প্রকাশিত করেন। ঐ অপঞ্চীকৃত তত্ত্বাবয়ব এবং পঞ্চীকরণ ভূতাবয়ব সম্পন্নে ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক সমন্বিত এই বিরাট জগৎ দ্বিধাভূত। বীজের ভিতর যেরূপ বৃক্ষাবয়ব নিহিত থাকে, ফুলকলিকা মধ্যে যেরূপ গন্ধ ও রূপ অন্তর্নিহিত, সেইরূপ ব্যষ্টি জীবদেহ এবং সমষ্টি জড় জগতের মধ্যে ঐ অপঞ্চীকৃত তত্ত্বাবয়ব সম্পন্ন সপ্ত স্তর অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই সপ্ত তত্ত্বাবয়বই পদ্ম সপ্তকে ষট্‌চক্র বা সপ্তব্যাহৃতি।

বি, বিশেষরূপে+আহ্রীয়ন্তে মন্ত্রাঃ যস্মাৎ, তাহাই ব্যাহৃতি। যে সকল স্থান হইতে মন্ত্র অর্থাৎ ভগবদ্ভাব উদ্বোধক ভাষা সংগৃহীত হয়, সেই সকল স্থানের নাম ব্যাহৃতি। সাধনায় ঐ সকল স্থান হইতেই ভগবৎ-লীলার অনুভব হয় বলিয়া তন্ত্রে পদ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। আলোক ও আধার যেমতি পরস্পরের অস্তিত্বে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এক স্থানে অবস্থান করে, অথচ পরস্পরে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মী ও স্বতন্ত্র, সেইরূপ ব্রহ্মার কর্তৃত্বে অহংতত্ত্বের দ্বারায় তত্ত্ব ও জড়াবয়ব-সম্পন্ন জগৎ ও জীবদেহ সপ্তলোকযুক্ত হইয়া যতই প্রকাশিত হইতে থাকে, প্রাণ ও মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে তত্ত্বাবয়ব সম্পন্ন বিদ্যাপ্রকৃতি-স্তরে আলোক, আর জড়াবয়বসম্পন্ন অবিদ্যাপ্রকৃতিস্তরে আধারবৎ পরস্পরের অস্তিত্বে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া, এক দেহাধারেই অবস্থান করেন; অথচ পরস্পরে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মী ও সতন্ত্র। অন্ধকার যেরূপ আলোকের আবরণ, সেইরূপ জড় উপাদান সম্পন্ন অবিদ্যা প্রকৃতির পঞ্চীকরণ সম্ভূত পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল ও আকাশ এবং প্রবৃত্তিধর্ম্মি মন, বিদ্যা প্রকৃতির অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত ক্ষিতি, আপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এবং নিবৃত্তি ধর্ম্মি মন ও প্রাণালোকের আবরণ। প্রাণালোকে কার্য্যশীল ঐ আবরণষট্‌ক দর্শন শাস্ত্রে ষট্‌কোষ নামে অভিহিত হয়। এক প্রদেশ হইতে ভিন্ন প্রদেশে যাইতে হইলে, তন্মধ্যবর্ত্তি দেশগুলি যেরূপ পথিকের ঘোর অন্তরায় এবং পক্ষান্তরে একান্ত অবলম্বন; সেইরূপ অবিদ্যা প্রকৃতির মায়াময় সংসার হইতে, বিদ্যা প্রকৃতির আলোকময় প্রদেশে যাইতে

হইলে, তন্মধ্যবর্ত্তি ঐ ষট্‌কোণ বা ষট্‌চক্রে সপ্তব্যাহৃতি বা লোকগুলি সাধকের ঘোর অন্তরায় এবং পক্ষান্তরে একান্ত অবলম্বনীয়। এইজন্য ঐ গুলিকে কেহ কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির ব্যাঘাত বলিয়া উল্লেখ করেন। পথি মধ্যে পান্থশালায় যেরূপ পথিকের পথশ্রান্তি অপনোদনে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি এবং পথভ্রান্তি নিরসনে, পথপরিচয় তথা সঙ্গী লাভ হয়; এই ষট্‌চক্রের সাধনা ও তাহার ভেদ জনিত ধ্যান ব্যপদেশে, তত্তৎ স্থানে বিশ্রামে, সাধন শ্রান্তির অপনোদনে, দেবশক্তির কৃপায় বহু আশা কামনার নিবৃত্তিতে নানারূপ শক্তি লাভে, এবং সাধন-পথভ্রান্তির নিরসনে, সৎসঙ্গ আশ্রয়ে যথার্থ পথের পরিচয়ে, সাধক চিরতরে কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। সাধক সাধনাকালীন প্রতিচক্রে স্থিতি লাভ করিয়া সেই সেই চক্রস্থ শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন, সেই জ্ঞানই বেদজ্ঞান। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে,—

অগ্নেঋর্চঃ, বায়োর্যজূংষি, সামান্যাদিত্যাৎ।
স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্
প্রাবৃহৎ ভূরিতিঋগ্‌ভ্যঃ ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ॥

ভূর্লোক অর্থাৎ মূলাধার পদ্ম হইতে ঋগ্বেদের মন্ত্র, ভুবর্লোক অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান পদ্ম হইতে যজুর্ব্বেদ মন্ত্র এবং স্বর্লোক অর্থাৎ আজ্ঞাদি মণিপুর পদ্ম চতুষ্টয় হইতে সামবেদ মন্ত্র, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য দেবত্রয়ের তপস্যার দ্বারা সংগৃহীত হইয়ছিল। এইজন্য ঋগ্বেদের ব্যাহৃতি ভূঃ, যজুর্ব্বেদের ব্যাহৃতি ভুবঃ এবং সামবেদের ব্যাহৃতি স্বঃ।

প্রাণ, মায়াপ্রকৃতির বিদ্যাক্ষেত্রে, সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তলোক সমন্বিত সমষ্টি বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপে অনুপ্রাণিত হন। তৎসদ্বাচক পরিপূর্ণ শক্তিমান্ ব্রহ্মাববোধক বিন্দু হইতে, অব্যক্ত কারণে ঐ চিজ্জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, আদ্যা মহাশক্তি মায়া বা নাদ আশ্রয়ে পদ্ম সপ্তকে ষট্‌চক্র বা সপ্তব্যাহৃতি রূপে চালিত হইলে, তাহার গতিকে প্রণব বলে। এই প্রণব বা প্রাণাত্মাই ত্রিগুণময়ী মায়া প্রকৃতির সূক্ষ্মা বিদ্যা বা পরা ক্ষেত্র অবলম্বনে, পাঞ্চভৌতিক অবিদ্যা

মধ্যে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক সুষির অর্থাৎ শূন্যনালী বা ছিদ্র আছে। সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র পথকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না বলেন। ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে ঐ শূন্যনালী—সর্ব্বতোমুখস্বরূপে সর্ব্বগতি প্রদায়িনী সুষুম্নায়, সমস্ত বিশ্বই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও পরমেশ্বর সহ পঞ্চভূত, সপ্তলোক, দশদিক, বারাণস্যাদি ধর্ম্মক্ষেত্র, লবণাদি সপ্ত সমুদ্র, হিমালয়াদি পর্ব্বত শিলা, জম্বু আদি সপ্ত দ্বীপ, গঙ্গাদি নদ নদী, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র, কুল বিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্ব অক্ষর বা বর্ণমালাদি এক কথায় বহির্জগতের সকল পদার্থের শক্তি ঐ সুষুম্নায় রহিয়াছে। ঐ পরা ক্ষেত্রে সুষুম্নার ক্ষেত্রজ্ঞই প্রাণাত্মা। জীবাত্মা তাহার বীজ স্বরূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

হে মহাবাহো, অপরা প্রকৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অন্য একটী জীব স্বরূপ আমার পরা প্রকৃতি অবগত হও ; যে প্রকৃতি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে।

ঐ সুষুম্নার পূর্ব্ব দিকে নাসাগ্রে অমরাবতী নামে ইন্দ্র লোক, দক্ষিণ নেত্রে তেজোবতী অগ্নিলোক, দক্ষিণ কর্ণে সংযমনী নামক যমলোক, দক্ষিণ কর্ণ পার্শ্বে নৈঋত লোক, পৃষ্ঠের পশ্চাৎ ভাগে পশ্চিম দিকে বিভাবরী নাম্নী বারুণিকী পুরী, বাম কর্ণ সন্নিকটে গন্ধবতী নামক বায়ু লোক, কণ্ঠদেশাবধি বাম কর্ণ পর্য্যন্ত কুবেরের পুষ্পবতী পুরী, বাম নেত্রে শিবলোক, মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মলোক, পদাধঃ প্রদেশে অতল, পাদে বিতল, পাদ পৰ্ষ্ণি অর্থাৎ গুল্ফ স্থানে নিতল, জঙ্ঘায় সুতল, জানুদেশে মহাতল, উরুদেশে রসাতল, কটি-দেশকে তলাতল, নাভিদেশ হইতে গুহ্য মূল মূলাধার পর্য্যন্ত ভূর্লোক, কুক্ষি প্রদেশাদি লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠানে ভুবর্লোক, মণিপুরাদি আজ্ঞা পর্য্যন্ত স্বর্লোক, তন্মধ্যে হৃদয় প্রদেশে সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্র-লোক, বুধলোক, শুক্রলোক, মঙ্গললোক, বৃহস্পতিলোক, মন্দলোক

ও ধ্রুবলোক বিরাজিত। আর অনাহতে মহর্লোক, কণ্ঠদেশস্থ বিশুদ্ধাক্ষে জনঃ লোক, ভ্রূমধ্য—ললাট প্রদেশস্থ আজ্ঞাচক্রে তপঃ লোক, মস্তক মধ্যে আজ্ঞার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রের নীচে মায়া বা নাদ স্থানে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। উত্তর গীতায় শ্রীভগবান একবিংশতি হইতে ত্রিংশৎ শ্লোকে ইহা বলিয়াছেন। এইরূপে মেরুদণ্ড মধ্যস্থ সুষুম্না অবলম্বনে জীবের স্থূল দেহটা, বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার সমষ্টি মাত্র। Globeএ যেরূপ পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে, এবং তদ্বারাই যেরূপ পৃথিবীর সর্ব্বদেশ প্রদেশ সাগর, নগর, পর্ব্বতাদির জ্ঞান হয়; সেইরূপ জীবদেহে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে; সাধনার অনুষ্ঠানে সাধক যখন সূক্ষ্মদেহে স্থিতি লাভে সমর্থ হন, তখনই নিজ দেহস্থ প্রাণালোকে ঐ সমস্ত দর্শন ও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। নির্ব্বাণ তন্ত্রের দশম পটলে জগৎগুরু শিব বলিয়াছেন ;—

বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে যে সর্ব্বে তেঽপি যস্য শরীরিণঃ।
পৃথিব্যাং তেঽপি বর্ত্তন্তে জন্ত্যো বা কার বিগ্রহাঃ॥
মহাব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতু বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডমেবচ।
তন্মধ্যে জন্তবো দেবি তন্মধ্যে ভূবনানি চ॥
দৃষ্টি মাত্রেণ ভেদোঽস্তি স্থূল সূক্ষ্মহি ভেদতঃ।
মহা ব্রহ্মাণ্ডকে যদ্বৎ প্রকারং পরমেশ্বরী॥
তত্তৎ সর্ব্বং হি দেবেশি বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড মধ্যতঃ।

বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী অর্থাৎ ভূর্লোকাদি সপ্তলোক এবং ঐ সমস্ত লোকে যে সকল জীবনীশক্তি বিশিষ্ট বিগ্রহাদি আছে, তৎসমুদায় শরীর মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজিত। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে, তাহা দৃষ্টি করিতে পারিলেই অর্থাৎ জ্ঞানের গোচরীভূত হইলেই, তাহার ভেদ হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বরী! মহা ব্রহ্মাণ্ড এই শরীর যে প্রকার ঠিক সেই প্রকারই বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড।

শ্রীগুরু শাস্ত্র ও ভগবদ্বাক্যে মানব দেহ বিশ্বস্রষ্টার চরম শিল্প

নৈপুণ্যে, সর্ব্ব সৃষ্টি সম্ভারে এক অপূর্ব্ব সর্ব্বদেব মন্দির বলিয়া অনুমান হয়। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শ্রীভগবানের বা পরব্রহ্মের সম্বিৎ রূপী চিচ্ছক্তি—প্রাণাত্মা। আর এই মন্দির সংস্কারক অর্থাৎ ঐ দেবতা পূজক—সন্ধিনী শক্তি রূপী জীবাত্মা। এই মর্ত্ত্যধামে জীবাত্মার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর অন্য কোন দেহ নাই। দয়াময় পরমেশ্বর এই মানব দেহে তাঁহার গরীয়সী শিল্প নৈপুণ্যের অত্যদ্ভুত মহিমা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীভগবান তাঁহার স্বকীয় লীলা ক্ষেত্র সহ সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থার যাবতীয় সমষ্টি একত্রীকরণে মানব দেহ সৃষ্টি করিতেছেন। মানব বা জীবাত্মা তাহার স্বদেহস্থ ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের অবস্থা ভেদে পরিচালিত হইয়া, ঈশ্বরত্ব লাভে ব্রহ্মধামে অবস্থিত হইতে পারেন; আবার অতি নিকৃষ্টতম নরক ভোগে কৃমি কীটত্বে অধঃপতিত হইতে পারে। এতদ্‌ভয়ত্রেই জীবাত্মা তাহার নিজ কৃত কর্ম্মশক্তির পরিণামে পরিচালিত হয়। জীব, প্রবৃত্তির প্রেয় ধর্ম্মে অবিদ্যা ক্ষেত্রে কর্ম্মপরায়ণ হইলে, জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া অধঃগতি, আর নিবৃত্তির শ্রেয় ধর্ম্মে বিদ্যা ক্ষেত্রে কর্ম্ম পরায়ণ হইলে জ্ঞান ভক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া উর্দ্ধগতি লাভ করে। বিদ্যাক্ষেত্রে ঐ জ্ঞান ভক্তির আবর্ত্তে যে উর্দ্ধগতি লাভ—তাহাই ষট্‌চক্র ভেদ।

মেরুদণ্ডের মধ্যে যে শূন্যনালী আছে; যোগ শাস্ত্র এবং সাধকের অভিজ্ঞানে ঐ শূন্যনালী এক প্রকার জ্যোতিঃ পূর্ণ। নিশীথকালে নদীর স্থির জলোপরি ভাসমান নৌকার উপর প্রদীপ জ্বলিতে থাকিলে, যেরূপ ঐ নৌকার নিম্নে নদীগর্ভে এক আলোক স্তম্ভ দেখা যায়, ঐ জ্যোতিস্তম্ভ দেখিতে তদ্রূপ। বর্ণের তারতম্যে ঐ জ্যোতিঃ স্তম্ভ চতুর্ব্বিধ স্তরে অনুভূত হয়। এক প্রকার জ্যোতিঃ স্তরের মধ্যে আর এক প্রকার, তন্মধ্যে অন্য এক প্রকার, এইরূপে চারিটী আলোক স্তম্ভ উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত। এই চতুর্ব্বিধ আলোক স্তম্ভের মধ্য প্রথমটির নাম সুষুম্না; দ্বিতীয়টীর নাম বজ্রা; তৃতীয়টীর নাম চিত্রাণী, চতুর্থের নাম ব্রহ্মনাল। এই কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে মূল শ্লোক সহ তাহার বিষয় বলিয়াছি।

ঐ আলোক, কোন জড় পদার্থের দ্বারা অথবা চতুর্বিংশতি তত্ত্বে প্রতিরুদ্ধ না হইলেও অহংতত্ত্বে রূপান্তরিত হয় অথবা রূপান্তরিত না হইয়াও রূপান্তরের ন্যায় অনুভব হয়। ঐ অহংতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা ক্ষেত্রে পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও জীবদেহ বিনির্ম্মিত হয় বলিয়া ঐ তত্ত্ব হইতে ঐ আলোকের অভাব বোধ হয়। অবিদ্যা ক্ষেত্রে ঐ অহংতত্ত্বের সৃজিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সমষ্টি ভূত হইয়া জীবদেহে মূলাধার কমলে অবস্থিত। ঐ আলোক অহংতত্ত্বে প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় জীবের মন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে তাহার অনুভূতি হয় না। এইরূপে ঐ আলোকের জ্যোতির অভাবে, মাত্র তাহার গতি ধর্ম্মটি ঐ মূলাধার হইতে স্থূলদেহে সঞ্চারিত হয়। এই গতি ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ, এবং অধো হইতে ঊর্দ্ধ বিদ্যা ও অবিদ্যা ক্ষেত্রে উভয়ত্রই অনুলোম বিলোমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া ঐ পুরুষ প্রকৃতি বাচক গতির নাম হংস। অবিদ্যা ক্ষেত্রে বা স্থূলদেহে ঐ হংস বাচক গতি চালিত হইলে, তাহার নাম বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তি। মন ঐ গতি বা বায়ুর অগ্রেবাস করে। আর ঐ প্রাণালোক, ঐ বায়ু বা গতির অন্তরালে অর্থাৎ মূলাধার পদ্মে অবস্থিত। এইজন্য মন ঐ আলোক দর্শন করিতে পারে না। ঐ হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদে বা স্থির তরে মনকে ঐ মূলাধার কমলে লইতে পারিলে তবে ঐ জ্যোতির দর্শন হইতে পারে। বায়বীয়াখ্য ঐ হংসের গতি বিচ্ছেদ বা স্থির তরে মনকে উল্টাইয়া লইতে হয় বলিয়াই ঐ অবস্থার নাম সোহং। এই সোহং অবস্থা না হইলে বা লাভ করিতে না পারিলে ষট্‌চক্রের ধারণা কি জ্ঞান বা সাধনাদি হয় না।

জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি যোগাদিতে আর্য্য ধর্ম্মে যত প্রকার সাধনার উল্লেখ আছে; তৎসমস্তই ঐ একই সাধনার মুখ্য ও গৌণ বৃত্তি ভেদে অবস্থা ভেদ মাত্র। তৎসমুদায়ের সমালোচনায় একত্বে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য হইলেও প্রত্যেক প্রবন্ধে তাহার অবতারণা করিতে গেলে, পুস্তকের কলেবর বৃহৎ হইতে ও বৃহত্তর হইয়া পড়ে। এজন্য আমরা তাহা বাদ দিয়া, প্রবন্ধের আনুক্রমিক ষট্‌চক্রের

আলোচনাই করিতেছি। এতদর্থে নিম্নে ষট্‌চক্রের মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিয়া, পরে প্রতি পদ্মের শেষ ভাগে তাহার সাধনার বিষয় বলিব।

অথ মূলাধার পদ্মম্।

অথাধার পদ্মং সুষুম্নাখ্য লগ্নং।
ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধ্ব চতুঃশোণ পত্রং॥
অধো বক্ত্র মুদ্যৎ সুবর্ণাভ বর্ণে
র্বকারাদি সান্তৈ র্যুতং বেদ বর্ণৈঃ॥

লিঙ্গমূলের অধঃ ও গুহ্যমূলের ঊর্দ্ধ এতদুভয়ের সম মধ্য দেশে মেরুদণ্ডের মজ্জাভ্যন্তরে সুষুম্নায়, শোন পুষ্প বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট চতুর্দ্দল আধার পদ্ম অবস্থিত। উদয়কালীন সূর্য্যবৎ, গলিত সুবর্ণের ন্যায় আভা বিশিষ্ট বং শং ষং সং এতদ্বেদবর্ণচতুষ্টয়ে ঐ চতুর্দ্দল আধার পদ্ম অধোমুখে আছে। নির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত আছে "আধার চক্রং তৎ পদ্মং ধরামধ্যে চতুর্দ্দল।" ঐ চতুর্দ্দল আধার পদ্ম মধ্যে পৃথিবী অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

পদ্মমধ্যে বীজকোষে ক্ষিতিচক্রং মনোহরং।
বলয়া-কার রূপেণ সমুদ্রা সপ্তা সংস্থিতা॥

ঐ পদ্মের বীজকোষ মধ্যে যে মনোহর ক্ষিতিতত্ত্ব আছে, তাহা বলয়াকারে সপ্ত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। ঐ ক্ষিতিতত্ত্ব বা পৃথিবীকে জম্বুদ্বীপ বলে। "জম্বুদ্বীপং মধ্যদেশে চতুষ্কোণং মনোহরং" ঐ জম্বুদ্বীপ মনোহর চতুষ্কোনের মধ্যদেশে অবস্থিত। ষটচক্রে উল্লেখ আছে ;—

অমুষ্মিন ধরায়া শ্চতুষ্কোণ চক্রং।
সমুদ্ভাসি শূলাষ্ট কৈরাবৃতন্তৎ
লসৎ পীতবর্ণং তড়িৎ কোমলাঙ্গং।
তদন্তে সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং॥

এই আধার চক্র তড়িতের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণ বিশিষ্ট উদ্দীপ্ত আটটী দণ্ডাকার শূল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ চতুষ্কোণ চক্রের মধ্যে এই প্রপঞ্চ বা পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও জীবদেহ উৎপত্তির বীজ শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। "ইন্দ্ররূপং হি লং বীজং গজেন্দ্র বাহনং শিবে।" হে শিবে! ঐ পৃথ্বীবীজ লং, গজেন্দ্র অর্থাৎ ঐরাবত আরূঢ় ইন্দ্ররূপে প্রকাশিত।

চতুর্ব্বাহু ভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ়
স্তদঙ্কে নবীনার্ক তুল্য প্রকাশঃ॥
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহু-
র্মুখাম্ভোজ লক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগ বেদঃ॥

ঐ ইন্দ্রদেবতা চতুর্ভুজ ও ঐরাবতাধিরূঢ়। তাঁহার ক্রোড়ে বালক রূপী ব্রহ্মা, নবীন দিনমণির ন্যায় অরুণ বর্ণ, দীপ্ত ভুজ চতুষ্টয়শালী। তাঁহার মুখপদ্ম চতুষ্টয়ে চতুর্ব্বেদ বিরাজিত।

বামভাগে চ সাবিত্রী বেদ মাতা সুরেশ্বরী।
তস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য সৃষ্টিং বিতনুতে সদা॥

ব্রহ্মাব বাম ক্রোড়োপরি সুরেশ্বরী বেদমাতা সাবিত্রী দেবী অবস্থিতা। ঐ শক্তির প্রসাদ মাত্রেই ব্রহ্মা সংকল্প দ্বারা পাঞ্চভৌতিক উপাদান সম্ভূত জগৎ সৃষ্টি করেন।

বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্যভিখ্যা।
লসদ্বেদবাহুজ্জ্বলা রক্তনেত্রা॥
সমানোদিতানেক সূর্য্য প্রকাশা।
প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধ বুদ্ধেঃ॥

ঐ পৃথ্বী চক্র মধ্যে অন্য পার্শ্বে রক্তনেত্রা ও চতুর্ভুজা ডাকিনী দেবী বাস করেন। এককালীন অনেক উদয়শীল সূর্য্যের কিরণ মালার ন্যায় তাঁহার প্রতাপ অসহনীয়। কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন যোগীগণ তাহার কৃপায় যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

সুষুম্না নাড়ীর মুখ সংলগ্ন এই আধার পদ্মের বীজকোষ মধ্যে পৃথ্বীবীজ ও তাহার বীজ মূর্ত্তি এবং ডাকিনী দেবীর মধ্য স্থানে, ঐ বীজকোষ ক্ষেত্রের কিঞ্চিদূর্দ্ধ হইতে, বজ্রা নামে এক নাড়ী বা আলোক স্তর আছে। ঐ নাড়ী বা জ্যোতিঃ স্তর সুষুম্নার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ঐ নাড়ীর মূলদেশে, ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানশক্তি সমম্বিত ত্রিকোণ কামক্ষেত্র বিরাজিত। "ত্রিকোণং মদনাগারং কন্দর্পশ্চাধিদেবতা।" ঐ ত্রিকোণ মদনাগার কামক্ষেত্রের কন্দর্প ই অধিদেবতা।

বজ্রাখ্যাবক্ত্রদেশে বিলসতি সততং
কর্ণিকা মধ্য সংস্থং।
কোণং তস্ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ
কোমলং কামরূপং॥
কন্দর্পোনাম বায়ু বিলসতি সততং
তস্য মধ্যে সমন্তাৎ।
জীবেশো বন্ধু জীব প্রকরমভিহসন্
কোটি সূর্য্য প্রকাশঃ॥

ঐ বজ্রাখ্য নাড়ীর মূলদেশে তড়িতের ন্যায় মধুরোজ্জ্বল ত্রিপুরাখ্য অর্থাৎ ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তি সমম্বিতা ত্রিপুরা দেবী সম্বন্ধীয় ত্রিকোণ কামক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্র মধ্যে কন্দর্প নামক বায়ু যথেচ্ছাক্রমে শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত বিলাস করিতেছেন। ঐ বায়ু লোহিত বর্ণে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া জীবাত্মাকে নিজ বন্ধনে রাখিয়া সদা হাস্য করিতেছেন। নির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন ;—

ত্রিকোণে মদনাগারে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
মায়াশক্তির্ম্মহেশানি ভুজগাকার রূপিণী॥
তয়ৈব বেষ্টিতং লিঙ্গং সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি।

লিঙ্গাচ্ছত্র স্ববক্ত্রেণ সম্যাচ্ছাদ্য সদাস্থিতা ॥
ইন্দ্রবীজং বরারোহে লিঙ্গস্য বাম দেশকে ॥

হে মহেশ্বরী! ঐ ত্রিকোণ কামক্ষেত্র মধ্যে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে, মায়াশক্তি ভূজঙ্গিনী রূপে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মনাল নিজ মুখের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ লিঙ্গের বা শক্তি বিজড়িত শিবচৈতন্যের বাম ভাগে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সাবিত্রী প্রভৃতি দেবতার অবস্থিতি। যটচক্রে উল্লেখ আছে ;-

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কণক কলা
কোমলঃ পশ্চিমাস্যো।
জ্ঞান ধ্যান প্রকাশং প্রথম কিসলয়া-
কার রূপ স্বয়ম্ভুঃ ॥
উদ্যৎ পূর্ণেন্দু বিম্ব প্রকর করচয়
স্নিগ্ধ সন্তান হাসী।
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদা-
বর্ত্তরূপঃ প্রকাশঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি সমন্বিত ত্রিপুরা কাম ক্ষেত্র মধ্যে উক্ত লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু, গলিত স্বর্ণের ন্যায় কোমল কান্তিবিশিষ্ট, নব পল্লবের ন্যায় আরক্ত বর্ণ, শরৎকালীন পূর্ণেন্দুর ন্যায় শীতোজ্জল ও স্নিগ্ধ কান্তিশালী, নিয়ত কাশীবাস-পরায়ণ ও আনন্দময় এবং জলের আবর্ত্তের ন্যায় সম গোলাকারে, পশ্চিমাস্য অর্থাৎ পশ্চাতা-ভিমুখে অবস্থিত থাকিয়া বিলাসানুভব করিতেছেন।

তস্যোর্দ্ধে বিসতন্তু সোদরলসৎ-
সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী।
ব্রহ্মদ্বার মুখং মুখেন মধুরং
সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং ॥

শঙ্খাবর্ত্ত নিভা নবীন চপলা-
মালা বিলাসাস্পদা।
সুপ্তা সর্প সমা শিরোপরি লসৎ
সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতিঃ॥

সেই স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের উপরি ভাগে মৃণাল তন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী মহামায়া, নিজ মুখের দ্বারা ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করতঃ ঐ দ্বারে বিগলিত মধুরামৃত স্বয়ং পান করিতেছেন; এবং শঙ্খ গহ্বর বেষ্টনবৎ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করতঃ নবীন চপলা মালার ন্যায় বিলাসমানা অথচ নিদ্রিতা সর্পের ন্যায়, ঐ লিঙ্গ সার্দ্ধ ত্রিবলাকারে বেষ্টন করতঃ শিব শিরোপরি অবস্থিতা আছেন।

কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং
মত্তালি মালা স্ফুটং।
বাচঃ কোমল কাব্য বন্ধ রচনা
ভেদাদি ভেদ ক্রমৈঃ॥
শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্ত্তনেন জগতাং
জীবো যয়া ধার্য্যতে।
সা মূলাম্বুজ গহ্বরে বিলসতি
প্রোদ্দামদীপ্ত্যা বলিঃ॥

ঐ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, মধুপানমত্ত অলিবৃন্দের মত্ত অস্ফুট গুঞ্জনবৎ মধুর অথচ অব্যক্ত শব্দ তন্মাত্রায় কোমল কাব্য প্রবন্ধাদি রচনার নানারূপ ক্রমভেদে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিধান দ্বারা, মূলাধার পদ্ম রন্ধ্রে কোটি বিদ্যুৎপুঞ্জ প্রভাশালিনী হইয়া জীব জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।

তন্মধ্যে পরমা কলাতি কুশলা
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মা পরা।

নিত্যানন্দ পরম্পরাতি চপলা
মালা, লসদ্দীধিতিঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব সকলং
যদ্ভাষয়া ভাসতে।
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে
নিত্য প্রবোধোদয়া ॥

ঐ কুলকুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে, অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা বিদ্যুদ্দাম হইতেও অত্যুজ্জ্বলা আত্মজ্ঞান প্রদায়িনী নিত্যানন্দময়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা পরমা কলা পরা প্রকৃতি বিরাজিতা আছেন, তাঁহারই দিব্য জ্যোতিঃ দ্বারা ব্রহ্মাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে। সেই পরমেশ্বরীর কৃপা বশতঃই জ্ঞানীর তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়।

ধ্যাত্বৈতৎ মূল চক্রান্তর বিবর লসৎ-
কোটি সূর্য্য প্রকাশং।
বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা
সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদী ॥
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহা-
নন্দ চিত্তান্তরাত্মা।
বাক্যৈঃ কাব্য প্রবন্ধৈঃ সকল সুর গুরূন্
সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥

মূলাধার চক্রাভ্যন্তরবর্ত্তী কোটি সূর্য্য সদৃশ প্রকাশমান পূর্ব্বোক্ত পৃথ্বী চক্র ও তাহার দেবতাদি সহ কুলকুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে, সাধক সেই ধ্যান ফলে বৃহস্পতির ন্যায় সৎপাণ্ডিত্য এবং অযত্ন লব্ধ নরেন্দ্রত্ব ও সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদিত্বের সহসা অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি নিত্য অরোগী থাকিয়া চিত্ত ও অন্তরাত্মার সহিত অহর্নিশ মহানন্দে মগ্ন থাকেন, এবং সেই বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসে কাব্য প্রবন্ধাদি দ্বারা সুরগুরু বুধাদি দেবতা প্রভৃতি সকলকে প্রীতিযুক্ত করেন।

আধার পদ্মের ধ্যান ফল সম্বন্ধে শিব সংহিতায় জগদ্‌ গুরু শিব বলিয়াছেন।

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভু লিঙ্গকম্।
তদা তৎক্ষণ মাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥

যদি ক্ষণকাল মাত্র যোগিপুরুষ মূলাধার পদ্ম এবং স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ধ্যান করেন, তবে তৎক্ষণ মাত্রেই তাহার সমূহ পাপের বিনাশ হয়।

যৎ যৎ কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদম্॥
বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তি মতং মম॥

এই আধার পদ্মের সাধক যখন যেরূপ কামনা করেন সেই সেই কামনানুসারে ফল প্রাপ্ত হন। যে-সাধক নিরন্তর মূলাধার পদ্মের ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ধ্যান করেন, সেই সাধক বহিরন্তরব্যাপী পরম পূজনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রদ পরমাত্মাকে অন্তর মধ্যে এবং বাহিরে দর্শন করেন। হে পার্ব্বতী! আমার মতে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যোগ আর নাই।

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ু প্রবেশোঽপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবম্॥

নিরন্তর আধার পদ্মের ধ্যান অভ্যাসে যোগীর ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধি আয়ত্ত হয়। এবং নিশ্চয়ই তাহার সুষুম্না নাড়ীর ছিদ্র মধে বায়ু অর্থাৎ গতি সঞ্চারিত হয়।

মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দু বিধারণম।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়॥

মূলাধার পদ্মের ধ্যান ফলে বায়ু ও বিন্দু ধারণ হয়। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় সিদ্ধি আয়ত্ত হয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাণালোকে প্রকৃতির তত্ত্ব উপাদানে ক্ষিতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া মূলাধার নামে অভিহিত হয়। এই পর্য্যন্তই পরা প্রকৃতির তত্ত্ব উপাদানে সূক্ষ্ম সৃষ্টির শেষ সীমা। প্রকৃতির তমগুণে ঐ প্রাণালোক রূপান্তরিত হইয়া অহংতত্ত্ব রূপে পরিণত হয়। এই অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ বা রূপান্তরিত প্রাণাত্মা, ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের, গন্ধাদি পঞ্চ গুণ ভোগার্থে আয়ত্ত অভিলাষে অবিদ্যা ক্ষেত্রে ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চীকরণে যে সৃষ্টি সম্পন্ন করেন তাহাকে স্থূল সৃষ্টি বলে। এইরূপে স্থূল সৃষ্টি সম্পন্ন হইলে অহংতত্ত্বনিষ্ঠ জীবাত্মা ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির মধ্যস্থান মূলাধার পদ্মে সম্প্রবিষ্ট থাকিয়া স্থূলদেহ বা নামরূপে প্রকাশিত হন। অহংতত্ত্বনিষ্ঠ জীবাত্মা পঞ্চতত্ত্বের গুণ ভোগার্থে আয়ত্তেচ্ছায় প্রথমতঃ সূক্ষ্মভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পরে স্থূলরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করেন। ক্ষিতিতত্ত্ব বা মূলাধার পদ্মের গুণ ধর্ম্মে অহংতত্ত্বনিষ্ঠ জীবাত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘ্রাণ, এবং ঐ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক দ্বার বা পথ নাসিকা। এই নাসিকা পঞ্চীকরণ জড় উপাদান বিনির্ম্মিত আর ঘ্রাণশক্তি অপঞ্চীকরণ তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত। কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু। অহংতত্ত্বনিষ্ঠ জীবাত্মা ক্ষিতিতত্ত্ব ও তাহার গুণধর্ম্ম-ভোগার্থে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তে আনিয়া ভোগ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তৎফলে জীবাত্মা কামনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা ক্ষেত্রে অজ্ঞান আবরণে আবরিত হইয়া পড়েন।

ঐ কামাবরণ উন্মোচন করিতে পারিলেই জীবাত্মার স্বরূপ প্রকাশ হয়। চোরকে দেখিতে বা চিনিতে পারিলে সে যেমতি আর চুরী করিতে পারে না; তদ্রূপ জীবাত্মা তাহার ঐ মূলাধার পদ্মস্থ ক্ষিতিতত্ত্ব রূপ গৃহে, প্রকৃতির গুণধর্ম্মের অভিজ্ঞান লাভে, কামনাদি দস্যুবৃন্দকে দেখিতে বা চিনিতে পারিলে ঐ অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন। এতদর্থেই উল্লিখিত রূপে ক্ষিতিতত্ত্ব বা আধার পদ্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভূর্লোক বা ক্ষিতিতত্ত্বের অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মতত্ত্ব উপাদানে মূলাধার পদ্ম জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত। ক্ষিতিতত্ত্বের গুণ গন্ধ। ঐ

গন্ধ প্রকৃতি চতুর্ব্বিধ। নির্গন্ধ, তীব্রগন্ধ, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই গন্ধ-তত্ত্ব, সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দিগদিগন্ত ব্যাপী সীমাশূন্য অনন্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত। সূক্ষ্মাবস্থায় চতুর্দ্দিগদিগন্ত ব্যাপক এই গন্ধতত্ত্বই মূলাধার পদ্মের চতুর্দ্দল। পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চীকরণে বিরাট বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। "লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জলাত্মকাঃ।" লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর ও স্বাদুদক এই সপ্ত রসসত্তায় আশ্রয়ে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। জীবদেহ ও সপ্ত ধাতুর সত্তায় গঠিত। এই স্থূল দেহাশ্রয়ে যে জীব চৈতন্য আছেন তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত সমুদ্র সদৃশ শক্তি আশ্রযে পরিচালিত। ব্যাষ্টি জীব-দেহে ইহাই আধার পদ্মের সপ্ত সমুদ্র। এই সপ্ত সমুদ্রই বলয়াকারে মূলাধার পদ্ম কর্ণিকাব চতুঃপার্শ্বে রহিয়াছে। তাহার মধ্যে জীবাত্মা সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে জাতি, কুল, শীল, ঘৃণা, লজ্জা, মান, ভয় ও অহংকার এই অষ্টশূলে আবদ্ধ। এই শূলাবদ্ধতাই মূলাধার পদ্ম কোষাভ্যন্তরে অষ্টশূল শোভিত চতুর্ভূজ ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রাবদ্ধ জীবাত্মার অবস্থা নিয়ত বিষয় হইতে বিষান্তর প্রাপ্তি কামনায় চঞ্চল। তাই ঐ চতুর্ভূজ ক্ষেত্র মধ্যে বাম পার্শ্বে রক্তবর্ণা রক্তনেত্রা ডাকিনী দোলায়মানা। অন্য দিকে—দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথ্বীবীজ লং। তাহাব বীজমূর্ত্তি—ঐরাবৎ পৃষ্ঠে ইন্দ্র দেবতার ক্রোড়ে ব্রহ্মা, চতুর্মুখে বেদ ও চতুর্ভূজে- জপমালা কমণ্ডলু, বর ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে বেদমাতা গাযত্রী বা সাবিত্রী দেবী। ধ্যান কালীন ইহার তত্ত্ব ধারণা এই যে—সংসার পাশ বা অষ্টশূলাবদ্ধ কামনা চঞ্চল জীবাত্মা, এই নশ্বর সংসারে মায়া মোহে অভিভূত হইয়াই ভোগৈশ্বর্য্য কামনা করে, তাই মোহ-মদ-মত্ত-ঐরাবৎ পৃষ্ঠে ঐশ্বর্য্য দেবতা ইন্দ্র আরূঢ়। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি ক্ষেত্রের অধীনে, জীব পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ধারণে জগতে আসিয়া নানারূপ বিধি নিষেধের অধীন হইয়াই চালিত হয়। এইজন্য সৃষ্টি দেবতা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ ধারণে অবস্থিত। তাঁহার ক্রোড়ে বেদমাতা গায়ত্রী বা সাবিত্রী দেবী—জীবের চরমোৎকর্ষ শব্দ ব্রহ্ম রূপিনী

প্রাণশক্তি। এই প্রাণাত্মা ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান ধর্ম্মাত্মক—ত্রিপুট বা ত্রিপুরা ভৈরবী ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। জীবের বুদ্ধি, অনিত্য বিষয় কামনায় বিমুগ্ধ হইলেই, অপরা বা অবিদ্যা ক্ষেত্রে ঐ ত্রিপুটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। আর বুদ্ধিতে মুক্তি বা ভগবৎ কামনা সঞ্চারিত হইলে, পরা বা বিদ্যা প্রকৃতি ক্ষেত্রে চালিত হয়। তাই কামবীজ ক্লীং শোভিত রক্তবর্ণ কামক্ষেত্রের মধ্যস্থানে জীবাত্মার অবস্থিতি। পরা ও অপরা প্রকৃতির সন্ধি স্থান এই মূলাধার পদ্মে, জীবাত্মা পরা প্রকৃতির অর্দ্ধশক্তি, অপরার্দ্ধে অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী শক্তি সম্মিলনে, সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে কুলকুণ্ডলিনী নামে অভিহিতা।

সূর্য্যকিরণে সমুৎপন্ন সমুদ্রোত্থিত বাষ্প রাশি যেরূপ গগন মণ্ডল ব্যাপী মেঘমণ্ডলে, সেই সূর্য্যকেই আবরণ করে। তদ্রূপ কুণ্ডলিনী বা প্রাণ সূর্য্যের কিরণে সমুৎপন্ন, সংসার সমুদ্রোত্থিত কর্ম্ম সংস্কার রূপ বাষ্পরাশি—অহংতত্ত্ব ও ঐ তত্ত্ব বিনিঃসৃত মনাদি ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্থূলদেহ রূপ মেঘমণ্ডলে, ঐ কুণ্ডলিনী বা প্রাণ সূর্য্যকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। উপরি লিখিত ভাবে তাঁহার স্বরূপ তত্ত্বে, ধারণার একনিষ্ঠ ধ্যানে, প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিলেই তাঁহার ঐ আবরণ মুক্ত হয়। এই উন্মুক্ত কুলকুণ্ডলিনী বা জীবাত্মার যে শক্তি বিকাশ হয়, তাহাই মূলাধার পদ্মের ধ্যান ফল। মূল সূত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের উপদেষ্টাবর্গ, কুলকুণ্ডলিনী বা জীবাত্মাকে চতুর্ব্বিংশতি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্যোমাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাকাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই বিংশতি আর মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহংকার; এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের শক্তি সমষ্টি জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী। অহংতত্ত্বই ইহাঁর আদি-ভূত শ্রেষ্ঠ অবস্থা। দর্পনে যেরূপ স্বরূপের বিপরীত প্রতিবিম্বের প্রকাশ পায়, সেইরূপ চিদ্দর্পনের তমোগুণ ক্ষেত্রে, প্রাণাত্মার স্বরূপের রূপান্তর অর্থাৎ যে বিপরীত প্রতিবিম্বের প্রকাশ তাহাকেই অহংতত্ত্ব বলে। এই অহংতত্ত্ব, ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চীকরণে অবিদ্যা ক্ষেত্রে স্থূল

সৃষ্টিতে স্থূলদেহে আবদ্ধ হইলে, জীব উপাধি ধারণ করেন। অপরা বা অবিদ্যা ক্ষেত্রাবদ্ধ অহংতত্ত্বনিষ্ঠ ঐ জীবাত্মার নাম কুলকুণ্ডলিনী। আর পরা বা বিদ্যা ক্ষেত্রে—অবিদ্যা ক্ষেত্র মুক্ত জীবাত্মার নাম কুণ্ডলিনী। জীবাত্মাই, কুলকুণ্ডলিনী আখ্যায় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে স্থূলদেহে, এবং কুণ্ডলিনী আখ্যায় অসংখ্য দিব্যদেহ বা দেবতত্ত্বে, হিরণ্ময় কোষ সুষুম্নায় বিরাজিত। প্রাণাত্মা সূর্য্য স্বরূপে চিদ্দর্পন বা হৃদ্‌গগনে সমুদিত থাকিয়া, নিজ কিরণ প্রবাহে, জীবাত্মার বল বিধান এবং সর্ব্ব কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহার ঐ কিরণ প্রবাহের নাম প্রাণবায়ু বা জীবনীশক্তি। হংসাখ্য এই জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ুই প্রাণাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোজনা করিয়া রাখিয়াছে। স্রোতস্বতী নদী বক্ষে আরোহী সহ তরণী থাকিয়াও যেরূপ তাহার বন্ধন মুক্ত না হইলে কোথায়ও যাইতে পারে না; সেইরূপ হংসাখ্য জীবনীশক্তি স্রোতোপরি দেহ তরণী আরোহী জীবাত্মা, অবিদ্যা ক্ষেত্রের বন্ধন মুক্ত না হইলে, প্রাণাত্মার নিকট যাইতে পারেন না। এইজন্য সর্ব্ব সাধনানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই, আধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান উপদেশ। অবিদ্যা ক্ষেত্রের নশ্বর বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি সংযত করিয়া, হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদে মূলাধার পদ্মের ধ্যান জনিতঃ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে জীবাত্মার উর্দ্ধগতি হয়। সেই উর্দ্ধগতিতেই প্রাণাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। সমগ্র শক্তির মূলকেন্দ্র এবং দেহ বৃক্ষের মূল স্থান এই মূলাধার পদ্মে, ঐ জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই, জীবাত্মা অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতির বন্ধন মুক্ত হইয়া, দেবদেহে উর্দ্ধগতি লাভ করেন। বৈদিক সন্ধ্যা মন্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষমূলে বসিলে ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়, স্নান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, হোমাগ্নিতে মন্ত্রপূতঃ ঘৃত প্রদত্ত হইলে যেরূপ দেবদেহে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ হে আপঃ অর্থাৎ জীবনীশক্তিসমষ্টি—জীবাত্মা! তুমি দেহ

বৃক্ষরূপ মেরুদণ্ডমূলে মূলাধার পদ্মের ধ্যানফল জনিতঃ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে, অবিদ্যাজাত স্থূলদেহ রূপ মল মুক্ত হইয়া, ঐ চৈতন্য রূপ হোমাগ্নিতে, ইষ্ট মন্ত্রপুতঃ জীবনীশক্তি রূপ ঘৃতাহুতি দ্বারা, দেবদেহ— প্রণবাকারে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে মুক্ত কর।

ষট্‌চক্রের সাধনাকেই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে। যম নিয়ম আসন বহিঃ প্রাণায়ামাদি বহিরঙ্গের অভ্যাস। অন্তঃপ্রাণায়াম বা কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইতে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গের অভ্যাস। বহিরঙ্গের সাধনা দ্বারা ভগবন্নাম বা মন্ত্রাদি বারংবার স্মরণ ও আবৃত্তি দ্বারাই কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন হয়। আর অন্তরঙ্গের সাধন দ্বারা ঐ নাম বা মন্ত্রাতিদৃষ্ট ভগল্লীলা রস আস্বাদন হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রসআস্বাদন॥

ভগবল্লীলা রস আস্বাদন করিতে হইলে, বা সাধনার ফল নিজ অন্তরে অনুভব করিতে হইলে, অন্তরঙ্গ সাধনার প্রয়োজন। বহিরঙ্গ সাধনায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি বহিঃ বিষয় ব্যপদেশে কর্ম্মপরায়ণ থাকে বলিয়া, তজ্জনিত রসাস্বাদন হয় না। ঐ রসাস্বাদন করিতে হইলে, বহিরঙ্গ সাধনা হইতে মন ইন্দ্রিয়াদিকে ফিরাইয়া অন্তর মধ্যে আনিতে হয়। যে সাধনা দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়াদি, বহিরঙ্গ বা অবিদ্যা ক্ষেত্র স্থূলদেহ হইতে ফিরিয়া, বিদ্যা ক্ষেত্র সুষুম্নায় পরিচালিত হয় ; তাহাকে কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য বা অন্তঃপ্রাণায়াম বলে। আর যে সাধনাভ্যাস দ্বারা তাহারা তাহাদের বহির্বিষয় পরিত্যাগে, অবিকৃতাবস্থায় স্ব স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া রসাস্বাদন করে, তাহাকেই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে। এই অন্তরঙ্গ সাধনার প্রাথমিক অনুষ্ঠান- -

প্রত্যাহার।

স্বস্ব বিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥

যোগদর্শন।

কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় সম্প্রয়োগ অভাবে, অবিদ্যা জাত বিষয়-ভাব-বিকার-পরিহারে ঐ ইন্দ্রিয়গণকে, চিদ্ বা পরা ক্ষেত্রে ভগবদ্ভাবময় চিত্ত স্বরূপের অনুকার অর্থাৎ তৎসদৃশ করিয়া রাখার নাম প্রত্যাহার।

চুম্বকের সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ আকর্ষণবৎ, ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য জনিতঃ বিষয় গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অহংতত্ত্ব, শব্দাদি বিষয় প্রপঞ্চ ভোগার্থে আয়ত্ত করিবার জন্য, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গঠিত করেন। প্রথমতঃ ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদানে ইন্দ্রিয়গুলি সংজাত হয়। অহংতত্ত্ব, ঐ পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চীকরণে জড় উপাদানে উহাদের স্থূল আবয়ব গঠিত করিয়া ভোগাসক্ত হয়েন। প্রত্যেক তত্ত্বের এক একটী জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও গুণধর্ম্ম আছে। অহংতত্ত্ব ঐ গুণধর্ম্ম ভোগার্থে আয়ত্তেচ্ছায়, ঐ পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চীকরণে যে যে তত্ত্বের প্রাধান্যে, যে যে জড় অবয়ব গঠিত করেন; সেই সেই জড় অবয়ব অবলম্বনে, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তত্তৎ বিষয়ে ভোগাসক্ত হয়েন। ক্ষিতিতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘ্রাণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু, গুণধর্ম্ম গন্ধ। তত্ত্ব উপাদানে মূলাধার পদ্মে ইহাদের অবস্থান। অহংতত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে জড়াবয়ব অবলম্বনে, নাসিকা এবং গুহ্যমূলে বিকাশ স্থান। গন্ধ গুণ নাসিকার সান্নিধ্য বশতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইয়া, মন ও বুদ্ধি দ্বারা অহংতত্ত্বের নিকট আনীত হইলে, সংস্কারের অনুকুল প্রতিকুলতার তারতম্যে ঐ বিষয় গৃহীত হয়। এই ভাবে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক, তাহাদের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় অহংতত্ত্বের নিকট প্রেরিত হইলে, অহং যদি তাহার সংস্কারপ্রকৃতির অনুকুলে ঐ বিষয় গ্রহণ করেন, তবেই সেই বিষয় সম্প্রয়োগ অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে চিত্তে প্রয়োগ হয়।

পরা বা বিদ্যা এবং অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতির ক্ষেত্র ভেদে, অহংতত্ত্বের ঐ সংস্কার-প্রকৃতি দ্বিবিধ। অহংতত্ত্বে, পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রের ভগবদ্ভাব সম্বন্ধীয় সংস্কার থাকিলে, ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয়, ঐ ভগবদ্ভাবে সম্প্রয়োগ হয়। এই অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয়াদির, অবিদ্যা জাত

বিষয়-ভাব-বিকার পরিহারে ইন্দ্রিয়গণ, ভগবদ্ভাবময় চিত্তের স্বরূপাবস্থায় চিদ্‌ বা পরা ক্ষেত্র অবস্থিত থাকে বলিয়াই ইহার নাম প্রত্যাহার।

আর অহংতত্ত্বে, অপরা বা অবিদ্যা প্রকৃতি ক্ষেত্রের নশ্বর জড় ভাব সম্বন্ধীয় সংস্কার থাকিলে, ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয় ঐ জড় ভাবেই চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভাবময় চিত্তে তাহার বিপরীত ভাব সম্প্রয়োগ হেতু চাঞ্চল্য জন্মাইতে থাকিলে প্রত্যাহার হয় না।

চিত্ত, দর্পণ ও সমুদ্রের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ। স্বচ্ছ দর্পন ও স্থির সমুদ্রোপরি সূর্য্যালোকে যেরূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয়। চিত্তের উপরও ঐরূপ অহংতত্ত্বাদি ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয়ের প্রতিবিম্ব, প্রাণালোকের দ্বারা পতিত হয়। দর্পন ও সমুদ্র স্বচ্ছ ও স্থির হইলেও যেরূপ ধূলি ও বায়ু দ্বারা তাহার মলিনতা ও চঞ্চলতা জন্মাইয়া প্রতিবিম্বের স্বরূপ ভ্রষ্ট করে। চিত্তেও সেইরূপ অহংতত্ত্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গের গৃহীত বিষয়, অবিদ্যা মালিন্যে কামনা বায়ুর চঞ্চলতায় প্রতিবিম্বিত হইয়া, ঐ প্রতিবিম্বের স্বরূপ ভ্রষ্ট রূপ মলিনতায়, সচঞ্চল প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত পক্ষে বিষয় এবং চিত্ত উভয়েই স্থির। গুণ প্রকৃতির অবিদ্যা ক্ষেত্রে বিষয় প্রপঞ্চ, নশ্বর ও পরিবর্ত্তনাত্মক হইলেও অস্তি, ভাতি, প্রিয় স্বরূপে নিত্য। জীবাত্মা, তাঁহার দৃক্‌শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা, অহংঙ্কার কৃত কার্য্য দর্শনে মুহ্যমান হইয়া, স্বরূপ অভিজ্ঞানে অসমর্থ হন। সমুদ্র তটস্থ ব্যক্তি, সমুদ্রোপরি প্রতিবিম্বিত পদার্থের স্বরূপাবস্থা অগ্রে দর্শন করিয়া, সেই অভিজ্ঞানের দৃঢ়তায় যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে তাহাতে আর তাঁহার কোন প্রকার বুদ্ধি বিকার সম্ভবে না; সেইরূপ শ্রীভগবানের বা চিৎ সমুদ্রের তটস্থা জীবাত্মা, যদি বিষয় প্রপঞ্চের স্বরূপাবস্থা অগ্রে দর্শন করিয়া, সেই অভিজ্ঞানের দৃঢ়তায় নিজ চিৎ চৈতন্যোপরি প্রতিবিম্বিত বিষয় প্রপঞ্চ দর্শন করিতে পারেন, তবে আর তাঁহার কোন প্রকার বুদ্ধি বিকার হয় না। এতদর্থেই বৈরাগ্যের অবস্থায়, জ্ঞান ও ভক্তিযোগে ভগবদুপাসনার অনুষ্ঠান। বিষয় প্রপঞ্চের স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধির নাম জ্ঞান। আর সেই স্বরূপ তত্ত্বে অথবা ঐ বিষয় প্রপঞ্চে দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা বা সেবা করার

নাম ভক্তি। এই জ্ঞান বা ভক্তি ভাবের অবস্থায়, যখন অহংতত্ত্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গ গৃহীত বিষয় চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া, ঐ চিত্তের স্থির ও স্বচ্ছ স্বরূপের অনুকারে, নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্ভাব উদ্বোধন করিতে থাকে, তাহাকেই প্রত্যাহার বলে। যোগ বিজ্ঞানের এই প্রত্যাহার হইতেই প্রেমের বিকাশ আরম্ভ হইয়া, ধারণা ধ্যান ও সমাধির পরিপাকে, লীলারসে প্রকৃষ্ট স্থিতি লাভ করে। অন্তরেন্দ্রিয় চিত্তে, ঐ লীলারস আস্বাদন হয় বলিয়াই ইহাকে অন্তরঙ্গের সাধনা বলে।

এই অন্তরঙ্গের প্রত্যাহার অভ্যাস দ্বারাই সাধককে, ষট্চক্র ভেদের সাধনা করিতে হয়। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাসের পর ভগবদ্ভাব সংস্কার গত হইলে, সাধক প্রত্যাহার সাধনার অধিকারী হয়েন। ঐ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা জীবনীশক্তি সুষুম্না অভ্যন্তরে চক্র বা পদ্ম স্থানে বিবৃত রাখিয়া, ঐ পদ্মের স্বরূপ ভাবনা রূপ ধ্যান প্রবাহ, তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন রূপে করিতে পারিলেই, ক্রমশঃ প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানের পরিপাকে সমাধি অবস্থায় পদ্ম উদ্ভাসিত হইয়া সাধকের গোচরীভূত হয়। ইহারি নাম চক্রভেদ।

প্রত্যাহার সাধনাভ্যাস কালীন বা তৎপূর্ব্বেই সাধককে বহিরঙ্গ সাধনাভ্যাস দ্বারা, তাহার দৃকশক্তি অর্থাৎ চক্ষু ও মন স্থির করিয়া লইতে হয়। সাধক যে পরিমাণে তাহার মন ও চক্ষু, এক লক্ষ্যে স্থির রাখিতে পারেন, সেই পরিমাণেই তাহার প্রত্যাহারের সামর্থ্য হয়। গুরু আদেশ প্রতিপালন, কাম ক্রোধাদির বেগ ধারণ, প্রভৃতিতে গুরু বা জ্ঞানশক্তির নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মন স্থির হয়। ত্রাটক এবং প্রতীক সাধনার দ্বারা মন, দৃকশক্তি ও চক্ষু স্থির হয়। এই ত্রাটক ও প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে ;—

ত্রাটক সাধনম্।

নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং সমাহিতঃ।
অশ্রুসম্পাতপর্য্যন্তমাচার্য্যৈ স্ত্রাটকং স্মৃতম্ ॥

নিশ্চল অর্থাৎ পলকশূন্য স্থির দৃষ্টিতে একাগ্রচিত্তে, কোন একটী সূক্ষ্ম পদার্থ নিরীক্ষণ করিবে। (এতদর্থে নিজ চক্ষু ও দৃষ্টির সমসূত্র-পাতে একখানি স্বচ্ছ দর্পণ রাখিয়া, ঐ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্বের চক্ষু তারা এবং ঐ তারা মধ্যে প্রতিবিম্ব ও সেই প্রতিবিম্বের চক্ষুগোলক নিরীক্ষণ করিবে।) যতক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রুপাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উপরিউক্তরূপে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে। ইহাকেই ত্রাটক বলে।

ত্রোটনং নেত্ররোগাণাং তন্দ্রাদীনাং কবাটকম্।
যত্নতঃ ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটকম্॥

ত্রাটকসিদ্ধি হইলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। চিত্তের তামস বৃত্তি—নিদ্রা তন্দ্রাদির বিনাশ পায়। স্বর্ণপেটিকা যেমন গোপনে রাখিতে হয়, সাধক তদ্রূপ এই ত্রাটকঅভ্যাস যত্নপূর্ব্বক গোপনে করিবেন।

কিছুদিন ত্রাটক অভ্যাস করিলে, চক্ষু নির্ম্মল হইবে ও চক্ষুদ্বয়ে প্রবাহী দৃষ্টি শক্তি বাড়িয়া যাইবে। চক্ষুর সকল দোষ বিনস্ট হইবে। নিদ্রা তন্দ্রাদি সাধককে অভিভূত করিতে পারিবেক না। ত্রাটক অভ্যাস অন্তে যদি সাধক তাহার চক্ষু তারাদ্বয় সহ দৃষ্টি শক্তি, সম্মুখস্থ লক্ষ্য হইতে আকর্ষণে নিজ ভ্রূমধ্যবর্ত্তি বিন্দু কেন্দ্রে আবদ্ধ করেন, তবে অতি শীঘ্রই ত্রাটকের সিদ্ধি লাভে নিজ মনোজয় পূর্ব্বক প্রত্যাহারে অধিকারী হইবেন। অতঃপর প্রতীক উপাসনার কথা বলিতেছি।

প্রতীক সাধনম্।

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্য নিষ্কলিতলোচনদ্বয়ম্।
যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকঃ নভোঽঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি॥

(প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর প্রগাঢ় রৌদ্রে, উন্মুক্ত অথচ নির্জ্জন সমতল স্থানে সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া অর্থাৎ পশ্চিম আস্যে প্রতীকোপাসনা করিতে হয়।)

উক্ত রূপে গাঢ় আতপে দাঁড়াইয়া, ঐ সমতল ক্ষেত্রে পতিত নিজ

প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ার কণ্ঠস্থান, বিস্ফারিত দৃঢ় একাগ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। পরে দ্রুতভাবে একেবারে সম্মুখস্থ নভোমণ্ডলে ঐ বিস্ফারিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেই, তৎক্ষণাৎ এক বিরাট শ্বেত প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে ; ইহারই নাম প্রতীক সাধনা। এই সাধনা কালীন সাধক, তাহার শ্বাস প্রশ্বাস স্থির অর্থাৎ বিনা অবরোধে কুম্ভক রাখিবেন।

এই উপাসনায় নভোমণ্ডলস্থ ঐ প্রতীক, প্রথম প্রথম সাধকের নিকট কাঁপিতে কাঁপিতে অল্প সময় মধ্যে লয় হইয়া যাইবে। কিন্তু সাধকের যদি ত্রাটক অভ্যাসে দৃষ্টি ও মন স্থির হইয়া থাকে, তবে তদনুরূপে প্রতীকও স্থির থাকিবে। অথবা বারংবার প্রতীকের সাধনাভ্যাসে প্রতীক স্থির হয়। যে ভাবে হয় সাধকের নিকট তাহার প্রতীক স্থির হইলে, ঐ প্রতীক সূর্য্যমণ্ডলে, পরে নিজ হৃদ্‌পুণ্ডরীকে দৃষ্ট হইবেক। উপনিষদের উপদেশে আছে ;-

"অক্ষিণি সূর্য্যমণ্ডলেহৃদ্‌গহ্বরে আত্মা উপাস্যঃ।"

চক্ষুদ্বয় দ্বারা নভোমণ্ডলে, সূর্য্যমণ্ডলে ও হৃদ্‌পদ্মে আত্মার যে প্রতিবিম্ব আছে ; সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনা করিবে। এই প্রতীকোপাসনার ফল সম্বন্ধে শিব সংহিতায় উক্ত আছে ;--

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদা।
পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

প্রতীকোপাসনায় দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অর্থাৎ ইহপারলৌকিক উভয়বিধ ফল প্রদান করে। তজ্জন্য এই উপাসনা কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে আর কোনরূপ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রতীক সাধকের দর্শনে, লোক পবিত্র হয়।

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোহঙ্গনে।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধি র্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ আকাশমণ্ডলে একবার স্বপ্রতীক দর্শন করে, তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। কদাপি সে সাধকের সাধারণের ন্যায় মৃত্যু হয় না।

যদা পশ্যতি সংপূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোহঙ্গনে।
তদা জয়মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ॥

যখন সাধকের দিবসের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ নভোমণ্ডলে সম্পূর্ণ স্ব প্রতীক দর্শন হয়। তখন তাহার সমস্ত প্রকার জয়লাভ হয়। এবং বায়ুকে জয় করিয়া, আত্মবশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা জন্মে।

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মনাং বিন্দতে পরম্।
পূর্ণানন্দৈকপুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই প্রতীকোপাসনার অভ্যাস করে সে পরমাত্মাকে লাভ করে। এই প্রতীক পরিপূর্ণআনন্দস্বরূপ পরম পুরুষ, সেই প্রতীকরূপী পরমাত্মার প্রসাদে সাধকও তৎস্বরূপ হন।

যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ॥

যাত্রা কালে, বিবাহ কালে, শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে, কি সঙ্কটাপন্ন সময়ে এবং পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্তার্থে ও পুণ্যবৃদ্ধ্যর্থে প্রতীকোপাসনা করিবে।

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতিধ্রুবম্।
অতো মুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ॥

এই প্রতীকোপাসনা নিরন্তর অভ্যাস করিলে, সাধক নিজ হৃদয় মধ্যে নিশ্চিত স্বপ্রতীক দর্শন করিতে পারেন। তাহাতে নিয়ত-মানস যোগী, ঐ নিজ হৃদ্‌পদ্মস্থ স্বপ্রতীকে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এই ত্রাটক ও প্রতীকোপাসনার অভ্যাস সম্পন্ন সাধক, তাহার মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অবলীলাক্রমে আকর্ষণ করিয়া, দৃক্‌শক্তি দ্বারা যে স্থানে অর্থাৎ যে পদ্মে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে পারেন। ঐরূপে সাধনশক্তিসম্পন্ন সাধকের দৃক্‌শক্তি যে পদ্মে স্থির হয়, সেই পদ্মের বা তত্ত্বের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সাধকের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে।

প্রত্যাহার সাধনার প্রাথমিক অনুষ্ঠানক্ষেত্র মূলাধার। মূলাধার পদ্মে সাধক তাহার মন ও চক্ষু অর্থাৎ দৃক্‌শক্তি স্থির রাখিতে পারিলেই, ঐ আধার পদ্মের অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘ্রাণ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু, তাহাদের বিষয় গন্ধপ্রকৃতির জড়াসক্তির সম্প্রয়োগ অভাবে, চিত্তের স্বরূপ অনুকারে চিদ্ স্বরূপের অভিজ্ঞান উদ্বোধন করে। তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় সাধকের বশীভূত হইয়া, পরম মঙ্গল বিধান করে। যোগদর্শনে উক্ত আছে ;—

ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।

প্রত্যাহার সাধনায় ইন্দ্রিয়গণ সাধকেব পরম বশীভূত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ সাধকের নিকট আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় থাকিয়া, নিরন্তর ভগবদ্ভাব উদ্বোধন করে।

চক্রে চক্রে প্রত্যাহারের সাধনায় সাধক, আপন দুর্নিবার ইন্দ্রিয়-গণকে বশে আনিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রিয় বশে না থাকিলে সাধনা ত পরের কথা, সাধারণ সংসারক্ষেত্রে সুখ শান্তি লাভ একান্ত অসম্ভব। অগ্নি যেরূপ ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। ইন্দ্রিয়-গুলিও সেইরূপ বিষয় ইন্ধন পাইলে ক্রমে প্রবলতর হইয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সংঘটন করে।

যে বিষয় যে পরিমাণে চিন্তা করা যায়, সেই বিষয়ের সেই পরি-মাণেই সঙ্গ হয়। "ধ্যায়তে বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।" বিষয়-ধ্যান হইতেই বিষয়সঙ্গ উপস্থিত হয়। "সঙ্গাৎ সংজয়তে কামঃ" ঐ সঙ্গ হইতেই কামনা উৎপন্ন হয়। এই বিষয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও জড় উপাদান ভেদে দ্বিবিধ। বিদ্যা বা পরা ক্ষেত্রে তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত বিষয়ধ্যানে যে সঙ্গ হয় এবং ঐ সঙ্গ হইতে উৎপন্ন কাম—ভক্তি ও প্রেম ভাবে পরিণত হয়। আর অবিদ্যা ক্ষেত্রে জড় উপাদান সম্ভূত বিষয়ধ্যানে যে সঙ্গ হয়, এবং ঐ সঙ্গ হইতে উৎপন্ন কাম—অবিদ্যা বা অজ্ঞানাদিতে রিপুরূপে পরিণত হয়। বিদ্যা বা পরা ক্ষেত্র সুষুম্নায়, তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত উপরি বর্ণিতানুরূপ মূলাধারপদ্ম যে পরিমাণে ধ্যান বা চিন্তা করা যায়, সেই পরিমাণেই তাহার সঙ্গ

হয় ; এবং ঐ সঙ্গ হইতে উৎপন্ন কাম, প্রত্যাহারাদির সাধনায় ভক্তি ও প্রেম ভাবে পরিণত হয়।

যথোল্লিখিত ভাবে যথাস্থানে মুলাধার পদ্ম অনুরাগ ভরে ধ্যান করিলেই, কিছুদিনের মধ্যেই সাধক ধ্যান ফল অনুভব করিতে পারেন। তন্ত্রে উক্ত আছে, প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রথমেই নিজ শিরঃস্থিত সহস্র দল কমলে শ্রীগুরু দেবকে ধ্যান করিয়া, পরে মূলাধার পদ্ম এবং কুলকুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে। "ততো মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মূলবিদ্যা বিভাবয়েৎ।" মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্না পথে, সমস্ত শক্তির মূলশক্তি কুণ্ডলিনীকে ভাবনা করিবে। যথা স্থানে যথোল্লিখিত ভাবে আধারপদ্ম চিন্তা করিলেই তাহার ধ্যান হয়। ঐ ধ্যানে যদি জীবনীশক্তি হংস বা শ্বাস প্রশ্বাসের বহিরুন্মুখীন গতিবিচ্ছেদে, শক্তি আধার পদ্মে স্থির রাখা যায়, তবে স্রোতের জল অবরুদ্ধ হইলে যেরূপ সে মহাশক্তি ধারণ করে ; সেইরূপ মনও মহাশক্তিশালী হয়। পরে অন্তঃপ্রাণায়ামাদিতে প্রত্যাহারাদির অভ্যাসে সাধকের হৃদয়ে সম্বিৎশক্তি বা প্রাণালোকের দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইলে, সেই আলোকে পদ্ম গোচরীভূত হয়। ইহাকেই কুণ্ডলিনী-চৈতন্য বলে। এই কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে সাধক যে পদ্মের উপর ধ্যান প্রবাহ চালনা করেন, সেই পদ্মই তাঁহার দৃক্‌শক্তির নিকট ফুটিয়া উঠে। ইহারি নাম চক্রভেদ। এইরূপে ষট্‌চক্র ভেদে সাধকের স্থূল জড়দেহ চিন্ময় হইয়া যায়। তিনি দিব্য দেহে নিত্য ভগবৎ সঙ্গে অহোরাত্র মাতোয়ারা হইয়া কালযাপন করেন। মৃত্যু তাহার ত্রিসীমানায়ও আসিতে পারে না। আর অন্তঃপ্রাণায়ামের অভ্যাস জনিত মাত্র পদ্মের ধ্যানফলে সাধক তত্তৎ পদ্মের শক্তি লাভ করেন। অতঃপর আমরা প্রত্যেক পদ্মের বিবরণ ও ধ্যানকৌশল এবং তাহার ফল নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অথ স্বাধিষ্ঠানপদ্মম্।

সিন্দূর পুর রুচিরারুণপদ্মমন্যৎ।
সৌষুম্ন মধ্য ঘটিতং ধ্বজমূলদেশে॥

অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈঃ।
বাদ্যৈঃ সবিন্দু লসিতৈশ্চ পুরান্দরান্তৈঃ॥

লিঙ্গমূলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জাভ্যন্তরে সুষুম্না মধ্যে সিন্দুর পূরণের ন্যায় অরুণবর্ণ মনোজ্ঞ এক পদ্ম আছে। ঐ পদ্ম তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল এবং নাদ বিন্দু যুক্ত ব, ভ, ম, য, র ও ল এই ষট্‌বর্ণাত্মক ষট্‌দল যুক্ত। নির্ব্বাণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

পত্র ষট্‌কং তথা বৃত্তং চতুর্দ্বার বিভূষিতং।
পদ্মমধ্যে বীজকোষে ভুবর্ল্লোকং মনোহরং।

ঐ পত্র ষট্‌ক, চতুর্দ্বার যুক্ত বৃত্তদ্বারা শোভিত। ঐ পদ্মের বীজ-কোষ মধ্যে মনোহর ভুবর্লোক বিরাজিত। ইহাকেই অপ্‌ তত্ত্ব বা বরুণলোক বলে। তথাহি ষট্‌চক্রে ;—

অম্বান্তরে প্রবিলসৎ বিশদ প্রকাশ-
মম্ভোজ মণ্ডল মথো বরুণস্য তস্য ॥
অর্দ্ধেন্দু রূপোল্লসিতং শরদিন্দু শুভ্রং।
বং কার বীজ মমলং মকরাধিরূঢ়ং ॥

ঐ ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠানপদ্মের বীজকোষে বরুণ দেবতার শুক্লবর্ণ বরুণচক্র আছে। ঐ চক্রমধ্যে নাদবিন্দুযুক্ত বরুণবীজ বং কার শরদিন্দুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং ঐ বীজদেবতা মকরাধিরূঢ় হইয়া বিরাজিত আছেন। তথাহি নির্ব্বাণ তন্ত্রে ;—

তস্যোর্দ্ধে নিবসেদ্বিষ্ণুঃ শ্রীবাণী বাম দক্ষিণে।
ব্রহ্মণা স্বজ্যতে লোকঃ পাল্যতে চক্রপাণিনা ॥

ভুবর্লোকের ঊর্দ্ধ প্রদেশে বং এই বরুণ বীজদেবতা শ্রীবিষ্ণুর বামে লক্ষ্মী ও দক্ষিণে বাগ্‌ দেবী সরস্বতী বিরাজিতা আছেন। এই চক্রধর শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা সকললোক সৃষ্টি করিলে, ঐ বিষ্ণুই সেই সকল লোক পালন করেন। ষট্‌চক্রে উল্লেখ আছে ;—

তস্যাঙ্কদেশে কলিতো হরিরেব পায়ান্ ।
নীল প্রকাশ রুচির প্রিয় মাদধানং ॥
পীতাম্বরঃ প্রথম যৌবন গর্ব্বধারী ।
শ্রীবৎস কৌস্তভ ধরো ধৃতবেদবাহুঃ ॥

বং এই বরুণবীজের অন্তর্নিহিত দেবতা বিষ্ণু। তিনি নবঘন শ্যামবর্ণ, পীতাম্বরধারী, নব যৌবন সমন্বিত চতুর্ভুজে এবং শ্রীবৎস লক্ষণযুক্ত কৌস্তভ মণি বিভূষিত কণ্ঠে বিরাজিত আছেন। সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত এই অপ্ চক্রে, বিষ্ণুর বসতি হেতু, বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত। তথাহি নির্ব্বাণ তন্ত্রে ;—

বৈকুণ্ঠং নাম তৎ স্বর্গং নানা দেবালয়ং হি তৎ ।
বৈকুণ্ঠস্য দক্ষ ভাগে গোলকং সর্ব্ব মোহনং ॥

পরম দিব্য ধাম এই বৈকুণ্ঠ লোক বহু দেবতার আলয় স্বরূপ। এই বৈকুণ্ঠের দক্ষিণ ভাগে সর্ব্বলোক মনমোহন গোলোকধাম অবস্থিত।

তত্রৈব রাধিকা দেবী, দ্বিভুজো মুরলীধরঃ ।
নারদাদ্যৈঃ সুরগণৈঃ শোভিতঃ বেদ পারগৈঃ ॥

সেই গোলকধামে দ্বিভুজ মুররীধর শ্রীকৃষ্ণের বামে রাধিকা দেবী যুগলরূপে বিরাজিতা আছেন। ব্রহ্মা, শিব, নারদ এবং ইন্দ্র প্রভৃতি সুরবর্গ বেদগান দ্বারা নিয়ত তাঁহাদের স্তুতি করিতেছেন। মকরাধিরূঢ় বিষ্ণুর অন্য পার্শ্বে রাকিনী দেবী অবস্থান করিতেছেন। তথাহি ষট্‌চক্রে ;—

তত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনী সা ।
নীলাম্বুজোদর সহোদর কান্তি শোভা ॥
নানায়ুধোদ্যত করৈলসিতাঙ্গলক্ষ্মী
দিব্যাম্বরাভরণ ভূষিত মত্তচিত্তা ॥

এই স্বাধিষ্ঠান বা অপ্ চক্রস্থ বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে, নীলপদ্মের ন্যায় কান্তিশালিনী ও নানাস্ত্র ধারণে উদ্যতহস্তা এবং বিবিধ বস্ত্রা-ভরণে ভূষিতা ও মত্তচিত্তা রাকিনী নামে যোগিনী দেবী অবস্থান করিতেছেন।

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং
চিন্তয়েদ্ যো মনুষ্য-
স্তস্যাহঙ্কার দোষাদিক সকল রিপুঃ
ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন ॥
যোগী স নষ্টমোহোদ্ভূততিমিরচয়ো
ভানুতুল্য প্রকাশো।
গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈ র্বিরচয়তি সুধা-
কাব্যসন্দোহলক্ষ্মীং ॥

এই স্বাধিষ্ঠানাখ্য অপ্ চক্রকে তাহার বীজদেবতা সহ ভাবনা করিলে মানবের অহংকারাদি অবিদ্যা মালিন্য এবং কামক্রোধাদি সকল রিপু অতি শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মোহান্ধকার নষ্ট হওয়ায় সেই সাধক নবোদিত দিবাকরের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া, গদ্য পদ্য প্রবন্ধাদি রচনা দ্বারা নানা সদ্ গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক কাব্য সুধা পানে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যান জনিতঃ সিদ্ধি ফল সম্বন্ধে শিব সংহিতায় শিব বলিয়াছেন।

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকম্।
তস্য কামাঙ্গনাঃ সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ ॥

যে সাধক সর্ব্বদা ঐ দিব্য স্বাধিষ্ঠানপদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহাকে কামাঙ্গনারা কামে মোহিত হইয়া ভজনা করেন।

বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবম্।
সর্ব্বরোগ বিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ ॥

এই পদ্ম ধ্যানকারী সাধক, কখন যে সকল শাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই, এমত বিবিধ শাস্ত্র সকল নিঃশঙ্কে নিশ্চিত ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এবং সর্ব্ব রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ভয় শরীরে সকল লোকে বিচরণ করিতে পারেন।

মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরনিমাদি গুণান্বিতা॥
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
আকাশ পঙ্কজগলৎ পীযূষমপি বর্দ্ধতে॥

এই পদ্মের ধ্যানসিদ্ধি ফলে সাধক আপনার মৃত্যু আপনি গ্রাস করিতে পারেন। তাহার মরণের কারণ আর কে হইবে? অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সমন্বিত পরমা সিদ্ধি তিনি প্রাপ্ত হন। তাঁহার দেহে নিরন্তর প্রাণবায়ু সঞ্চারিত থাকায় মাধুর্য্য রসের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহাতে তিনি সহস্রার গলিত পরমামৃত প্রচুর পরিমাণে পান করিতে থাকেন।

প্রাণালোকে অপ্ বা রসতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে ঐ রসতত্ত্ব-মণ্ডলকে স্বাধিষ্ঠান বলে। স্বয়ং শ্রীভগবানের ঐ রসতত্ত্বে নিত্য অধিষ্ঠান হেতু স্বাধিষ্ঠান নামে অভিহিত। অপের গুণ রস। রসের সত্ত্বা ছয় প্রকারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূত হয়। মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ। এই ষড়্বিধ রসসত্তাই স্বাধিষ্ঠানকমলের ষড়্দল। ঐ ষড়্দলস্থ বঁ, ভ, ম, য, র, ল, ঐ ষড়্রসের অক্ষর বীজাবস্থা। রসতত্ত্ব উপভোগের জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ। পরাপ্রকৃতি-স্তরে প্রাণালোকে অপঞ্চীকরণ তত্ত্ব উপাদানে রসতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে, অহংতত্ত্ব ঐ রসসত্তা ভোগার্থে আয়ত্ত ইচ্ছায়, পঞ্চীকরণের জড় উপাদানে অপরা প্রকৃতি স্তরে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করেন। এবং ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ রসসত্তার উপভোগে তাহাতে অহং অভিমান বশতঃ ঐ অবিদ্যাপ্রকৃতির ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া, স্থূল জড়দেহে বসবাস করেন। এই স্থূলদেহবিহারি ঐ অহংতত্ত্বের স্বরূপভূত মনঃস্পন্দ ও প্রাণস্পন্দকে, নশ্বর পার্থিব ঐশ্বর্য্যের উপেক্ষায় অর্থাৎ বৈরাগ্যের বলে

ফিরাইয়া, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে (অন্তঃ প্রাণায়ামাদি—প্রত্যাহারের সাধনায়) মূলাধার চক্রভেদে এই স্বাধিষ্ঠানপদ্মে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের মাধুর্য্যশক্তির রস ধর্ম্মে উপাসনায় প্রবৃত্ত করে। সাধনা প্রবৃত্ত জীব আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, পরমার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্য দিয়া সাধনার অধিকার লাভ করে বলিয়াই, ঐ পত্রষট্‌ক চতুর্দ্বার যুক্ত বৃত্তদ্বারা পরিশোভিত। প্রাণজ্যোতিঃ, শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি মায়ার আশ্রয়ে সত্বগুণাত্মক মহত্তত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, ঐ সত্বগুণ চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুশুভ্র তোয়মণ্ডলে ক্ষিরোদসমুদ্র স্বরূপে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে, পরাপ্রকৃতিও সত্বাত্মক জ্ঞানদেবী ও ঐশ্বর্য্যদেবী —বাণী ও লক্ষ্মীরূপে ঐ প্রাণাত্মা শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্ত্তিনী থাকেন। এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, জীব গ্রামের ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্য্যামী ক্ষিরোদশায়ী পরম বিষ্ণু বা নারায়ণ। সাধনানুরাগ সম্পন্ন রসধর্ম্মী জীবাত্মাই ঐ জীব সত্তাবাচক মকর। ঐ রসধর্ম্মের সাধনানুরাগে সাধক শ্রীগুরুকৃপায় এই স্বাধিষ্ঠানপদ্মের ধ্যাননিষ্ঠায় সত্বজ্ঞানাত্মক যে স্থিতি লাভ করেন, সেই স্থিতি শক্তিই রাকিনী নাম্নী যোগিনীদেবী। এই দেবীর কৃপায় সাধক কামপ্রবৃত্তি জয়ে অর্থাৎ আয়ত্তাধীনে, অবিদ্যা প্রকৃতি প্রসূতা অহং অভিমান প্রভৃতি কামক্রোধাদি ষড়রিপু জয়ে বা তজ্জনিত নানারূপ বাধা বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া, উত্তরোত্তর সাধনানুরাগসম্পন্ন হয়েন। এই জন্য ঐ রাকিনীদেবী নবঘন শ্যামরূপে নানা অস্ত্রে উদ্যতহস্তা। এই স্বাধিষ্ঠানপদ্মের ধ্যানানুষ্ঠানে সাধকের জ্ঞানে, যতই ঐ সকল ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়, ততই তাঁহার সকল কুণ্ঠা বিগত হওয়ায় বৈকুণ্ঠের অধিকারী করে। এই বৈকুণ্ঠের দক্ষভাগে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও নারদাদি দেব বাঞ্ছিত পরম ব্রহ্ম শ্রীভগবানের তুরীয় ধাম গোলোক। এই বৈকুণ্ঠ ও গোলক সম্বন্ধে নির্ব্বাণতন্ত্রে শিব উক্তিতে উল্লেখ আছে ;—

বৈকুণ্ঠ সদৃশং স্থানং নাস্তি জ্ঞানেচ মামকে।
অগ্রে মধ্যে তথা বামে জ্যোতিষং পরিপশ্যতি ॥

ঐ বৈকুণ্ঠের অগ্রে মধ্যে এবং বাম ভাগে দিব্যজ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে শ্রীবিষ্ণুরূপ গোচরীভূত হয়। আমার জ্ঞানে বৈকুণ্ঠ সদৃশ লোক আর নাই।

মহাসত্ত্বময়ং লোকং বেদ বাহু বিরাজিতং।
পীতাম্বরং শান্তমূর্ত্তিং বনমালাবিভূষিতং॥
শ্রীবিষ্ণোঃ সত্ত্বরূপস্য যৎ স্থলং চিত্তমোহনং।
তস্য স্থানস্য মাহাত্ম্যং কিং ময়া কথ্যতেঽধুনা॥

এই মহা সত্ত্বময় লোকে সত্ত্বরূপ শান্তমূর্ত্তিতে বনমালা বিভূষিত শ্রীবিষ্ণু চতুর্ভুজে পীতাম্বর পরিধানে বিরাজিত। যে স্থানে সকলের চিত্ত মুগ্ধ হয়, সেই বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য এখন আর কি বলিব!

তদা সত্ত্বময়ো বিষ্ণুর্ভুবনং পাতি নিশ্চিতং।
বৈষ্ণবস্য মহামোক্ষো যত্রৈব পরমেশ্বরি॥
ইতিস্থানস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ ময়োদিতং।
বিস্তারেণ ন শক্নোমি জন্মান্তরশতেন চ॥

ঐ সত্ত্বময় শ্রীবিষ্ণু ত্রিভুবনের একমাত্র পালনকর্ত্তা। হে পরমেশ্বরি, যে স্থান বৈষ্ণবগণের মহা মোক্ষালয়, সেই স্থানের মাহাত্ম্য আমি সংক্ষেপেই বলিলাম। শত জন্মেও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে আমি সমর্থ হই না।

তত্রৈব সততং ভাতি দ্বিভুজো মুরলীধরঃ।
বাম ভাগে সদা ভাতি রাধিকা ভক্তবৎসলা॥
ইন্দ্রাদি দেবতা সর্ব্বৈঃ স্তূয়মানা নিরন্তরং।
বেদগানে চ ভাষন্তৌ মূর্ত্তিমন্তৌ সদৈব হি॥

ঐ বৈকুণ্ঠের দক্ষভাগে দ্বিভুজে মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা ভক্তপ্রাণা রাধিকা দেবীকে বামভাগে লইয়া যুগল রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইন্দ্রাদি সকল দেবতাবর্গ মূর্ত্তিমান্ অবস্থায় সর্ব্বদা বেদ গান দ্বারা তাঁহাদের স্তুতি করিতেছেন।

তত্রৈব রাধিকা দেবী নানা সুখবিলাসিনী।
বদন্তী মুরলী গানং কুরুকান্ত প্রমোহনম্ ॥
যেন শব্দেন কামস্য উৎপত্তি র্জায়তে সদা।
তদ্রাগৈশ্চৈব তত্তালং কুরুগানং প্রযত্নতঃ ॥

ঐ স্থানে নানা সুখবিলাসিনী রাধিকা দেবী মুরলীর সুর ঝঙ্কারে, প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের মনঃ প্রাণ মুগ্ধ করিতেছেন। যেরূপ সুর ঝঙ্কারে সর্ব্বদা কামের উৎপত্তি হয়, রাধিকা দেবী প্রযত্নের সহিত সেইরূপ তাল সংযুক্ত রাগ রাগিনী দ্বারা গান করিতেছেন।

আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ।
সদ্গতিং চৈব তেষাং হি দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ ॥
গুরুণা ভাবমার্গেণ মন্ত্রমার্গেণ চৈবহি।
যে জনা মাং ভজন্ত্যেব তে নরা মৎসমাঃ সদা ॥

গুরু উপদিষ্ট ভাবপথ অথবা মন্ত্রাতিদৃষ্ট সুষুম্নাপথে যে সকল মানব রাধাকৃষ্ণ এই নাম বা মহামন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমার সমান শক্তিশালী, এবং আমি তাঁহাদিগকে সদ্গতি প্রদান করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যা নারী মামভেদেন ভজন্তে পুরুষং তথা।
ত্বৎ সমানা চ সা নারী জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভক্ত্যাবাপ্যথবাভক্ত্যা জপন্তি যুগলং যদি।
তব ভক্ত্যা প্রদাস্যামি মদ্গতিং শৃণু রাধিকে ॥

যে নারী আমার (শিবের) সহিত অভেদ ভাবে অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বিজড়িত কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে প্রেমভাবে ঐ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, হে রাধিকে! সেই নারী তোমার সমান তাহাতে কোন সংশয় নাই। শুন রাধিকে, ভক্তি ভাবেই হউক আর অভক্তিতেই হউক যাঁহারা উপরি উক্ত ভাবে যুগল মন্ত্র জপ করেন, তোমার ভক্তি হেতু আমি তাঁহাদিগকে মৎসদৃশ সদ্গতি প্রদান কবিব।

লিঙ্গমূলের সমসূত্রে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে এই স্বাধিষ্ঠানপদ্ম হইতে যে নাড়ী অর্থাৎ আলোকস্তম্ভ উর্দ্ধে উঠিয়াছে তাহার নাম বজ্রা। "বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমেস্যাজ্বলন্তী॥" এই বজ্রার মধ্যে চিত্রাণী নাড়ী বা অন্য এক আলোকস্তর আছে; এই চিত্রাণী প্রণব বিলাসিতা অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন প্রণব স্বরূপের গতি ধ্বনি ও জ্যোতিঃ রূপে উর্দ্ধে প্রবাহিত। "তন্মধ্যে চিত্রাণী সা প্রণব বিলাসিতা যোগিনাং যোগগম্যা।" আদ্যান্তে প্রণবময় শশী সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অতি সূক্ষ্মা চিত্রাণী, সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থ ষট্চক্র বা পদ্ম ষট্কের বীজকোষ ভেদ করিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। "ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ্ গ্রথন রচনয়া শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা।" যোগীগণের যোগ সাধনাধিগম্য এই চিত্রাণী বা প্রণবগতি নির্ম্মল শুদ্ধ বুদ্ধি ব্যতীত জানা যায় না। ঐ চিত্রাণীর মধ্যে শিবের মুখবিবর হইতে শিরঃস্থ সহস্রদল পর্য্যন্ত ব্রহ্মনাড়ী সংলগ্ন আছে। "তস্যান্তর্ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরদাদি দেবান্তরস্থা॥" এই চারিটী স্তর বা অবস্থায় সাধক ষট্চক্র ভেদের সাধনা করিয়া থাকেন।

নাড়ী বলিলে সচরাচর সাধারণের যে জ্ঞান হয়, এই নাড়ী সেরূপ নহে। জড় উপাদান বিনির্ম্মিত রসরক্তবাহী নাড়ী সকলের ন্যায় সুষুম্নাদি নাড়ীচতুষ্টয় স্থূল জড়দেহের রসরক্ত বহন করে না। উহারা সূক্ষ্মতত্ত্ব উপাদানে জ্যোতির্ম্ময় অবয়বে, জীবাত্মার স্থিতি, অনুভূতি, জ্ঞান ও আনন্দ বহন করে। Brain মস্তিষ্ক হইতে যে অনুভূতি বা অনুভব আত্মক শক্তি স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদিতে যাতায়াত করে তাহা মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ Spinal Cord এবং Canal পথে চালিত হয়। জীবের মনঃস্পন্দ ও প্রাণস্পন্দ যতদিন স্থির না হয়, ততদিন ঐ শক্তি তাহার আয়ত্ত হয় না; অর্থাৎ কেহ নিজ ইচ্ছায় নিজ মেরুদণ্ডপথে ঐ শক্তিকে চালিত করিতে পারেন না। শ্রীগুরু শাস্ত্রের উপদেশে সাধনানুষ্ঠানে মেরুদণ্ডমূলে আধারকমলে মন ও প্রাণস্পন্দ স্থিতি হইলে, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়ামাদির অভ্যাসে মেরুদণ্ডা-বলম্বনে শক্তি পরিচালিত হইয়া, পরে প্রত্যাহার অভ্যাসে পদ্মে স্থিতি

হইলে সেই স্থিতি অবস্থার নাম সুষুম্না। ঐ স্থিতি অবস্থার মধ্যে জীবাত্মার প্রকাশ। জলাশয় স্থির হইলে যেরূপ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট গোচরীভূত হয়, সেইরূপ চিত্তের তরঙ্গ মন ও প্রাণস্পন্দ স্থির হইলে জীবাত্মার স্বরূপ প্রকাশ হয়। ইহারি নাম বজ্রানাড়ী, বজ্রার মধ্যে প্রণব বিলসিতা চিত্রাণী; অর্থাৎ স্থির জীবাত্মার—স্বরূপ জ্ঞান চৈতন্য। এই চিত্রাণী বা জ্ঞানচৈতন্যের মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অর্থাৎ পরমাত্মা বিরাজিত। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়ামের অভ্যাসে জীবাত্মার সুষুম্নায় স্থিতি। প্রত্যাহারের অভ্যাস বজ্রাখ্য অবস্থায় স্বরূপ অনুভূতি, ধারণার অভ্যাসে চিত্রাণীতে জ্ঞান চৈতন্যে অবস্থিতি হইলে পর, ব্রহ্মনাড়ীতে পরমাত্মার মিলনে আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ষট্‌চক্র ভেদের সাধনপর্য্যায়।

মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে বা গুরুকৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারে অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাস হইলে পর, ঐ পদ্মের সাধনান্তে ঐ শ্রীগুরু আদেশেই স্বাধিষ্ঠান পদ্মের সাধনা অভ্যাস করিতে হয়। বৈষ্ণব ও শাক্তের সাধনভেদে এই সাধনার নাম রসতত্ত্ব বা শক্তি সাধনা এবং চক্রে পঞ্চমকারের অনুষ্ঠান। কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানালোকসম্পন্ন সম্বিৎ শক্তিশালী শ্রীগুরুর আদেশে ও তাঁহার সাধন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ব্যতীত এ সাধনা হয় না। অপিচ করিতে গেলে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান বাদ দিয়া শ্রীগুরু আদেশে অন্তরঙ্গের অনুষ্ঠানে সাধনা করিলে, ব্যভিচারাদিতে কোনরূপ পতনের আশঙ্কা নাই। কোন কার্য্য একের শক্তিতে সম্পন্ন আর সম্মিলিত শক্তিতে সম্পন্ন করায় যেরূপ পার্থক্য, অন্তরঙ্গের সহিত বহিরঙ্গের সেইরূপ পার্থক্য। অন্তরঙ্গে যে ভাব, ভাবনার দ্বারা অন্তরস্থ শক্তি বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনা করিতে হয়, বহিরঙ্গে সেই ভাব, ক্ষেত্র বা ব্যক্তি বিশেষের উপর আরোপ করিয়া সাধনা করিতে হয়। তবে অন্তরঙ্গের সহিত বহিরঙ্গের প্রভেদ এই যে, সহজে বা কোনরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যাহাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য না হয়, তাহারা বহিরঙ্গে ঐ শক্তির আরোপ অর্থাৎ

ভৈরবী, নায়িকা, সখী বা শক্তি বিশেষের উপর ঐ শক্তি কল্পনায় আবাহন করিলে, সাধকের স্বদেহস্থ সাধনক্ষেত্র সুষুম্নায় ঐ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অতি শীঘ্রই উদ্বোধিত হয়। তন্ত্রাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রে শিবাদি গুরু মহাজনবর্গের দ্বারা ঐ ভাবেই শক্তি গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু উপযুক্ত গুরু, সাধক ও সাধনার অভাবে ঐরূপ সাধনা বা শক্তি গ্রহণ ঘোর ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল সাধনরহস্য সাধনক্ষেত্রে মৌখিক উপদেশ ব্যতীত, লিখিত উপদেশে প্রচার অসম্ভব।

অন্তরঙ্গের সাধনায় আধারপদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য বা ঊর্দ্ধগতিতে অন্তঃপ্রাণায়াম এবং আধারপদ্মে প্রত্যাহার সাধনা হইলে স্বাধিষ্ঠানপদ্মে সাধকের সাধনা করিবার অধিকার জন্মে। স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বা অপ্‌তত্ত্বের গুণ রস, রসবোধক জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা এবং রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদনের যন্ত্র জিহ্বা ; কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ বা লিঙ্গ। প্রথমতঃ স্বাধিষ্ঠান পদ্মে প্রত্যাহার সাধনায় ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় রসনা ও উপস্থকে বশীভূত করিয়া লইতে হয়। এতদর্থে শাক্তের ভৈরবী নায়িকা গ্রহণে চক্রে পঞ্চ মকারের সাধনা। এবং বৈষ্ণবের প্রকৃতি স্বরূপে বা প্রকৃতি গ্রহণে রসতত্ত্বের সাধনা। অন্তঃরঙ্গের সাধনায় স্বাধিষ্ঠানপদ্মে যদি সাধক তাহার মন ও চক্ষু বা দৃক্‌শক্তিকে স্থির রাখিতে পারেন, তবে তাঁহার পক্ষে আর ঐ বহিরঙ্গের সাধনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যাহার সাধনার দ্বিতীয় সাধনস্তর স্বাধিষ্ঠান। স্বাধিষ্ঠান পদ্মের তত্ত্ব ধারণায় সাধক তাহার মনকে স্থির রাখিয়া অর্থাৎ নিজ লিঙ্গমূলের সমসূত্রে সুষুম্নামধ্যে স্বাধিষ্ঠানপদ্মের বিষয় যথোল্লিখিত ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ধারণা করিবেন, এবং দৃক্‌শক্তি দ্বারা ঐ পদ্ম ঐ স্থানে দেখিতে যত্ন চেষ্টা করিতে হইবে। হংস অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদে, মন এবং দৃক্‌শক্তিকে স্থির রাখিতে পারিলে, ঐ স্বাধিষ্ঠান পদ্মের অর্থাৎ অপ্‌তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ, তাহাদের বিষয় রসপ্রকৃতির জড়াসক্তির অসম্প্রয়োগে চিৎ

স্বরূপের অভিজ্ঞান উদ্বোধন করে। তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় সাধকের বশীভূত হইয়া ধারণার ক্ষমতা জন্মায়। যোগদর্শনে ধারণা সূত্রে উল্লেখ আছে ;—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥

চিত্তকে তাহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেশে তদ্দেশীয় ভাবে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখার নাম ধারণা।

মন বুদ্ধি অহং এই ত্রিতয় অর্থাৎ এই তিনের একত্র সম্মিলিত অবস্থার নাম চিত্ত। মনের কার্য্য ভাবনা। বুদ্ধির কার্য্য তত্ত্বজ্ঞান। অহংএর কার্য্য অভিমানযুক্ত দর্শনজ্ঞান। কোন বিষয়ে তত্ত্ব জ্ঞানানুযায়ী মনের ভাবনা দ্বারা তাহার স্বরূপ দর্শন হয়। চিত্তের এই অবস্থাটী যোগদর্শনে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অবস্থার নাম ধারণা। দ্বিতীয় অবস্থার নাম ধ্যান। তৃতীয় অবস্থার নাম সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অহং, বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকেন। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অহংতত্ত্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। মাত্র বুদ্ধিতত্ত্ব, পুরুষ তত্ত্বের সহিত অভিন্নভাবে দৃক্‌শক্তি রূপে বর্ত্তমান থাকেন। ষট্‌চক্র ভেদের নাম—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

তদয়ং যোগো যমনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্ত বীজভাবঃ
আসনাদিভি রঙ্কুরিতঃ প্রত্যাহারাদিভিঃ কুসুমিতঃ
ধ্যান ধারণাদিভিঃ ফলিষ্যতি॥

যম নিয়মাদি সাধনায় সাধক. যোগ বৃক্ষের বীজ ভাব প্রাপ্ত হন। আসন প্রাণায়ামাদি সাধনায় ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়। পরে প্রত্যাহার সাধনায় পল্লব পুষ্পে পরিশোভিত হয়। পরে ধারণা ধ্যান সমাধির অভ্যাসে ঐ যোগ বৃক্ষ ফলবান্ হয়।

প্রাণায়ামেণ পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে।
এষাবৈ ধারণা জ্ঞেয়া তচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥

প্রাণায়াম অভ্যাসে পবন অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া চিত্তস্থানে শুভাশ্রয় অবলম্বনে ধারণা দ্বারা তদাশ্রয়েই চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে হয়।

নাড়ীচক্র হৃদয়নাসাগ্রাদৌবাহ্যে বা শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণ-বিষ্ণুঃ-শিব-হিরণ্যগর্ভাদি মূর্ত্ত্যৌ দেশে অবলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তর পরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা।

নাড়ীচক্র মূলাধারাদি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রে কিম্বা ভ্রূমধ্য, নাসাগ্র, নাভিকুণ্ড প্রভৃতি বাহ্য প্রদেশে, অথবা শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব এবং হিরণ্যগর্ভস্থ দেব দেবী মূর্ত্তিতে, তত্তৎ মূর্ত্তি বা শক্তির অবস্থান প্রদেশে, তৎ ভিন্ন অন্য সর্ব্ববিষয় ভাবনা পরিহার পূর্ব্বক, সেই মূর্ত্তির তত্ত্বজ্ঞানানুযায়ী স্বরূপ ভাবনায় চিত্ত স্থির রাখার নাম ধারণা।

এবম্বিধ রূপে ধারণাই ষট্‌চক্রভেদ বা সমাধিলাভের সর্ব্বপ্রথম উপায়। এই উপায় ভালরূপ আয়ত্ত না হইলে, কোনরূপ সিদ্ধি বা ফললাভে কেহ সমর্থ হইতে পারেন না। তজ্জন্য সাধকমাত্রেরই বিশেষ প্রযত্নে ধারণার অভ্যাস প্রয়োজন। মন প্রাণ ও দৃকশক্তি দ্বারাই ইহার অভ্যাস সাধিত হয়। প্রতীক ও ত্রাটক অভ্যাসের দ্বারা মন ও দৃক্‌শক্তি ধারণা উপযোগী হয়। পূর্ব্বে তাহার সাধনার কথা বলা হইয়াছে। দৃঢ় অনুরাগ, অন্তঃপ্রাণায়ামের অভ্যাস, মন্ত্র জপ প্রভৃতির দ্বারা এবং অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাবে কামতত্ত্ব বা কামকলার সাধনাভ্যাসে প্রাণে ধারণাশক্তির বিকাশ হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে রস তত্ত্বে শক্তি সাধনায় অনঙ্গমঞ্জরী, ললিতাদি গোপীভাবের সাধনপদ্ধতি আছে এবং শাক্তসম্প্রদায়ে যে পঞ্চমকরাদিতে ভৈরবীনায়িকাদি সাধনপদ্ধতি, তাহা কামতত্ত্বের সাধনানুষ্ঠান জনিত প্রকারভেদ মাত্র। ঐ সকল সাধনা জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের মৌখিক উপদেশে অভ্যাস ব্যতীত, অন্য কোন ভাবে অভ্যাস করিতে গেলে সর্ব্বত্রই ঘোর ব্যভীচারে হিতে বিপরীত হয়। এজন্য আমরা বহিরঙ্গ

আলোচনা পরিত্যাগে অন্তরঙ্গ সাধনার পদ্ধতি বলিতেছি। কামকলা বা কামতত্ত্বের সাধনা সম্বন্ধে বৃহৎ শ্রীক্রমে উল্লেখ আছে ;—

বিন্দোরঙ্কুরভাবেন সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী।
বিন্দ্বগ্রে কুটিলী ভূয় যাম্যাদীশানমাগতা ॥
সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা।
শক্তীশান গতা রেখা প্রত্যগাগ্নেয় মাত্রগা ॥
জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা ॥
ইচ্ছা নাদ সমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা।
পরব্রহ্ম স্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ॥
বিন্দোরঙ্কুর ভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেনতু।
তস্মাদাধার পর্য্যন্তং মৃণালতন্তু রূপিণী ॥
আধার পুনরাগত্য ত্রিমিতং গ্রন্থি সংযুতম্।
দ্বিতীয়াঙ্কুর ভাবেন স পরার্দ্ধ স্বরূপিনী।
পরব্রহ্ম স্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ॥

দক্ষিণ দিক্‌স্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশান অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সঞ্চারিত হইয়া একটি রেখা হইবে। এই রেখার নাম বামাশক্তি বা চিৎকলা অর্থাৎ জ্ঞানবাহু। ঐ রেখা পুনর্ব্বার ঐ ঈশান কোণস্থিত বিন্দুর অগ্রভাগ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া, অগ্নিকোণের বিপরীত বায়ু কোণে সঞ্চারিত হইলে আর একটি রেখা হইবে। এই রেখার নাম জ্যেষ্ঠাশক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী অর্থাৎ ক্রিয়াবাহু। পুনরায় ঐ অগ্নি কোণস্থিত বিন্দুর অগ্রভাগ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণ দিক্‌স্থিত প্রথমাঙ্কুরে মিলিত হইবে। এই রেখার নাম রৌদ্রী বা ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাভূমি। এইরূপে ত্রিবিন্দুর সম্মিলনে ত্রিকোণাকার কামকলাক্ষেত্রে সর্ব্বাবয়বসুন্দরী কুল-কুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূ্তা হইয়া, পরমশিবের সহিত প্রগাঢ় মিলনে

সম্মিলিতা থাকেন। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপিনী ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। দক্ষিণ দিক্‌স্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া উল্লিখিত রূপে রেখাত্রয় দ্বারা সম্মিলিত হইলে, ঐ বিন্দু পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইয়া ত্রিবৃত্ত বিশিষ্ট প্রণবাকারে পরিণত হইবে। ঐ প্রণব মৃণালতন্তুর আকারে মূলাধার পদ্মে গমন করিয়া, ঐ মূলাধার পদ্মে ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। কামকলা বা কামতত্ত্বের এই দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই, পরব্রহ্মের শক্তি স্বরূপিনী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী পরা প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত হন।

এই কামকলা ক্ষেত্রই সর্ব্বমোহনকারিণী মধুমতী নাম্নী মায়া। সাধক যাহাতে এই মনোমোহিনী মায়ার কুহকে পড়িয়া সাধন পথ ভ্রষ্ট না হন, তজ্জন্যই এই কামকলার সাধনা করিতে হয়। এই কামকলার সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, দুর্নিবার্য্য মোহিনী মায়ার কুহক হইতে অব্যাহতি লাভে কিছুতেই ব্রহ্মতত্ত্বে পহুঁছান যায় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে এই মায়া এরূপে সাধককে আক্রমণ করে যে সিদ্ধ ও উর্দ্ধগতি সম্পন্ন সাধকের পর্য্যন্ত ও অনেক সময় সে বেগ গোচরী-ভূত হয় না, এবং হইলেও সহ্য করিতে পারেন না। আর তাহাতেই শরীরের সার শুক্র বা বিন্দু অধোগতি বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বনাশ সংঘটন করে। এইজন্য সর্ব্ব প্রযত্নে কামকলার সাধনা করিবে।

কামকলার সাধনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ আধার পদ্মে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়াম ও ঐ আধারপদ্মে প্রত্যাহার অনুষ্ঠানের পর ঐ পদ্মস্থ ত্রিপুর ক্ষেত্র সম্যক্‌রূপে প্রণিধান সহকারে ভাবনা করিবেন। এবং ঐ ক্ষেত্রই পূর্ব্ব বর্ণিত কামকলা ক্ষেত্র মনে করিয়া, যথা কথিত রূপে ক্ষেত্রের অবস্থান কল্পনা পূর্ব্বক, ঐ ক্ষেত্র মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সহ নিজে অবস্থিত এইরূপ অনুভব করিবে। এই অনুভবাত্মিকা চিত্ত বৃত্তি দ্বারা, ঐ ক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহু অবলম্বনে গুরু উপদিষ্ট নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিতে পারিলে, সাধক কামতত্ত্বে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। শিব সংহিতায় এই সাধন সম্বন্ধে জগৎ গুরু শিব বলিয়াছেন ;—

মূলাধারেঽস্তি যৎপদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতম্।
তন্মধ্যে বাগ্‌ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎ প্রভম্॥
হৃদয়ে কাম বীজন্তৎ বন্ধুক কুসুম প্রভম্।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটি সম প্রভম্॥
বীজত্রয় মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তি ফল প্রদম্।
এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধি সাধকঃ॥

চতুর্দ্দল বিশিষ্ট মূলাধার নামে যে কমল আছে ঐ কমলের মধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট—বাগ্‌ভব বীজ "ঐঁ" এবং হৃদয়ে বন্ধুক পুষ্প সদৃশ কাম বীজ "ক্লীঁ" ও আজ্ঞাচক্রে কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট শক্তি বীজ "হ্রীঁ" দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই বীজত্রয় অতি গোপনীয়, ভোগ এবং মোক্ষ উভয়বিধ ফলপ্রদ। ইহারই নাম ত্রিপুরা বীজ। এই মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা সাধক ত্রিপুরা ভৈরবী ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ করেন।

এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
অক্ষরাক্ষর সন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ॥
গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্র বরোত্তমম্।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধতি॥

গুরুদেবের নিকট এই মন্ত্রত্রয় প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় দ্রুত অথবা অতিশয় বিলম্ব না করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সন্ধান অর্থাৎ ত্রিপুরা কাম-ক্ষেত্রের প্রতি বাহু অবলম্বনে নিঃসন্দিগ্ধ মনে জপ করিবে। যিনি গুরুদেবকে সন্তোষ করতঃ বিধি পূর্ব্বক এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা ঐ ত্রিপুরা কামক্ষেত্রে সাধনা করেন, সেই সাধক মন্দ ভাগ্য হইলেও কামতত্ত্বে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

তদ্গতশ্চৈকচিত্ত স্ব শাখোক্ত বিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতো লক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্ব সেবা কৃতা ভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী॥

সুধী সাধক ঐ ত্রিপুরা ক্ষেত্রে তদ্গত চিত্ত হইয়া স্ববেদ শাখা উক্ত বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করতঃ দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে লক্ষত্রয় জপ ও এক লক্ষ্য হোম করিবেন। এতদনুষ্ঠানে ধীমান সাধক কর্ত্তৃক ত্রিপুরা ক্ষেত্র আরাধিত হইলে ত্রিপুরা ভৈরবী প্রসন্ন হইয়া, সাধকের সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন।

লক্ষমেকং জপেদযস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দর্শনাত্তস্য ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ।
পতন্তি সাধকাস্যাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ॥

যে সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি পূর্ব্বক ত্রিপুরা মন্ত্র যথাক্ষেত্রে এক লক্ষ জপ করেন। সেই সাধকের দর্শন মাত্রেই যুবতিগণ ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। এবং মদনাতুরা, ভয় বর্জ্জিতা ও নির্লজ্জ হইয়া ঐ সাধকের সম্মুখে পতিতা হয়।

জপ্তেন চেদ্বিলক্ষেণ যে যস্মিন্বিষয়ে স্থিতাঃ।
আগচ্ছন্তি যথাতীর্থং বিমুক্ত কুল বিগ্রহাঃ।
দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ॥

দ্বিলক্ষ জপ দ্বারা সকল যুবতীই সহসা সাধকের নিকট আগমন করে। যেরূপ তীর্থ স্থানে কামিনীগণ কুল শীল লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাগত হয়, সেইরূপ ঐ সাধকের নিকট আগমন করতঃ বশীভূতা থাকিয়া আপনাদের মন প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করে।

ত্রিভির্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈর্ম্মণ্ডলীকং সমস্তলম্।
বশমায়াতি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ত্রিলক্ষ জপের দ্বারা সমগ্র যুবতী মণ্ডলী সাধকের বশীভূতা হয়, তাহাতে কোন বিচার নাই।

ষড়্‌ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপাল স এব বলবাহনঃ ॥

ছয় লক্ষ জপ দ্বারা সাধক বল বাহন যুক্ত সমস্ত পৃথিবীর প্রতি-পালকে বশীভূত করিতে পারেন।

লক্ষৈর্দ্বাদশকৈর্জ্জপ্তৈর্যক্ষ রক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥

দ্বাদশ লক্ষ জপ দ্বারা যক্ষ, রাক্ষস, নাগগণেরা ও সাধকের বশীভূত হইয়া অহর্নিশ তাঁহার আজ্ঞা পালন করে।

ত্রিপঞ্চলক্ষ জপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসোগণাঃ ॥
বশমায়ন্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হঠাৎ শ্রবণ বিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥

পঞ্চদশ লক্ষ জপ দ্বারা সিদ্ধ বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণ সাধকের বশীভূত হয়; ইহাতে কোন বিচার নাই, এবং ঐ সাধকের হঠাৎ শ্রবণ বিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় ক্ষমতা জন্মে।

তথাষ্টদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ।
উত্তিষ্ঠন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে।
ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীম্।

ঐ ত্রিপুরা মন্ত্রের অষ্টাদশ লক্ষ জপ দ্বারা সাধক এই শরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধগামী এবং দেবদেহ ধারণ করতঃ স্বীয় ইচ্ছামত সর্ব্বলোকে গমনাগমন করিতে পারেন। পৃথিবীকেও সচ্ছিদ্রা দর্শন করেন অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে শক্তিমান হন।

অষ্টাবিংশতির্লক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ।
সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ ॥
ত্রিংশল্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈ ব্রহ্মবিষ্ণু সমোভবেৎ।
রুদ্রত্বং ষষ্টির্লক্ষৈশ্চরমনীয়ত্বমশীতিভিঃ ॥

কোটৈ্যকয়া মহা যোগী লীয়তে পরমে পদে।
সাধকস্তু ভবেদ্যোগী ত্রৈলোক্যে সোঽতি দুর্ল্লভঃ॥

অষ্টাবিংশতি লক্ষ জপের দ্বারা মহাবলযুক্ত কামরূপী হইয়া ধীমান সাধক বিদ্যাধরগণের পতি হন। ত্রিংশ লক্ষ জপে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমান এবং ষষ্টি লক্ষ জপে রুদ্রত্ব হয়। আশী লক্ষ জপে সর্ব্ব রমণীয়ত্ব এবং এক কোটি জপে মহাযোগী হইয়া পরম পদে লয় পান। তিনি যাবৎ দেহ ধারণ করেন তাবৎ কাল মহাযোগী হইয়া ত্রৈলোক্যে বিচরণ করেন। ত্রিলোক মধ্যে এরূপ যোগী অতি দুর্লভ।

ত্রিপুরে ত্রিপুরান্তকং শিবং পরম কারণম্।
অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ম্।
লভতেঽসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভিপ্সিতম্॥

হে ত্রিপুরে! ত্রিপুর নাশক শিবই পরম কারণ, সেই পরম মঙ্গলময় শিবপদই অক্ষয়, অপ্রমেয়, অনাময়, শান্ত এবং যোগীগণের চিরবাঞ্ছিত। বুদ্ধিমান ত্রিপুর সাধক সেই শিবপদই লাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই ত্রিপুরা কামকলা ক্ষেত্রের সাধনাই শাক্ত বৈষ্ণব ভেদে বহু সম্প্রদায়ে বহু ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আধারপদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়াম প্রত্যাহারাদিতে ইন্দ্রিয়গণ বশে না আসিলে এবং গুরুর সহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গে সম্মিলিত হইতে না পারিলে এই সাধনা হয় না। দ্বিতীয়তঃ বহিরঙ্গে প্রকৃতি বা শক্তি গ্রহণে, তদ্দেহে ঐ ত্রিপুরা ক্ষেত্রের আরোপনে যে সাধনা সচরাচর শাক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলন আছে, তাহাতে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুর প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐরূপ সম্মিলন একান্ত দুর্ল্লভ হওয়ায়, ঐ ত্রিপুরা ক্ষেত্রের কামকলার সাধনা ঘোর ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে।

বিশেষতঃ যাহাদের স্বপ্নদোষ ও স্ত্রী সংসর্গাদি ব্যাপারে শুক্রের অধোগতি অনিবার্য্য ভাবে সংঘটিত হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে আদৌ কাম

কলার সাধনা হয় না, করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হয়। বর্ত্তমানে বহু শতাব্দী হইতে আর্য্য সন্তানের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একান্ত অভাব হওয়ায় প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই উল্লিখিত দোষে অন্তঃসার শূন্য। তদ্‌হেতু ত্রিকালজ্ঞ পরম মঙ্গলময় জগৎগুরু শিব, কামকলা সাধনার পূর্ব্বে রসের সাধনার দ্বারা ঐ ক্ষয় নিবারণে বিন্দু ধারণার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ঐ রসের সাধন রহস্য অধিকাংশ সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন থাকিলেও বড়ই গোপনীয়। সাধারণ ত দূরের কথা অনেক সাধক ব্যক্তিও তাহা জানেন না। আমরা নিম্নে শাস্ত্রাদিষ্ট মুলশ্লোক সহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধক মহাত্মাবর্গের উক্তি লিপীবদ্ধ করিলাম। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই প্রণিধান সহকারে পড়িলে রসের সাধনরহস্য বুঝিতে পারিবেন। যিনি বুঝিতে পারেন তিনি যদি সাধনায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তবে সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন সাধক মহাত্মার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণে সাধনা করিবেন। নচেৎ প্রত্যাবায় ঘটিবে। রসের অন্য নাম মূত্র। ভাষ্য কৃতভিঃ সিদ্ধান্তে আছে (মূৎ মুদং ব্রহ্মানন্দং রাতিতি=মূত্রং) ব্রহ্মানন্দ প্রদান করে বলিয়াই ইহার নাম মূত্র। সম্প্রদায় ভেদে কেহ রামরস কেহ শিবরস বলিয়া উল্লেখ করেন, শিব সংহিতায় শিব আদেশে উল্লেখ আছে ;—

স্ব মূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ॥
গুরূপদিষ্ট মার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দু সিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধি প্রদায়িকা॥

আপনার মূত্র নিঃসরণ সময়ে যে ব্যক্তি বায়ু দ্বারা বল প্রয়োগে মূত্রবেগ আকর্ষণ করতঃ ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে ঐ মূত্র পরিত্যাগ করিতে পারে ; এবং ঐ পরিত্যক্ত প্রভূত মূত্রকে গুরু আদিষ্ট পথে যথাযথ ভাবে আকর্ষণ দ্বারা উর্দ্ধে লইয়া প্রত্যহ যে ইহার সাধন অভ্যাস করে, সে মহা সিদ্ধি প্রদায়িনী বিন্দু সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

প্রথমতঃ পূর্ণ মহামুদ্রার অনুশীলনে মহাবন্ধ আয়ত্ত হইলে, সেই মূল ও উড্ডীয়ান বন্ধের বলে ধীরে ধীরে অল্প অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে। এবং মূত্রের বেগ এক একবার নিরোধ করিয়া ঐ বেগ একেবারে লয় করিবে এবং পুনরায় বেগ দিয়া মুত্র ত্যাগ করিবে। এই সাধনায় অভিজ্ঞ কোন সাধকের নিকট হইতে রস আকর্ষণে ফিরাইয়া লইবার মন্ত্র গ্রহণে, প্রভূত রস উর্দ্ধে লইতে হয়। বৈদিক সন্ধ্যার মার্জ্জন মন্ত্রে ঐ শিব রস সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ;—

ওঁ যো বঃ শিবতমোরস-স্তস্য ভাজয়তেহনঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥

পুত্র হিতৈষিণী জননীরা যেমন স্বীয় স্তন্য রস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ হে পরম মঙ্গলময় রস, তুমি ইহকালে আমাদিগকে তোমাদিগর কল্যাণময় রসভোগে অধিকারী কর।

এই শিবতমো রসকে ফিরাইয়া উর্দ্ধে লইতে পারিলে পরম মঙ্গল প্রদান করে। এরূপ সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশক, পরমানন্দ প্রদায়ক অমৃতময় মহৌষধ আর নাই। এই রসের সাধক কখন কোনরূপ রোগ ভোগে কাতর হন না। অনিবার্য্য দৈব কারণে কোন রোগ সূক্ষ্মদেহে সঞ্চার মাত্রেই সাধক তাহা বুঝিতে পারেন, এবং ঐ রসেই সেই রোগের বীজ আহুতি দিয়া সমূলে রোগ বিনাশ করিয়া থাকেন। অধিক আর কি বলিব সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার অসাধ্য ব্যাধি বা কোনরূপ মহা ব্যাধি থাকিলেও গুরুকৃপা প্রাপ্ত রসসাধক অনায়াসেই তাহার আরোগ্য বিধান করিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত আছে ;

নরমুত্রংগরংহন্তি সেবিতঞ্চরসায়ণং। "চরক"

নরমূত্র সর্ব্বপ্রকার বিষ নষ্ট করে, সেবিত হইলে মহারসায়নের কার্য্য করে। গুরু আদেশে যথা বিধানে সাধনা করিতে করিতে সাধনার ক্রম পরিপাকে বিন্দু বা শুক্রের শক্তি ধারণায় সাধক, কাম-

কলাক্ষেত্রে কামজয়ে অদ্ভুত সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। জগৎ গুরু শিব বলিয়াছেন ;—

যথা সমভ্যসেদেষা বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া।
শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন্ননশ্যতি॥
সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ব্বতি।
ঈশত্বং যৎ প্রসাদেন মমাপি দুর্লভং ভবেৎ॥

গুরুর আদেশ ও শিক্ষানুযায়ী যথা বিধানে ঐ রস সাধন প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া, একশত অঙ্গনা উপভোগে ও সেই সাধকের বিন্দু নষ্ট হয় না। হে পার্ব্বতী! ঐরূপ যত্নে সাধনাভ্যাস দ্বারা বিন্দু সিদ্ধি হইলে, আর কোন সিদ্ধি লাভ করিতে বাকী থাকে না। ঐ বিন্দু ধারণ প্রভাবেই আমার সুদুর্ল্ভ ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়াছে।

সকল সাধকেরই সাধনার প্রারম্ভে রস সাধন করিতে হয়। রস সাধনায় বিন্দু যথা সম্ভব স্থির না হইলে সাধনা করিতে যাওয়া ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম যে কোন পথেই হউক সাধনা ত পরের কথা, সংসারাবাসে শরীর সুস্থ রাখিয়া যদি শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে গুরুর নিকট রস সাধন রহস্য অবগত হইয়া ঐ গুরুদেবকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিয়া রসের সাধনা করিবে। সাধক মহাজনবর্গ তাঁহাদের স্বরচিত পদ কীর্ত্তনে গাইয়াছেন।

প্রসাদী সুর।

সুরাপান করিনে আমি, সুধাখাই জয়কালী বলে,
আমার মন মাতাল মেতেছে রসে, মদ্-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্তা গুড় লইয়ে, প্রবৃত্তি মশল্লা দিয়ে ;
আমার জ্ঞান শুড়ীতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্রে যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা ;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥

বাউল।

রসের ভিয়াণ কর, জিয়ন্তে মর, রস জ্বালিয়ে নিরস ধর।
শত ঝরায় হবে ওলা, ঘুচে যাবে রসের খেলা ;
ত্যাগ করতে হবে জপের মালা, তুমি মিছে কেন তারে তাড়॥

অন্তরঙ্গেই হউক আর বহিরঙ্গেই হউক সাধক যদি ক্রমানুযায়ী সাধনায় প্রত্যাহার ও ধারণার অন্তে অথবা গুরু কৃপায় রস সাধনায় ত্রিপুরা ক্ষেত্রে ত্রিপুরা মন্ত্রে কামকলার সাধনা করিতে পারেন, তবে তাঁহার বিন্দু উর্দ্ধগামী হইয়া প্রণবময়ী চিত্রাণীর পথে ব্রহ্মনালে সঞ্চারিত হয়। আর তাহাতেই উল্লিখিত রূপ সিদ্ধি লাভ। ভাগ্যক্রমে এই সাধনা লাভ হইলে, সাধকের সর্ব্ব প্রথমেই কাম জয় হয়। অর্থাৎ কাম সম্পূর্ণ সাধকের আয়ত্তাধীনে আসিয়া পড়ে। কাম আয়ত্তে আসিলেই বিন্দু উর্দ্ধ সঞ্চারী হয়। বিন্দু বা শুক্রের অধঃপতনে যেরূপ আনন্দ, উর্দ্ধ সঞ্চারণে তাহার কোটি গুণ অধিক আনন্দে সাধক মাতোয়ারা হইয়া পড়েন। অবিদ্যা বা অপরা স্ত্রী প্রকৃতির নশ্বর জড়ীয় রূপ লাবণ্য ভোগে বিন্দুর অধঃপতনে, যেরূপ জীবের মৃত্যু ও সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়; এই কামকলার সাধনায় বিদ্যা বা পরা প্রকৃতির অবিনশ্বর দিব্য রূপ লাবণ্য ভোগে বিন্দুর উর্দ্ধ সঞ্চারণে সাধকের অমরত্ব বিধানে নিত্য পরমানন্দ প্রদান করে। বিন্দুর উর্দ্ধ সঞ্চারণেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বা যোগ। ইহারি নাম শিব শক্তি বা রাধা কৃষ্ণে বিজড়িত যুগল মিথুন।

ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাকে বৃত্তি বলে। যখন প্রত্যাহারের সাধনায় ঐ বিষয়ের অসম্প্রয়োগ হেতু চিত্তস্বরূপের অনুকারে, ভগবদ্ভাবের উদ্বোধন হয় তখনি সাধক ত্রিপুরা ক্ষেত্রে কামকলার সাধনে অধিকারী হইয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহার নাম প্রেম ভাব। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্ব স্ব বিষয় অসম্প্রয়োগ হেতু স্বরীতি ভ্রষ্ট হইয়া, চিত্ত স্বরূপের অনুকারে ভগবদ্ভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে, ত্রিপুরা ক্ষেত্রে কামকলার সাধনায় তন্মিলনানন্দে মাতোয়ারা হইয়াই প্রেমিক আখ্যায় আখ্যাত হন। প্রেমিক চুড়ামণী চণ্ডীদাস তাহার পদাবলীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

"পি"তে পীড়ন করে দশেন্দ্রিয়গণ।

"রি"তে স্বরীতি ভ্রষ্ট অনুরাগের লক্ষণ॥

"তি"তে তৃপ্তি সদা হরি গুণ গানে।
পিরীতির এই রীতি চণ্ডীদাস ভণে ॥

এই পিরীতি বা প্রেমের সাধনাই—ত্রিপুর ক্ষেত্রে কামকলার সাধনানুষ্ঠান। এই উদ্দেশ্যে প্রেমিক চণ্ডীদাস, রামী বা রজকিনীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া, শ্রীগুরু বাসুলীর আদেশে, ঐ ক্ষেত্রে কামকলার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি প্রেমিক মহাত্মাবর্গও ঐ এক ভাবে এক ত্রিপুর কামকলা ক্ষেত্রে, প্রেমলাভে চিরকৃতার্থ হইয়াছিলেন। ব্রজাঙ্গনারাও বৃন্দাবন ধামে ত্রিপুরা ভৈরবী দেবীর আরাধনায় প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

প্রেম ভগবৎ সাধনার বা জীবের চরম পরম পুরুষার্থ। যোগ বিজ্ঞানের সমাধি আর প্রেম একই অবস্থা। যোগাঙ্গের সমাধির সহিত প্রেমের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভগবদ্ভাবে আপনহারা হইলে তাহার নাম প্রেম। আর ধ্যেয় বস্তুতে আপনহারা হইলে তাহার নাম সমাধি। "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধি।' ইহাকেই পরম বৈষ্ণবেরা দশা এবং যোগিরা ভাবসমাধি বা মনোন্মনী বলিয়া থাকেন। ত্রিপুরা ক্ষেত্রে কামকলার সাধনা ব্যতীত প্রেম বা সমাধি লাভের অন্য প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। চক্রে চক্রে প্রত্যাহার অভ্যাসে, ইন্দ্রিয়গণের গৃহীত বিষয় গ্রহণে, চিত্তে ভগবদ্ভাবের উদ্বোধন হইতে থাকিলে সেই অবস্থার নাম ভক্তিযোগ। কামকলার সাধনানুশীলন জনিতঃ বিন্দুর ঊর্দ্ধ সঞ্চারণে সাধকের যে ভগবদ্ভাবে আপনহারা অবস্থা তাহার নাম প্রেম বা সমাধি। তাহাতে যতদিন আনন্দানুভূতিতে সাধকের সতন্ত্র ভাব থাকে, অর্থাৎ আনন্দ লাভ হইতেছে এইরূপ জ্ঞান হয় তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর ঐ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আপনহারা হইলেই তাহাকে বা সেই অবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। জ্ঞানই বল আর ভক্তি বা প্রেমই বল, যোগ সর্ব্বাবস্থার সাধন বিজ্ঞান। বর্ত্তমানে ভক্তি পন্থার পথিক সম্প্রদায় যে ঐ সাধনবিজ্ঞান অস্বীকারে ভক্তির চরমোৎকর্ষে

প্রেম লাভে অসমর্থ, তাহা আর কাহাকেও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। একটু প্রণিধান করিলে সকলে সর্ব্বত্রই তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

জ্ঞান ও ভক্তি, যে ভাবেই হউক সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে বিন্দুর ধারণায় কাম আয়ত্তাধীনে রাখিতে হইবে। রসসত্তায় কাম পরিচালিত হয়। সেই রসতত্ত্বের আধার বা বিকাশ স্থান স্বাধিষ্ঠান। ভাষায় যতদূর সাধ্য আমরা তাহার সাধনার আলোচনা করিলাম। অতঃপর মণিপুর চক্রের কথা বলিব।

অথ মণিপুর পদ্মম্।

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদল লসিতে
পূর্ণ মেধ্য প্রকাশে।
নীলাম্ভোজ প্রকাশৈরুপ কৃত জঠরে
ডাদি ফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ॥
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানর স্যারুণ মিহির সমং
মণ্ডলং তত্রিকোণং।
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভি বিলসিতং
তত্র বহ্নে স্ববীজং॥

ষড়্দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মের উর্দ্ধে নাভিমূলের সমান্তরালে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্নায় নাদ বিন্দু সংযুক্ত ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ এই দশ অক্ষরে দশ দল সমন্বিত পবিত্র মণিপুরাখ্য নীলপদ্ম আছে। এই পদ্মের বীজকোষে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় কিরণশালী ত্রিকোণ বহ্নি ক্ষেত্রে বৈশ্বানর দেবতার ধ্যান করিতে হয়। তেজস্তত্ত্ব বা বহ্নি বীজ "রং" কার শোভিত ঐ ত্রিকোণ বহ্নি ক্ষেত্রের বাহ্য প্রদেশে স্বস্তিকাখ্য ত্রিদ্বার অবস্থিত রহিয়াছে। নির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত আছে ;—

এতৎ পদ্মস্যোর্দ্ধদেশে মহাপদ্মং সুদুর্লভং।
দশপত্রং নীলবর্ণং সহজং ঘোর রূপকং॥

স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে অতি দুর্লভ ঘোর নীলবর্ণ দশ পত্র বিশিষ্ট এক সুন্দর পদ্ম আছে।

ডাদি ফান্তৈঃ সচন্দ্রেশ্চ পঙ্কজশ্চাতি শোভনং

তন্মধ্যে বীজকোষে নিবসতি সততং বহ্নিবীজং সুসিদ্ধং।

ঐ পদ্ম নাদ বিন্দু যুক্ত ডকারাদি ফকারান্ত দশ অক্ষরে দশ দল শোভিত। ঐ পদ্মের বীজকোষে সর্ব্বদা সর্ব্ব সিদ্ধিদায়ক বহ্নি বীজ বিরাজিত আছে।

বাহ্যে তস্ত্রৈপুরাখ্যং নবতপননিভং স্বস্তিকং তস্ত্রিভাগে।

স্বর্লোকাখ্য মিদং দেবি সর্ব্ব দেব প্রপূজিতং॥

নব তপন নিভ বাহ্য পার্শ্বত্রয়ে স্বস্তিকাখ্য ঐ ত্রিকোণ বহ্নি ক্ষেত্র সকল দেবতার দ্বারা প্রপূজিত।

রকারং বহ্নি বীজঞ্চ সদেবো মেষবাহনং।

রুদ্রালয়ং স্থিতত্রৈব মহামোহস্য নাশনং॥

ঐ ত্রিকোণ বহ্নি ক্ষেত্রে, মহা মোহ নাশক রংকার বহ্নি বীজ-দেবতা মেষারূঢ় হইয়া আছেন, এবং ঐ স্থান রুদ্রালয় নামে অভিহিত। ষট্‌চক্রে উল্লেখ আছে;—

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নব তপন নিভং

বেদ বাহূজ্জ্বলাঙ্গং।

তৎ ক্রোড়ে রুদ্র মূর্ত্তি র্নিবসতি সততং

শুদ্ধ সিন্দূর রাগঃ॥

ভস্মলিপ্তাঙ্গ ভূষাভরণসিতবপু

র্ব্বৃদ্ধ রূপী ত্রিনেত্রঃ।

লোকানামিষ্টদাতা ভয় লসিত করঃ

সৃষ্টি সংহার কারী।

নবীন তপনের তুল্য আরক্তবর্ণ "রং" এই বহ্নি বীজাত্মক বৃদ্ধরূপী

ত্রিনেত্র বৈশ্বানর দেব এক হস্তে ত্রিভুবনস্থ লোক সকলের বাঞ্ছিত ফলদানে এবং অপর হস্তে অভয় ও বর প্রদানে মেষাধিরূঢ় আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে সৃষ্টি সংহারকারী মহাকাল শুক্লবর্ণে ভস্ম ভূষিত কলেবরে চতুর্বাহু বিশিষ্ট রুদ্ররূপে সর্ব্বদা নিবাস করিতেছেন এইরূপ ধ্যান করিবে। নির্ব্বাণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

ভদ্রকালী মহাবিদ্যা বাম ভাগে সুশোভিতা।
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা সদা সংহার কারিণী॥
ব্রহ্মণা সৃজ্যতে লোকঃ পাল্যতে বিষ্ণুরূপিণা।
পরোদেবো রুদ্র রূপঃ সদা সংহার কারকঃ॥

ঐ সংসার কারক রুদ্ররূপী মহাকালের বাম ভাগে সংহার কারিণী মহাবিদ্যা ভদ্রকালী বিরাজিতা আছেন। যে মহাবিদ্যার শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মা, লোক সকল সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু, লোক সকল পালন করেন, তাঁহারি শক্তি প্রভাবে পর দেবতা রুদ্র, সৃষ্টি সংহার করেন।

সংহরেদ্রুদ্ররূপশ্চ ভদ্র কালিকয়া সহ।
রুদ্রস্য ভাবনাদ্দেবি কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে॥

রুদ্র ভদ্রকালিকার সহিত মিলিত হইয়াই সংহাররূপ ধারণ করেন। হে দেবি রুদ্র দেবতার কৃপায় ভূতলে কোন সিদ্ধি লাভ না হয়। এই ভদ্রকালী ষট্‌চক্রে লাকিনীনাম্নী যোগিনী বলিয়া ব্যাখ্যাত আছেন ;--

অত্রান্তে লাকিনী সা সকল শুভকরী
বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী।
শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈ র্বিবিধ বিরচনা-
লঙ্কৃতা মত্তচিত্তা॥
ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি সুতরাং
সংহৃতৌ পালনেবা।
বানী তস্যাননাজে বিলসতি সততং
জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ॥

ঐ মণিপুর পদ্মের বীজকোষস্থ বহ্নি ক্ষেত্রে শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা সর্ব্ব শুভ কারিণী লাকিনী নাম্নী যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন, তিনি পীতবস্ত্র পরিধানে বিবিধাভরণ ভূষিতা ও মত্তচিত্তা। এতন্মণি-পুরাখ্য নাভিপদ্মে বহ্নি বীজাত্মক বৈশ্বানর দেবকে ও তৎ ক্রোড়া-ধিষ্ঠিত রুদ্ররূপী মহাকালকে, এবং তদধিপা লাকিনী নাম্নী যোগিনী দেবীকে ভদ্রকালী রূপে ধ্যান করিলে, সাধক সৃষ্টি সংহার ও পালনে সমর্থ হয়েন। তাঁহার মুখপদ্মে সরস্বতী বিরাজমানা থাকিয়া জ্ঞান সম্পদ প্রদান করেন। এই দিব্যধাম রুদ্রলোক সম্বন্ধে নির্ব্বাণ তন্ত্রে বর্ণনা আছে ;—

যদ্রূপং কথিতং পূর্ব্বং গোলকং সর্ব্ব মোহনং।
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বতোভাবে রুদ্র লোকং চতুর্গুণং॥

পূর্ব্বে স্বাধিষ্ঠান পদ্মে যে সর্ব্বমোহণ গোলকের কথা কথিত হইয়াছে, তদপেক্ষা এই রুদ্রলোক সর্ব্বতোভাবে চতুর্গুণ বৃহৎ।

মহা মোক্ষপ্রদং নিত্যং রুদ্রং ভস্মাঙ্গ ভূষণং।
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা রুদ্রস্য বাম দেশকে॥

রুদ্রের বামদেশে মহাবিদ্যা ভদ্রকালী অবস্থিতা আছেন। ঐ ভস্ম বিভূষিত রুদ্রদেবের আরাধনায় তিনি ভক্তি মুক্তি প্রদান করেন।

ততঃ কালীং মহাবিদ্যাং সদৈব মুরলীধরঃ।
আরাধ্য বহু যত্নেন বৈকুণ্ঠ স্যাধিপোঽভবৎ॥
গোলোকাধিপতির্দ্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপাদ প্রসাদেন সোঽভবেল্লোক পালকঃ॥

মুরলীধর অবিরত বহু যত্নে সেই মহাবিদ্যা কালীর আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। হে দেবি, গোলকের অধিপতিও সেই ভদ্রকালীর স্তুতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া তাঁহারই শ্রীচরণ প্রসাদে লোক পালক হইয়াছেন।

লোকানাং রক্ষনার্থায় সস্ত্রীকোমুরলী ধরঃ।
সমারাধ্য ভদ্রকালীং গোলকে ন্যবসৎ সদা॥

প্রসাদং কালিকায়াশ্চ বিষ্ণুনাভুজ্যতে সদা।
অতশ্চ পালকো বিষ্ণুর্ম্মহাসত্বপরায়ণঃ ॥

লোকদিগের রক্ষণার্থ সেই ভদ্রকালীর আরাধনা করিয়া মুরলীধর সস্ত্রীক সর্ব্বদা গোলকবাসী হইয়া আছেন। বিষ্ণু সর্ব্বদা সেই কালীকা দেবীরই প্রসাদ ভোগ করিতেছেন। এবং এই হেতুই মহাসত্ব পরায়ণ বিষ্ণুই পালনকর্ত্তা হইয়াছেন। শিব সংহিতায় এই ভদ্রকালীকে লাকিনী নাম্নী যোগিনী দেবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোহস্তি সর্ব্বমঙ্গল দায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্নী দেবী পরমধার্ম্মিকা ॥

যেখানে সর্ব্বমঙ্গলদায়ক রুদ্রাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গ তথায় পরম ধার্ম্মিকা লাকিনী নাম্নী যোগিনী দেবী বিরাজিতা আছেন।

তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতালসিদ্ধি স্যান্নিরন্তর সুখাবহা ॥
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনম্।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনম্ ॥

ঐ দেবতা সহ মণিপুর চক্র, যে যোগী সর্ব্বদা ধ্যান করেন তাহার চিত্ত নিরন্তর প্রসন্ন থাকে। এবং পাতাল সিদ্ধি হয় অর্থাৎ পাতালের জ্ঞান জন্মে। তিনি ইহলোকে অভিলষিত ফললাভ করিয়া, সর্ব্ব দুঃখ ও সর্ব্ব রোগ বিনাশে মৃত্যুকে বঞ্চনা করতঃ পরদেহে প্রবেশ শক্তি পর্য্যন্ত লাভ করেন।

জম্বুনাদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ঔষধি দর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥

এই মণিপুর চক্রের ধ্যান সিদ্ধ যোগী সুবর্ণাদির উৎপত্তি করিতে পারেন। তাঁহার সহিত সিদ্ধ মহাত্মাদি দেবগণের সাক্ষাৎ হয়। এবং পৃথিবী তলস্থ সমস্ত ঔষধিবর্গও মৃত্তিকা মধ্যস্থিত সমস্ত নিধির দর্শন হয়।

প্রাণালোকে প্রকৃতির তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত তেজতত্ত্ব উদ্ভাষিত হইয়া মণিপুর নামে অভিহিত হয়। মণি যেরূপ সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই তেজস্তত্ত্ব পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চক্র যেরূপ তাহার মধ্য কেন্দ্রাবলম্বনে বিঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ বা প্রকৃতি চক্র, তাহার কেন্দ্র স্বরূপ এই তেজস্তত্ত্বের অবলম্বনে বিঘূর্ণিত হইতেছে। প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ চৈতন্য প্রকৃতির রজো গুণে প্রতিবিম্বিত হইলে গুণ প্রকৃতির রজোগর্ভস্থ ঐ প্রতিবিম্বই তেজস্তত্ত্ব। পূর্ব্ব কল্পাগত অব্যক্ত অদৃষ্ট বশে বিরজা বা কারণাব্ধি স্পন্দিত হইলেই সর্ব্ব প্রথমেই প্রকৃতির রজো গুণ আলোড়িত হইয়া এই তেজস্তত্ত্বাত্মক প্রতিবিম্বের প্রকাশ হয়। পরব্রহ্মের দিব্য জ্যোতিঃ কণা ঐ প্রাণাচৈতন্য এইরূপে রজো গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জগতের আদি দেবতারূপে অভিহিত হয়েন। এই প্রতিবিম্ব অবস্থাই এক এক সৌরকেন্দ্রে বিঘুর্ণিত জগতের আদি দেবতা ব্রহ্মা, আর ঐ প্রাণ চৈতন্যের নাম বিষ্ণুঃ। প্রকৃতির রজোগুণাত্মক গর্ভ সম্ভূত বলিয়াই বিষ্ণু বা নারায়ণের নাভি কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। আর এই রজোগুণাত্মক প্রকৃতি গর্ভের নাম গর্ভোদক।

অব্যক্তা নিস্ক্রিয়সাম্যা প্রকৃতি, পূর্ব্বাপূর্ব্ব অদৃষ্ট বশে স্পন্দিতা হইলে সর্ব্ব প্রথমেই যে অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহাকে রজঃ গুণ বা রজো ক্ষেত্র বলে। এই রজোক্ষেত্রে প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়ের পরস্পরের অপ্রধান্যে অথচ সমভাবে ঐ গুণাধার ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রকাশ। এই দেবশক্তিত্রয় সমন্বিত রজঃক্ষেত্র হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। প্রথম কাণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতির পরা বা বিজ্ঞাংশে এই হিরণ্যগর্ভ স্তর প্রকাশিত হইলে ঐ স্তর হইতেই অর্থাৎ ঐ হিরণ্যগর্ভস্থ দেবতাত্রয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে উর্দ্ধাধঃ সপ্তলোক পঞ্চভূত, বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশিত হয়। অধঃ হইতে গণনায় এই স্তর তৃতীয় স্থান স্বর্লোকে অবস্থিত। এই লোক হইতে উর্দ্ধে মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ লোক এবং নিম্নে ভূবঃ ভূঃ লোক অবস্থিত রহিয়াছে। পরব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি

প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্য বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভে যোগনিদ্রামগ্ন হইলে তাঁহার নাভিকমল হইতে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, এবং ঐ ব্রহ্মাই সপ্তলোক সমন্বিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করেন। পরে বিষ্ণু পালনকর্ত্তারূপে ঐ বিশ্বের পালন এবং মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা রুদ্র রূপে ঐ বিশ্বের পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। এই দেবত্রয়ের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় শক্তি দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত নিয়মিত হইতেছে। তন্মধ্যে উৎপত্তিশক্তির দেবতা ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তির দেবতা বিষ্ণু, আর লয়শক্তির দেবতা মহেশ্বর। ইহা ত্রিগুণের কার্য্য। রজোগুণে উৎপত্তি, সত্বগুণে স্থিতি, তমোগুণে লয়। পরব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্য, মায়াশক্তির আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বকীয় চৈতন্যস্বরূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে, তাঁহাকে যোগনিদ্রামগ্ন গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, আর মায়াতীতভাবে অবস্থিত থাকিলে তাঁহাকে কারণাব্ধি বা ক্ষীরোদশায়ী পরমবিষ্ণু নামে গুরুশাস্ত্র অভিহিত করেন; এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মার লোকস্থষ্টির পরে ঐ সৃষ্টির স্থিতি ও পালনার্থে গুণপ্রকৃতির সত্বগুণাশ্রয়ে বিষ্ণু নামে ব্যাখ্যাত হন। ইনি স্বাধিষ্ঠান কমলস্থ মকরাধিরূঢ় বিষ্ণু, আর ঐ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণকে নাভিমণিপুরাদি হৃদি অনাহত স্থানে সাধক মহাত্মাবর্গ সাধনায় অনুভব করিয়া তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর মায়াতীত কারণাব্ধিশায়ী পরম বিষ্ণু দীপকলিকাকারে অষ্টদল পদ্মে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। গর্ভোদকশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ঐ ব্রহ্মা পরা বা বিদ্যাপ্রকৃতিক্ষেত্রে সপ্তলোক স্থষ্টির পর অপরা বা অবিদ্যাক্ষেত্রে চতুর্ব্বিধ স্থূল স্থষ্টির জনক হইয়া মূলাধার পদ্মে এবং বৈশ্বানর নামে মণিপুর পদ্মে অবস্থিতি পূর্ব্বক, লয়দেবতা রুদ্রকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন। প্রকৃতি দেবী ও লাকিনী যোগিনী বা ভদ্রকালী রূপে তৎপার্শ্বে অবস্থিতা।

তেজস্তত্বই মণিপুর নামে অভিহিত। তেজের গুণ রূপ। এই রূপ, প্রকৃতির দশদিঙ্মণ্ডলের আশ্রয়ে অবরুদ্ধ হইয়া, প্রকাশিত হয়। এইজন্য এই মণিপুর পদ্ম দশ দলে বিকশিত। তেজ বা রূপের আদি

মূলাবস্থাই নীলবর্ণ। নীলবর্ণেই স্থিতি ধর্ম্ম রহিয়াছে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপপ্রকৃতি যখন তাহার মূলাবস্থা তেজস্তত্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন ঐ দশদিঙ্‌মণ্ডলস্থ দশাক্ষর রূপ বীজ সত্বায় অবস্থিত থাকে। বীজ মধ্যে বৃক্ষাবয়ব প্রসুপ্ত থাকিয়া যেরূপ ক্ষেত্রের আশ্রয়ে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থই লয়ধর্ম্মে ঐ অক্ষর বীজাবস্থায় প্রসুপ্ত থাকিয়া অপরাপ্রকৃতিক্ষেত্রের আশ্রয়ে যথাদৃষ্ট অবয়বে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এইজন্যই ঐ বীজাবস্থাকে অবিনশ্বর অক্ষর ব্রহ্মসত্তা বলা হইয়াছে। ডাদি ফান্ত এই দশাক্ষরই, পঞ্চীকৃত অপরা ক্ষেত্রের রূপপ্রকৃতির বীজাবস্থা। পরা বা বিদ্যাপ্রকৃতিক্ষেত্রের তেজস্তত্বের অক্ষর বা বীজাবস্থা "রং"। এই বীজ পরব্রহ্মের পরম মঙ্গলময় পরাপ্রকৃতি রূপী স্বস্তিকাখ্য ক্ষেত্র মধ্যে রহিয়াছে। ঐ বীজদেবতা মেষারূঢ় বৈশ্বানর, এক হস্তে ত্রিভুবনস্থ লোকসকলের বাঞ্ছিত ফলদান, অপর হস্তে অভয় ও বরদান করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে লয়দেবতা রুদ্রাখ্য মহাকালের অধিষ্ঠান। এই দেবতাদ্বয়ের বামপার্শ্বে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, পীতবাসেবিবিধাভরণভূষিতা লাকিনী বা ভদ্রকালী রূপা যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। প্রাণচৈতন্যের আশ্রয়ে স্থূলদেহাশ্রিত জীবাত্মা, ঐ মঙ্গলময় স্বস্তিকাখ্য ক্ষেত্রে, সংযত রূপা যোগিনী ভদ্রকালীর শক্তিতে রূপপ্রকৃতি জয় করিতে পারিলেই তাহার দৃক্‌শক্তি সহ বিন্দুর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়; অর্থাৎ মন বুদ্ধি অহং এই ত্রিতয়ের সম্মিলনে চিত্তের প্রকাশে জ্ঞানশক্তির বিকাশ এবং ঊর্দ্ধ সঞ্চারে ব্রহ্মলোকে পরব্রহ্মের ধারণায় জীবত্মার অবস্থিতি হয়। এই জ্ঞানাগ্নি জাতবেদাখ্য বৈশ্বানর। এই জ্ঞানে, রুদ্রাখ্য লয়শক্তিরূপ মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকে বলিয়া ঐ বৈশ্বানরের ক্রোড়ে রুদ্রদেবের অবস্থান। আর অবিদ্যা প্রকৃতির নশ্বর জড়রূপে বিমুগ্ধ জীবাত্মা, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পশু মেষের ন্যায় কামভোগে জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকিলে, বৈশ্বানরও তাহার নাভিপ্রদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক রক্ষাবিধানে তৎপর থাকেন, ইহাই এই পদ্মের বিজ্ঞান রহস্য।

তেজস্তত্ত্ব বা মণিপুর পদ্মের গুণ ধর্ম্মে অহংতত্ত্বনিষ্ঠ জীবাত্মার ঐ তেজস্তত্ত্ব উপভোগের জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাদ। পরা বা বিদ্যাপ্রকৃতি-স্তরে দিব্য প্রাণালোকে অপঞ্চীকৃত তত্ত্বউপাদানে তেজস্তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে অহংতত্ত্ব, ঐ তেজস্তত্ত্ব ও তাহার গুণধর্ম্ম ভোগার্থে আয়ত্ত ইচ্ছায় পঞ্চীকরণের জড় উপাদানে, অপরাপ্রকৃতি স্তরে, ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবয়ব বা যন্ত্র সৃষ্টি করেন। দর্শনেন্দ্রিয় অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদানসম্ভূত। আর ঐ দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক দ্বার বা পথ চক্ষু, পঞ্চীকরণ জড় উপাদানে বিনির্ম্মিত। ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অহংতত্ত্বনিষ্ঠ জীবাত্মা, তেজস্তত্ত্ব ও তাহার গুণধর্ম্ম রূপপ্রকৃতি, অহং অভিমানে উপভোগে অবিদ্যা-প্রকৃতিক্ষেত্রে কামনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্থূলদেহে বসবাস করেন।

এই তেজস্তত্ত্ব বা মণিপুর চক্রই রূপপ্রকৃতির কেন্দ্রস্থান। মাটি, কুম্ভকারের চক্রকেন্দ্রে পড়িয়া যেমতি বহুরূপ ধারণ করে, সেইরূপ পঞ্চভূত এই মণিপুর চক্রকেন্দ্রে পড়িয়া জীবাত্মার কর্ম্ম সংস্কারা-নুযায়ী বহু দেহরূপ ধারণ করে। মণিপুর চক্রের বৈশ্বানর দেবতার শক্তিরূপ তেজপ্রবাহ সপ্তধা প্রবাহিত হইয়া, জীব ও জগতের রূপ জ্ঞান ও আকৃতি উৎপন্ন করেন। ঐ তেজ প্রবাহ জীবের ব্যষ্টি স্থূল দেহের নাভি স্থান হইতে এবং সমষ্টি বিশ্বের সূর্য্যকেন্দ্র হইতে সপ্তধা সঞ্চারিত হইয়া, রূপ জ্ঞান ও আকার উৎপন্ন করিতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই সপ্তস্থানে, বৈশ্বানরের সপ্ত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া, উহাদের কর্ম্মশক্তি প্রদান করিতেছে। ঐ কর্ম্মশক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয় পথে বিষয়প্রবিষ্ট হইয়া বৈশ্বানরের তেজপ্রভাবেই মন বুদ্ধিতে ঐ বিষয় প্রপঞ্চের ধারণাশক্তি জন্মায়। আলোক বা জ্যোতির তেজভেদে যেরূপ পদার্থের প্রকাশ ভেদ হয়, নাভিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নির তেজ ভেদেও সেইরূপ ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয়ের জ্ঞানস্থান চিত্তে, প্রকাশভেদ হয়। নাভিস্থিত বৈশ্বানরঅগ্নির স্থিতিধর্ম্মে বিষয়ের স্বরূপ সত্তা সুস্পষ্ট প্রকাশ, আর চঞ্চল ধর্ম্মে অস্পষ্ট প্রকাশ। সুস্পষ্ট প্রকাশে স্বরূপ জ্ঞানে ভগবদ্বুদ্ধির বিকাশ; আর অস্পষ্ট প্রকাশে বিকৃত

জ্ঞানে ভগবদ্বুদ্ধির অভাব বশতঃ বুদ্ধিতে অজ্ঞানতার সঞ্চার হয়। এবম্বিধ রূপে জ্ঞান অজ্ঞানে চৈতন্য ও জড় প্রকৃতি, তেজস্তত্ত্ব মণিপুর চক্রে বৈশ্বানর কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ সত্তা উৎপন্ন করেন, জীবাত্মাও তদনুরূপ দেহ ধারণ করিয়া জগতে আবির্ভূত হয়েন। এই ব্যষ্টি জীবদেহস্থ নাভিকেন্দ্রে বৈশ্বানরের তেজঃপ্রভাবেই ভুক্ত অন্ন রসরক্তে পরিণত হইয়া দেহের রূপলাবণ্য রক্ষা করিতেছে। এবং ঐ বৈশ্বানর বা নাভিস্থ শক্তির দ্বারাই রজঃ শুক্রের সম্মিলনে জ্রূণ স্থূলদেহাকারে নাম রূপে পরিণত হয়। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ঐ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার কর্ত্তৃত্বাধীনে সংজাত বলিয়াই বৈদিক সন্ধ্যা মন্ত্রে ঐ তেজস্তত্ত্ব মণিপুরচক্রে মূল সৃষ্টির রহস্য মার্জ্জন ও অঘমর্ষণ মন্ত্রানুষ্ঠানে অনুভূতি বা স্মরণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতোবশী॥
ওঁ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

ঋত সত্য স্বরূপ ব্রহ্মবাচক প্রণবগতির অবলম্বনে, সর্ব্বতোভাবে বিকাশোন্মুখ সংস্কার বশতঃ অর্থাৎ গত বা পূর্ব্বাপূর্ব্ব কল্পস্থ জীব ও জগতের প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ অদৃষ্ট রূপ গাঢ় অন্ধকারের মধ্য হইতে জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তদনন্তর সেই জলময় সমুদ্র হইতে প্রকাশমান বিশ্বের নির্ম্মাণ সমর্থ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন, তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল, ঐ দিন রাত্রি হওয়ায় সংবৎসরের সৃষ্টি হইল, পরে ব্রহ্মা পৃথিবী আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন।

দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃকণা প্রাণ, কারণসমুদ্র গর্ভস্থ কোন এক

অব্যক্ত কারণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া, মায়াগর্ভের আশ্রয়ে জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হয়। এই অব্যক্ত কারণ জীব ও জগতের কর্ম্ম-সংজাত প্রাক্তন বা অদৃষ্ট নামে অভিহিত হয়। এই অদৃষ্ট রূপ গাঢ় অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রাণচৈতন্য মায়াগর্ভশায়ী হইলে ঐ গর্ভের নাম হিরণ্যগর্ভ এবং গর্ভোদক। গর্ভোদকশায়ী ঐ প্রাণাত্মা নারায়ণের নাভিকমল হইতে এই প্রকাশমান জগৎ ও জীবদেহ-নির্ম্মাণ-সমর্থ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম মূল রহস্য। এই রহস্যের অভিজ্ঞানে চিত্তের অজ্ঞান বা অবিদ্যামালিন্যের বিনাশ পায়। জীবের স্থূলদেহ সৃষ্টিরও ইহাই মূলাবস্থা। পিতামাতার মনঃপ্রাণের অব্যক্ত স্পন্দন বশতঃ পরস্পরের মিলনে প্রাণাত্মা স্বরূপ বিন্দু বা শুক্র গর্ভাশ্রয় করে। মায়া বা মাতৃদেবীর রজঃ প্রধান আবর্ত্তের নাম হিরণ্যগর্ভ। তাহা হইতে মাতৃ জরায়ু কোষে রসময় জল উৎপন্ন হইয়া গর্ভোদক হইলে, ঐ গর্ভোদকশায়ী শুক্রের সর্ব্ব প্রথমেই নাভিকেন্দ্র বিকাশ হইয়াই তাহা হইতে সপ্তলোক বা ষট্‌চক্র সমন্বিত স্থূলদেহ গঠিত হয়। এইজন্য এই মূল তত্ত্বের স্মরণ তথা উদ্বোধন মার্জ্জন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র রূপে বেদে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

স্বাধিষ্ঠান পদ্মের সাধনায় সাধকের শুক্রধারণার ক্ষমতা বা বিন্দুর ঊর্দ্ধগতি হইলে, এই মণিপুরচক্রের সাধনার অধিকার হয়। তেজস্তত্ব এই মণিপুরচক্রের গুণ রূপ, রূপের জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাদ; চক্ষুতে দর্শন শক্তি এবং পাদে গতিশক্তি কার্য্য করে। অহং, অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া প্রকৃতির রূপ চক্ষু দ্বারা দর্শনে নিজ ভোগার্থে আয়ত্ত ইচ্ছায় পাদ দ্বারা গতি বিশিষ্ট হইয়া কামনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েন। এইরূপে কামনা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবাত্মা অবিদ্যাপ্রকৃতির নশ্বর স্থূলদেহ ধারণে পরিচালিত হইতে থাকিলে, মণিপুরপদ্মস্থ ব্রহ্মার তেজঃশক্তি বৈশ্বানররূপে নাভিতে অবস্থান পূর্ব্বক তাহার রক্ষা বিধান করিতে থাকেন। কিন্তু ঐ অবিদ্যা বা জড় প্রকৃতির নশ্বরতা বিধায়, তথা নিজ কৃত কর্ম্মশক্তির নিষ্পেষণে যখন নাভিস্থ ঐ বৈশ্বানর তেজের দুর্ব্বলতা হয়, তখনি নানারূপ ব্যাধি ভোগে নাভিশ্বাস সংঘটনে

দেহ ত্যাগ ঘটে। যতদিন জীবাত্মা তাহার অহংকৃত ঐ রূপপ্রকৃতি বিজয় বা আয়ত্ত করিতে না পারেন, ততদিন ঐ প্রাকৃতিক অনিবার্য্য নিয়মে বারংবার জন্ম মৃত্যুর মর্ম্মভেদী নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে থাকেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে যেমতি দেবতা দেখা যায় না, সেইরূপ এই তেজস্তত্ব মণিপুরচক্র মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে ইষ্ট দেবতার দর্শন লাভ হয় না। দর্শকমণ্ডলীর পশ্চাৎ দিক হইতে বায়স্কোপের ছবি আলোকের আশ্রয়ে যেরূপ সম্মুখ ভাগে আধারবিশেষে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবন্তবৎ প্রতীতি জন্মায়, সেইরূপ মানবমণ্ডলীর পশ্চাদ্দিকস্থ মণিপুরচক্র হইতে তাহার ইষ্টদেবতার লীলারূপ ছবি বৈশ্বানরআলোকের আশ্রয়ে সম্মুখভাগস্থ অবিদ্যাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব ও জগদ্রূপের প্রতীতি জন্মাইতেছে। দর্শন শক্তিকে প্রত্যাহারসাধনায় চিত্তক্ষেত্রে ফিরাইয়া ধৃতির বলে মণিপুর পদ্মে বিধৃত করিতে পারিলেই রূপপ্রকৃতির মনোনয়নাভিরাম মণি-মন্দির মধ্যে জীবাত্মা প্রবেশ করিতে পারেন। আর তাহাতেই তাঁহার ইষ্টদেবতার স্বরূপ দর্শন লাভ হয়। এই ধৃতিশক্তির সাধন-অভ্যাসের নাম ধ্যান। যোগ দর্শনে উল্লেখ আছে ;—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

প্রত্যাহারাদি রসতত্ত্বে কামকলার সাধনায় ধারণা শক্তির প্রভাবে শারীরিক ষট্‌চক্রাদি এবং তন্মধ্যস্থ দেবতত্ত্বে প্রত্যয় অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় চিত্তবৃত্তির যে একতানতা তাহাকে ধ্যান বলে।

প্রত্যাহারের সাধনঅভ্যাসে দর্শনশক্তি তাহার রূপপ্রকৃতির মূলকেন্দ্র মণিপুরচক্রে ফিরিয়া চিত্তস্বরূপের অনুকারে ভগবদ্ভাব উদ্বোধন করিতে থাকিলে, ঐ তেজস্তত্ত্বের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, রূপ-প্রকৃতির নশ্বর জড়ীয় রূপের অসম্প্রয়োগ হেতু, ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় সাধকের বশীভূত হইয়া ধারণাশক্তির প্রভাবে ধৃতিশক্তির বিকাশ হয়। এই ধৃতি শক্তি দ্বারা বুদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন সত্যস্বরূপ দৃঢ় সংকল্পে ইষ্টদেবে যে অভিনিষ্ঠতা বা একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম ধ্যান।

যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং বস্তু তদাকার কারিত চিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তদা তৎ ধ্যানম্।

ধারণা দ্বারা অবলম্বনীয় বস্তুবিশেষের জ্ঞান, অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া, সেই বস্তুর স্বরূপতত্ত্বে চিত্তবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলা হয়। এই ধ্যান শাস্ত্রাদিতে তিন প্রকারের কথিত আছে।

স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ।
স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়স্তথা।
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥

স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্যোতিঃ ভেদে ধ্যান তিন প্রকার। তন্মধ্যে, ইষ্ট দেবতার ধাতু পাষাণ বা মৃত্তিকাময় সাকার মূর্ত্তির অবলম্বনে যে ভাবনা করা যায় তাহার বা তৎসম্বন্ধীয় চিত্তের উল্লিখিত বৃত্তির নাম স্থূল ধ্যান। আর তেজস্তত্ত্বের আশ্রয়ে প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্য প্রণবপ্রবাহে সুষুম্না অভ্যন্তরস্থ চিত্রাণী পথে যে জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কারাকারে উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত রহিয়াছেন, তাহার স্থানবিশেষে ঐ দিব্য জ্যোতিঃ উল্লিখিত রূপে চিত্তবৃত্তি দ্বারা ভাবনা করার নাম জ্যোতিঃধ্যান। এবং বিন্দুময় ব্রহ্মের যে জ্যোতিঃকণা তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী নাদ বা মায়ার আশ্রয়ে সপ্তব্যাহৃতি বা ষট্‌চক্রপথে বিস্তৃত হইয়া পুরুষ প্রকৃতি স্বরূপে ব্রহ্মবাচক প্রণবাকারে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী কুণ্ডলিনী আখ্যায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ জ্যোতিরন্তর্গত যে শিবশক্তি বা রাধাকৃষ্ণ বিজড়িত যুগল রূপে রাজরাজেশ্বর বিরাজিত আছেন, তাঁহাদের নিত্য মিলনে বিগলিত দিব্য মধুরামৃত পানে উন্মাত্তা কুণ্ডলিনীকে উপরি উল্লিখিত রূপে চিত্তবৃত্তি দ্বারা ভাবনা করার নাম সূক্ষ্ম ধ্যান। এই ধ্যানযোগই জ্ঞানবৃক্ষ বা ভক্তিলতার প্রস্ফুটিত প্রসূন। সমাধি বা প্রেম ঐ প্রসূনের সুমধুর ফল।

জ্ঞানযোগেই হউক আর ভক্তিযোগেই হউক, সাধক যতদিন এই ধ্যানফুল ফুটাইতে না পারেন, ততদিন তাঁহার ভাগ্যে ঐ সুমধুর

প্রেমফলের মধুর রসাস্বাদনের আশা নাই। মনঃ প্রাণ সহ বিন্দুর স্থিতি না হইলে ধ্যান হয় না। মনস্পন্দ ও প্রাণস্পন্দ নিরোধের সাধনা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ষড়্দল স্বাধিষ্ঠানপদ্মের সাধনায় বিন্দু-স্থিতির সাধনকৌশলও উল্লেখ করিয়াছি। এইবার এই তেজস্তত্ত্ব মনিপুর চক্রের সাধনতত্ত্বের আলোচনায় সেই সর্ব্বরূপাধার ধ্যানফুল ফুটাইবার কথা বলিব। শ্রীগুরুআদেশে প্রচার করিতে দাড়াইয়াছি সাধারণ জনসমাজে; কাজেই সে সমাজের আইন অর্থাৎ বিধি, নিষেধ আমি সন্ন্যাসী হইয়াও উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য গুহ্যসাধনরহস্য সাধারণ পাঠকের নিকট কিছু অপ্রকাশ থাকিয়া যাইতেছে ও যাইবে। মাত্র মনঃপ্রাণের যোগক্রিয়া-কৌশলের অভ্যাসে ভক্তি বা জ্ঞানযোগে এ ধ্যানফুল ফুটান যায় না। এ ফুল প্রাপ্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু জন্ম জন্মান্তরীন সাধনায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হইলে এ ফুল সকলের ভাগ্যে প্রস্ফুটিত হয় না; কলিকাবস্থায় ঝরিয়া যায়। আবার কাহারও কাহারও ভাগ্য-ক্রমে ফুল ফুটিলেও বিন্দুর ঊর্দ্ধগতি বা স্থিরতার অসমর্থতায়, সে সাজান বাগান শুকিয়ে যায়। ফল ফলিবার অপেক্ষা সয় না, তাই সে সুমধুর রসাস্বাদন আর কাহারও ভাগ্যে সংঘটন হয় না।

প্রকৃতির রজঃ গুণ হইতে তেজস্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া মণিপুর নামে আখ্যাত হয়। তেজের গুণ রূপ। রজঃ প্রকৃতিই রূপের মূল। ষড়্দল স্বাদিষ্ঠানপদ্মের সাধনায় বিন্দুর স্থিতি বা ঊর্দ্ধগতি হইলে তবে সেই সাধকের এই রজঃপ্রকৃতির সাধনায় অধিকার জন্মে। শাক্তের শবসাধনা, পঞ্চমকারের মৈথুন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়মধ্যে শৃঙ্গার রসতত্ত্বে চারি চন্দ্র রোহিণী ভেদের যে সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাকেই রজঃ প্রকৃতির সাধনা বলে। বিন্দুর অধোগতি নিরোধে বা স্থিরত্বে ঊর্দ্ধগতি সাধন করিতে পারিলেই ঐ রজঃ প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন হয়। বিন্দু রসধর্ম্মী চন্দ্রাত্মক। রজঃ তেজধর্ম্মী সূর্য্যাত্মক। চন্দ্রাত্মক রসধর্ম্মী বিন্দুর স্থিতি স্বাধিষ্ঠান কমলে। আর সূর্য্যাত্মক তেজধর্ম্মী রজের স্থিতি মণিপুর কমলে। রজঃ প্রকৃতি ঐ মণিপুর

কমল রূপে অধোমুখে মুদিত থাকে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ অবস্থায় ঐ কমল এক একবার জীবের অগোচরে প্রস্ফুটিত হয়। সেই সময় বিন্দু ও অধোগতি সম্পন্ন হইয়া বিপর্য্যয় ক্রমে ঐ কমলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, জীব সত্তা উৎপন্ন হয়। আর যদি ঐ কমলকে উর্দ্ধ মুখে প্রস্ফুটিত এবং বিন্দুকেও স্থিরত্বে উর্দ্ধগতি বিশিষ্ট করিয়া, উর্দ্ধ হইতেই ঐ বিন্দুকে গুরু উপদেশ প্রাপ্ত সাধন কৌশলে ঐ কমলে মিলন করা যায়, তাহা হইলে সেই সাধকের ব্রহ্মসত্বায় অবস্থিতি হয়। শিব সংহিতায় জগৎগুরু শিব বলিয়াছেন ;—

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥
অহং বিন্দু রজঃশক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥

বিন্দু চন্দ্রময় ; রজঃ সূর্য্যময়। প্রযত্নের সহিত আপন শরীরে এতদুভয়ের মিলন কার্য্য করিবে। সাধনাবস্থা সম্পন্ন যোগী যখন আমাকে বিন্দু, ও রজঃকে শক্তি, এইরূপ জ্ঞান করিয়া উভয়ের মিলন করিতে পারেন তখন তাহার শরীর দেবতুল্য কান্তিবিশিষ্ট হইয়া, সাধন পরিপাকে দিব্য দেহ লাভ হয়। তথাহি তন্ত্রান্তরে—"বিন্দু রূপ শিবঃ সাক্ষান্নাদ শক্তি সমন্বিতঃ।" শিব বিন্দুরূপী। ঐ বিন্দু সমন্বিত নাদ সাক্ষাৎ শক্তি স্বরূপিনী। এই শিব শক্তি মিলন করিতে পারিলেই সাধক ব্রহ্মময় হন, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাত্মক পূর্ণ ব্রহ্ম আমি এইরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হন। এইরূপে শক্তির সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। "শক্তি সহায়ো জপেদিতি শ্রুতিঃ" শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে, শক্তির সহায়তায় জপ কার্য্য করিবে।

শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণবগণ যে সাধনোদ্দেশে শক্তি গ্রহণ করেন, তাহা গুরু শাস্ত্রাদিষ্ট। কিন্তু বিন্দু ও রজঃ শক্তির উর্দ্ধগতি না হওয়ায় ঐ সাধনা, সাধারণ সংসার ভাবে এবং অধিকাংশ স্থানে ঘোর ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে। উপরে আমরা এই সাধনার বিজ্ঞানাংশ বলিয়াছি।

কিন্তু সাধন পদ্ধতি লিখিয়া প্রচার অসম্ভব। সাধক মহাত্মাবর্গ ঐ সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বরচিত পদাবলীতে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহাদের গুরুকরণ হইয়াছে, এবং ত্বদীয় কৃপায় যাঁহাদের বিন্দু স্থিতি ও উর্দ্ধগতি হইয়াছে, তাঁহারাই এই সাধনা ও সেই ভাবার্থ ধারণায় সমর্থ হইবেন। তদ্ব্যতীত অপর জনসাধারণের নিকট ইহা বোধগম্য হয় না। অধিকন্তু তাহারা ঐরূপ সাধনা সম্পন্ন সাধককে, জন সমাজের বিধি নিষেধের বহির্ভূত বোধে, উন্মাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন না।

ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
তাহার উপরে রজ সত্ত্বগুণ বধি ॥
তাহার উপরে প্রেম সাগর পাথার।
তাহাতে জন্মিল পদ্ম পিরিতি আকার ॥
পিরিতির নাম হয় জান বৃন্দাবন।
সেই খানে বিহরে রতি নবীন মদন ॥
মনরূপ ভৃঙ্গ তাহে করে গতাগতি।
সদা সেবা করে তায় সেইখানে বসতি ॥

শ্রীমঙ্গল রস কারিকা।

এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়।
পাগলের তত্ত্ব ভবে কয়জন পায় ॥
পাগল ছিল গৌরাঙ্গ, নিতাই তার সাঙ্গোপাঙ্গ,
দিয়ে গেল সাধনার যে মধুর প্রসঙ্গ।
(যত নেড়া নেড়ী সেই প্রসঙ্গে)
উল্‌টা বুঝে উল্‌টা ধায় ॥
একটি শ্মশান শয্যায়, বক্ষ রেখে শক্তির পায় ;
জ্ঞান দাতা জ্ঞান দিচ্ছেন জীব মাত্রে সদায় ॥
বুঝ্‌বে কবে ভারতবাসী, জ্ঞানতত্ত্ব শক্তির পায় ॥

ফুল বাগানে নানা রংএর ফুট্‌ল ফুল।
ফুল অধোমুখে রয়, কার ভাগ্য গুণে ঊর্দ্ধমুখী হয়;
সেই সন্ধানে যে রয়েছে, লোকে তারে কয় বাতুল॥
যে জন যোগ্য মালী হয়, সে বাগানে পড়ে রয়;
সেই গন্ধে যার মন মজেছে কে আছে তার সমতুল॥
কৃষ্ণকান্ত বলে ভাই, সাধন বিনা অন্য কিছু নাই;
সাধ্য বস্তু সাধনে পাই শ্রীগুরু শ্রীচরণ মূল॥

—ঃ০ঃ—

ফুলের সৌরবেতে জগৎ মেতেছে।
যত ফুল তত মূল সে ফুল কোথা থেকে এসেছে;
যে ফুলে হয় জগতের গঠন, কল্লিনে সে ফুলের যতন;
মানুষ রতন যা'তে মিসেছে॥
সে ফুল সামন্য হয় কথা, খুজলে পাবি হেথা;
লতায় পাতায় চাঁদ নেমেছে।

—ঃ০ঃ—

ডুবগে যা মন গুরু পদে।
অনুরাগ মনে রেখে ভাব্‌গে যা ঐ মনের সাধে।
অধরে অধর দিয়ে, যুতের ঘরে যুত মিশায়ে,
থেকো রে মন চেতন হয়ে, কাজ্‌কি আর বিষয় আমোদে।
ষড়দল চতুর্দ্দলে, দুয়েতে একই হলে
তবে তায় সাধক বলে, গৌর মিলে ব্রহ্মনালে।
প্রেম তরঙ্গের তুফান ভারি, যা করেন গৌরহরি;
কাণ্ডারী বংশীধারী, ঘুচে যাবে মনের দ্বিধে।
আত্মতত্ব গুরুতত্ব মন প্রাণে নিগূঢ় অর্থ,
কর মন গুরুবর্ত্ত, যত্ন করে লও গারদে॥

মণিপুর পদ্মের সাধনায় রজঃশক্তিসম্ভূত রূপপ্রকৃতি জয় হয়। রূপ প্রকৃতিই দ্বৈত জ্ঞানের মূল। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয় পথে চিৎ সমুদ্রে পতিত

হইয়া, যদি তাহার প্রকৃত স্বরূপে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ ভগবদ্ভাব উদ্বোধন করে, তাহা হইলে আর দ্বৈত জ্ঞান জন্মায় না। শ্রীগুরু উপদেশে বিন্দুর সহিত রজঃ শক্তির সম্মিলন করিতে পারিলেই রূপ-প্রকৃতি জয় হয়। এই রজঃ শক্তি বা রূপ প্রকৃতির মূল স্থান মণিপুর পদ্ম। প্রত্যাহারে ধারণা শক্তির বিকাশে রসতত্ত্বে কামকলার সাধনায় বিন্দু স্থিতি বা উর্দ্ধগতি সম্পন্ন হইলে, পরে ধ্যান বলে রজঃশক্তির সহিত সম্মিলন করিতে হয়। এইরূপ মিলনের নাম সমাধি। অনাহত পদ্মের সাধন কৌশলের আলোচনায় তাহা অবগত হইবেন। ঐ সমাধির বলে সাধক আপনার স্থিরবিন্দু স্বাধিষ্ঠান হইতে উঠাইয়া, উর্দ্ধ হইতে মণিপুর পদ্মে সঞ্চারণা করিতে পারিলে, বিন্দুর সহিত রজঃশক্তির মিলন হয়। চিত্রাণীর মধ্যে যে ব্রহ্মনাল, ঐ ব্রহ্মনালে বিন্দু ও রজঃশক্তির মিলন ব্যতীত প্রবেশ করা যায় না। সর্ব্বাগ্রেই বিন্দুর স্থিতি পরে উর্দ্ধগতি ব্যতীত এ সাধন হয় না। ঐরূপ অবস্থাপন্ন না হইলে কেহ কিছুতেই এ সাধনোপদেশ পান না, এবং শুনিলেও আদৌ ধারণা করিতে পারেন না। আভাষে যতদূর সাধ্য তাহার কথা বলিয়াছি। গুরু কৃপা প্রাপ্ত সাধক ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, অতঃপর অনাহত পদ্মের বিষয় বলিতেছি।

অথ অনাহত পদ্মম্।

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং
বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং।
কাদ্যৈর্দ্বাদশ বর্ণৈরূপহৃতং
সিন্দূর রাগাঞ্চিতৈঃ॥
নাম্নানাহত সংজ্ঞকং সুরতরুং
বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং।
বায়োর্মণ্ডল মত্র ধুম সদৃশং
ষট্‌কোণ শোভান্বিতং॥

মণিপুর পদ্মের উপরিভাগে বক্ষ স্থানের সমসূত্রে মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্না মধ্যে, নাদ বিন্দুযুক্ত ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ এই দ্বাদশ অক্ষর সমন্বিত, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় সিন্দূর রাগাক্ত দ্বাদশ দল অনাহত নামক হৃৎপদ্ম আছে। ঐ হৃৎপদ্ম বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ এবং ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোভান্বিত হইয়া রহিয়াছে। নির্ব্বাণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে।

এতৎ পদ্মস্যোর্দ্ধদেশে বিমলং পদ্মমুত্তমং।
শোভিতং দ্বাদশৈঃ পত্রৈঃ শোণবন্ধূকসন্নিভং॥
বাঞ্ছাতিরিক্তফলদং সিদ্ধিসিন্দূরসোদরং।
পদ্মমধ্যে বীজ কোষে ষট্‌কোণমণ্ডলং শুভং॥

মণিপুর পদ্মের উর্দ্ধে বন্ধূক পুষ্প সদৃশ সিন্দুর রাগাক্ত দ্বাদশ দল শোভিত, বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলপ্রদ বিমল উত্তম এক পদ্ম আছে। ঐ পদ্মের বীজকোষে শুভ ষট্‌কোণমণ্ডল বিরাজিত।

মণ্ডলস্য মধ্যদেশে বায়ুবীজং মনোহরং।
সবীজং বায়ুবীজেন বেদবাহুবিরাজিতং॥

ঐ বায়ু চক্রমণ্ডলের মধ্যদেশে মনোহর বায়ু বীজ "যং" বিরাজিত। ঐ বীজদেবতা চতুর্ব্বাহু বিশিষ্ট। ষট্‌চক্রে উল্লেখ আছে ;—

তন্মধ্যে পরমক্ষরঞ্চ মধুরং
ধূমাবলী ধূসরং।
ধ্যায়েৎ পাণি চতুষ্টয়েন লসিতং
কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং॥
তন্মধ্যে করুণানিধান মমলং
হংসাভমীশাভিধং।
পাণিভ্যা মভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ
লোকত্রয়াণামপি॥

ঐ ধূমাবলী ধূসর বায়ুমণ্ডলস্থ ভূজচতুষ্টয়শালী বায়ু বীজ মধ্যে করুণা নিধান ঐ বীজদেবতা, হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণে লোকত্রয়ের অভয় ও বর প্রদানে কৃষ্ণসার মৃগোপরি উপবিষ্ট আছেন। এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিবে। তথাহি নির্ব্বাণ তন্ত্রে।

লোকত্রয়স্য ঈশানমীশ্বরং সর্ব্বপূজিতং।
যা বিদ্যা ভুবনেশানী ত্রিষুলোকেষু পূজিতা।
ঈশ্বরস্য বামভাগে সা দেবী পরিতিষ্ঠতি॥

লোকত্রয়ের ঈশ্বর সর্ব্বপূজিতা ঐ ঈশান নামক শিবের বিদ্যাশক্তি, ত্রিলোকের প্রপূজিতা ভূবনেশ্বরী দেবী, ঐ ঈশ্বরের বাম ভাগে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ষট্‌চক্রে এই ভূবনেশ্বরী দেবী কাকিনী নাম্নী যোগিনী নামে অভিহিত। তদ্‌যথা,

তস্যাঙ্কে খলু কাকিনী নব তড়িৎ-
পীত ত্রিনেত্রা শুভা।
সর্ব্বালঙ্কারণান্বিতা হিতকরী
যোগান্বিতানাং মুদা॥
হস্তৈঃ পাশকপাল শোভন বরান্,
সংবিভ্রতী চাভয়ং।
মত্তাপূর্ণসুধারসার্দ্র হৃদয়া
কঙ্কালমালা ধরা॥

ঐ ঈশান নামক শিবের ক্রোড়ে, নবীন সৌদামিনীর ন্যায় পীতবর্ণা সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা, যোগীগণের হিতকারিণী ত্রিনেত্রা কাকিনী নাম্নী যোগিনী দেবী বিরাজ করিতেছেন। তিনি বাহু চতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, খট্টাঙ্গ ও অভয় এবং গলদেশে অস্থিমালা ধারণে সুধাপানানন্দে মগ্না হইয়া আছেন।

এতন্নীরজ কর্ণিকান্তর লসৎ-
শক্তি স্ত্রিকোণাভিধা।

বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলবপুঃ
সাস্তে তদন্তর্গতা ॥
বানাখ্য শিব লিঙ্গ কোঽপি কনকা
কারাঙ্গরাগোজ্জ্বলা।
মৌলৌ সূক্ষ্ম বিভেদ যুগ্ম নিবিড়-
প্রোল্লাসলক্ষ্ম্যালয়ঃ ॥

এই হৃৎপদ্মের কর্ণিকা অভ্যন্তরে কোটি বিদ্যুৎ স্নিগ্ধ কিরণশালী ত্রিকোণ মধ্যে, বাণলিঙ্গাখ্য দ্বিভুজ শিব আছেন। তিনি সুবর্ণাকার কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ দ্বারা উজ্জ্বল কলেবর বিশিষ্ট ও তাঁহার মস্তকে অৰ্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত।

ধ্যায়েদ্ যো হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং
সর্ব্বস্থ পীঠালয়ং।
দেবস্থানিল হীনদীপকলিকা
হংসেন সংশোভিতং ॥
ভানোর্মণ্ডল মুণ্ডিতান্তর লসৎ
কিঞ্জল্কশোভাধরং।
বাচামীশ্বর ঈশ্বরোপরি জগ-
দ্রক্ষা বিনাশক্ষমঃ ॥

এই হৃৎপদ্মে সর্ব্বদেবতা পীঠের আশ্রয় স্বরূপ এবং কল্পতরু মূলে হংস রূপী জীবাত্মা সহ নির্ব্বাত দীপ কলিকা সংশোভিত পীতবর্ণ এক গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম আছে। এই পদ্ম কেশর সর্ব্বদা সূর্য্যমণ্ডলে মণ্ডিত থাকায় অতি শোভাবত। যে সাধক এই পদ্মের ধ্যান করেন তিনি বাক্ সিদ্ধ হইয়া জগতের রক্ষা ও বিনাশে সক্ষম হয়েন।

যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ
কান্তাকুলস্থানিশং।

জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণ
ধ্যানাবধানে ক্ষমঃ॥
গদ্যৈঃ পদ্য পদাদিভিশ্চ সততং
কাব্যাম্বু ধারাবহঃ।
লক্ষ্মীরঙ্গন দৈবতং পরপুরে শক্তঃ
প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ॥

অনাহত পদ্মের ধ্যান ফলে সাধক যোগীগণের ঈশ্বর হয়েন। কামিনীগণ স্ব স্ব পতি হইতেও তাঁহাকে প্রিয়রূপে দর্শন করে। তিনি জ্ঞানীগণাগ্রণ্য হওতঃ কৃতী ও জিতেন্দ্রিয় রূপে জগতে খ্যাত এবং গদ্য পদ্য রচনা বিষয়ে কাব্য বারিধি হয়েন। তাহার অঙ্গনে লক্ষ্মী নিরন্তর ক্রীড়া করেন; এবং ঐ সাধক পর শরীরে প্রবেশ করিতেও সক্ষম হয়েন। শিব সংহিতায় উল্লেখ আছে;—

পদ্মস্থং তৎপরং তেজো বাণ লিঙ্গ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্ট ফলং লভেৎ॥

অনাহত পদ্ম স্থিত পরম তেজস্বী রক্তবর্ণ যে বাণ লিঙ্গের অধিষ্ঠান আছে, তাঁহার স্মরণে ইহলোকে ও পরলোকে শুভ ফল লাভ হয়।

সিদ্ধঃ পিণাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা।
এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপদ্মে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ॥

যে স্থানে পিণাকী নামে সিদ্ধ লিঙ্গ (ঈশান) ও তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাকিনী নাম্নী যোগিনী শক্তি (ভুবনেশ্বরী) আছেন, হৃদ্পদ্ম মধ্যস্থ ঐ স্থানে ইঁহাদিগকে ধ্যান করিলে, তাহার নিকট কামার্ত্তা দেবাঙ্গনাগণ নিয়ত ক্ষুব্ধা হন।

জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকাল বিষয়ম্ভবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়াখগতাং ব্রজেৎ॥

এই হৃদ্‌পদ্ম ধ্যানকারী অতুল জ্ঞানে, ত্রিকাল বিষয়জ্ঞ হন। এবং দূরশ্রবণ, দূরদর্শন ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আকাশ গমনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদম্॥

এই অনাহত বা হৃদ্‌পদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য বলিতে কেহই সমর্থ নহেন। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণই এই অনাহত পদ্মের ধ্যান গোপন করিয়া রাখেন। এই পদ্ম স্বর্গলোকের উপরি স্তরে অবস্থিত। এবং মহোর্লোক নামে অভিহিত। নির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব পার্ব্বতীর নিকট—এই লোকের নিম্নলিখিত রূপ বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

মহোর্লোকমিদং ভদ্রে পূজাস্থানং সুরেশ্বরি।
তত্রৈব মানসং যোগং কুরুতে যোগবিদ্বরঃ॥
সিন্দুরারক্ত চার্ব্বঙ্গী স্ফটিকৈ র্নির্ম্মিতা যতঃ।
অতশ্চ মানবাঃ সর্ব্বে জ্যোতির্যং পরিপশ্যতি॥
সর্ব্বাবয়ব সংযুক্তা দেবাস্তিষ্ঠন্তি সন্ততং।
ভূমিগা পরিপশ্যন্তি চক্রাকারং হি তৈজসং॥
স্বর্লোকগামিনঃ সর্ব্বে সাকারং পরিপশ্যতি।
অঙ্গভেদং তু পশ্যন্তি স্থূলরূপনিরীক্ষিণঃ॥
যথৈব ভূমিগা লোকাঃ প্রসরন্তি মহীতলে।
তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বর্গে তিষ্ঠন্তি পার্ব্বতি॥
ভূর্লোকে নিবসেদ্‌ব্রহ্মা ভূবর্লোকে জনার্দ্দনঃ।
স্বর্লোকে নিবসেচ্ছম্ভুঃ সদা সংহারকারকঃ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ঈশানঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বস্বামিস্বরূপশ্চ সর্ব্বকর্ত্তা চ ঈশ্বরঃ॥

গোলোকং কথিতং দেবি যদ্রূপং শোভিতং সদা।
তস্মাচ্ছতগুণং দেবি মহর্লোকং সুসুন্দরং॥
বিস্তীর্ণঞ্চ শতগুণং সর্ব্বং শতগুণং শিবে।
মহর্লোকস্য মাহাত্ম্যং কিং বক্তুং শক্যতে ময়া॥
মহর্লোকে বসেদ্‌যোহি সামান্যভাবতৎপরঃ।
তস্মাদেব শতৈকাংশং গোলোকে মুরলীধরঃ॥
তদাজ্ঞাং প্রাপ্য সহসা স্বজ্যতে পদ্মযোনিনা।
তদাজ্ঞয়া পাতি লোকান্ দ্বিভুজো মুরলীধরঃ॥
এবং হি রুদ্ররূপেণ সংহরত্যখিলং জগৎ।
সর্ব্বকর্ত্তা যতো দেব অতএব মহেশ্বরি।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ নির্গুণশ্চাচলঃ শিবঃ॥
ভুবনেশীং সমাসাদ্য সর্ব্বস্বামী চ ঈশ্বরঃ।
অতএব মহেশানি স এব মোক্ষদায়কঃ॥
বিশ্বমাতা চ সা দেবী বিশ্বপালনকারিণী।
মোক্ষদা সর্ব্বলোকানাং মুক্তিদা বিশ্বমাতৃকা॥
ভুবনেশীং বিনা ঈশঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে।
অতএব হি সা দেবী মোক্ষদা সর্ব্বরূপিণী॥

হে ভদ্রে, এই মহোর্লোকই পূজাস্থান। সুরেশ্বরি, যোগবিত্তম পুরুষেরা এই স্থানে মানসযোগ করিয়া থাকেন। হে সিন্দূরারক্ত-চার্ব্বঙ্গী, এই স্থান স্ফটিকনিভ, সুতরাং মনুষ্যসকলে এইটিকে জ্যোতির ন্যায় সন্দর্শন করেন। দেবতাগণ পূর্ণাবয়বধারী হইয়া সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করেন। ভূমিবিচরণকারী জীবগণ ঐ স্থানটিকে চক্রাকার ও তেজোময় দর্শন করেন। স্বর্লোকগামিগণ সকলেই অঙ্গভেদ বিশিষ্ট সাকার সন্দর্শন করেন। যেমন ভূমিলোকবাসিগণ মহীতলে বিচরণ করেন, তেমনি সকল দেবতাই এই স্বর্গে বসবাস

করেন। হে পার্ব্বতি, ভূর্লোকে ব্রহ্মা এবং ভুবর্লোকে জনার্দ্দন বাস করিয়া থাকেন। সংহারকারক শম্ভু সর্ব্বদা এই স্বর্লোকে বাস করেন। এ কারণ তিনি ব্রহ্মাদিরও নিয়ামক সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর। তিনি সকলেরি স্বামিস্বরূপ, সকলেরি স্রষ্টা এবং ঈশনশীল। গোলোকধাম যেরূপ সর্ব্ব শোভায় সুশোভিত, তাহা হইতে এই মহোর্লোক শত গুণে সুন্দর। শিবে, শত গুণ বিস্তীর্ণ এই মহোর্লোকের মাহাত্ম্য আমি বলিতে অক্ষম। সামান্যভাবতৎপর হইয়া যে ব্যক্তি এই মহোর্লোকে বাস করে, গোলোকে মুরলীধর তাহার শতাংশ মাত্র সুখ ভোগ করেন। মহোর্লোকের ঈশ্বর—শম্ভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পদ্মযোনী সহসা সৃষ্টি করেন, এবং আজ্ঞা মাত্রে দ্বিভুজ মুরলীধর সেই সকল সৃষ্ট লোককে পালন এবং রুদ্র সেই সকলকে সংহার করিয়া থাকেন। হে মহেশ্বরি, দেবদেব সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর নির্গুণ অচল শিব, ভুবনেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব হে মহেশানি, এই জ্ঞানময় শিবই মোক্ষদায়ক, আর সেই বিশ্বপালনকারিণী বিশ্বমাতাই বিশ্ব-মাতৃকারূপে সর্ব্ব লোককে মুক্তি দিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরীকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরম ঈশ্বর কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং এ ভুবনেশ্বরী সর্ব্বরূপিণী ও মোক্ষদায়িনী।

বক্ষঃস্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা মধ্যে সুষুম্নায় এই অনাহত বা হৃৎপদ্মের বিকাশস্থান। প্রাণালোকে প্রকৃতির তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত মরুৎতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে, ঐ মরুৎমণ্ডল অনাহত নামে অভিহিত হয়। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরাপ্রকৃতির মরুৎস্তর বা মহোর্লোক। প্রাণা-লোক ও প্রকৃতির শক্তি, এই তত্ত্বের সূক্ষ্মতা হেতু, অপ্রতিরোধে প্রকাশিত বা কার্য্যশীল হয় বলিয়াই ইহার নাম অনাহত। আঘাত অর্থাৎ প্রতিরোধ ব্যতীত শক্তি যে স্তরে কার্য্যশীল হয় তাহাকে অনাহত বলে। অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ ও নাম এই পাঁচটী চৈতন্যের অভিধেয়। তন্মধ্যে অস্তি ভাতি প্রিয় ব্রহ্ম স্বরূপ। রূপ ও নাম জীব ও জগতের স্বরূপ। প্রাণপ্রবাহের উপর অহংতত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইলেই রূপ ও নামে পরিণত হয়। এই রূপ ও নামের মূলকেন্দ্র মণিপুর চক্র।

অস্তি অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, ভাতি অর্থাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং প্রিয় অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের জীব ভাব ও জগদ্বীজ—চিৎকণ প্রাণ, তেজস্তত্ত্ব মণিপুর চক্রে আসিয়াই, রূপ ও নাম বিশিষ্ট জীব ও জগদাকার ধারণ করেন। যতকাল ঐ প্রাণাত্মা, তাহার আদিম সচ্চিদানন্দময় মূলাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না পারেন,ততদিন বীজ অভ্যন্তরে বৃক্ষাবয়বের অবস্থিতির ন্যায় এই মরুৎস্তর অনাহত পদ্মে প্রসুপ্ত থাকিয়া, অবিদ্যারূপী ক্ষেত্রের আশ্রয়ে স্থূল হইতে স্থূলতর জীব ও জগদাকারে পরিণত হইতে থাকেন। এই সূক্ষ্ম বীজাবস্থায় প্রাণচৈতন্যের অবস্থিতি অনাহত পদ্মে। বীজ মধ্য হইতে যেরূপ বৃক্ষাবয়ব প্রসূত হয়, সেইরূপ এই জীব ও জগতের বীজাধার ঐ অনাহত পদ্ম হইতেই রূপ ও নাম প্রসূত হইয়া, মণিপুর পদ্মাশ্রয়ে প্রকাশিত হয়। ইহাই হিরণ্যগর্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি সত্ত্বগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব বা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাযুক্ত অবস্থা। গুণপ্রকৃতির রজোক্ষেত্রে সত্ত্বাধিক্য বশতঃ, এই পদ্ম রক্তাভ পীতবর্ণে বিকশিত। মরুত্তত্ত্বের গুণ স্পর্শ। প্রাণচৈতন্য তাঁহার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ পথে দ্বাদশ প্রকার প্রকৃতির গুণধর্ম্ম অনুভব করেন। এই দ্বাদশ প্রকার স্পর্শ জ্ঞানাত্মক শক্তি-সমন্বিত বলিয়া মরুৎস্তর বা অনাহত পদ্ম দ্বাদশদলে পরিশোভিত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এবং তাহাদের বিষয় প্রকৃতিসমন্বিত এই চৈতন্যবিজড়িত জীবজগৎ, নামরূপের অতীতাবস্থায় স্ব স্ব সংস্কারাত্মক পরাপ্রকৃতি স্তরে যে সত্তায় প্রসুপ্ত থাকে, সেই সত্তাই ঐ দ্বাদশ দলের কাদি ঠান্ত দ্বাদশ অক্ষর বীজাবস্থা। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-কণা প্রাণাত্মার আশ্রয়ে ঐ বীজপ্রকৃতি জীব ও জগদ্রূপে প্রকাশিত হইতে থাকিলে, তাহাকে অনুলোম গতি বা সৃষ্টি বলে। এই গতি পুরুষবাচক প্রাণাত্মার দক্ষিণ হইতে বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া, ঐ অক্ষরপ্রকৃতি দক্ষিণ দিক হইতে বামে আসিয়াছে। জীবাত্মার ঐ সংস্কারাত্মক অক্ষর বা বীজপ্রকৃতি, যদি সাধনবলে বিনষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম শ্রীভগবদভিমুখীন হয়, তবে সেই অবস্থাব নাম বিলোম গতি। প্রাণাত্মা ও গুণপ্রকৃতি সমন্বিত জীবাত্মার অনুলোম গতিতে সৃষ্টি ; আর

বিলোম গতিতে লয়। বিলোম গতির এই লয় ব্যাপারে, জীবাত্মা যদি তাঁহার অহং প্রকৃতির ঐ পঞ্চ ভূতাত্মক সংস্কার সমূলে বিনাশ করিতে পারেন, তবেই প্রাণাত্মার সহিত তাঁহার চিরমিলন হয়। যতকাল জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক বিষয়প্রপঞ্চ ভোগজাত ঐ সংস্কার-প্রকৃতি সমূলে লয় করিতে না পারেন, ততকাল নিজ কর্ম্ম কৃত সংস্কারানুযায়ী পঞ্চ ব্যাহৃতি বা চক্রাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া যথাযথ ক্ষেত্রে, দেহ ধারণে আবির্ভূত হন। ইহাই জীবাত্মার গুণপ্রকৃতি-বিমূঢ় আবদ্ধাবস্থা।

ঐ আবদ্ধাবস্থা মুক্ত হইলে, জীবাত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন। মরুৎতত্ত্বের স্পর্শ গুণ, শব্দতন্মাত্রায় সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়মণ্ডল এবং মন বুদ্ধিকে স্পর্শ করে। এই স্পর্শ সত্তাই মৃগস্বরূপ। জীবাত্মা ঐ স্পর্শ গুণ হইতে মুক্ত হইলে, ঐ গুণ প্রকৃতি তাঁহার আয়ত্ত হয়। এবংবিধ মুক্তঅবস্থা প্রাপ্ত জীবাত্মাই শুদ্ধ সত্তাত্মক ঈশান নামক শিব স্বরূপ। শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক পরাপ্রকৃতি ক্ষেত্রস্থ এই জীবাত্মা এবং মরুৎতত্ত্বের অক্ষর ব্রহ্মসত্তা—নাদ বিন্দুযুক্ত যং, সত্ত্বপ্রধানে ত্রিগুণ বিশিষ্ট ত্রিকোণ ক্ষেত্রে, ধূমাবলীর ন্যায় ধূম্রবর্ণ মরুৎ চক্র—ষট্‌কোণ মধ্যে অবস্থিত। এবং ঐ বীজ অভ্যন্তরস্থ দেবতা, শুদ্ধ সত্তাত্মক মুক্ত জীবাত্মা—ঈশান নামক শিবের বাম ক্রোড়ে; ঐ শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞানাত্মক অনুভূতিশক্তি, যোগিনী কাকিনী বা ভুবনেশ্বরী দেবী রূপে অবস্থিতা। ইনিই জীবাত্মার বিষয় জ্ঞানজনিত জাতকর্ম্ম সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া, ঐ দেবীর গলে অস্থিমালা; এবং ভুজ চতুষ্টয়ে পাশ, নরকপাল, খট্টাঙ্গ ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন। ঐ ষট্‌কোণ মরুৎ চক্রের ঊর্দ্ধে, অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত দ্বিভুজ বাণাখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজিত। ইনি ঐ শুদ্ধ সত্তাত্মক জীবাত্মার জ্ঞানবৈরাগ্য সম্পন্ন অবস্থা। জীবাত্মা জ্ঞান-বৈরাগ্যের বলে শ্রীভগবানে অর্থাৎ আপন আপন অভীষ্ট দেবতায় ভক্তি অর্থাৎ অনুরাগ ভরে একান্ত শরণাপন্ন হইলে, প্রাণচৈতন্যের আশ্রয়ে অর্থাৎ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হন। জীবাত্মা যতকাল এই দিব্য জ্যোতিঃ লাভ করিতে না পারেন, ততদিন তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত

হয় না। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকেন। এই অজ্ঞানাবরণ ভেদ করিয়া, ঐ দিব্য নেত্র লাভের নাম হৃদ্‌গ্রন্থীভেদ। ঐ অজ্ঞানাবরণই জীবাত্মার ত্রিপুটী শৃঙ্খল। অবিদ্যা প্রকৃতি প্রসূত ঐ ত্রিপুটী শৃঙ্খলের অন্তরালে ঐ দিব্য জ্যোতিঃ রহিয়াছে। সেই দিব্য জ্যোতিরভ্যন্তরে গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম। এই অষ্টদল, অষ্ট নায়িকা বা অষ্ট সখী স্বরূপ। এই নায়িকা বা সখীদিগের উপাসনা ধর্ম্মে সাধক,ভবগবদুপাসনার অপূর্ব্ব মধুর রসাস্বাদন অনুভব করেন। এই গুপ্ত অষ্টদল পদ্মকে হৃৎপুণ্ডরীক বা হৃদ্‌গুহা বলে। ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব এই গুহা মধ্যেই নিহিত। এই গুপ্ত অষ্টদল হৃৎপদ্মে কল্পতরুমূলে মণিপীঠোপরি অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যের অবস্থিতি। এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ-চৈতন্য পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্য চিজ্জ্যোতিঃকণা। এই চিজ্জ্যোতিঃ কণ প্রাণাত্মা, মায়াগর্ভাশ্রয়ে গুণপ্রকৃতির আবর্ত্তনে পঞ্চভূতপ্রকৃতির উৎপত্তি স্থিতি লয় বিধানে, পরিচালিত হইলেই ওঙ্কার বা প্রণবআখ্যায় আখ্যাত হন। আর ঐ গুণপ্রকৃতির অতীত ভাবে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে দীপ কলিকাকারে ইঁহার নিত্য অবস্থিতি। এই প্রজ্ঞাত্মা স্বরূপ দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন প্রাণচৈতন্যে প্রাকৃতিক পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত উদ্ভাসিত হইয়া লোক, ব্যাহৃতি, পদ্ম বা চক্র নামে অভিহিত হয়। প্রাকৃতিক গুণধর্ম্মে প্রথমতঃ মায়া, পরে মন, তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া সপ্তক আখ্যায়, ষট্‌চক্র বা সপ্তব্যাহৃতি নাম ধারণ করে। অনাহত বা হৃৎপদ্মের চিত্রপটে ঐ কল্পতরুমূলে মণিপীঠোপরি দীপ কলিকাকার প্রাণাত্মার পুরোভাগে যে হংস দেখিতেছ, ঐ হংসই জীবাত্মার স্বরূপা-বস্থা। জীবাত্মা জ্ঞানবৈরাগ্যের বলে তাহার হৃদ্‌গ্রন্থী ভেদ করিতে পারিলে ঐ হংসাবস্থায় অবস্থিত থাকেন। এই অবস্থার নাম সমাধি বা মহাভাবময় প্রেম। জীবাত্মা এই সমাধি বা প্রেমাবস্থায় ঐ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যের দিব্যজ্যোতিঃধর্ম্মে শ্রীভগবান্‌ বা অভীষ্ট দেবতার স্বরূপদর্শনে কৃতকৃতার্থ হন। ইহাই মানবজীবন বা সাধনার চরম পরমাবস্থা। এই অবস্থা সত্যস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি উপনিষৎসিদ্ধান্ত একান্ত সত্য।

পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা তাহার প্রমাণের অবতারণা করিলাম।

হৃদ্যাকাশে তদ্বিজ্ঞানমাকাশং তৎ শুষিরমাকাশং তদ্বেদ্যং হৃদ্যাকাশং তস্মিন্নিদঞ্চ বিচরতি যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতপ্রোতম্॥ "ব্রহ্মোপনিষৎ।"

ব্রহ্ম বস্তু কোন্ স্থানে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন এবং তাঁহার স্বরূপ কীদৃশ তাহাই বলিতেছেন।—ব্রহ্ম জীবের হৃদয়াকাশে অর্থাৎ হৃৎপদ্মে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি বিজ্ঞান অর্থাৎ চিদ্রূপ ও স্বচ্ছ। বাহ্যাকাশ ও হৃদাকাশ সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। ব্রহ্ম বস্তু দিব্য জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়াকাশে অনুভব করিতে হয় এবং উহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু। বাহ্যাকাশ ছিদ্রময় অদিব্য অর্থাৎ নশ্বর। হৃৎপদ্মেই ব্রহ্মের প্রকাশস্থান, অর্থাৎ তিনি অবিনশ্বর হৃৎপদ্মেই নিত্য বিরাজমান।নিখিল দৃশ্য বস্তুই ওতপ্রোত ভাবে তাঁহাতে সংস্থিত আছে।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈব মহিমা ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ "মুণ্ডকোপনিষৎ।"

এই ব্রহ্ম যে স্থলে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহা অবধান কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এবং যাঁহার জগৎ সৃষ্ট্যাদি রূপ বিভূতি জগতে প্রথিত, সেই আত্মা, প্রকাশমান হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত। তিনি মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত, এইজন্য তাঁহাকে মনোময় কহে। ইনি প্রাণ ও দেহের নেতা, ইনি অন্নময় হৃৎপিণ্ডে বুদ্ধিকে বাহিত করত অধিষ্ঠান করিতেছেন। বিবেকী মানবই তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত হইতে সমর্থ। তিনি আনন্দরূপে এবং অবিনশ্বর রূপে প্রকাশমান। তাঁহারই অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ দীপকলিকাকার প্রাণালোকেই জীব ও জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে।

হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং সকর্ণিকং কেশরমধ্যনীলম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়োবদন্তি, ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণম্॥

হৃদিস্থিত অর্থাৎ অনাহতচক্রস্থ গুপ্ত অষ্টদল হৃৎপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে, নীলাভ অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্য বিরাজিত আছেন, মুনি সকলে ইহাই বলেন, এবং তাঁহাকেই তাঁহারা বিষ্ণু রূপে ধ্যান করিয়া থাকেন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মা পুরুষচৈতন্য সর্ব্বদা জনসকলের হৃৎপদ্মে সন্নিবিষ্ট আছেন।

হৃৎপদ্ম কর্ণিকামধ্যে শুদ্ধদীপনিভাকৃতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমচলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্॥

হৃৎপদ্মের কর্ণিকামধ্যে অচল অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত অন্তরাত্মা পুরুষ চৈতন্য দীপ কলিকাকারে অবস্থিতি পূর্ব্বক, দিব্য জ্যোতিঃপ্রবাহে ঊর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত হইয়া, ওঙ্কারময় ঈশ্বর রূপে বিরাজ করিতেছেন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনিতিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত ভবস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ।
ঈশানো ভূত ভবস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ।
এতদ্বৈতৎ॥ "কাঠকোপনিষৎ।"

প্রকৃত ব্রহ্ম বস্তু প্রাণাত্মার স্বরূপ বলিতেছেন। ইনি অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। হৃৎপুণ্ডরীকের মধ্যে এই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ আত্মার অধিষ্ঠান। এই অন্তরাত্মা স্বরূপ ঐ পুরুষের দ্বারাই নিখিলবিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইনিই একমাত্র পরিপূর্ণ পদার্থ। ইনি এই দেহের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠান করেন। এবং ইনিই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালের ঈশ্বর। যে ব্যক্তি, এই ঈশ্বর আত্মাকে বিদিত হন,

তিনি এই প্রাণাত্মাকে রক্ষার্থ প্রয়াস করেন না। এই পুরুষই প্রকৃত ব্রহ্ম বস্তু। এই পুরুষ নির্ধূম জ্যোতিঃ পদার্থের তুল্য। যোগিবৃন্দ নিজ হৃৎপুণ্ডরীকে এই ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইনি অধুনা যেরূপ জীবদেহে বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যৎ কালেও তদ্রূপ থাকিবেন।

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্যাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

ঐ সহস্র অর্থাৎ অনন্ত শিরবিশিষ্ট পুরুষের চক্ষু অনন্ত এবং পাদও অনন্ত। এই সহস্রাখ্য পুরুষ বা প্রজ্ঞাত্মা ঐ প্রাণচৈতন্য, তাঁহার দিব্যপ্রতিভায় অর্থাৎ প্রণবাকারে সর্ব্বলোক প্রকাশিত করিয়া, প্রতি জীবের এক বিতস্তিতে দশাঙ্গুল প্রমাণ হৃদয় প্রদেশে—অনাহত পদ্ম মধ্যে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

"গীতা"

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন ঈশ্বর স্বরূপ আমি, মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূত সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া, সর্ব্ব জীবের হৃৎপদ্মে অবস্থান করিতেছি। গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন, "সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" আমি সমুদায় প্রাণীগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী অন্তরাত্মা রূপে প্রবিষ্ট আছি।

স এষ জীবো বিবর প্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ষট্‌চক্রের মধ্যে যাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ প্রণবাকারে ঊর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত;

সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদ সম্পন্ন হইয়া প্রাণ আখ্যায় চক্ররূপ গুহা—অনাহতস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে ঐ অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত দীপ কলিকাকারে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া প্রথমতঃ সূক্ষ্ম মনঃ স্বরূপ, পরে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত মাত্রা—অকার উকার মকার রূপ প্রণবাকারে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে স্থূল আকার ধারণ করেন।

"স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" "কৌষীতকি"

সেই প্রাণ পদার্থই প্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ চৈতন্যময় পুরুষ। এই প্রাণ চৈতন্যের আশ্রয়ে অহংকারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমষ্টি জীবাত্মা আশ্রিত রহিয়াছেন।

তস্মৈ স হোবাচ ব্রহ্ম বিদ্যাং বরিষ্ঠাং, প্রাণোহ্যেষ আত্মনো মহিমাবভূব ॥

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেববৃন্দ অধিষ্ঠিত, এবং যাঁহার প্রভাবে সকলে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত ও এই জগদ্রূপ মহিমা যাঁহার তিনিই প্রাণস্বরূপ আত্মা। সেই প্রাণাত্মার মহিমা বিবৃত হইতেছে।

প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধ্যার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ ॥

প্রাণই ভগবান এবং প্রাণই বিষ্ণুঃ ও পিতামহ ব্রহ্মা। সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মসূত্ররূপী ঐ প্রাণ প্রবাহে প্রণবাকারে জীব ও জগৎ বিধৃত আছে। এই হেতু সমস্ত জগৎ প্রাণময়।

অরাইবরথনাভৌ সংহতা যত্রনাড্যং স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তিবঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ "মুণ্ডকোপনিষৎ"

রথ নাভিস্থ অর অর্থাৎ চক্রনেমি সমূহ যেরূপ পরিধীতে মিলিত হইয়া সেই চক্রকেন্দ্রে প্রবিষ্ট আছে, তদ্রূপ হৃদয়ের যে স্থানে নাড়ী সকল প্রবেশ করিয়াছে, সেই হৃৎপদ্ম অভ্যন্তরে বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষীভূত

প্রাণাত্মা প্রণবাকারে বহুধা সম্পন্ন অর্থাৎ ষট্‌চক্রে বর্ণমালারূপে বিস্তৃত হইয়া শোভমান রহিয়াছেন। সেই প্রণবকে আশ্রয় করতঃ যথা কথিত রূপে সেই আত্মাকে চিন্তা কর। ভব সমুদ্রের পরপার প্রাপ্তি বিষয়ে তোমরা নির্ব্বিঘ্ন হও। তোমরা অবিদ্যা বিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হও।

প্রকৃত ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দীপকলিকাকারে অষ্টদল হৃৎপদ্মে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনিই প্রজ্ঞাত্মা পুরুষ চৈতন্য প্রাণ। এই প্রাণ সম্বন্ধে আমরা প্রথম কাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি। তাহার মধ্যে বিশিষ্ট অংশ পাঠকবর্গের বিশেষরূপে ধারণার্থে পুনরায় উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রাণ জ্যোতিঃ সাধকের সাধনার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বুদ্ধি স্থির না থাকিলে, সাধন পথে সুদীর্ঘ কাল চলিলেও সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না। প্রকৃত সিদ্ধি পদার্থ জ্ঞানলাভ মাত্র। এই জ্ঞান একটি আলোক পদার্থ। সূর্য্যালোকে যেরূপ পদার্থের নামরূপ জ্ঞান হয়; কিন্তু ঐ নামরূপের বিষয়ীভূত পদার্থের স্বরূপ তত্ত্বার্থ যেমতি ঐ সূর্য্যালোকে জ্ঞান হয় না, অপিচ জ্ঞানালোকে চিত্তের সমীপস্থ প্রত্যেক পদার্থের নামরূপ সহ তাহার স্বরূপ তত্ত্বার্থের অনুভব হয়। সূর্য্যালোক মিশ্র পদার্থ হেতু অদিব্য ও নশ্বর। জ্ঞানালোক অমিশ্র পদার্থ হেতু দিব্য এবং অবিনশ্বর। সূর্য্যালোক বস্তু বিশেষের উপর পতিত হইয়া ঐ বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানালোক সর্ব্ব বস্তু উদ্ভাসিত করিয়া ঐ বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতেই বস্তুর স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান জন্মায়। সূর্য্যালোক অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি স্তরে পঞ্চীকরণ সম্ভূত প্রপঞ্চে কার্য্যশীল। জ্ঞানালোক বিদ্যা বা পরা স্তরে অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত ব্রহ্মলোকে নিত্য বিচরণশীল। সূর্য্যালোকে বস্তু প্রকাশিত হইয়া মরধর্ম্মী রূপ ও নামের বিষয়ীভূত হয়। জ্ঞানালোকে বস্তু উদ্ভাসিত হইলে সচ্চিদানন্দধর্ম্মে পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের লীলা বিকাশের প্রতীতি জন্মায়। সূর্য্যালোকের প্রকাশ স্থান বহিরাকাশ। জ্ঞানালোকের প্রকাশ স্থান হৃৎপুণ্ডরীক বা দহরাকাশ। এই জ্ঞানালোকের নাম গুরু বা জ্ঞান নেত্র। দর্শনেন্দ্রিয়

ঐ জ্ঞানালোকে বিজড়িত হইয়া, তাহার কার্য্য নির্ব্বাহকদ্বার চক্ষুতে আসিলে সেই চক্ষু সেই বস্তুর স্বরূপতত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হয়। এই রূপতত্ত্ব জ্ঞানেই দীপকলিকাকার প্রাণাত্মা বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদে দৃক্‌শক্তির লক্ষ হয়। জীব হৃৎপদ্ম গুপ্ত অষ্টদলে কল্পতরু মূলে ইহাঁর অবস্থান। ইহাঁকেই দর্শন করা—সাধনা বা সন্ধ্যা বন্দনাদির উদ্দেশ্য। বৈদিক সন্ধ্যায় বিষ্ণুশরণ মন্ত্রে ঐ লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥

জ্ঞানীগণ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়, সেই বেদ প্রতিপাদ্য বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ অষ্টদল হৃৎপদ্মস্থ কল্পতরু মূলে মণিপীঠোপরি দীপ-কলিকাকার প্রাণাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন।

সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মাববোধক বিন্দু হইতে, তাঁহার দিব্য চিজ্জ্যোতিঃ, জীব ও জগতের সঞ্চিত অব্যক্ত অদৃষ্টবশতঃ কারণাব্ধি স্পন্দিত হইলে সেই স্পন্দন সহ, মায়া গর্ভাশ্রয়ে সূক্ষ্ম বীজাবস্থা হইতে স্থূল রূপ নামে পরিণত হয়। সূর্য্যালোকের প্রভাবে সমুদ্রের জল তরঙ্গাকারে গতি বিশিষ্ট হইলে যেরূপ ঐ প্রবাহ নদী নাম ধারণ করে; এবং ঐ নদী বা প্রবাহের রস সঞ্চার বশতঃ ধরিত্রী শস্যশালিনী হয়; সেইরূপ ঐ প্রাণালোকের প্রভাবে কারণ সমুদ্র তরঙ্গাকারে গতি বিশিষ্ট হইয়া প্রাণ প্রবাহ বা প্রণব নাম ধারণ করে, এবং ঐ সৃষ্টি স্থিতি লয় গতি সম্পন্ন প্রণব প্রবাহের রস সঞ্চার বা জীবনীশক্তি সঞ্চার বশতঃ পঞ্চভূত প্রকৃতি, জীব ও জগৎ রূপ শস্যশালিনী হইয়া উঠেন। তাহাতে প্রতি জাগতিক রূপ নাম বিশিষ্ট পদার্থ বা জীবদেহে ঐ প্রাণপ্রবাহ প্রণবাকারে প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্যালোকের প্রভাবে সমুদ্র নদী রূপে প্রবাহিত হইলে যেরূপ জলচর জীব বা মীন স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া তাহার মধ্যে বিচরণ করে; সেইরূপ প্রাণালোকের প্রভাবে প্রাণ প্রবাহ প্রণবাকারে প্রবাহিত হইলে ঐ প্রবাহ মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন জীবাত্মা, ঐ প্রাণালোকের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া জীবনীশক্তির আশ্রয়ে দেহে বিচরণ করেন। প্রাণালোকের প্রাণ প্রবাহ প্রণব, জীব-

দেহস্থ সুষুম্না মধ্যে চিত্রাণী নাড়ীর আশ্রয়ে ঊর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত আছেন। ঐ নাড়ী আজ্ঞা হইতে মেরুপথে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আজ্ঞার স্থূল বিকাশ ললাট প্রদেশস্থ ভ্রূমধ্য। এবং স্বাধিষ্ঠান পদ্মের স্থূল বিকাশ নিম্নোদর প্রদেশস্থ লিঙ্গ মূল। সুতরাং প্রণব গতিও ভ্রূমধ্য হইতে আজ্ঞাদি ষট্চক্র পথে নিম্নোদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মায়া বা নাদ ঐ আজ্ঞা বা ললাট প্রদেশের কিঞ্চিদূর্দ্ধে, আর বিন্দুর স্থান ব্রহ্মতালু বা ব্রহ্মরন্ধ্র। কারণাব্ধি ঐ বিন্দুর চতুঃপার্শ্বে বিরাজিত। সূর্য্য, কিরণ প্রবাহে ঊর্দ্ধাধঃ জগৎ প্রকাশিত করিয়া যেরূপ গগন মণ্ডলে উদিত থাকেন। সেইরূপ দিব্য ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রাজ্ঞাত্মা প্রাণ তাঁহার কিরণ রূপ প্রণব প্রবাহে, ঊর্দ্ধাধঃ সপ্তলোক বা ষট্চক্র প্রকাশিত করিয়া হৃদাকাশে গুপ্তঅষ্টদলপদ্মে দীপকলিকাকারে নিত্য উদিত আছেন বা থাকেন। এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রণব প্রবাহের ঊর্দ্ধাংশ, মায়া প্রকৃতির বিদ্যাশক্তি প্রধান পুরুষ প্রকৃতি আত্মক বলিয়া ঐ ঊর্দ্ধ প্রবাহকে হ্লাদিনী শক্তি এবং নিম্নাংশ মায়া প্রকৃতির অবিদ্যাশক্তি প্রধান পুরুষ প্রকৃতি সত্তায় সোঽহং ও অহং তত্ত্বাত্মক বলিয়া সন্ধিনী শক্তি বলে। মধ্যাংশে মহত্তত্বাদি হিরণ্য-গর্ভোৎপাদক প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যের অবস্থান হেতু সম্বিৎ শক্তি বলিয়া অভিহিত হন। ঊর্দ্ধাধঃ হইতে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী মধ্যশক্তি সম্বিতের সহিত মিলিত হইয়া, পূর্ণ প্রণবাকারে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ হ্লাদিনী ও সন্ধিনী মায়া প্রকৃতি সম্ভূতা; আর পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ সম্বিৎ মায়াতীত। এইজন্য ঐ সম্বিৎ প্রণবাকারের পৃষ্ট বা বহির্দ্দেশ হইতে প্রণবগর্ভ হিরণ্যগর্ভে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। জীবাত্মা, সন্ধিনী শক্তির উদ্বোধনে অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে, নাভি-মণিপুর-হৃদি-অনাহতাদি হিরণ্য-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা অপরা মায়া বা নাদ ভেদে বিন্দু আশ্রয়ে গুপ্ত অষ্টদল হৃৎপদ্মে প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যে আসিতে বা অবস্থিত হইতে পারিলে, দিব্য জ্ঞানালোকে প্রেম সম্পন্ন হইয়া পড়েন। এবং সেই আলোকেই বেদ প্রতিপাদ্য বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদ ঐ প্রাণাত্মাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত সাধনার লক্ষ্য ও গন্তব্য স্থান এই হৃৎপদ্ম। হৃৎপদ্মস্থ দীপ কলিকাকার ঐ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যের দিব্যালোকে শ্রীভগবান বা অভীষ্ট দেবতার স্বরূপ দর্শন হয়। ঐ দিব্যালোক স্ফটিকস্বচ্ছ কোটিবিদ্যুৎপুঞ্জনিভ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃশালী। ঐ জ্যোতিঃ মধ্যে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় বপু নিত্য বিরাজিত। এই জ্যোতিঃ ব্রহ্ম পদার্থ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ঐ জ্যোতিঃকে শ্রীভগবানের অঙ্গপ্রভা বলে। "তাঁহার অঙ্গের শুধু কিরণ মণ্ডল। উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥" আলোকের প্রান্তে যেরূপ অন্ধকার থাকে, সেইরূপ ঐ প্রাণালোকের গোচরাভাব বশতঃ অন্ধকারবৎ অবিদ্যাময় অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হইয়া যেমতি সেই অগ্নিকেই আবরণ করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানময় প্রাণাগ্নি উদ্ভাসিত গুণপ্রকৃতির তত্ত্ব উপাদানে,প্রাণচৈতন্য বিপরীত ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া,তদুৎপন্ন অন্ধকার রূপ অহংতত্ত্বের দ্বারাই ঐ প্রাণালোক আবৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ঐ দিব্য প্রাণালোকের কোন আবরণ নাই। সমুদ্রগর্ভে পতিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেরূপ সমুদ্রের কম্পনে ঘোর চঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত সূর্য্যে কোনরূপ চঞ্চলতা হয় না। সেইরূপ মায়া বা গুণপ্রকৃতির হিরণ্যগর্ভোদকে পতিত প্রাণাত্মার প্রতিবিম্ব, ঐ গর্ভোদকের কম্পনে অজ্ঞানময় অহংতত্ত্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রাণাত্মার কোনরূপ বিকার সম্ভবে না। এই অবিদ্যা সঞ্জাত অহংতত্ত্বই হৃদ্‌গ্রন্থী। শাস্ত্রান্তরে ইহাকে রুদ্রগ্রন্থীও বলে। এই গ্রন্থিভেদ করিতে না পারিলে, ঐ দিব্য প্রাণাত্মার দিব্যালোক বা দিব্যনেত্র লাভ হয় না। জ্ঞান ও বৈরাগ্য জনিতঃ ভক্তির সাধন বলে ঐ গ্রন্থিভেদ হয়। তখন সাধকের সর্ব্ব সংশয় মিটিয়া যায়।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিনদৃষ্টে পরাবরে॥

. হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইলে, অর্থাৎ অহংকারের অবিদ্যা সংজাত তদাত্মভাব বিলুপ্ত হইলে, নিখিল জ্ঞেয়পদার্থবিষয়ক সংশয় নিরস্ত হয়।

তাহাতে প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য যাবতীয় কর্ম্মই বিনাশ পায়,এবং পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

মহর্লোক বা মরুত্তত্বের সূক্ষ্মতত্ত্বউপাদানে এই অনাহত পদ্ম জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত। ঐ তত্ত্ব বা শক্তির স্থূল পঞ্চীকরণ জড় উপাদানে ফুস্‌ফুস্‌ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক জীবদেহে তাহার সংস্কার প্রকৃতির ব্যষ্টি অবস্থা, সমষ্টি অবস্থায় ঐ মরুত্তত্ত্ব পঞ্চীকৃত বায়ু নামে অভিহিত হয়। তাই ঐ বায়ুর কার্য্য ফুস্‌ফুসেই সম্পন্ন হয়। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় সত্তা তত্তৎ ইন্দ্রিয় পথে ঐ বায়ুর দ্বারা গতি বিশিষ্ট হইয়া বুদ্ধি বা চিত্তের সমীপস্থ হইলে, তবে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। অগ্নি খণ্ড যেরূপ প্রবল বেগে বিঘুর্ণিত হইলে তাহাকে একটি অখণ্ড গোলাকার গোলক বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ চিত্ত কেন্দ্রে, ইন্দ্রিয়রূপ পরিধীতে, খণ্ডবিষয়প্রকৃতি প্রবলতর বেগে বিঘুর্ণিত হইয়া, বিষয় জ্ঞানাত্মক দ্বৈতানুভূতি উৎপন্ন করে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই, ঐ বিষয়ের সত্তা প্রাণবায়ু দ্বারা গতি বিশিষ্ট হইয়া ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নাসাছিদ্র পথে সেই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে,তবে ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় একটি খণ্ড দ্বৈত জ্ঞানের মাত্রাস্পর্শানুভূতি চিত্তে উৎপন্ন হয়। বায়ু দ্বারা ঐ গতি এরূপ প্রবলতর বেগে চালিত হইয়া বিঘুর্ণিত হইতেছে যে, বুদ্ধি ঐ বিষয়ের প্রকৃত সত্তা অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞানাত্মক অদ্বৈতানুভূতি ধারণা করিতে পারিতেছে না। ইন্দ্রিয় পথে বিষয় উপস্থিত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ ঐ বিষয় মনের নিকট প্রেরণ করে; মন বৈশ্বানর অগ্নিতে অর্পণ করিলে, বৈশ্বানর প্রাণ বায়ুতে প্রেরণ করেন। তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু দ্বারা ঐ বিষয়ের সত্তা বিদ্যুৎবৎ তীব্র গতিতে চালিত হইয়া, ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নাসাছিদ্র পথে, সেই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। পরে মন তাহার সংস্কার প্রকৃতির অনুকূলে ঐ বিষয় গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে। ঐরূপে বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত বিষয় চিদ্দর্পনে প্রতিবিম্বিত হইলে, তখন বুদ্ধি ঐ বিষয়ের সুখ দুঃখ ভোগে অভিভূত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধিতে বৈশ্বানর অগ্নির যে সপ্তশিখা প্রবাহিত হইতেছে, সেই তেজঃ প্রভাবেই ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ

করে। প্রাণবায়ু বা জীবনীশক্তি, শরীরের স্থান বিশেষে কার্য্যভেদে উনপঞ্চাশ বিভাগে বিভক্ত হইয়া, ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয় মনে এবং মন হইতে প্রাণে এবং প্রাণ হইতে বিষয় সংযোগ রূপ পরিধীতে বিঘুর্ণিত করিতেছে। এই প্রাণবায়ুর স্থান অনাহত পদ্মের স্থূল বিকাশ ফুস্‌ফুসে। আর ঐ প্রাণবায়ুর সমষ্টি জীবনীশক্তির স্থান হৃৎপিণ্ডে। অনাহত পদ্ম হইতে মরুৎতত্ত্বের শক্তি প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডে তথা হইতে ফুসফুসে সঞ্চারিত হইয়া জীবনীশক্তি ও প্রাণবায়ু আখ্যায় আখ্যাত হয়। জীবনীশক্তির আশ্রয়ীভূত জীবাত্মা ঐ হৃৎপিণ্ড হইতে সংসার, নরক, স্বর্গ ও মুক্তি বিষয়ক বহুবিধ গতি প্রাপ্ত হন। জ্ঞান ও ভক্তিযোগে ধ্যান হইতে সমাধি বা প্রেম ভাবের সাধনা এই হৃৎপিণ্ড হইতেই সম্পন্ন হয়। তন্ত্রাদিতে অন্যান্য চক্র বা পদ্মে সাধনার উপদেশ আছে। কিন্তু শ্রুতি বা উপনিষৎ একমাত্র হৃদয় ধরিয়াই সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য আমরা শ্রুতি হইতে এই হৃদয়ের বিশেষ রূপ পরিচয় দিয়া পরে সাধন পদ্ধতির বিষয় বলিতেছি। এই হৃৎপিণ্ডের আশ্রয়েই বুদ্ধি অবিদ্যা প্রত্যয় বিশিষ্ট হইয়া যে অহং গ্রন্থি দিয়াছেন, তাহার ভেদ করাই একমাত্র সাধনার সার।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥

"কাঠকোপনিষৎ।"

যখন নিখিল বুদ্ধি গ্রন্থি অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডস্থ বুদ্ধি কৃত অবিদ্যা প্রত্যয় বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালেই মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই সমস্ত বেদান্তাদি শাস্ত্রের উপদেশ।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য
স্তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধ মায়ন্নমৃতত্বমেতি।
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

"কাঠকোপনিষৎ।"

এক শত একটি নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া নিখিল দেহ ব্যাপিয়া আছে। তন্মধ্যে সুষুম্নানাম্নী একটি নাড়ী ঐ হৃৎপিণ্ড হইতে অভিনিঃসৃত হইয়া মূর্দ্ধাভিমুখে গিয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ সুষুম্না নাড়ীকে সাধনা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, অন্তিম সময় তাহার প্রাণ ঐ নাড়ী দ্বারা উদ্গত হয়। তাহাতে সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম ধামে অবস্থিতি পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকেস্থ অনুপম বিবিধ ভোগসুখ উপভোগ করতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তদেষ শ্লোকঃ শতঞ্চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভি নিঃসৃতৈকাতয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিম্বঙন্যাউৎক্রমণে ভবন্ত্যুৎক্রমণে ভবন্তি ॥

"ছান্দোগ্য।"

হৃৎপিণ্ড হইতে এক শত একটি প্রধানভূতা নাড়ী শরীর মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। তাহার মধ্যে একটি সর্ব্ব প্রধানতম নাড়ী মূর্দ্ধাভিমুখে অভিনিঃসৃত হইয়াছে। সেই মূর্দ্ধাভিমুখ সুষুম্নানাড়ী পথে গমন করিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে। প্রাণের ঊর্দ্ধ উৎক্রমণে এই সুষুম্না নাড়ীই একমাত্র প্রসিদ্ধ।

তস্যহবা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চদেব সুষয়ঃ সযোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্য স্তদেতত্তেহন্নাদ্য মিত্যুপাসীত তেজ স্ব্যন্নাদোভবতি য এবং বেদ ॥ ১

ঐ হৃৎপিণ্ডে স্বর্গলোক প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ পঞ্চ ছিদ্র আছে। ঐ পঞ্চ ছিদ্র, প্রাণ ও আদিত্যাদির দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। এইজন্য ঐ পঞ্চ ছিদ্র দেবশুষি বলিয়া আখ্যাত হয়। ঐ স্বর্গ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ হৃৎপিণ্ডের যে পূর্ব্বদিগস্থ ছিদ্র, তাহা দ্বারাই প্রাণবায়ু দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করে। প্রাক্, অর্থাৎ পূর্ব্ব দ্বারছিদ্র পথে দেহে সঞ্চারণ করে বলিয়াই ঐ ছিদ্র প্রবাহী শক্তির নাম প্রাণ। এই প্রাণ পদার্থই চক্ষুঃ এবং ইনিই আদিত্য। যাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্তির ইচ্ছুক, তাহারা চক্ষু ও আদিত্য স্বরূপ তেজোময় প্রাণকে অন্নদা হেতু উপাসনা

করিবে। তাহাতেই তাহারা অমায়াদি রহিত হইয়া তেজস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি সেই উপাসনা জানেন, তিনি সকল সিদ্ধি ফল-ভাগী হইতে পারেন; এবং ঐ উপাসনা দ্বারাই ঐ দ্বারপাল প্রাণকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতুভূত মুখ্য ফল পাইয়া থাকেন। বাজসেনেয়াদি শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে;—"আদিত্যই বাহ্য প্রাণ; এবং তেজোরূপে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। চক্ষু যে রূপ গ্রহণ করে তাহা নাভিপ্রদেশস্থ তেজোরূপী বৈশ্বানরের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ঐ প্রাণের শক্তিতে হৃদয়ে স্থাপিত হয়। ভোজন কালে "প্রাণায় স্বাহা" মন্ত্রে ঐ প্রাণাগ্নিতে যে অন্নাহুতি প্রদত্ত হয় ঐ আহুতিপরিপুষ্ট প্রাণের দ্বারাই সকলের পোষণ হইয়া থাকে। এবম্বিধ রূপে প্রাণই সর্ব্ব প্রকারে স্বর্গদ্বার স্বরূপ বিধায় ইনিই ব্রহ্ম। ১

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ সব্যান
স্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যু-
পাসীত শ্রীমান যশস্বী ভবতি য এবং বেদ ॥ ২

ঐ হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিগ্‌গত যে দ্বারছিদ্র আছে, তাহাতে ব্যান বায়ু সঞ্চারণ করিয়া থাকেন। এই বায়ু বীর্য্যাধিক্য প্রযুক্ত প্রাণ ও অপানকে নিগৃহীত করিয়া বহুরূপে দেহে বিচরণ করেন, এই নিমিত্ত হৃৎপিণ্ডের ঐ দক্ষিণ দিগ্‌গত দ্বারছিদ্র প্রবাহী শক্তির নাম ব্যান। এই শক্তিই শ্রোত্র এবং ইনিই চন্দ্রমা। এই ব্যানাখ্য শক্তি বা দেবতার আশ্রয়ে শ্রোত্র দিক্‌ ও চন্দ্রমা প্রকাশিত রহিয়াছে। ভোজন কালে "ব্যানায় স্বাহা" মন্ত্রে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে ঐ আহুতিপরিপুষ্ট ব্যান দ্বারাই দেহে রসসঞ্চারে সকলের পোষণ সম্পন্ন হয়। অতএব ঐ ব্যানাখ্য জীবনীশক্তি স্বর্গলোকের দ্বার স্বরূপ বিধায় ইনিও ব্রহ্ম। যাহারা স্বর্গলোক বা মুক্তি লাভের ইচ্ছুক, তাহারা উক্ত শ্রোত্র ও চন্দ্রমাতে ব্যানবায়ুর উপাসনা করিয়া থাকেন। এবং ঐ উপাসনায় শ্রীমান ও যশস্বী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সেই উপাসনা জানেন তিনি শ্রীমান ও যশস্বী প্রভৃতি গুণফলভাগী

হইতে পারেন। এবং সেই উপাসনা দ্বারা ঐ ব্যানাখ্য দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতুভূত মুখ্য ফল পাইয়া থাকেন।২

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ
সবাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসমন্নাদ্য
মিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি যএবং বেদ ॥৩

ঐ হৃৎপিণ্ডের পশ্চিম দিগগত যে দ্বার ছিদ্র আছে,তাহাতে অপান বায়ু সঞ্চারণ করে। এই বায়ু শরীরস্থ মূত্র ও পুরীষাদি অধোদেশে অপনয়ন করে, এই নিমিত্ত অপান নামে অভিহিত হয়। এই অপানাখ্য শক্তিই বাক্য এবং ইনিই অগ্নি। ভোজনকালে "অপানায় স্বাহা" বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে ঐ আহুতি পরিপুষ্ট অপানের দ্বারাই বাক্য ও অগ্নির বলসঞ্চারে সকলের পোষণ হইয়া থাকে। অতএব অপান স্বর্গলোকের দ্বার স্বরূপ বিধায় ব্রহ্ম পদার্থ। যাহারা স্বর্গলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছুক তাহারা ঐ বাক্য ও অগ্নিতে অপান বায়ুর উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহারা ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইতে পারেন। সেই উপাসনাভিজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্মতেজ প্রভৃতির গুণফলভাগী হইয়া ঐ উপাসনা দ্বারাই ঐ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতুভূত মুখ্যফল লাভ করিয়া থাকেন। ৩

অথ যোঽস্যোদঙ সুষিঃ স সমান
স্তন্মনঃ স পর্জ্জন্যঃ তদেতৎকীর্ত্তিশ্চ
ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত কীর্ত্তিমান ব্যুষ্টিমান্
ভবতি য এবং বেদ ॥৪

হৃৎপিণ্ডের উত্তর দিগ্‌গত যে দ্বার ছিদ্র আছে, তাহাতে সমান বায়ু সঞ্চারণ করে। ঐ বায়ু, ভুক্ত দ্রব্যের এবং বায়ু পিত্ত কফের সমতা সাধন করে, এই নিমিত্ত এই বায়ু সমান নামে অভিহিত হয়। এই সমানাখ্য বায়বীয় শক্তি মন এবং ইনিই পর্য্যন্য। ভোজনকালে "সমানায় স্বাহা" মন্ত্রে যে আহুতি প্রদত্ত হয়; তাহাতে ঐ আহুতি পরিপুষ্ট সমান দ্বারাই সকল রসের সমতা বিধানে সকল ধাতুর পোষণ

হয়। অতএব এই সমানাখ্য জীবনীশক্তি স্বর্গলোকের দ্বার স্বরূপ বিধায় ইনিও ব্রহ্ম। যাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্তির ইচ্ছুক তাহারা মন ও পর্য্যন্যতে সমান বায়ুর উপাসনা করিবে। তাহাতে তাহারা কীর্ত্তিমান ও কান্তিবিশিষ্ট হইতে পারে। এই পর্য্যন্য হইতেই জলের কারণভূত বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি এই উপাসনা জানেন তিনি কীর্ত্তি প্রভৃতি গুণফলভাগী হইয়া ঐ উপাসনা দ্বারাই ঐ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতুভূত মুখ্য ফল পাইয়া থাকেন। সমান বায়ুর উপাসনাতে বৃষ্টি অর্থাৎ বহু শ্রুতত্ব ও দেহগত লাবণ্যাদি লাভ হয়। ৪

অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিঃ স উদানঃ
সবায়ুঃ স আকাশ স্তদেতদোজশ্চ মহ-
শ্চেতুপাসীত ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ ॥৫

হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধ দিগ্‌গত যে দ্বার ছিদ্র আছে, তাহাতে উদান বায়ু সঞ্চারণ করে। এই বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তি সকল শক্তিকে ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করিয়া জীবাত্মার উৎকর্ষার্থ কর্ম্ম সাধন করে; এই নিমিত্ত ইনি উদান নামে অভিহিত হন। ভোজনকালে "উদানায় স্বাহা" মন্ত্রে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, ঐ আহুতি পরিপুষ্ট উদান দ্বারাই সকলের উৎকর্ষতা জনক পোষণ হইয়া থাকে। অতএব এই উদানাখ্য শক্তিও স্বর্গলোকের দ্বার স্বরূপ বিধায় ইনিও ব্রহ্ম। এই শক্তি আকাশ এবং ইনিই ওজঃ বা বুদ্ধি স্বরূপ। যাহারা স্বর্গ প্রাপ্তির ইচ্ছুক তাহারা আকাশ এবং ওজঃ স্বরূপ বুদ্ধিতে উদানের উপাসনা করিবে। তাহাতে তাহারা বলবান এবং মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধিমান হইতে পারে। ঐ ওজঃ পদার্থই বল ও বুদ্ধি স্বরূপ। যে ব্যক্তি সেই উপাসনা জানেন তিনি ঐ সমস্ত গুণফলভাগী হইতে পারেন। এবং ঐ উপাসনা দ্বারাই উক্ত দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতুভূত মুখ্য ফল পাইয়া থাকেন। এই উদান বায়ুর সাধনাতেই সাধক বীর্য্যবান ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকেন। ৫

তেবা এতে পঞ্চব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ সয এতানেব পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষান্ স্বর্গস্যলোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান বেদ্ ॥ ৬

ঐ হৃৎপিণ্ড বিহারি পঞ্চপ্রাণ ব্রহ্মের নিযুক্ত পঞ্চপুরুষ। রাজার নিযুক্ত পুরুষ যেরূপ রাজপুরী রক্ষা করে, সেইরূপ এই পঞ্চ পুরুষ ব্রহ্মপুরী নিয়ত রক্ষা করিতেছেন। এইজন্য ইহাদিগকে স্বর্গের দ্বারপাল বলা হয়। ইহারা চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্য, বীর্য্য ও প্রাণরূপে, ইন্দ্রিয়াদির বহিরুন্মুখীন সংস্কার প্রকৃতির জন্য জীবাত্মাকেও বহির্ম্মুখে প্রবৃত্ত করাইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন। যাবৎ চক্ষুরাদি সংযত না হয় তাবৎ তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বিষয়ে আসক্ত রাখিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতি বন্ধক হন। পরন্তু ঐ ইন্দ্রিয়াদি সংযত হইলেই তাঁহারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতুভূত হইয়া থাকেন। মন বাহ্য বিষয়ে আসক্ত থাকিলে, মিথ্যাভূত সংসারেই নিবিষ্ট থাকে। ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইতে পারে না। এই হেতু ঐ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষই স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি ঐ প্রাণাদিকে উপাসনা দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন। সেই ব্যক্তিই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণাদি পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষের উপাসনা দ্বারাই স্বর্গ রাজ্যের অধিশ্বর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। আর যিনি ঐরূপ উপাসনায় ঐ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষরূপী পঞ্চ স্বর্গদ্বারপালকে জানিতে পারেন, তিনি বিদ্বৎ কুলে বীর পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরন্তু ঐরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব ঐরূপ ভাবে জন্ম গ্রহণও ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তির হেতু হয়।৬

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষুত্তমেষু লোকেষ্বিদং বা এবতদ্ যদিদ মস্মিন্নন্তঃ পুরুষ জ্যোতিস্তসৌষাদৃষ্টিঃ ॥

৭—৩ প্রপা -১৩॥ "ছান্দোগ্যশ্রুতি"

সেই স্বর্গলোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে, উহা স্বয়ং প্রভ অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাহার প্রকাশ আছে। ঐ দীপ্তি অগ্ন্যাদির ন্যায় জ্বলন সাপেক্ষ নহে। ঐ দিব্যজ্যোতিঃ সকলের উপরিভাগে আছে ; সুতরাং উহা সংসারাতীত। যাহারা সংসারাসক্ত তাহারা ঐ দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারে না। সত্য প্রভৃতি উত্তম লোকেই ঐ দীপ্তি নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। হিরণ্যগর্ভাদি ঐ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ঐ দিব্যজ্যোতিঃই পুরুষের অন্তশ্চক্ষুঃ। যাহা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, লিঙ্গ, শব্দ অথবা স্পর্শাদি দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেই সকল বিষয় ও ঐ দিব্য জ্যোতিঃর বিষয়ীভূত হইয়া আছে।৭

বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে ঠিক বামস্তনের নিম্নে ফুস্‌ফুসের উপরি-ভাগে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে Hert হার্ট বলে। ইহার আকৃতি গিলার ন্যায়। মধ্যদেশে প্রকোষ্টবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে। উহার উর্দ্ধ দিক হইতে নাড়ী উঠিয়া শরীরমধ্যে উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত হইয়াছে। ভুক্ত দ্রব্যের রস উদর হইতে ঐ নাড়ী পথে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া রক্তাকার ধারণ করে এবং সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হয়। এই হৃৎপিণ্ড শরীরস্থ সকল যন্ত্রের নিয়ামক। অনাহত পদ্মস্থ গুপ্ত অষ্টদল হইতে প্রাণজ্যোতিঃ সুষুম্না পথে এই হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উহাকে স্পন্দিত করে। ঐ জ্যোতিঃ পদার্থ হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ট বিশেষে সঞ্চারিত হইয়া, উপরি লিখিত প্রাণ অপানাদি পঞ্চ নামে অভিহিত হয়। বৈদ্যুতিক বা বাষ্পীয় বল যেরূপ এক স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে সঞ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য্য করে। সেইরূপ প্রাণ জ্যোতিঃ ও হৃৎপিণ্ড হইতে শরীর মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে সঞ্চারিত হইয়া বিভিন্ন রূপে কার্য্য করে। শরীরস্থ স্থান ও কার্য্যভেদে ঐ শক্তি উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি সর্ব্ব প্রধান। তন্মধ্যে ফুসফুস প্রবাহী শক্তির নাম প্রাণ, নাভিপ্রদেশস্থ উদর প্রবাহী শক্তির নাম সমান, নিম্নোদর প্রবাহী শক্তির নাম অপান, কণ্ঠ প্রভৃতি শরীরের প্রতি সংযোগ স্থানে

কার্য্যশীল শক্তির নাম উদান, আর ব্যান সর্ব্বশরীর ব্যাপী। এই শক্তি সমষ্টির নাম জীবনীশক্তি। ইহাদের কেন্দ্র বা আধার স্থান হৃৎপিণ্ড। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ঐ প্রাণাপানাদি সকল শক্তি বা যে কোনটিকে সাধন কৌশল যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা ধরিয়া তাহাদিগর কেন্দ্রস্থান হৃৎপিণ্ডে আনিতে পারিলে ঐ স্থানে তাহাদিগর প্রকৃত জ্যোতিঃ স্বরূপে দর্শন করা যায়। ইহারি নাম সমাধি অভ্যাস। এই সমাধির অভ্যাস পরিপাকে সাধক যখন নিজ হৃদয়ে সেই দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করেন, তখন তাহার শরীরে এবং মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব দিব্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠে। এবং ঐ দিব্য জ্যোতির দিব্য কিরণে তাঁহার বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি অনুরঞ্জিত হইয়া সর্ব্ব পদার্থেই এক পরম রমণীয় ব্রহ্ম ভাবের অভিজ্ঞান উদ্বোধন করিতে থাকে। এই অবস্থাপন্ন সাধককে স্থিত প্রজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন প্রেমিক বলিয়া পারিচিত হন। হৃদয়স্থ ঐ দিব্য জ্যোতির প্রকাশ ব্যতীত তত্ত্ব জ্ঞান বা প্রেম লাভ হয় না। যোগাঙ্গের সমাধি তাহার সাধন বিজ্ঞান। হৃদয়ই ঐ সমাধি অভ্যাসের প্রকৃষ্ট স্থান। হৃৎপিণ্ড হইতে সুষুম্না পথে গুপ্ত অষ্টদলের মধ্যস্থানে যে দ্বাদশ দল অনাহত পদ্ম আছে, তাহাতেই হৃদ্‌গ্রন্থি বিরাজ করে। এইজন্য ঐ স্থানে সমাধি অভ্যাসের দ্বারা ঐ হৃদ্‌গ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। সমাধিই অনাহত পদ্মের সাধন।

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥

"যোগদর্শন।"

ধ্যেয় বস্তু হৃৎপদ্মে উদ্ভাসিত হইয়া অহং জ্ঞান শূন্য হইলে তাহাকে সমাধি বলে।

অভীষ্ট দেবতার ধ্যান প্রগাঢ় হইলে তদ্ব্যতীত আমি আছি এরূপ কোন পৃথক জ্ঞান থাকে না। অন্তঃ প্রাণায়ামের অভ্যাসে শক্তির সুষুম্না পথে উর্দ্ধগতি এবং প্রত্যাহার, ধারণাটিতে বিন্দুর স্থিতি হইলে পর সমাধি অভ্যাস করিতে হয়। সমাধি সাধনার সিদ্ধি ও শেষ বিজ্ঞান। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার বা প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলনের নাম সমাধি। প্রত্যাহারের অভ্যাসে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের

মাত্রা স্পর্শে ভগবদ্ভাব উদ্বোধন করিতে থাকিলে,মন বুদ্ধি ও তদ্ভাবপন্ন হয়। ঐরূপে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের একতানতা কোন এক বিশিষ্ট পক্ষে অর্থাৎ অভিষ্ট দেবতায় প্রগাঢ় হইলে তাহাকে ধ্যান বলে। এইরূপ ধ্যান যতই প্রগাঢ় হইতে থাকে ততই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির স্বতন্ত্র ভাব লয় হইয়া চিত্তের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত চিত্তের নাম মহত্তত্ত্ব মহৎ বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সংশয় শূন্য ও দৃঢ় এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা চিত্ত সত্ত্বগুণাত্মক এবং স্বচ্ছ। স্বচ্ছ দর্পণ বা স্থির জলাশয়ে যেরূপ সূর্য্যের কিরণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয়। সেইরূপ ঐ স্বচ্ছ চিদ্দর্পনে বা স্থির বুদ্ধিতে প্রাণাত্মার দিব্যালোকে অভীষ্ট দেবতার স্বপ্রকাশ অবস্থা অনুভূতি হয়। এই অবস্থায় অহং জ্ঞানের আর স্বতন্ত্র দ্যৈতাত্মক অনুভূতি না হওয়ায় ইহাকেই সমাধি বলে। ঐ প্রজ্ঞার অবস্থা ভেদে এই সমাধি দ্বিবিধ। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ॥

সংশয়াদি বিপর্য্যয় বিরহিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্ক বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারি ভাগে বিভক্ত।

বিতর্ক অর্থাৎ সিদ্ধান্তের সহিত বিচার অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞানের সহিত, আনন্দ অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়তার সহিত, অস্মিতা অর্থাৎ তন্ময়তার সহিত, প্রজ্ঞা বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। আর ঐ প্রজ্ঞা স্বরূপ মহত্তত্ত্বা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে অন্য কোন ভাব না থাকিলে তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কাবশেষোঽন্যঃ॥

প্রবল বৈরাগ্যের বশীকার সজ্ঞায় যখন সমস্ত প্রকার চিত্ত বৃত্তির অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়; সেই সংস্কার পরিশূন্য অবলম্বন রহিত অবস্থাকেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

কিছুকাল ধরিয়া কোন এক বিষয় প্রিয় বা অনুরাগ বুদ্ধিতে ভাবিতে ভাবিতে সেই বিষয় সম্বন্ধে ধারণা ও ধ্যান হয়। পরে বুদ্ধি

যদি ঐ বিষয়ের ঐ ধারণাধ্যানপ্রবাহ সেই বিষয়ের নয়নসম্মুখবর্ত্তি স্থূলরূপ হইতে আকর্ষণ করিয়া, চিত্তকেন্দ্রে অর্থাৎ অনাহত পদ্মে লইতে পারেন, তবেই সমাধি অভ্যাসে সমর্থ হয়েন। বস্তু বা পদার্থের রূপ বহির্দ্দেশ হইতে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত হইয়া হৃৎপদ্মস্থ চিদ্দর্পনে প্রতিবিম্বিত হয়। এই চিদ্দর্পণ, গুপ্ত অষ্টদলপদ্মস্থ দীপ-কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচৈতন্যের স্বচ্ছ কিরণ মণ্ডল। ঐ কিরণের কিয়দংশ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিরাজিত। হৃৎপিণ্ডে যে পঞ্চশুর্ষি বা ছিদ্র পথ আছে, ঐ ছিদ্রপথে ঐ কিরণ প্রবাহিত হইয়া, প্রাণ অপানাদি বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তি নামে অভিহিত হন। এই জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ু দ্বারাই ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয়, ঐ প্রাণজ্যোতিঃ বা চিত্ত কেন্দ্রে বিঘুর্ণিত হইয়া, বিষয় সম্বন্ধীয় খণ্ডজ্ঞানের মাত্রাস্পর্শানুভূতি উৎপন্ন করে। ইহাতেই বিষয়াদির সম্যগ্ ধারণা ও ধ্যানাদির অভাবে সমাধি লাভ হয় না। সমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, ঐ বায়বীয়াখ্য জীবনী-শক্তি বা প্রাণবায়ুকে তাহার কেন্দ্রস্থান চিত্ত বা হৃৎপিণ্ডে আনিয়া কেন্দ্রস্থ করিতে হইবে। স্রোতোপরি ভাসমান তৃণ শৈবালাদির গতি ফিরাইতে হইলে যেরূপ সেই স্রোতের গতি ফিরানই বুদ্ধিমানের কার্য্য; তদ্রূপ ঐ বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তিরূপী স্রোতোপরি ভাসমান বুদ্ধি ও মনাদি ইন্দ্রিয়বর্গসহ বিষয়াদির গতি, চৈতন্য বা ভগবদ্‌ভিমুখে ফিরাইতে হইলে, ঐ বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তির গতি ফিরাইয়াই সাধনা বা সমাধির অভ্যাস করিতে হয়। ঐ জীবনীশক্তি হৃৎপিণ্ডের পঞ্চ ছিদ্র পথে নির্গত হইয়া, শরীরের স্থান ভেদে প্রাণ অপানাদি নাম ধারণ করে। অন্তঃ প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদির সাধনায় বিন্দু স্থিতি ও উর্দ্ধগতি বিশিষ্ট হইলে, ধারণা ধ্যানের দ্বারা ঐ বায়বীয়াখ্য পঞ্চ জীবনীশক্তিকে তাহাদের স্থূলদেহস্থ ক্রিয়াক্ষেত্র হইতে আকর্ষণে হৃৎপিণ্ডে আনিয়া ধারণা করিলেই, উহাদের গতি বা শক্তি কেন্দ্রস্থ হওয়ায়, বুদ্ধি ও মনাদি ইন্দ্রিয়বর্গসহ বিষয়াদির সত্তা, চিদ্দর্পন বা হৃৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া, দিব্য প্রাণালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। তাহাতে বস্তুর স্বরূপতত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ঐ দিব্যজ্যোতির দিব্যকিরণে

বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সহ বিষয় প্রপঞ্চ অনুরঞ্জিত হইয়া,সর্ব্ব পদার্থেই পরম রমণীয় ব্রহ্মভাবের অভিজ্ঞান উদ্বোধন করিতে থাকে। এই অবস্থা সম্পন্ন সাধকের ঐ বুদ্ধির নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা সম্পন্ন অবস্থায় সাধকের নিকট সম্যগ্‌রূপে সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপ তত্ত্বার্থের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়াই ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। আর বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি গৃহীত কোন বিষয়াদির কোন রূপ জ্ঞান না থাকিয়া, মাত্র ঐ প্রজ্ঞা নিজ স্বরূপে নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সেই অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। যাজ্ঞবল্ক্যে উল্লেখ আছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

সমাধিমধুনা বক্ষ্যে ভবপাশবিনাশনং।
ভবপাশনিবদ্ধস্য যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি॥

শ্রীভগবান কহিলেন, জীবের সংসার বন্ধন বিনাশক সমাধির কথা বলিতেছি, সংসারে মায়াপাশ আবদ্ধ জীবের ইহা শ্রবণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মা পরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্ষা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥

যখন মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা জীবাত্মা প্রকৃষ্ট রূপে দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিরভ্যন্তরে পরমাত্মাতে অবস্থান করেন, তাহাকে সমাধি বলে।

ধ্যায়েদ যথা যথাত্মানং তৎসমাধিস্তথা তথা।
ধ্যাত্বৈবাত্মনি সংস্থাপ্য নান্যথাত্মাবশেৎ ভবেৎ॥
এবমেবহি সর্ব্বত্র যৎ প্রসক্তস্তু যো নরঃ।
তথাত্মা সোঽপি তত্রৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥
সরিৎপতৌ নিবিষ্টাম্বু যথাভিন্নত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথাত্মাভিন্ন এবাত্র সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

যিনি যে ভাবেই হউক আপন অভীষ্ট দেবতাস্বরূপআত্মাকে ধ্যান

করেন ; তাহার সমাধিকার্য্যও সেই ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধ্যানযোগ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে চৈতন্য করতঃ দিব্য ব্রহ্ম জ্যোতিরভ্যন্তরে ঐ আত্মাতে সংস্থাপন করা ব্যতীত ঐ আত্মাকে প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি যাহার প্রতি সমধিক প্রসক্ত, তাহার আত্মা তথায় অবস্থান করে, এবং তাহাতেই সমাধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নদ নদী সমুদ্রে পতিত হইয়া একাকার ধারণ করে, সেইরূপ সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সম্মিলনে একত্ব প্রাপ্ত হন।

এতদুক্তং ভবত্যত্র গার্গি ব্রহ্মবিদাং বরে।
কর্ম্মৈব বিধিবৎ কুর্ব্বন কাম সংকল্প বর্জ্জিতং ॥
বেদান্তেম্বপি শাস্ত্রেষু সুশিক্ষিত মনা স্তথা।
গুরুণা চোপদিষ্টার্থং যুক্তোপেতং বরাননে ॥
বিদ্বৎভিঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞৈ বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
নিশ্চিতার্থেষু তস্মিংস্তু সুশিক্ষিতমনাঃ সদা ॥
যোগমেবাভ্যসেন্নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ততস্ত্বাভ্যন্তরৈশ্চিহ্নৈবাহ্যৈর্ব্বা কালসূচকৈঃ ॥
বিনিশ্চিত্যাত্মনঃ কালমন্যৈবা পরমার্থবিৎ।
নির্ভয়ঃ সুপ্রসন্নাত্মা ভূত্বাতু বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
স্বকর্ম্ম নিরতঃ ক্ষান্তঃ সর্ব্ব ভূতহিতে রতঃ।
প্রদায় বিদ্যাং পুত্রস্য মন্ত্রঞ্চ বিধি পূর্ব্বকং ॥
সংস্কারাণ্যাত্মনঃ সর্ব্বমুপদিশ্য তথানঘে।
পুণ্যক্ষেত্রে শুচৌদেশে বিদ্বদ্ভিশ্চ সমাবৃতে ॥
ভূমৌ কুশান সমাস্তীর্য্যকৃষ্ণাজিন মথপি বা।
তস্মিন্ সুবদ্ধ পর্য্যঙ্কো মন্ত্রৈর্ব্বদ্ধ কলেবরঃ।
আসনে নান্যধীরাস্তে প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ॥

হে ব্রহ্মবিদ্বরে গার্গি, সমাধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে যে, বৈধধর্ম্মের অনুষ্ঠান পুরঃস্বর সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া, বেদান্তাদি শাস্ত্র সমুহে সুশিক্ষিত হইবে ; পরে গুরু সমুপদিষ্ট মন্ত্রার্থ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান দিগর সহিত পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্মে নিশ্চিতার্থ হইলে, কুলকুণ্ডলিনী বা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সাধন অভ্যাস করিতে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিবে। পরে যখন বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অথবা অন্যান্য অরিস্ট বা মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়া পরমার্থবিদ্ যোগী জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি পূর্ব্ববৎ নিভয় সুপ্রসন্নমনা, জিতেন্দ্রিয়, স্বকর্ম্মনিরত, ক্ষমা বান, এবং সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া, বিধি পূর্ব্বক নিজ সংস্কারানুযায়ী পুত্রকে স্বকীয় বিদ্যা ও মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক, বিদ্বৎজনপরিবেষ্টিত কোন পুণ্যতীর্থে বা শুচিপ্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তথায় ভূমির উপর কুশ বা কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করিয়া, তদুপরি আসন বন্ধন পূর্ব্বক উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করতঃ একাগ্রচিত্তে মন্ত্রযোগে শরীরকে নিরুদ্ধ করিবেন।

নবদ্বারাণি সংযম্য গার্গ্যস্মিন ব্রহ্মণঃপূরে ॥
উন্নিদ্রহৃদয়াম্ভোজে প্রাণায়ামৈঃ প্রবোধিতে।
ব্যোম্নিতাস্মিন প্রভারূপে নিরূপে সর্ব্বকারণে ॥
মনোবৃত্তিং সুসংযম্য পরমাত্মনি পণ্ডিতঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণং ভ্রুবোর্মধ্যে তদানঘে ॥
কারণে পরমানন্দে আস্থিতো যোগ ধারণং।
ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরন্ সুসমাহিতাঃ ॥
শরীরং সন্ত্যজেদ্ বিদ্বাননেনৈব দ্বিজোত্তমঃ।
যস্মিন্ সমভ্যসেদ্ বিদ্বান্ যোগেনৈবাত্মদর্শনং ॥
তদেব সংস্মরেদবিদ্বান্ ত্যজস্ত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবেত্যসৌ ভাবামিতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ ॥

ত্বঞ্চৈব যোগমাস্থায় ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি।
জ্ঞানেনৈব সহৈতেন নিত্যকর্ম্মাণিকুর্ব্বতঃ
নিবৃত্তফলসঙ্গস্য মুক্তি গার্গি করে স্থিতা ॥

হে গার্গি, সমাধি অভ্যাসের জন্য প্রথমতঃ এই ব্রহ্মপুর শরীরস্থ নরদ্বার নিরুদ্ধ করিবে। পরে অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা হৃৎপদ্ম বিকশিত করিবে। ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে যে শূন্যস্থান—ছিদ্র আছে, তদভ্যন্তরে নিরাকার সর্ব্বকারণস্বরূপ পরমাত্মার জ্যোতিঃ বিরাজিত। তাহাতে মনোবৃত্তির সুসংযম করিয়া, ঐ প্রাণজ্যোতিঃকে ঊর্দ্ধে—মূর্দ্ধ্ন্যা প্রদেশে উঠাইয়া, ভ্রূদ্বয়েয় মধ্যে তাহাকে ধারণ করিবে। হে অনঘে, এইরূপে বিদ্বান ব্যক্তি পরমানন্দ স্বরূপ সর্ব্বকারণভূত ব্রহ্মজ্যোতিতে নিমগ্ন হইয়া একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের ধরণা করিতে করিতে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। এবং এইরূপ সমাহিত অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মদর্শন অভ্যাস করেন, শরীরত্যাগ কালে তিনি সেই ভাবকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এবং যে ভাবাশ্রয়ে দেহত্যাগ হয়, পুনরায় সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে গার্গি, তুমিও স্বকর্ম্মনিরতা ও শান্তা হইয়া, ঐ রূপ যোগাভ্যাসে নিজ দেহ মধ্যে প্রণবাকারে জ্যোতির্ম্ময় প্রাণাত্মাকে ধ্যান করতঃ আত্মদেহ ত্যাগ কর। যিনি ফলাভিলাস শূন্য হইয়া উক্ত প্রকারে জ্ঞানের সহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, মুক্তি তাঁহার করতলস্থিত।

যোগসাধনবিজ্ঞানের শেষ বা অন্টম অঙ্গ সমাধি। বহিঃ ও অন্তঃ প্রাণায়াম অভ্যাসের পর, ধারণা ধ্যান সাধনায় সাধকের বিন্দু ঊর্দ্ধগতি এবং স্থিতি হইলে; গুরু উপদেশে মণিপুরাখ্য রূপকমল বা রজঃ প্রকৃতি ভেদ করিতে হয়। এই সমস্ত সাধনার পদ্ধতি যথাসাধ্য পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিন্দু ঊর্দ্ধগতিতে স্থিতি হইলে সাধকের মণিপুর কমলের সাধনা বা রজঃ ভেদ করিবার অধিকার জন্মে। তখনি সাধক শ্রীগুরু কৃপায় রজঃ ভেদ করিবার সাধনপদ্ধতি অবগত হইয়া থাকেন।

তদ্ব্যতীত ঐ নিগূঢ়তম ও সর্ব্বতোভাবে অব্যক্ত সাধন পদ্ধতি কোনরূপেই জানিতে পারা যায় না। বিন্দু, রজঃ প্রকৃতি ভেদ করা মাত্রেই প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃতে সাধকের হৃৎপদ্ম ফুটিয়া উঠে। ইহারি নাম ব্রহ্মনাল বা নাড়ীমধ্যে জীবাত্মার প্রবেশ লাভ। চতুর্দ্দল মূলাধার কমল হইতে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে ষড়দল স্বাধিষ্ঠান কমলে, বিন্দু ও রসতত্ত্বের সাধনায় বিন্দু ধারণার ক্ষমতা জন্মিলে, রূপ প্রকৃতি বা রজঃকমল মণিপুর পদ্মের সাধনার অধিকার হয়। সাধকের জন্ম-জন্মান্তরীন বহু সাধনসংস্কারসম্পন্নসৌভাগ্যবলে গুরুর প্রতি অচলা বিশ্বাস ও অনুরাগ থাকিলে, তবে ঐ সাধন পদ্ধতি জানিতে পারেন। ঘেরণ্ড সংহিতায় উক্ত আছে।

সমাধিশ্চ পরোযোগো বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরু ভক্তিতঃ॥
বিদ্যা প্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতির্ম্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনেদিনে যস্যভবেৎ স যোগী সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ॥

জন্মজন্মান্তরীন বহু ভাগ্য বলে সমাধি নামক উৎকৃষ্ট পরযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুর কৃপা ও প্রসন্নতা হইলে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই সমাধি যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিন দিন বিদ্যা, গুরু এবং আত্মার প্রতি যাঁহার প্রতীতি জন্মে ও দিন দিন যাহার মনের প্রবোধ হইতে থাকে, এই সমাধি যোগ সাধনে সেই যোগী পুরুষই প্রকৃত অধিকারী হইয়া থাকেন।

প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃতে হৃৎপদ্ম উদ্ভাসিত না হইলে, সমাধি অভ্যাস হয় না। ধারণা ধ্যানের লক্ষীভূত শ্রীভগবান বা ইষ্টদেবতার দর্শন, সূর্য্যালোক জনিতঃ ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি দ্বারা কখনও সম্ভবে না। এইজন্য শ্রুতি "ভগবদ্দর্শন বাক্য মনের অগোচর" বলিয়াছেন। বাক্য এবং মনের অগোচর ঐ পরতত্ত্ববিহারী ভগবদ্দর্শন—তৎ কৃপাসাধ্য। অর্থাৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিব্য জ্যোতিঃ প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। এই জ্যোতিঃ পদার্থ প্রতি জীবের পঞ্চশুর্ষি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত।

ঐ পঞ্চছিদ্র পথে সঞ্চারিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়বীয়াখ্য জীবনিশক্তির প্রবাহ ধরিয়াই সাধকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ইহাকেই সমাধি অভ্যাস বলে। তাহাতে ঐ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে, সেই জ্যোতিঃতে ঐ জ্যোতিরভ্যন্তরে গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম উদ্ভাসিত হইয়া, সাধকের ইষ্ট বা ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

ঐ পঞ্চছিদ্র পথে সঞ্চারিত পঞ্চপ্রাণপ্রবাহ ধরিয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অন্তঃপ্রাণায়ামের অভ্যাসের পর সাধকের বিন্দু স্থিতি হইয়া উর্দ্ধগতি হইলে, ঐ বিন্দুকে অন্তঃপ্রাণায়ামাদি ধ্যান ধারণার বলে ও অবলম্বনে, মণিপুরকমল বা রজঃপ্রকৃতিভেদে, ঐ পঞ্চপ্রাণকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করাইতে হয়। গৃহপালিত মাতঙ্গ যেমতি বনে প্রবিষ্ট হইলে, বন্য স্বাধীন মাতঙ্গ তাহার সঙ্গে মিশিয়া গৃহে আসিয়া আবদ্ধ হয়; সেইরূপ সাধকের দেহগৃহে সাধনায় পালিত শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ী ও স্নায়ু জালরূপ বনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণাপানাখ্য জীবনীশক্তিকে তাহার সঙ্গে মিশাইয়া হৃৎপিণ্ড কোটরে আনিয়া আবদ্ধ করে। প্রবর্ত্তক বা Posative তাড়িতের সহিত নিবর্ত্তক Nagative তাড়িতবল মিলিত হইলে যেরূপ এক প্রবলতর শক্তি ও আলোক উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ রজঃ প্রকৃতির সহিত শিবরূপাবিন্দু মিলিত হইলে, এক প্রবলতর শক্তি ও দিব্যালোক উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিন্দু ও রজঃ মিলিত শিবশক্তি প্রভাবেই সাধক নিজ হৃৎপদ্মে সমাধি অভ্যাস করিয়া থাকেন। প্রকৃতি পুরুষের আত্যন্তিক মিলন জনিতঃ আনন্দোচ্ছাসই সমাধি। প্রকৃতির মণিপুরাখ্য রজঃকমল অধঃ এবং পুরুষের স্বাধিষ্ঠানাখ্য বিন্দু বা রস কমল অধঃ থাকিলে, রজঃ ও বিন্দু অধঃগতি বিশিষ্ট হইয়া মিলিত হয়। এইরূপ মিলন জনিতঃ কাম ব্যাপারে জীবাত্মার যে প্রকাশ তাহাই জন্মমৃত্যুসংকুল ঘোরযাতনাময় সংসারপ্রাপ্তি রূপ নরক ভোগ। আর প্রকৃতির ঐ মণিপুরাখ্য রজঃকমল উর্দ্ধ এবং পুরুষের স্বাধিষ্ঠানাখ্য বিন্দু বা রসকমল উর্দ্ধে থাকিয়া, রজঃ ও বিন্দু উর্দ্ধ-গতি বিশিষ্ট হইয়া মিলিত হইলে; সেই মিলন জনিত প্রেম ব্যাপারে

জীবাত্মার যে প্রকাশ, তাহাই জন্মমৃত্যুনিবারক পরম সুখময় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি রূপ স্বর্গভোগ বলিয়া চির অভিহিত। এইরূপ ব্রহ্মানন্দ হইতেই ভগবৎ সত্তার প্রত্যক্ষানুভূতিতে সাধক বিভোর বা মাতোয়ারা হইয়াই তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়াই, এই অবস্থাকে প্রেম বা সমাধি বলে। ধ্যান ধারণার অবস্থা ভেদে, যোগশাস্ত্রে এই সমাধি ছয় প্রকার কথিত আছে।

শাম্ভব্যা চৈব খেচর্য্যা ভ্রামর্য্যা যোনিমুদ্রয়া।
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা॥
পঞ্চধা ভক্তিযোগেন মনোমূর্চ্ছা চ ষড়্‌বিধা।
ষড়্‌বিধোঽয়ং রাজযোগঃ প্রত্যেকমবধারয়েৎ॥

শাম্ভবী, খেচরী, ভ্রামরী, যোনিমুদ্রা, এই চতুর্ব্বিধ মুদ্রানুষ্ঠান দ্বারা যথাক্রমে ধ্যানযোগসমাধি, নাদযোগসমাধি, রসানন্দযোগ সমাধি ও লয়যোগসমাধি সংসাধিত হয়। পঞ্চম প্রকারের সমাধি ভক্তিযোগ দ্বারা এবং ষষ্ঠ প্রকারের রাজযোগসমাধি—মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভকের অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধ হয়। নিম্নে মুদ্রাসহ ঐ সমাধির সাধন পদ্ধতি বলিতেছি।

ধ্যানযোগ সমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, অগ্রে শাম্ভবী মুদ্রার অভ্যাস করিতে হয়। যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মরামং নিরীক্ষণয়েৎ।
সা ভবেচ্ছাম্ভবীমুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

নিজ ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্য স্থান, পলকশূন্য স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া একাগ্রমনে আত্মাকে অর্থাৎ ঐরূপ দৃষ্টিসম্ভূত জ্যোতিঃ অবলোকন করিবে। ইহারি নাম শাম্ভবীমুদ্রা। সকল তন্ত্রে ইহার সাধনা গোপন আছে।

এই শাম্ভবীমুদ্রা সাধনার বিশেষত্ব এই যে, উভয় চক্ষুর মণিদ্বয় এক পার্শ্বে আনিয়া, উর্দ্ধনেত্রে ভ্রূমধ্য স্থান লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ এক পার্শ্বে অর্থাৎ বামচক্ষুতারা ঐ চক্ষুর দক্ষিণপার্শ্বে

এবং দক্ষিণচক্ষুতারা ঐচক্ষুর বামপার্শ্বে আনিয়া, ঐরূপ অবস্থায় নিজ ভ্রূমধ্য লক্ষ্য করিতে হয়। কিছুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস স্থির হয়। এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্থিরতরে ঐ স্থানে মনের একতানতা হইলেই ঐভ্রূমধ্যে একটা জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। এই জ্যোতির মধ্যে সংকল্পিত বহুরূপ দেখা যায়। তাহাতে ক্রমে মনঃপ্রাণ ও বুদ্ধি স্থির হইয়া, শাম্ভবী মুদ্রা হয়। এইরূপে এই মুদ্রা অভ্যাস হইলে তবে সেই সাধকের ধ্যান যোগসমাধি অভ্যাসের অধিকার জন্মে। ধ্যানযোগসমাধির সাধনায় উল্লেখ আছে যে ;—

অথ ধ্যানযোগ সমাধি।

শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ ॥
খ মধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে ॥
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ ॥

প্রথমতঃ উল্লিখিতরূপে শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আত্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। পরে ঐ বিন্দু অর্থাৎ ঐ ব্রহ্ম জ্যোতির মধ্যে আপনার মনকে নিয়োজিত করিবে। অর্থাৎ মনে ঐ জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কোন ভাবনা আসিতে দিবে না। তৎপরে শিরঃস্থিত ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ মধ্যে জীবাত্মা, এবং জীবাত্মার মধ্যে শূন্যস্থান—আকাশ ভাবনা করিবে। এই প্রকারে জীবাত্মাকে ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় দেখিয়া যোগী, অবিরোধময় অর্থাৎ মুক্ত ও সদানন্দযুক্ত হইবে। ইহাকেই ধ্যানযোগসমাধি বলে।

নাদযোগসমাধি অভ্যাস করিতে হইলে অগ্রে খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করিতে হয়। যোগ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

জিহ্বাধো নাড়ীং সংছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ ॥

এবং নিত্যং সমভ্যাসাল্লম্বিকা দীর্ঘতাংব্রজেৎ।
যাবদ্‌গচ্ছেৎ ভ্রুবোর্মধ্যে তদা গচ্ছতিখেচরী॥

জিহ্বার নিম্নভাগের সহিত, মুখমধ্যের নিম্নদেশে যে শিরা সংলগ্ন আছে তাহা ছেদন করিয়া, সর্ব্বদা রসনার নীচে রসনার অগ্রভাগকে চালনা করাইবে। এবং জিহ্বাকে নবনীত দ্বারা দোহন করতঃ লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র—জিব্‌ছোলা দ্বারা তাহাকে কর্ষণ করিতে হইবে। প্রতিদিন এই প্রকার করিতে করিতে, জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, যখন দেখিবে ঐ জিহ্বা ভ্রূমধ্য স্থান স্পর্শ করিতে পারে, তখন ঐ জিহ্বাকে তালুমধ্য দিয়া, ঊর্দ্ধদিকে কপালকুহরে প্রবেশ করাইয়া, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। ইহাকেই খেচরীমুদ্রা বলে। এইরূপে খেচরী মুদ্রার অভ্যাস হইলে, তবে সেই সাধকের নাদযোগ-সমাধিঅভ্যাসের অধিকার হয়। নাদযোগ সমাধি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ;—

অথ নাদযোগ সমাধি।

সাধনাৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্দ্ধগতা যদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণ ক্রিয়াম্॥

খেচরীমুদ্রা সাধনারদ্বারা জিহ্বাকে বিপরীত গামী করতঃ তালু মধ্য দিয়া কপালকুহরে উর্দ্ধগত করিয়া রাখিতে হইবে। এই প্রকার অনুষ্ঠানে যখন সাধকের অন্য সকল প্রকার সাধারণ ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিহ্বা ঐ কপালকুহরে স্থির হইয়া থাকে। তখনি সাধকের নাদযোগ সমাধি সিদ্ধি হয়।

রসানন্দযোগসমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, ভ্রামরী কুম্ভক অভ্যাস করিতে হয়। এই কুম্ভকের সাধনপদ্ধতি, এই কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বহিঃপ্রাণায়ামের মধ্যে বলিয়াছি। সেইরূপে ভ্রামরী কুম্ভক অভ্যাস হইলে, সাধকের এই রসানন্দযোগসমাধি অভ্যাস করিবার অধিকার হয়। এই সমাধি সম্বন্ধে যোগ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

অথ রসানন্দযোগ সমাধি।

অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরী কুম্ভকং চরেৎ।
মন্দং মন্দং রেচয়েদ্বায়ুং ভৃঙ্গনাদং ততোভবেৎ॥
অন্তস্থং ভ্রমরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনোনয়েৎ।
সমাধির্জ্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ॥

ভ্রামরী কুম্ভক পূর্ব্বক অল্প অল্প বেগে শ্বাসবায়ুর রেচন করিবে। তাহাতে যে ভ্রমর গুঞ্জনবৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে; শরীর মধ্যবর্ত্তি যে স্থান হইতে ঐ শব্দ উত্থিত হয়, সেইস্থানে মনকে নিয়োজিত করিবে। ইহারি নাম রসানন্দযোগসমাধি। এই সমাধি দ্বারা সোঽহম্ অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম এই প্রকার জ্ঞান বশতঃ এক পরমানন্দ রস ভোগ হইয়া থাকে।

লয়যোগসমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, অগ্রে যোনি মুদ্রার অভ্যাস করিতে হয়।

অথ যোনি মুদ্রা।

সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্নসোমুখম্।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী মধ্যানামাদিভিশ্চ সাধয়েৎ॥
কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ।
ষট্চক্রাণি ক্রমাদ্ধ্যাত্বা হুঁ হংস মনুনা সুধীঃ॥
চৈতন্যমানয়েদ্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী।
জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য করাম্বুজে॥
শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরং শিবেন সঙ্গমম্।
নানা সুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখম্॥
শিবশক্তি সমাযোগাদেকান্তং ভুবিভাবয়েৎ।
আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ॥
যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
সকৃত্তু লাভ সংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি॥

এক পায়ের গোড়ালী দ্বারা যোনিদেশ (গুহ্যদ্বারের উপরে ও বীজকোষের নিম্নে যোনিমণ্ডল) সম্যক্ প্রকারে চাপিয়া রাখিবে। পরে অপর পায়ের গোড়ালী দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের উপরে (ঠিক গোড়ায়) চাপ দিয়া বসিবে। এইরূপ উপবেশনের নাম সিদ্ধাসন।

সাধক প্রথমতঃ এইরূপ সিদ্ধাসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণকুহরদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয়ের দ্বারা চক্ষুদ্বয়, মধ্যমাদ্বয়ের দ্বারা নাসাছিদ্রদ্বয়, অনামিকা দ্বয়ের দ্বারা মুখগহ্বর নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। মুখগহ্বর নিরুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কাকীমুদ্রা (অধরোষ্ঠের মধ্যদিয়া জিহ্বা গোলাকারে ঘুরাইয়া, ঐ জিহ্বার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ দ্বারা পূরক করিলে কাকী মুদ্রা হয়।) সাধক প্রথমতঃ আপনার চক্ষু, কর্ণ, নাসা অবরোধ করিয়া, কাকী মুদ্রার দ্বার বায়ু পূরক সমাপনান্তে মুখগহ্বর নিরুদ্ধ করিবেন। পরে নিজ ফুস্‌ফুস্ মধ্যস্থ বায়ুরবল, নাভিপ্রদেশস্থ উড্ডীয়ান বন্ধের বলদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক, গুহ্যপ্রদেশস্থ অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে। তদনন্তর ঐ অপানাখ্য আকর্ষণাত্মকবল, অশ্বিনী মুদ্রার সাহায্যে মেরুদণ্ডমূলে মূলাধারপদ্মে প্রয়োগ করিলে, ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে মেরুদণ্ডপথে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে। তখন ঐ শক্তি ষট্‌চক্রের প্রত্যেক চক্রস্থানে ধরিয়া, পর পর ও পৃথক পৃথক রূপে প্রত্যেক চক্রকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তার প্রারম্ভে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য উদ্দেশ্যে বিজ্ঞসাধক "হুঁ" ও "হংস" মন্ত্রদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে জাগরিতা করিয়া লইবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা জীবাত্মার সহিত কুলকুণ্ডলিনী মিলিত হইয়া সহস্র দল কমলে উঠিতে থাকিলে, তখন সাধক এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, "আমার শক্তিরূপী প্রকৃতি, চৈতন্য স্বরূপ শিবসহ সঙ্গমাসক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ ও বিহার করিতেছেন।" শিবশক্তির সংযোগে আমিই আনন্দময়ব্রহ্ম। দেবতাগণের ও দুষ্প্রাপ্য এই যোনিমুদ্রা অতীব গোপনীয়। এই মুদ্রা একবার মাত্র সাধন করিলেই সাধক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহা দ্বারা অবলীলা ক্রমে সমাধিস্থ হওয়া যায়।

অথ লয়যোগ সমাধি।

যোনি মুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়োভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥

উপরি উক্ত রূপে সাধক যোনি মুদ্রার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, আপনাকে শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষস্বরূপ ভাবনা করিয়া, সেই পরমাত্মার সহিত শৃঙ্গাররসে নিমগ্ন হইয়া বিহার করিবে। অর্থাৎ স্ত্রী অঙ্গের সহিত পুরুষাঙ্গের সম্মিলনাবস্থ ভাবিতে থাকিবে। এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন ভাবনা দ্বারা সাধকের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ রসের অনুভূতি হইয়া পড়ে। তখনই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাব সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ নিজেকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া অনুভব হয়। সাধকের এইরূপ অবস্থায় আমিই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এইরূপ নিত্য জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

অথ ভক্তিযোগ সমাধি।

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকম্॥
আনন্দাশ্রুপুলকেন দশভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চমনোন্মনিঃ॥

পরম আনন্দ ও ভক্তিভাবে নিজ হৃদয়স্থ অষ্টদলপদ্মে ইষ্টদেবের রূপ ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে আনন্দ জনিতঃ অশ্রুধারায় শরীর পুলকিত হইয়া, ক্রমে দশবিধ সাত্বিক ভাব প্রকাশ পাইবে। তাহাতে মনের উন্মনী ভাব হইয়া সাধক যে অবস্থায় অবস্থিত হন, তাহাকেই ভক্তিযোগ সমাধি কহে।

ভক্তিযোগ সমাধির ধ্যানধারণা অনাহতপদ্মস্থ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে করিতে হয়। মূলাধারপদ্ম হইতে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে বা

শক্তিসঞ্চারে সন্ধিনীশক্তির বিকাশের পর, মণিপূরুদ্ধে সাধকের সম্বিৎ শক্তি বিকাশ হইলে, ঐ অষ্টদলপদ্ম উদ্ভাসিত হয়। ঐ অষ্টদলপদ্মে কল্পতরুমূলে মণিপীঠোপরি দীপকলিকাকার প্রাণাত্মার প্রতি হংসের লক্ষ্যবৎ, সাধক স্থিরলক্ষ্যে ধ্যান অভ্যাস করিবেন। গুরুকৃপালব্ধ শক্তিসঞ্চারে সাধকের প্রাণাপাণাদি জীবনীশক্তি, ধ্যানবলে সুষুম্না পথে চালিত হইয়া হৃৎপদ্মে আসিয়া স্থির হয়। সাধকের বিন্দু স্থির থাকিলে ঐ স্থিরাবস্থা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ধ্যান পরিপাকে প্রাণাত্মার জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়। তখন সেই দিব্য জ্যোতিরভ্যন্তরে ইষ্টদেবতার রূপ গোচরীভূত হইলে সাধককে সমাধিতে অবস্থিত করায়; এইরূপ সমাধির নামই প্রেম। আলোক যেরূপ স্বচ্ছ দর্পণ ভেদ করিয়া ঐ দর্পণের উভয়পার্শ্বে সমানভাবে কার্য্যকরী হয়; সেইরূপ প্রাণালোক স্বচ্ছ চিদ্দর্পণ ভেদ করিয়া চিত্তের উভয় পার্শ্বে—ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত বিষয় এবং হৃদয়, উভয়ত্র সমান ভাবে কার্য্যকরী হয়। অর্থাৎ সাধকের সমাধি বা প্রেমলব্ধই ঐ দিব্য জ্যোতিঃ পদার্থে, বিষয় প্রপঞ্চ সহ ইন্দ্রিয় মণ্ডল এবং হৃদয়, উভয়ত্রেই এক ভগবদ্ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। ইহারি নাম ভক্তিযোগ সমাধি বা প্রেম।

অথ রাজযোগ সমাধি।

মনো মূর্চ্ছাংসমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ।
পরমাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

প্রথমতঃ মূর্চ্ছাখ্য কুম্ভক দ্বারা (২য় কাণ্ডের ৪র্থ অঃ) মনের মূর্চ্ছা অভ্যাস করিবে। তদ্দারা নিজ মন যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ভাবনা কল্পনাদি পরিত্যাগে ভ্রূমধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহার অভ্যাস করিবে। পরে ঐ মনকে বুদ্ধি ও ধৃতি শক্তির বলে নিজ হৃৎপদ্মস্থ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিবে। এইরূপে জীবাত্মাপরমাত্মার সংযোগ হইলে রাজযোগ সমাধি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

স্রোতোপরি যেরূপ তৃণ শৈবালাদি ভাসিয়া বেড়ায়, মনও সেইরূপ সর্ব্বদা প্রাণাপানাদি বায়ুবীয়াখ্য জীবনীশক্তিস্রোতোপরি

ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ঐ স্রোত বা শক্তিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মন আপনিই নিরোধ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাণাপানাদি পঞ্চস্রোত হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্নবিভিন্নরূপ কার্য্য করিতেছে। গুহ্যাদি নিম্নপ্রদেশপ্রবাহী আকর্ষণাত্মক অপানের আকর্ষণে, বক্ষাদি উর্দ্ধপ্রদেশ প্রবাহী প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া, পরস্পরের মিলনাভাবেই চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই প্রাণের ক্ষয় বা অস্বাভাবিক অবস্থাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। সমাধি অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ নাড়ীশুদ্ধির দ্বারা এই ক্ষয় নিবারণ করিতে হয়। পরে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে বা শক্তি সঞ্চারে এবং বিন্দুর স্থিতি হইলে ধৃতি শক্তির বিকাশ হয়। তৎপরে ঐ ধৃতি শক্তির বলে, স্থূল শরীর হইতে প্রাণাপাণাদি পঞ্চ জীবনীশক্তি প্রবাহকে আকর্ষণে, তাহাদের আধারস্থান হৃৎপিণ্ডে আনিয়া প্রবিষ্ট করাইতে পারিলেই সাধকের সমাধি অভ্যাসের অধিকার হয়। ক্রম ও পর্য্যায় অনুযায়ী সাধনায় ইহা সহজেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ইহা কিছুতেই সুসিদ্ধ হয়না বলিয়াই, সচরাচর অনেকেই সমাধি লাভ অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।

প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত না হইলে সমাধি লাভ হয় না। এই জ্যোতিঃ অষ্টদল পদ্ম হইতে অনাহত দিয়া হৃৎপিণ্ডে আসিলে হৃৎপিণ্ডস্থ পঞ্চ ছিদ্র পথে প্রাণাদি পঞ্চ নামে প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে ঐ জ্যোতির সাহায্যে অনাহত বা হৃদ্‌গ্রন্থী ভেদে অষ্টদল পদ্মে প্রবেশলাভ করার নাম সমাধি। সমাধি—সাধনার চূড়ান্ত বিজ্ঞান। এবং হৃৎপদ্মেই তাহার অভ্যাসের স্থান। ক্রম ও পর্য্যায় অনুযায়ী সাধনায় যতদিন সাধকের নিকট ঐ জ্যোতিঃ গোচরীভূত না হয়; ততদিন সমাধি অভ্যাস করিতে কোনরূপ যত্ন চেষ্টা করা উচিৎ নহে। জ্যোতিঃ গোচরীভূত হইলেই, সাধক গুরুদেবের নিকট সমাধিবিজ্ঞান ভালরূপ বুঝিয়া অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন। গুরু কৃপায় মূলাধারপদ্ম হইতে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে সন্ধিনী শক্তির বিকাশে, ষট্‌চক্রে অন্তঃ প্রাণায়ামের সাধনা করিতে করিতে সম্বিৎ শক্তির

সঞ্চারে ঐ জ্যোতিঃ গোচরীভূত হয়। প্রত্যাহারে ধারণা ধ্যান অভ্যাসে বিন্দুর স্থিতি ও উর্দ্ধগতি হইলে ঐ জ্যোতিঃ স্থিতি হয়। তখন ভ্রূমধ্য হইতে আজ্ঞাচক্র অথবা হৃৎপিণ্ড হইতে অনাহত অবলম্বনে ঐ জ্যোতির প্রকৃষ্ট স্থিতি করার নাম সমাধি। এই সমাধি অভ্যাসে অনাহত পদ্ম উদ্ভাসিত হইলেই সাধকের হৃৎগ্রন্থী ভেদ হয়। ইহাই অনাহত পদ্মের সাধনা। অতঃপর বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের বিষয় বলিতেছি।

অথ বিশুদ্ধাখ্য পদ্মম্।

শিবোবাচ,—

অব্জোর্দ্ধে নির্ম্মলং পদ্মং সর্ব্বমোহনকারণং।
ষোড়শৈঃ পত্রকৈর্যুক্তং মোহান্ধকার নাশনং॥
ধূম্রমধ্যে যথাবহ্নি স্তথা জ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে।
পদ্মমধ্যে বিরাটে চ জনর্লোকঃ সুসুন্দরং॥

"নির্ব্বাণতন্ত্র।"

অনাহত পদ্মের উর্দ্ধে অজ্ঞানঅন্ধকারনাশক সর্ব্বমোহনকর ষোড়শ দল যুক্ত নির্ম্মল এক পদ্ম আছে। ধূমের মধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নি যেরূপ শোভা পায় হে প্রিয়ে, এই পদ্মকোষ সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময়। ঐ অতি-সুন্দর পদ্মকোষ বিরাট জনঃলোক বলিয়া খ্যাত। শিব সংহিতায় বলিয়াছেন ;—

কণ্ঠস্থানে স্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধনামপঞ্চমম্।
ধূম্রবর্ণং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতম্॥

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্য নামে যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহা অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ স্বরবর্ণে বিভূষিত। ঐ স্বরবর্ণ বিভূষিত ষোড়শ দল ধূম্রবর্ণ। নির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত আছে।

মহা মোহান্ধশমনং তদ্বাহ্যে চন্দ্রমণ্ডলং।
দেববৃন্দৈর্গাথকৈশ্চ মুনিভিঃ পরিশোভিতং॥
গোলকস্থ লক্ষগুণমিহ স্থানং সুদুর্লভং।
বীজকোষে মণিদ্বীপে ষট্‌কোণং যন্ত্রমুত্তমং॥

ঐ মহামোহান্ধকারনাশক বীজকোষ দেবতাবৃন্দ, মুনি সকল ও বেদগায়কাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে, এবং বাহ্য দেশে চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত। এই সুদুর্লভ জনলোক গোলোক অপেক্ষা লক্ষগুণ বৃহৎ। বীজকোষ মধ্যে মণিদ্বীপে উত্তম ষট্‌কোণ এক যন্ত্র আছে।

যন্ত্রমধ্যে চ বৃষভং মহাসিংহার্দ্ধদেহকং।
তস্যোপরি মহাগৌরী দক্ষভাগে সদাশিবঃ॥
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ প্রতিবক্ত্রে ত্রিলোচনং।
বিভূতিভূষিতাঙ্গশ্চ রজতাদ্রিমহোদরঃ॥

ঐ যন্ত্রমধ্যে অর্দ্ধার্দ্ধ সিংহ বৃষদেহ (তন্ত্রান্তরে হিমচ্ছায়া তুল্য শ্বেতহস্তী) উপরে মহা গৌরী অবস্থিতা। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে সদাশিব, প্রতিবক্ত্রে ত্রিনয়নযুক্ত পঞ্চ আননে, বিভূতি ভূষিতঅঙ্গে, রজতনিভ কলেবরে শোভা পাইতেছেন।

ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো দেবোহণিমাদিবিভূষিতঃ।
লোকানামিষ্টদাতা চ লোকানাং ভয়নাশনঃ॥
লোকানাং মুক্তিজনকো লোকানাং মুক্তিদায়কঃ।
সদানন্দকরো দেবশ্চার্দ্ধনারীশ্বরো বিভুঃ॥

এই সদাশিব অণিমাদি অস্টসিদ্ধি বিভূষিত এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধায়ী। এই সদানন্দময় অর্দ্ধনারীশ্বর বিভু লোকসকলের ইষ্টদাতা, ভয়নাশন ও মুক্তির জনক স্বরূপ হইয়া, সকল লোককে মুক্তি প্রদান করেন। ষট্‌চক্রে বর্ণিত আছে,—

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং
ধূম্রাবভাসং।
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দ্দল পরিলসিতৈ-
র্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ॥

সমাস্তে পূর্ণেন্দুঃ প্রোথিততম নভো
মণ্ডলং বৃত্তরূপং।
হিমচ্ছায়ানাগোপরিলসিততমো
শুক্লবর্ণাম্বরস্থ ॥

কণ্ঠদেশের সমসূত্রে মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্না মধ্যে বিশুদ্ধসংজ্ঞক ষোড়শ দল সংযুক্ত পদ্ম সুশোভিত আছে। ঐ দল ধূম্রবর্ণ এবং ঐ ষোড়শ দলে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ বিদ্যমান। পদ্মমধ্যে বীজকোষে পূর্ণেন্দুবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত। এই গগনমণ্ডল হিমচ্ছায়া-যুক্ত শ্বেতহস্তিপরিশোভিত।

ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ
শোভিতাঙ্গস্থ তস্থ।
মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজা-
ভিন্নদেহো হিমাভঃ ॥
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো লসিতদশভুজো
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ।
সদা পূর্ব্বো দেবঃ শিব ইতি সমাখ্যান
সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধঃ ॥

এই ব্যোমচক্রবীজ হং পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে ঐ শুক্ল গজোপরি আরূঢ় সদাশিব গিরিজা গৌরীর সহিত অভিন্ন দেহে অর্থাৎ অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ত্রিনেত্রযুক্ত পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন।

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে
শাকিনী পীতবস্ত্রা।
শরঞ্চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী
হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ ॥

সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং
মণ্ডলং কর্ণিকায়াং।
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমত
শীল শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ॥

এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে পীতবর্ণা শাকিনী নাম্নী যোগিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি অমৃতার্ণব হইতেও বিশুদ্ধা এবং চতুর্ভুজা, তাঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে পাশ, শরাসন, শর ও অঙ্কুশ শোভিত। এই পদ্মের কর্ণিকায় নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত। ঐ চন্দ্রমণ্ডল, পরমপদ-নিরত অতিশয় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির মোক্ষদ্বার স্বরূপ। এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যানফল সম্বন্ধে শিব সংহিতায় উক্ত আছে ;—

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ।
কিং তস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যেসরোরুহে।
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব ॥

যিনি প্রতিদিন এই চক্র ধ্যান করেন, তিনিই পরম যোগীদিগের মধ্যে বিচক্ষণ। ঈদৃশ যোগীর পক্ষে সাধনান্তরের কোন প্রয়োজন নাই।

রহঃ স্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্ যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবম্ ॥
তস্য ন ক্ষতিমায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেঽপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ ॥
যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি তৎক্ষণং মন্যতে কৃতি ॥

ঈদৃশ যোগী নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যদি কোন কারণ

বশতঃ ক্রোধপরতন্ত্র হয়েন, তাহা হইলে ত্রিলোকস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই কম্পিত হইতে থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। এই স্থানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক একাগ্র মনে ধ্যান করিতে করিতে যখন হঠাৎ মনোলয় হয়, তখন যোগী সমস্ত বাহ্যবস্তু পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় অন্তরাত্মাতেই বিশ্রাম নিবন্ধন অবিচ্ছিন্ন সান্দ্রব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এইরূপে মনোলয় কালে সাধকের দেহ কোমলতা ও লাবণ্য পরিত্যাগ না করিয়াও বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও ক্ষয়াপচয়বিহীন হইয়া থাকে। তৎকালে তাদৃশ অবস্থায় সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইলেও শক্তি হ্রাস হয় না। এই পদ্মে মনোলয় বিশিষ্ট পরম যোগী কৃতকৃত্য ও পরিতৃপ্ত হইয়া যখন ধ্যান ভঙ্গ করেন, তখন সেই ধ্যানাবস্থায় এই পৃথিবীতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তিনি তাহা ক্ষণমাত্র বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে,—

ক্বচিৎ জ্যোতির্ম্ময়োদেবঃ ক্বচিদাকারবর্জ্জিতঃ।
দেবানাং পূজ্যরূপশ্চ দেবানাং স্বামিরূপকঃ॥
ভক্তস্য মুক্তিদো নিত্যং বিষ্ণুত্বদায়কঃ প্রভুঃ।
বিল্বপত্রৈঃ পূজকস্য নিজসাযুজ্যদায়কঃ॥
গোলোকাধিপতেঃ কান্তঃ ভক্তং রক্ষতি যঃ শিবঃ।
তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং বিস্তাদ্বদ চণ্ডিকে॥
যা গৌরী লোকমাতা চ ব্রহ্মার্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী।
ত্রিগুণা সা মহাদেবী নির্গুণা চ পিনাকধৃক্॥

এই অর্দ্ধনারীশ্বর সদাশিব কখন জ্যোতির্ম্ময় ও কখন আকার বর্জ্জিত। তিনি দেবতাবৃন্দের পূজনীয় এবং স্বামিস্বরূপ। যে ভক্ত বিল্বপত্রের দ্বারা ঐ সদাশিবের অর্চ্চনা করেন তাহাকে তিনি মুক্তি এবং সাযুজ্য ও বিষ্ণুত্ব দান করিয়া থাকেন। যে সদাশিব গোলোকাধি-পতির কান্ত হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন, হে চণ্ডিকে, সেই শিবের মহিমা বিস্তার করিয়া বল। হে পিণাকধৃক্ যিনি গৌরীরূপে

লোকমাতা এবং ব্রহ্মের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী সেই মহাদেবী ত্রিগুণান্বিতা ও গুণবর্জ্জিতা। এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যানফল সম্বন্ধে ষট্‌চক্রে উল্লিখিত আছে ;—

ইহস্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়াত্তপবনো।
যদি ক্রুদ্ধো যোগী চলয়তি সমস্তং ত্রিভুবনম্ ॥
ন চ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্নচ হরিহরৌ নৈব খমণি
স্তদীয়ং সামর্থ্যং শময়িতুমলং বাপি গণপঃ ॥

যে যোগী এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে অন্তঃপ্রাণায়ামের কুম্ভকবলে বায়ু স্থিরতরে চিত্ত নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহার ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য এবং গণপতি কেহই তাহার উপশম করিতে পারেন না।

ইহস্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়
যঃ সংপূর্ণযোগঃ।
কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং
সাধকঃ শান্তচেতাঃ ॥
ত্রিলোকাণাং দর্শী সকলহিতকরো
রোগশোক প্রমুক্তঃ।
চিরঞ্জীবী ভোগী নিরবধি বিপদাং
ধ্বংস হংসপ্রকাশঃ ॥

এই পদ্মে সতত চিত্ত নিরোধ করত সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হইয়া যে সাধক অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারেন, তিনি কবি, বাগ্মী, মহাজ্ঞানী, শান্তমনা, ত্রিলোকদর্শী, সকলের হিতকারী, নিরোগী, শোকরহিত ও চিরজীবী হইয়া থাকেন। সূর্য্যদেবের উদয়ে যেরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম ধ্যানকারী সাধকের সকল বিপদ ধ্বংস হয়।

কণ্ঠস্থানের সমসূত্রে মেরুদণ্ডাভ্যন্তরে সুষুম্নায় এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বা জনলোকের বিকাশ। এই লোক বা পদ্ম, পরাপ্রকৃতির অপঞ্চী-

কৃত ব্যোমতত্ত্বে প্রকাশমান। এই ব্যোমতত্ত্ব প্রকৃতির সত্ত্বগুণ প্রধানে, সর্ব্বতত্ত্বের আদিভূত মূলতত্ত্ব বিধায় এই তত্ত্ব বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম নামে অভিহিত। এই বিশুদ্ধ ব্যোমমণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ; এই হেতু দৃক্‌শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির গোচরীভূত হয় না ; এইজন্য এই পদ্মদল নীলাভ ধূম্রবর্ণ। শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য প্রাণচৈতন্য, তাহার মায়া-শক্তির আশ্রয়ে স্থূলরূপে বিকাশোন্মুখ হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই এই ব্যোম-তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই তত্ত্বের আশ্রয়ে অপর তত্ত্বচতুষ্টয়, পঞ্চীকরণে সম্মিলিত হইয়া, আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথিবী রূপে পরিণত হয়। ইহাকেই পঞ্চভূত বলে। প্রকৃতির ত্রিগুণে এই পঞ্চভূত ক্রিয়াশীল হওয়ায় প্রাণচৈতন্যের আশ্রয়ে জীব ও জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং ত্রিগুণাত্মক পঞ্চভূত সত্তা প্রাণাত্মার আশ্রয়ে ব্যোমতত্ত্বে বীজবৎ প্রসুপ্ত রহিয়াছে। প্রাণাত্মা সহ ঐ প্রসুপ্ত নিষ্ক্রিয় পঞ্চভূতসত্তাই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ষোড়শ দল। এই ষোড়শ দলে প্রাণচৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত থাকিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণে প্রকাশিত হন। তাহাতে ঐ দিব্য চিদ্বীর্য্য প্রাণাত্মা উদ্ভাসিত ষোড়শদল, ধূম্র-মধ্যে বহ্নি সদৃশ দীপ্তিশালী। এই পদ্মের বীজকোষ মহামোহান্ধ-কার বিধ্বংসী চন্দ্রমণ্ডলে পরিবেষ্টিত। এই চন্দ্রমণ্ডল—শান্তরস-প্রধান ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব। তন্মধ্যে ব্যোমবীজ "হং" অধিষ্ঠিত আছেন। এই বীজদেবতা শুক্লবর্ণ হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় পঞ্চবক্ত্রে, ত্রিলোচনযুক্ত দশভুজ হর। দশদিক্‌ব্যাপী পঞ্চভূতাত্মক জীব ও জগৎ এই ব্যোমচক্রে বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ঐ সংহারমূর্ত্তি হর দশভুজে, পঞ্চবক্ত্রে, ত্রিলোচনযুক্ত। এবং মোহের প্রবলতায় পঞ্চত্ব বা মৃত্যু সংঘটন হয় বলিয়া ঐ সংহারদেবতা হর হস্তিসমারূঢ়। এই হরের বাম-ক্রোড়ে গৌরী, তদ্বামে চতুর্ভুজে পীতবর্ণা শাকিনী নাম্নী যোগিনী ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন। জীবাত্মার সমগ্র শক্তি যোগসাধনবলে এই পদ্মে অবস্থিত হইলে প্রথমতঃ জ্ঞানশক্তির বলে তাঁহার সমস্ত অবিদ্যাজাত অজ্ঞান বা মোহ বিনষ্ট হয়। তাহাতে তিনি শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হইয়া দেবদুর্লভ দিব্য জন্মলাভে

চিরতরে কৃতকৃতার্থ হন। এই জ্ঞানশক্তিই শাকিনী নাম্নী যোগিনী। তাঁহারই ঐ জ্ঞানশক্তিতে সাধকের সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন খণ্ডন হয় বলিয়াই শাকিনী যোগিনীর হস্তে ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ। আর গৌরী—ভক্তিদেবী। সাধনানুষ্ঠান জনিত সাধকের ঐ ভক্তি বলে মৃত্যু জয় হয়, তাই সংহারদেবতা হর ঐ ভক্তিদেবী গৌরীকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থিত আছেন।

এই বিশুদ্ধাখ্য বা ব্যোমতত্ত্বের গুণ শব্দ। শব্দের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্। পরা প্রকৃতিস্তরে প্রাণালোকে অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদানে শব্দতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে অহং, ঐ শব্দতত্ত্ব ভোগার্থে আয়ত্তেচ্ছায় জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করেন। এবং ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ শব্দসত্তার উপভোগে তাহাতে অহং অভিমান বশতঃ অবিদ্যা প্রকৃতিক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া স্থূলদেহে বসবাস করেন। ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি স্থূলদেহে বা অবিদ্যা প্রকৃতিক্ষেত্রে যে পথে কার্য্যশীল হয়, তাহাকে কর্ণ ও কণ্ঠ বলে। ইহা পঞ্চীকৃত জড় উপাদানে বিনির্ম্মিত। বস্তুতঃ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদান-সম্ভূত। এই ইন্দ্রিয়শক্তিদ্বয় তাহাদের মূলস্থান বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে অবস্থিত, অহংএর কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থূলদেহে তাহাদের কার্য্যশক্তি পরি-চালিত হয়। বীজ যেরূপ ক্ষেত্রের অবলম্বনে আলোক বাতাসের সাহায্যে স্থূল বৃক্ষাকারে প্রকাশিত হয়, ঐ শব্দতত্ত্বও সেইরূপ অবিদ্যাক্ষেত্রের অবলম্বনে, প্রাণালোক ও বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তির সাহায্যে স্থূল শব্দে অভিব্যক্ত হয়। এই শব্দই জীব ও জগতের আদিম মূলতত্ত্ব। নদী যেরূপ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া নানাদেশ ও জনপদের উপর দিয়া সাগরে পতিত হয়, এই শব্দও সেইরূপ পরমাত্মা হইতে অভিনিঃসৃত হইয়া, সত্যাদি সপ্তলোক চক্র বা পদ্ম, জীব ও জগতের উপর দিয়া সংসারসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। শব্দ-স্রোতে পড়িয়া জীব যেমতি সংসারে আইসে, সেইরূপ আবার পরমাত্মধাম ব্রহ্মলোকে পৌঁছিতেও পারে। এই শব্দ শক্তির সংসারাভিমুখীন গতির নাম অনুলোম, আর পরমাত্মাভিমুখীন গতির

নাম বিলোম। অনুলোম গতির শব্দের নাম বৈখরী। বিলোম গতির শব্দের নাম, পরা পশ্যন্তি মধ্যমা। বৈখরী শব্দের স্থান কণ্ঠে, পরাপশ্যন্তিমধ্যমা শব্দের স্থান সুষুম্নাভ্যন্তরে। ঐ সুষুম্না পথে বিলোম গতিতে, পরাপশন্তি মধ্যমার দ্বারা শব্দকে তাহার মূলস্থান বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে লওয়াই এই পদ্মের সাধনা।

বহুরূপে ঐ সাধনপদ্ধতি আর্য্যশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ আছে। মানসিক চিন্তা ও বুদ্ধি দ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান হয়, তাহার মূলে ঐ শব্দ-বিজ্ঞান। প্রথমতঃ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে মনে চিন্তা বা জল্পনা কল্পনা উৎপন্ন হয়, তৎপরে সংস্কার প্রকৃতির অনুকূল হইলে বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করে। এইরূপে বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করিলেই কর্ম্মারম্ভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চৈতন্য ও জড়ভেদে সংস্কারপ্রকৃতি দ্বিবিধ। চৈতন্য বা ভগবৎ সংস্কারে, বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করিলে চিত্তের স্বরূপ অনুকারে ভগবদ্ জ্ঞান উদ্বোধন করে। যোগবিজ্ঞানে ইহাকে প্রত্যাহার বলে। এইরূপে প্রত্যাহারসম্পন্ন বুদ্ধি, অনাহত পদ্মে ধারণা ধ্যান সমাধি অভ্যাসে সমর্থ হইলে তদূর্দ্ধ বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে। এই ভাবে সম্যক্‌রূপে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি দ্বারাই সাধকের নিকট বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম উদ্ভাসিত হয়। প্রত্যাহার সাধকের ঐ বুদ্ধি ভগবান্ বা ইষ্টদেবতার বিশিষ্ট ভাব সম্বন্ধীয় শব্দ বা মন্ত্রের অবলম্বনে, সমাধিলব্ধ প্রাণজ্যোতিঃ, সুষুম্নাপথে বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে প্রয়োগ করিলে, ঐ পদ্মের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। বিশুদ্ধাখ্য বা ব্যোমতত্ত্ব জগতের আদিম মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বের আশ্রয়েই পঞ্চভূত প্রকৃতি পরিচালিত হয়। এইজন্য এই পদ্ম ভেদ হইলে বা এই পদ্মে সাধকের প্রাণচৈতন্যের অবস্থিতি হইলে পাঞ্চভৌতিক অপরা বা অবিদ্যাপ্রকৃতি তাঁহার আয়ত্ত ও অধীন হইয়া পড়ে। এবং শব্দতত্ত্বের পরপারে যে পরব্রহ্ম ধাম, ঐ ধামে অবস্থিতি করিবার সামর্থ্য জন্মে, তজ্জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিনিয়ম বা শক্তির অতীত হইয়া পড়েন। সৃষ্টি স্থিতি লয় দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ঐ সাধকের উপর তাঁহাদের শক্তি প্রয়োগে সমর্থ হন না।

সমাধি করিবার সামর্থ্য না হইলে, কোন পদ্মই সাধকের নিকট উদ্ভাসিত হয় না। প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ ব্যতীত, ঐ পরা প্রকৃতির স্তরবিভাগ অর্থাৎ ব্যাহৃতি, পদ্ম বা চক্রগুলি গোচরীভূত হওয়া অসম্ভব। তবে শ্বাস সংযমে ধ্যান ধারণার দ্বারা তত্তৎ চক্র সম্বন্ধীয় অনেকানেক শক্তি বিকাশ হয় মাত্র। কিন্তু চক্রভেদ বা প্রত্যক্ষে গোচরীভূত করিতে হইলে, অগ্রে সমাধি অভ্যাসে প্রাণাত্মার জ্যোতিঃ ফুটাইতে হয়। এই জ্যোতিঃ ফুটানর নামই কুণ্ডলিনীচৈতন্য। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে বা সন্ধিনী শক্তির সঞ্চারে গতি অনুভব হয়, আর কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে সম্বিৎ শক্তির বিকাশে জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়। এই জ্যোতিঃ দ্বারাই পদ্ম বা চক্রভেদ হয়। চক্রভেদ আর শাস্ত্র বর্ণিত রূপে পদ্মের দর্শন একই কথা। সমাধির অভ্যাসে সম্বিৎ শক্তির বিকাশে প্রকাশিত ঐ জ্যোতিঃ, সূক্ষ্ম পদ্মগুলির উপর প্রয়োগ করিলে যেরূপ পদ্মগুলি প্রকাশ হয়, সেইরূপ যে কোন এক বিষয়ের উপর প্রয়োগ করিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ এক প্রকার জ্ঞান জন্মায়। যোগশাস্ত্রে ইহাকে সংযম বলে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥

অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পাঞ্চভৌতিক কিংবা পরা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্ত্বাত্মিক যে কোন বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যে সম্মিলিত প্রয়োগ তাহারই অপর নাম সংযম।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥

সংযম আয়ত্ত হইলেই প্রজ্ঞালোক অর্থাৎ প্রাণাত্মার ঐ দিব্য জ্ঞানময় জ্যোতিঃ স্ফুরিত হয়। তাহাতেই বুদ্ধি সর্ব্বসংশয়শূন্য, সত্য বা প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হয়।

প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে বা সাধকের সাধনায় ঐ প্রজ্ঞা লাভ চূড়ান্ত সাধনবিজ্ঞান। সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য ও নির্ব্বাণ মুক্তি বল, আর জ্ঞান ভক্তিযোগে প্রেমলাভে জীবন্মুক্তই বল, সকল অবস্থার একান্ত লক্ষ্য ঐ প্রজ্ঞালাভ বা প্রাণজ্যোতিঃর স্ফুরণ। যতদিন ঐ প্রজ্ঞালোকের স্ফুরণ না হইবে, ততদিন কিছুতেই অন্য কোন উপায়েই

প্রকৃষ্ট স্থিতি বা শান্তিলাভ হইতেই পারে না। যতদিন বিন্দুর প্রকৃষ্ট স্থিতি না হয়, ততদিন এই জ্যোতিরও স্থিতি হয় না। অস্তঃ প্রাণায়ামাদি অভ্যাসের পর প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান সমাধির অভ্যাস-কালে এই জ্যোতিঃ বিকাশ হয়। প্রথমতঃ সম্মুখ ভাগে জোনাকী-পোকা বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্যোতিঃ ইতস্ততঃ খেলা করে। পরে যতই স্থিতি হইতে থাকে, ততই গুরু উপদিষ্ট ধ্যান বা সম্বিৎ সঞ্চারে ঐ জ্যোতিঃ সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। পরে অনাহত পদ্মের ধারণা-ধ্যান-সমাধি বলে তথায় ঐ জ্যোতিঃ স্থিতি হইয়া, সেই জ্যোতির অভিজ্ঞানে বুদ্ধি পরিচালিত হইলে, সেই বুদ্ধিকেই স্থিতপ্রজ্ঞা বলে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ বিংশতি শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই স্থিত প্রজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন। ঐ আলোকে বুদ্ধির প্রকাশ শক্তি অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সূর্য্যালোকে চক্ষু যেরূপ স্থূল জড়বস্তুর আকার প্রত্যক্ষ করে, ঐ প্রজ্ঞালোকে বুদ্ধিও সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবয়ব উপলব্ধি করিতে পারে। যোগীদিগর সংযম জাত এই প্রজ্ঞালোকেই প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব শক্তি জন্মে। তাহারা যাহার বা যে বস্তুর উপর এই সংযম প্রয়োগ করেন, সংযমজাত ঐ প্রজ্ঞালোকেই, সেই বস্তুর ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সম্বন্ধীয় স্বরূপজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ঐ প্রাণা-লোকের স্থিতি হইলে, প্রকৃতির উপর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, প্রকৃতির দ্বারা যাহাইচ্ছা সম্পন্ন করাইতে পারেন। এই জ্যোতির অপর নাম প্রাণচৈতন্য। মন-বুদ্ধি-অহং এই ত্রিতয় সমন্বিত চিত্তের ঐ জ্যোতির একবার অভিজ্ঞান হইলে, আর তাহাতে অবিদ্যা জনিত অজ্ঞান মলিনতা থাকে না। অবিদ্যা মালিন্য বিহীন এই জ্যোতিঃ মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধির নাম স্থিত প্রজ্ঞা বা ব্রাহ্মী স্থিতি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ ব্রহ্ম জ্ঞানময় ঈদৃশী প্রজ্ঞালোক প্রাপ্ত হইলে, সেই পুরুষ

আর সংসার মোহে বিমোহিত হন না। এই ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ প্রজ্ঞালোকের প্রভাবে অন্তকালেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাওয়া যায়।

বেদে, এই প্রজ্ঞালোকের নাম ভর্গঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃ। "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" এই গায়ত্রী মন্ত্রে ঐ জ্যোতিঃকে ধ্যান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রজ্ঞালোক সম্পন্ন ভর্গঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃ, সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্যালোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। সেই ঊর্দ্ধস্তরের নাম সাবিত্রীলোক। সূর্য্যের উপরে অর্থাৎ সূর্য্যের অপর পার্শ্বে ঐ সাবিত্রী বা গায়ত্রী ধাম। ঐ ধামে এই প্রজ্ঞালোক ত্রিবর্ণে প্রকাশিত আছেন। সেই ত্রিবর্ণের প্রভাব ও গুণ ধর্ম্ম বশতঃ গায়ত্রী দেবীর ত্রিমূর্ত্তি। সে সমস্ত বিষয় জপগায়ত্রী অধ্যায়ে বিশদরূপে উল্লিখিত আছে। একই দীপশলাকা হইতে, ভিন্ন ভিন্ন গুণধর্ম্মের পরকলার স্বভাবে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক বাহির হইয়া, সেই সেই বর্ণানুরূপে পদার্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ একই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিশিষ্ট দীপকলিকাকার প্রজ্ঞালোক হইতে, আদ্যাপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণধর্ম্মের পরকলার স্বভাবে, প্রথমতঃ ত্রিবর্ণ পরে ঐ ত্রিবর্ণের প্রভাবে ও সংমিশ্রণে সপ্তবর্ণ বাহির হইয়া, এই বিশ্ব প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে যে বর্ণ বা আলোক আমরা পাই, তাহা ঐ সপ্ত মিশ্রবর্ণ। এই মিশ্র সপ্তবর্ণের পশ্চাতে অর্থাৎ সূর্য্যের অপর পার্শ্বে ঐ সাবিত্রী বা গায়ত্রী ধাম। এই গায়ত্রীধাম নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানালোক সম্পন্ন। ঐ প্রজ্ঞালোকের অভ্যন্তরে, ঐ একই দীপকলিকার প্রজ্ঞালোক সম্পন্ন প্রাণাত্মা বিরাজ করিতেছেন। ইনি দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই "স ভূমি সর্ব্বতোপৃষ্ঠাঽত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্।" ভূর্ভূবাদি সপ্তলোক বা সপ্তব্যাহৃতি-আখ্য ষট্‌চক্র প্রকাশ করিয়া, দশাঙ্গুল প্রমাণ বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে, অনাহত পদ্মের অন্তরালে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনি সমষ্টি বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেরূপ সপ্তলোক প্রকাশ করিয়া সকলের অন্তরালে রহিয়াছেন, সেইরূপ ব্যষ্টি দেহভাণ্ডে মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত সপ্তপদ্ম প্রকাশ করিয়া, সকলের অন্তরালে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে বিরাজ করিতেছেন। এই অষ্টদলপদ্ম হইতে প্রাণাত্মার ঐ প্রজ্ঞালোক-

সম্পন্ন উৰ্দ্ধশিখায়, প্রথমে বিশুদ্ধাখ্য পরে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। পঞ্চশুর্ষি হৃৎপিণ্ডের পূর্ব্বদিক গত যে দ্বার ছিদ্রপথে প্রাণ যাতায়াত করেন, ঐ সুষুম্না পথে প্রাণ নিরবচ্ছিন্ন উৰ্দ্ধগতি বিশিষ্ট। তাই হৃদ্‌বিহারী ঐ প্রাণের দ্বারাই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে জীবাত্মাকে উঠিতে হয়। সম্বিৎ শক্তির সঞ্চারে প্রাণাত্মার জ্যোতিঃধৰ্ম্মে, প্রাণের আশ্রয়ে সাধক এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে উঠিতে পারিলেই এই পদ্ম ভেদ হয়। ইহাই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের সাধনা। অতঃপর আজ্ঞাচক্রের বিষয় বলিতেছি।

অথ আজ্ঞাপদ্মম্।

এতৎ পদ্মস্যোৰ্দ্ধ্বদেশে জ্ঞান পদ্মং সুদুর্লভং।
পত্রদ্বয় সমাযুক্তং পূর্ণচন্দ্রস্য মণ্ডলং॥

বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের উৰ্দ্ধে পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল সহ দ্বিপত্রযুক্ত সুদুর্লভ আজ্ঞানামক এক জ্ঞান পদ্ম আছে।

পদ্মমধ্যে বীজকোষে স্মরেচ্চিন্তামণেঃ পুরীং।
তন্মধ্যে নবকোণঞ্চ যন্ত্রং পরম দুর্লভং॥

ঐ পদ্ম মধ্যে বীজকোষে চিন্তামণি নামক পুরী ও তদভ্যন্তরে নবকোণ বিশিষ্ট পরম দুর্লভ যন্ত্র স্মরণ করিবে।

শম্ভুবীজং হি তন্মধ্যে সাকারং হংসরূপকং।
হংসঃ পরব্রহ্মরূপঃ সাকারঃ শিবরূপকঃ॥
তারচঞ্চুর্দ্ধরারোহে নির্গমাগমপক্ষবান্।
শিবশক্তিপদদ্বন্দ্বং বিন্দুত্রয় বিলোচনং॥
বিহারশ্চাস্য হংসস্য হেম পঙ্কজ পূজিতে।
এবং হংসো মণিদ্বীপে তস্য ক্রোড়ে পরঃ শিবঃ॥
বাম ভাগে সিদ্ধকালী সদানন্দস্বরূপিণী।
তস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য সর্ব্বকর্ত্তা মহেশ্বরঃ॥

তপোলোক মিদং ভদ্রে সর্ব্বলোকস্য দুর্লভং।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ধ্যানযোগং সদাভ্যসেৎ ॥
মনসাপি ন লভ্যতে যোগেন তপসা নচ।
তপোলোকং গোলোকস্য চতুর্লক্ষগুণং শিবে ॥
ব্রহ্মলোকেষু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ।
শম্ভুলোকে বসেদ্দেবি তে চ ভক্তি পরায়ণাঃ ॥
তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোক গতিং শিবে।
তপোলোক সমোনাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে ॥
সালোক্যং হি মহর্লোকে সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যং চ তপোলোকে নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধকে ॥
ততো ব্রহ্মাদয়োদেবাস্তপো লোকার্থিনঃ সদা।
ইতিতে কথিতং কান্তে ক্রমষট্‌কস্য লক্ষণং ॥
যজ্‌জ্ঞানাদমরত্বঞ্চ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা জননী গর্ভং ন বিশেত্তু কদাচন ॥

ঐ চিন্তামণিপুরে সাকার হংস রূপ শম্ভুবীজ আছেন। ঐ সাকার পরম শিবরূপ হংসই পরব্রহ্ম স্বরূপ। হে বরারোহে, প্রণবই ইহার চঞ্চু, আগম নিগম ইহার দুইটী পক্ষ, শিবশক্তি পদদ্বয় এবং বিন্দুত্রয় ঐ হংসের চক্ষু। মণিদ্বীপস্থিত এই হংসের ক্রোড়ে পরাৎপর মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বামভাগে সদানন্দস্বরূপিণী সিদ্ধ কালী। এই মহেশ্বরীর প্রসাদেই মহেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বকর্ত্তা। এই লোকের নামই তপোলোক। এই তপোলোক সর্ব্বলোকবাসীর পক্ষেই সুদুর্লভ। এই তপোলোক আশ্রয়েই ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন। এই তপোলোক গোলোক অপেক্ষাও চতুর্লক্ষ গুণ শ্রেষ্ঠ। এই লোক মনোযোগ, ক্রিয়াযোগ বা তপস্যাদি দ্বারাও লাভ করা যায় না। ব্রহ্মলোকে, বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে যে সকল দেবগণ আছেন, তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াও

এই তপোলোকে গতিলাভ করিতে পারেন না। তপোলোকের তুল্য লোক আর নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে স্বারূপ্য এবং তপোলোকে সাযুজ্য মুক্তি, তাহার ঊর্দ্ধে নির্ব্বাণ। এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা এই তপোলোকে গতি প্রার্থনা করেন। অয়ি প্রিয়ে, তোমাকে ষট্‌চক্রের এই ক্রম ও লক্ষণ কহিলাম। এই ষট্‌চক্রের জ্ঞান জন্মিলেই সাধক জীবন্মুক্ত ও অমর হয়, এবং আর কখনও জঠরযন্ত্রণা ভোগ করে না। এই তপোলোক বা আজ্ঞা চক্রের বিষয়ে ষট্‌চক্রে বর্ণনা আছে,—

অজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকর সদৃশং
ধ্যান ধাম প্রকাশং।
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাংপরিলসিত
বপুর্নেত্রং সুশুভ্রং ॥
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা
বক্ত্র্‌ষট্‌কং দধানা।
বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপবতাং
বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥

ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানের সমসূত্রে সুষুম্না অভ্যন্তরে আজ্ঞা নামে একটী দ্বিদলসমন্বিত, ধ্যাননিকেতন, চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণ এক পদ্ম শোভমান আছে। ঐ শ্বেতবর্ণ পদ্মদলদ্বয়ে হ ক্ষ এই দুইটি বর্ণ বিরাজ করিতেছে। এই পদ্মের বীজকোষ মধ্যে ষড়াননা হাকিনী নাম্নী শুদ্ধচিত্তা যোগিনী দেবী, কর চতুষ্টয়ে বিদ্যা বা জ্ঞান মুদ্রায় পুস্তক, নর কপাল ডমরু ও জপমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ
সূক্ষ্ম রূপং প্রসিদ্ধং।
যোনৌ তৎ কর্ণিকায়ামিতর শিবপদং
লিঙ্গ চিহ্ন প্রকাশম্‌ ॥

বিদ্যুন্মালাবিলাসং পরম কুলপদং
ব্রহ্ম সূত্র প্রবোধং।
বেদানামাদি বীজং স্থিরতর হৃদয়-
শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ॥

এই দ্বিদল বিশিষ্ট আজ্ঞাখ্য কমলের মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপী মন এবং যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে। এই স্থানে বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুদ্ভাসিত শক্তি এবং ব্রহ্মনাড়ীর প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে। যোগী ব্যক্তিরা একান্ত মনে ক্রমান্বয়ে এই পদ্মস্থিত পদার্থসমূহ ধ্যান করিবেন; অর্থাৎ প্রথমে হাকিনী শক্তি তৎপরে মন, তদনন্তর কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, অবশেষে প্রণবচিন্তা করিবেন। শিব সংহিতায় এই আজ্ঞাখ্য দ্বিদল পদ্ম এবং এই পদ্মে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার মিলন সম্বন্ধে যে বিশদ বর্ণনা আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকম্।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী॥
শরচ্চন্দ্র নিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতম্।
পুমান্ পরম হংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাতা নবসীদতি॥
এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
চিন্তয়িত্বা পরাসিদ্ধিঃ লভ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তি দায়কঃ।
ধ্যান মাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবম্॥
ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরুণাসীতিহোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ॥
এতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধা প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতম্॥

সুষুম্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তিবৈ।
ততশ্চৈষা পরাবৃত্ত্যা তদাজ্ঞাপদ্মদক্ষিণে।
বাম নাসা পুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে॥

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানের সমসূত্রে সুষুম্নায় আজ্ঞাচক্র নামে যে দ্বিদল পদ্ম আছে, উহার পত্রদ্বয় শুক্লবর্ণ এবং হ ক্ষ এই অক্ষরদ্বয় শোভিত। এই চক্রের অধিদেবতা মহাকাল নামে সিদ্ধ লিঙ্গ এবং হাকিনী নাম্নী যোগিনী দেবী। এই চক্রে শরচ্চন্দ্র সদৃশ ভাস্বর অক্ষর বীজ প্রণব দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। এই প্রণবই পরমহংস পুরুষ। যিনি ইহা বিদিত হয়েন তিনি কিছুতেই অবসন্ন বা শোক তাপে অভিভূত হয়েন না। এই পরমাক্ষর প্রণব তেজোময়, এবং সর্ব্বতন্ত্রেই ইহার তত্ত্ব সুগোপিত রহিয়াছে। এই চক্র ধ্যান করিলেই অল্পায়াসেই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তাহাতে সংশয় নাই। লিঙ্গত্রিতয়ের সাধনাকার্য্যে সাধক তুরীয় ধামে অবস্থিত হয়েন। তাহাতেই আমি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুষুম্না নাড়ীর তিন স্থানে তিনটী লিঙ্গ অর্থাৎ দুর্ভেদ্য গ্রন্থী আছে। সেই তিন গ্রন্থী ভেদ করা সাধকের সাধনার বহ্বায়াসসাধ্য বা অতি দুরূহ কার্য্য। এই তিন গ্রন্থির প্রথমটীর নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। মণিপুর পদ্মে এই ব্রহ্মগ্রন্থি আছে। মূলাধার হইতে সুষুম্না পথের সাধনায় অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অন্তঃপ্রাণায়ামাদিতে জপ গায়ত্রীর সাধনায় এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়। যতদিন ঐরূপে ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ না হয়, ততদিন *প্রথম লিঙ্গ অর্থাৎ মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভূলিঙ্গে* ধারণা ধ্যান ও সমাধির প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ লিঙ্গ ভেদ হইলেই মূলাধারের ধ্যানফল সম্যগ্রূপে সাধকের আয়ত্ত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থিকে বিষ্ণুগ্রন্থি বলে। হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে এই বিষ্ণুগ্রন্থি অবস্থিত। ঐ অনাহত পদ্মে বাণলিঙ্গ নামে এক শিব আছেন। স্বয়ম্ভূলিঙ্গের ধ্যানফলে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হইলে, সাধক যখন বিবেক বৈরাগ্য বলে ঐ বাণলিঙ্গে ধারণা-ধ্যান-সমাধির প্রয়োগ করেন, তখন সেই সাধনপরিপাকে

বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হয়। বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইলে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এবং অনাহত পদ্মের ধ্যানফল সাধকের আয়ত্ত হয়। যতদিন বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ না হইবে, ততদিন সাধককে বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া অনাহত পদ্মে বাণলিঙ্গের ধ্যান করিতে হয়। তৃতীয় রুদ্রগ্রন্থি। এই রুদ্রগ্রন্থি দ্বিদলে আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত। এই আজ্ঞাচক্রে ইতরাখ্য প্রসিদ্ধ শিব-লিঙ্গ আছেন। এই লিঙ্গ, সিদ্ধকালীরূপী শক্তিআলিঙ্গিত বিগ্রহে হংসক্রোড়ে অবস্থিত। বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইলে পর যতদিন রুদ্রগ্রন্থি ভেদ না হয়, ততদিন সাধককে ঐ ইতরলিঙ্গে ধারণা-ধ্যান-সমাধি প্রয়োগ করিতে হয়। এই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা পদ্মের ধ্যান ফল সাধকের আয়ত্তীভূত হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া যায়। তাহাতেই সাধক সহস্রদল পদ্মে প্রবেশ অধিকার লাভ করেন। ঐ সহস্রদলপদ্ম সর্ব্ব পদ্ম বা চক্র অর্থাৎ সপ্তব্যাহৃতির সর্ব্বশক্তির সমষ্টি-ভূত। এজন্য কেহ ইহাকে তুরীয় স্থান, কেহ কেহ পরমানন্দময় গোলোক বৈকুণ্ঠ বা কৈলাসধাম, কেহ কেহ পুরুষ প্রকৃতি আত্মক নিত্য সত্য ধাম, কেহ কেহ বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদ ব্রহ্মধাম এবং কেহ কেহ বা পরম ব্রহ্ম স্বরূপিণী শক্তি স্থান বলিয়া থাকেন। এই স্থানে সাধক, সালোক্য, সামীপ্য সাযুজ্য, ও নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির অধিকারী হইয়া জ্ঞান ভক্তিযোগে নিত্য যোগস্থ অবস্থা লাভে, হৃৎপদ্ম —গুপ্ত অষ্টদলে কল্পতরু মূলে মণিপীঠোপরি প্রাণাত্মা প্রতি হংসবৎ অবস্থিত থাকেন। তখনি সাধকের নিকট স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের যোগ প্রভাবে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ, বাণলিঙ্গের যোগ প্রভাবে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ এবং ইতর লিঙ্গের যোগ প্রভাবে রুদ্রগ্রন্থি ভেদে, উক্ত লিঙ্গ ত্রিতয়ের কার্য্য যথাক্রমে সহস্র দল পদ্মে হইতে থাকায় সাধক, শিবস্বরূপ বা শিব-রূপীই হইয়া যান; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই আজ্ঞাচক্র হইতে প্রবাহিত ইড়া নাড়ী বরণা নামে এবং পিঙ্গলা নাড়ী অসি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বরণা ও অসির মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রই বিশ্বনাথ শিবধাম বারাণসী রূপে শোভমান। অনেক শাস্ত্রে অনেক অনেক তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অনেক প্রকারে বর্ণনা*

করিয়াছেন। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যপথে উর্দ্ধে গমন করিয়াছে। আজ্ঞাচক্র হইতে ঐ সুষুম্না নাড়ী দ্বিধাভূত হইয়া, মস্তকের সম্মুখ এবং পশ্চাৎ এই উভয় পার্শ্ব দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব প্রবাহী ইড়া নাড়ী, এই আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণ দিক হইতে সুষুম্না ও আজ্ঞাচক্রকে বেষ্টন করিয়া পরাবৃত্ত অর্থাৎ উত্তর বাহিণী হইয়া বাম নাসাপুটে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য এই স্থানে ঐ উত্তর বাহিনী ইড়া নাড়ী গঙ্গা বলিয়া অভিহিত হয়েন।

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎ পদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতম্।
তত্র কন্দো হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ॥
ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততম্।
ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমং স্রবতি চন্দ্রমাঃ॥
অমৃতং বহতে ধারা ধারারূপং নিরন্তরম্।
বাম নাসা পুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ॥
আজ্ঞা পঙ্কজ দক্ষাংশাদ্ বাম নাসাপুটং গতা।
উদগ্বহতি তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা॥
ততোদ্বয়মিহ স্থানে বারাণস্যান্তু চিন্তয়েৎ॥
তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞাকমলান্তরে।
দক্ষ নাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মভিরসীতি বৈ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদলকমল রহিয়াছে, তাহার কন্দস্থিত ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলের অভ্যন্তরে, মতান্তরে কিঞ্চিৎ অধোভাগে চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান আছে। এই চন্দ্রমণ্ডল হইতে সর্ব্বদা ত্রিকোণা-কারে অমৃত ক্ষরণ হইতেছে। ঐ চন্দ্রমণ্ডলস্থ চন্দ্রমা অনবরত ইড়া নাড়ীতে সুধাবর্ষণ করিতেছেন। অমৃত বাহিনী এই ইড়া নাড়ীই আজ্ঞাপদ্মের দক্ষিণ দিক হইতে সুষুম্না ও আজ্ঞাচক্রকে বেষ্টন করত উত্তরবাহিনী হইয়া, বাম নাসাপুটে গমন করিয়াছে। এইজন্য যোগীরা এই ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন। এই ইড়া নাড়ীই

আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণাংশ বেষ্টন পূর্ব্বক বাম নাসাপুটে গমন করত বরণা নদী নামেও অভিহিত হয়েন। এইজন্য এই আজ্ঞাচক্রে বা বারাণসী ক্ষেত্রে, ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীকে বরণা ও অসিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। পিঙ্গলা নাড়ীও উক্তরূপ রীতিক্রমে আজ্ঞা-চক্রের বাম দিক দিয়া, সুষুম্না ও আজ্ঞাকে বেষ্টন করত দক্ষিণ নাসা-পুটে প্রবেশ করিয়াছে। এইহেতু এই পিঙ্গলা নাড়ীকে অসি নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মুলাধারে হি যৎ পদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতম্।
তত্রমধ্যে হি যা যোনিস্তস্যাং সুর্য্যো ব্যবস্থিতঃ॥
তৎ সূর্য্যমণ্ডলাদ্বারং বিষং ক্ষরতি সন্ততম্।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র সমং যাত্যতিতাপলম্॥
বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরম্।
দক্ষ নাসাপুটং যাতি কল্পিতেয়ন্তু পূর্ব্ববৎ॥
আজ্ঞাপঙ্কজবামাংশাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা॥
আজ্ঞাপদ্ম মিদং প্রোক্তমত্র প্রোক্তো মহেশ্বরঃ॥

মূলাধারে চতুর্দ্দলপদ্মে যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহাতে সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিরন্তর জলময় বিষধারা ক্ষরিত হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চারিত হইতেছে। এই বিষধারাই অত্যন্ত তাপদায়ক। এই তাপদায়ক বিষ বাহিনী পিঙ্গলা নাড়ীও ইড়ার ন্যায় পূর্ব্বানুরূপ নিয়মানুসারে আজ্ঞাচক্রের বামাংশ দিয়া সুযুম্না ও আজ্ঞাকে বেষ্টন করত উত্তর বাহিনী হইয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে। এই নিমিত্ত এই পিঙ্গলা নাড়ীকে অসী নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। আজ্ঞাপদ্মের বিষয় এই কথিত হইল এবং এই স্থানে যে মহেশ্বর মহাকালরূপে আছেন, পূর্ব্বে তাহাও বলা হইয়াছে। এই আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে তিনটী পীঠ আছে।

পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ॥

এই আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধদেশে যোগচিন্তাপথে তিনটী পীঠ আছে। প্রথম বিন্দুপীঠ, দ্বিতীয় নাদপীঠ, তৃতীয় শক্তিপীঠ। ললাটপ্রদেশে ঐ নাদ ও শক্তিপীঠ এবং তদূর্দ্ধে বিন্দুপীঠ অবস্থিত আছে। এই পদ্মের ধ্যানফল সম্বন্ধে উক্ত আছে,—

যঃ করোতি সদা ধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতম্।
পূর্ব্ব জন্ম কৃতং কর্ম্ম বিনশ্যত্যবিরোধতঃ॥
ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরম্।
তদা করোতি প্রতিমাপ্রতিজল্পমনর্থবৎ॥
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণ কিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণৌ তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগাঃ॥

যিনি সর্ব্বদাই এই সুগুপ্ত আজ্ঞাপদ্মের ধ্যান করেন, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত কর্ম্ম অবাধে বিধ্বস্ত হয়। যোগী যে সময়ে এই চক্রে অবস্থিত হইয়া, নিরন্তর ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত বিষয়ক বাক্য নিরর্থক হয়। অর্থাৎ তৎকালে যোগীর অদ্বিতীয় ভাব উপস্থিত হয় বলিয়া, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্সরা সকলেই ঈদৃশ যোগীর বশবর্ত্তী হইয়া চরণ সেবা করিতে থাকেন।

যানি যানীহ প্রোক্তানি পঞ্চ পদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ এই পঞ্চ পদ্মের সাধন বিজ্ঞানে যে যে ফল কথিত হইয়াছে, কেবল এই আজ্ঞাপদ্ম পরিজ্ঞাত হইলেই সেই সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যঃ করোতি সদাভ্যাস মাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে॥
প্রাণ প্রয়াণ সময়ে তৎপদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণান্ স ধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে॥
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন জাগ্রৎ যো ধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণো নহি মজ্জতি কিল্বিষে।
যোগী বন্ধাদি নির্ম্মুক্তঃ স্বীয়য়া প্রভয়া স্বয়ম্॥
দ্বিদল ধ্যান মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদি দেবতাশ্চৈব কিঞ্চিন্মাত্রং বিদন্তি হি॥

যে বিচক্ষণ যোগী আজ্ঞাপদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তিনি বাসনা জনিত সংসার বন্ধন পরিহার পূর্ব্বক নিত্য পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। যে বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক সাধক, প্রাণ প্রয়াণ সময়ে এই আজ্ঞা-পদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ঐ সুষুম্নাপথে শরীর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়েন। যে সাধক অবস্থিতি কালে, গমন কালে, স্বপ্নাবস্থায় কি জাগ্রদবস্থায় এই আজ্ঞাপদ্মের ধ্যান করেন, তিনি অশেষ পাপে পাপী হইলেও পাপপঙ্কে পতিত হয়েন না। ঈদৃশ যোগী ব্যক্তি নিজ সাধন তেজোবলেই স্বয়ং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই দ্বিদল পদ্ম ধ্যানের যে কতদূর মাহাত্ম্য তাহা কেহই বর্ণনা করিতে পারেন না। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কেবল আমার নিকট ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত হইয়াছেন। আজ্ঞাচক্রের ধ্যানফল সম্বন্ধে ষট্চক্রে উল্লেখ আছে,—

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে
শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী সকল হিতকরঃ
সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ বেত্তা॥

অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমা
পূর্ব্ব সিদ্ধি প্রসিদ্ধো।
দীর্ঘায়ুঃ সোঽপি কর্ত্তা ত্রিভুবন ভবনে
সংহৃতৌ পালনেবা ॥

যে সাধক এই দ্বিদল কমলের ধ্যান করেন, তিনি মুনীন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বহিতৈষী এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞ হইতে পারেন, তাঁহার আশু পরকায়ে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য জন্মে। তিনি পরমা সিদ্ধি লাভ করত অদ্বৈতাচারবাদী ও দীর্ঘায়ু হইয়া ক্রীড়া করেন। ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে তাঁহার শক্তি জন্মে, অর্থাৎ তিনি বিধি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সদৃশ হইয়া চিরজীবী হইতে পারেন।

ভ্রুযুগলের মধ্যস্থানের ঠিক সমসূত্রে সুষুম্নার অভ্যন্তরে দ্বিদল আজ্ঞা পদ্মের অবস্থান। মেরুদণ্ডের মজ্জার সহিত যে স্থানে মস্তিষ্কের মজ্জার সম্মিলন রহিয়াছে, সেই স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলে। ভ্রূমধ্য হইতে একটি শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিলে এবং কর্ণকুহরের মধ্য দিয়া অপর কর্ণকুহর পর্য্যন্ত আর একটী শলাকা প্রবিষ্ট হইলে, ঐ উভয় শলাকা যে স্থানে মিলিত হয়, সেই স্থানে আজ্ঞাচক্রের অবস্থিতি। মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে প্রাণাত্মার চৈতন্যাত্মক জ্ঞানশক্তি এই আজ্ঞাচক্র হইতে নিয়মিত হইয়া স্থূল শরীরে আইসে বলিয়াই ইহার নাম আজ্ঞাচক্র। সুষুম্না এই স্থান হইতে দ্বিধাভূত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়াছে। আজ্ঞাচক্র হইতে সম্মুখস্থ ললাট প্রদেশের অভ্যন্তর পথে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বাঁকিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রের এক পার্শ্বে এক মুখ রহিয়াছে। অপর মুখ আজ্ঞাচক্র হইতে পশ্চাৎ দিক দিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে বাঁকিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই উভয় পথই শূন্যনালী। ব্রহ্মতালুদেশে সুষুম্নার এই উভয় মুখের ঠিক মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র। মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ভাগস্থ ঐ সুষুম্না পথে, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিবৃত্তিমূলক শক্তি এবং সম্মুখভাগস্থ সুষুম্না পথে প্রবৃত্তি মূলক শক্তি আজ্ঞাচক্রে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শক্তিই আজ্ঞা পদ্মের দ্বিদল।

ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাণাত্মা মায়াগর্ভের প্রভাবে তমোগুণক্ষেত্রে অহং তত্ত্বাত্মক রুদ্রাখ্যা প্রাপ্ত হন। ঐ রুদ্রাখ্য অহংতত্ত্বের ঐ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মূলক সূক্ষ্ম শক্তি মনশ্চক্র বা আজ্ঞাপদ্ম নামে অভিহিত হয়। এই দ্বিদল অভ্যন্তরে অহংতত্ত্ব মনশ্চক্রে সিংহাসনোপরি রাজার ন্যায় নিয়ত উপবিষ্ট থাকেন বলিয়া আজ্ঞাপদ্মের বীজকোষের নাম চিন্তা-মণিপুর। দেহে নবদ্বার (কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাপুটদ্বয়, মুখ, পায়ু, উপস্থ) পথে অহংতত্ত্বাত্মক মনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে বলিয়া ঐ নবদ্বারের সূক্ষ্ম শক্তি, ঐ চিন্তামণিপুর মধ্যস্থ নবকোণ যন্ত্র। তন্মধ্যে ত্রিগুণ প্রকৃতির ত্রিকোণ ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের ত্রিকোণে ত্রিগুণ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। ঐ ক্ষেত্রাভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপী হংসক্রোড়ে, সিদ্ধকালিকা শক্তি সহ রুদ্রের অবস্থান। সাধকের সাধনা বলে পঞ্চভূত প্রকৃত জয় অর্থাৎ মূলাধারাদি বিশুদ্ধাখ্য চক্রভেদ করিতে পারিলে, আদ্যা মহাশক্তির কৃপায় কাল বিজয় হয়, তাহাতে ঐ মহাশক্তি স্বরূপিণী সিদ্ধকালী রুদ্রাখ্য জীবাত্মার ক্রোড়গতা হয়েন। এই আজ্ঞাচক্রে ষড়রিপু সহ সূক্ষ্ম মনের অবস্থান ; সেই হেতু যোগিনী দেবী সম্মুখীন। এই চক্র ও চক্রস্থ যোগিনী দেবীর সাধনায়, সাধক যখন ষড়রিপু জয় করিতে পারেন তখন সেই সাধকের প্রাণপ্রবাহ পরমাত্মা বিজড়িত হইয়া প্রণবরূপে অবস্থিত হয়েন। এই আজ্ঞা কমলের অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ ঈষদূর্দ্ধ ভাগে অবস্থিত এই প্রাণাত্মা বিজড়িত প্রণব সম্বন্ধে ষট্‌চক্রে উল্লেখ আছে,—

তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং
শুদ্ধবুদ্ধ্যন্তরাত্মা।
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচণা
রূপবর্ণ প্রকাশঃ॥
তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরি বিলসদ্
বিন্দুরূপী মকার।

স্তদাদ্যে মাদোঽসৌ শশিধবল সুধা-
ধার সন্তান হাসী ॥

এই আজ্ঞা কমলের অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ ভ্রুযুগলের ঈষদূর্দ্ধভাগে ললাটের অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্ঞেয় স্বরূপ অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। ঐ অন্তরাত্মা প্রদীপশিখাবিজড়িত ওঙ্কারাকারে দিব্য জ্যোতিষ্মান। ঐ অন্তরাত্মার উপরিভাগে নাদশক্তি রূপাধার অর্দ্ধ চন্দ্রোপরি বিন্দু রূপী মকার সুশোভিত। ঐ মকারাত্মক বিন্দুর প্রান্ত ভাগে বলরাম সদৃশ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রমা সম নাদ শোভা পাইতেছেন।

জ্বলদ্দীপাকারং তদনু চ
নবীনার্ক বহুল
প্রকাশং জ্যোতির্বা গগনধরণী
মধ্যলসিতং।
ইহস্থানে সাক্ষাৎ ভবতি ভগবান্
পূর্ণ বিভবোঽ
ব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নেঃ শশিমিহিরয়ো
র্মণ্ডল ইব ॥

ঐ প্রণব বিজড়িত দীপ কলিকাকার অন্তরাত্মা প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রভাতকালীন বহু নবীন সূর্য্যের জ্যোতিঃ সমষ্টি হইতেও অত্যধিক জ্যোতিঃযুক্ত। ঐ দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে গগন ও অবনীমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। ঐ জ্যোতির্ম্ময় দীপকলিকা বিজড়িত প্রণববাচক পরমাত্মা ভগবান্ অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ভাস্বর এবং পূর্ণৈশ্বর্য্য যুক্ত হইয়া সাধকের গোচরীভূত হন।

ইহ স্থানে বিন্দোরতুল পরমা
সোদর মধুরে,
সমারোপ্য প্রাণান্ প্রমুদিত
মনঃ প্রাণনিধনে।

পরং নিত্যং দেবং পুরুষ মজ-
মাদ্যং ত্রিজগতাম্।
পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতি
চ বেদান্ত বিদিতম্॥

যে সাধক এই স্থানে ঐ পরমাত্মায় প্রমুদিত চিত্তে প্রাণ সংস্থাপিত করিতে পারেন এবং ঐরূপ অভ্যাস বলে অন্তঃকালে ঐ স্থানে প্রাণারোপণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, সেই যোগীন্দ্র ব্যক্তি জগদাদি জন্মরহিত বেদান্তবেদ্য পরম পুরাণ পুরুষে বিলয় প্রাপ্ত হন।

লয়ং স্থানং বায়োস্তদুপরি চ মহা-
নাদ রূপং শিবার্দ্ধম্,
শিবাকারং শান্তং বরদ মভয়ং
শুদ্ধবোধ প্রকাশম্।
সদা যোগী পশ্যেদ্ গুরুচরণ
সেবাসুনিরত;
স্তদাবাচাং সিদ্ধিঃ কর কমলতলে
তস্য ভূয়াৎ সদৈব॥

আজ্ঞাখ্য দ্বিদল কমলে বায়ুর লয় স্থান। ঐ স্থানোপরি অর্দ্ধচন্দ্র বিশিষ্ট ঐ প্রণবের নাদোপরি বিন্দু মধ্যে শান্ত, বর ও অভয়প্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক পরম দেবতাত্মক এক ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। নিয়ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা কুশল যোগী ব্যক্তি, ঐ পাদ পদ্ম ধ্যান বলে যখন ইহা দর্শন করেন তখন, বাকসিদ্ধি তাঁহার করতল গত হয়।

ইহস্থানে লীনে সুসুখসদনে চেতসি পুরং।
নিরালম্বাং বদ্ধাং পরম গুরু সেবাসুনিরতাং॥
সদাভ্যাসাদ্ যোগী পবন সুহৃদাং পশ্যতি কণাং
স্ততস্তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিত রূপানপি পদান॥

পরম গুরু সেবা নিরত সাধক যখন ঐ প্রণব বিজড়িত অন্তরাত্মার পরম সুখময় স্থানে মনোলয় করিতে পারেন, তখন গুরুপাদপদ্ম আরাধনা দ্বারা নিরালম্ব মুদ্রা জ্ঞাত হইয়া থাকেন। সেই নিরালম্ব মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা সাধক আত্মার দিব্য জ্যোতিঃ কলা সন্দর্শন করিয়া, ঐ জ্যোতিঃ মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও ধ্যানানুরূপ দেবতাদির দর্শন পূর্ব্বক আত্মস্বরূপও দর্শন করিয়া থাকেন। এই নিরালম্ব মুদ্রা ও জ্যোতিঃ দর্শন সম্বন্ধে সাধনার বিষয় শিব সংহিতায় উল্লেখ আছে,—

করোতি রসানাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্॥

যোগী ব্যক্তি রসনাকে বিপরীত গামিনী করিয়া, লম্বিকার অর্থাৎ আল্‌জিহ্বার উর্দ্ধস্থিত গর্ত্ত—তালু কুহরে প্রবিষ্ট পূর্ব্বক ঐ স্থানে জিহ্বা স্থিরতর রাখিয়া ধ্যান করিতে থাকিবেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বিদূরিত হয়। ঐ ধ্যান কৌশল এই যে,

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্ যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভঃ॥

সাধক যদি শিবনেত্র হইয়া অর্থাৎ নয়ন যুগলের তারাদ্বয় নাসা মুলের অতি নিকটবর্ত্তি আনিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে উঠাইয়া, ললাট অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত বিবিধ প্রকার দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ঐ অন্তরাত্মাকে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ভাবনা করেন, তাহা হইলে বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ঐ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হয়। "ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণহ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ভ্রূমধ্যে উল্লিখিত ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে তাহা এক প্রকার যোগ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে জ্যোতিঃ দর্শনের ফলে উল্লেখ আছে।

এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়োভবেৎ।
দুরাচারোঽপি পুরুষো লভতে পরমং পদম্॥
অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎকরোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥

ঐরূপে জ্যোতিঃ দর্শন কারীর সমস্ত প্রকার পাপ নষ্ট হয়, এবং ঐরূপ সাধনার দ্বারা দুরাচার ব্যক্তিও পরম পদ লাভ করিতে পারে। যে বিচক্ষণ সাধক, উক্তরূপে দিবানিশি সাধনা করেন তাঁহার সিদ্ধ পুরুষ দর্শন এবং সেই সিদ্ধ পুরুষগণের সহিত কথোপকথন হয় ; তাহাতে সংশয় নাই।

এইরূপ সাধনা অভ্যাস করিতে হইলে, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে সাধকের যখন সুষুম্না গতি অনুভব হইতে থাকে ; তখন প্রথমে জিহ্বা দীর্ঘ করিবে। পূর্ব্বে তাহার কৌশল উল্লেখ আছে। ঐরূপ ভাবে যখন দেখিবে আপন জিহ্বাগ্র দ্বারা নাসাগ্র অবলীলাক্রমে স্পর্শ করা যায়, তখনি উক্ত জ্যোতিঃ দর্শন যোগ অভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ সুষুম্না পথে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে দ্বিদল কমলে আনিয়া, ধীরে ধীরে জিহ্বাগ্র, লম্বিকা বা আল্‌জিহ্বার উপর দিয়া তালু কুহরে প্রবেশ করাইবে। তাহাতে যখন দেখিবে জিহ্বা সম্যগ্‌রূপে তালু কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন নয়ন যুগলের তারাদ্বয় নাসামূলের নিকটবর্ত্তি আনিয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ভ্রুমধ্যে দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে। এইরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মাত্রেই একপ্রকার অলৌকিক দিব্য জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হইবে। ঐ জ্যোতিঃ স্থিরভাবে দেখিতে দেখিতে, পূর্ব্ব কথিত অনুরূপে ললাট অভ্যন্তরে প্রণবের ধ্যান করিতে থাকিবে। তাহাতে একদিন প্রণব বিজড়িত দীপ কলিকাকার অন্তরাত্মার দর্শন লাভে সমগ্র জগৎ সহ আপনাকে ঐ জ্যোতিঃ পুঞ্জের মধ্যে দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইতে পারিবে। তবে উপদেষ্টা গুরুর প্রতি অনুরাগ সম্পন্ন দৃঢ়বুদ্ধি ব্যতীত এই শ্রেষ্ঠ রাজযোগের সাধনা অন্যের দ্বারা হয় না। শ্রীগুরু পাদ পদ্মে দৃঢ় অনুরাগ সম্পন্ন সাধক, কেবলমাত্র এই যোগ প্রভাবে অনায়াসেই সমাধি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। এবং সচরাচর সর্ব্বত্রই সিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন ও তৎ কৃপালাভে কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন। যাহাদের পক্ষে জিহ্বার সাধন আয়াস সাধ্য, তাহারা যোনিমুদ্রার দ্বারা উপরি উক্ত ভাবে ভ্রুমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারেন।

পূর্ব্বে যোনিমুদ্রার কথা বলিয়াছি। নিম্নলিখিত ভাবে সাধনা দ্বারাও জ্যোতিঃ দর্শন হয়।

সর্ব্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।
নাসাগ্রে দৃশ্যতে যেন পদ্মাসন গতেন বৈ।
মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি॥
জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধং শুদ্ধাচলোপমম্।
তত্রাভ্যাসবলেনৈব স্বয়ং তদ্রক্ষকো ভবেৎ॥

সর্ব্বভূত জয় করত অর্থাৎ বৈরাগ্যের সাধনায় সর্ব্বপ্রকার কামনা শূন্য, আশা শূন্য ও জনসঙ্গ রহিত হইয়া, পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিবে। ঐরূপ অভ্যাসের পরিপাকে ক্রমে মনোনাশ হয়, পরে খেচরত্ব অর্থাৎ আকাশমার্গে গমনাগমন করিবার সামর্থ্য হয়। ঐরূপে নাসাগ্র দর্শন করিতে করিতে সাধক বিশুদ্ধ অচলের ন্যায় দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারেন। ক্রম অভ্যাসে ঐ জ্যোতিঃও চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

উপরি লিখিত সাধনায় মনোজয় বা লয় করাই আজ্ঞাচক্রের সাধনা। আজ্ঞাপদ্মের অপর নাম মনশ্চক্র। পত্র, পুষ্প, ফল, পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষের প্রাণশক্তি যেরূপ ঐ বৃক্ষমূলে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত রিপু ও বহুধা বৃত্তি সম্পন্ন মনের মূলশক্তি এই আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে মন ইন্দ্রিয়গত উপাধি বিশিষ্ট হইয়া ললাটে আসিয়া কার্য্য করে। সাধারণতঃ আমরা এই মনেরই পরিচয় পাইয়া থাকি। জড়াবয়ববিশিষ্ট পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক হেতু, এই মনকে ইন্দ্রিয়গত মন বলে। আর আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত মূল মনঃশক্তিকে অতীতেন্দ্রিয় মন বলে। জড় বিষয় প্রপঞ্চের মাত্রাস্পর্শ হেতু ললাট প্রদেশস্থ ইন্দ্রিয়গত মন, জড়াতীত মহাশক্তির ধারণা বা পরিচালনে সমর্থ হয় না। পরন্তু সর্ব্ব প্রকারে খণ্ডজ্ঞানশক্তির মধ্যে পড়িয়া জড়াবদ্ধ হয়। এই জড়াবদ্ধ ইন্দ্রিয়গত মন,বিষয়েন্দ্রিয়ের স্পর্শ জনিত কর্ম্ম সংস্কারে আবদ্ধ

হইয়া, সেই অদৃষ্টবশে অতি ভীষণ হইতেও ভীষণতর জন্ম মৃত্যুময় দুঃখ সংকুল সংসার চক্রে প্রতিনিয়ত অশেষরূপে নিষ্পেষিত হইতেছে। এই নিষ্পেষণের মধ্যে পড়িয়া কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন পণ্ডিত, কখন মূর্খ, কখন নিজ কল্পনা জনিত এক প্রকার অলীক স্বপ্নবৎ সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করিতেছে। বৃক্ষ যেরূপ বীজরূপে পরিণত হইয়া তাহা হইতে পুনরায় বৃক্ষাকার ধারণ করে, এই ইন্দ্রিয়গত মনও সেইরূপ কর্ম্ম সংস্কার বীজরূপে পরিণত হইয়া, তাহা হইতে পুনরায় দেহ সংসার রূপ বৃক্ষাকার ধারণ করে, কিছুতেই তাহার পরিত্রাণ নাই। তাই বুঝিয়াই নরনারায়ণ রূপী অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের দুঃখদায়ক এবং দৃঢ়, আমার নিকট তাহার নিরোধ, বায়ু নিরোধের ন্যায় দুষ্কর জ্ঞান হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে দেহ বা সংসারে জীবের সাধনাদি সর্ববিধ কর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বোপরি কঠিন কার্য্য মনোনিরোধ বা জয়। যিনি আপন মনোজয় বা মনের কল্পনা স্বভাব নিরোধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর একাধিপত্য শক্তিসম্পন্ন সম্রাট হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। অধিক কি, ভগবদ্দর্শন তাঁহার করামলকবৎ সুসাধ্য। ইন্দ্রিয়গত মনের দুর্নিবার্য্য এমন কি অপরিহার্য্য ব্যাপার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডের দশম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ইন্দ্রিয়গত এই কামাখ্য মনকে জয় করিতে হইলে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাধনা দ্বারা তাহা সম্ভব হয়; এই কথাই শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং দুর্ণিবার্য্য ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে বিবেক বৈরাগ্য বলে ফিরাইয়া আনিয়া আপনার আত্ম স্বরূপে স্থির করিয়া রাখিবে, অর্থাৎ গুরু উপদেশ লব্ধ সাধনানুষ্ঠানে নিয়োগ করিয়া রাখিবে। হে মহাবাহো, মন যে নিতান্ত চঞ্চল ও দুর্ণিগ্রহ তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ঐরূপে কর্ম্মযোগাভ্যাস দ্বারা এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন জ্ঞানভক্তিযোগ দ্বারা ঐ মনকে নিগৃহীত করা যায়।

পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্রিয়াযোগ পদ্ধতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ঐ গুলিকে কর্ম্মযোগ বলে। গুরু উপদেশে প্রাপ্ত উহার যে কোন এক পদ্ধতি, দৃঢ় যত্ন চেষ্টার সহিত বারংবার নিয়মিত রূপে অনুশীলন করার নাম অভ্যাস। ঐরূপ অভ্যাসের দ্বারা গুরু কৃপায় সাধকের ললাট প্রদেশস্থ ইন্দ্রিয়গত মন আজ্ঞাচক্রস্থ অতীন্দ্রিয় মনে লইতে পারিলেই তাহার অলৌকিক এবং অত্যদ্ভুত শক্তি জন্মে। ঐ মন তখন ইন্দ্রিয়াদির স্থূলদ্বার সকলের সাহায্য না লইয়া, সমস্ত কার্য্য অবলীলা ক্রমে সুসম্পন্ন করিতে পারে। ইন্দ্রিয়াদি সহ ষড়রিপু এবং জড় প্রকৃতি তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া পরিচালিত হয়। এইরূপ অবস্থা সম্পন্ন মনই প্রত্যাহারাদি সমাধি বিজ্ঞানে ভগবৎ সাধনার অধিকারী এবং উপযোগী। ললাট প্রদেশস্থ ইন্দ্রিয়গত মন সাধনায় সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সাধারণতঃ মেস্‌মেরিজম্‌, আউলিয়া বা দশা প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ঐ অতীন্দ্রিয় মনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা সাধনাভ্যাস বিহীন বশতঃ, অন্য কোন শক্তি দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়গত মনের কার্য্য অবরুদ্ধ বা কোন প্রকারে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত থাকায়, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সামান্য তাপবৎ আংশিক ও অস্থায়ী ভাবে সামান্য শক্তির বিকাশ হয় মাত্র। কিন্তু যাহারা গুরু উপদেশে বিশিষ্ট সাধন প্রণালী দ্বারা আপনার মনকে ইন্দ্রিয়গত স্তর হইতে এই অতীন্দ্রিয় স্তর আজ্ঞাচক্রে লইতে পারেন, তাহাদের ঐ শক্তি পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে প্রকাশ পায়। তখন তাঁহারা আপনার ইন্দ্রিয়গত

মনকে যদৃচ্ছা ব্যবহারে পরিচালিত করিতে পারেন। এবং ঐ অতীন্দ্রিয় মনের ভাবময় ইচ্ছানুযায়ী, ইন্দ্রিয়গত মনকে লয় করিয়া সাধনা লব্ধ দিব্য জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে অভীষ্টের দর্শন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সহ আপনাকে দর্শন করিয়া চিরতরে কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গত মনকে অতীন্দ্রিয় মনে লইলেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণের দর্শন হয়। বায়ুর অগ্রে মনের বসতি হেতু, যে সাধক এইরূপ ভাবে মনোজয় করেন, তাঁহাকে আর অন্য কোন সাধনা অর্থাৎ বহিঃ বা অন্তঃ প্রাণায়ামাদি কোন কঠোর সাধনা করিতে হয় না। এইরূপে মনোজয় করাই আজ্ঞাচক্রের সাধনা। অতঃপর সহস্রদল পদ্মের বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অথ সহস্রদলপদ্মম্।

তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে
শূন্যদেশে প্রকাশম্,
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলকম্
পূর্ণ পূর্ণেন্দু শুভ্রম্।
অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবি কলা
কান্তকিঞ্জল্ক পুঞ্জম্;
ললাটাদ্যৈর্ব র্ণৈঃ প্রবিলসিতি বপুঃ
কেবলানন্দরূপম্॥

পূর্ব্ব কথিত আজ্ঞাখ্য কমলের উর্দ্ধে প্রণবের নাদোপরি, শঙ্খিনী নাম্নী নাড়ীর শিখরস্থ শূন্য প্রদেশে, বিসর্গ শক্তির অধোভাগে প্রকাশমান সহস্রদলপদ্ম সুশোভিত রহিয়াছে। ঐ পদ্ম নিষ্কলঙ্ক পূর্ণেন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং অধোমুখে বিকশিত। উহার কেশর সকল প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণে দীপ্তিমান। এবং অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মক ও নিত্যানন্দময়। * শিব সংহিতায় উক্ত আছে।

অতউর্দ্ধ্বং দিব্য রূপং সহস্রারং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্থ দেহস্য বাহ্যেতিষ্ঠতি মুক্তিদম্॥

আজ্ঞাপদ্মের ঊর্দ্ধদেশে ঐ দিব্য সহস্রদল কমল, ব্রহ্মাণ্ডাখ্য এই দেহের বহির্দ্দেশে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ এই সহস্রদল কমলের মধ্যে ষট্‌চক্র সমন্বিত স্থূলদেহ রহিয়াছে। এই কমল মুক্তিপ্রদ।

অতউর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনম্।
অস্তিযত্র সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতম্॥
তালুমূলে সুষুম্না সা অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে।
মূলাধারস্থ যোন্যন্তা সর্ব্ব নাড়ী সমাশ্রিতা।
তা বীজ ভূতাস্তত্ত্বস্য ব্রহ্মমার্গ প্রদায়িকা॥

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধদেশে তালুমূল ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সুশোভন সহস্রদল কমল আছে; ঐ কললের বিবর হইতেই সুষুম্না মূল আরম্ভ হইয়াছে। এই তালু মূল হইতে সুষুম্না নাড়ী অধোমুখী হইয়া গমন করিয়াছে। ইহার শেষ প্রান্তে মূলাধার কমলস্থিত যোনিমণ্ডল। এই সুষুম্না নাড়ী শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর আশ্রয় স্থান এবং তত্ত্ব জ্ঞানের বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মমার্গ প্রদায়ক।

তালুদেশে চ যৎ পদ্মং সহস্রারং পুরোদিতম্।
তৎকন্দে যোনি রেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখীমতা॥
তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজম্॥

পূর্ব্বোক্ত তালু মূল ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল কমলের কন্দদেশে একটী পশ্চিমাভিমুখ যোনিমণ্ডল আছে। এই যোনিমণ্ডলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিবর সহিত সুষুম্না মূল রহিয়াছে। এই স্থান হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত দীর্ঘ যে সুষুম্না বিবর আছে, তাহাই ব্রহ্মরন্ধ্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্দ্ধ মুখে ঐ সহস্রদল কমল। ষট্‌চক্রে উল্লেখ আছে।

সমাস্তে তত্রান্তঃ শশপরিরহিতঃ
শুদ্ধ সম্পূর্ণ চন্দ্রঃ,

স্ফুরৎ জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়ঃ
স্নিগ্ধ সন্তান হাসঃ।
ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি চ সততং
বিদ্যুদাকার রূপং ;
তদন্তঃ শূন্যন্তৎ সকল সুরগণৈ
শ্চিন্তয়েচ্চাতি গুহ্যং ॥

সেই সহস্রদল কমলের মধ্যে কলঙ্ক কালিমা পরিশূন্য শুদ্ধ পূর্ণ চন্দ্রমা প্রকাশিত আছেন। তাঁহার জ্যোৎস্নাজাল পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ চন্দ্রমার স্নিগ্ধ সুধারাশি, হাস্যের তুল্য শোভা পাইতেছে, এবং তাহার মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণ এক যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্র মধ্যে সকল দেবগণের গুরু স্বরূপ পরম গোপনীয় শূন্য মণ্ডল চিন্তা করিবে।

সুগোপ্যং তদ্‌যত্নাদতিশয় পরমা
মোদ সন্তান রাশেঃ,
পরং কন্দং সূক্ষ্মং শশি সকল কলা
শুদ্ধরূপ প্রকাশং।
ইহ স্থানে দেবঃ পরম শিব সমা-
খ্যান সিদ্ধ প্রসিদ্ধিঃ ;
খরূপী সর্ব্বাত্মা রসবিরস মিতোঽজ্ঞান
মোহান্ধ হংসঃ ॥
সুধাধারা সারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং।
যতেরাত্ম জ্ঞানং দিশতি ভগবান্নির্ম্মল মতেঃ ॥
সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকল সুখ সন্তান লহরী।
পরীবাহোঽহংস পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ ॥

ঐ শূন্যস্থান পরমানন্দ ভোগের মূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পূর্ণ চন্দ্রবৎ

দীপ্তিমান্। উহা যত্ন সহকারে গোপন রাখা বিধেয়। গগনরূপী পরমাত্মা স্বরূপ পরম শিব এই স্থানে শোভিত আছেন। তিনি পরমানন্দময় ও জীবগণের মোহান্ধকার ধ্বংসের একমাত্র হেতুভূত, এবং নিখিল সুখের আশ্রয় স্বরূপ। ঐ সর্ব্বেশ্বর ও হংসাখ্য পরম শিব এই সহস্রদল কমলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিরন্তর বিমল মতি যোগিগণকে সুধাধারা প্রদান করত আত্মজ্ঞান প্রদান করেন।

অত্রান্তে শিশু সূর্য্য সোদর কলা
চন্দ্রস্য সা ষোড়শী,
শুদ্ধা নীরজ সূক্ষ্ম তন্তু শতধা
ভাগৈকরূপা পরা।
বিদ্যুদ্দাম সমান কোমল তনু
নিত্যোদিতাধোমুখী ;
পূর্ণানন্দ পরম্পরাতি বিগলৎ
পীযূষধারা ধরা॥

এই সহস্রদল কমল অভ্যন্তরে অমা নাম্নী ষোড়শী এক চন্দ্র কলা বিদ্যমান আছে। ঐ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমতী ও নির্ম্মলা। পদ্মতন্তুর শতাংশের একাংশের ন্যায় সূক্ষ্মা, পরমা ও শ্রেষ্ঠা। উহা তড়িতের ন্যায় কমলা, নিত্য প্রকাশমানা ও অধোমুখী। উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে।

নির্ব্বাণাখ্য কলা পরাৎ পরতরা
সাস্তে তদন্তর্গতা,
কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিত
স্যৈকাংশরূপা সতী।
ভূতানা মধি দৈবতং ভগবতী
নিত্য-প্রবোধোদয়া ;

চন্দ্রার্দ্ধাংশ সমান ভঙ্গুরবতী
সর্ব্বার্কতুল্যপ্রভা ॥

ঐ অমা কলার মধ্যভাগে নির্ব্বাণ কলা নাম্নী আর একটী কলা বিদ্যমান আছে। ঐ কলা কেশাগ্রের সহস্রাংশের একাংশের ন্যায় অতি সূক্ষ্মা। দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকারা ও জীবগণের জ্ঞানলাভের একমাত্র কারণ, সকলের ইষ্টদেব স্বরূপা ও মহামাহাত্ম্যবতী। এই কলাকেই মহা কুণ্ডলিনী বলে।

এতস্য মধ্যদেশে বিলসতি পরমা
পূর্ব্ব নির্ব্বাণ শক্তিঃ,
কোট্যাদিত্য প্রকাশা ত্রিভুবন জননা
কোটি ভাগৈকরূপা।
কেশাগ্রস্যাতি গুহ্যা নিরবধি বিলসৎ
প্রেমধারা ধরা সা;
সর্ব্বেষাং জীবভূতা মুনিমনসি
মুদাতত্ত্ববোধং বহন্তী ॥

এই নির্ব্বাণাখ্য কলার মধ্যে পরম নির্ব্বাণ শক্তি অবস্থিতা আছেন। তিনি কোটি ভাস্করবৎ দীপ্তিমতী। ত্রিভুবনের জননী। কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মা। পরম গুহ্যা, জীবকুলের জীবনস্বরূপা, নিরন্তর শিব সঙ্গম হেতু প্রণবগর্ভা এবং ইহারি প্রভাবে মুনিগণের মানসে পরমানন্দ ও তত্ত্বজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়।

তস্যা মধ্যান্তরালে শিব পদ মমলং
শাশ্বতং যোগিগমনং,
নিত্যানন্দাভিধানং সকল কুলপদং
শুদ্ধবোধ প্রকাশং।
কেচিদ্ব্রহ্মাভিধানং পদমতি সুধিয়ো
বৈষ্ণবং তল্লপন্তি;

কেচিৎ হংসাখ্য মেতৎ কিমপি সুকৃতিনো
মোক্ষবর্ত্ম প্রকাশং॥

ঐ পরম নির্ব্বাণ শক্তির মধ্যে নির্ম্মল, নিত্যানন্দময় পরম আনন্দাস্পদ, জ্ঞান স্বরূপ, যোগিজনগম্য এক শিবপদ বিদ্যমান আছে। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে তুরীয় ব্রহ্মপদ, সুধীবৈষ্ণবগণ পরম বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ, কোন কোন ব্যক্তি হংসাখ্যপদ এবং অপরাপর সুকৃতিমান্ ব্যক্তিরা মোক্ষপদের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শিব স্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষং
বৈষ্ণব গণাঃ,
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর পদং
কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবী চরণ যুগলা-
নন্দ রসিকা ;
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষং
স্থান মমলং॥

যাঁহারা শৈব, তাহারা এই নির্ম্মল স্থানকে শিবস্থান বলেন। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা ঐ স্থানকে পরম পুরুষ শ্রীহরি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরিহর পদ, যাঁহারা দেবীর চরণ পদ্মের ধ্যানে ভক্তিরসে রসিক তাঁহারা শক্তি স্থান, অপর কতিপয় ঋষিগণ ঐ স্থানকে প্রকৃতি পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ইহস্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো
নরবরো,
নভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধ-
স্ত্রিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনস
স্তস্য কৃতিনঃ ;

সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপিবাণী
সুবিমনা ॥

এই স্থান জ্ঞাত হইয়া যিনি নিজচিত্ত ইহাতে লীন করিতে পারেন, তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য বা পাতালের কোন স্থানে আবদ্ধ হন না। সংসারে তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণও করিতে হয় না। সেই নিয়তচিত্ত কৃতী পুরুষ বিমল শক্তি প্রাপ্ত হন, এবং সৃষ্টি স্থিতি সংহারে সমর্থ হন। এই সহস্রদল পদ্মের সাধনার বিষয়ে উল্লেখ আছে।

হুঙ্কারেণৈব দেবীং যম নিয়ম সমা-
ভ্যাসশীলঃ সুশীলো,
জ্ঞাত্বা শ্রীনাথ বক্ত্রাৎ ক্রমমপি চ
মহামোক্ষবর্ত্ম প্রকাশম্।
ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তু স তাং
শুদ্ধবুদ্ধি প্রভাবো,
ভিত্বাতল্লিঙ্গরূপং পবন দহনয়ো
রাক্রমেণৈব গুপ্তাং ॥

সুশীল সাধক যমনিয়মাদির সম্যক্ অভ্যাস পূর্ব্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত হইয়া, গুরু সমীপ হইতে মোক্ষপথের দ্বার স্বরূপ এই ষট্চক্রের ক্রম যথা বিধানে বিদিত হইয়া, পরে হুঙ্কার বীজে তেজ ও বায়ুর আক্রমণ দ্বারা প্রবুদ্ধ কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার কমলে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ভেদ পূর্ব্বক সহস্রদল পদ্মে আনয়ন করিয়া চিন্তা করিবেন। অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্না দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথে "হুঁ" এই বীজ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে আধার কমলস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ভেদ পূর্ব্বক উক্ত পথ দিয়া সহস্রদল পদ্মে নির্ম্মল শূন্য স্থানে আনিয়া ধ্যান করিবে।

ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎপরম রস শিবে
মোক্ষধাম্নি প্রদীপ্তে,

সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসৎ
তন্তুরূপ স্বরূপা।
ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকল সরসিজং
প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ;
মোক্ষানন্দ স্বরূপং ঘটয়তি সহসা
সূক্ষ্মতাং লক্ষণেন॥

সেই বিশুদ্ধশীলা বিদ্যুদ্বিলাসিনী, সূক্ষ্মতন্তুরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবী, মূলাধারপদ্মের অন্তর্গত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, হৃৎকমলের অন্তর্গত বাণলিঙ্গ, আজ্ঞাখ্য কমলের অন্তর্গত ইতরলিঙ্গ এবং চিত্রাণীর মধ্যস্থ ব্রহ্মনাড়ীর অন্তর্গত ষট্পদ্ম ভেদ করত সহস্রারে শিবস্থানে মিলিতা হইয়া শোভমানা হইতেছেন, সূক্ষ্মতা লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে এই প্রকার বিদিত হইতে পারিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হইতে পারে।

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলিনীং নবরসাং
জীবনে সার্দ্ধং সুধী
মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্ম সদনে
শৈবে পরে স্বামিনি।
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং
চৈতন্যরূপাং পরাং;
যোগীশো গুরুপাদ পদ্ম যুগলা-
লম্বী সমাধৌ যুতঃ॥

গুরুপাদ পদ্ম সমাশ্রয়ী সুবুদ্ধি যোগশীল সাধক, নবরসের আধার স্বরূপিণী সেই কুণ্ডলিনী দেবীকে জীবাত্মার সহিত সহস্রদল কমলের অন্তর্গত শিবধামে আনয়ন করিয়া, সমাধি যোগে ধ্যান করিবে। ঐ দেবী ভগবতী চৈতন্য স্বরূপা, শ্রেষ্ঠা ও অভীষ্ট ফলদাত্রী।

লক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ
পীত্বা ততঃ কুণ্ডলী,

পূর্ণানন্দ মহোদয়াৎ কুলপথা-
ন্মূলে বিশেৎ সুন্দরী।
তদ্দিব্যামৃত ধারয়া স্থিরমতিঃ
সন্তর্পয়েদ্দৈবতং ;
যোগী যোগ পরম্পরা বিদিতয়া
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডস্থিতং ॥

উক্ত পরমা সুন্দরী কুলকুণ্ডলিনী দেবী, পরম শিবস্থান হইতে ক্ষরিত অলক্তাভ পরম সুধাপান করত পূর্ণানন্দ বিধান করেন, এবং ষট্চক্রের বহির্ভূত গুপ্ত কুলপথে অর্থাৎ সম্বিৎ পথে গুপ্ত অষ্টদল পদ্মে প্রবিষ্ট হন। স্থিরবুদ্ধি যোগী, গুরু পরম্পরায় আগত যোগ-ক্রমের শিক্ষালাভে, ঐ দিব্য অমৃতধারা জ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারাই এই শরীর রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ ষট্চক্রের দেবতাবর্গের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

জ্ঞাত্বৈতৎক্রমমুত্তমং যতমনা
যোগী সমাধৌ যুতঃ,
শ্রীদীক্ষা গুরুপাদপদ্মযুগলা-
মোদ প্রবাহোদয়াৎ।
সংসারে নহি জন্যতে নহি কদা
সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে ;
পূর্ণানন্দ পরম্পরা প্রমুদিতঃ
শান্তঃ সতামগ্রণীঃ ॥

যে যতমনা যোগী শ্রীগুরুদেবের চরণ কমল ধ্যান করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, সেই সংযত চিত্ত সুবুদ্ধিই যমনিয়মাদি অভ্যাস দ্বারা এই ষট্চক্র এবং তাহার গুপ্ত সাধন ক্রম প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাহাতে তাহাকে আর পুনরায় এই অসার সংসারে শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়

না। প্রলয় কালেও তাঁহার বিনাশ নাই। তিনি শাস্তিযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত ও সাধুবর্গের অগ্রগণ্য হয়েন।

যোঽধীতে নিশি সন্ধ্যয়োরথ দিবা
যোগী স্বভাব স্থিতঃ,
মোক্ষজ্ঞান নিদান মেতদমলং
শুদ্ধং সুশুদ্ধং ক্রমং।
শ্রীমৎ সদ্গুরুপাদপদ্ম যুগলা-
লম্বীযতোন্তর্ম্মনা ;
স্তস্যাবশ্যমভীষ্ট দৈবত পদে
চেতো নরীনৃত্যতে॥

শ্রীমৎ সদ্গুরু পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান নিরত সংযত চিত্ত যে যোগী, মোক্ষ জ্ঞানের একমাত্র হেতুভূত, বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত এই গুপ্ত ষট্চক্র ক্রম পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তাহাতে যিনি যোগপরায়ণ হইয়া দিবানিশি ও সন্ধ্যা সকল সময়েই ইহা ধ্যান করেন ; তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই অভীষ্টদেবের শ্রীচরণে সমাসক্ত থাকে। এই পদ্মের ধ্যান ফল সম্বন্ধে শিব উক্তি আছে যে,—

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং, সংসারেঽস্মিন সম্ভবোনৈব-
ভূয়ঃ।
ভূত গ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ, কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চশক্তিঃ
সমগ্রা॥

মস্তকে যে স্থানে সহস্রদল পদ্ম শোভিত আছে, সেই স্থান বিদিত হইতে পারিলে আর মানবকে পুনর্ব্বার সংসারে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না। নিরন্তর এই ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে, জীবের সৃষ্টি সংহারাদি করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়।

স্থানে পরে হংসনিবাস ভূতে, কৈলাসনাম্নীঽনিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হতব্যাধিরধঃ কৃতাধির্বায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যু মুক্তঃ॥

ঐ সহস্রদলপদ্মে কৈলাস নামক স্থানে পরম হংস বিরাজিত আছেন। ঐ সহস্রদলপদ্মে যে সাধক মনোনিবেশ করিতে পারেন তাহার আধিব্যাধি সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

চিত্তবৃত্তি র্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধি সাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥

যৎকালে যোগী ব্যক্তি তাঁহার সহস্রদলপদ্মস্থ কুলসঙ্গক ঐ পরমেশ্বরে মন নিবেশিত করিতে পারেন। তৎকালেই ঐ যোগীর সমাধির সাম্যতা বশতঃ নিশ্চলতা লাভ হয়।

নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্র সামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্॥

ঐরূপে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে সাধকের নিকট জগতের অস্তিত্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে তিনি বিচিত্র শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তস্মাদ্গলিত পীযূষং পিবেদ্ যোগী নিরন্তরম্।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং বিধায় সঃ কুলং জিত্বা সরোরুহে॥
অত্র কুণ্ডলিনী শক্তি লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি॥

এই সহস্রদল পদ্ম হইতে নিরন্তর এক অমৃতধারা নির্গত হয়। যে সাধক তাহা পান করিতে পারেন, তিনি মৃত্যুর ও মৃত্যু বিধান করতঃ কুল জয় করিয়া নিরুপদ্রবে শরীর রক্ষা করিয়া থাকেন। এই পদ্মেই কুলকুণ্ডলিনী বিলীনা হন; তদনন্তর চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি ও পরমাত্মাতে বিলীনা হইয়া যায়।

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য বিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ॥

চিত্ত বৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদধ্রুবম্।
তদা বিজ্ঞায়তেঽখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ॥

যাহা বিদিত হইতে পারিলে, যোগী ব্যক্তির বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও চিত্তবৃত্তি বিলীন হইতে পারে; সেই সহস্রদল পদ্ম পরিজ্ঞাত হইবার জন্য যোগীগণের যত্ন করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ধ্যান বলে যখন সহস্রদল পদ্মে সাধকের চিত্তবৃত্তি লয় পায়, তখনই তিনি অখণ্ড জ্ঞানময় নিরঞ্জন পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন।

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনোদত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥

যদি ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদলকমলে মনোপ্রাণ আরোপ করত ক্ষণার্দ্ধ অবস্থিতি করিতে পারা যায়, তবে সর্ব্বপ্রকার পাপপুঞ্জ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অস্মিন লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদি গুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ॥

যে যোগী ব্যক্তির মন ব্রহ্মরন্ধ্রে বিলীন হয়, সেই পুরুষোত্তম স্বেচ্ছানুসারে অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক অন্তে আমাতে বিলীন হন।

এতদ্রন্ধ্র জ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্ত্যঃ, সংসারেঽস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ।
পাপংজিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী, জ্ঞানংদত্ত্বা তারয়ত্যদ্ভুতং বৈ॥

মানব নিজ ব্রহ্মরন্ধ্র অবগত হইলে, সংসার তলে আমার প্রিয় হইয়া থাকে, পাপপুঞ্জ পরাজয় পূর্ব্বক মুক্তিমার্গের অধিকারী হয় এবং সে জ্ঞান প্রদান করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিকেও পরিত্রাণ করে।

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রার সরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্রস্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ॥
যস্য স্মরণ মাত্রেণ যোগীন্দ্রঽবনী মণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ॥

পূর্ব্বে সহস্রদল কমলের মধ্যে যে যোনিমণ্ডল বিরাজিত আছে বলিয়াছি; তাহার অধোভাগে চন্দ্রমণ্ডল শোভমান আছে। বুধগণ সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিয়া থাকেন। যোগীন্দ্র ব্যক্তি সেই চন্দ্রমণ্ডলের স্মরণ করিবামাত্র অবনীমণ্ডলে সকলের বন্দনীয় হয়েন এবং সুরগণ ও সিদ্ধগণের সম্মত হইয়া থাকেন।

শিরঃ কপাল বিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধমহোদধিম্।
তত্রস্থিতা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥
শিরঃ কপাল বিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতম্।
পীযূষ ভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনম্॥
নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবম্।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥

শিরঃস্থ কপাল কুহরে দুগ্ধ মহোদধির চিন্তা করিবে। তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক সহস্রার পদ্মে ঐ চন্দ্রের চিন্তা করিতে হয়। শিরস্থিত কপাল কুহরে ষোড়শকলা সমন্বিত ঐ সুধারশ্মি বিশিষ্ট হংস সংজ্ঞক নিরঞ্জন চন্দ্রকে চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে দিবসত্রয় মধ্যে সেই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহার দর্শন মাত্রেই লোকের পাপ সমূহ বিদূরিত হয়।

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্যাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকম্॥

ঐরূপ ধ্যান দ্বারাই অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বিষয় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, চিত্তশুদ্ধি জন্মে; এবং পঞ্চবিধ মহাপাতক সদ্যঃ দগ্ধীভূত হইয়া থাকে।

আনুকুল্যং গ্রহা যন্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।
উপসর্গাঃ শমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ॥
খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেচ্ছিরেন্দু দর্শনাৎ।
ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

সততাভ্যাস যোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
*সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মমতুল্যোভবেদ ধ্রুবম্ ॥
যোগ শাস্ত্রঞ্চ পরমং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥

ঐ শিরস্থ চন্দ্রকলার ধ্যান জনিত দর্শন ফলে, গ্রহগণ অনুকূল হয়েন, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবরাশি বিনষ্ট হয়, উপসর্গ প্রশমিত হয়। সমরে জয়লাভ করা যায় এবং খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সতত এই ধ্যান যোগ অভ্যাস করিলে অবশ্যই সিদ্ধি হইয়া থাকে। হে পার্ব্বতী, আমি বার বার সত্য করিয়া বলিতেছি, এই যোগাভ্যাস করিলে সাধক নিঃসংশয়ে মৎসাদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই যোগই যোগীদিগর পরম সিদ্ধিদায়ক।

মস্তক মধ্যস্থ ব্রহ্মতালু বা ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মের বিকাশ স্থান। সহস্র শব্দের অর্থ অনন্ত। অনন্ত শক্তির আধার বা সমষ্টি বলিয়া এই পদ্মকে সহস্রদল পদ্ম বলে। আজ্ঞাদি মূলাধার এই ষট্চক্রে যত প্রকার শক্তি আছে, এবং ঐ শক্তির বিকাশে প্রত্যেক চক্র, দল, অক্ষর ও দেবতাদিতে যতপ্রকার প্রকাশ আছে, সেই সমস্ত শক্তির একত্র সমাবেশ বশতঃ এই কমলের নাম সহস্রদলপদ্ম। শূন্যের মধ্যে বা গ্রামোফনের রেকর্ডের মধ্যে যেরূপ শব্দ বা সুরশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ এই সহস্রদল কমলের মধ্যে, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের মূলীভূত সর্ব্ববিধ দেবশক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এইজন্য এই কমলে কোন দেবতার রূপ কল্পনা নাই। এই কমলই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি ভূত এবং ইহার উপর আর কিছু না থাকায়, এই পদ্ম অধোমুখে বিকশিত। ব্রহ্মাণ্ডের আদিভূত সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্বরজোগুণাত্মকে অবস্থান হেতু এই পদ্ম শ্বেতবর্ণে উদয়কালীন ভাস্করবৎ দীপ্তিমান। আজ্ঞাচক্রের কিঞ্চিদূর্দ্ধে অথচ সহস্রদল কমলের কিঞ্চিদধঃভাগে যে নিকলঙ্ক সুধাস্রাবী চন্দ্রমণ্ডল আছে, তাহাই পরা প্রকৃতির পরমা মূলীভূতা অবস্থা। ইহাই প্রণবের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি নাদ। ইহার উর্দ্ধেই বিন্দু বা সহস্রদল কমল। ঐ নাদ, এই বিন্দুর বা সহস্রদল কমলের

আধার হেতু, চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সহস্রদল কমলের অভেদ ভাব দেখাইয়া, পরে ভেদ ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে অথচ উর্দ্ধে বিদ্যুতের ন্যায় এক ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র উৎপত্তি স্থিতি লয়াত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূতা আদ্যা পরা প্রকৃতির চরমপরমাবস্থা। এই যন্ত্র মধ্যেই পরম শিব স্বরূপ পরমাত্মার নিত্য প্রকাশ বর্ত্তমান।

আজ্ঞাচক্র হইতে সুষুম্না, মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রদেশ দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। মেরুদণ্ডস্থ Spinal Cordএর অভ্যন্তরে Spinal Canalএর ন্যায় ঐ সুষুম্না ও শূন্যনালী। এই উভয় পার্শ্বস্থ শূন্যনালী সুযুম্না পথকে ইংরাজি ভাষায় (Superior Longitudinal, Inferior Longitudinal.) বলে। ব্রহ্মতালুস্থ বিন্দু বা সহস্রদল পদ্মের উভয় পার্শ্ব হইতে এই সুষুম্না বা শূন্যনালী বহির্গত হইয়া আজ্ঞাপদ্মে যাইয়া মিলিত হইয়াছে এবং তথা হইতে একত্রিত হইয়া মেরুদণ্ড পথে মূলাধার পর্য্যন্ত গিয়াছে। মস্তক প্রদেশস্থ সুযুম্নার ঐ মুখদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রের অবস্থিতি। এইজন্য বিন্দু বা সহস্রদল কমল এবং চন্দ্রারূপী নাদ সুষুম্নার বহির্দ্দেশে রহিয়াছে। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রাণ, ঐ ব্রহ্মাববোধক বিন্দু হইতে এক পথে নাদ ভেদে আজ্ঞাদি মূলাধার ষট্‌চক্র বা সপ্তব্যাহৃতি প্রকাশিত করিয়া, সুযুম্নার বহির্দ্দেশ অর্থাৎ মায়াতীত ভাবে গুপ্ত অষ্টদলে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। ইহারি নাম সম্বিৎ। আর অনাহত হইতে সুষুম্না পথে সহস্রদল কমলে যে উদ্ধগতি তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনীর সহিত ঐ সংবিদ্ সম্মিলিত হইলেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রকাশ হয়। আর অনাহত হইতে অধঃগতিতে মূলাধার পদ্মে অবিদ্যা আবৃত হইয়া জীব উপাধি প্রাপ্ত হয়। ভাগবতের ভাবার্থ দীপিকায় শ্রীবিষ্ণু স্বামীর বচনে উল্লেখ আছে ;—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃত্যো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ ॥

এই হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তিত্রয় একত্র সম্মিলিত হইয়া ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সহস্রদল কমলস্থ যোনী-মণ্ডল। ঐ ত্রিতয় শক্তি সমন্বিত এই যোনী মণ্ডলই প্রপঞ্চ রচনার মূলীভূত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥

* * * *

অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাঁহার প্রকাশ॥

প্রপঞ্চ রচনার মূলীভূতা ঐ শক্তিত্রয়ে যোনীমণ্ডল সমন্বিত সহস্রদল কমল হইতেই সমষ্টি বিশ্ব এবং ব্যষ্টি জীবদেহ সমুদ্ভূত হইয়াছে। জ্ঞান তত্ত্বই সৃষ্টির আদি কারণ। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ ইচ্ছাক্রিয়ার ও সেই স্থানেই বাস। ব্যষ্টি জীবক্ষেত্রে এই শক্তিত্রয়ের বিষয় অনুধাবন

করিলে উহাদের অনন্ত প্রসব শক্তি সহজেই অনুমান হয়। এইরূপে অনন্তশক্তি শক্তি সমন্বিত সহস্রদল পদ্মই মহৎ পদ। ব্রহ্ম সংহিতায় উল্লেখ আছে।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যমহৎ পদম্।
তৎকর্ণিকায়ং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥

ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ বা সৎ, চিৎ, আনন্দ সত্তার মধ্যেই পরমাত্মার অবস্থান হেতু, ঐ যোনীমণ্ডলের মধ্যে মহাশূন্য বা নির্ব্বাণাখ্য কলা বা শক্তির অবস্থিতি। আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি, জড়ত্ব, আকর্ষণ, রূপান্তরাদি কোনরূপ বিভাজ্যতা যে অবস্থায় নাই সেই অবিভাজ্য, অনাদি, অনন্ত নির্ব্বাণাখ্য মহাশূন্যই পরমাত্মার স্বরূপ বা প্রকাশ স্থান। ঐ অবস্থা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিমিত্ত যত গুণের প্রয়োজন তৎসমুদয়ই আগত হয় সুতরাং তিনি গুণময়। এইরূপে গুণ বহুল প্রকাশ বিশ্বের আদি বিকাশোন্মুখতাই সহস্রদল পদ্ম।

আধুনিক পাশ্চাত্য ডাক্তারি পুস্তক Anatomy এনাটমীতে উল্লেখ আছে, জীবনীশক্তির প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যতীত মানবদেহে তাহার মস্তকের মধ্যে সর্ব্বোপরি স্থানে Serebrom সেরিব্রম নামক একটি ঔপাধিক মস্তিষ্ক আছে। অন্তরেন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহ বুদ্ধির জ্ঞান ধর্ম্মাদি ঐ মস্তিষ্কের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ঐ মস্তিষ্কের উপরের বহির্ভাগ সহস্রাধিক তরঙ্গবৎ উচ্চ নীচ আকারে গঠিত। ঐ মস্তিষ্কের দ্বারাই মনুষ্যের পরম পবিত্র ও অতি মহান ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মস্তিষ্কের এই অংশ যদিও জরায়ুজ অন্যান্য জীবের মধ্যে কিয়দংশে থাকা দেখা যায়, তথাপি ইহা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের নাই। মনুষ্য এইরূপ মস্তিষ্কের দ্বারা পরিশোভিত হওয়ায় অন্যান্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই মস্তিষ্ক বা "সেরিব্রমই" সহস্রদল কমলের স্থূল বিকাশ। প্রবল বেগে গতিশালী স্রোতস্বতীর স্রোত মধ্যে যেরূপ স্থান বিশেষে এক

প্রকার ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখা যায়, ঐ মস্তিষ্কের ঠিক মধ্যস্থানে অনেকাংশে ঐরূপ এক সূক্ষ্ম আবর্ত্ত আছে। যতদিন জীবদেহ সুঠাম না হয় ততদিন ঐ আবর্ত্তের সমসূত্রে মস্তিষ্কে অস্থি পূরণ হয় না। ঐ স্থান সর্ব্বদাই স্পন্দনশীল ও কোমল থাকে। ইহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালু বলে। এই ব্রহ্মরন্ধ্রেই সহস্রদল কমলের যোনীমণ্ডল। মন ও প্রাণকে সুষুম্না পথে ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র বা যোনীমণ্ডলে লইয়া তদভ্যন্তরস্থ নির্ব্বাণাখ্য মহাশক্তি কলা মহাশূন্যে লয় করিতে হয়। এই মহাশূন্যের ধ্যান সম্বন্ধে শিব সংহিতায় উক্ত আছে।

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতম্।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদ বিরোধতঃ॥
আদ্যন্ত মধ্য শূন্যন্তৎ কোটি সূর্য্য সমপ্রভম্।
চন্দ্র কোটি প্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

পূর্ব্বে যে প্রতীকোপাসনায় আত্মদর্শনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে তাহার ধ্যান করতঃ তাহাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ যোনীমণ্ডল মধ্যে মহচ্ছূন্যের চিন্তা করিতে হয়। ঐ শূন্য অনাদি, অনন্ত ও মধ্যরহিত উহা কোটি সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন। ঐ শূন্যের ধ্যানাভ্যাস করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য সাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ॥
ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনো যস্য ভবেদ ধ্রুবম্।
স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্ব লোকেষু পূজিতা॥
তস্য কল্মষ সংঘাত স্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসারবর্ত্মনি॥
অভ্যাসেত্তং প্রযত্নেন সুষুম্না পথেন বর্ত্মনা॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিরলসভাবে এই শূন্যের চিন্তা করেন, সংবৎসর মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ঐ মহাশূন্যের ধ্যানে ক্ষণার্দ্ধকাল ও মনকে স্থির রাখিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকেই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত ভক্ত বলা যায়। যাহা অবলম্বন করিলে মৃত্যুরূপ সংসারমার্গে বিচরণ করিতে হয় না, সুষুম্না পথে যত্ন সহকারে তাহা শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে॥
এতজ্জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ মমতুল্যো ভবেদ্ধ্রবম্॥
এতজ্জ্ঞানাবলাদ্যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভোভবেৎ॥

যে যোগী গমনকালে, শয়নকালে ও ভোজনকালে অহর্নিশ শূন্য চিন্তা করেন তিনি আকাশময় হইয়া চিদাকাশে লয় প্রাপ্ত হন। যিনি সিদ্ধিলাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহাকে এই প্রকার শূন্য চিন্তা করা সর্ব্বদাই আবশ্যক, সর্ব্বদা যিনি এই শূন্য ধ্যান অভ্যাস করেন তিনি শিবতুল্য হইয়া যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন। এই ধ্যানের কৌশল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে ;—

সঙ্কল্প প্রভবান কামাং স্তক্ত্বা সর্ব্বান্ শেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

সংকল্পজাত সমুদায় কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ বিষয় বৈরাগ্যযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে তাহাদের ভোগ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া ঐ মনের সহিত প্রাণকে যোগ করিবে। অর্থাৎ ঐরূপ মনের দ্বারা যখন উপরিউল্লিখিত শূন্য ধ্যান করিবে তখন সেই স্থানে নিজ প্রাণের গতি ও সঞ্চার করিবে। এইরূপে ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধিবলে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গত মনকে উপরত করিবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্তর ললাট-

প্রদেশ হইতে মনকে লইয়া অতিতেন্দ্রিয়স্তর আজ্ঞাচক্রে যাইবে। তথা হইতে মনকে সম্মুখস্থ সুষুম্নাপথে সহস্রদল কমলস্থ যোনী মণ্ডল মধ্যে পরমাত্মা স্বরূপ নির্ব্বাণাখ্য মহাশূন্যে সম্যকরূপে স্থাপন করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবেনা। এইরূপ ধ্যান পদ্ধতি ফল সম্বন্ধে জগদগুরু শিব বলিয়াছেন।

এতদ্ধ্যানস্য মহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতঃ॥
ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্র ফল সম্ভবম্।
অনিমাদিগুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥

হে পার্ব্বতি, এই শূন্য ধ্যানের মাহাত্ম্য সম্যক প্রকারে কীর্ত্তন করিতে আমার শক্তি নাই। যে ব্যক্তি ইহার সাধনা করেন, তিনিই ইহার মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া থাকেন, এই শূন্য ধ্যানে যে বিচিত্র ফল জন্মে, এতৎ সাধকই তাহা সবিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। তিনি অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট হয়েন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

ললাটপ্রদেশস্থ ইন্দ্রিয়গত মনকে আজ্ঞাখ্য কমলের সাধনায় ঐ কমলস্থ অতীতেন্দ্রিয় মনঃস্তত্বে লইতে পারিলে সেই সাধকের সহস্রদল কমলের সাধনের অধিকার হয়। ইন্দ্রিয়গত মনের কল্পনাত্মক ভাবনা দ্বারা সহস্রদল কমলের সাধনা হয় না। মন যখন তাহার ইন্দ্রিয়গত শব্দস্পর্শাদি জনিত বিষয় প্রপঞ্চের স্তর হইতে জ্ঞান সম্ভূত তত্ত্বের ধ্যান ধারণায় সমর্থ হয়, তখনি এই সহস্রদল কমলের মহাকাশাখ্য মহাশূন্যে অবস্থিত থাকিতে পারে। দ্বিদল আজ্ঞাখ্য কমল হইতে মনকে সহস্রদল কমলে উঠাইতে হইলে সর্ব্বপ্রকার নাম রূপাদি উপাধি বিহীন নিরাবলম্বনে লইতে হয়। সহস্রদল বা অনন্ত শক্তি সমান্বিত ব্রহ্মার বোধক বিন্দু হইতে চিন্ময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাণাত্মা নাদাখ্য আখ্যা মহাশক্তিস্বরূপিনী মায়ার আশ্রয়ে প্রথমতঃ কূটস্থ চিন্ময় আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই কূটস্থ চিন্ময় প্রাণাত্মাই আজ্ঞা পথের উর্দ্ধস্থ প্রণব। এই প্রণব বা চিন্ময় প্রাণাত্মা ত্রিগুণময়ী মায়াপ্রকৃতির

আশ্রয়ে প্রথমতঃ তত্ত্বউপাদানে আজ্ঞাদি ষট্চক্রে প্রকাশিত করিয়া স্থূল পঞ্চীকৃত জড়দেহে আবদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়েন। সমুদ্র হইতে যেরূপ বেগবতী নদী বহির্গত হইয়া বহুদেশ ও জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই সেই দেশে রস সঞ্চার করে, সেইরূপ প্রণবাত্মক কূটস্থ চৈতন্য হইতে জ্যোতিঃ ধ্যান ও গতি বিশিষ্ট একাক্ষর প্রণব বহির্গত হইয়া আজ্ঞাদি ষট্চক্র বা ষট্কোষ অর্থাৎ ভূর্ভবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এই ষট্লোক প্রকাশিত করিয়া ঐ লোক বা কোসে শক্তি ও চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে। এই ষট্কোষ বা ষট্লোকই ষট্চক্র বা পদ্ম, আর ঐ প্রণবাত্মক কূটস্থ চৈতন্যই সত্যলোক। আধেয় যেরূপ আধারের ধর্ম্মে একত্ব প্রাপ্ত হয়, অথবা স্বচ্ছ স্ফটিকে যেরূপ সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ ঐ সত্যলোক বা কূটস্থ চৈতন্যে ব্রহ্ম-বোধক বিন্দু স্বরূপ অনন্ত শক্তিপূর্ণ সহস্রদল কমল প্রতিবিম্বিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম স্বরূপে চৈতন্য বাচক এই দ্বিবিধ প্রণবময় প্রাণাত্মা, গীতায় দ্বিবিধ পুরুষরূপে উক্ত হইয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

এই লোকে ক্ষর ও অক্ষর ভেদে পুরুষ চৈতন্য দ্বিবিধ। সর্ব্বভূত অর্থাৎ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া ক্ষর পুরুষ চৈতন্যের অবস্থিতি আর কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর পুরুষ বলিয়া অভিহিত।

সত্য স্বরূপ সহস্রদল কমলে বা কিঞ্চিদধঃ প্রদেশে নিত্য প্রকাশ-মান প্রণববাচক কূটস্থ চৈতন্যই অক্ষর পুরুষাত্মা এবং তাহা হইতে ষট্লোক বা চক্রে প্রবাহিত একাক্ষরে প্রণবাকার প্রাণচৈতন্যই ক্ষর পুরুষ বাচক। এই ক্ষর পুরুষস্বরূপে ষট্কোষ বা চক্রে প্রবাহিত প্রণব জ্যোতিঃ ধ্যান ও গতি বিশিষ্ট, এই গতি দ্বিবিধ। অনুলোম ও বিলোম। অনুলোম সৃষ্টির প্রকাশ, বিলোম সাধকের সাধনা, বিলোম গতিতে ষট্চক্রের সাধনায় সাধকের আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হইলে অর্থাৎ অতিতেন্দ্রিয়মনঃ বা মনস্তত্ত্বের বিকাশ হইলে ক্ষরপুরুষের সাধনা

শেষ হয়। তখনি কূটস্থ চৈতন্য অক্ষরপুরুষের সাধনার অধিকার জন্মে।

আজ্ঞাদি ষট্‌চক্রে বিস্তৃত ক্ষরপুরুষ বাচক প্রণবের সাধনায় প্রতিপদ্মে সাধকের ভাবানুযায়ী অভিষ্ট দেবতাবর্গের উপাসনা পরিপাকে আজ্ঞাপদ্মে স্থিতি হয়। এইরূপে প্রণবের অবলম্বনে আজ্ঞাচক্রে প্রাণের অবস্থিতি হইলে, ললাট হইতে ইন্দ্রিয়গত মনকে পূর্ব্বকথিত যোনি মুদ্রাদির সাধনায় ঐ অতীতেন্দ্রিয় মনস্তরে সম্মিলিত করা মাত্রেই, সাধক এক অলৌকিক দিব্য জ্যোতিঃ ও অনাহত ধ্বনী অনুভব করিতে পারেন। গুরু উপদেশ ক্রমে সাধকের সাধনা ভেদে ঐ জ্যোতিঃ ও ধ্বনীর অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহু প্রকার সাধনা এই স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একই ক্ষেত্রে বহু প্রকার শস্য উৎপন্ন হইলেও যেরূপ ক্ষেত্র, কৃষক বা চাষ আবাদের কোনরূপ পার্থক্য নাই, সেইরূপ এই ক্ষেত্রে সম্প্রদায় গত উপাসনা ভেদে বহু প্রকার সাধনা ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও ঐ ক্ষেত্র, সাধক ও সাধনার কোন পার্থক্য নাই। যিনি যেরূপে যে ভাবেই সাধনা করুন না কেন সুষুম্নাপথে কুলকুণ্ডলিনী বা প্রাণ শক্তির সঞ্চারে এই মনস্তত্ত্ব স্তরে সকলকেই আসিতে হইবেই হইবে। তদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভক্তি বা প্রেম প্রাপ্তিরূপ যোগবিজ্ঞানের কোন অধিকারই লাভ হয় না। পরন্তু পথিকের পথের অভিজ্ঞান না থাকিলে যেরূপ কল্পনার সাহায্যে গন্তব্য স্থান প্রাপ্তি হয় না, সেইরূপ সাধকের সুষুম্নাপথে সাধন অভিজ্ঞান না থাকিলে, মাত্র ভাবনা কল্পনার সাহায্যে কোনরূপ সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে যে জপ, ধ্যান বা সংকীর্ত্তনাদিতে আর পূর্ব্বানুরূপ সুফল প্রাপ্ত হইতেছেন না, উহাই তাহার এক মাত্র কারণ। গুরু উপদেশ লব্ধ সাধনায় যতদিন সাধক তাহার সুষুম্নাপথে প্রাণের অনুভূতি সম্পন্ন না হইতে পারেন ততদিন বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে প্রাথমিক অনুষ্ঠান ধরিয়া সাধনা করিতে হয়, অর্থাৎ সন্ধ্যা, গায়ত্রী, মন্ত্রজপ, নামসংকীর্ত্তন, আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, জ্ঞানালোচনা, বা প্রেম ভক্তিপথের যে কোন গুরু উপদিষ্ট প্রাথমিক

অনুষ্ঠানে অনুরাগ ভরে দৃঢ় যত্ন চেষ্টা প্রয়োগ করিবে। এবং দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুবর্গের সেবা, প্রণিপাত, ও প্রশ্নের দ্বারা সাধনার একমাত্র অবলম্বনীয় সুষুম্নাপথের অভিজ্ঞান লাভ করিবে। সেই অভিজ্ঞানে সাধক নিজ সুষুম্নাপথের লক্ষ্যে সাধনা করিতে থাকিলে, একদিন না একদিন ঐ পথে প্রাণের গতি অনুভব করিয়া থাকেন। তখন শ্রীগুরুদেব সাধককে তাহার সুষুম্নাপথের যে কোন স্তরে অর্থাৎ যে কোন পদ্মে আসন স্থির করিয়া দেন। অর্থাৎ আজ্ঞাদি ষট্‌চক্রে যে কোন এক পদ্মে মন প্রাণ সংযমে সাধনা করিতে উপদেশ করেন! সেই উপদেশানুযায়ী সাধনায় যখন প্রণবময় প্রাণের জ্যোতিঃ ও ধ্বনী সাধকের অনুভূত হয়, তখনি অক্ষরপুরুষ স্বরূপ দীপ কলিকা বিজড়িত প্রণবের ধ্যান ধারণার অধিকার জন্মে। এই প্রণববাচক অক্ষরপুরুষ চৈতন্য, আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে সহস্রদল কমলের কিঞ্চিদধঃ প্রদেশে নিত্য বিরাজিত। ত্রিগুণময়ী গুণপ্রকৃতিও এই স্থানে নিষ্ক্রীয়া অব্যক্তা বলিয়াই সর্ব্বপ্রকার উপাধি বর্জ্জিত অর্থাৎ নামরূপাদি বিহীন। নামরূপাদি বর্জ্জিত এই অক্ষর চৈতন্যের ধারণা বা সাধনা গীতায় বলিয়াছেন।

যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থ মচলং ধ্রুবম্॥
সংনিযম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তসক্তাচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী যে সকল ব্যক্তি বিষয় প্রপঞ্চ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সম্যকরূপে সংযত করিয়া, অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় রূপাদি বিহীন সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য স্থির সুতরাং নিত্য ও অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন, ঐরূপ উপাসনা হেতু সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিরাও আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইরূপ নামরূপাদি বিহীন

অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদের সাধনায় সিদ্ধি বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ হয়। যে হেতু অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা মনুষ্যগণ অতি কষ্টে লাভ করিয়া থাকেন।

তজ্জন্যই যোগ শাস্ত্রে ঐ নামরূপাদি বর্জ্জিত অব্যক্ত কূটস্থের সাধনায় দীপকলিকা বিজড়িত দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির্ময় প্রণবের ধ্যান ধারণার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ দীপকলিকাই ব্যাষ্টি জীবদেহে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষস্বরূপ পরমাত্মা। আর প্রণবই ত্রিগুণময়ী অব্যক্তা স্থিরা অর্থাৎ সাম্যাপ্রকৃতি। গুরু উপদেশে সাধনার ক্রম পরিপাকে সাধকের যখন মনস্তত্ত্বের বিকাশ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের অনুভূতি হয় তখনি ললাট প্রদেশস্থ ভ্রূমধ্য হইতে ইন্দ্রিয়গত মনকে আকর্ষণে আজ্ঞাচক্রে আনিয়া তথা হইতে ঐ কূটস্থে উঠাইতে হয়, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেনচৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য
সম্যক্ সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বার সংযম করিয়া অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহাদের স্থূল দ্বারপথে বিষয় গ্রহণ হইতে মনের বলে বিষয় গ্রহণ না করিয়া মনকে স্থির করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মনকে বহির্মুখীন হইতে অন্তর্মুখে ভ্রূমধ্যে ধরিয়া রাখিবে। পরে সম্বিৎবলে হৃদ্‌পদ্মে সঞ্চারিত প্রাণশক্তি দ্বারা ক্ষরপুরুষ স্বরূপ প্রণবকে বিশেষরূপে আজ্ঞা

পথে আনয়ন করিয়া, তথা হইতে ঐ অক্ষরপুরুষ একাক্ষর ব্রহ্মবাচক প্রণবকে ধারণা পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। অন্তকালে যে ভক্তিমান ব্যক্তি স্থির চিত্তে ঐরূপ যোগবল দ্বারা সুষুম্নাপথে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশিত করিয়া আমাকে ধ্যান করেন তিনি দিব্য পরমাত্মা স্বরূপ ঐ অক্ষরপুরুষকেই প্রাপ্ত হন।

এইরূপে অক্ষরপুরুষ চৈতন্য দীপকলিকা বিজড়িত প্রণবের ধারণা হইলে সহস্রদল পদ্মের যোনিপীট মহচ্ছুন্যের সাধনার অধিকার হয়। এই মহাচ্ছুন্যাখ্য সহস্রদল কমলের মধ্যে আজ্ঞাদি ষট্‌চক্র বা ভূর্ভূবাদি সপ্তলোক অন্তর্নিহিত। সপ্তব্যাহৃতি বা লোক অথবা ষট্‌চক্রের সমষ্টিতে অনন্ত শক্তি সম্পন্নবলিয়াই এই কমলের নাম সহস্রদলপদ্ম। বৃক্ষের মূল শক্তিতে যেরূপ শাখা প্রশাখা ফুল ফল পল্লবাদি শোভিত থাকে সেইরূপ এই সহস্রদল কমলরূপ মূল শক্তিতেই সপ্তলোক বা ব্যাহৃতি অর্থাৎ ষট্‌চক্র সমন্বিত স্থূলদেহ পরিশোভিত রহিয়াছে। এই জন্য সকল সম্প্রাদায়ের সর্ব্ব সাধকেই এই সহস্রদল কমলেই আপন আপন সাধন স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন। জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের সাধনায় শ্রীভগবানের দিব্যচিন্ময় শ্রীরূপ অর্থাৎ অভিষ্টদেবতার অপ্রাকৃত ভাস্বর চিন্ময়বপু যাহাদের একান্ত অবলম্বন, তাঁহাদিগকে এই সহস্রদল কমল হইতে বা সাধনা ধরিয়া সম্বিৎপথে গুপ্ত অষ্টদলে আসিয়া অভিষ্ট দেবতার সাধনা করিতে হয়। ভাগবৎ উপনিষদাধির প্রমাণে পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে।

এই ষট্‌চক্রের সাধন পদ্ধতির সহিত তন্ত্র, উপনিষদ বা ভাগবৎ গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতি সামঞ্জস্য দেখাইয়া সকল সাধনপথ যে একই তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সুষুম্নার শেষ প্রান্তে মুলাধার পথে কুল-কুণ্ডলিনীর চৈতন্যে অর্থাৎ সুষুম্নায় প্রাণ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তবে সাধনা করিতে হয়। যতদিন সুষুম্নায় প্রাণশক্তির গতি অনুভূত না হয় ততদিন কোন সাধনায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। জীব হইতে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবান পর্য্যন্ত যতগুলি পর্য্যায় আছে, সেই

পর্য্যায় অনুযায়ী, সপ্তলোক বা ব্যাহৃতি অর্থাৎ ষট্‌চক্র স্তরভেদ মাত্র। প্রত্যেক স্তর বা ষট্‌চক্রকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এজন্য অষ্টম অধ্যায়টী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নের ঐ সমস্ত পদ্মের ও সাধনার একটী সার সমাবেশ দেখাইয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি।

ললিত আড়াঠেকা।

জাগ জাগ জাগ মাগো, উঠ কুলকুণ্ডলিনী।
ব্রহ্মদ্বার রোধ করে আর কত ঘুমাবে জননী॥
প্রসুপ্ত ভূজগাকারে, বিষতন্তু তনু তারে;
সৌদামিনী রূপধ'রে স্বয়ম্ভু লিঙ্গবেষ্ঠনি॥
বায়ুবীজে বায়ু বলে, বহ্নিবীজে বহ্নি জ্বলে;
হুঙ্কারে জাগিয়া উঠমা, শিব সঙ্গম কামিনী॥
গঙ্গা যমুনা মাঝারে, সরস্বতী নদীতীরে;
হংসবরে হংসীরূপে পদ্মবন বিহারিনী॥
রক্তশতদলে, অধোমুখ চতুর্দ্দলে;
রসরক্তদলেদলে কর্ণিকা মধ্যবাসিনী॥
বায়ুপত্রে যোগানন্দ, ঈশানে পরমানন্দ;
ক্রমেতে সহজানন্দ, বীরানন্দ প্রসবিনী॥
মূলাধার কমল, মধ্যে ধরণী মণ্ডল;
ব্রহ্মা ও সাবিত্রী তাহে শোভিছে শক্তি ডাকিনী॥
ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল, ঘোর অন্ধকার গে'ল;
রজনী প্রভাত হল বিকশিত কমলিনী॥
ব্রহ্মা, সাবিত্রী ডাকিনী অঙ্গে লীন তখনি।
চল মাগো স্বাধিষ্ঠানে সঙ্গেতে লয়ে ধরণী॥

ইতি মূলাধারচক্রম্‌

এস এস স্বাধিষ্ঠানে ওমা কুলকুণ্ডলিনী
গোলক আলোক করি হও বৈকুণ্ঠ বাসিনী

বিকাশিত ছয় দল, দলে দলে শোভে বল ;
নির্ম্মল রস মণ্ডল মধ্যে ধরণী মিলিল।
মহাবিষ্ণু শিব হেথা, লক্ষ্মী সরস্বতী তথা
রাকিনী শক্তিকে লয়ে মিলনে শোভিল ॥
রসতত্ত্বে ভর করি সবে উঠি তদুপরি,
উপনীত মণিপুরে শিব সঙ্গ বিহারিণী।
ইতি স্বাধিষ্ঠান চক্রম্
এস এস মণিপুরে ওমা কুলকুণ্ডলিনী।
রুদ্রলোক আলোকিত কর-শিবসীমন্তিনী ॥
মেঘবর্ণ দশ দলে, ডাদি ফান্ত দলে দলে ;
ত্রিকোণ তেজো মণ্ডলে বিরাজিত লাকিনী।
তেজে জল লয় হল, সকলি দেহে মিশিল ;
তেজ সহ উঠ মাগো হৃদি শিব সোহাগিনী ॥
ইতি মণিপুর চক্রম্
প্রস্ফুটিত হৃদ্‌পদ্মে ব'স মাতঃ কুণ্ডলিনী।
হৃদয়স্থ তমোরাশি নাশ শঙ্কর মোহিনী ॥
লোহিত দ্বাদশ দলে, কাদি ঠান্ত দলে দলে
দশেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহংতত্ত্ব স্বরূপিণী।
কৃষ্ণসার আরোহণে, ঈশান শিবের স্থানে ;
ক্রোড়ে তাঁর ত্রিনয়না শোভিছে শক্তি কাকিনী ॥
স্বর্ণ বর্ণ বাণ লিঙ্গ, আনন্দে কর মা সঙ্গ ;
তোমারই এইরূপ তমোরাশি বিনাশিনী।
নিম্নে গুপ্ত অষ্টদল, ইষ্টদেব বাস স্থল ;
তার মধ্যে কল্পতরু মূলে বিরাজে জননী ॥
মণিরত্ন বেদী পরে, নির্ব্বাত প্রদীপাকারে
প্রাণাত্মা শোভিত সদা লয়ে জীবাত্মা হংসিনী।
হৃদি গ্রন্থি করে ভেদ, ঘুচায়ে মনের খেদ ;
মরুত্তত্ত্ব ভর করে হও মা ঊর্দ্ধগামিনী ॥
ইতি অনাহত চক্রম্

এস মা ভারতি স্থানে, এস কুলকুণ্ডলিনী।
হংসীরূপে হংস সহ পদ্মবন বিহারিণী॥
পরিয়ে শ্বেতবসন, শ্বেত হস্তী আরোহণ;
ব্যোমতত্ত্ব শোভা কর শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
শ্বেতবর্ণ ত্রিনয়ন, দশভুজ পঞ্চানন;
ধনুর্বান পাশাঙ্কুশ করে ধরিছে শাকিনী।
নমঃ স্বাহা বৌষট্, যজ্ঞসাধক বষট্;
ফট্ সহ সপ্ত স্বর ষোল দলে প্রসবিনী॥
পূর্ণ কলা নিধি হেথা, প্রণব উদ্দীপ্ত তথা;
সবে অঙ্গে লয় করি হও মা ঊর্দ্ধ গামিনী।
পর ব্যোম নীলাম্বরে, ভর করি উঠ ধীরে;
ভেদিয়া ললনা চক্র আজ্ঞাচক্র অন্বেষিনী॥
ইতি বিশুদ্ধ চক্রম্

এস কুলকুণ্ডলিনী এস দ্বিদল কমলে।
সুগুপ্ত ললনা চক্র ভেদ করি তালু মূলে॥
শুক্ল বর্ণা ষড়াননা, জপমালা বিভূষণা;
শোভিছে শক্তি হাকিনী হ, ক্ষ, বর্ণ শোভে দলে।
অপূর্ব্ব ত্রিবেণী স্থান, নাহি তীর্থ এ সমান;
পরশিব সিদ্ধ কালী হংসরূপ যেই স্থলে॥
শ্বেতবর্ণ এ কমলে, কর্ণিকার মধ্যস্থলে;
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শোভে ত্রিকোণ মণ্ডলে।
প্রণব জড়িত জ্যোতিঃ, দিব্যরূপে নিত্য স্থিতি;
ষড়রিপু মনশ্চক্র বিভূষিত ছয় দলে॥
শব্দ স্পর্শ রূপ ঘ্রাণ, স্বপ্ন আর রস জ্ঞান;
অপরূপ গুপ্তচক্র প্রসবিছে প্রতি দলে।
যোগযুক্ত যোগিবৃন্দ, প্রাপ্ত হন পূর্ণানন্দ;
সদা সুধাধারা পানে মত্ত বসিয়া বিরলে॥

দ্বিদলে ইতর লিঙ্গ, সুখেতে কর মা সঙ্গ ;
সত্ত্বঃ রজঃ তমোময় গুণ ত্রয় যেই স্থলে।
সব অঙ্গে মিলে গেল, আকাশ মনে মিশিল ;
মন লয়ে চল মাগো অপূর্ব্ব সহস্র দলে॥

ইতি আজ্ঞা চক্রম্

মিল মা পরম শিবে সহস্র দল কমলে।
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় করে ভেদিয়ে দ্বাদশ দলে॥
অধোমুখী ওমা কলা, চঞ্চলা সম নির্ম্মলা ;
অমৃতধারা বাহিণী দেখে যোগী যোগবলে।
অন্তরে নির্ব্বাণ কলা, নাহিক যাহার তুলা ;
তাঁহাতে নির্ব্বাণ শক্তি তাহে মায়া গেল মিলে॥
যোগী জগত ভুলিল, পূর্ণানন্দময় হ'ল ;
অজ্ঞান তিমির গেল জ্ঞান প্রভাকর বলে।
ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশার, অধঃ মুখ সহস্রার ;
মধ্যে পর ব্যোমোপরে শিবশব রূপে ভালে॥
সবহয় জ্যোতির্ম্ময়, আপনি আনন্দময় ;
সংসার পাশরি যোগী ভাসে আনন্দ হিল্লোলে॥
এই পরমাত্মা স্থান, শৈব বলে শিব স্থান ;
কেহ হরি হরস্থান দেবী স্থান কেহ বলে।
প্রকৃতি পুরুষ স্থান, বলে ইহা জ্ঞানীগণ ;
পরম পুরুষ কেহ, কেহ ব্রহ্মধাম বলে॥
শম্ভু সে পরম হংস, হংস রূপে অবতংশ ;
আগম নিগম পক্ষ শিব শক্তি পদতলে॥
শরীর বিজ্ঞানময়, বিষ্ণুতার তারময় ;
নাদ বিন্দুপীঠে স্থিত ত্রিনয়ন শোভে দলে।
শ্রীনাথের পদদ্বয়, হংস পীঠে চিন্তা হয় ;
সম্মুখে বিসর্গ শক্তি শান্তি দশশতদলে॥
হেথা আসি পূর্ণানন্দ, প্রাপ্ত হয়ে যোগীবৃন্দ ;
পাশরিয়া নিরানন্দ ব্রহ্মানন্দ পদে চলে॥

সহস্রার সমাপ্তম।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

ব্যাহৃতি।

অপৌরুষের শ্রুতি বেদমন্ত্রের প্রধানতর বিষয়, ব্যাহৃতি। বি+আ+হৃতি=বি, বিশেষণে আহৃতি, অত্রিয়ন্তে মন্ত্রাঃ যস্যা। যে যে স্থান হইতে বেদ মন্ত্র সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল, সেই সেই বেদ মন্ত্রের সম্যক্‌রূপে আহরণ স্থান গুলিকে ব্যাহৃতি বলে। ভূর্ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যং এই সপ্তলোকই সপ্তব্যাহৃতি। যোগি যাজ্ঞবল্ক্যেঃ উল্লেখ আছে ;—

ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্তব্যাহৃতয়স্তথাঃ।
লোকাস্তএব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ॥

এই ভূরাদি সত্য সপ্ত ব্যাহৃতি সপ্তলোক বা সপ্ত ভূবন। ইহারা একটীর উপরে আর একটী এইরূপে অবস্থিত।

বিশ্ব স্রষ্টার এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থানপরিমাণ ও ভেদ ব্যাপার মানব বুদ্ধির সম্যগ্ উপলব্ধি না হইলেও মনুষ্যের জীবনীশক্তি এবং দেহের পর্য্যালোচনায় তাহার আংশিক অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার মনুষ্যের স্থূলদেহ। গ্লোব বা গোলকের সাহায্যে যেমতি পৃথিবীর অভিজ্ঞান লাভ করা যায়, সেইরূপ মনুষ্যের স্থূলদেহের সাহায্যে বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। এইজন্য এই শরীরের নাম ব্রহ্মপুর।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে বিরজং নিষ্কলং শুভ্রমক্ষরং
যদ্ ব্রহ্ম বিভাতি স নিযচ্ছতি॥ "ব্রহ্মোপনিষৎ"।

দিব্য ব্রহ্মপুর এই শরীরে, দোষাদি বিহীন প্রকাশাত্মক বিনাশ রহিত জ্যোতির্ম্ময় ভাস্কর ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, এই দেহই মনোহর ব্রহ্ম উপলব্ধির স্থান।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বিষয় বা পদার্থেই বিশ্ব স্রষ্টার অতুল শিল্প নৈপুণ্য, অপার মহিমা, অসীম করুণা সর্ব্বত্র

অপ্রতিহত ভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই অপরিমেয় মহাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব সর্ব্ব সময়ে মায়া মোহাচ্ছন্ন মনুষ্য বুদ্ধির গোচরীভূত না হইলেও, বারি মধ্যে মীনের ন্যায় জীব তাহাতে নিত্য অনুপ্রাণিত। অবিভাজ্য সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চীকরণে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন সপ্ত ধাতু এবং নানা প্রকার মিশ্র পদার্থ ও অসংখ্য উদ্ভিদ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিদজ অনন্ত জীব সমষ্টির মধ্যে জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে, বিশ্ব স্রষ্টার অতুল শিল্প নৈপুণ্য অপার মহিমা ও অসীম করুণা সর্ব্বত্রই উপলব্ধি হয়। পঞ্চভূত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন অনন্ত অপরিমেয় জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়াত্মক একই মহাশক্তি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে খেলা করিতেছে। জীব ও জড় জগতের প্রত্যেক পদার্থই সেই মহাশক্তির স্রোতে বিঘুর্ণিত হইয়া, প্রতিনিয়ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র। এই পরিবর্ত্তনকে আমরা নাশ বা মৃত্যু বলি। প্রকৃতপক্ষে বা জ্ঞান নেত্রে দেখিতে গেলে নাশ বা মৃত্যু অর্থাৎ অত্যন্ত ধ্বংশ কোন বস্তুরই নাই। ভূর্ভুবাদি সপ্ত স্তরে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চীকৃত হইয়া যখন ঐ মহাশক্তির ক্রোড়ে পঞ্চভূত রূপে পরিণত হয়, তখনি সেই বস্তু কোন বিশিষ্ট পদার্থের নাম ও রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশ পায় মাত্র। এই ভাবে নাম রূপ ধারণের পূর্ব্বে প্রত্যেক পদার্থই অস্তি, ভাতি, প্রিয় স্বরূপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব উপাদানে ভূর্ভুবাদি সপ্ত স্তরে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতি গত অদৃষ্ট প্রভাবে ঐ মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, এক ভাবের নামরূপ লয়ের পরে অন্য প্রকার নামরূপ লইয়া জগতে পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে মাত্র। এইরূপে প্রত্যেক পদার্থই একই মহাশক্তির ক্রোড়ে উৎপত্তি স্থিতি লয়ের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। অতি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর অবস্থা হইতে, তত্ত্ব উপাদান অবলম্বনে ভৌতিক উপাদানে যে স্থূলাৎ স্থূলতর সৃষ্টিপ্রবাহ তাহাকে অনুলোম গতি বলে। আর ভৌতিক উপাদান সম্ভূত স্থূলাবস্থা হইতে তত্ত্ব উপাদান-

ময় যে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তি তাহাকে বিলোম গতি বলে। সমুদ্র স্রোতে বা জল প্রবাহোপরি নাবিক যেরূপ তাহার তরণী লইয়া বহুদেশ ও জনপদের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়; জীবাত্মাও তদ্রূপ অনুলোম ও বিলোম গতি বা প্রবাহোপরি তাহার দেহ তরণী লইয়া সপ্ত ব্যাহৃতি স্তরে যাতায়াত করেন। তন্মধ্যে সত্যাদি স্বর্লোক তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত সূক্ষ্মদেহ; আর স্বঃ আদি ভূর্লোক ভৌতিকউপাদানসম্ভূত স্থূল-দেহাকারে নাম রূপে প্রকাশিত হয়। বাষ্প যেরূপ ঘনীভূত হইয়া মেঘ ও করকাকারে পরিণত হয়, তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত সূক্ষ্মদেহও তদ্রূপ ঘনীভূত হইয়া স্থূল দেহ নামে পরিণত হয়। এই স্থূলদেহের নাম অন্নময় কোষ। আর সূক্ষ্ম শরীরের নাম প্রাণময় কোষ। স্থূল শরীর যেরূপ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত প্রমাণ, সূক্ষ্ম শরীর সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। এই সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়ে বা অবলম্বনে তাহার উপর স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। তদুক্ত ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত যথা—

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণঞ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ।
বিভর্ত্তি সূক্ষ্ম দেহন্তং তদ্রূপং ভোগহেতব॥

জীব পুরুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সূক্ষ্মদেহের উপর স্থূল ভোগ দেহ উৎপন্ন হয়। সাংখ্য কারিকায় বলিয়াছেন।

সূক্ষ্মা মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈ স্ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতা পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥

সূক্ষ্ম শরীর ও মাতৃ পিতৃ জাত পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর এই দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ত অর্থাৎ অনাদি সৃষ্টি কাল হইতে যে কাল পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় তত কাল স্থায়ী। পিতৃ মাতৃজাত স্থূল শরীর নশ্বর।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধি বাসিতং লিঙ্গম্॥

সৃষ্টির প্রাক্কালে মহদাদি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রাযুক্ত সপ্তদশ লিঙ্গবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়া, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। কখন তাহার বিধ্বস্ত হয় না। সেই শরীর সর্ব্বত্র

অব্যাহত কুত্রাপি তাহার প্রতিরোধ হয় না। এই শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ এক স্থূল শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। এই সূক্ষ্ম, শরীর নিরুপভোগ অর্থাৎ স্থূলদেহ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি স্থূল ভোগ জন্মায় না। ভাব পদবাচ্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতির সংস্কার এইসূক্ষ্মদেহেই বিদ্যমান থাকে; কল্পান্ত মহাপ্রলয়ে লয় হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাকেই লিঙ্গ শরীরও বলে। উপনিষৎ এই সূক্ষ্ম শরীরকে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছেন। "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতো যঃ।" জীবপুরুষের অবয়ব অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। তাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায়, তিনি সঙ্কল্প অহঙ্কার প্রভৃতির আশ্রয়। দীপশলকা যেরূপ এক স্থানে প্রজ্বলিত থাকিয়া নিজ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে কিয়দ্দূর আলোকিত করে, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সূক্ষ্মদেহও তদ্রূপ জীবের হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলে মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত সুষুম্না পথ উদ্ভাষিত করিয়া আছেন। এই সুষুম্নার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রায় তত্ত্ব উপাদানে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তদুক্ত উত্তর গীতা যথা ;—

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থিমূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুবিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্ম নাড়ীতি সুরিভিঃ॥
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং॥

গুহ্যের অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে বীণাদণ্ডবৎ দীর্ঘাস্থি তাহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে। সেই ব্রহ্মদণ্ডের অন্তে অর্থাৎ মূলাধার হইতে এক সূক্ষ্ম সুষির অর্থাৎ ছিদ্রপথ আছে। সেই পথকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মনাড়ী বা সুষুম্না বলিয়া থাকেন। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থানবর্ত্তি মূলাধার হইতে সহস্রদলপদ্মপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ঐ সূক্ষ্ম সুষুম্নার মধ্যেই সমস্ত বিশ্বই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্নাই সাধকের সাধন ক্ষেত্র। পদ্মা প্রকৃতি দিব্য স্তর। জীবাত্মা বিলোম গতিতে মূলাধার হইতে সহস্র-দলে বা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে ঐ সুষুম্না পথেই সাধনা করিয়া থাকেন। জড় হইতে চৈতন্যে বা জীবাত্মাকে ভগবানের নিকট যাইতে হইলে এই সুষুম্না পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরম পরাৎপর পরমেশ্বর হইতে, তত্ত্ব উপাদানে সপ্তলোক বা সপ্তব্যাহৃতি বা পদ্ম সপ্তকে ষট্‌চক্র সমন্বিত সূক্ষ্মদেহ, পঞ্চভৌতিক আবরণে স্থূল হইয়া এই জড় বা অন্নময় কোষে নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানবের জীবনীশক্তির কার্য্যকারিতা এবং তাহার সহিত স্থূলদেহের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে মনুষ্যের বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি ও ঐ শক্তির বিকাশ স্থান মস্তিষ্ক। মানব তাহার মস্তিষ্কস্থ জ্ঞানশক্তির বিকাশ করিতে পারিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম জ্ঞানে ঈশ্বর বা ভগবানের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীবনীশক্তির মূল কর্ম্মসংস্কার এবং ঐ সংস্কার জাত মহাশক্তিশালিনী প্রকৃতি পর্য্যন্ত মানবের জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূতা কিম্বা পরিবর্ত্তিতা হইয়া তাহার সমীপে আজ্ঞাবহ পরিচারিকার ন্যায় পরিচালিতা হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই জ্ঞানশক্তিই সর্ব্বোপরি অপরিমেয় ও অতুলনীয় অমূল্য ধন। ব্রহ্মরন্ধ্রকে কেন্দ্র করিয়া মস্তিষ্ক ব্যাপিয়াই ইহার প্রকাশ। সর্ব্বশক্তি সমন্বিত পরিপূর্ণরূপে বিকশিত এই শক্তির নাম সহস্রদল কমল বা সত্যলোক বা সত্যব্যাহৃতি। এই ব্যাহৃতি বা সত্যলোক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিম বা প্রথমাবস্থা। বৃক্ষের মূল বা বীজশক্তির ন্যায় এই চৈতন্য সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষের সমগ্রশক্তি এই সত্যলোক বা ব্যাহৃতি মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মস্তকের উভয় পার্শ্ব দিয়া শূন্যনালী সুষুম্না ঠিক ব্রহ্মতালু স্থানে শেষ হইয়াছে। সুষুম্নার উভয় প্রান্তের মধ্যস্থানে অতি সামান্য ব্যবধান আছে। এই শূন্যময় ব্যবধান স্থানকে তন্ত্রাদি ষট্‌চক্র গ্রন্থে বিন্দু স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃন্ত অবলম্বন করিয়া যেরূপ কমল প্রস্ফুটিত থাকে, সেইরূপ ঐ মহান্যাখ্য বিন্দু ও নাদ অবলম্বন করিয়াই তদধোভাগে জীবের মস্তিষ্করূপ সহস্রদল কমল বিকশিত

রহিয়াছে, "শিখরে শূন্যদেশ প্রকাশং, বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণ পূর্ণেন্দু শুভ্রং।" শিখরস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালু প্রদেশে বিদ্যমান বিন্দুনাদাখ্য বিসর্গের অধোভাগে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণেন্দুর ন্যায় শুভ্র সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে বিকশিত আছে। এই নাদবিন্দু বা সহস্রদল কমল সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় তত্ত্ব উপাদান বিশিষ্ট দিব্য চিন্ময় ধাম। আর মানবের মস্তকই ঐ সহস্রদল কমলের পাঞ্চভৌতিক উপাদান সম্ভূত স্থূল বিকাশ। ইহাই ব্যষ্টি জীবদেহে সত্যলোক বা সত্য ব্যাহৃতির পরিচয়।

বিন্দুর সহিত সিন্দুর যেরূপ সম্বন্ধ; ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সেইরূপ সম্বন্ধ। ব্যষ্টি জীব ক্ষেত্রের সত্যলোক বা ব্যাহৃতি বা সহস্রদল কমল যেরূপ তাহার স্থূলদেহের সর্ব্বোপরি মস্তকের উপর অবস্থিত; সমষ্টি স্বরূপ স্থূল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সত্যলোক বা সহস্রদল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোপরি ঊর্দ্ধভাগে বিরাজিত। কিন্তু সর্ব্বোপরি বলিলে যেরূপ আমাদের মস্তকের সম সূত্রপাতে ঊর্দ্ধদেশ কল্পনা হয়, এ ঊর্দ্ধদেশ সেরূপ নহে। পরন্তু Surch Lightসার্চ্চ লাইটের মধ্যে থাকিয়া যেরূপ সর্ব্বত্রই তাহাকে ঊর্দ্ধ দিকে অনুভূত হয়; অথবা সূর্য্য যেরূপ গগন মণ্ডলে উদিত থাকিলে তদ্ পার্শ্ব ও অধঃস্থিত সমস্ত গ্রহ বর্গের ঊর্দ্ধ প্রদেশে ধারণা হয়; এই সমষ্টির ঊর্দ্ধ প্রদেশও তদ্রূপ। সাধকের নিকট সাধনায় অর্থাৎ সমাধিস্থ ধ্যানে যখন সূক্ষ্মতত্ত্বউপাদান সম্ভূত সপ্তব্যাহৃতি বা পদ্মসপ্তকে সপ্তলোক উদ্ভাসিত হয়, তখন সেই সাধকের নিকট দেশ কাল পাত্রের কোনরূপ ব্যবধান থাকে না। অর্থাৎ সংসার মোহাচ্ছন্ন মলিন বুদ্ধির কোনরূপ অজ্ঞানতা বা জড় আবিলতা থাকে না। দুর্ভেদ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে গৃহমধ্যে প্রজ্বলিত দীপশলকার আলোকে যেরূপ আমরা পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করি এবং গৃহ মধ্যস্থিত সর্ব্ব পদার্থই দেখিতে পাই, এ দর্শনও তদ্রূপ। কিন্তু যেরূপই কেন উপমা দিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহাতে কখনই কাহারও সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। এ সমস্ত উপলব্ধি করিতে হইলে, শ্রীগুরুশাস্ত্র বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া অনুরাগ ভরে সাধনা করিয়া যাইতে হয়। সেই সাধনায় সাধক যখন গুরু কৃপা লাভ করেন অর্থাৎ গুরু শিষ্যের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের

ভালবাসায় উভয়ের হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবরসে তন্ময়তা লাভ করে, তখনিই সেই শিষ্য বা সাধকের নিকট তাহার কুণ্ডলিনীচৈতন্য হয় বা জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠে। সেই দিব্য নেত্রের দিব্য দৃক্‌শক্তির আন্তর-দৃষ্টিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাদপীসূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থ এবং সমগ্র দেবলীলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাই সেই দিব্য আন্তর্নেত্রের দিব্য জ্ঞানে যে লোক বা ব্যাহৃতি স্তরে অবস্থিত থাকিয়া যে মহাপুরুষ যেরূপ ভগবদ্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সেই দেবভাব অভিব্যক্তিময় ভাষা সমূহই বেদ মন্ত্ররূপে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে সপ্তব্যাহৃতির যে স্তরে থাকিয়া যিনি যে সকল মন্ত্রের সমাহরণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্তরই সেই সেই বেদের ব্যাহৃতি বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাই ব্যাহৃতি শব্দের ভাবার্থ। আর এই জ্ঞানময় দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দিব্যস্তর বা সপ্ত এবং তল্লোকবাসী মহা-পুরুষগণের সূক্ষ্ম দিব্যদেহ, পাঞ্চভৌতিক জড় জগৎ এবং জগতস্থ জীবের স্থূলদেহের ন্যায় উৎপত্তি স্থিতি লয়ের অধীন নহে বলিয়াই, বেদ এবং বেদমন্ত্রের সমাহরণ কর্ত্তা সূর্য্যাদি দেবতাত্রয় উপনিষদাদি শাস্ত্রে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

এতাবৎ আমরা আলোচনায় এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, সত্যলোক বা সত্যব্যাহৃতিই বিন্দুনাদাখ্য সহস্রদল কমল। জীব-দেহে ঐ লোকব্যাহৃতি পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানে মস্তিষ্করূপে বিকশিত। ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালু দেশীয় শূন্য স্থানই ঐ বিন্দুনাদাখ্য সত্যলোক বা সহস্রদল কমলের তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত দিব্য ধাম। জীবক্ষেত্র বা দেহে এই সত্যলোক বা ব্যাহৃতি ব্যষ্টিরূপে পরিকল্পিত হইলেও, সমষ্ঠিতে সর্ব্বোপরি ঊর্দ্ধদেশে অতি সুমহান রূপে নিত্য অবস্থিত আছেন। সাধক শ্রীগুরু উপদেশে সাধনার দ্বারা সুষুম্না পথে দিব্য দৃষ্টি বা জ্ঞান নেত্র লাভ করিতে পারিলে, এই তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত সূক্ষ্মাবস্থা বা দিব্যচিন্ময়স্তর সম্যক্‌রূপে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন। দিব্যচিন্ময়স্তর ও অনন্ত শক্তির আধায় স্বরূপ এই সত্যলোক হইতেই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানাত্মক একটি প্রাণময় শক্তি

নিঃস্থত হইয়া সূক্ষ্ম ও এই স্থূল জগত সৃষ্টি করিতেছেন। এই প্রাণময় শক্তিও দিব্য চিন্ময় জ্যোতিঃবিশিষ্ট। ইহার জ্ঞান সত্তা পুরুষাত্মক, আর ইচ্ছা ক্রিয়াই শক্তি স্বরূপে প্রকৃতি বাচক। এই পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলনে মহত্তত্বাদি হিরণ্যগর্ভ, অহংতত্ব এবং মনস্তত্ত্ব পর্য্যন্ত ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট এবং দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেহে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। আর অহংতত্ব হইতে বিনিঃস্থত পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চতত্ব, দশেন্দ্রিয় এবং মন, তত্বউপাদান সম্ভূত সূক্ষ্মদেহে অহংস্তরে অবস্থিত। সত্যলোক বিনিঃস্থত প্রাণশক্তির এতাবৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টি সম্পনের পর অহংতত্ত্বের দ্বারা পঞ্চতত্ব পঞ্চীকৃত হইয়া পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানে স্থূল সৃষ্টি ব্যাপার সম্পন্ন হয়। সূক্ষ্ম সৃষ্টি চিন্ময় স্তরে তত্বউপাদান সম্ভূত হেতু মহাপ্রলয়েও আত্যান্তিক ধ্বংশ হয় না, অবস্থার আংশিক পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। আর স্থূল সৃষ্টি অহংস্তরে জড় উপাদান সম্ভূত বলিয়া, মহাপ্রলয়ে ইহার ধ্বংশ হইয়া মাত্র সংস্কার প্রকৃতি অবলম্বনে নব ভাবে নামরূপে পুনর্ব্বার আবির্ভাব হয়। এইরূপে আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ সংস্কারপ্রকৃতি, বীজ মধ্যে বৃক্ষের ন্যায় মনঃ ও পঞ্চতত্ত্বের তত্বউপাদান সম্ভূত বীজকোষ অর্থাৎ ষট্ব্যাহৃতি বা ষট্চক্রে অন্তর্নিহিত থাকে। এই হেতু জড়দেহ পরিগ্রহ শীল সাধককে তাহার ঐ জড় ভাব বিশিষ্ট সংস্কার প্রকৃতি বিনাশ করিবার জন্য ষট্চক্র বা ষট্পদ্মের সাধনা করিতে হয়। সত্যলোক বা সহস্রদল পদ্মে বিশেষ কোন সাধন প্রক্রিয়া নাই। তজ্জন্য সহস্রদল পদ্মকে গণনার মধ্যে না ধরিয়া, অপর ষড়ব্যাহৃতি বা ষট্পদ্মের স্তরে জীব ও জড় জগৎ পরিচালিত হইতেছে বলিয়া, সাধারণতঃ ষট্চক্রই বলা হয়। অতঃপর সেই ষড়ব্যাহৃতি, চক্র বা পদ্মের কথাই বলিতেছি।

বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মার যে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রাণশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে ; ঐ শক্তি ইচ্ছা ও ক্রিয়াত্মক। ইচ্ছা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভাব মাত্র। ক্রিয়াশক্তি উৎপত্তি, স্থিতি লয়াত্মক। পরম পরাৎপর আদি পুরুষ শ্রীভগবান অচ্ছেত্ত, অদাহ্য, অক্লেন্ত, অশোচ্য স্থানু এবং চিন্ময় অবস্থায় নিত্য সর্ব্বব্যাপী। এবম্বিধায় জীবের স্থূল

জড় মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি মনাদি দ্বারা অব্যক্ত এবং ধারণাতীত বলিয়া দর্শন উপনিষদাদি গীতা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। এক দীপশলাকা হইতে বহুদীপশলকা প্রজ্জ্বলিত হইয়া বহু প্রদেশ এবং পদার্থাদি প্রকাশ করিলেও যেমতি তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনাদি হয় না; অথবা পর্ব্বত ও সমুদ্র হইতে বিনিঃসৃত জল প্রবাহ, বহুদেশ ও জন পদে রস সঞ্চারণে প্রবাহিতা থাকিলেও তাহাতে যেরূপ পর্ব্বত বা সমুদ্রের কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না; তদ্রূপ পরম পরাৎপর পরমেশ্বর হইতে ইচ্ছা ক্রিয়াত্মক প্রাণশক্তিপ্রবাহ বিনিঃসৃত হইয়া, সপ্তব্যাহৃতি বা লোকে জীবনিশক্তিরূপ রসসঞ্চারণে তৎপ্রদেশ সকল প্রকাশিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবাহিত থাকিলেও, তাহাতে শ্রীভগবানের নিত্য চিন্ময় স্বরূপাবস্থার কোনরূপ ব্যতীক্রম হয় না। জীব ও জগতের অদৃষ্ট জাত অব্যক্ত কারণে, প্রাণের স্পন্দনে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভাব বিশিষ্ট ইচ্ছাশক্তিই দ্বিতীয় ব্যাহৃতি তপঃলোক নামে অভিহিত হয়। নিয়ত তপস্যা পরায়ণ জীবাত্মার অবস্থান হেতু এই স্তরের নাম তপঃলোক। ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব বা ভূর্ভুবাদি পঞ্চব্যাহৃতির উর্দ্ধে ষষ্ঠ ব্যাহৃতি বা লোককে তপঃলোক বলে। বিন্দুনাদাখ্য সহস্রদল কমল বা সত্যলোক হইতে বিনিঃসৃত প্রাণশক্তি, এই লোকে আসিয়া অহংতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব রূপে পরিণত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভাববিশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি প্রধান মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র বলিয়াই জীবদেহে এই লোকের নাম আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদল কমল। মস্তিষ্কের সহিত মেরুদণ্ডের সংলগ্ন স্থানে সুষুম্না মধ্যে এই পদ্মের প্রকাশ। পরব্রহ্মের দিব্য চিজ্জ্যোতি কণা প্রাণাত্মা, জীব ও জগতের অদৃষ্টজাত অব্যক্ত কারণে স্পন্দিত হইয়া, মায়া গর্ভাশ্রয়ে মহত্তত্ত্বাদি হিরণ্যগর্ভ প্রকাশের পর সূক্ষ্মতত্ত্ব ও তন্মাত্রায় এই তপলোক আজ্ঞাখ্য কমল হইতেই, অহং ও মনস্তত্ত্বাখ্যায় সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টি সম্পন্ন করেন। সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপাদানে সুষুম্নার মধ্যে এই লোক বা কমলের বিকাশ। আর পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানে ভ্রূমধ্যবর্ত্তি তালুকুহর বা ললাট প্রদেশে ইন্দ্রিয়গত উপাধি বিশিষ্ট মন রূপে স্থূলতঃ প্রকাশ। এই স্থূলাবস্থায় ইন্দ্রিয়গত উপাধি বিশিষ্ট

মনাখ্যায় বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রা স্পর্শে• সংসার মোহে জীব মায়া মোহাচ্ছন্ন। আরতত্ত্বোপদানে অতীতেন্দ্রিয় উপাধি বিশিষ্ট মন-স্তত্তাখ্যায় সপ্তব্যাহৃতি বা পদ্মসপ্তকে বিষয়েন্দ্রিয়ে দিব্য চিন্ময় অনুভূতি সম্পন্নাবস্থায় জীব সংসার মায়ামুক্ত। সমষ্টি ক্ষেত্রে সূর্য্যের উর্দ্ধ প্রদেশ হইতে স্বঃ, মহ, জন ও তপঃলোক বা ব্যাহৃতি পর পর উর্দ্ধভাগে বিরাজিত। এই চতুর্লোক বা ব্যাহৃতি নিম্নবর্ত্তি ভূর্ভূবলোক বা ব্যাহৃতি অপেক্ষা উজ্জ্বল দিব্যজ্যোতির্ম্ময়। এবম্বিধায় উক্ত ব্যাহৃতি চতুষ্টয় স্বঃ বা দিব্যলোক বলিয়া পরিগণিত। এই দিব্য ব্যাহৃতি বা লোক চতুষ্টয়ের মধ্যে, আজ্ঞাখ্য কমল বা তপঃলোকবাসী আদিত্য নামা জনৈক মহোর্ষি অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কর্ত্তৃক, উক্ত দিব্যধাম হইতেই সামবেদের মন্ত্র সমূহ সংগৃহিত হইয়াছিল বলিয়াই, সামবেদের ব্যাহৃতির নাম স্বঃ।

উপরোক্ত দিব্যলোক চতুষ্টয়ে সূক্ষ্মতত্ত্বউপাদান সম্ভূত দিব্য দেহধারী বহু সিদ্ধ মহাত্মাবর্গের নিত্য বিহার স্থান। জড়দেহ ধারী মানব যেমতি এক গ্রামে বসবাস করতঃ অন্য বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করে; তদ্রূপ দিব্য দেহধারী বহু মুক্ত জীবাত্মা স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ প্রভৃতির যে কোন এক লোকে বাস বসবাস করতঃ অন্য লোকে নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মধ্যে যেরূপ জ্ঞানবান মানবকেই সকলেই শ্রেষ্ঠতর ধারণায় সম্মান করেন; উক্ত দিব্য দেহধারী মুক্ত জীবাত্মার মধ্যেও সেইরূপ বিশিষ্ট ভাবে পূর্ণ ব্রহ্ম বা ভগবদ্ জ্ঞান সম্পন্ন [illegible] দেহীকে সিদ্ধোর্ষি, মহোর্ষি, দেবোর্ষি প্রভৃতি বলিয়া পূজা করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের অলৌকিক সাধনানুভূত পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্যভাব সমূহ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া, অপরাপর মুক্তাত্মা, এবং জীব ও জগতের কল্যাণার্থে অভিব্যক্তি করিলেই তাহাই অপৌরুষেয়শ্রুতি বেদমন্ত্র বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট অভিহিত হয়। তপঃ, মহঃ, জনঃ ও স্বঃ এই [illegible]হৃতি চতুষ্টয় লইয়াই দিব্যধাম স্বর্লোক। এই ব্যাহৃতি বা লোক চতুষ্টয়ই সবিত্রি মণ্ডল নিঃসৃত ভর্গো জ্যোতিঃ দ্বারা নিত্য উদ্ভাসিত। ত্রিবর্ণ

বিশিষ্ট এই ভর্গোজ্যোতিঃই বেদ মাতা গায়ত্রী রূপে উপাস্য। এই দিব্য ভর্গো জ্যোতিঃ পুঞ্জ উৰ্দ্ধতন লোক হইতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া, সপ্তমিশ্রবর্ণে ভূর্ভূবস্তরে অর্থাৎ জগতে প্রবাহিত হইতেছেন। এই মিশ্রবর্ণে সূর্য্যমণ্ডল উদ্ভাসিত জীবদেহ ও জড় জগৎ যেরূপ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের অধীন; অমিশ্র দিব্য ভর্গো জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত উক্ত ব্যাহৃতি বা লোক চতুষ্টয় এবং তল্লোকস্থ মুক্ত জীবাত্মাবর্গ সেরূপ নহেন। মহাপ্রলয়ে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উক্ত সবিত্রী মণ্ডলস্থ দিব্য ভর্গো জ্যোতিঃ মহাপ্রলয়েও বিলয় প্রাপ্ত হয় না। তজ্জন্য সেই জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত লোক ও জীবাত্মারও আত্যান্তিক ধ্বংশ হয় না। এইজন্য এই লোক বা ব্যাহৃতি চতুষ্টয়কে বিশেষরূপে দিব্যধাম বলে। এই দিব্য ধাম চতুষ্টয়ের মধ্যে সূর্য্যের অধিপতি দেবতা আদিত্য নামক জনৈক দেবর্ষি কর্ত্তৃক, উক্ত দিব্যধাম চতুষ্টয় হইতে সামবেদের মন্ত্র সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল বলিয়াই সামবেদের ব্যাহৃতির নাম স্বঃ। এইরূপে অগ্নি ও বায়ু নামক দেবর্ষিদ্বয় কর্ত্তৃক, দিব্যধামাখ্য আধার ও স্বাধিষ্ঠান কমল হইতে ঋক্ ও যজুর্বেবদের মন্ত্র সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল বলিয়াই উক্ত বেদদ্বয়ের ব্যাহৃতির নাম ভূর্ভূবঃ। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে যে ;—

প্রজাপতি র্লোকান অভ্যতপৎ তেষাং তপ্যমানানাং রসান প্রাবৃহৎ অগ্নিং পৃথিব্যাঃ, বায়ুমন্তরিক্ষাং আদিত্যং দিবঃ ॥১
স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ তাসাং তপ্যমানানাং রসান প্রাবৃহৎ অগ্নেঋর্চঃ, বায়োর্যজূংষি, সামান্যাদিত্যাৎ ॥২
স এতাং ত্রয়ী বিদ্যা মভ্যতপৎ তস্যা স্তপ্য মানায়া রসান প্রাবৃহৎ ভূরিতি ঋগভ্যঃ ভূবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ ॥৩

প্রজাপতি লোক পিতামহ ব্রহ্মা, সকল লোকের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তপস্যা নিরত হইয়া, মহোর্ষি অগ্নি দেবের উপর পৃথিবী, মহোর্ষি বায়ু দেবের উপর অন্তরীক্ষ এবং মহোর্ষি আদিত্য দেবের উপর দিব্যধাম বা ব্যাহৃতি চতুষ্টয় স্বর্গলোকের ভার অর্পণ করিলেন। তাহাতে

উক্ত দেবত্রয় কর্ত্তৃক অর্থাৎ মহোর্ষি অগ্নিদেব কর্ত্তৃক ঋগ্বেদ, মহোর্ষি বায়ু দেব কর্ত্তৃক যজুর্ব্বেদ এবং মহোর্ষি আদিত্য.দেব কর্ত্তৃক সামবেদ বা এই ত্রয়ীবিদ্যা প্রকাশিত হয়। এইজন্য ঋগ্বেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান ভূঃ,যজুর্ব্বেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান ভুবঃ,সামবেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান স্বঃ।

যে যে স্থান হইতে বেদের মন্ত্র সকল সমাহৃত বা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থান তত্তৎ বেদ মন্ত্র সমূহের ব্যাহৃতি বা বিশেষরূপে আহরণ স্থান। ভূর্ভূবাদি সপ্তলোক হইতেই দেবর্ষি মহোর্ষি প্রভৃতি দিব্য দেহধারী মুক্তাত্মাবর্গ কর্ত্তৃক, জীব ও জগতের কল্যাণার্থে ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল দিব্যভাবসমূহ উপলব্ধি হইয়া অভিব্যক্তি হয়, তাহাকেই বেদমন্ত্র বলে। এবং ঐ মন্ত্র সকল যে যে স্থান হইতে সমাহৃত হয়, সেই স্থান সকলকেই ব্যাহৃতি বলে। তন্মধ্যে ভূর্লোক হইতে ঋগ্বেদের মন্ত্র সমূহ, ভূর্বল্লোক হইতে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সমূহ এবং স্বঃ (স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য) লোক হইতে সামবেদের মন্ত্র সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল বলিয়াই ; উক্ত তিন বেদের ব্যাহৃতির নাম ভূর্ভূব স্বঃ। ভূর্লোক বা ক্ষিতিতত্ত্ব মূলাধারকমল। সূক্ষ্মতত্ত্ব উপাদানে মূলাধার-কমলে এই পৃথিবী অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বশক্তি, বীজ মধ্যে বৃক্ষের ন্যায় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম কমল জীবদেহে মেরুদণ্ডমূলে, সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত বা প্রকাশ থাকিলেও তত্ত্ব উপাদানে সূক্ষ্মতা হেতু এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগৎ এই আধার কমলেই অবস্থিত। এই ভূর্লোক বা আধার কমল অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের পঞ্চীকরণেই এই পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী এবং জীবদেহ উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে সলিল, অনল, অনিল ও আকাশ, এই পঞ্চভূত পদার্থ অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চীকরণে উৎপত্তি। পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চীকরণে উৎপত্তি পঞ্চভূত পদার্থ, সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া যেরূপ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অধীনে পরিচালিত হইতেছে,উক্ত পঞ্চতত্ত্ব বা তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত ভূর্ভূবাদি সপ্তব্যাহৃতি, ভর্গোজ্যোতিতে উদ্ভাসিত থাকায়, পঞ্চীকরণ

সম্ভূত জড় পদার্থের ন্যায় উৎপত্তিস্থিতিলয় ধর্ম্মের অধীন নহে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে সৌরমণ্ডল লয় হইয়া গেলেও ব্যাহৃতি বা ষট্‌চক্র লয় হয় না। ব্যাহৃতি বা সপ্তলোক প্রবাসী বা বিচরণশীল জীবাত্মা-বর্গের সূক্ষ্মদেহও তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত বলিয়া, জড় জগৎ বা জড়দেহধারী জীবাত্মা বা মানবের ন্যায় মরধর্ম্মী নহে। যেরূপ পরকলার স্বভাবে বা গুণ ধর্ম্মে, দৃষ্ট বা দর্শন শক্তির তারতম্য হয়, তদ্রূপ তত্ত্ব ও ভূত উপাদান সম্ভূত দেহাধারের স্বভাবে বা গুণ ধর্ম্মে, প্রাণের ক্রিয়াশক্তির তারতম্য হয়। জীবাত্মার জীবনিশক্তি বাচক জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহাধারে যেরূপ দেশ কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের অধীনে সীমাবদ্ধ হইয়া পরিচালিত হয়; পঞ্চতন্মাত্রায় সূক্ষ্ম তত্ত্ব দেহাধারে ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সেরূপ সীমাবদ্ধ নহে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা ঐ সূক্ষ্মদেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির ঐরূপ কার্য্যকারিতা শক্তি অনেকাংশে উপলব্ধি করিয়া থাকি। তবে জড়দেহের সহিত সম্বন্ধীভূত থাকায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না। কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্যে সাধক যখন সুষুম্নার স্তরে, তাহার মন ও প্রাণশক্তির সঞ্চালন করেন, তখনিই তিনি এই সূক্ষ্মতত্ত্ব উপাদান সম্ভূত দেহ ও লোকাদির প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন হয়েন। আর ঐরূপে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন ভাবগুলি ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়া, সাধারণের নিকট মন্ত্র বা জ্ঞানপ্রদ উপদেশবৎ প্রতীতি জন্মায়।

আমরা সচরাচর যে সমস্ত সাধক মহাজনবর্গের পরিচয় পাই, তাহারাও ঐরূপে এক এক লোক বা ব্যাহৃতির স্তরে অবস্থিত। আপন আপন সাধন ভজনের একনিষ্ঠতায়, সাধক যখন তাঁহার সাধন ভজন সম্বন্ধীয় সবিশেষ অভিজ্ঞান লাভ করেন, তখনই তাহার মন বা মানসিক বৃত্তি ঐরূপ কোন স্তর বা লোকে অবস্থিত থাকে। কিন্তু প্রাণশক্তি সম্যক্‌রূপে সেই স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া করিতে না পারায়, সেই স্তর বা লোক সম্বন্ধীয় পূর্ণ অভিজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় না। প্রাণের অনুপ্রবিষ্ট অবস্থা বিশেষের নাম, জীবাত্মার দেহ গ্রহণ। মনঃ কৃত কর্ম্মের সংস্কারে প্রাণশক্তি স্পন্দিত হইলেই, বীজ হইতে

বৃক্ষের ন্যায় ঐ সংস্কার হইতেই দেহ প্রস্তুত বা গঠিত হয়। এইরূপে সাধকের সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কর্ম্মসংস্কারে, প্রাণশক্তি স্পন্দিত হইয়া মায়াগর্ভে সম্প্রপ্রবিষ্ট হইলেই, সাধক সেই ভাবানুযায়ী নূতন দেহ প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ অনেকেই সাধক মহাত্মাদিগের মধ্যে এরূপ নবভাবে দেহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ঐরূপে দিব্য ভাবে, দিব্য স্তরে অবস্থিত সাধকের দিব্যদেহ লাভও ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাবর্গই ইহার আদর্শ। এইরূপে দিব্য দেহ সম্পন্ন বহু মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক, দিব্যধাম হইতে যে সমস্ত অবিনশ্বর নিত্যসত্য ভগবদ্ভাব সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল, তাহা বেদমন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ওই দিব্যধামস্থ মুক্তাত্মাবর্গ দেহ পুরীর অধীন নহেন বলিয়াই এবং ঐ নিত্যসত্য ভগবদ্ভাব সমূহ কোনরূপ মলিন জড়দেহাধার হইতে প্রকাশিত হয় না বলিয়াই, ঐ সকল বেদমন্ত্রকে অপৌরুষেয় শ্রুতি বলা হয়।

পরম ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তিবাচক প্রাণচৈতন্য বা প্রবাহের ঊর্দ্ধাধঃ স্তর ভেদে এই সপ্তব্যাহৃতি অবস্থিত। ঊর্দ্ধ হইতে গণনা করিলে প্রথম স্তরকে সত্যলোক বা সহস্রদল পদ্ম বলে। এই স্তরে পরম ব্রহ্ম, অনন্তশক্তি বিজড়িত শক্তিমান রূপে নিত্য অবস্থিত। নিত্য অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় অনন্তশক্তির আধার বলিয়া, এই স্তর সত্যলোক বা সহস্রদল কমল নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোপরি এই নিত্য সত্যধামের স্থিতি। একাধারে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর এবং স্থূলাতি স্থূলতম বিধায়, সর্ব্বাবস্থায় সকলেরি ধারণাতীত। এবম্বিধায় উপনিষৎ এই অবস্থাকে বিন্দুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। এবং এই বিন্দুই প্রণবের ঊর্দ্ধে নাদোপরি অবস্থিত। অনন্তশক্তির আধার স্বরূপ, অংশ পরিমাণহীন ব্রহ্মাববোধক এই বিন্দু হইতেই, একটী শক্তি নিঃসৃত হইয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদানে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন। প্রবাহাত্মক এই শক্তির নাম প্রাণাত্মা বা প্রণব। বিন্দু আখ্য এই সত্যলোক, সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া; জলাশয়ে কিরণসহ সূর্য্যপ্রতীকের ন্যায়, জীবের ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রকাশ

পাইতেছেন। এই নিত্য সত্য লোক বা বিন্দু আখ্য সহস্রদল কমলে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ অনন্তশক্তি অন্তর্নিহিত আছে। এই অখণ্ড অনন্ত চিন্ময়ীশক্তি পরম ব্রহ্মের আধার, শক্তিময়ী এই আধার, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নাদরূপে ঐ বিন্দুর নিম্নে পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই চিন্ময়ীশক্তি স্বরূপিনী নাদের সহিত বিন্দুর কোনরূপ ভেদ না থাকিলেও, ব্যষ্টি জীবক্ষেত্রে চিরনির্ব্বাণাবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত, দ্বৈতাদ্বৈত্য বর্জ্জিত অভেদ জ্ঞান হয় না। তাই বিন্দু হইতে নাদ, এবং নাদ হইতে প্রণবের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য ঘুচানই সাধনার উদ্দেশ্য। সুষুম্নাস্থ ষট্চক্র প্রবাহি প্রণবকে উদ্ধার করিয়া, ঐ প্রণব ধনুকে সম্বিৎ শক্তিরূপী আত্মশর যোজনা পূর্ব্বক ঐ নাদ ভেদ করিতে হয়। তাহাই সহস্রদল পদ্মের সাধনা।

দ্বিতীয় স্তর তপঃলোক বা আজ্ঞাখ্য কমল নামে অভিহিত হয়। পরমব্রহ্মের বহুরূপে বিকাশ হইবার সঙ্কল্প, ত্বদীয় আধার স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে, এই তপঃলোকে আসিয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্ম্মে প্রকৃতি পুরুষ আখ্যায় আখ্যাত হন। ব্রহ্মের সান্নিধ্য বশতঃ নিরবচ্ছিন্ন সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হেতু তপস্যা পরায়ণতায় এই স্তর তপঃলোক এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির প্রবৃত্তি প্রধানতায়, এই লোক হইতেই জ্ঞানের মলিনতা হয় বলিয়া, এবং পুরুষের জ্ঞান প্রাধান্যে এই লোক হইতে সৃষ্টি নিয়মিত হইতেছে বলিয়া, ইহার নাম আজ্ঞা কমল। পূর্ব্ববর্ত্তি কারণে কেহ কেহ অজ্ঞান কমলও বলেন। প্রকৃতি পুরুষ বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ইহার দুই পত্র। পুরুষের নিবৃত্তি ধর্ম্ম। প্রকৃতির প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। উপনিষদে এই পুরুষের নাম দৃক্শক্তি, আর প্রকৃতির নাম দৃশ্যশক্তি। এই পুরুষ প্রকৃতি নিষ্ক্রীয় অব্যক্ত সাম্যাবস্থায় এই তপঃলোকে নিত্য অবস্থিত। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির প্রবৃত্তি ধর্ম্মে, এই লোক হইতেই সৃষ্টির অঙ্কুর হয়। স্ত্রী পুরুষের মিলন ধর্ম্মে সন্তান উৎপত্তি হইলে, প্রাণের শক্তিতে যেরূপ তাহার পরিপোষণ পরিবর্দ্ধন হয়, তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম্মে সৃষ্টির

অঙ্কুর হইলে, ঐ অঙ্কুর দিব্যব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রাণাত্মার শক্তিতে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। প্রাণাত্মার সৃষ্টি অভিমুখীন এই শক্তি বা প্রবাহের নাম প্রণব। প্রকৃতির অব্যক্ত সাম্যাবস্থায় যে সৃষ্টি, তাহাকে সূক্ষ্ম সৃষ্টি। আর ব্যক্ত বৈষম্যাবস্থায় গুণ প্রকৃতির সৃষ্টিকে স্থূলসৃষ্টি বলে। সূক্ষ্ম অবস্থার নাম পরা প্রকৃতি, স্থূলাবস্থার নাম অপরা। পরাস্তরে প্রকৃতির গুণ বৈষম্যতা না থাকায়, সকলি সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। ভূর্ভুবাদি সপ্তব্যাহৃতি বা লোক এই পরাস্তরে বিরাজিত। সূক্ষ্মতা হেতু পরাস্তরীয় প্রকৃতির সৃষ্টি উপাদানকে তত্ত্ব বলে। ক্ষিত্যাদি ভেদে এই তত্ত্ব পঞ্চ প্রকার। প্রত্যেক তত্ত্বই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক অপূর্ব্ব রূপময়। এই হেতু তন্ত্রাদি শাস্ত্রে প্রত্যেক তত্ত্ব একটী একটী পদ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এক একটী ব্যাহৃতি বা লোক এক একটী তত্ত্ব প্রধান। ভূঃ ব্যাহৃতি ক্ষিতিতত্ত্ব প্রধান, ভুবঃ ব্যাহৃতি অপ্ তত্ত্ব প্রধান, স্বঃ ব্যাহৃতি তেজস্তত্ত্ব প্রধান, মহঃলোক মরুত্তত্ত্ব প্রধান, জনঃলোক ব্যোম তত্ত্ব প্রধান, তপঃলোক পঞ্চতত্ত্বের সম্মিলন ধর্ম্মে, প্রকৃতি পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জাত সংকল্প বিকল্প প্রধান। পঞ্চতত্ত্বের ঊর্দ্ধে এই লোকের স্থিতি। এই লোকে নিত্য সিদ্ধ নিয়ত তপস্যা পরায়ণ দিব্যদেহী সিদ্ধাত্মা, বহু সিদ্ধোর্ষি মহোর্ষির আবাস স্থান। তন্মধ্যে আদিত্য নামক এক সিদ্ধ মহোর্ষি, এই লোক এবং নিম্নবর্ত্তী জনঃ মহঃ ও স্বর্লোক হইতে সামবেদের সূক্ত সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এবং উক্ত ব্যাহৃতি চতুষ্টয় স্বর্লোকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, সামবেদের ব্যাহৃতির নাম স্বঃ। এই সকল নিত্যমুক্ত সিদ্ধাত্মারাই, জীব ও জগতের কল্যাণার্থে ইহলোকে আবির্ভূত হইয়া অবতার রূপে আখ্যাত হন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বা পঞ্চীকরণ জড় প্রকৃতির ঊর্দ্ধে এই লোকের অবস্থান হেতু, জড় জগতের উপর ইহার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ হয়। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, পঞ্চভূতের ঊর্দ্ধে এই লোক নিত্য বিরাজিত আছে। ব্যষ্টি জীবদেহে কণ্ঠতালুর ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মরন্ধ্রের সমসূত্রপাতে মস্তিষ্কের নিম্নে, এই তপঃলোক বা আজ্ঞাখ্য কমলের প্রকাশ। ইন্দ্রিয়গত

উপাধি বর্জ্জিত অতীতেন্দ্রির মনস্তত্ব বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্থান এই আজ্ঞাখ্য কমল। এই কমলের নিম্নবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে পঞ্চীকরণসম্ভূত পঞ্চভূতময় স্থূলদেহ গঠিত হইলে, তাহার ভ্রুদ্বয় মধ্যবর্ত্তী ললাট প্রদেশে, ঐ অতীতেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম মনঃশক্তি সঞ্চারিত হইয়া, ইন্দ্রিয়গত উপাধি বিশিষ্ট স্থূল মন আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই হেতু ভ্রূমধ্য হইতেই প্রণব আরম্ভ। এবং „সাধনকালীন শ্রীগুরু কৃপায় সাধকের যখন সুষুম্না গতি অনুভূত হয়, তখন ঐ গতি নিম্ন হইতে প্রণবাকারে প্রবাহিত হইয়া ঐ ভ্রূমধ্যে প্রবলবেগে ধাক্কা দেয়।

সাধকের সাধনায় অনুভূত এই প্রণবের প্রবলবেগে, বিষয়েন্দ্রিয়গত উপাধি বিশিষ্ট স্থূল ভৌতিক মন লয় হইয়া, অতীতেন্দ্রিয় মনস্তত্ত্বের অনুভূতি সম্পন্ন এক অপূর্ব্ব উন্মনী অবস্থা আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির জ্ঞান বিচার ও সিদ্ধান্ত সহ আনন্দ তন্ময়তায় সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকেন। সুষুম্না পথে প্রণবের গতি ধরিয়াই ইহার সাধনা করিতে হয়। শ্রীগুরু কৃপায় নিজদেহে প্রণবের উদ্ধার অর্থাৎ অনুভব করিতে না পারিলে, এই পদ্মাদির সাধনা ত দূরের কথা, আধ্যাত্মিক স্তরের কোন সাধনাই হয় না। শিব সংহিতা এবং হঠযোগ প্রদীপিকার যোনিমুদ্রা ও রাজাধি রাজ যোগানুষ্ঠানের দ্বারা অনেকানেক সাধকেই ভ্রূমধ্য হইতেই স্থূল জড় মনের দ্বারা, এই আজ্ঞাখ্য কমলের সাধনা বা অনুভূতি করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে ভ্রূমধ্যাদি ললাট প্রদেশে একটা জ্যোতিঃ দর্শনে তাহাতেই সাধনার সিদ্ধি বোধ করেন। ইহা নিতান্ত ভূল ধারণা এবং ভ্রান্ত পথ।

তৃতীয় স্তরের নাম জনঃলোক-বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বা ব্যোমতত্ব। ভাব বা সংকল্প যেরূপ শব্দাত্মক ভাষার দ্বারা ব্যাক্ত বা পরিস্ফুট হয়; সেইরূপ পরব্রহ্মের বহুরূপে প্রকাশ হইবার ভাব বা সংকল্প ত্বদীয় শক্তির আশ্রয়ে, এক অপূর্ব্ব ওঙ্কারময় মধুর শব্দব্রহ্মাত্মক অবস্থায় অভিব্যাক্ত বা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই অপূর্ব্ব মধুর ওঙ্কারময় শব্দ ব্রহ্মাত্মক অবস্থার নামই ব্যোমতত্ব। ব্যোম ও ওম্ পরস্পর পরস্পরের প্রতি-

ধ্বনি মাত্র। এই ব্যোমতত্ত্বই আদ্যামূলা-প্রকৃতির বিশ্ব সৃষ্টির আদিমাবস্থায় প্রকাশিত। এবং অপরতত্ত্ব চতুষ্টয় সহ পঞ্চভূতাত্মক জগত ও জীব প্রবাহের জনয়িতা বলিয়া জনঃলোক, এবং নিরবচ্ছিন্ন সুনির্ম্মল শব্দ ব্রহ্মাত্মক প্রণবময় হেতু তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বিশুদ্ধাখ্যায় আখ্যাত। এই স্তরে দিব্য দেহধারী বহু মুক্তাত্মার আবাস স্থল। জীবের সহিত যেরূপ জগতের সম্বন্ধ, সেইরূপ এই জনঃলোক বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বা ব্যোমতত্ত্ব এবং দিব্য দেহধারী মুক্তাত্মাবর্গের সহিত হিরণ্যগর্ভের সম্বন্ধ। হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই ব্যোমতত্ত্বের পঞ্চীকরণে আকাশের উৎপত্তি। আকাশে ব্যোমতত্ত্ব আট আনা এবং মরুতাদি অপর তত্ত্বচতুষ্টয় দুই আনা করিয়া একত্রে আট আনা, এই ষোল আনা বা অংশে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যোমতত্ত্ব যেরূপ হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত, এই আকাশও সেইরূপ অহংতত্ত্বও মনস্তত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে উৎপত্তি হইয়া পরিচালিত হইতেছে। ব্যোমের গুণ শব্দ। আকাশ ঐ শব্দেরপরিচালক। ঐ শব্দ ষোড়শপ্রকার স্বরকম্পনে স্পন্দিত হইয়া আকাশেই অবস্থিতি করে। এই কম্পন বা স্পন্দনাত্মক অবস্থাই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ষোড়শদল। সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই ব্যোমতত্ত্ব সূক্ষ্মবস্থায় সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূর্ভুবাদি ব্যাহৃতি বা লোকচতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ওইরূপ পঞ্চীকরণ জড়পিণ্ড জীবের স্থূলদেহে আকাশ সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, কণ্ঠে তাহার গুণ শব্দ শক্তির কার্য্য প্রকাশে, অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদানে ব্যোম অর্থাৎ জনঃলোক বা বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম, ঐ কণ্ঠের সমসূত্রে পশ্চাদ্দিকস্থ মেরুদণ্ডের মজ্জাভ্যন্তরে সুষুম্নায় অবস্থিত। পঙ্কজ বা পদ্ম যেরূপ জলাশয়ের অধঃস্থ ভূভাগ হইতে তাহার মূলস্থান অবলম্বনেই জলাশয়োপরি আসিয়া প্রস্ফুটিত হয়; সেইরূপ এই বিশুদ্ধাখ্যপদ্মও তাহার মূলস্থান ঊর্দ্ধতন জনঃলোক বা ব্যোমতত্ত্ব হইতে আসিয়া, জীবদেহে কণ্ঠস্থানে বিশুদ্ধাখ্য পদ্মরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে। সাধক, যখন তাহার সাধন শক্তিতে মন ও প্রাণস্পন্দ-নিরোধে অর্থাৎ জীবনীশক্তির বহিরুন্মুখীন গতি ফিরাইয়া, প্রাণপ্রবাহের

প্রণবাত্মক বিলোমগতিতে, তাহার এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে মন প্রাণকে লইয়া স্থিতি করিতে পারেন, তখনি সেই সাধক ব্যোমতত্ত্ব বা জনঃ-লোকের সম্যক অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। এই ব্যোমতত্ত্ব বা জনঃলোক হইতেই অহংতত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে জীবনিশক্তি এই পঞ্চভূতাত্মক মরজগৎ বা দেহ সংসার অভিমুখে আসিয়াছে। তাই কণ্ঠশ্বাসই ইহজীবনের শেষ বা নবজীবন আরম্ভাবস্থার পরিচয়।

চতুর্থ স্তরের নাম মহর্লোক-মরুত্তত্ত্ব বা অনাহত পদ্ম। স্বর্লোকের ঊর্দ্ধে এই লোকের স্থান। এই মরুত্তত্ত্বের পঞ্চীকরণে বায়ুর উৎপত্তি। মরুত্তত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে উৎপত্তি হইয়া পরিচালিত। আর অহং ও মনস্তত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে বায়ু উৎপত্তি হইয়া পরিচালিত হইতেছে। মরুত্তত্ত্বের গুণ স্পর্শ। বায়ু ঐ স্পর্শগুণ বা শক্তির পরিচালক। সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই মরুত্তত্ত্ব সূক্ষ্মাবস্থায় সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়া, ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূর্ভুবস্বঃ এই লোকত্রয়ের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ওইরূপ পঞ্চীকরণ জড়পিণ্ড জীবের স্থূলদেহে, বায়ু গতিরূপে সর্ব্বত্র কার্য্যশীল থাকিয়া, বক্ষঃস্থলে ফুসফুসে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশে, অপঞ্চীকৃত মরুত্তত্ত্ব অর্থাৎ মহর্লোক বা অনাহত পদ্ম, ঐ বক্ষঃস্থলের সমসূত্রে পশ্চাদ্দিকস্থ মেরুদণ্ডের মজ্জাভ্যন্তরে সুষুম্নায় অবস্থিত রহিয়াছে। জলাশয়োপরি পদ্ম প্রকাশের ন্যায়, এই অনাহত পদ্ম ও তাহার মূলস্থান ঊর্দ্ধতন মহর্লোক বা মরুত্তত্ত্ব হইতে আসিয়া, জীবদেহে পদ্মরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে। অহংতত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে মরুত্তত্ত্বের পঞ্চীকরণে উৎপত্তি এই বায়ু দ্বারাই, মন ও প্রাণ স্পন্দিত হইয়া, স্থূল জড়দেহে কার্য্যশীল হয়। এই স্থূল জড়দেহে মন ও প্রাণের স্পন্দনাত্মক এই শক্তির নাম জীবনিশক্তি। এই জীবনিশক্তি স্থূলদেহের স্থান ভেদে প্রাণাপানাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়া, বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের আশ্রয়েই চালিত হইতেছে। অহং ও মনের নিয়ত অসার বিষয়াসক্তির কারণেই বায়বীয়াখ্য ঐ জীবনিশক্তি স্থূল বিষয় প্রপঞ্চে অর্থাৎ বহিরুন্মুখেই উচ্ছাসশীল। তাই সহজে কেহ অন্তর্জ্জগতস্থ সূক্ষ্মতত্ত্ব উপাদান সম্ভূত সপ্তব্যাহৃতি-লোক বা

শরীরস্থ পদ্মের অভিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন না। সাধক যখন তাহার সাধন শক্তিতে স্থূলদেহ প্রবাহি ঐ জীবনিশক্তি বা মন ও প্রাণস্পন্দন নিরোধে অর্থাৎ বহিরুন্মুখীন গতি ফিরাইয়া, এই অনাহত পদ্মে স্থির রাখিতে সমর্থ হন, তখনি তাহার নিকট অন্তর্জ্জগতের আবরণ উন্মুক্ত হয়। ইহাকেই উপনিষদের ভাষায় হৃদ্‌গ্রন্থি ভেদ বলে। আর যোগদর্শনের ইহাই বশীকারাখ্য বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই পরম চৈতন্যতত্ত্বের রসাস্বাদনের নামই প্রেম।

পঞ্চম স্তরের নাম স্বর্লোক-তেজস্তত্ত্ব বা মনিপুর পদ্ম। ভূবর্লোকের উৰ্দ্ধে এ লোকের স্থান। প্রাণচৈতন্যের দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জে তত্ত্ব উপাদানে হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই স্বঃলোক বা ব্যাহৃতি প্রকাশ হয়। এই তেজস্তত্ত্বের পঞ্চীকরণে অহংতত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে উৎপত্তি শীল ভূত পদার্থের নাম সূর্য্য ও অগ্নি। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই তেজস্তত্ত্ব সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, ঊৰ্দ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূর্ভুব স্তরের ঊৰ্দ্ধে অবস্থিত। পঞ্চীকরণ জড়পিণ্ড জীবের স্থূলদেহে অগ্নি, তাপরূপে সর্ব্বত্র কার্য্যশীল থাকিয়া, নাভিস্থানে জঠরাগ্নি রূপে ক্রিয়াশক্তি প্রকাশে, ঐ নাভির সমসূত্রে পশ্চাদ্দিকস্থ মেরুদণ্ডে সুষুম্নায় তত্ত্ব উপাদান বিশিষ্ট মনিপুর পদ্ম নামে অভিহিত। এই মনিপুর পদ্মও তাহার মূলস্থান ঊৰ্দ্ধতন স্বর্লোক বা তেজস্তত্ত্ব হইতে আসিয়া, জলাশয়োপরি পদ্ম প্রকাশের ন্যায় জীবদেহে প্রকাশিত হইতেছে। পরমাত্মার যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয় তাহাকেই তেজস্তত্ত্ব বলে। তত্ত্ব ও জড় ভেদে এই তেজ দ্বিবিধ। তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত সপ্তলোক বা ব্যাহৃতি স্তর যে অমিশ্র দিব্যজ্যোতিঃ অর্থাৎ তেজস্তত্ত্বে উদ্ভাসিত তাহাকে সবিত্রীমণ্ডল বা ভর্গোজ্যোতিঃ বলে। আর পঞ্চীকরণে উৎপত্তি এই পঞ্চভূতাত্মক জড় জগত যে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় তাহাই মিশ্র পদার্থ—সূর্য্য ও অগ্নিবাচক। দিব্য ও অমিশ্র ভর্গোজ্যোতিতে সপ্তব্যাহৃতি বা লোক উদ্ভাসিত থাকিলেও, ঊৰ্দ্ধ শিখা বিশিষ্ট দীপ-কলিকার ন্যায়, জনঃ মহঃ তপঃ সত্যঃ এই ব্যাহৃতি বা লোক চতুষ্টয় যেরূপে প্রকাশ করিতেছে, তাহার অধঃবর্ত্তী ভূভুবঃ সেরূপে নহে।

অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার ঊর্দ্ধভাগ অপেক্ষা অধোভাগ যেরূপ অপেক্ষাকৃত মলিন ও অপ্রকাশ থাকে, সেইরূপ স্বর্লোক বা তেজস্তত্ত্বের ঊর্দ্ধ প্রদেশ অপেক্ষা অধঃপ্রদেশ ভূর্ভুবঃ অপেক্ষাকৃত মলিন। এইজন্যই তন্ত্রাদিষট্‌চক্রে মনিপুর বা স্বর্লোক হইতেই, ব্রহ্মপথ বা ব্রহ্মনালের কল্পনা করা এবং স্বর্লোকের মধ্যেই জনঃ মহঃ তপঃ ও সত্যঃ এই ব্যাহৃতি চতুষ্টয় পরিগণিত হইয়াছে। সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্ভুবস্তরের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যঃ এই ব্যাহৃতি বা লোক, ভর্গোজ্যোতিঃ দ্বারা নিত্য উদ্ভাসিত। এই নিত্য ও অবিনশ্বর ভর্গোজ্যোতিঃ মূলতঃ অমিশ্র ত্রিবর্ণে জ্যোতিষ্মান। এই ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট ভর্গোজ্যোতিঃর নিম্নস্তরের নাম সবিত্রী মণ্ডল। এই সবিত্রী মণ্ডল-সূর্য্যের ঊর্দ্ধভাগে নিত্য প্রকাশিত। এই ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট ভর্গোজ্যোতিঃ প্রভাবেই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই ত্রিবর্ণ ভর্গোজ্যোতিঃর অধিষ্ঠাতা দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর অধিষ্ঠাত্রী দেবীত্রয়ের নাম ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী। এই ভর্গোজ্যোতিঃকেই বেদমাতা গায়ত্রীরূপে উপাসনা করাই, বেদাদি সমগ্রই আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ ও আদেশ। তত্ত্বউপাদান সম্ভূত সূক্ষ্মদেহ ও ব্যাহৃতি এই দিব্য জ্যোতিঃতেই নিত্য উদ্ভাসিত। শাস্ত্র ও সম্প্রদায় ভেদে এই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ কেই, শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের কিরণ মণ্ডল, অরা, সম্বিৎ, জ্ঞান বা গুরুনেত্র বলিয়া, ইঁহারই প্রতিভার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত আসিয়া, তথা হইতে মিশ্রসপ্তবর্ণে জড় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। সূর্য্যমণ্ডলনিঃসৃত এই মিশ্র সপ্তবর্ণে পঞ্চীকরণ জড় জগৎ কার্য্যশীল। আর ঐ অমিশ্র ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট সবিত্রী মণ্ডল বা ভর্গোজ্যোতিঃতে, তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্ম স্তর ক্রিয়মান। সূর্য্য ও অগ্নিরূপে এই ভর্গোজ্যোতিঃ, জড়স্তর প্রকাশে জীবের স্থূল জড়দেহে অনুপ্রবিষ্ট থাকিলেও, বিশেষরূপে সুষুম্নার মধ্যেই ইহার প্রকাশ। জ্ঞানযোগ বা প্রেম ও ভক্তিযোগে সাধকের নিকট এই দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ হইলেই তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়। তখনই তিনি

সর্ব্বসংশয় অপনোদনে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমলাভে চিরতরে কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই জ্যোতির যে প্রবাহের উপর সূক্ষ্ম ও এই পরিদৃশ্যমান জড়জগত, সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে; তাহাকেই প্রণবময় প্রাণচৈতন্য বা প্রাণপ্রবাহ বলে। নির্ব্বিশেষ নিরবচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম হইতে, এই জ্যোতিঃ অভিনিঃসৃত হইয়া মায়াগর্ভ ভেদে, সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ভাবে জীব ও জগৎ প্রকাশিত করিলেও, মায়াতীত অবস্থায় হিরণ্যগর্ভে সম্প্রবিষ্ট আছেন। সমষ্টি রূপে হিরণ্যগর্ভে সম্প্রবিষ্ট এই অবস্থার নাম-ক্ষিরোদশায়ী যোগ নিদ্রামগ্ন মহাবিষ্ণু। আর ব্যষ্টিভাবে জীবক্ষেত্রে সম্প্রবিষ্ট অবস্থাকেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকার পুরুষ-অন্তরাত্মা বলা হয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্ম যজ্ঞ নামক চিত্রে অঙ্কনের দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে। এই অমিশ্র দিব্য-জ্যোতিঃ, সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল হইতে সপ্তমিশ্রবর্ণে জগদাভিমুখীন হইতেছে; ব্যাষ্টি জীবদেহে মনিপুর ও অনাহত অর্থাৎ স্বঃ ও মহোর্ল্লোক ব্যাপী হিরণ্যগর্ভাবর্ত্তের মধ্যে সম্প্রবিষ্ট থাকিয়া, স্থূল জড়দেহে নাভিপ্রদেশে বৈশ্বানর বা জঠরাগ্নিরূপে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তধা বিকীর্ণ হইতেছেন। সূর্য্যকিরণ, অয়স্কান্তমণিতে (আতসী পাথরে) কেন্দ্রস্থ হইলে যেরূপ দাহিকাশক্তিশালী অগ্নিরূপে পরিণত হয়; উক্ত ইন্দ্রিয়াদি মনঃ বুদ্ধি প্রবাহিশক্তি বা তেজ, মণিপুর বা অনাহত পদ্মে কেন্দ্রস্থ করিতে পারিলে অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্যাদির সাধন ধর্ম্মে ভক্তি প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইলেই; অবিদ্যা প্রকৃতি জাত অহংতত্ত্বের মায়া প্রপঞ্চময় অজ্ঞান জগৎ ভস্ম সমর্থ, ওই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃর বিকাশ গোচরীভূত হয়।

উপরোক্ত স্বর্লোকের নিম্নে, প্রাণ প্রবাহের যে ষষ্ঠস্তর তাহার নাম ভূবর্লোক-অপস্তত্ত্ব বা স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। ঊর্দ্ধবর্ত্তি অন্যান্য স্তরের ন্যায় এই স্তরও, তত্ত্ব উপাদান প্রধানে হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং জড় উপাদান প্রধানে অহং ও মনস্তত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে উৎপত্তি হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপাদানে যে ভূবর্লোক বা ব্যাহৃতি, তাহা জড় চক্ষুঃ প্রবাহি

দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। নিদ্রাকালীন স্বপ্ন সংক্রান্ত দর্শনাদি যে কিছু ব্যাপার, তাহা এই ভূবর্লোকেরই বিষয়ীভূত। স্থূল জড়দেহের সহিত জীবাত্মার বিশিষ্টরূপে সংস্রব থাকায় এবং জাগ্রতাবস্থায় স্থূল জড়েন্দ্রিয়াদির দ্বারা এই ভূবঃ বা অন্তরীক্ষ লোক সম্বন্ধে জীবাত্মার অনেকটা অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ায়; নিদ্রাকালীন স্বপ্নে এই লোক সম্বন্ধীয় কতকটা অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই স্বপ্ন দর্শন ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই ভূবর্লোক বা অপস্তত্ত্ব রসরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় স্বর্লোকের নিম্নে এবং ভূর্লোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই তত্ত্বস্তর বা মণ্ডল হইতেই সর্ব্বত্র রস সঞ্চার হইতেছে। ভূর্লোকের ঊর্দ্ধে এই রসমণ্ডল সপ্তসত্তায় অবস্থিত। (লবণ, ইক্ষু, সুরা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষির ঘৃত) মেঘমণ্ডলরূপে আমরা তাহার কতকটা পরিচয় পাইয়া থাকি। এই অপস্তত্ত্বের পঞ্চীকরণে যে জড়ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম সলিল। এই সলিল বা বারিমণ্ডলও সপ্ত নাম রূপের বিষয়ীভূত হইয়া, এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। পঞ্চীকরণ ভৌতিক জড়পিণ্ড জীবের স্থূলদেহেও এই অপ্‌স্তত্ত্ব বা রসসত্তা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত থাকিয়া, লিঙ্গমূলে রস বা মূত্ররূপে ক্রিয়াশক্তি প্রকাশে, ঐ লিঙ্গমূলের সমসূত্রে পশ্চাৎ দিকস্থ মেরুমধ্যে সুষুম্নায় তত্ত্ব উপাদানে স্বাধিষ্ঠান নামে অভিহিত। বারি মধ্যে যেরূপ মীন বিচরণ করে, তত্ত্ব উপাদান সম্ভূত ভূবস্তরেও তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহী বহু জীবাত্মা এবং মুক্তাত্মার বিচরণ স্থান। সেই সমস্ত দিব্যদেহী মুক্তাত্মার মধ্যে, বায়ু নামক এক সিদ্ধ মুক্ত দেবর্ষি কর্ত্তৃক এই ভূবর্লোক হইতেই যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল। তাই যজুর্ব্বেদের ব্যাহৃতির নাম ভূবঃ। মন্ত্র বা শব্দাত্মক প্রাকৃতিক সকল ভাবই এই ভূবর্মণ্ডলে দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত বা সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের ন্যায় নিত্যই খেলা করিতেছে। মহাপ্রলয় না হইলে, সেই সমস্ত শব্দাত্মক ভাষা বা ভাব সমূহের আত্যান্তিক বিলয় হয় না। চক্ষু কর্ণাদি জড় দ্বারপথে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা, ঐ

সমস্ত মন্ত্রাদি সর্ব্বদা আমাদের উপলব্ধি না হইলেও, স্বপ্নাদিতে মন্ত্র প্রাপ্তি, ভাবাবেশে নানারূপ অলৌকিক ভাব ও ভাষার অভিব্যক্তি, তীর্থ বা দেবস্থানে হত্যায় প্রত্যাদেশে ঔষধাদি প্রাপ্তি প্রভৃতিতে আমাদের সচরাচর ঐ সম্বন্ধীয় অনেকানেক প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। যাঁহারা Medium মিডিয়ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞান প্রাপ্ত আছেন। বর্ত্তমানে যে গ্রামোফোন যন্ত্র তাহাও এই ভূবস্তরে নিত্য বিরাজিত শব্দ তরঙ্গেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাধকেরা সাধনের প্রারম্ভেই এই ভূবস্তর প্রবাহিত এক অলৌকিক শব্দ তরঙ্গের স্পন্দন অনুভব করিয়া থাকেন; তাহার নাম নাদ বা মন্ত্র চৈতন্য। শ্রীগুরু উপদেশে সাধক যখন তাহার মন ও প্রাণস্পন্দনের বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে পরিচালিত বহিরুন্মুখীন গতি নিরোধে, ঐ মনঃপ্রাণকে অন্তরুন্মুখীন করিতে থাকেন, তখন হইতেই তাহার নিকট এক অলৌকিক দূরাগত সুমধুর সুরঝঙ্কার আসিতে থাকে। ঐ রঝঙ্কার ক্রমে সুস্পষ্ট হইতে হইতে গম্ভীর মেঘগর্জ্জনাদিতে দশপ্রকার শব্দতরঙ্গের অভিজ্ঞান জন্মায়। সেই সময় শ্রীগুরু-শাস্ত্র উপদেশানুযায়ী নিজ অভীষ্ট দেবতা লক্ষ্যে তন্মন্ত্র যথাবিধি জপ করিলেই মন্ত্রচৈতন্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক নাদ বা ধ্বনিতে সাধকের নিকট বিশ্ব লয় হইয়া যায়। সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি, তাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব মধুর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়ে। তাই ইহাকে লয় যোগ বলে। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের বাক্যাবলীই বেদমন্ত্র। কাশীধামের মণিকর্ণিকায় অবস্থিত মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা অনেকে শুনিয়াছেন। তাঁহার বাক্যে এক মৃত শিশু পুনর্জ্জিবীত হইয়াছিল। ভূবর্লোকে বহু মুক্তাত্মার নিত্য আবাস স্থান। জড় জগৎ ও জীবের কল্যাণার্থে বহু বিদেহী মুক্তাত্মা এই স্তরে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন। অনেকেই তাহাদের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। এই ভূবর্লোকের নিম্নপ্রদেশে অর্থাৎ এই পৃথিবীর সন্নিকটবর্ত্তী ঊর্দ্ধ প্রদেশে, বিদেহী বহু জীবাত্মার বাস ও বিচরণ স্থান। ইহার নাম প্রেতলোক। সংসার

মোহে কামনাকৃষ্ট জীবাত্মাই তাহার স্থূল জড়দেহ ত্যাগের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর কিছুকাল এই স্তরে বসবাস করে। অনেকেই এই প্রেতের ও অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন।

সপ্তম স্তরের নাম ভূর্লোক—ক্ষিতিতত্ত্ব বা মূলাধার পদ্ম। ঊর্দ্ধবর্ত্তী অন্যান্য স্তরের ন্যায় এই স্তরও তত্ত্ব উপাদান প্রাধান্যে হিরণ্যগর্ভ দেবতার কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং জড় উপাদান প্রাধান্যে পঞ্চীকরণ সত্তায় অহং ও মনস্তত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাধীনে উৎপত্তি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ দেবতার শক্তি সম্ভূত অপঞ্চীকৃত তত্ত্ব উপাদান প্রাধান্যে যে ভূর্লোক বা ক্ষিতিতত্ত্ব, তাহা জীবের পঞ্চীকরণ সম্ভূত জড় দ্বারপথে প্রবাহি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। তবে তাহার ক্রিয়াশক্তি বা গুণ, গন্ধ প্রকৃতির অস্তিত্ব অন্তরে উপলব্ধি দ্বারাই ঐ তত্ত্ব আমরা মানিয়া লইতে পারি। অবশ্য ইহাও সাধনাজাত অনুমান জ্ঞান। এই অনুমান জ্ঞানের সূত্র ধরিয়া আগম জ্ঞান অর্থাৎ মুক্তাত্মা সাধক মহাত্মাবর্গের সাধন লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপদেশে লক্ষ্য স্থিরতরে সংযম (ধ্যান, ধারণা, সমাধি) প্রয়োগ করিতে পারিলে সাধনায়, সাধকের নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অক্ষি বলিলে সাধারণে যে জড়চক্ষু বুঝেন, এ প্রত্যক্ষের সহিত সে জড় চক্ষুর সম্বন্ধ নাই। যদি বলেন, অক্ষি বা চক্ষুর সম্বন্ধ না থাকিলে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় কি প্রকারে ? উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত ভাষায় বলিতে পারি "স্বপ্নদর্শন যেরূপ।" তবে বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রা স্পর্শের অভাব জনিত চিত্তের প্রত্যাবলম্বন বৃত্তি যে নিদ্রা, সেই নিদ্রার সহিত এ তত্ত্বদর্শনের আদৌ সম্পর্ক নাই। শ্রীগুরু উপদেশে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট অনুরাগ সম্পন্ন সাধক চিত্তের একতান অবস্থায় যখন শ্রীগুরু কৃপা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ সাধকের মনঃ ও প্রাণ স্পন্দনের বহিরুন্মুখীন গতি নিরোধে অন্তরুন্মুখীন গতিতে কুণ্ডলিনী চৈতন্য হয়, তখনই তিনি প্রাণ চৈতন্যের দিব্য জ্যোতিঃ বা আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই দিব্য জ্যোতিঃ প্রথমাবস্থায় অন্তর বাহির সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যুৎ ঝলকবৎ প্রকাশ পায়। অবশ্য এই অবস্থায় ইহার সহিত সাধকের ইচ্ছানুযায়ী এবং অক্ষি বা চক্ষুর সহিত কোন

সম্বন্ধ থাকে না; অর্থাৎ এই দিব্য জ্যোতিঃ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অবস্থায় প্রকাশিত হয়। যখন প্রকাশিত হয় তখন দিবালোকে চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোন বস্তু বা পদার্থের নামরূপ গ্রহণের বা উপলব্ধির শক্তি থাকে না। বরঞ্চ সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিলে উপলব্ধি হয় যে, ঐ দিব্য জ্যোতিঃ চক্ষুদ্বয়ের উর্দ্ধবর্ত্তী ভ্রূ অভ্যন্তরের কেন্দ্র স্থান অবলম্বনেই উদ্ভাসিত হইতেছে। পরে কিছু সময়ব্যাপী সাধনাভ্যাসে সাধকের ধ্যান ক্ষেত্রের লক্ষ্য স্থানে এই দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া ক্রমে স্থির হয়। তখন সাধক ঐ জ্যোতিঃ যাহার উপর প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ ঐ দিব্যালোকে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন বা তাহার দৃক্‌শক্তিতে যে সংকল্প উদয় হয়, তাহা জগদাতীত আধ্যাত্মিক দেবতত্ত্বই হউক আর জগতস্থ আধিভৌতিক যে কোন বিষয়ই হউক, সংকল্প মাত্রেই তাহার সম্যক্ অবস্থার জ্ঞান জন্মে বা দর্শন হয়। ইহারি নাম দিব্য চক্ষু, জ্ঞাননেত্র বা তত্ত্বদর্শন। ভগবান অর্জ্জুনকে, ব্যাস সঞ্জয়কে, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মুক্তাত্মাবর্গ তাঁহাদের অনুবর্ত্তী বহু শিষ্যমণ্ডলীকে এই দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও সিদ্ধ মহাত্মারা তাঁহাদের অনেক উপযুক্ত শিষ্যদিগকে এই দিব্য চক্ষু দিয়া থাকেন এবং দিতেছেন। তাহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। অভীষ্ট দেবতা শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই দিব্যালোকে দিব্য চক্ষু ব্যতীত, এই সূর্য্যালোকে জড় চক্ষু দ্বারা কোন মতেই হইবে না! ভগবানকে বা এই জগত্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিবার জন্য অপৌরুষেয় শ্রুতি বেদাদি শাস্ত্রে যে সন্ধ্যানুষ্ঠানের আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই এই দিব্য চক্ষুর কথা বলিয়াছেন।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥

জ্ঞানীগণ (অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত) আকাশে বিস্তৃত (প্রতিবন্ধক শূন্য) দিব্য চক্ষুতে, সেই বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ (প্রাণাত্মার দিব্যালোকে) সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন।

এই দিব্য চক্ষু ব্যতীত তত্ত্বদর্শন বা জ্ঞানলাভ হয় না। দিব্য চক্ষু লাভের সাধনার প্রথম স্তর ভূর্লোক, ক্ষিতিতত্ত্ব বা মূলাধার পদ্ম। সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভূবর্লোকের নিম্নেই এই ভূর্লোক বা ক্ষিতিতত্ত্ব ; ব্যষ্টি জীবদেহে গুহ্যের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে, মেরুদণ্ডের মজ্জাভ্যন্তরে সুষুম্না মুখেই মূলাধার কমলরূপে ইহার প্রকাশ। ইহারি নাম ভূর্ব্যাহৃতি। সাধনার ফলে দিব্যদেহে এই আধার কমল বা ক্ষিতিতত্ত্বে নিত্য অবস্থিতি পরায়ণ অগ্নি নামক মুক্তাত্মা কর্তৃক ঋগ্বেদের মন্ত্র সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল বলিয়াই ঋগ্বেদের ব্যাহৃতির নাম "ভূঃ।" এইরূপে এই ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয়ে সপ্তলোক বা সপ্তপদ্ম। সপ্তপদ্মের মধ্যে আজ্ঞাদি ষড়পদ্মেই বিশেষ ভাবে সাধককে সাধনা করিতে হয় বলিয়াই তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ঐ ষট্‌পদ্মই ষট্‌চক্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সপ্তব্যাহৃতি বা পদ্ম, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ প্রাণাত্মার দিব্য কিরণে নিত্য উদ্ভাসিত বলিয়াই হিরণ্ময় পাত্র বা কোষ নামে উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। এই হিরণ্ময় কোষ অহংতত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত। অহং ও মনস্তত্ত্বের কর্তৃত্বাধীনে পঞ্চীকরণে উপজায়মান এই ভূত প্রপঞ্চের মধ্যেই ঐ সপ্তলোক বা পদ্ম সমন্বিত হিরণ্ময় পাত্র নিত্য বিরাজিত আছে। প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার আলোকের শেষ প্রান্তে যেরূপ অন্ধকার বিরাজ করে, সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণদীপকলিকাকার প্রাণাত্মার কিরণ মণ্ডলের শেষ প্রান্তে, অন্ধকার বাচক অহংতত্ত্ব বা এই প্রপঞ্চ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ বাচক প্রাণাত্মার ঐ দিব্য কিরণমণ্ডলের নাম বিদ্যা বা পরা প্রকৃতি বা জ্ঞানতত্ত্ব। আর অন্ধকারময় তামস বাচক অহংতত্ত্ব সম্ভূত এই প্রপঞ্চ জগতের নাম অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি বা অজ্ঞানত্ব। এই দিব্যালোক ও অন্ধকার, বিদ্যা বা পরা ও অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি অথবা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্য বা সন্ধিস্থানে, সমষ্টি জগতে সূর্য্য এবং ব্যষ্টি জীবক্ষেত্রে মূলাধার কমল অবস্থিত। এই কমলস্থ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গই অহংতত্ত্ব, আর অপরা প্রকৃতি-ক্ষেত্রে অজ্ঞানান্ধকারে মায়া মোহাচ্ছন্ন জীবাত্মাই কুলকুণ্ডলিনীরূপে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই কুল গুলিনী বিজড়িত অহংতত্ত্বই,

ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় প্রাণাত্মা বা সপ্তলোক সমন্বিত হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ। এই আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, ঐ সত্যস্বরূপ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা হিরণ্ময় পাত্র গোচরীভূত হয় না।

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

"ঈশোপনিষৎ"

হে জগৎ পোষক পরমাত্মন! জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা ত্বদীয় প্রাপ্তিমার্গ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্য স্বরূপ তোমার আরাধনায় এবং প্রকৃত ধর্ম্মের সেবায় আমি সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছি। সুতরাং সত্য ও আত্ম স্বরূপ ত্বদীয় নিত্য সত্যরূপ প্রদর্শনার্থ, মৎসকাশ হইতে সেই হিরণ্ময় পাত্রের আচ্ছাদন উন্মোচন কর।

ব্যষ্টি জীবদেহে ষট্‌চক্র বা সপ্তলোকে সপ্তব্যাহৃতি সমন্বিত সুষুম্নাই এই হিরণ্ময় পাত্র। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপকলিকাকারে প্রাণাত্মা এই সুষুম্না মধ্যে হৃদ্‌পদ্মে বিরাজিত। ত্বদীয় দিব্যজ্যোতির্ম্মণ্ডলে সুষুম্না মধ্যস্থ উর্দ্ধাধঃ সপ্তলোক পদ্ম নিত্য উদ্ভাসিত। সুষুম্না অভ্যন্তরস্থ এই দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলময় হিরণ্ময় পাত্রের মধ্যে পরমাত্মার নিত্য সত্য ভাব বা স্বরূপাবস্থা চিরবিরাজিত। প্রাণাত্মার যে গতি বা প্রবাহের উপরে ভূর্ভুবাদি এই সপ্তব্যাহৃতি বা স্তর, মালার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে; সেই প্রবাহের নামই প্রণব। তাই এই সপ্তস্তর প্রবাহী প্রণবের অবলম্বনেই উর্দ্ধ গতিরূপ বিলোম সাধনায় জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। সুষুম্না মধ্যবর্ত্তী প্রণবের এই স্বরূপ বা বিলোম গতি এবং সাধনার ক্রম পরিপাকে ধ্বনি ও জ্যোতিঃ উপলব্ধি করিতে পারিলেই সেই হিরণ্ময় পাত্রের আচ্ছাদন উন্মোচন হয়। এই সাধনাই বেদ উপনিষদাদি সর্ব্ব প্রামাণ্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্মত অভিমত। সেই শ্রীগুরু শাস্ত্রের অভিমতে ও আদেশে ঐ সাধনার প্রথম বা প্রবর্ত্তাবস্থার বিষয়. শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চার বা কুল-

কুণ্ডলিনীর চৈতন্যাদিতে অন্তঃপ্রাণায়ামের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় সাধক বা সিদ্ধাবস্থার সাধন বিষয় পরবর্ত্তী জপগায়ত্রী অধ্যায়ে বলিব। ঐ হিরণ্ময় পাত্রস্থ প্রণবে যে সপ্তব্যাহৃতির অবতারণা করিলাম, তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদীয় নাদবিন্দু উপনিষদে উক্ত আছে যে,—

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকার স্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা॥
পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্শ্চোত্তরং স্মৃতম্॥
ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্ত জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ॥
জনলোকস্ত হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাট মধ্যে চ সত্যলোকতুচার্থে॥

নাদবিন্দুপনিষৎ।

অকার, উকার, মকারে হংসাখ্য প্রণব বা ওঙ্কারের অকার দক্ষিণ পক্ষ, উকার বাম পক্ষ, মকার পুচ্ছ এবং নাদ বিন্দুই অর্দ্ধমাত্রা শিরঃ স্বরূপ। রজঃ ও তমোগুণ ঐ হংসরূপী প্রণবের পাদদ্বয়, সত্ত্ব গুণ দেহ, ধর্ম্ম দক্ষিণ চক্ষু এবং অধর্ম্ম বাম চক্ষু স্বরূপ, ঐ প্রণবের পাদদেশ অর্থাৎ নিম্নাংশে ভূর্লোক, তদূর্দ্ধে জানুদেশে ভুবর্লোক এবং কটিপ্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্বর্লোক মধ্যে নাভিস্থলে স্বঃ, হৃৎ প্রদেশে মহঃ, কণ্ঠে জনঃ, ভ্রূমধ্যে তপঃ ও অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দু স্বরূপে শিরঃ প্রদেশেই সত্যলোক অবস্থিত।

পর্ব্বত নিঃসৃত জলপ্রবাহ যেরূপ তাহার গতি ও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া অবশেষে সাগরে মিলিতা হয়, ব্রহ্ম-লোক বিনিঃসৃত প্রণবও সেইরূপ প্রাণ প্রবাহ নামক গতিতে, ঐ গতির স্থান ভেদে সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তলোক নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন। আব্রহ্ম স্তম্ব বা এই চরাচর জগতের নামরূপের বিষয়ীভূত প্রত্যেক পদার্থই ঐ প্রণব প্রবাহে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণ প্রবাহাত্মক প্রণব সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ, ইহার নিম্নাংশ সৎ

স্বরূপ, মধ্যাংশ চিৎ স্বরূপ, ঊর্দ্ধাংশ আনন্দ স্বরূপ। ঊর্দ্ধাংশে স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ এই পঞ্চব্যাহৃতি বা লোক ; এবং নিম্নাংশে ভূর্ভুবঃ এই ব্যাহৃতি দ্বয় বা লোক অবস্থিত। পর্ব্বত অভিনিঃসৃতা একই জল প্রবাহ যেরূপ পর্ব্বতাদি ঊর্দ্ধ প্রদেশে নির্ম্মল এবং পৃথিব্যাদি অধঃপ্রদেশে সমল সলিলে প্রবাহিত হয়; ব্রহ্মজ্যোতিঃ অভিনিঃসৃত প্রাণপ্রবাহাত্মক ঐ প্রণবও সেইরূপ ঊর্দ্ধাংশে নির্ম্মল তত্ত্ব উপাদান এবং নিম্নাংশে সমল পাঞ্চভৌতিক উপাদান সম্ভূত নামরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। ভূর্ভুবস্বরীয় পঞ্চভূত উপাদান সম্ভূত নামরূপ বিশিষ্ট প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে ঐ প্রণব বা প্রাণ প্রবাহ অবস্থিত থাকিলেও তাহার ঊর্দ্ধাংশে অবস্থিত চিৎচৈতন্যে আনন্দ স্বরূপ শক্তি মানব দেহেই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। এইজন্যই উপনিষদ মানবদেহকে ব্রহ্মপুর বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক লোকের অস্তিত্ব মানব দেহে আছে; এইজন্য মানব দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার বলে। দেহের কোন স্থানে কোন লোক উত্তর গীতায় তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে যে ;—

ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং ॥
তস্যা মধ্যগতাঃ সূর্য্য সোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ ॥
দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্র বিদ্যাকুলাক্ষরাঃ।
স্বর মন্ত্র পুরাণানি গুণা চৈত্যানি সর্ব্বগঃ ॥
বীজ জীবাত্মক স্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণ বায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে যে সূক্ষ্মরূপিনী সুষুম্না নাড়ী আছে তাহাতে সর্ব্বগতি ও সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও পরমেশ্বর এই

চারি দেবতা, পঞ্চভূত, চতুর্দ্দশ ভুবন, দশদিক, সকল ধর্ম্মক্ষেত্র, সপ্ত সমুদ্র, সকল পর্ব্বত, শিলা, সপ্ত দ্বীপ, নদ নদী, স্বর ব্যঞ্জনাদি অক্ষর, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র ও বিদ্যা, পুরাণ ও মন্ত্রতন্ত্রাদি, সত্বাদি গুণত্রয় এবং প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু রহিয়াছে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাণবায়ুরূপী জীবাত্মা সহ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ঐ সুষুম্না মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অমরাবতীন্দ্র লোকেঽস্মিন্নাসাগ্রে পূর্ব্বতোদিশি।
অগ্নিলোকাস্থথজ্ঞেয়শ্চক্ষুস্তেজোবতী পুরী॥
যাম্যাং সংয়মনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নৈঋ্ঁতোহ্থতৎ পার্শ্বে নৈঋ্ঁতো লোক আশ্রিতঃ॥
বিভাবরী প্রতীচ্যান্ত পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী।
বায়োর্গন্ধবতী কর্ণ পার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
সৌম্যাং পুষ্পবতী সৌম্যা সোমলোকস্ত কণ্ঠতঃ।
বামকর্ণেতু বিজ্ঞেয়া দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥
বাম চক্ষুষি চৈশানা শিবলোক মনোন্মনী।
মূর্দ্ধি, ব্রহ্মপুরীজ্ঞেয়া ব্রহ্মান্তং দেহ সংশ্রিতম্॥
পাদাদধঃ স্থিতোঽনন্তঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়াত্মকঃ।
অনাময়মধশ্চোর্দ্ধং মধ্যমন্তর্বহিঃ শিবম্॥
অধঃপাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদ সন্ধিস্ত সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে॥
মহাতলং হি জানুঃ স্যাৎ উরুদেশে রসাতলম্।
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতাল সংজ্ঞয়া॥
কালাগ্নি নরকং ঘোরং মহাপাতাল সংজ্ঞয়া।
পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্দ্র ফণীমণ্ডলম্॥
বেষ্টিতঃ সর্ব্বতোঽনন্তঃ সবিভ্রজ্জীব সংজ্ঞকঃ।
ভূর্লোকং নাভিদেশেতু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ॥
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদি গ্রহতারকম্।
সূর্য্যসোম সুনক্ষত্রং বুধশুক্র কুজাঙ্গিরাঃ॥

মন্দশ্চ সাপ্তমো জ্ঞেয়াধ্রুবোঽন্তঃ সর্ব্বলোকতঃ।
হৃদয়ে কল্পয়েদ্যোগী তস্মিন্ সর্ব্ব সুখং লভেৎ॥
হৃদয়েঽস্তু মহর্লোকং জন লোকস্তু কণ্ঠতঃ।
তপোলোকং ভ্রুবোর্মধ্যে মূর্দ্ধ্নি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং॥

উত্তর গীতা।

নাসার অগ্রভাগে অমরাবতী নামক ইন্দ্রলোক, দক্ষিণ নেত্রে তেজোবতী নামক অগ্নিলোক, দক্ষিণ কর্ণে সংযমনী নামক যমলোক, দক্ষিণ কর্ণ পার্শ্বে নৈঋ্ঝত লোক, পশ্চাৎ দিকে—পৃষ্ঠদেশে বিভাবরী নাম্নী বারুণিকী পুরী, বাম কর্ণ সমীপে গন্ধবতী নামক বায়ুলোক, কণ্ঠদেশাবধি বামকর্ণ পর্য্যন্ত কুবেরের পুষ্পবতী পুরী, বামনেত্রে ঈশানের অবস্থিতি স্থান—মনোন্মনী পুরী, মস্তকে ব্রহ্মলোক।

প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রতিভাশালী ভগবান, কি ঊর্দ্ধ, কি মধ্য, কি অধঃ, কি বাহ্য, কি অন্তর সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়া নিয়ত কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

জীবের পদদেশে বিতল, পদের অধোদেশে অতল, পদসন্ধিগুল্ফ স্থানে নিতল, জঙ্ঘায় সুতল, জানুদেশে মহাতল, উরুদেশে রসাতল, কটিদেশে তলাতল এই সপ্ত পাতাল জীবদেহে বিদ্যমান আছে।

নাভির নিম্নভাগে ফণীন্দ্র যে স্থানে অনন্ত জীবরূপে কুণ্ডলাকারে আছেন, তাহাই পাতাল বলিয়া জানিবে।

নাভিদেশে ভূর্লোক, কুক্ষিদেশে ভুবর্লোক এবং হৃদয়ে সূর্য্যাদি গ্রহ তারা সমন্বিত স্বর্গলোক অবস্থিত। যোগী ব্যক্তি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নক্ষত্রাদি ধ্রুবলোক কল্পনা করিবেন। এইরূপ করিলে তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

ঐ হৃদয়েই মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, ভ্রূমধ্যে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে।

এইরূপে মানবের এই স্থূলদেহই সপ্তব্যাহৃতি সমন্বিত বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বা সংক্ষিপ্ত সার স্বরূপ। বৈদ্যুতিক বা বাষ্পীয় বল

যেরূপ যন্ত্রভেদে বহুরূপ কার্য্যশক্তি প্রকাশ করে; প্রাণাত্মা বা প্রাণ প্রবাহও তদ্রূপ তত্ত্ব ও পাঞ্চভৌতিক উপাদান সম্ভূত যন্ত্রভেদে, সপ্তব্যাহৃতি এবং উল্লিখিত বহু লোকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্ম ও স্থূল, তত্ত্ব এবং ভূত উপাদান বিনির্ম্মিত ঐ সমস্ত লোকে, প্রাণচৈতন্য বহুরূপে উদ্ভাসিত হইয়া বহু নামে আখ্যাত হইলেও স্বরূপতঃ তিনি একই। মিষ্ট রসের প্রকরণ ভেদে যেরূপ নানা প্রকার দ্রব্য সংযোগে বহুরূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইলেও সেই সেই মিষ্টান্নে তত্তৎ দ্রব্যের সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিয়া, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের অস্তিত্ব সংরক্ষিত এবং আস্বাদনে রসানুভব হয়; তদ্রূপ প্রাণচৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ডের সারসমষ্টি এই মানব দেহ তত্ত্ব ও ভূত উপাদান সম্ভূত বহু লোকের সত্ত্বায় প্রস্তুত হইয়া তত্তৎ লোকের সত্ত্বা বিদ্যমান এবং স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেক লোকের অস্তিত্ব সংরক্ষিত থাকিয়া সাধকের সাধনা জনিতঃ প্রাণশক্তির সঞ্চারণে ঐ সমস্ত লোকের অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া থাকে। এই শাস্ত্র কথিত এবং বহু সাধক মহাজন পরম্পরিত অনুভূত বিষয়ে অবিশ্বাস বা সন্দেহের কোন কারণ নাই। যেরূপ সাধনায় সাধকবর্গ ইহার অনুভূতি বা দর্শন পাইয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা বিশেষ রূপেই বলিয়াছি। জীবদেহে বহিরুন্মুখীন প্রাণ ও মনের গতি ফিরাইয়া অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অন্তরুন্মুখীনে সুষুম্নায় লইয়া, বৈরাগ্য জনিতঃ চিত্তস্থৈর্য্যে মন্ত্র গায়ত্র্যাদির জপ কৌশলে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়।

বাউলের সুর।

ভোলা মন কর কিরে, একবার ডুবে
দেখ গিয়ে দেল দরিয়ায়।
আছে অমূল্য রতন, করলে যতন
ধরায় সে ধন ধরা যে যায়॥১
জলে প্রাণায়াম শিক্ষা, লইয়ে দীক্ষা
ডুবলে মন স্রোতে ডোবা যায়।

কামাদি কুম্ভীর সবে,　　　পালাইবে
　　বিবেক হলুদ দেখে গায় ॥২
যাহা আছে এ ব্রহ্মাণ্ডে,　　　দেহভাণ্ডে
　　বিরাজিত সূক্ষ্ম সত্তায়।
নদ নদী সাগর সঙ্গম,　　　স্থাবর জঙ্গম,
　　ইন্দুবিন্দু আদি সমুদায় ॥৩
সুষুম্না সরস্বতী,　　　যমুনা নদী,
　　ইড়া, গঙ্গা পিঙ্গলায়।
এই তিনে যুক্ত যথা,　　　প্রায়াগ তথা,
　　মুক্ত ত্রিবেণী আজ্ঞায় ॥৪
সাগরাদি মূলাধারে,　　　স্থিতি করে
　　কুণ্ডলিনী যাঁরে বলা যায়।
ডুবিয়ে নিলে শরণ,　　　করণ কারণ
　　মিলে সব তাঁহার কৃপায় ॥৫
তার ঊর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠানে,　　　মকর বাহনে,
　　নারায়ণে দেখবি তথায়।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠানে,　　　হয় অধিষ্ঠান ;
　　ভূর্ভুবে তত্ত্ব সত্তায় ॥৬
তার ঊর্দ্ধ মণিপুরে,　　　স্বর্লোকেতে,
　　রক্তবর্ণ পুরুষ তথায়।
দেহ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন　　　করছে যে জন,
　　ধরলে তারে সব পাওয়া যায় ॥৭
হলে তার ঊর্দ্ধগত　　　দেখবি কত
　　অনাহত চক্র তথায়।
সে চক্রের চক্রধারি　　　চক্র করি
　　চালাচ্ছেন কল কেবল হাওয়ায় ॥৮
এই হয় মহোলোক,　　　প্রাণালোক ;
　　সদা স্থিতি করে হেথায়।

তার ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধে মন করলে গমন
বাগ্‌বাদিনী দেখবি তথায় ॥৯
জনঃলোক ইহার নাম, হরের ধাম,
গৌরী সনে আছেন সদায়।
বারেক তায় নিরখিলে সব জ্ঞানমিলে
বাক্য সিদ্ধি তাঁহার কৃপায় ॥১০
তার ঊর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে কাশীক্ষেত্রে
যখন রে মন যাবি তথায়।
হবি তুই অন্তঃর্যামি বিশ্ব স্বামী
অন্নপূর্ণা হেরে সেথায় ॥১১
ইহার নাম তপঃলোক, জ্যোতিঃ বিশোক ;
যোগী জনে সদা ধেয়ায়।
তার ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ ইন্দু ঊর্দ্ধে বিন্দু
চন্দ্র বিন্দু বলিস রে যায় ॥১২
পাবি সেথা সুধার আকার হবি অমর
খেয়ে সুধা সেই অমরায়।
তার ঊর্দ্ধে সহস্রার বিন্দুর আকার
দেখবি তথায় ব্রহ্ম নিলয় ॥১৩
সত্যলোক বলে সবে, সর্ব্ব দেবে ;
বাঞ্ছা করে যেতে হেথায়।
সেখানে লয় হয় রে মন জনম মরণ
হয় না তার আর পুনরায় ॥১৪
এইখানে হয় ব্রহ্মজ্ঞান সবাই সমান
ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডাদি সমুদায়।
তাই বুঝে অবোধ মন, লওরে শরণ ;
সত্যলোকে সত্য আশ্রয় ॥১৫

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

জপ গায়ত্রী।

বৈদিক।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ; তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্যধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

গায়ত্রীর উচ্চারণ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ; তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং (র্ব্বরেণিয়ং), ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো (ইয়) নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

অন্বয়—ওঁ ভূঃ (ভূর্ব্যাহৃতিঃ ক্ষিতিতত্ত্বং মূলাধারপদ্মম্) ভুবঃ (ভুবর্ব্যাহৃতিঃ অপ্‌তত্ত্বং স্বাধিষ্ঠানপদ্মম্) স্বঃ (স্বর্ব্যাহৃতি তেজঃমরুদ্ব্যোমমনস্তত্ত্বং মণিপুরঅনাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যং লোকচতুষ্টয়ম্) তৎ (তস্য সপ্তলোকাঃ) সবিতুঃ (প্রসবিতুঃ) দেবস্য (সুরস্য) বরেণ্যং (বরণীয়ং) ভর্গঃ (সম্বিৎনামাদিব্যজ্যোতির্ম্ময়শ্চেতনাত্মা একাক্ষরপ্রণববাচকব্রহ্মস্বরূপপরমাত্মভূতপ্রাণিনাং হৃদ্‌পদ্মে যো বসতি সোঽপিভর্গএব ; তথাহি—প্রাণিনাং হৃদয়ে সূর্য্যমণ্ডলমস্তি, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে সোমমণ্ডলং, তন্মধ্যে তেজঃ,তেজোমধ্যে সত্যং, সত্যমধ্যে পরমাত্মা; তত্র সোমমণ্ডলমধ্যে যো তেজোমণ্ডলঃ স এব অমৃতনামা চেতনাত্মা ; তদেবংস্বরূপঃ অমৃতনামা চেতনাত্মাপি তস্য অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষান্তরাত্মা ভর্গস্যৈব মূর্ত্তিরিতি প্রতিপাদিতম্) ধীমহি (বয়ং চিন্তয়াম)। যঃ (যোভর্গঃ) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ, সম্বিৎনামা চেতনাত্মস্বরূপেণ, প্রেরয়েৎ)।

অনুবাদ। সেই সপ্তলোকপ্রসব কর্ত্তা, দেবতাদিগেরও পূজনীয়, পরম ব্রহ্মবাচক প্রণবাকারে (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধার স্বরূপে প্রতি জীবদেহে অবস্থিত এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজের প্রাণভূত) দিব্যজ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি ; যে জ্যোতিঃ সম্বিৎরূপে আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রেরণ করিতেছেন।

তান্ত্রিক।

বিষ্ণু গায়ত্রী।

ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি; তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

নারায়ণ গায়ত্রী।

নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি; তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

নৃসিংহ গায়ত্রী।

বজ্রনখায় বিদ্মহে, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি; তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ॥

হয়গ্রীব গায়ত্রী।

বাগীশ্বরায় বিদ্মহে' হয়গ্রীবায় ধীমহি; তন্নোহংসঃ প্রচোদয়াৎ॥

গোপাল গায়ত্রী।

কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি; তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

রাম গায়ত্রী।

দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি; তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ॥

শিব গায়ত্রী।

তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি; তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ॥

গণেশ গায়ত্রী।

তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি; তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

সূর্য্য গায়ত্রী।

আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি; তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥

কামদেব গায়ত্রী।

কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি; তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥

কালিকা গায়ত্রী।

কালিকায়ৈ বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি; তন্নোঽ-ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

দক্ষিণ কালিকা গায়ত্রী।

দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে, ধ্যানস্থায় ধীমহি; তন্নোধীশ প্রচোদয়াৎ॥

শক্তি গায়ত্রী।

সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে, বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি; তন্নোশক্তি প্রচোদয়াৎ॥

দুর্গা গায়ত্রী।

মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ॥

ভুবনেশ্বরী গায়ত্রী।

নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ॥

জয় দুর্গা গায়ত্রী।

নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি; তন্নোগৌরী প্রচো-দয়াৎ।

অন্নপূর্ণা গায়ত্রী।

ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি; তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥

মহিষমর্দ্দিনী গায়ত্রী।

মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ॥

তারা গায়ত্রী।

তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি ; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥

ত্রিপুরাসুন্দরী গায়ত্রী।

ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, সৌস্তনঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ ॥

ভৈরবী গায়ত্রী।

ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে, ভৈরব্যৈ ধীমহি ; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥

বাল ভৈরবী গায়ত্রী।

ঐঁ বাগীশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে, ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি ; সৌস্তনঃ শক্তি প্রচোদয়াৎ ॥

ত্বরিতা গায়ত্রী।

ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে, মহানিত্যায়ৈ ধীমহি ; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥

ছিন্নমস্তা গায়ত্রী।

বৈরচিন্যৈ বিদ্মহে, ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি : তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥

লক্ষ্মী গায়ত্রী।

মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে, মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি ; তন্নঃশ্রী প্রচোদয়াৎ ॥

সরস্বতী গায়ত্রী।

বাগদেব্যৈ বিদ্মহে, সরস্বত্যৈ ধীমহি ; তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥

গরুড় গায়ত্রী।

গরুড়ায় বিদ্মহে, সুপর্ণায় ধীমহি ; তন্নোগরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ ॥

অন্বয়—বিষ্ণুঃআদি গরুড়ায় বিদ্মহে (বিষ্ণুঃআদি গরুড়ায়ৈ দেবতানাং স্বরূপ তত্ত্বং তেষাং অধিষ্ঠানক্ষেত্রঞ্চ প্রাণিনাং হৃদ্‌পদ্মে যো তেজঃ-মণ্ডলঃ তন্মধ্যে দেবতানাং স্বরূপতত্ত্বং শ্রীগুরুশাস্ত্র প্রমুখাৎ সংজানামি) কামদেবাদি সুপর্ণায় ধীমহি (তান দেবান দেবীঃ বা ব্রহ্মাধারভূতাং মহাশক্তিঃ নিশ্চয়াত্মিকয়াবুদ্ধ্যাধারয়ামি।) তন্নঃ (তৎ-তান দেবদেবীঃ, নঃ-অস্মাকং) বিষ্ণুঃ আদি গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ (অস্মাকং বুদ্ধি তেষাং জ্ঞানধ্যানে একাক্ষর ব্রহ্মবাচক প্রণবময় সম্বিৎপথেণ প্রেরয়তু)।

অনুবাদ—বিষ্ণু আদি গরুড় দেবদেবীদিগর স্বরূপ তত্ত্ব হৃদ্‌পদ্মাস্থ তেজমণ্ডলমধ্যে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানক্ষেত্র শ্রীগুরুশাস্ত্র মুখে আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি। পরম ব্রহ্মের আধারভূত ঐ সকল দেবতা বা দেবীদিগকে আমি আমার নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি দ্বারা হৃদ্‌পদ্মে ধারণা করি। ঐ দেবদেবী সকল আমাদিগর বুদ্ধিকে, একাক্ষর ব্রহ্মবাচক-প্রণবময় সম্বিৎপথে, তাঁহাদিগর জ্ঞান ও ধ্যানে প্রেরণ করুন।

প্রমাণে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা।

গৈ ও ত্রা এই দুই ধাতুর যোগে গায়ত্রী শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। গৈ ধাতুর অর্থ গাণ; আর ত্রা ধাতুর অর্থ ত্রাণ করা অর্থাৎ রক্ষা বা উদ্ধার করা। সুতরাং গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হইতেছে দুইটী—(১) গায়ন্তংত্রায়তে, যে লোক গায়ত্রীকে গান করেন, তাহাকে তিনি পরিত্রাণ করেন। (২) গায়তি ত্রায়তে চ, যিনি নিজেই অক্ষরাত্মক শব্দরূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীভগবান বা পরম ব্রহ্মের বহু প্রকার নাম সংকীর্ত্তন করেন; এবং মাভৈঃ প্রভৃতি শব্দে সাধককে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে রক্ষা করেন বলিয়াই এই মন্ত্র বা ছন্দকে গায়ত্রী বা গায়ত্রী বলে। সুতরাং গাণ ও ত্রাণ করাই গায়ত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

"গায়ত্ত্যনয়েতি গায়ত্রী। অথবা গায়তো মুখাৎ ত্রিঃ ত্রিপদা উৎপতিতেতি গায়ত্রী। যয়া—গায়ন্তং ত্রায়ত ইতি গায়ত্রীতি নিরুচ্যতে।" যে ব্যক্তি ইহার গান করেন, তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এইজন্যই ইহার নাম গায়ত্রী। অথবা

গকারো গতিদঃ প্রোক্ত অকারোবিষ্ণুরব্যয়ং।
"ত্র" স্ত্রাতাচ তথা বিদ্ধি ঈকার ঈশ্বর স্বয়ং॥

গকারে গতি দাতা, অকার বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ, ত্রশব্দে ত্রাণ-কর্ত্তা, ঈকারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর পরমব্রহ্ম। যিনি উপাসককে বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদ বা পরম ব্রহ্মে গতি প্রদান করিয়া ত্রাণ করেন তিনিই গায়ত্রী। অন্য মতে "গাচেতি সর্ব্বগা শক্তির্যন্ত্রী তত্র নিয়ন্ত্রিকা।" গাশব্দে সর্ব্বগামিনী শক্তি এবং যন্ত্রী শব্দে সকলের নিয়মনকারিণী। পরম ব্রহ্মের যে শক্তি সর্ব্বগামিনী থাকিয়া সকলের নিয়ন্ত্রী তাহাকে গায়ত্রী বলে। গায়ত্রীর এইরূপ ভাবার্থ আছে যে,

গায়ত্র্যাবর্ণমেকৈকং সাক্ষাৎ দেব স্বরূপকম্।
তস্মাৎ উচ্চারণাত্তস্য ত্রাণমেব ভবিষ্যতি॥

গায়ত্রীর এক একটী বর্ণই সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ সেইজন্য তাহার উচ্চারণ করিলেই উদ্ধার লাভ হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক গায়ত্রীর ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনে গায়ত্রী তন্ত্রে উল্লেখ আছে।

চতুর্ব্বিংশাক্ষরী বিদ্যা পরতত্ত্ব বিনির্ম্মিতা।
তকারাৎ য়াৎকার পর্য্যন্তং শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিনী॥

তকার হইতে য়াৎকার পর্য্যন্ত (তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি; ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ) এই চতুর্ব্বিংশাক্ষরী গায়ত্রী শব্দ ব্রহ্ম প্রণবাকারে পরতত্ত্ব বা পরাবিদ্যায় বিনির্ম্মিত। ইহার প্রত্যেক অক্ষরে জীবাত্মার শক্তি পরিচয় ও দেবতাবর্গের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যে উল্লেখ আছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥
মনোবুদ্ধিস্তথাত্মাচ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্।
চতুর্ব্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণিতু॥
প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্॥

গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি,

অহঙ্কার ও আত্মা এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব অবস্থিতি করে, অর্থাৎ ঐ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর হইতেই জীবাত্মার ঐ চতুর্ব্বিংশতি শক্তি বিনির্গত হইয়াছে। গায়ত্রীর প্রত্যেক অক্ষরের দেবতার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে গায়ত্রীহৃদয়ে উল্লেখ আছে যে, প্রথমমাগ্নেয়ং -- প্রথম অক্ষর তকারের দেবতা অগ্নি, দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং—দ্বিতীয় অক্ষর "ৎ"য়ের দেবতা প্রজাপতি, তৃতীয়ং সোম্যং—তৃতীয় অক্ষর সকারের দেবতা সোম, চতুর্থ মৈশানং—চতুর্থ অক্ষর "বি"এর দেবতা ঈশান, পঞ্চমমাদিত্যং—পঞ্চম অক্ষর "তু"এর দেবতা অদিতি, ষষ্ঠ বার্হস্পত্যং—ষষ্ঠ অক্ষর বকারের দেবতা বৃহস্পতি, সপ্তমং ভগদেবতাম—সপ্তম অক্ষর "রে"এর দেবতা ভগ, অষ্টমং পিতৃদেবত্যং—"ণ্যং" এই অষ্টম অক্ষরের দেবতা পিতৃগণ, নবমমার্য্যামণং—"ভ" এই নবম অক্ষরের দেবতা অর্য্যমা, দশমং সাবিত্রম্—"র্গো" এই দশম অক্ষরের দেবতা সবিতা, একাদশং ত্বাষ্ট্রং—"দে" এই একাদশ অক্ষরের দেবতা ত্বষ্টা, দ্বাদশং পৌষ্ণং—"ব" এই দ্বাদশ অক্ষরের দেবতা পূষা, ত্রয়োদশমৈন্দ্রাগ্নং—"স্য" এই ত্রয়োদশ অক্ষরের দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি, চতুর্দ্দশংবায়ব্যং—"ধী" এই চতুর্দ্দশ অক্ষরের দেবতা বায়ু, পঞ্চদশং বামদেবং—"ম" এই পঞ্চদশ অক্ষরের দেবতা বামদেব, ষোড়শং মৈত্রা বরুণং—"হি" এই ষোড়শ অক্ষরের দেবতা মিত্র ও বরুণ। সপ্তদশং বাভ্রব্যম--"ধি" এই সপ্তদশ অক্ষরের দেবতা বভ্রু, অষ্টাদশং বৈশ্বদেব্যম—"য়ো" এই অষ্টাদশ অক্ষরের দেবতা বিশ্বদেব। একোন বিংশতিকং বৈষ্ণবং—"য়ো" এই উনবিংশ অক্ষরের দেবতা বিষ্ণু, বিংশতিকং বাসবম্—"নঃ" এই বিংশ অক্ষরের দেবতা বসু। একোবিংশতিকং তৌষিতং—"প্র" এই একবিংশ অক্ষরের দেবতা তুষিতগণ, দ্বাবিংশতিকং কৌবেরং—"চো" এই দ্বাবিংশ অক্ষরের দেবতা কুবের, ত্রয়োবিংশতিকমাশ্বিনং—"দ" এই ত্রয়োবিংশ অক্ষরের দেবতা অশ্বিনীকুমার, চতুর্ব্বিংশতিকং ব্রাহ্মম্—"য়াৎ" এই চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরের দেবতা ব্রহ্মা। এই চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী প্রণবময়, এই প্রণবই পঞ্চবিংশতি পুরুষতত্ত্ব। এই গায়ত্রী সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বাইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥১॥

এই পরিদৃশ্যমান জগতে স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণিজাত যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎ সমস্তই গায়ত্রীর স্বরূপ অর্থাৎ গায়ত্রী হইতেই জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়া, ঐ গায়ত্রীর আশ্রয় ও অবলম্বনেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে। বাক্ বা শব্দই গায়ত্রী; এই বাক্ই সমস্ত ভূতগ্রামের নাম রক্ষা করে, এবং এই বাকাত্মক শব্দের বা সুরের দ্বারাই শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তন হয়। এইরূপে যিনি সর্ব্বভূতময় হইয়া তাহার গাণকারিকে ত্রাণ করেন; এবং সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে রক্ষা করেন তিনিই এই গায়ত্রী।১।

যা বৈ সা গায়ত্রী বাব সা—যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥২॥

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে গায়ত্রীই পৃথিবী। যেহেতু গায়ত্রীতে সর্ব্বভূত সম্বন্ধ আছে, সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতে অবস্থিত, কেহই এই পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান থাকিতে পারে না।২।

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা, যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥৩॥

সেই পৃথিবী রূপা গায়ত্রীর কার্য্য কারণ সংঘাতে প্রাণীর শরীর; যেহেতু শরীর পার্থিব পদার্থ। এই নিমিত্ত শরীর ও গায়ত্রীর স্বরূপ। প্রাণ সকলও এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠিত আছে। কেহই এই শরীররূপ গায়ত্রীকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না।৩।

যদ্বৈ তৎপুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়ম্, অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥৪॥

যাহা সেই পুরুষাশ্রিত শরীররূপী গায়ত্রী, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত হৃদয়পুণ্ডরীক অর্থাৎ হৃদ্‌পদ্ম—ইহাই সেই গায়ত্রী। যেহেতু এই সমস্ত প্রাণ ঐ হৃদয়পুণ্ডরীকেই অবস্থিতি করে। অতএব শরীরের ন্যায় এই হৃদ্‌পুণ্ডরীকই গায়ত্রীর

স্বরূপ। কখনও প্রাণ সকল এই হৃদ্‌পদ্মক অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, "প্রাণোঽহ পিতা, প্রাণোমাতা", "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি" প্রাণ সকল কখনও কোন প্রাণীকে হিংসা করে না, এই প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা।৪।

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী; তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্ ॥৫॥

সেই প্রসিদ্ধা এই গায়ত্রীর চারিটি পাদ, তাহার এক এক পাদ ষড়ক্ষর বিশিষ্ট, ইহাতে গায়ত্রী ছন্দ স্বরূপা হইয়া ষড়বিধ হইয়াছেন। বাক্য, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণরূপা হইয়াই গায়ত্রী ষট্ প্রকার। বাক্ ও প্রাণ গায়ত্রীর অনুগত বলিয়া গায়ত্রীই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইল। ঋক মন্ত্রেও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥৬॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে চতুষ্পাদ ও ষড়বিধ গায়ত্রী ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, তাহাই পাদাদি বিভাগ বিশিষ্ট গায়ত্রাখ্য ব্রহ্মের মাহাত্ম্য বিস্তার অর্থাৎ মহিমা বা বিভূতি মাত্র এবং ইহাই ব্রহ্মের বিকার, এই বিকার লক্ষণ গায়ত্রাখ্য ব্রহ্মের বিভূতি বিস্তার হইতেই বাক্যের আরম্ভ মাত্র, মহত্তর পরমার্থ সত্যরূপ অবিকার পুরুষ আবির্ভূত হয়েন, ইনিই সকল পূরণ করিয়া অন্তঃপুরে শয়ান আছেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতই এই পুরুষের এক পাদ। এই পুরুষ ত্রিপাদ, সেই ত্রিপাদাখ্য পুরুষই পাদাদি বিভাগ বিশিষ্ট গায়ত্র্যাত্মক ব্রহ্মের অমৃত, উহা দ্যোতনশীল আত্মাতে অবস্থিত আছে।৬।

যদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্ যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ, যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥৭॥

গায়ত্রী রূপে যে অমৃত স্বরূপ ত্রিপাদ ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, এই বাহ্য ভৌতিক আকাশ ও তাহার বাহ্য পুরুষ হইতে প্রকাশ পায়, আর অন্তর্গত যে শরীর আকাশ তাহাও আন্তরিক পুরুষ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে।৭।

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ ॥৮॥

হৃদয় পুণ্ডরীকের মধ্যে যে অন্তর আকাশ আছে, তাহাই সেই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই এক আকাশেরই বাহ্য, শারীরিক ও আন্তরিক এই ত্রিবিধ বিভেদ আছে, যেহেতু বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়ীভূত জাগরিত স্থান সকলেই মনের দুঃখ বাহুল্য দৃষ্ট হয়, স্বপ্নস্থানভূত শরীরে মন্দতর দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নদর্শনকারীর হৃদয়স্থ মনেতে কোন কামনা হয় না এবং কোনও স্বপ্নদর্শন হয় না। অতএব ইহাতেই জানা যায় যে উপাধি ভেদেই এক আকাশেরই ত্রিবিধ বিভেদ হইয়াছে, এক আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ।৮।

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণম-প্রবর্ত্তি; পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে, য এবং বেদ ॥৯॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ দ্বাদশঃ খণ্ড তৃতীয় প্রপাঠক।

যিনি অন্তর্গত হৃদয়াকাশ স্বরূপ, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম অপ্রবর্ত্তনশীল, অন্যান্য ভূত সকল যেমন উচ্ছেদ শীল এই হৃদয়াকাশ সেইরূপ নহে। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থাৎ গায়ত্রী ব্রহ্মের আশ্রয়ে অপ্রবর্ত্তনশীল হৃদয়াকাশ রূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরমা শ্রীলাভ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মের গুণফলরূপ পূর্ণ স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়েন।৯।

অপৌরুষের বেদ ও তাহার শ্রুতিমূলক উপনিষদাদির চরম সিদ্ধান্তে গায়ত্রীই সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা, বেদমাতা, শব্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন "গায়ত্রী-চ্ছন্দসামহম্" ছন্দ সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী। এক গায়ত্রী হইতে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতি এই সাতটী বৈদিক ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গায়ত্রী ত্রিপদা, ইহার এক এক চরণে আট আট অক্ষর, তিন চরণে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর। প্রথম চরণ "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং" দ্বিতীয় চরণ "ভর্গোদেবস্যধীমহি" তৃতীয় চরণ "ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ।" এই তিন চরণের মধ্যে

আদি অন্তের হস্ন্ত তকার দ্বিত্ব হইয়া, প্রথম চরণের তকারে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশাক্ষরী গায়ত্রী মূলছন্দ। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে চারি চারি অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া উষ্ণিক প্রভৃতি ছয়টী ছন্দ হইয়াছে। অনন্ত জলধি বায়ু ভরে প্রকম্পিত হইয়া যেরূপ তরঙ্গাকার ধারণ পূর্ব্বক নদ নদীরূপে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ অনন্ত অপার পরব্রহ্মসত্তা স্বদীয় শক্তিতে স্পন্দিত হইয়া, সপ্তস্পন্দনাত্মক প্রণবাকার ধারণ পূর্ব্বক জীব ও জগদ্রূপে প্রধাবিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইতেছে। এই গত্যাত্মক স্পন্দনে ও তাহার ভাব সকল যে ভাষা দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই ছন্দ ও গায়ত্রী বলে। এইরূপেই এক গায়ত্রী হইতেই ছন্দ, চতুর্ব্বেদ ও উপনিষদাদি সকল সৎশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়ছেন ;—

"গায়ত্রীর যেই অর্থ প্রণবের হয়,
সেই অর্থ চতুশ্লোক বিবরিয়া কয়॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গায়ত্রী হইতে প্রণব অভিন্ন। প্রণব সূর্য্য সদৃশ গায়ত্রী তাহার জ্যোতিঃ মণ্ডল। কিরণ বা জ্যোতিঃর সমষ্টিকে যেরূপ সূর্য্য বলা যায়, তদ্রূপ গায়ত্রী বা তাহার অক্ষর সমষ্টিভূত হইয়া দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রণবাকার ধারণ করে। প্রণবমন্ত্রের গায়ত্রীচ্ছন্দ, "প্রণব মন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, অগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।" তেজোময়ী গায়ত্রীর জপকৌশলে অর্থাৎ ছন্দে মনঃপ্রাণ স্পন্দিত হইলেই প্রণব উদ্ধার হয় বা আকার ধারণ করে। অকার, উকার, মকার বা উৎপত্তি, স্থিতি, লয় শক্তি স্বরূপিণী ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী অথবা ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান এই সর্ব্বমূলীভূতা শক্তিত্রিতয়ে প্রণব ও গায়ত্রী অভিন্ন কলেবরে সর্ব্বত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই গায়ত্র্যাত্মক প্রণব বা প্রণবাত্মক গায়ত্রীই পরম ব্রহ্ম শ্রীভগবানের চরম উৎকৃষ্টতম নাম, অর্থাৎ ইহার উপর আর কোন শ্রেষ্ঠ নাম নাই। নারদের বাক্যে শ্রুতিঃতে উল্লেখ আছে ;

"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণোনেদিষ্ঠং নাম। যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি এতস্মাদুচ্যতে তার ইতি শ্রুতেঃ।"

এই গায়ত্রাত্মক প্রণবই পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের অন্তিক অর্থাৎ চরম উৎকৃষ্টতম নাম। এই ছন্দময় নামের উচ্চারণাত্মক গাণদ্বারা বা জপ, কৌশলে অর্থাৎ গায়ত্রীর ছন্দে মনঃপ্রাণ স্পন্দিত হইয়া প্রণব উদ্ধার হইলেই সেই গায়ক বা জাপককে সংসার ভয় হইতে ত্রাণ করেন, এই হেতু ইহাকে তার বলে। এই প্রণব অক্ষর ব্রহ্ম 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' ইতি গীতা।" গায়ত্রী শব্দব্রহ্ম "চতুর্ব্বিংশাক্ষরী বিদ্যা পরতত্ত্ব বিনির্ম্মিতা, তকারাৎ য়াৎকার পর্য্যন্তং শব্দ ব্রহ্মস্বরূপিণী" তন্ত্র। বর্ণমালা বা কোন বস্তুর নাম ব্যক্ত বা উচ্চারণ যেরূপ শব্দের সাহায্যে হয়, তদ্রূপ প্রণব বা শ্রীভগবানের নাম ব্যক্ত বা উচ্চারণ একমাত্র গায়ত্রীর দ্বারাই হইয়া থাকে। এই অক্ষর ও শব্দ ব্রহ্মের বাচ্য যিনি তিনিই পরম ব্রহ্ম শ্রীভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্দের ১৬শ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে— "শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মমামেভ্যো শাশ্বতী তনু।" শব্দ ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্ম উভয়ই শ্রীভগবানের শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য চিন্ময় তনু। উদ্ধবের প্রশ্নে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড বিষয়াইমে।
পরোক্ষবাদাঋষয়ঃপরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম॥
শব্দ ব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম।
অনন্তহপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥

ভাগবত ১১।২১।৩৫-৩৬।

বেদ সকল কর্ম্ম, দেবতা, ব্রহ্মভেদে ত্রিকাণ্ড বিষয়ক। স্বর্গাদি প্রাপ্তিবোধক ফলশ্রুতি উহার পুষ্পিতার্থ অর্থাৎ অপরোক্ষবাদ। ব্রহ্মাত্ম বিষয়ক গূঢ়ার্থই উহার ফলিতার্থ অর্থাৎ পরোক্ষবাদ। এই পরোক্ষবাদই আমার প্রিয়; এইজন্য মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ আপাততঃ প্ররোচক ফলশ্রুতি বোধক পুষ্পিত বাক্য প্রয়োগ করিলেও বাস্তবিক তাহারা পরোক্ষ বাদী। শব্দব্রহ্ম বেদ বেদ্য গায়ত্রী সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত ও অপার, গম্ভীর এবং দুর্ব্বিগাহ্য। ইহা প্রাণময়, মনোময়,

ইন্দ্রিয়ময় অর্থাৎ প্রথমে অব্যক্তরূপে প্রাণে উদিত হয়; দ্বিতীয়ে মন ও বুদ্ধির সাহায্যে অন্তরে আকার ধারণ করে; তৃতীয়ে বাগীন্দ্রিয় সহায়ে বৈখরীরূপে বাহিরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতেন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥

ভাগবত ১১।১১।১৮।

প্রকাশিত হইলেও ঐ শব্দব্রহ্ম বেদবেদ্য গায়ত্রীর তত্বতঃ যে গূঢ়ার্থ তাহা সকলে জানিতে পারে না। তত্বজ্ঞ শ্রীগুরূপদেশে উহার গূঢ়ার্থ কর্ণে শ্রুত হইয়া বুদ্ধিতে নিশ্চিত হইলে, পরে ক্রিয়াদি বা জপাদি দ্বারা প্রাণে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহাই বেদের সূক্ষ্মার্থ ব্রহ্মাত্ম বিষয়ক তত্বজ্ঞান। হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি বেদ পারগ হইয়াও কেবল পাণ্ডিত্যাভিমানী হন, অর্থাৎ ক্রিয়াদির অভিজ্ঞান যদি না থাকে, তাহাতে পরব্রহ্মে সম্যগ্ নিষ্ঠার অভাব হেতু তাঁহার শ্রম মাত্র সার হয়। বন্ধ্যা গাভী দোহণ যেমন নিরর্থক; বেদপাঠও তাহার তদ্রূপ বিফল। সুতরাং শব্দব্রহ্ম গায়ত্রীর তত্ব অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া বা জপ কৌশলাদির অভিজ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥১৭॥

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।

এই শব্দব্রহ্ম (গায়ত্রী বিদ্যা) এবং পরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যা) এই দ্বিবিধ বিদ্যাই জানা কর্ত্তব্য। শব্দব্রহ্মের তত্ব অবগত হইতে পারিলেই সেই তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরংব্রহ্মে গতি প্রাপ্ত হন। সেই শব্দব্রহ্ম গায়ত্রী বিদ্যার অধিকার জন্মিলেই ব্রহ্মবিদ্যার ধারণা হয়। কেন না গায়ত্রীই ব্রহ্মবিদ্যা—

ত্রিপদা নাম গায়ত্রী ব্রহ্মবিদ্যা পুরাতনী।
সন্তনাপি গুণাতীতা প্রণবত্রয় সংযুতা॥

গায়ত্রীতন্ত্র।

প্রণবত্রয় সংযুক্ত ত্রিপাদ গায়ত্রী পুরাতনী ব্রহ্মবিদ্যা ইনি সগুণা হইলেও নিগুর্ণা। অগ্নি পুরাণে এই গায়ত্রীর বিবরণে অগ্নিদেব বলিয়াছেন ;—

এবং সন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ স্মরেৎ।
গায়ঞ্ছিষ্যান্ যত স্ত্রায়েদ্ভার্য্যাং প্রাণাং স্তথৈবচ ॥১
ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রীয়ং ততোয়তঃ।
প্রকাশনাৎ সা সবিতুর্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী ॥২
তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতম্।
ভাদীপ্তাবিতিরূপং হিভ্রসজঃ পাকেঽথর্তংস্মৃতম্ ॥৩
ওষধ্যাদিকং পচতি ভ্রাজ্দীপ্তৌতথা ভবেৎ।
ভর্গঃস্যাদ্ ভ্রাজত ইতি বহুলং;ছন্দঈরিতম্ ॥
বরেণ্যং সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদম্।
স্বর্গাপবর্গ কামৈর্বা বরণীয়ং সদৈ বহি ॥৫
বৃণোতের্বরণার্থত্বাজ্জাগ্রৎ স্বপ্নাদি বর্জ্জিতম্।
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মেকং সত্যং তদ্ধী মহীশ্বরম্ ॥৬
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্দ্ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে।
তজ্জ্যোতি র্ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জগজন্মাদি কারণম্ ॥৭
শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপ পঠন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং বেদগা অগ্নিহোত্রিণঃ ॥৮
অগ্ন্যাদি রূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্মগীয়তে।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দ্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতম ॥৯
মহদাজ্যং সূয়তে হি স্বয়ং জ্যোতির্হরিঃ প্রভুঃ।
পর্জ্জন্যো বায়ুরাদিত্যঃ শীতোষ্ণাদৈশ্চচাপয়েৎ ॥১০
অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥১১
দধাতের্বা ধীমহিতি মনসা ধারয়েমহি।
নোঽস্মাকং যশ্চভর্গশ্চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধিয়ঃ ॥১২

চোদয়াৎ প্রেরয়েদ্ বুদ্ধি র্ভোক্তৃণাং সর্ব্ব কর্ম্মসু।
দৃষ্টাদৃষ্ট বিপাকেষু বিষ্ণু সূর্য্যাগ্নিরূপবান্ ॥১৩
ঈশ্বর প্রেরিতো যচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেববা।
ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং মহদাদি জগদ্ধরিঃ ॥১৪
স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যোঽহংস পুরুষঃ প্রভুঃ।
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈমুমুক্ষুভিঃ ॥১৫
জন্মমৃত্যু বিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্যচ।
ধ্যানেন পুরুষোঽশ্চু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ॥১৬
তৎত্বং সদসিচিদ্ ব্রহ্ম বিষ্ণোর্যাৎ পরমং পদম্।
দেবস্য সবিতুর্ভর্গো বরেণ্যং হিতুরীয়কম্ ॥১৭
দেহাদি জাগ্রদা ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মেতি ধীমহি।
যোঽসাবাদিত্য পুরুষঃ সোঽসাবহমনন্তওম।
জ্ঞানানি শুভ কর্ম্মাদান্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা ॥১৮

অগ্নিপুরাণ ২১৬ অঃ।

অগ্নি বলিলেন,—সন্ধ্যাবিধি সমাপন করিয়া গায়ত্রী স্মরণ ও জপ করিবে, গায়মান হেতু গুরু শিষ্য, স্ত্রী ও প্রাণ এই সকলকে ত্রাণ করেন, এইজন্য ইঁহার নাম গায়ত্রী। সবিতাকে প্রসব করেন, এই হেতু ইহার নাম সাবিত্রী। বাগ্‌রূপা বলিয়া ইঁহার অন্যতম নাম সরস্বতী। তৎশব্দে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমব্রহ্ম, ভর্গ শব্দে তেজ বরেণ্য শব্দে সমস্ত তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে পরম পদ, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের অভিলাষী পুরুষগণ সর্ব্বদাই যাহার বরণ করেন; যেহেতু বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা। যিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি বর্জ্জিত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও অদ্বিতীয় সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি। কেহ কেহ তৎশব্দে শিব, কেহ শক্তি, কেহ সূর্য্য এবং অগ্নিহোত্রী বৈদিকেরা তৎ-শব্দে অগ্নিকেই নির্দ্দেশ করেন। অগ্নির স্বরূপ বিষ্ণুঃই বেদাদিতে ব্রহ্ম বলিয়া গীয়মান। তৎশব্দে সবিতা স্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ। কেহ কেহ বলেন জ্যোতিঃ স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান বিষ্ণুই স্বয়ং মহৎ আজ্য প্রসব করেন, এবং পর্জ্জন্য, বায়ু ও আদিত্য ইহারা শীত ও

উষ্ণাদি দ্বারা পাক করিয়া থাকেন। সম্যগ বিধানে অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে উপস্থিত হয়, আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতেই প্রজা সমুৎপন্ন হয়। ধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ধীমহি" অর্থে আমার মন দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপী সেই আদি দেব আমাদিগের বুদ্ধি স্বরূপ। এই আদি দেবের জ্ঞান হইতেই সংসারে সকলের বুদ্ধি প্রেরিত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের ঐ জ্ঞান বরেণ্য বলিয়া অভিহিত। দৃষ্টাদৃষ্ট বিপাকে তিনি বিষ্ণুঃ, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ। সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব স্বর্গে বা নরকে গমন করে। মহদাদি নিখিল জগৎ ঈশ্বরের আবাস ভূমি, তিনি স্বর্গাদি লইয়া ক্রীড়া করেন। তিনি লীলাময়, এইজন্য দেব শব্দে বিখ্যাত, অথবা যিনি পরম পূজ্য তাঁহাকে দেব বলে। তিনি অহং শব্দ প্রতিপাদ্য পুরুষ। তিনিই আত্মা ও তিনিই প্রভু। তিনিই আদিত্যের অন্তরে ভর্গ নামে বিরাজ করেন, জন্ম মৃত্যু নিরাস, ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ ও মুক্তিলাভ কামনায় ধ্যান পরায়ণ হইয়া, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে বিরাজমান সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ পুরুষকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর যে পরম পদ, তাহাই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম; তাহাই তত্ত্বমসি শব্দে অভিহিত। তাহাই জগৎ প্রসবিতা দেবতার বরণীয় জ্যোতিঃ এবং তাহাই তুরীয় নামে খ্যাত। যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে পুরুষরূপে বিরাজ করেন তিনিই আমি অর্থাৎ আমার হৃদ্দেশে অবস্থিত অন্তরাত্মা। তিনিই অনন্ত এবং প্রণবাকারে আমাতে বিরাজিত, আমি তাঁহার ধ্যান করি, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের জ্ঞান ও শুভ কর্ম্মাদি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। ১—১৮

যে জ্ঞানশক্তির বলে আমরা এই জরামৃত্যু সংকুল সংসার বন্ধন মোচন করিতে পারি, অজ্ঞান তিমির রাশির ধ্বংশ করতঃ আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লাভ করিতে পারি; অথবা যে মহাশক্তি আমাদিগকে দুষ্পরিহার্য্য কালের শাসন অতিক্রম করাইয়া নিত্য সত্য-লোকের অধিকার প্রদান করেন সেই স্বর্গাদপী গরীয়সী সুমহান শক্তির নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজ্ঞতাদি আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্যার সম্যগ্‌ পরিচয়

আমরা গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই লোক বা স্বর্লোকের মধ্যে জনঃ মহঃ তপঃ ও সত্য এই লোক চতুষ্টয় থাকায় সপ্তলোকের প্রসব পালন ও পরিবর্ত্তন গায়ত্রীর দ্বারাই সংসাধিত হয় বলিয়া ইহার নাম সাবিত্রী। আর ঐ সপ্তলোক সহ সূর্য্য ও জীবাত্মাকে প্রকাশিত করিতেছেন বলিয়াই গায়ত্রীর সেই দিব্য জ্যোতিঃকে ভর্গোদেবতা বলে। জীব হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট এই দিব্য জ্যোতিঃর নাম ধীশক্তি। এই ধীশক্তিকে বিমলোজ্জ্বল করিবার জন্যই গায়ত্রীর উপাসনা জীবের নিত্য প্রয়োজন। গায়ত্রী জপের প্রধান বিষয় এই ধীশক্তি। "ধীমহি"—ধ্যান করি অর্থাৎ ধীশক্তিকে কার্য্য তৎপরত করি। এই ধীশক্তিকে জানিতে হইবে, বর্দ্ধিত করিতে হইবে; ইহাই মানবের মনুষ্যত্ব। যে শক্তির দ্বারা মানব, বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে পারে বা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থতত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ হয় অথবা সকল ভ্রান্তি দর্শক ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তিদর্শন নিরাকরণ বা দূরীভূত করিতে পারে, তাহাই ধীশক্তি বা নির্ম্মল স্থির বুদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীভগবান ইহাকে স্থিত প্রজ্ঞা বলিয়াছেন। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।" বলিয়া এই দৈবী বুদ্ধি শক্তির পরিচয় শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও আমরা পাইয়া থাকি। দেবী ভাগবতের প্রথম স্কন্দের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে "সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তাং মাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥" সর্ব্বভূতের আত্মরূপা বিশুদ্ধ সত্ত্বোপহিতা অনাদি ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপিণীকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে সচেতন পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন এই বুদ্ধি বা ধীশক্তি মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান ও জীবনতত্ত্ব। জীবাত্মার স্থূলদেহরূপ যে আধার বা ক্ষেত্রে এই ধীশক্তি যে পরিমাণে অভাব অর্থাৎ আবরিত দেখা যায়, সেই আধার বা ক্ষেত্র সেই পরিমাণে অজ্ঞান বা জড় সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে যে আধার বা ক্ষেত্রে এই ধীশক্তি যে পরিমাণে বিকাশ দেখা যায় সেই আধার বা ক্ষেত্র সেই পরিমাণে জ্ঞানশালী বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ধীশক্তি

পূর্ণাবস্থার নাম দিব্যজ্ঞাননেত্র। একমাত্র এই গায়ত্রীর উপাসনার দ্বারাই এই ধীশক্তি ক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া ঐ দিব্য জ্ঞাননেত্র বা তৃতীয় চক্ষুরূপে পরিণত হয়। এই দিব্যজ্ঞাননেত্র বা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা বস্তুর অন্তর বাহির সকল দিক পরীক্ষা বা দর্শন না করিলে কখনই কোন বিষয়ের প্রকৃততত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

দর্পনের উপর কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে ঐ দপনের সেই বস্তু সম্বন্ধীয় যেরূপ কোন জ্ঞান হয় না। সেইরূপ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুরূপ দর্পনের উপর কোন বস্তু বা পদার্থাদির প্রতিবিম্ব পড়িলে, ঐ চক্ষুর সেই বস্তু বা পদার্থ সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান হয় না; পরন্তু ঐ জ্ঞান দর্শনশক্তির দ্বারা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোক বা জ্যোতিঃ পদার্থ যেরূপ কোন বর্ণে রঞ্জিত পরকলার ভিতর দিয়া আসিয়া, সেই জ্যোতিঃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি পদার্থাদিকে তদ্বর্ণেই অনুরঞ্জিত করে; তদ্রূপ আমাদের ঐ দর্শনশক্তিও জীবের সংস্কার প্রকৃতি জাত বহুবর্ণে রঞ্জিত মনরূপ পরকলার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার স্বভাব অনুযায়ী তাহার সম্মুখবর্ত্তী পদার্থাদিকে নামরূপে অনুরঞ্জিত করে; এবং তদনুরূপেই দর্শনশক্তির জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এইজন্যই কোন বস্তুর স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান আমাদের হয় না।

গায়ত্রী মন্ত্রের স্বরূপ ভাবার্থ অনুযায়ী আমরা যদি আমাদের মনকে সেই দিব্যভর্গজ্যোতিঃর ধ্যানে, যথা স্থানে জপ বিধানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তবেই অগ্নি প্রবিষ্ট অঙ্গার খণ্ডের ন্যায়, মনঃ ও তাহার সংস্কার প্রকৃতি জাত অজ্ঞান মল বিধ্বংশে তজ্জ্যোতিতে অনু-প্রাণিত হইয়া উঠে। এই দিব্যজ্যোতিতে অনুপ্রাণিত মনের দ্বারা তাহার গোচরীভূত প্রত্যেক বস্তু বা পদার্থের স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই দিব্য জ্যোতিঃকে যে মন্ত্রে যে ভাবে উপাসনা করিতে হয় তাহাকেই জপ গায়ত্রী বলে। এবং ঐ দিব্য জ্যোতিঃ অনুপ্রাণিত মনঃ বুদ্ধির নাম ধীশক্তি বা দিব্য জ্ঞাননেত্র। গায়ত্রী মন্ত্র জপে ঐ দিব্য জ্যোতির ধ্যান সম্যগরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই ঐ জ্যোতিঃ বুদ্ধি কেন্দ্রে কেন্দ্রস্থ হইয়া পড়েন। সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বত্র বিস্তারিত থাকিলেও

যেরূপ অয়স্কান্তমণিতে কেন্দ্রস্থ না হইলে তাহার দাহিকা শক্তির প্রকাশ হয় না; সেইরূপ ঐ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃতে আব্রহ্মস্তম্ভ উদ্ভাষিত থাকিলেও জীবের বুদ্ধিক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থ না হইলে তাহার অবিদ্যা জাত অজ্ঞান মল বিনাশক মহাশক্তির প্রকাশ হয় না। গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ঐ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় সবিতাকেই ধ্যান করা হইয়া থাকে। এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় সবিতাই গায়ত্রীর বাচ্য।

"বাচ্যবাচক সম্বন্ধোঃ গায়ত্র্যাঃ সবিতুর্দ্বয়োঃ।
বাচ্যোঽসৌ সবিতা সাক্ষাৎ গায়ত্রী বাচিকা পরা।"

গায়ত্রী ও সবিতাতে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। গায়ত্রীবাচক, সবিতা বাচ্য। এই সবিতাই সাধকের ধ্যান সিদ্ধির একমাত্র সহায়। গায়ত্রী মন্ত্রের জপকৌশলে সাধকের বুদ্ধিক্ষেত্রে বা কেন্দ্রে সবিতার ঐ দিব্যব্রহ্মজ্যোতিঃ উদ্ভাষিত হইয়াই সাধককে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের পূর্ণ বিকাশে মাতোয়ারা করিয়া তুলে। তখন ঐ সাধকের নিকট জগৎসংসার সম্বন্ধীয় বিষয়েন্দ্রিয় জ্ঞান কার্য্যকরী হইতে পারে না। হৃদয়ে নিরন্তর ঐ দিব্যালোক খেলা করায়, মনেন্দ্রিয়াদি তাহাতে বিহ্বল হইয়া পড়ে। এই অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—

"হৃদাকাশে চিদাভাষে দিবাভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্ত নজানামি কথং সন্ধ্যামুপাসয়তে॥"

সবিতার দিব্যালোকে অর্থাৎ চিদাভাষে হৃদয়াকাশ নিরন্তর উদ্ভাষিত থাকিলে তখন আর সন্ধ্যা উপাসনার সময়াবচ্ছিন্ন প্রয়োজন বা সতন্ত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান হয় না।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে স্থানে যে কিছু প্রকাশ সবিতাই তাহার একমাত্র মূলীভূতা কারণ। সবিতা হইতেই সৌরজগত উৎপত্তি হইয়াছে। এবং সবিতাই এই সমস্ত সৌর জগত প্রকাশ করিতেছেন। সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি যে সকল তেজোশালী পদার্থ আছে, সে সকলই সবিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া, তন্নিঃসৃত জ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশশক্তি

লাভে প্রকাশ সামার্থ্যশালী হইয়াছে। প্রজ্বলিত পাবকের বিকর্ষণ শক্তিতে যেরূপ তাপ ও ধূম নির্গত হইয়া বহুরূপ কার্য্য করে এবং আকর্ষণ শক্তিতে ও যেরূপ বায়ু গতি বিশিষ্ট হইয়া ঐ পাবকে লয় হয়; তদ্রূপ এই সবিতার বিকর্ষণ শক্তিতে এই সৌরজগত বিনিঃসৃত হইয়া পৃথক পৃথক সত্তাধারণ করে, এবং আকর্ষণ শক্তিতে কাল ক্রমে আবার এই সবিতাতেই গতি লাভ করে। এইরূপ একইভাবে চেতন শক্তিশালী বুদ্ধি, মনেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম জগৎও প্রকাশমান এবং কার্য্যশীল। বিশেষত্ব এই যে সমষ্টি জড়জগতের কেন্দ্র স্বরূপে সূর্য্য অবস্থিত; ঐ সূর্য্য হইতেই এই পঞ্চভৌতিক জগত বা জীব-দেহের প্রকাশ। ইহারা সূর্য্যকেই আশ্রয় বা অবলম্বনে উৎপত্তিশীল ও প্রকাশমান থাকিয়া, জীবের ভোগ জনিতঃ কর্ম্মাবসানে ঐ সূর্য্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। আর বুদ্ধি, মনেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম চেতন জগত সবিতার আশ্রয়ে বা অবলম্বনে উৎপত্তিশীল ও প্রকাশমান থাকিয়া, জীবাত্মার প্রকৃতি জাত অদৃষ্টাবসানে সবিতাতেই একত্রীভূত হয়। এবম্বিধায় জড় জগত বা জীবের স্থূলদেহ সূর্য্যের অঙ্গীভূত। অধ্যাত্ম চেতন জগত তদন্তবর্ত্তী সবিতার অঙ্গীভূত।

কিন্তু সূর্য্যরশ্মি বা আলোকের মধ্যস্থিত বস্তু তদালোকে প্রকাশিত থাকিয়াও যেরূপ ঐ সূর্য্য বা আলোকের আবরক হয়, অর্থাৎ সূর্য্য ও চক্ষুর সমসূত্রপাতের মধ্যস্থানে মেঘ কিম্বা বৃক্ষাদি থাকিলে যেরূপ সূর্য্যকে দেখা যায় না; তদ্রূপ সবিতার দিব্যালোকে বুদ্ধি মনো-ন্দ্রিয়াদি নিয়ত প্রকাশিত থাকিয়া সেই সবিতা বা দিব্যালোকের আবরক হইয়াছে; অর্থাৎ আমাদের দৃকশক্তিও সবিতার সমসূত্র-পাতের মধ্যস্থানে বুদ্ধি, মনেন্দ্রিয়াদি—বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে অবিদ্যাজাত কর্ম্ম সংস্কারময় মেঘরূপে, অবস্থিতি করায় আমরা ঐ সবিতা বা দিব্যব্রহ্মঃ জ্যোতিঃ উপলব্ধি করিতে পারি না। এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ সকলেরই বিশেষতঃ সাধক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন। কারণ তিনি নিজের যে তেজে অর্থাৎ যে প্রকাশ শক্তি দ্বারা সাধন করিবেন, একমাত্র সবিতাই সেই তেজের প্রসবিতা ও প্রদায়ত্রী।

গায়ত্রী মন্ত্রের জপকৌশলে ঐ তেজঃ উদ্দীপ্ত হয় এবং তদ্দারাই অবিদ্যাজাত কর্ম্ম সংস্কার ভস্মীভূত হইয়া যায়। তজ্জন্যই গায়ত্রী মন্ত্র ও তদ্বাচ্য সবিতার এতাদৃশী গরীয়সী মহিমা। এই সম্বন্ধে শ্রুতি-মূলক উপনিষদে উল্লেখ আছে ;—

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্বাম্।
তত্রযোগিং কৃণবসে নহিতে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥১

সাধক সবিতার প্রসাদেই চিরন্তন ব্রহ্মের সেবা করিবেন। সেই ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিবেন। এইরূপ করিলে সাধকের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল আর তাহাকে ভোগে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।১

যুক্তেন মনসা বয়ং সবিতুঃ সবে
সুবের্গাযায় শক্ত্যা ॥২

মনঃ সংযোগে, সবিতার সাহায্য সবিতার অনুগ্রহের প্রয়োজন। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে; আমরা পরমাত্মার চিন্ময় কেন্দ্রে চিত্ত সং-যোজিত করিয়া নিত্য সুখময় ধাম পাইবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে পারি।২

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতোধিয়াদিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতিতান্ ॥৩

প্রাকৃত মনাদি ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে একাগ্র হইয়া সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে পারে, সবিতা তাহারই আনুকূল্য করুন। তিনি উক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ভাবনার উন্মুখ করিয়া দিন।৩

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতেধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিত।
বিহোত্রা দধে বয়ুনাবিদেকইন্।
মহীদেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥৪

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ২য় অঃ।

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে সবিতার সাহায্য প্রয়োজন। যিনি উহাদিগকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন, তাহার উচিত সবিতাকে সাহায্যার্থ তাঁহার স্তব করা। ঐ

সবিতা সর্ব্বব্যাপক; কারণ উনি নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া আশ্রয় স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাহার শক্তি সর্ব্বত্রই অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনি মহান ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সাক্ষী স্বরূপে অন্তর্যামীরূপে সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞা-বান, জীবের সমস্ত কার্য্যই তাহার জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইতেছে। তিনিই সকল ক্রিয়ার নিয়ামক।৪

বেদের মধ্যন্দিন শাখায় এই সবিতা বা সাবিত্রীর ধ্যান মন্ত্রে উল্লেখ আছে;—

শৃণু ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যা স্তোত্রং মধ্যন্দিনে চ যৎ।
স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকামদম্॥
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং জ্বলন্তিং ব্রহ্মতেজসা।
গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ড—সহস্র সম সন্নিভাম্॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যং রত্নভূষণ ভূষিতাম্।
বহ্নি শুদ্ধাং শুকাধানাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাম॥
সুখদং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেং।
সর্ব্ব সম্পৎ স্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্ব সম্পদাম্॥
বেদাধিষ্টাতৃদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্র স্বরূপিণীম্।
বেদ বীজ স্বরূপাঞ্চ ভজেতাং বেদমাতরম॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড ২৩ অঃ।

মধ্যন্দিন শাখোক্ত সাবিত্রী দেবীর ধ্যান স্তোত্র শ্রবণ কর। এই স্তোত্র মন্ত্র এবং বিধানানুযায়ী পূজার দ্বারা সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। যাঁহার বর্ণ ও অঙ্গ প্রভাতপ্ত কাঞ্চন তুল্য, যিনি ব্রহ্মতেজে সতত প্রজ্বলিতা, যাহাকে দেখিলে গ্রীষ্ম কালের সহস্র মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড বলিয়া বোধ হয়, যিনি ভক্তের অনুগ্রহকারিনী ও রত্নভূষণে বিভূষিতা যাঁহার পরিধান বস্ত্র বহ্নির স্থায় বিশুদ্ধ এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত হওয়ায় সুপ্রসন্ন, যিনি সর্ব্ব সম্পদ প্রদাত্রী এবং সর্ব্ব সম্পদ স্বরূপা, যিনি বেদশাস্ত্র স্বরূপিনী ও বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বেদ বীজ স্বরূপা বেদমাতা সাবিত্রীকে আমি ভজনা করি।

মাতাচতুর্ণাং বর্ণানাং বেদাঙ্গনাঞ্চ ছন্দসাম্।
সন্ধ্যা বন্ধন মন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা ॥
দ্বিজাতি জাতি রূপাচ জপ রূপা তপস্বিনী।
ব্রহ্মণ্য তেজো রূপাচ সর্ব্বসংস্কার রূপিণী ॥
পবিত্ররূপা সাবিত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
তীর্থানি যস্যাঃ সংস্পর্শং বাঞ্ছন্তিহ্যাত্মশুদ্ধয়ে ॥
শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপিনী।
পরমানন্দ রূপা চ পরমাচ সনাতনী ॥
পরব্রহ্মস্বরূপাচ নির্ব্বাণ পদদায়িনী।
ব্রহ্ম তেজোময়ী শক্তি স্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা ॥

দেবীভাগবত ৯ম স্কন্দ ১ম অঃ।

সাবিত্রী দেবী চারি বেদ বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ সমূহের মাতৃস্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যাবন্দনা, ক্রিয়া, মন্ত্র ও তন্ত্রাদিরও মাতৃরূপা, তিনি ব্রাহ্মণ জাতির ব্রহ্মণ্যত্ব রূপিণী, জপরূপা এবং তাপসী। তিনি ব্রহ্ম তেজোময়ী এবং সর্ব্ব সংস্কার রূপিণী। তিনি ব্রহ্মার প্রিয় পবিত্র রূপা সাবিত্রী ও গায়ত্রী। তীর্থগণও আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার স্পর্শ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব ও পরমানন্দ রূপিণী মুক্তিপদ প্রদায়িনী, সনাতনী পরম ব্রহ্ম স্বরূপা। তিনি পরব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। .

এইরূপে সমগ্র আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যঋষির আলোচনা উপদেশে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে গায়ত্রী মন্ত্রই পরম ব্রহ্মের উপাসনা বা শ্রীভগবানের কৃপালাভের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। এই ব্রহ্মাস্ত্রের অব্যর্থ সন্ধানে দিব্যোজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতিঃ অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের কিরণ মণ্ডলের মধ্যে তাঁহার অতুল শ্রীরূপ দর্শন অবশ্যম্ভাবী। সূর্য্য কিরণ যেরূপ আমাদের জগদ্দর্শনের সামার্থ্য জন্মাইয়া দেয়, গায়ত্রী উপাসনায় লভ্য সবিতার ঐ দিব্য জ্যোতিঃও আমাদিগকে সেইরূপ শ্রীভগবদ্দর্শন লাভের সামার্থ্য জন্মাইয়া দিয়া থাকে। অপার্থিব

দিব্যতত্ত্ব দর্শন করিতে হইলে, সবিতার এই দিব্যালোক ব্যতীত সূর্য্যালোকে কখনই সম্ভবপর নহে। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রের জপ কৌশলে ঐ দিব্যালোক হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া লইতে হয়। ইহাই শ্রীগুরু শাস্ত্রোক্ত বা আর্য্যঋষির অভ্রান্ত উপদেশ ও আদেশ।

একদিন এই ভারত ঐ দিব্যালোকে উদ্ভাষিত ছিল। তখন ভারতের নগরে নগরে, নিবীড় অরণ্যানির শান্ত স্নিগ্ধ বিটপীমূলে, অত্যুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে, অথবা গিরি কন্দরের জন কোলাহল শূন্য গহ্বরের মধ্যে বসিয়া আর্য্য ঋষিবৃন্দের সামগান দিগদিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিত। সেই তারময় সুরঝঙ্কার, প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায়, ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম পুতপবিত্রোতায়ব আলোড়িত করিয়া আর্য্য সন্তানের হৃদয় উদ্বেলিত করিত। বংশীধ্বনীর সুরঝঙ্কারাকৃষ্ট ভূজঙ্গিনীর ন্যায় ভারতবাসীর মনঃপ্রাণ তাহাতে—বিমুগ্ধ প্রত্যাকৃষ্ট হইত। আর্য্যসন্তান সংসার ভুলিয়া তন্নিবিষ্ট প্রাণে দৈনন্দিন সন্ধ্যা উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। তদভিনিবিষ্ট মনঃপ্রাণের তন্ময় একতানতায় বেদমাতার আবির্ভাব হইত, সবিতার দিব্যালোকে হৃদাকাশ উদ্ভাসিত—জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যাইত। সেই দিব্যজ্যোতিঃর দিব্যালোকে তাহারা, ভগবদ্দর্শন বা তত্ত্বদর্শনে জ্ঞান ভক্তি প্রেম লাভে চিরতরে কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকিতেন। এ গায়ত্রী মন্ত্র কবির কল্পনা নয়, সাহিত্যের অলঙ্কার বিন্যাস নাই। শিশুর রূপকথা বা ক্রীড়ানক নহে। বক্তৃতার শ্রুতিমধুর শব্দ বিন্যাস নহে। ইহা উপন্যাসের রচনা নিপুণতা, ভাবের প্রহেলিকা বা নাটকের প্রহসন নহে। বস্তুতঃ এই গায়ত্রী মন্ত্রই আমাদের বা জীব জীবনের আধ্যাত্মিক সচেতন প্রতিবিম্ব। সমগ্র সৌর জগতের নিয়মাবলীর তুলিকা, জীব ব্রহ্মের একতা সূত্র, আত্মা পরমাত্মার চিরসম্মিলনের অক্ষয় সন্ধিপত্র। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির তারক ব্রহ্ম নাম। সাধকের চির লক্ষ্য চিন্ময় শ্রীগোলকধাম। এই গায়ত্রী মন্ত্রই শাক্তের দিগ্বসনা করাল বদনা ব্রহ্ম সনাতনী কালী। বৈষ্ণবের প্রেমময়ী বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্যাম-সোহাগিনী ; আর জীবাত্মার কুলকুণ্ডলিনী।

কেহ ইহাকে অত্যুক্তি মনে করিবেন না। সহস্রবদনে অনন্তদেব যাঁহার মহিমা বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। চতুর্ব্বেদ, অষ্টত্তর শত উপনিষৎ ষড়দর্শন তন্ত্র পুরাণাদি, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি অনন্ত আর্য্য শাস্ত্র যাঁহার বিভূতির এক পাদ, অপর ত্রিপাদে মহত্তর পরমার্থ সত্যরূপ অবিকার পুরুষস্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই অত্যুক্তি হইতে পারে না। এই গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাবে সবিতার দিব্য জ্যোতিঃ দুর্ব্বাসাতে সম্প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দকে সশঙ্কিত করিয়াছিল, ত্রিদিব কম্পিত হইয়াছিল। এই গায়ত্রীরই তেজ প্রভাবে দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা-চ্ছলে, একদিন সশিষ্য যমুনা পুলিনে উপস্থিত হইলে যমুনা দ্বিধাভূত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আদেশে ব্রজমণ্ডলের সকল ব্রজাঙ্গনা ভারে ভারে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ছানা লইয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসার সেবা করিয়াছিলেন। এই গায়ত্রীর দিব্য তেজে প্রজ্জ্বলিত ভৃগুমুনি শিব ব্রহ্মাদির শক্তিকে অভিভূত করিয়া বিষ্ণুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ শুন স্বর্গে কোলাহল, দেব দৈত্য দানব সকলি সন্ত্রাষিত, ভীত চকিত; নরপশু ত্রিষিত, জল জন্তু বিনাশিত; জান—কেন এরূপ? গায়ত্রী তেজে তেজোস্মান অগস্ত ঋষি সাগর শুষিতেছেন। ঐ দেখ গায়ত্রী প্রভাবে প্রভান্বিত জহ্নু মুনি গঙ্গা পান করিতেছেন। আবার দেখ এই গায়ত্রী তেজে বীর্য্যবান ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র—গুরু বশিষ্টের শাসন বিধ্বস্ত করিয়া দ্বিতীয় স্বর্গ দ্বিতীয় জগত সৃষ্টি করিতেছেন। আরো দেখ সত্যকাম-জাবালী, ভরত, বিদুর, সৌতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সন্তানও এই গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাবেই ব্রহ্মণ্য তেজলাভে ব্রাহ্মণত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। এই গায়ত্রীর উপাসনায় সবিতার দিব্য তেজপ্রভাবেই শাক্যসিংহে বুদ্ধাবতার, শঙ্করে শঙ্করাবতার, শচীর দুলাল নিমাইয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণাবতারের বিকাশ হইয়াছিল।

শচীমাতার গর্ভ সঞ্চার কালে তিনি প্রায়ই এক দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। পরে একদিন দেখিলেন ঐ জ্যোতিঃ তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সেই হইতে তিনি অনেক অদ্ভুত দর্শন করিতেন। বালক

নিমাই ভূমিষ্ঠকালেও নানারূপ শুভ লক্ষণের সংঘটন হইয়াছিল। উপনয়ন সংস্কারে সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ, আর এই ভাবাবেশে সময় সময় তিনি সবিতার দিব্য জ্যোতিঃতেই আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় একদিন শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন, "হৃদাকাশে চিদাভাষে দিবাভাতি নিরন্তরম, উদয়াস্ত ন জানামি"— ইত্যাদি তাঁহার ঐ সবিতার দিব্যজ্যোতিঃ দর্শনের সুস্পষ্ট পরিচয়। পাঠ্যাবস্থা ও পাণ্ডিত্যাবস্থায়ও তিনি এই দিব্যজ্যোতিঃ দর্শনের অনেক পরিচয় দিয়াছেন। গয়ার বিষ্ণু পাদপদ্মে এই দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহার অন্তর বাহিরে সমভাবে ওতপ্রোতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তাহা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু কৃপালাভে তাঁহার ঐ ভাবাবেশ অপরিচ্ছিন্ন ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; সেই ভাবাবেশে চলিতে চলিতে কানাই নাট্যশালা নামক স্থানে আসিলে দেখিতে পাইলেন, ঐ দিব্যজ্যোতিঃ ঘন হইয়া— "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং মুরলী ধরং॥" এইরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাবেই সবিতার দিব্য চিন্ময় চিজ্জ্যোতিঃতেই তাঁহার আত্ম-স্বরূপ শ্রীভগবদ্দর্শন লাভে তন্ময় প্রাণে লীলারস আস্বাদনে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের সমুজ্জ্বল যবনিকা। এই যবনিকার গর্ভাঙ্কে অনন্তলীলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সে অভিনয়ের অভিনেত্রীগণ সেই দিব্যোজ্জ্বল বেদমূর্ত্তিতে আপন আপন ইষ্টদেবের সন্দর্শন লাভে আনন্দ চিন্ময়রূপে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। আর সেই চিন্ময় অভিনয় দর্শনে শ্রবণে সহস্র সহস্র নরনারী কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন। এই সকলই সবিতার দিব্যোজ্জ্বল চিজ্জ্যোতির প্রকাশমান অবস্থা।

অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যে কোন অবতার বা সাধক মহাত্মার জীবনী আলোচনা কর, তাহারই মধ্যে সবিতার ঐ দিব্য জ্যোতির আভাষ বা পরিচয় পাইবে। শাক্যসিংহ কঠোর যোগ সাধনায় মনঃ প্রাণ নিরোধেও যখন জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, তখন স্বর্গীয় মাতৃদেবীর উপদেশে বোধি তরুমূলে সবিতার এই

দিব্য জ্যোতিঃ সন্দর্শনে বুদ্ধ অর্থাৎ দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর তাঁহার হস্তামলক, যতিপঞ্চক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের মধ্যে ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টিও বাইবেল, মোসলেম ধর্ম্মের সাধক ফকিরবৃন্দের জীবনীর মধ্যে এ দিব্যজ্যোতির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। কোরাণ শরীফে উল্লেখ আছে,—

"আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতে অল্ আরদ্।"

হে মানব! তুমি যদি আমায় জানিতে চাও তবে সমগ্র আকাশ এবং সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া, আমার জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে তাহা ধারণা কর।

প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডে আমরা এই দিব্যজ্যোতির কথা বলিয়াছি। এ জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপী বিধায় সর্ব্বজনীন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—কেহই ইহার অনধিকারী নন। মাতৃস্তন্যের ন্যায় এ অমৃতময় পীযূষধারা পানে মানব—এমন কি জীবমাত্রেরই সমান অধিকার। ইহা জীব ও জগতের প্রাণ স্বরূপ। সূর্য্য বা আলোক না থাকিলে অর্থাৎ না পাইলে যেরূপ নয়ন দর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ দিব্যজ্যোতিঃ না থাকিলে কখনই আমাদের অনুভব বা জ্ঞান জন্মাইতে পারিত না। আলোকের সাহায্য না পাইলে যেরূপ দর্পণ তাহার নিকট বা সম্মুখস্থিত কোন বস্তু বা পদার্থেরই প্রতিবিম্ব ধরিতে পারে না; তদ্রূপ ঐ দিব্যজ্যোতির সাহায্য না পাইলে অর্থাৎ প্রকাশ না থাকিলে আমাদের চক্ষু কিম্বা চিত্ত কখনই কোন বস্তু বা বিষয়েরই প্রতিবিম্ব ধরিতে পারিত না। আলোকের স্বভাব, তেজঃ বিকীর্ণ করিয়া বস্তু প্রকাশ করা, এই তেজঃ পদার্থ দ্বারা যাহা প্রকাশ হয়, তাহা তেজেরই আয়ত্তীভূত, অর্থাৎ তেজের দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ হয়, ঐ তেজঃ তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন বা ভস্ম করিতে পারে, অপিচ ঐ প্রকাশিত পদার্থ বা ঐ তেজ নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে না। এবম্বিধায় তেজঃ জড়, কিন্তু আমরা যে পদার্থের শক্তিতে ঐ তেজের প্রকাশিত বস্তু সহ তেজকেও অনুভব করি, সেই পদার্থ তেজঃ অপেক্ষা শক্তিশালী, তাহা না হইলে তেজকে আমরা কখনই

অনুভব করিতে পারিতাম না, এবম্বিধায় ঐ পদার্থই চেতন এবং তেজও তাহার শক্তিতেই প্রকাশিত হইতেছে। তেজঃ তাঁহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারে না। তেজঃ অপেক্ষা শক্তি, তথা তেজকে প্রকাশ করিবার শক্তি ঐ পদার্থে থাকায় ঐ পদার্থ দিব্য ঐ জ্যোতির্ম্ময়। ঐ দিব্যজ্যোতিঃ পদার্থ আমাদের হৃদ্‌প্রদেশে অন্তর্নিহিত থাকিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিরূপ দ্বার পথে নানারূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়াই আমরা চেতন।

এই দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে অনন্ত কোটী সৌরজগৎ ও জীব মণ্ডলী ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সাগরগর্ভে ফেনবুদ্‌বুদসঙ্কুলউর্ম্মীমালার ন্যায়, জীবসঙ্কুলগ্রহনক্ষত্রাদি ও ঐরূপসাগরের তরঙ্গরাজি মাত্র। ঐ তরঙ্গের আদিও নাই—অন্তও নাই। কত উঠিতেছে পড়িতেছে, আবার উঠিয়া কোথায় উধাও হইয়া ছুটিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। সীমাশূন্য—পরিমাণ শূন্য ঐ সাগরের অংশের সহিত পূর্ণের কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। স্ফুলিঙ্গের সহিত প্রজ্জ্বলিত পাবকের যেরূপ ইন্ধনের তারতম্য ব্যতীত অন্য কোন তারতম্য নাই তদ্রূপ ঐ দিব্যজ্যোতির্ম্মণ্ডলের বা তাহার অংশের সহিত মাত্র সাধকের অনুভূতির তারতম্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ তারতম্য নাই। ঝলকে ঝলকে দেবতাদি সহ এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ব্যাপার পলকে সংঘটিত করিয়া, ঐ পলকপ্রবাহী কালের মধ্যে কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়া যাইতেছে। সে সকলই তোমার আমার অনুভূতির তারতম্য মাত্র। জ্যোতির প্রকম্পনে বা ঈক্ষণহিল্লোলে অনন্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলে এ জ্যোতিঃসাগর থর থর প্রকম্পিত। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে সে সকলই ঐ রূপসাগরের এক একটী স্পন্দন মাত্র। উৎক্ষিপ্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল যেরূপ শূন্যমার্গে বিঘূর্ণীত হয়, তদ্রূপ ঐ জ্যোতির হিল্লোলরূপ উচ্ছ্বাসে গ্রহউপগ্রহসহ এই জীব ও জগৎ বিস্ফুলিঙ্গবৎ মহাশূন্যে বিঘূর্ণীত হইতেছে। ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম অথবা পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ঐ জ্যোতির তাপ নিয়ামক অথবা পরিমাণ

ভেদ অবস্থা বিশেষ মাত্র। ইহার প্রতি হিল্লোলই অত্যদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশে নিত্য পুলকে গীতি মুখরা। উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াত্মিকা ঐ মহাশক্তির দ্বারাই আব্রহ্ম স্তম্ব পরিচালিত হইতেছে। কি জড়, কি জীব, কি দানব, কিঁ দেবতা, এমন কি ঈশ্বরাদি বিধাতা পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ মহাশক্তির আজ্ঞাবহ। এবং একনিমেষও তাঁহার আশ্রয় বা অবলম্বনহীন হইয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে অসমর্থ। ঐ দিব্য জ্যোতির যে স্তরে দেবতারা অবস্থিত বা পরিচালিত, বেদের ভাষায় তাহাকে সবিতৃমণ্ডল বলে। প্রজ্জ্বলিত পাবকের ঊর্দ্ধদেশে যেরূপ তাহার স্ফুলিঙ্গ সকল খেলা করে, সেইরূপ ঐ দিব্যজ্যোতির্ম্ময় সবিতৃমণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে অথবা চতুঃপার্শ্বে সহস্র সূর্য্য খেলা করিতেছে। পরকলার ভিতর দিয়া আলোক বা তেজঃ পদার্থ বিনিঃ-সৃত হইয়া যেরূপে বস্তু প্রকাশ করে; তদ্রূপ সূর্য্যরূপ পরকলার ভিতর দিয়াই ঐ সবিতৃমণ্ডলের তেজঃপদার্থ বিনিঃসৃত হইয়া এই জীব ও জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। আর্য্য ঋষিরা এই সবিতৃমণ্ডল বা তাহার ঐ দিব্যজ্যোতিঃ ধ্যান বলে প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞানবলে বিশ্লেষণ করিয়া তিনটী মূলবর্ণ এবং তাহার ত্রিবিধ মহাশক্তির পরিচয় পাইয়া-ছেন। ঐ দিব্যজ্যোতিঃ বা ত্রিবর্ণাত্মক মহাশক্তি জীবের হৃৎপুণ্ডরীক ও সূর্য্য ব্যতীত অপর কোন বস্তু বা পদার্থে প্রতিবিম্বিত বা প্রতি-ফলিত হয় না বা অন্য কাহারই ধরিবার সামর্থ্য নাই। অর্থাৎ সাগর বা নদীবক্ষঃ যেরূপ সমল বা তরঙ্গায়িত থাকিলে সূর্য্য প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ জীবের মনঃ প্রভৃতি, অহমিকার দ্বারা তমোগুণে সমল এবং বিষয়কামনাবায়ু দ্বারা চঞ্চলাবস্থায় তরঙ্গায়িত থাকিলে উহা অনুভব হয় না। সূর্য্য নিরবচ্ছিন্ন তেজঃ প্রভাবে রজঃ ও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়াই ঐ ত্রিবর্ণাত্মক সবিতৃমণ্ডলের দিব্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদা সূর্য্যেই প্রতিফলিত আছেন। সূর্য্যের ঊর্দ্ধ প্রদেশেই এই সবিতৃ-মণ্ডলের নিত্য অবস্থিতি। গায়ত্রী মন্ত্র এই সবিতৃমণ্ডলেরই বাচক। অর্থাৎ সবিতা বা সবিতৃমণ্ডলের ঐ দিব্যজ্যোতির ভাব গায়ত্রী মন্ত্রেই অভিব্যক্ত হইয়াছে আর সেইজন্যই সূর্য্যকে ভর্গোদেবতা

বলে। সূর্য্য হইতে ঐ জ্যোতিঃ মিশ্রিত হইয়া, সপ্ত মিশ্রবর্ণে জীব ও জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতি পদার্থের রূপ এবং সেই রূপ, আমাদের যে জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহাও এই সূর্য্য অভি-নিঃসৃত মিশ্রবর্ণ প্রভাবে, এজন্য উহা অনিত্য এবং নশ্বর। এই নশ্বর সূর্য্যজ্যোতির দ্বারা ঐ অবিনশ্বর দিব্য জ্যোতিঃ বা ঐ দিব্য জ্যোতি-র্ম্মণ্ডল মধ্যস্থ কোন তত্ত্ব বা পদার্থই উপলব্ধি হয় না। এই নশ্বর অনিত্য সূর্য্য জ্যোতিঃ দ্বারা জড় বস্তু বা পদার্থের কতকাংশ প্রকাশ এবং আমাদের সেই কতকাংশ অনুভব হয় মাত্র, অপরাংশ এবং বস্তু বা পদার্থের তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম চেতন জগৎ, ঐ দিব্যজ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য জ্যোতিঃদ্বারা কখনই উপলব্ধি হয় না। বেদাদি সকল প্রামাণ্য শাস্ত্রেই এই দিব্যজ্যোতির কথা ব্যক্ত আছে। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম— সকল সাধনার লক্ষ্যই এই দিব্যজ্যোতিঃ; যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা এই দিব্যজ্যোতিঃ উপলব্ধি হয়, তাহাকেই যোগ বলে। ঐ জ্যোতিঃ উপ-লব্ধি হইলে তাহার দ্বারা বস্তু বা পদার্থের তত্ত্বদর্শনের নাম জ্ঞান। আর সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্রীভগবান বা অভীষ্ট আত্মদেবতার শ্রীরূপ দর্শনে এবং তদ্দর্শন জনিত তৎসেবা বুদ্ধির নাম ভক্তি। আর তদ্দর্শন জনিত আনন্দ তন্ময়তাযুক্ত অবস্থা বিশেষে অবস্থিতির নাম প্রেম। এই সকল উক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পরে গায়ত্রীমন্ত্রের অন্যান্য বিষয় ও সাধনতত্ত্ব বলিব।

পরোরজঃ সবিতুর্জাত বেদো
দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান।
স্বরেতসাহদঃ পুনরাবিশ্যচষ্টে
হংসং গধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরাঁমিমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম ৫ স্কন্দ ৭ম অঃ।

প্রকৃতির পর ও শুদ্ধ সত্ব স্বরূপ সূর্য্যদেবের সেই ভর্গ অর্থাৎ সূর্য্যের আত্মস্বরূপ দিব্যতেজঃ আমাদিগের কর্ম্মফলের দাতা, তাহা হইতেই মনের দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই স্বসৃষ্ট বিশ্বের সর্ব্বত্র সৎশক্তি দ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎ

অর্থাৎ সম্বিৎ শক্তি দ্বারা পালনাকাঙ্ক্ষী জীবের রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক আনন্দ প্রদান করিতেছেন, অতএব আমরা আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি প্রবর্ত্তক সেই ভর্গের শরণাপন্ন হই।

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ
পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা
সূর্য্যমগন্মজ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥

ছান্দোগ্য ১৭খঃ ৩ প্রপাঠক।

জগতের কারণীভূত সেই পুরাতন পুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করিবে, অহরহ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। যাহাদিগের চক্ষুঃ বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অন্তঃ-করণের বিশুদ্ধি হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্মবিজ্ঞানিরাই সেই জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়া থাকেন। এই পরম দিব্যব্রহ্মজ্যোতিঃ সেই পরম ব্রহ্মেই অবস্থিত রহিয়াছে। সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ সবিতাই জগৎ পরিতাপিত করেন, চন্দ্রমা প্রকাশিত হইতেছেন, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় এবং গ্রহনক্ষত্রাদি প্রদীপ্ত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারের উপরি বিদ্যমান আছেন, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধ-কারে আবৃত রহিয়াছে, তাহারা এই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারে না, বাহ্য অন্ধকার বিনাশক সূর্য্যের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াই সূর্য্য উদিত হইতেছেন তাহারা এইরূপ মনে করে। অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশক যে দিব্যব্রহ্মজ্যোতিঃ ঐ আদিত্য মধ্যে এবং আমাদের হৃদয় মধ্যে বিদ্যমান আছে; সূর্য্যের জ্যোতিঃ সেই উৎকৃষ্টতর ব্রহ্ম-জ্যোতির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ সেই দিব্যব্রহ্মজ্যোতিঃ আদিত্য মধ্যে সম্প্রবিষ্ট থাকায় সূর্য্য জ্যোতিষ্মান হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সেই জ্যোতিঃই সকল দেবগণের মধ্যে সূর্য্যরূপে বিদ্যমান আছেন, অর্থাৎ স্বর্গলোক সেই জ্যোতিঃ দ্বারাই উদ্ভাসিত। ইহাতেই সকল তেজ হইতে রশ্মি নির্গত হয়, বসুগণ, জগৎ ও প্রাণাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব এই দিব্যব্রহ্মজ্যোতিঃই সর্ব্বপ্রকার জ্যোতির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

আদিত্যমণ্ডলং দিব্যং রশ্মিজাল সমাকুলম্।
তস্য মধ্য গতো বহ্নিং প্রজ্বলেদ্দীপ বর্ত্তিবৎ॥

যোগশিখোপনিষৎ।

রশ্মি জাল সমাকুল আদিত্যমণ্ডল মধ্যে, প্রজ্বলিত দীপবর্ত্তিকার ন্যায় দিব্য জ্যোতিঃ সম্প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্ব জন্তুনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য।

সর্ব্বপ্রকার জ্যোতির মধ্যে উৎকৃষ্টতম যে দিব্যজ্যোতিঃ আদিত্য মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, তাহাই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

হৃদ্ব্যোম্নিতপতিহ্যেষ বাহ্যসূর্য্যস্তথান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকেহ্যেষ জ্যোতিশ্চক্র ধরশ্চ যৎ॥
হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈ রূপ বর্ণ্যতে।
স এবাদিত্য রূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥
হৃৎপঙ্কজে ব্যোম্নি যদেকরূপং
সত্যং সদানন্দময়ং তু সূক্ষ্মং।
তদ্ ব্রহ্মণি ভাসময়ে গুহায়া-
মিতি শ্রুতেশ্চাপি সমাপ্নুবন্তি॥

যোগি যাজ্ঞবল্ক্যম।

জীবের হৃদাকাশে যিনি তাপ জন্মান অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসসহ অনু-ভবাত্মিকা জ্ঞান জন্মান, তিনিই অগ্নি-ধূম প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিশ্চক্র ধারণপূর্ব্বক নভমণ্ডলস্থ সূর্য্যের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। সাধক-বৃন্দ জীবের হৃদয়াকাশস্থ জীবচৈতন্যের যে জ্যোতিঃ বর্ণনা করেন, সেই জ্যোতিঃ পদার্থই আদিত্যরূপে নভমণ্ডলে বিরাজিত।

হৃদয়পদ্ম মধ্যে যে আকাশস্থান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সত্য ও সূক্ষ্ম-স্বরূপ সদানন্দময় ব্রহ্ম দীপ্তি পাইতেছেন, যাবতীয় শ্রুতিই এই প্রকার কীর্ত্তন করেন।

হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষ
সদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণ সৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা,
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

কাঠকোপনিষৎ।

এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় আত্মা কেবলমাত্র এক শরীরস্থ নহেন, ইনি সর্ব্ব পুরস্থিত, ইহা হইতেই এই চরাচর জগৎ উৎপত্তি এবং গতিশীল হইয়াছে। তাই বলিতেছেন ইনি হংস অর্থাৎ সর্ব্বত্র গতিমান। ইনি আদিত্যমণ্ডলে দিব্যরূপে অধিষ্ঠিত, ইনি অষ্টবসুরূপে বিদ্যমান, ইনি বায়ুর আকারে ভুবর্লোকে বহমান রহিয়াছেন, ইনি অগ্নিরূপে বর্ত্তমান, ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, ইনি অতিথিরূপে অধিষ্ঠিত হয়েন এবং সোমরস রূপে কুম্ভের গর্ভে অবস্থিত আছেন। ইনি যাবতীয় মনুষ্য মধ্যে বিরাজমান, ইনি সুরবৃন্দের মধ্যে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনি যজ্ঞমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ইনি ধরাতলে ব্রীহি, যবাদি আকারে সঞ্জাত হইতেছেন, যজ্ঞাদিরূপে ইনিই প্রকাশিত হন এবং ইনিই পর্ব্বত হইতে নদ্যাদি আকারে বিনিঃসৃত হইতেছেন। এই ব্রহ্মবস্তু এইরূপে সর্ব্বত্র সকলের আত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সত্যস্বরূপ, ইহাতে কোনরূপ আবিলতা নাই, ইনি সর্ব্বব্যাপক বস্তু।

তেজঃ ও রসতত্ত্ব যেরূপ পৃথিবীর বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়া প্রতি পদার্থের অন্তর্দ্দেশে সঞ্চারিত আছে, তদ্রূপ ঐ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়া, জীব ও জড়াখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টিভূত প্রত্যেকাধারের অন্তর্দ্দেশে অনুস্যূত আছেন। স্বচ্ছদর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ববৎ জীবের চিদ্দর্পণে ঐ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত আছেন। এইরূপে ঐ দিব্য চিজ্জ্যোতির্ম্ময় আত্মার দ্বারাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোতে বিজড়িত, পরিপ্লুত ও উদ্ভাসিত বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ্।
সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্যাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

সহস্র অর্থাৎ অনন্ত শির, চক্ষু ও পাদ্ সম্পন্ন পুরুষাত্মা নিত্য দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া প্রতি জীবদেহের দশাঙ্গুল প্রমিত হৃদ্‌পদ্মাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ বেদে পুরুষ স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এ বিষয় প্রথম কাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের কিরণ মণ্ডল বলিয়া, শ্রীভগবানের ন্যায় ইহাও ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট। ইহার জ্ঞানশক্তিতত্ত্ব প্রাধান্যে পুরুষাখ্যায় জীবের হৃদ্‌গুহায় অবস্থিত। আর ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিতত্ত্ব প্রাধান্যে প্রকৃতি আখ্যায় আব্রহ্ম স্তম্বে বিরাজিত। প্রকৃষ্টরূপে জগদ্ব্যাপার জনক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিকে প্রকৃতি বলা হয়। এ বিষয় প্রথম কাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশদরূপেই আলোচিত হইয়াছে। পুনরুল্লেক নিষ্প্রয়োজন।

ইচ্ছাশক্তি প্রাধান্যে প্রকৃতি বা ঐ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির ক্ষেত্র পরা নামে, আর ক্রিয়াশক্তি প্রাধান্যে প্রকৃতি বা ঐ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতি ক্ষেত্র অপরা নামে অভিহিতা হয়েন। অহংকার হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অপরাক্ষেত্র বা স্তর। এই অপরা স্তর অষ্টভাগে বিভক্ত। যথা পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। তেজঃ ও রসতত্ত্বই এই অপরা ক্ষেত্রের জীবনীশক্তি। এই তত্ত্বদ্বয়ই সূর্য্য ও চন্দ্রমারূপে অপরাক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া জগন্মণ্ডলে শক্তি সঞ্চারিত করিতেছেন। ইহাই ক্রিয়াশক্তি প্রাধান্যে দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির পরোক্ষে পরিচ্ছন্ন প্রকাশ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

আর এই দিব্যজ্যোতিঃ অপরোক্ষে অপরিচ্ছন্ন প্রকাশে ইচ্ছাশক্তি প্রাধান্যে পরাক্ষেত্রে প্রকাশমান। এই পরাক্ষেত্রই শ্রীভগবানের লীলা নিকেতন। মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত অসংখ্য অর্থাৎ দ্বিত্বাদি কোনরূপ সংখ্যা বিরহিতাবস্থায় অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিকা,

মহত্তত্ব অভিজাত অপরা প্রকৃত্যাত্মক এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে আবৃত করিয়া, এই পরা, প্রধানা, অব্যক্তা প্রকৃতি অর্থাৎ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতি-র্ম্মণ্ডল অবস্থিত আছেন। এই চিন্ময়ী পরা প্রকৃতি-জড়িত শ্রীভগবানের চিন্ময় শ্রীবরবপুই এই শ্রীধামের প্রাণ। শ্রীভগবান হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত এই দিব্য পরা প্রকৃতির স্তর। এই স্তরে গোলোক, বৈকুণ্ঠ কৈলাস এবং সবিতৃমণ্ডল প্রভৃতি চির বিরাজিত রহিয়াছে। আধারের অবস্থাভেদে যেরূপ সূর্য্যালোকের তারতম্য হয়, সেইরূপ বৈকুণ্ঠাদির স্থানভেদে এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির তারতম্য আছে। এ তারতম্য জীববুদ্ধির অনধিগম্য। দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ দ্বারা এই সকল দিব্যধাম নিত্য উদ্ভাসিত বলিয়া পরস্পরে কোনরূপ ভেদ ভাব নাই। অগ্নির সহিত যেরূপ তেজোরূপী আলোকের অথবা সূর্য্যের সহিত যেরূপ কিরণমণ্ডলের কোনওরূপ পার্থক্য নাই তদ্রূপ এই দিব্যজ্যোতিঃ শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের কিরণমণ্ডল। ইহার সহিত শ্রীভগবানের কোন পার্থক্য নাই। সেই হেতু ঐ দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের দ্বারা উদ্ভাসিত ঐ দিব্যধাম ও তদ্ধামস্থ দেববৃন্দের সহিত শ্রীভগবানেরও কোন রূপ পার্থক্য বা ভেদভাব পরিলক্ষিত হয় না। আর এই দিব্য জ্যোতির যে স্তরে সবিতৃমণ্ডল, সূর্য্য সেই স্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক তজ্জ্যোতিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই পরিদৃশ্যমান জগতে তেজোরূপে বল বিধান করিতেছেন। আমরা গায়ত্রী মন্ত্র প্রভাবেই সূর্য্যমণ্ডলে সম্প্রবিষ্ট ঐ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধ্যান ধারণাদি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সূর্য্যের আধার ধর্ম্মে অনুরঞ্জিত হইয়া ঐ দিব্য জ্যোতিঃ সপ্তমিশ্রবর্ণে জগদভিমুখে আসিতেছেন এজন্য সূর্য্যদেবকে অবলম্বন করিয়াই ইহার উপাসনা বিধি। শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে "তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।" শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ পরমব্রহ্ম স্বরূপ, যেহেতু "ভর্গ" তেজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপেই এই দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ও উদ্ভাসিত। আর এই দিব্য জ্যোতিঃই শাস্ত্র ও সাধকের সাধনা ভেদে বহুরূপে বহুভাবে বহু নামে অভিহিত এবং

উপাসিত হইয়া আসিতেছেন, আর তাহাই শ্রীভগবানের স্তোত্রে ব্রহ্মা বলিয়াছেন ;—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিধ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা।

যাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রভার প্রভাবে কোটি কোটি জগন্মণ্ডল উদ্ভাসিত এবং যিনি ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির আধারভূত সেই অনন্ত, নিত্য, নিষ্কলঙ্ক, পরম ব্রহ্ম আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করিতেছি।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদি কারণং,
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ।
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্মগীয়তে।
নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভর্গমধীশ্বরং।
অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী।

শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃই ভগবান বিষ্ণু, তিনিই নিখিল জগতের জন্মাদির কারণ, কোন কোন ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে শিব বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ অগ্নিতে হবণীয় দেবগণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ অগ্ন্যাদিরূপী ভগবান বিষ্ণুই বেদ প্রভৃতিতে ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়াছেন। যিনি নিত্য, শুদ্ধ, পরম ব্রহ্ম, যিনি নিত্য দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ভর্গরূপে সকলের অধীশ্বর, যিনি "অহং

জ্যোতিঃ" পরম ব্রহ্মস্বরূপ বিমুক্তির জন্য আমরা সেই দিব্য জ্যোতির ধ্যান করি।

বিঘুর্ণিত চক্রকুটশক্তির আশ্রয়ে কুম্ভকার যেরূপ নিজ অভীপ্সিত দ্রব্যাদি গঠন করে, তদ্রূপ অপ্রতিহত প্রবলতর বেগে বিঘুর্ণিত ঐ দিব্য জ্যোতিশ্চক্রের চক্রকূটস্থিতা মহাশক্তির বিলাসস্থল সবিতৃমণ্ডলকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান কোটি কোটি জগন্মণ্ডল নিজ ইচ্ছা মাত্রেই প্রকাশ, পরিচালন তথা প্রলয় ব্যাপার সংঘটন করিতেছেন। কার্য্য কারণব্যপদেশে প্রয়োজনানুযায়ী রাজার আদেশানুসারে যেরূপ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ পরিচালিত হইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলতা বিধান করেন, তদ্রূপ পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের কার্য্যকারণ ব্যাপদেশে মহারাজাধিরাজ জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সবিতৃমণ্ডল ও তন্মণ্ডলমধ্যস্থ দেবতাবৃন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হইতেছে। পরিধির মধ্যবর্ত্তী অর সমূহ যেরূপ চক্রকূটে মিলিত হইয়া কূট শক্তিতেই গতিশীল হয়, তদ্রূপ এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির পরিধি স্বরূপ সবিতৃমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী দেবতাবৃন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তিরূপ দিব্য জ্যোতিশ্চক্রকূট শ্রীভগবানে সম্মিলিত থাকিয়াই তচ্ছক্তি প্রকাশে সমর্থ হন। শাস্ত্রে ইহাদিগকেই দিব্যধামবাসী দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দিব্য ব্রহ্ম জ্যোতির পরিধি সবিতৃমণ্ডলে মহত্তত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ এবং মনু অর্থাৎ জ্ঞানলোক প্রভৃতি দিব্যধাম সমূহ বিরাজিত আছেন। এই সকল দিব্যধাম দেবতাসহ ও সবিতৃমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ শক্তি সমূহই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী নামে আখ্যাত হন। মূলতত্ত্ব স্বরূপ এই দেবীত্রয়ের শক্তিতেই সবিতৃলোকস্থিত দেবতাবৃন্দ পরিচালিত হ'ন। তন্মধ্যে মহত্তত্ত্ব হইতে সদ্বুদ্ধি বিনিঃসৃত হইতেছে। মনুলোক হইতে জ্ঞানতত্ত্ব, এবং হিরণ্যগর্ভ হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। এই সবিতৃমণ্ডলের বা দিব্যব্রহ্মজ্যোতিশ্চক্রের চতুষ্পার্শ্বে প্রজাপতিলোকসহ সহস্র সহস্র সৌরমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছেন। বাজীকরের করে চরকী যেরূপ এক অগ্নিশ্চক্রের আকারে দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ইতস্ততঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে; সেইরূপ সবিতৃমণ্ডলের দিব্য

জ্যোতিঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অনন্ত দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবৎ সহস্র সহস্র সূর্য্য উৎক্ষিপ্ত করেন। দ্বাদশরাশি এবং বহু গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র সহ মণ্ডলাকারে বেষ্টিত হইয়া এক এক সূর্য্য সাবিতৃমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এইরূপে সবিতৃ-মণ্ডলের দিব্য জ্যোতির মধ্যে সহস্র সহস্র সৌর জগন্মণ্ডল শূন্যে মেঘ-রাজির ন্যায় ঐ মহাশূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সমুদ্র গর্ভে বা নদনদীর অনন্ত জলরাশির মধ্যে স্থানে স্থানে যেরূপ ঐ জলরাশি প্রবলতর আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া কেন্দ্রমধ্যে সম্প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই অনন্ত দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে, স্থানে স্থানে ঐ জ্যোতিঃ প্রবলতর আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া সূর্য্যকেন্দ্রমধ্যে সম্প্রবিষ্ট হইতেছেন। এইজন্যই গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই ঐ দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সবিতৃমণ্ডলের উপাসনা বেদাদি শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। চক্ষুর সম্মুখে প্রবল আলোক থাকিলে তাহার পশ্চাদবর্ত্তিদ্রব্যাদি যেরূপ আমরা আমাদের চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ দিব্যব্রহ্মজ্যোতিঃ আব্রহ্মস্তম্বে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত এবং সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত থাকিলেও, সূর্য্যসম্ভূত আমাদের এই জড় চক্ষুর সম্মুখে দীপ্ততেজোময় ঐ সূর্য্য অবস্থিত থাকায় ঐ দিব্যজ্যোতিঃ আমরা এই জড় চক্ষুঃ দ্বারা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। এইজন্যই শ্রুতিসূত্রে আর্য্যঋষিরা প্রার্থনা করিতেছেন ;—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫

হে জগৎ পোষক সূর্য্য! তোমার তেজোময় পাত্র দ্বারা সেই সত্য দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির প্রাপ্তিমার্গ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যরূপী ত্বদীয় আরাধনায় তথা প্রকৃত ধর্ম্মের সেবায়, অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনায় আমি সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছি ; সুতরাং যাহাতে আমি সত্য ও আত্মস্বরূপ ত্বদীয় নিত্য ও দিব্য রূপ দেখিতে সমর্থ হই, তদনুরূপ মৎ সকাশ হইতে তোমার সেই হিরণ্ময় পাত্রের আচ্ছাদন উন্মোচন কর।১৫

পূষন্নকর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তেপশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥১৬

ঈশোপনিষৎ।

হে পূষন! (জগৎ পোষক সূর্য্য!) হে একাকি গমনশীল! হে সর্ব্ব সংযমকারিন! হে সূর্য্য হে প্রজাপত্য! তোমার রশ্মিজাল অপসারিত কর, তোমার তীক্ষ্ণ তেজঃ সঙ্কোচ করিয়া লও, আমরা তোমার পরম কল্যাণময় দিব্যজ্যোতির্ম্ময় রূপ অবলোকন করি, যেহেতু ত্বদীয় যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থ দিব্যজ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, আমি ও ত্বদীয় আরাধনায় ইহার স্বরূপ হইয়াছি, অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনায় আমি আমার হৃদ্‌পদ্ম মধ্যস্থ দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পার্শ্বাদি ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্বদিকে শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত থাকিয়া সবিতৃমণ্ডল নামে অভিহিত হ'ন। শ্রীভগবানের ন্যায় ইহাও ষড়ৈশ্বর্য্য এবং সর্ব্বশক্তিশালী। কোন কালেই ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ধ্বংসাদি নাই। মহাপ্রলয় বা অতি মহাপ্রলয়ে সৌরলোক বিলয় প্রাপ্ত হইলেও ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, কেবলমাত্র বিলয় প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীজসত্তা ইহাতে প্রসুপ্ত থাকিয়া পুনরায় জগদাকারে পরিণত হয়। যেহেতু ইনি সবিত্রী সনাতনী পরমাক্ষরী ব্রহ্মবিদ্যা। বেগবান বায়ুর দ্বারা সাগরবক্ষে যেরূপ তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, তদ্রূপ জগদুৎপত্তির বীজশক্তি, অক্ষরাকারে শ্রীভগবদীক্ষণ হিল্লোলে ঐ দিব্যজ্যোতিঃ সাগর বক্ষে বর্ণমালা রূপে পরিণত হয়। ইহাই জীব ও জগতের আদি স্পন্দন। সেইজন্যই এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরাত্মক সবিতৃমণ্ডলকে বেদমাতা বলে। বায়ু, অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ ইহাঁরই দিব্যজ্যোতিঃ সম্ভূত জ্ঞাননেত্রে, বেদেরস্বরূপ পরম ব্রহ্মাভি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল বর্ণমালা দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত

করিয়াছেন, এজন্য ইনিই বেদমাতা পঞ্চাশক্ষরী শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিণী। এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বর্ণমালাই ব্রহ্মাণ্ডের মূল বা আদিভূত তত্ত্ব বা বীজ স্বরূপ। বীজ হইতে বৃক্ষবৎ এই প্রপঞ্চ জগৎ ঐ অক্ষর হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে বীজবৎ জীব ও জগৎ বারংবার ঐ অক্ষরসত্তাতেই আবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের আত্যন্তিক অভাব কোন কালেই হয়না, মাত্র নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হয়, অস্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান, ভাতি অর্থাৎ প্রকাশ, প্রিয় অর্থাৎ প্রয়োজন এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে সর্ব্বকালে সমান ভাবেই থাকে। উপরোক্ত ভাবে সকলই অস্তি, ভাতি, প্রিয়ত্ব-রূপে ঐ দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরব্রহ্ম সত্বায় নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে বা চিরকাল থাকিবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এই শ্রুতি সূত্রে ইহাই সপ্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সম্বলিত এই দেহও ঐ অক্ষর বীজ সত্তায় জাত, স্থিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রথমতঃ এই দেহ পিতামাতার সংকল্প রূপ অক্ষর সত্তায় মাতার জরায়ু কোষে শুক্র, শোণিতের সহিত সম্মিলিত হয়। শুক্র মধ্যে দেহহীন মস্তকবিশিষ্ট এক প্রকার জীবাণু অবস্থিতি করে, পুরুষ প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে সমজাতীয় সংকল্পরূপ ভাবময় অক্ষর সত্তা উৎপন্ন হইলেই অর্থাৎ পরস্পরের মিলনাবস্থায় পরস্পরের ইচ্ছা এক জাতীয় হইলেই প্রকৃতি মাতার জরায়ুকোষে শুক্র-মধ্যস্থ একটী মস্তকবিশিষ্ট জীবাণু, রজো মধ্যস্থ একটী শরীর বিশিষ্ট জীবাণুর সহিত সম্মিলিত হয়, এইরূপ ভাবে সম্মিলন মাত্রেই জরায়ুকোষ মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রিত কোষমধ্যে দেহ মস্তক সম্বলিত সেই জীবাণু প্রবলবেগে ঘুরিতে থাকে। কুম্ভকারের ঘূর্ণিত চক্রকূটে যেরূপ নানা আকারের ঘটাদি হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি মাতার জরায়ু চক্রকূটের ঐ ঘূর্ণিতাবস্থায় পড়িয়া মূলা প্রকৃতি সবিতৃমণ্ডলের অক্ষরাকারে স্পন্দিত হইতে হইতে জীবদেহ গঠিত হয়। পরে পঞ্চমমাসে ঐ অক্ষরময় জীবদেহের হৃদ্‌পিণ্ডে সবিতৃমণ্ডলের একটী দিব্যজ্যোতির্ম্ময় রশ্মি বা জ্যোতিঃকণা

সম্প্রবিষ্ট হয়। ইহাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ কলিকাকার প্রাণাত্মা বলে। এই প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিঃ প্রভাবে ঐ অক্ষর সত্তার পরিপুষ্টি বশতঃ ক্রমবিকাশ অনুসারে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সম্বলিত হইয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই স্থূলদেহ ভূমিষ্ঠ হয়।

ঐ অক্ষর বা বর্ণমালাগুলি দুইভাগে বিভক্ত। স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরবর্ণমালা ব্যোমতত্ত্বের বীজভূত অক্ষর। সবিতৃমণ্ডলের দিব্যবর্ণবিশিষ্ট এক জাতীয় কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময় ঝলক বা তরঙ্গ অ, আ, ইত্যাদি শব্দে স্পন্দিত হইয়া স্বরবর্ণমালা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে সবিতৃমণ্ডল মধ্যস্থ হিরণ্যগর্ভের ঈশ্বর পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং চতুর্দ্দশ মনু প্রভৃতি সিদ্ধবর্গ, পরে আর্য্যঋষিবৃন্দ জ্ঞাননেত্রে ঐ এক জাতীয় স্পন্দনগুলি দেখিয়া ষোড়শ মাত্রা অনুভব করেন। এই দিব্যবর্ণাত্মক মাত্রাবিশিষ্ট স্পন্দনগুলির অভিব্যক্তাবস্থাবিশেষ উহারই শব্দ বলিয়া অভিহিত হইল। এই স্পন্দনাত্মক শব্দময় বর্ণমালার অবস্থান ও প্রকাশ বিশিষ্ট প্রদেশকে ব্যোমতত্ত্ব বা বিশুদ্ধাখ্যপদ্ম বলে। ব্যোমতত্ত্বের গুণ শব্দ উহা হইতে সংজাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম কর্ণ, তাহার ক্রিয়া শ্রবণ। আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নাম বাগ্ তাহার ক্রিয়া শব্দ বলা বা উচ্চারণ। এই সকলই ঐ সাবিত্রীমণ্ডলের দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির একটী ঝলক বা তরঙ্গময় অবস্থা বিশেষ মাত্র।

এইরূপে ঐ সবিতৃমণ্ডলের আর এক জাতীয় দ্বাদশটী তরঙ্গ হিরণ্যগর্ভ দেবতা ও আর্য্যঋষিবৃন্দের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া কাদি ঠান্ত মাত্রাত্মক ব্যঞ্জনবর্ণ নামে অভিহিত হইল। ইহাদের অভিব্যক্তাবস্থা বিশেষ উহাদের শব্দাত্মক স্পর্শগুণ। এই স্পর্শগুণের মূলীভূত শব্দময় বর্ণমালার অবস্থান ও প্রকাশ বিশিষ্ট প্রদেশকে মরুত্তত্ত্ব বা অনাহতপদ্ম বলে, এই মরুত্তত্ত্বের গুণ স্পর্শ। উহা হইতে সংজাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম ত্বক্, তাহার ক্রিয়া স্পর্শানুভব, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় পাণি বা হস্ত, তাহার ক্রিয়া স্পর্শ করা।

এইরূপে ঐ দিব্যজ্যোতি সবিতৃমণ্ডলের অন্য এক জাতীয় দশটী তরঙ্গ ঐ দেবতা ও ঋষিবৃন্দের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ডদি ফান্ত

মাত্রাত্মক ব্যঞ্জনবর্ণ নামে অভিহিত হইল। ইহাদের অভিব্যক্তাবস্থা বিশেষ উহাদের শব্দ স্পর্শাত্মক তেজ তত্ত্ব এই তেজ তত্ত্বের গুণ বা মূলীভূত শব্দস্পর্শময় বর্ণমালার অবস্থান ও প্রকাশ বিশিষ্ট প্রদেশকে তেজস্তত্ত্ব বা মনিপুরপদ্ম বলে। তেজস্তত্ত্বের গুণ রূপ। উহা হইতে সংজাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুঃ; তাহার ক্রিয়া রূপ দর্শন। আর কর্ম্মেন্দ্রিয় পাদ, তাহার ক্রিয়া গমন করা।

ঐ দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের আর এক জাতীয় ছয়টী তরঙ্গ উক্ত দেবতা ও ঋষিবৃন্দের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া বাদি লান্ত মাত্রাত্মক ব্যঞ্জনবর্ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাদের অভিব্যক্তাবস্থা বিশেষ উহাদের শব্দস্পর্শরূপাত্মক রসগুণ বিশিষ্ট। এই রস গুণের মূলীভূত শব্দ স্পর্শ রূপময় বর্ণমালার অবস্থান বা প্রকাশ বিশিষ্ট প্রদেশকে অপস্তত্ত্ব বা স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলে। অপ্তত্ত্বের গুণ রস, উহা হইতে সংজাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম জিহ্বা, তাহার ক্রিয়া রস আস্বাদন করা, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ তাহার ক্রিয়া রস ও ঐ রসধর্ম্মী শুক্র ত্যাগ করা।

ওই দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের আর এক জাতীয় চাবিটী তরঙ্গ ঐ দেবতা ও ঋষিবৃন্দের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া বাদি শান্ত মাত্রাত্মক ব্যঞ্জনবর্ণ নামে অভিহিত হয়। ইহাদের অভিব্যক্তাবস্থা বিশেষ উহাদের শব্দস্পর্শ রূপ রসাত্মক গন্ধগুণ বিশিষ্ট, এই গন্ধ গুণের মূলীভূত শব্দ স্পর্শ রূপ রসময় বর্ণমালার অবস্থান বা প্রকাশ বিশিষ্ট প্রদেশকে ক্ষিতিতত্ত্ব বা মুলাধারপদ্ম বলে। ক্ষিতিতত্ত্বের গুণ গন্ধ। উহা হইতে সংজাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম ঘ্রাণ বা নাসিকা, তাহার ক্রিয়া ঐ গন্ধ অনুভব করা; আর কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু বা গুহ্য, তাহার ক্রিয়া ঐ গন্ধ ত্যাগ করা।

প্রথমতঃ অক্ষর হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ও জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সংজাত হইয়া প্রকাশিত হইলে, পরে বিষয় সমন্বিত ঐ পঞ্চতত্ত্ব প্রপঞ্চীকৃত হইয়া, পঞ্চভূত, পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ সমুৎপন্ন হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ পঞ্চভূতাত্মক। ইহার

মূল সবিতৃমণ্ডলের ঐ অক্ষর বর্ণমালা। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধতত্ত্বের সহিত রূপ ও রসের সম্মিলন-তারতম্যে এই বিভিন্ন জাতীয় জঙ্গমাদির উৎপত্তি হয়। যেহেতু রূপ বা তেজ ও রসের প্রযোগাধিক্যে উহাদের মূল ধ্বংশ হয়। যে পদার্থ যে শক্তিতে ধ্বংশ হয়, সেই পদার্থ সেই শক্তিরই প্রাকৃতিক সংযোগ তারতম্যে উৎপত্তি বা পরিবর্ত্তনাদিতে সংরক্ষিত হইয়া থাকে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রাকৃতিক নিয়মের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াই পাশ্চাত্য প্রদেশের মহাত্মা হানিম্যান্ মহাশক্তিশালী হোমিওপ্যাথি ঔষধের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সবিতৃমণ্ডলের অক্ষরাত্মক বীজশক্তির দ্বারাই যে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর জগৎ জাত, স্থিত এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা সূর্য্যমণ্ডলে নিত্য পাইয়া থাকি। সূর্য্যের তেজোময় কিরণমণ্ডল এবং চন্দ্রের অমৃতময় কিরণমণ্ডল উভয়ই সবিতৃমণ্ডলের ভর্গাখ্য দিব্যজ্যোতির সংমিশ্রণের প্রস্ফুরণ মাত্র। এই চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণমণ্ডলই যে জগতের জীবনীশক্তি ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। বৃক্ষ যেরূপ তাহার বীজ হইতে সংজাত হইয়া মূলশক্তির আশ্রয়ে সজীব থাকে এবং যথাসময়ে ফল প্রসব করে, তদ্রূপ জীব ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার বীজ সবিতৃমণ্ডলের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ঐ অক্ষর বা বর্ণমালা হইতে সংজাত হইয়া, মূলশক্তি চন্দ্র সূর্য্যের আশ্রয়ে দৃশ্যমানাবস্থায় প্রকাশমান থাকে এবং সময় বিশেষে ঐ সবিতৃমণ্ডলের অক্ষর শক্তির প্রভাবেই জ্ঞান, ভক্তি এবং প্রেমরূপ ধনে ধনী হইয়া চিরচরিতার্থতা লাভ করে। জীব ও জগতের উৰ্দ্ধপ্রদেশে সূর্য্য এবং ঐ সূর্য্যমধ্যেই সবিতৃ বা পরমব্রহ্মজ্যোতিঃ নিত্য বিদ্যমান। এই জ্যোতিরই হিল্লোলরূপ তরঙ্গাকার অক্ষর-সত্তায় জীব, জগৎ এবং বেদাদি সৎশাস্ত্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত। এই সকল উক্তি সম্বন্ধে উপনিষৎ, গীতা ও তন্ত্র প্রভৃতি সৎশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

ঊর্দ্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে,
তদু নাত্যেতি কশ্চন, এতদ্বৈতৎ॥ "কাঠকোপনিষৎ"।

এই জীব-জগদাত্মক সংসার রূপ তরুর মূল ঊর্দ্ধে, অর্থাৎ পরম বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদ অক্ষরব্রহ্মজ্যোতিঃ ইহার মূল। এই তরু প্রতিক্ষণেই জন্ম,মরণ, জরা ও শোকাদি রূপ অনেক অনর্থ দ্বারা অশেষ ভাবে পরিণত হইতেছে। কদলী বৃক্ষবৎ এই অসার সংসার তরুকে লক্ষ্য করিয়া পাষণ্ডগণই নানারূপ সুখ দুঃখের কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁহারা ইহার তত্ত্ব নিরুপণ করিতে সক্ষম। পরম-ব্রহ্ম অর্থাৎ দিব্য ব্রহ্ম-জ্যোতিঃই এই তরুর মূল। ইহা বেদান্ত-বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবিদ্যা জনিত-কামনা ও সেই কামনা সম্ভূত কর্ম্মাদিই এই তরুর বীজ, অর্থাৎ অজ্ঞানী কৃত কর্ম্ম সমূহ সঞ্চিত হইয়া সংস্কাররূপে মহত্তত্ত্বাধারে অবস্থিতি করে, পরে জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্ত্যাত্মক হিরণ্যগর্ভস্থ সবিতৃমণ্ডলের অক্ষর বা বীজ সত্তা বলম্বনেই জন্মাদির অঙ্কুর উৎপন্ন করে। নিখিল প্রাণিপুঞ্জই ঐ তরুর স্কন্ধ। এই তরু নিরন্তর ঐ কামনা বা তৃষ্ণা রূপ জল দ্বারা সিক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত শব্দাদি ইহার কিসলয়। শাস্ত্রও তাহার উপদেশাদি পত্র। যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া সমূহ ঐ তরুর সুন্দর পুষ্প। প্রাণীর সুখ দুঃখাদি বেদনা অনুভবই ইহার রস। এই তরুর মূলদেশ তৃষ্ণারূপ জলসেক দ্বারা সুদৃঢীকৃত হইতেছে। সত্যাদি সপ্তলোকে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ হইতে জীবাদি বিহঙ্গম এই তরুতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। প্রাণীগণের সুখ দুঃখাদি-জনিত হর্ষশোকাদি, নৃত্য গীতবাদ্য এবং হাহাকারাদি ও অশেষ শব্দরাশি দ্বারা এই তরু নিয়ত পরিস্পন্দিত হইতেছে। কাম্য কর্ম্মরূপ বায়ু কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া এই তরু, স্বর্গ, নরক, তির্য্যগ্ প্রেতাদি শাখা প্রশাখায় অনাদিকাল হইতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যিনি এই তরুর মূলীভূত ব্যাপক অবিনাশ স্বভাব পরমব্রহ্ম—শ্রীভগবানকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদাদি শাস্ত্র বিহিত হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলস্থ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ সাহায্যে, আত্মদর্শন জনিতঃ অসঙ্গতারূপ বিষয়বৈরাগ্যশস্ত্র দ্বারাই এই সংসার তরুর মূলচ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে অবগত হয়েন।

এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃকে আশ্রয় করিয়া সত্যাদি সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে। কেহই ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত থাকিতে সমর্থ নহেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্বাদশখণ্ড তৃতীয়প্রপাঠকের প্রথম হইতে নবম সূত্রে এবং সপ্তদশ খণ্ডের তৃতীয় প্রপাঠকের অদিৎ প্রত্নস্য সূত্রে গায়ত্রী বা সবিতৃমণ্ডলের দিব্যজ্যোতির মূলতত্ত্ব বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে তাহার মূল ও অনুবাদ দিয়াছি। এই অক্ষর ব্রহ্ম পরম দিব্য জ্যোতির সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিযাছেন ;—

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩।৮ম অ।
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১।৮ম
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম ॥১৮।১৩
মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩।১৪

শ্রীভগবান বলিতেছেন পরম যে অক্ষর (যাহার ক্ষয় নাই—সেই জগতের মূলীভূত দিব্যজ্যোতিঃ) তিনিই ব্রহ্ম। স্বভাব অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়। ভূত সকলের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধি এই উভযেই ঐ ব্রহ্মজ্যোতির কর্ম্মশব্দবাচ্য। এই অক্ষর অব্যক্ত বলিয়া উক্ত আছেন। তাহাই জীবের পরমগতি অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ, ইহা পাইয়া অর্থাৎ এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। ইহা আমারই পরম ধাম। এই দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ সূর্য্যাদি নিখিল জ্যোতির প্রকাশক। অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্ত্তৃক অস্পৃশ্য) বলিয়া কথিত হন। ইনিই জ্ঞান। ইহাই জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং সর্ব্বজীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত

আছেন। হে ভারত মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ এই দিব্য ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্থ সবিতৃমণ্ডলই আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান) এবং ইহাতেই আমি গর্ভ (জীব ও জগদ্ বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস) ক্ষেপন করি। তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়।

দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম-চরিতে এই পরমাক্ষরী সাবিত্রী দেবীর স্তোত্রে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মোবাচ,—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার-স্বরাত্মিকা।
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥

*   *   *   *

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়-বিভাবিনী।

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

হে নিত্যে, হে অক্ষরে ব্রহ্ম স্বরূপে; তুমি স্বাহা অর্থাৎ দেব-হবির্দান-মন্ত্ররূপা, তুমি স্বধা অর্থাৎ পিতৃলোক সম্বন্ধীয় হবির্দান মন্ত্ররূপা, তুমি বষট্‌কার (যজ্ঞরূপা) এবং উদাত্তাদি স্বররূপা, তুমি অমৃতরূপিনী, তুমি মাত্রাত্মিকা অর্থাৎ প্রণবরূপিণী ত্রিধা সত্ত্বরজস্তমোময়ী হইয়া অবস্থান করিতেছ। যাহা অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ নির্গুণা তাহাও তুমি; তুমিই সেই প্রসিদ্ধা গায়ত্রী; তুমিই জ্যোতির্ম্ময়ী পরমা জননী-সাবিত্রী দেবী। হে দেবী তুমি ব্রাহ্মীরূপে এই জগন্মণ্ডল সৃষ্টি করিতেছ, তুমি বৈষ্ণবীরূপে এই জগৎ পালন করিতেছ; এবং প্রলয়কালে তুমিই রৌদ্রীরূপে এই জগৎ আত্মসাৎ কর। তুমিই সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থায় সর্ব্বভূতের কারণ রূপ। অব্যক্তা পরা প্রকৃতি, অথচ তুমিই আবার ঐ গুণত্রয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিতেছ।

দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় সবিতৃমণ্ডলের অক্ষরাত্মিকা গায়ত্রীর ব্রহ্মস্বরূপ-তত্ত্বের রূপবর্ণনায় এবং তাঁহার সহিত জীব ও জগতের একত্ব প্রতিপাদনে শিব উক্তিতে তন্ত্রে উল্লেখ আছে যে,—

রূপাদিতত্ত্ব-সহিতাং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্।
চতুর্ভুজাং শশিকলাং জটাজূট-সমন্বিতাম্॥
ঋক্সামযজুরাসীনাং প্রফুল্লপঙ্কজেক্ষণাম্।
পঞ্চাশদ্বর্ণগ্রথিতাং মালাদ্যোতিতহৃৎস্থলাম্॥
দিব্যগন্ধপ্রলিপ্তাঙ্গীং শুক্লবস্ত্রপরিচ্ছদাম্।
শুক্লপদ্মসমাসীনাং শুক্লবস্ত্রোত্তরীয়িণীম্॥
ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দৈঃ সংস্তুতাং নিত্যনূতনাম্।
প্রাতরাদিত্য-সংকাশাং চতুর্ভুজসমন্বিতাম্॥

*   *   *

রেতঃ শোণিতসংযোগে যদা দেহঃ প্রজায়তে।
কশ্চিদাত্মা তদা তস্মিন জীবভাবঃ প্রপদ্যতে॥
শরীরং প্রকৃতেস্তত্ত্বং গায়ত্র্যক্ষরনির্ম্মিতম্।
অত আত্মব্রহ্মকলাং প্রতি সেতুং যথা তথা॥
অত আত্মেতি জীবেতি শরীরীতি চ কথ্যতে।
ত্বকশ্মশ্রুরোমসংযুক্তং মজ্জাশুক্রাস্থিসংযুতম্॥
পুরীষমূত্রবিড়্যুক্তং কফপিত্তগতস্তথা।
ইদং নশ্বরদেহঃ স্যাৎ শরীরাদ্ভিন্নমুচ্যতে॥
শরীরাভ্যন্তরে মূলে ত্রিকোণং তেজসাং নিধি।
সব্রহ্মা সশিবঃ সূর্য্যঃ স চাগ্নিঃ সচ চন্দ্রমাঃ॥
স এব বিষ্ণুঃ স গুরুরন্তরাত্মা স উচ্যতে।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা বিষতন্তুসমাকৃতিঃ॥
ত্রিকোণাভ্যন্তরে শূন্যে কোটিচন্দ্রপ্রদীপিতে।
কোটি বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা॥
অতএব হি সর্ব্বত্র পরমাত্মা প্রকীর্ত্তিতঃ।
পরমাত্মাসমং জ্ঞানং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্॥

অগম্যং সর্ব্ব দেবানাং সুক্ষ্মং জ্যোতির্ম্ময়ং বিভুম্ ।
অনেক-কোটি-সানন্দ-পঞ্চাশন্মাতৃকাক্ষরম্ ॥
নির্ম্মলং পরমং ব্রহ্ম শিবং পরমকারণম্ ।
সর্ব্বগং সর্ব্বদং শান্তং অম্বরে চন্দ্রমা যথা ॥
জ্ঞানাত্মা কথ্যতে তেন মনিভিস্তন্ত্রকোবিদৈঃ ।
ত্রিবিধো জায়তে দেহঃ স্ত্রীপুং নপুংসকস্তথা ॥
রজোঽধিকাভবেন্নারী ভবেদ্রেতোঽধিকঃ পুমান্ ।
তথা নপুংসকো দেহঃ সমানো রেতশোণিতৈঃ ॥
শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকো জীবঃ সহ ইত্যক্ষরাত্মকঃ ।
হসৌ বিন্দ্বাত্মকৌ নিত্যং নান্যথা পরিচিন্তয় ॥
রেতঃ শোণিত সংযোগং যদা গর্ভে প্রজায়তে ।
কশ্চিদাত্মা যদা তস্মিন্ জীবভাবং প্রপদ্যতে ॥
তৎক্ষণাচ্চৈব গায়ত্রী জীবাত্মা সহ জায়তে ।
জীবব্যক্তি স্তত্র আত্মা কলা শ্রীরন্তরাত্মনঃ ॥
গায়ত্রী পরমা বিদ্যা তত্র একত্র তিষ্ঠতি ।
গায়ত্রী ব্রাহ্মণস্তত্র কলাশ্রী পরমাত্মনঃ ॥
জীবাত্মা তত্র সংপ্রাপ্য গায়ত্রীতত্ত্বরূপিণীম্ ।
জীবাত্মা চৈব গায়ত্রী একত্র তত্র তিষ্ঠতি ॥
পরস্য ব্রহ্মণো দেবি তত্রৈব হ্যনিশং স্থিতিঃ ।
ব্রহ্ম বিদ্যাময়ো জীবো জ্ঞানাত্মসহিতঃ সদা
ব্রাহ্মণঃ কথ্যতে তেন মুনিভিস্তন্ত্রকোবিদৈঃ ॥
এবং তত্ত্বময়ো ভদ্রে ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এবচ ।
নশূদ্রে বিদ্যতে তত্ত্বং গায়ত্র্যাক্ষর সংযুতম্ ॥

* * *

[illegible] জীবাত্মনো ভিন্না গায়ত্রী ব্রহ্মরূপিণী ।
গায়ত্র্যা নহি ভিন্নঃ স্যাজ্জীবাত্মা তৎস্বরূপিণী ॥
সর্ব্বদা উভয়োঃ রৈক্যং নারিকেলে যথোদকম্ ।

গায়ত্রীতন্ত্রম্ ।

রূপাদি তত্ত্ব সহিত পরমাক্ষরী গায়ত্রীকে বক্ষ্যমাণ বিধানে ধ্যান করিতে হইবে, যথা—তাঁহার চারিটী হাত, তাঁহার রূপ চন্দ্র বিনিন্দিত, তাঁহার মস্তকে জটাজূট, তাঁহার লোচন যুগল প্রফুল্ল পঙ্কজসন্নিভ। ঋক্‌সামযজুর্ব্বেদ তাঁহার আসন। পঞ্চাশদ্বর্ণ গ্রথিত মালা দ্বারা তাঁহার হৃদয় প্রদেশ বিদ্যোতিত। তাঁহার কলেবর দিব্য গন্ধে আমোদিত। তাঁহার পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র শুক্লবর্ণ, তিনি নিত্য নূতন রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক শ্বেতবর্ণ-পদ্মে আসীনা। ভুজ চতুষ্টয়শালী প্রাতরাদিত্য-সংকাশ নিত্য নূতন এই গায়ত্রী দেবীকে ব্রহ্মাদি সকল দেবতাবৃন্দ সর্ব্বতোবিধানে স্তব করিয়া থাকেন।

যে সময়ে পিতামাতার রেতঃ ও রজঃ এতদুভয়ের সংযোগে এই দেহের উৎপত্তি হইতে থাকে, সেই সময় কোন আত্মা জীবভাবের সংস্কার বশতঃ ঐ দেহ মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই শরীর সাক্ষাৎ প্রকৃতিতত্ত্ব, গায়ত্রীর অক্ষর সাহায্যে এই দেহ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এইজন্যই এই দেহকে ব্রহ্মকলা এবং ইহাতে সম্প্রবিষ্ট চৈতন্যকে আত্মা, জীব ও শরীরী বলিয়া থাকে। ত্বক্‌-শ্মশ্রু-রোমযুক্ত, মজ্জা-শুক্র-অস্থিবিশিষ্ট, পুরীষ, মূত্র ও বিষ্ঠাযুক্ত এবং কফপিত্তাদি সংযুক্ত এই দেহ নশ্বর। শরীরী জীব বা আত্মা এই শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এই শরীরের অভ্যন্তরে মূলপ্রদেশে অর্থাৎ মূলাধার পদ্মের ত্রিকোণমণ্ডলে যে দিব্য তেজঃ বিরাজ করিতেছেন; তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, এবং তিনিই বিষ্ণু, গুরু ও অন্তরাত্মা বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অন্তরাত্মা সকলেই ঐ দিব্যতেজের প্রকাশ বিশেষের বিকাশমাত্র। সেই ত্রিকোণের অভ্যন্তরে শূন্যপ্রদেশে যেখানে কোটি চন্দ্র প্রতিভাত আছেন, সেই স্থানে পরদেবতা কুণ্ডলী বিরাজ করেন, তাঁহার আকার মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মাকারে সার্দ্ধ ত্রিবলয় বিশিষ্ট। তাঁহার প্রতিভা কোটি বিদ্যুল্লতার ন্যায়। এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় হেতু সর্ব্বত্র তিনি পরমাত্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন, সেই পরমাত্মা সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহার কোন আকার নাই।

কোনরূপ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি সূক্ষ্মস্বরূপ, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সকল দেবতার অগম্য ও সকল শক্তি সম্পন্ন। এই দিব্য জ্যোতিঃ কুণ্ডলিনী পঞ্চাশৎ মাতৃকাক্ষরাত্মকে নিত্য আনন্দময় এবং নির্ম্মল পরমব্রহ্ম ও শিব স্বরূপে অনেক কোটি আধারে বিরাজিত আছেন। ইনি সর্ব্বগ, সর্ব্বদাতা ও আকাশস্থ চন্দ্রমার ন্যায় শান্ত স্বরূপ। এই কারণেই তন্ত্রকোবিদ মুনিগণ তাঁহাকে জ্ঞানাত্মা বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি পুরুষের রজঃ শুক্রের আধিক্য বশতঃ স্ত্রী পুরুষ এবং সমতায় নপুংসক দেহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব "হ" ও "স" এই দুই অক্ষরাত্মক এবং শুদ্ধ সত্ত্বময়। ঐ "হ" ও "স" সর্ব্বদাই বিন্দুর সহিত একীভূত। ইহাদিগকে কখন বিন্দুর বহির্ভূত চিন্তা করিও না। যে সময় গর্ভ-মধ্যে রেতঃ ও শোণিত উভয়ে পরস্পর মিলিত হয়, সেই সময়েই কোন আত্মা তাহাতে জীব ভাব প্রাপ্ত হন। তৎক্ষণেই গায়ত্রী ঐ জীবাত্মার সহিত একীভূত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। এইরূপেই জীবের ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। ইহারই নাম কলা এবং ইহারই নাম অন্তরাত্মার শ্রী অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা পূর্ণবিকাশ। পরমা বিদ্যা গায়ত্রী এইরূপেই ঐ গর্ভমধ্যে জীবাত্মার সহিত একত্র অবস্থিতি করেন। গায়ত্রী ও তাঁহার উপাসক ব্রাহ্মণরূপী আত্মা উভয়েই পরমাত্মার শ্রী ও কলা। জীবাত্মা তত্ত্বরূপিণী গায়ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই একত্রে বাস করেন। হে দেবি! এইস্থানেই পরব্রহ্মের নিত্য অধিষ্ঠান হেতু জ্ঞানাত্মার সহিত সর্ব্বদাই বিরাজমান জীব ব্রহ্মবিদ্যাময়। তন্ত্রকোবিদ মুনিগণ এই সকল কারণেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ নামে নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়বর্ণই তত্ত্বময়। কিন্তু গায়ত্রীর অক্ষরাত্মকতত্ত্ব শূদ্রবর্ণ মধ্যে বিদ্যমান নহে অর্থাৎ তমোগুণের ঘোর আবরণে আবৃরিত শূদ্রবর্ণে গায়ত্রীর অক্ষরতত্ত্ব কখন প্রকাশিত হয় না।

ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রী যেমন জীবাত্মা হইতে ভিন্না নহেন জীবাত্মাও তদ্রূপ আত্মস্বরূপিণী গায়ত্রী হইতে কখনও ভিন্ন নহেন, নারিকেলের জলের ন্যায় সর্ব্বদা উভয়ের একত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুরাতনী পূর্ণবিদ্যা পঞ্চাশদ্বর্ণকুণ্ডলী ।
পরস্য ব্রহ্মভজনে কারণং পরকুণ্ডলী ॥ গা. ত.

এই পুরাতনী পূর্ণবিদ্যা পঞ্চাশদ্বর্ণে অলঙ্কৃতা। এইজন্য ইহার নাম পরকুণ্ডলী। ইনিই পরম ব্রহ্মের ভজনার অদ্বিতীয় সাধন।

ন চাত্র বর্ণ-বিশ্লেষং ন চ বা পদ-দূষণম্ ।
নাত্র সন্ধির্মহেশানি ন চাত্র শ্লোকযোজনা ॥
পুরাতনী পূর্ণবিদ্যা পরব্রহ্মপ্রকাশিনী ।
অনন্তমহিমাযুক্তানন্তব্যাকরণৈর্যুতা ॥
স্বভাবতঃ সদা সিদ্ধা গায়ত্রী পরদেবতা ।
গা. ত ।

এই গায়ত্রীতে বর্ণ বিশ্লেষ নাই, পদ-দূষণও নাই। কোনরূপ সন্ধি বা শ্লোক যোজনাও করিতে হয় না। ইহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-প্রকাশিনী পুরাতনী পূর্ণবিদ্যা। ইহার মহিমা যেরূপ অনন্ত, সেইরূপ ইনি অনন্ত ব্যাকরণে অলঙ্কৃতা, এই পর দেবতা স্বরূপিণী গায়ত্রী স্বভাবতঃ সিদ্ধা।

এতাবৎ সংশাস্ত্র প্রমাণের আলোচনায় নিঃসন্দেহে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি—পরব্রহ্ম শ্রীভগবান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের তথা সমস্ত দেবতার উপাসনায় গায়ত্রীই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি যেরূপই শ্রীভগবানের স্বরূপ হউক না কেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইলেই বা তাঁহার স্বরূপতঃ ভাবিতে হইলেই সবিতৃমণ্ডলের দিব্যজ্যোতিঃ—এই গায়ত্রীর আশ্রয় লইতেই হইবে। সাধকের অভীষ্ট দেবতা শ্রীভগবানের নাম বা মন্ত্রে মনঃপ্রাণের অনুরাগে ভক্তিপ্রেম সম্পন্ন হওয়া তথা তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীরূপের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, এতদুভয়ই একমাত্র গায়ত্রীর দিব্যজ্যোতিঃ দ্বারাই সুনিশ্চিত ও সুসম্ভব। এজন্য সকল দেবতা ও তন্মন্ত্র সম্বন্ধীয় সন্ধ্যা বন্দনায় গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যান ও জপবিধি বিহিত হইয়াছে। গায়ত্রী মন্ত্রপ্রভাবে সবিতৃমণ্ডলের দিব্যজ্যোতির হৃদয়ে

পরিস্ফুরণ তথা অভিজ্ঞান বশতঃই সাধকের মনঃ প্রাণ তথা দেহে যে বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই সাধকের সাধনোদ্দেশ্য ও সংস্কার প্রকৃতির অবস্থা ভেদে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম নামে অভিহিত হয়। সংস্কার প্রকৃতিই জীবের বীজস্বরূপ মূলশক্তি। জীবমাত্রেই তাঁহার সংস্কার প্রকৃতির অধীন। ইহাকে স্বভাব বলে। এই স্বভাবের অধীনতা বশতঃ যিনি বা যাহারা ভগবানের কোন শ্রীরূপের অঙ্গীকার না করিয়া মাত্র জ্যোতিঃ স্বরূপের ধ্যান তথা উপাসনা করেন তিনি বা তাঁহারাই জ্ঞানী। জ্ঞানের স্বভাবে শ্রীভগবানের বিশেষ কোন নাম রূপের কোনরূপ অঙ্গীকার না থাকিলেও জ্যোতিঃ ও প্রকৃতিতত্ত্বের অস্তিত্বের অস্বীকার নাই। বেদাদি শাস্ত্র উপদেশে জ্ঞানী গায়ত্রী মন্ত্রের আশ্রয়ে উপাসনা না করিলেও তাহার তত্ত্ব বিজ্ঞান জ্যোতিঃ ও প্রকৃতিতত্ত্বের অভিজ্ঞানে পরোক্ষে গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকেন। আর যাহারা শ্রীভগবানের কোন বিশেষ নাম ও রূপে অনুরাগ সম্পন্ন, তাহাদের সেই অনুরাগকেই ভক্তি বলে। এই ভক্তি অবস্থা-ভেদে সাধন, ভাব ও প্রেম নামে অভিহিত হয়। "ভক্তিস্তু সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতি ত্রিধোদিতা॥ ভক্তি-সাধন, ভাব ও প্রেম এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে সাধন ও সাধ্যভেদে সাধন ভক্তি দুই প্রকার। ভক্তি শাস্ত্রে এই সাধন ভক্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত আছে ;—

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥

যাঁহার দেবতায়, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রতি অষ্টবিধা ভক্তি যথা দেবভক্তের প্রতি স্নেহ, পূজায় অনুরাগ, দেবতা, গুরু ও ভক্তে বিশ্বাস, নিত্য অর্চ্চনা, অর্চ্চন সম্বন্ধে দম্ভ পরিত্যাগ, ভগবৎ কথা শ্রবণে অনুরাগ এবং তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অনুরাগে নৃত্যাদি, সর্ব্বদা স্মরণ মনন প্রভৃতি তদ্ভাবে জীবন যাপন, এই অষ্টপ্রকার লক্ষণ সম্পন্ন অবস্থা বিশেষই সাধন ভক্তি বলিয়া অভিহিত। এই সাধন ভক্তি যাহাতে প্রকাশ পায় তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

দেবতা শব্দে শ্রীভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিশেষ কোন সাকার

শ্রীরূপ বা মূর্ত্তি। এই শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুনির্ম্মল কিরণ সবিতৃমণ্ডলের দিব্যজ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ-ঘন প্রস্ফুরণ মাত্র। আর মন্ত্র শব্দে ঐ চিজ্জ্যোতির্ম্ময় প্রস্ফুরণের বীজভূত অবস্থা। এতদুভয়ই যে ভাষা দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই গায়ত্রী বলে। এজন্য শাস্ত্রে প্রত্যেক দেবতার গায়ত্রী উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক গায়ত্রী সমষ্টি-ভূত, অর্থাৎ বৈদিক গায়ত্রীতে অনন্তরূপময় শ্রীভগবানের কোনরূপ বিশেষের বিশেষত্বের কথা না বলিয়া সমষ্টিভূত শ্রীরূপের কথাই বলা হইয়াছে। তজ্জন্য এই বৈদিক গায়ত্রীর দ্বারা সকল দেবতারই উপাসনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সমষ্টি বা ব্যাপকভাবে কার্য্যশীল কিরণের সহিত ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাবে কার্য্যশীল কিরণের যেরূপ সেই প্রদেশ ভেদ ব্যতীত অন্য কোন ভেদ নাই; তদ্রূপ কোন দেবতা বিশেষের গায়ত্রী যাহা তন্ত্র এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে শিব এবং গুরুপাদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত বৈদিক গায়ত্রীর সাধকের অবস্থা ভেদ ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভেদ নাই। বৈদিক ও তান্ত্রিক গায়ত্রীর অর্থ-সামঞ্জস্য দ্বারা আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

এইক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় মন্ত্র ও দেবতা। অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র প্রভাবেই সাধকের নিকট দেবতা ও মন্ত্রের স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য চিন্ময় শ্রীরূপ প্রকাশিত হয়। ইহাই গায়ত্রী মন্ত্রের সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বিশেষত্ব। প্রত্যেক ব্যক্ত ভাষাই, কোন ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। জীবহৃদয়ের সূক্ষ্মভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া স্থূল আকার ধারণ করে, অর্থাৎ স্থূল জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় তাহাকেই ভাষা বলে। গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষা অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর বিন্যাসযুক্ত পদটী শ্রীভগবান বা পরব্রহ্মের সূক্ষ্মাদপীসূক্ষ্ম সুমহান দিব্য একটী স্বরূপ ভাব মাত্র। গায়ত্রী মন্ত্রের শক্তি অর্থাৎ জপকৌশলে ঐ ভাব সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। গগনমণ্ডলের বিদ্যুন্মালা তাহার সম-জাতীয় অবস্থা বা ভাব পাইলে যেরূপ যন্ত্র মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সবিতৃমণ্ডলের দিব্য চিন্ময়-ভাব, তাহার সমজাতীয় গায়ত্রী

মন্ত্রের জপ কৌশলে সামঞ্জস্য-প্রাপ্ত হইয়া সাধকের হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্তি শাস্ত্র এই ভাবের লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন ;—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥
প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা।

শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ যাহা জীবের হৃৎপ্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধগতি বিশিষ্ট হ্লাদিনী শক্তির সারাংশই যাহার স্বরূপ, যাহা প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশু বা কিরণ সদৃশ, এবং রুচি অর্থাৎ শ্রীভগদ্ভাব প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের যে মসৃণাবস্থা বিশেষ তাহাকে ভাব বলে। ভাব প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। প্রেমের ন্যায় এই ভাব ও নিত্যসিদ্ধ বস্তু। দেবতা এবং হৃৎপ্রতিপাদ্য গায়ত্রী মন্ত্রের সাধন ভক্তিতে সাধকের হৃদয়ে এই ভাব প্রকটিত হয়।

প্রেম সূর্য্যসদৃশ, ভাব তাহার কিরণ। কিরণের দ্বারাই যেরূপ আমাদের জগদ্দর্শনাদিতে সূর্য্য জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ভাবের দ্বারাই ভক্ত সাধকের শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা শব্দে কহি কৃষ্ণে সুদৃঢ় বিশ্বাস, ইতি চরিতামৃত) সাধুসঙ্গ (ভগবৎ প্রসঙ্গ) ভজন ক্রিয়া (গুরু শাস্ত্রোপদেশের অনুশীলন) অনর্থ নিবৃত্তি (বিষয় বাসনা ত্যাগ) নিষ্ঠা (দৃঢ়জ্ঞান) রুচি (ভজন স্পৃহা) প্রভৃতি অবস্থায় আসক্তি অর্থাৎ প্রাণের টান পরিলক্ষিত হইয়া ভাব ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই প্রেমোদয় হইয়া থাকে। সাধন ভক্তি হইতেই এই ভাবের উদয়। ভাবের অপর নাম রতি। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ; "সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়॥"

এই ভাব বা রতি ও তাহার দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত প্রেমের সাধনা —সাধনভক্তি। কিন্তু ভাব বা রতি ও প্রেম নিত্য সিদ্ধ বস্তু, ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। এই শক্তির সহিত শক্তিমান শ্রীভগবানের

কোন পার্থক্যই নাই। শ্রীভগবানের ন্যায় ইহাও পূর্ণ পদার্থ। যাহা পূর্ণ তাহাই অখণ্ড এবং স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ নিজ উৎপত্তির কারণ নিজেই। এবম্বিধায় এই ভাব বা রতি ও প্রেমের কোন সাধনা নাই। উহার উৎপত্তির কারণ উহাই। তবে যে ভক্তি শাস্ত্র উহা লাভের জন্য সাধন ভক্তির বিধান করিয়াছেন সে কেবল জীবের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ঐ নিত্য স্বরূপ সিদ্ধাবস্থার উদ্দীপন উদ্দেশ্যে মাত্র। অঙ্গারের মধ্যে হীরকের ন্যায় প্রতি জীবের হৃদয় মধ্যে এই ভাব ও প্রেম পদার্থ লুক্কাইত থাকে। সৎসঙ্গে নির্ম্মল এবং রোগ, শোক দুঃখময় বিষয় ভোগে অনু· বুদ্ধি দ্বারাই অনুসন্ধান করিলে নিজ হৃদয়েই উহার বিকাশ অনুভব হয়। ভাবের সঞ্চার হইলে হৃদয়প্রদেশ সূর্য্য বা অগ্নির তাপবৎ উত্তাপিত এবং সমুদ্র সৈকতের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। বুদ্ধি মন, ইন্দ্রিয় বা শরীর ঐ ভাবের তাপে গলিয়া, ঐ ভাব সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গে মানার সামাতিক্রমে একেবারে পর পার বা পরা প্রকৃতি রাজ্যে যাইয়া পড়ে। ভাবের সকলই নূতন সকলই অত্যদ্ভুত। তাই ভাবমগ্ন প্রেমিক ভক্তের নিকট ঐ পরা প্রকৃতি রাজ্যের শ্রীভগবান সম্বন্ধীয় অনেক নূতন অত্যদ্ভুত সন্দেশ আমরা প্রাপ্ত হই। এই ভাবের আধারে শ্রীভগবানের নিত্য আবির্ভাব। অথবা তাহার শ্রীঅঙ্গ ভাবের দ্বারা চির-বিজড়িত। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই পরা প্রকৃতি রূপা ভাবকে শ্রীরাধার স্বরূপ বলিয়াছেন। "মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।" আবার বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিবের উক্তিতে উল্লেখ আছে,—

সর্ব্ববেদময়ী বিদ্যা গায়ত্রী পরদেবতা।
পরস্য ব্রহ্মণো মাতা সর্ব্ববেদময়ী সদা॥
মহাভাবময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণী।

গায়ত্রীতন্ত্র।

পরদেবতা স্বরূপিণী গায়ত্রী সর্ব্ববেদময়ী, বিদ্যারূপা, সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের প্রসূতি এবং স্বরূপা। সর্ব্ববেদময়ী, মহাভাব স্বরূপিণী, নিত্যা এবং সৎচিদ্ আনন্দরূপিণী।

শ্রীভগবানের চিন্ময় বপু এই সচ্চিদানন্দময়। ইহার সদংশে সন্ধিনী শক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রাধান্যে, চিদংশে সম্বিৎ শক্তি জ্ঞানশক্তি প্রাধান্যে, আনন্দাংশে হ্লাদিনীশক্তি ইচ্ছাশক্তি প্রাধান্যে যথাক্রমে সবিতৃমণ্ডলে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী আখ্যায় অভিহিতা হয়েন। "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।" এই শক্তিত্রয় হইতে জীব ও জগৎ প্রসূত, স্থিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সৎ ও অসৎ ভেদে ক্রিয়াশক্তি সাধারণতঃ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে ভগবদ্ভাবে বিষয়-ভোগ বিরক্ত ক্রিয়া বা কর্ম্মই সৎ। আর অহং মমেতি ভাবে বিষয় ভোগযুক্ত কর্ম্মই অসৎ। এই সৎকর্ম্মের দ্বারাই সম্বিৎ বা ভগবদ্ জ্ঞান বিকাশ হইয়া, তাঁহার সঙ্গ বা মিলনাকাঙ্ক্ষারূপ ইচ্ছাশক্তি প্রাধান্যে হ্লাদিনী নামে অভিহিত হয়। এই হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ পরিপাকেই প্রেম, এবং এই প্রেমের সারকেই ভাব বলে। তথাহি চরিতামৃত ;—

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥

যে ভাবকে তন্ত্রাদিতে সচ্চিদানন্দরূপিণী মহাভাবময়ী গায়ত্রী বলিয়া শিববাক্যে প্রকাশ, সেই ভাবই বৈষ্ণব প্রামাণ্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বলিয়া অভি-হিতা হইয়াছেন। ইহা অতি সরল ও সহজ সিদ্ধান্ত। মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রণাম মন্ত্রে শাস্ত্রকার বলিতেছেন ;—

নবীনাং হেম গৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং ॥